কবি জগজ্জীবন ঘোষালের

মনসামঙ্গল পুথি সম্পাদনা, পাঠ বিচার

ও

কাব্য বিশ্লেষণ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা

গবেষণা পত্র

NBU DARJEELING LIBRARY

গবেষিকা

নবনীতা মুখার্জী

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট

Ref
81.093
নব/কবি

212935
24 MAR 2009

STOCK TAKING-2011

-: উৎসর্গ :-

তিনি জন্মেছিলেন ১৩০৩ বঙ্গাব্দে। প্রণাম করলে বলতেন - "বংশের মুখ উজ্জ্বল কইরো"। নিজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন "তিন ক্লাস" পর্যন্ত। তিনি আমার ঠাকুমা, আমাদের "ঠানম"।

আমার মা পড়েছিলেন নবম শ্রেনী পর্যন্ত। বারে বারে লিখিয়ে আমার হাতের লেখা তৈরী করিয়েছিলেন তিনি। সরল, ভক্তিমতী, বড় মনের মানুষটির অনেক চাহিদা ছিল না জীবনের কাছে।

আমার গবেষণাকর্মের সারটুকু ঠানম আর মা-কে দিলাম।

-ঃ নিবেদন ঃ-

পুথি নির্ভর গবেষণা করব বলে মূক-বধির-মলিন পুথির পাতায় স্বর্ণাক্ষরগুলি খুঁজে ফিরি। হাতড়ে হাতড়ে হোঁচট খেতে খেতে পড়তে শিখেছি। মনে আছে একটা শব্দ চার বছর পরে একদিন হঠাৎই আমার কাছে সহজ হয়ে উঠেছিল। সেই পাঠোদ্ধারের আনন্দ কাউকে বলে বোঝানোর নয়। ধুলো ঝাড়া কাজের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হল, যখন নির্বাক পুথিগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মন বলে - "হে অনাদি অতীত কথা কও, কথা কও"। ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে "পুথি" আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের উত্তরাধিকার।

যেদিন আরম্ভ করেছিলাম, সেদিন ভাবিনি শেষ হবে। আমার সর্বংসহা মাষ্টার মশাই এর কাছ থেকে সুযোগের দ্বার অবারিত না হলে পারতাম না। অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্টকে আমার প্রণতি। বুবুন, পলাশ, নির্মল, রতন, কৌশিক এঁরা এই জটিল টাইপগুলো করে আমাকে সহায়তা করেছেন। ঈশ্বর ও পঙ্কজদা ছবি তোলাতে সাহায্য করেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে নিখিলেশ, রেজাউল, দীপক ও মঞ্জুলাদি সহায়তা করেছেন নানা ভাবে। অক্ষয় কুমার মৈত্র হেরিটেজ মিউজিয়াম ও মালদা মিউজিয়াম এর সাহায্য পেয়েছি। কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশেষতঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায় সহায়তা করেছেন উৎসাহের সঙ্গে। দেবাশিস ঘোষ দেবী মনসার ছবি অনুসন্ধান ও সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা মন্দিরা ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক আনন্দ গোপাল ঘোষ এবং ড. বৃন্দাবন ঘোষ, ধনঞ্জয় রায় এর কাছ থেকে তথ্য পেয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শিলিগুড়ি শাখার নিত্য রঞ্জন গুহ অকুন্ঠ সহযোগিতা করেছেন।

'খ্যাপা খোঁজে পরশ পাথর' করতে গিয়ে আমার "বুড়িয়া" (দৃশদ্বতী) র কাছ থেকে অনেক মূল্যবাণ সময় ছিনিয়ে নিয়েছি। অনেক উৎসাহ নিয়ে ওর ছোট্ট আঙুলে কখনো দু-চার-লাইন যা আমাকে টাইপ করে দিয়েছে তা আমার গবেষণায় ওর মায়া ভরা স্নেহস্পর্শ। পার্শ্বচর মানুষটিকেও (অরিন্দম) এজন্য ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। পরোক্ষ যাঁদের আশীর্বাদে আমার কাজ শেষ করতে পেরেছি, তাঁরা হলেন বাবু, বাবা এবং মা (শ্বাশুরী)।

যাঁর আলোতে নিত্য পথ দেখি আজ তাঁর জন্মতিথি। তাঁর কথা মত এ আমার শিব ও সরস্বতী আরাধনা, আমার পূজার্ঘ্য।

দূরশিক্ষা অধিকার
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
১৮.০৬.২০০৮

নবনীতা মুখার্জী

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	মনসার ছবি	I
	সিজ মনসা গাছের ছবি	II
	পুথির পাতার ছবি	III, IV
অধ্যায় - ১	পুথি পরিচয়	০১
অধ্যায় - ২	মনসা দেবীর কথা ও পূজা বৈশিষ্ট্য	০৬
অধ্যায় - ৩	মনসামঙ্গল কাব্যধারা	০৯
অধ্যায় - ৪	জগজ্জীবন ঘোষাল - কবি ও কাব্য পরিচয়	১২
	(ক) কবি পরিচয় -	
	(i) ব্যক্তি পরিচয়	১২
	(ii) কাব্য রচনা কাল	১৫
	(iii) কবির সঙ্গীত প্রীতি	২১
	(iv) তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল	২৪
	(v) ভারতচন্দ্র ও জগজ্জীবন ঘোষাল	২৭
	(খ) কাব্য পরিচয় -	
	(i) কাব্য নাম	৩০
	(ii) কাব্যে ব্যবহৃত ভণিতা	৩৪
	(iii) কাব্যের ধ্রুবপদ	৩৮
	(iv) কাহিনী ও চরিত্র	৪৫
	(v) নারীর পরীক্ষা প্রদাণ	৫১
	(vi) চাঁদ এর নৌবানিজ্যের কথা	৫৪
	(vii) বেহুলার নৃত্য সজ্জা	৫৯
	(viii) চাঁদ এর বস্তুবদলের ছক	৬৫
	(ix) মনসার সর্পসজ্জা	৬৮
	(x) মাতুলানী প্রসঙ্গ	৭২
	(xi) জগজ্জীবনের কাব্যের মুদ্রিত পুথির নকল	৭৬
	(xii) পুথিতে ব্যবহৃত পুষ্প চিহ্ন	৭৭
	(xiii) কবিত্ব	৮২
অধ্যায় - ৫	আমাদের সম্পাদনার সাথে পূর্ববর্তী সম্পাদনার তুলনা	৮৫
অধ্যায় - ৬	সম্পাদিত মনসামঙ্গল	
	(ক) বন্দনা অংশ ও পরিশিষ্ট	৯০
	(খ) দেবখন্ড - ১০৭টি গান ও পরিশিষ্ট	১০৪
	(গ) বাণিয়া খন্ড ২৮২টি গান ও পরিশিষ্ট	২৩৩
অধ্যায় - ৭	শব্দসূচী	৫৫১
অধ্যায় - ৮	গ্রন্থপঞ্জী	৫৫৯

রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর) এর কামারপুকুর থেকে
১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া
পাল আমলের পাথরের মনসামূর্ত্তি

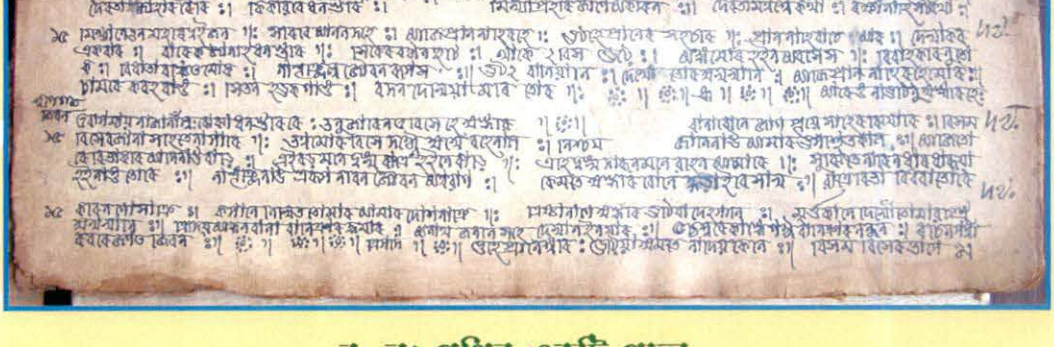

ব, নং পুথির একটি পাতা

সিজ গাছের নীচে পূজিত মনসা শিলা, মাটিগাড়া, দার্জিলিং

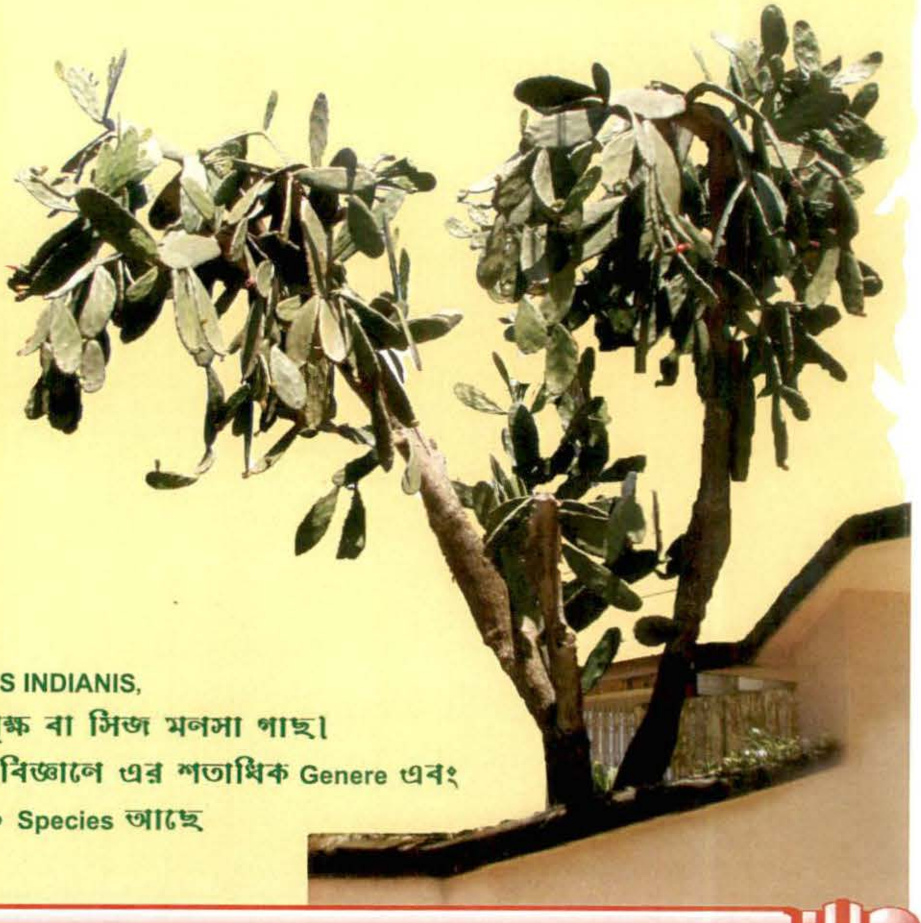

CACTUS INDIANIS,
স্নূহী বৃক্ষ বা সিজ মনসা গাছ।
উঁদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে এর শতাধিক Genere এবং
১৩০০ Species আছে

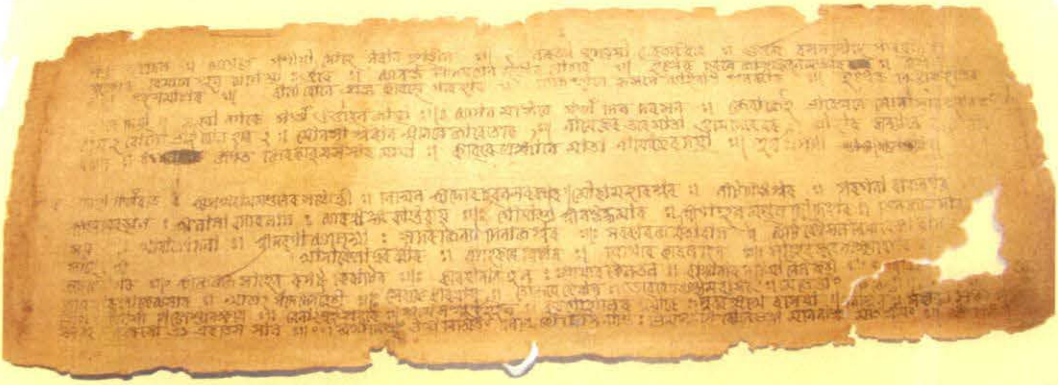

ব, নং পুথির পুষ্পিকা পাতা

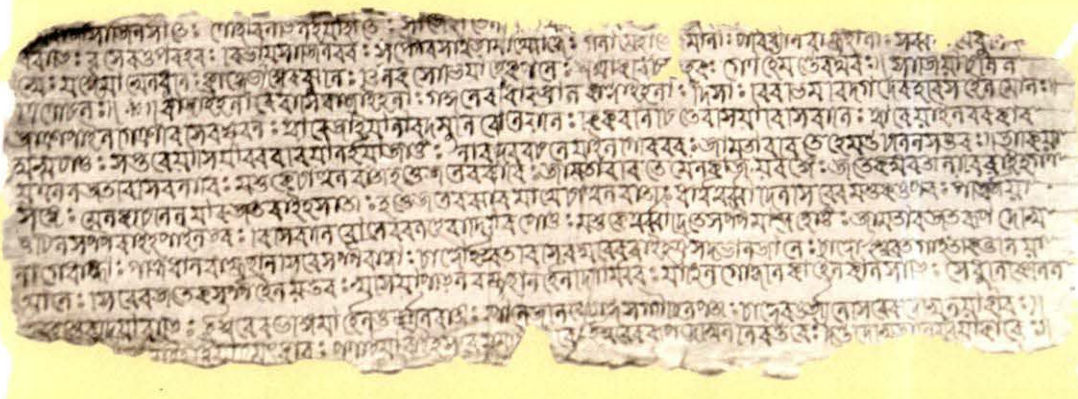

ব.সা.প. পুথির একটি পাতা

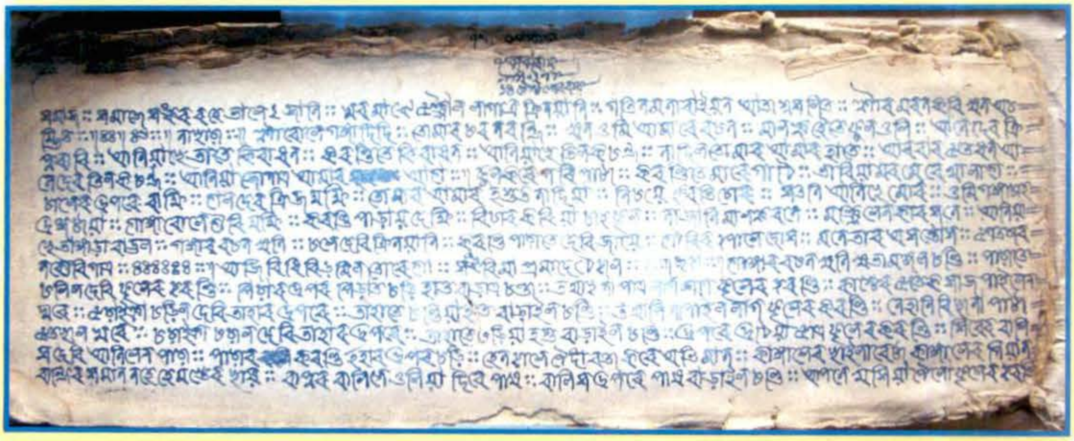

দে$_{১}$ নং পুথির একটি পাতা

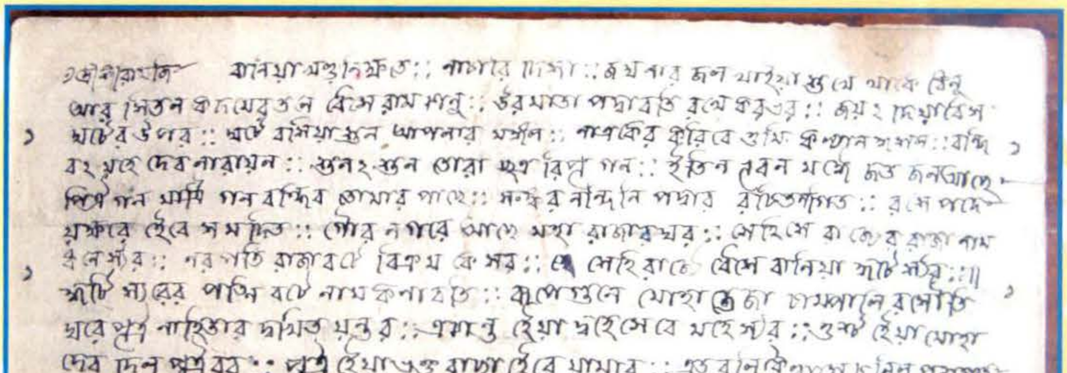

ব$_{৬}$ নং পুথির একটি পাতা

অধ্যায় - ১
পুথি পরিচয়

ব্যবহৃত পুথির সাংকেতিক নাম-

পুথি	ব্যবহৃত নাম
সংখ্যা ৬৭৯ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	দে$_{১}$
সংখ্যা ৫২৩ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	দে$_{২}$
সংখ্যা ৪৫৫ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	দে$_{৩}$
সংখ্যা ৫২৪ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব$_{১}$
সংখ্যা ৬৭৮ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব$_{২}$
সংখ্যা ৪৫৪ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব$_{৩}$
সংখ্যা ৫২৫ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব$_{৪}$
সংখ্যা ৬৭৬ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব$_{৫}$
সংখ্যা ৬৬৯ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব$_{৬}$
সংখ্যা ২৭৩৪ - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা সংগ্রহ	ব. সা. প.
সংখ্যা ১৯, ২০, ২৩, ২৭ অক্ষয় কুমার মৈত্র হেরিটেজ মিউজিয়াম সংগ্রহ	অ. মৈ.

এছাড়াও উ.ব.বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে জগজ্জীবনের ভণিতাযুক্ত ৫১৩, ৫২৩, ৬৬৫, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭৪, ৬৭৫, ৪৫৩, ৫৫৭ ও ৫৫৯ সংখ্যা চিহ্নিত পুথিগুলি আমি দেখেছি। এগুলি সবই বণিক খন্ডের পুথি। সম্পাদনার কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে এদের ব্যবহার করিনি।

<u>বিবরণ</u>

দে$_{১}$ নং পুথি-

এটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগৃহীত পুথি। দেবখন্ড সম্পাদনার 'মা' বা Mother এই পুথির ক্রম সংখ্যা ৬৭৯। পাতার পরিমাপ ৩৪ সে. মি. / ১২ সে. মি.। আদি-মধ্য ও অন্তে খন্ডিত পুথিটি ১২০২ সালের ১৪ই জৈষ্ঠ্য রোববার লেখা হয়েছিল। এর কাগজ পুরনো ও কালি কালো। কাগজ ওপরে ও নীচে ছিন্ন। পুথি ভগ্ন ও জীর্ণ। পাতা গুলির একদিকে লেখা, দুটি পাতা একসাথে জোড়া। লেখা পরিস্কার ও সুহস্তাক্ষর যুক্ত। প্রতি পাতায় ১২, ১৩, ১৪, ১৫ বিভিন্ন সংখ্যক লাইন আছে। তবে পুথির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল চরণের শেষে ১, ২ ইত্যাদি করে সংখ্যা দেওয়া আছে। যেমন খন্ডিতাকারে গঙ্গাবন্দনা দিয়ে পুথি আরম্ভ হয়েছে। গঙ্গা প্রসঙ্গ ও বন্দনা শেষে

লিপিকর ২২২২২ লিখে লাইন শেষ করেছেন। তৎপরে নারদ বন্দনা, অন্তে লিখেছেন ৩৩৩৩। এই ভাবে কোথাও ৫৭:৫৭:৫৭, কোথাও ৭৬:৭৬:৭৬ পেয়েছি। এইভাবে পুথির ক্রম রক্ষার প্রচেষ্টা লিপিকরের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পুথি খন্ডিত হবার কারণে অবশ্য মাঝখানে এই ক্রম ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু এ থেকে যা পেয়েছি আর যা হারিয়ে গেছে, তার একটা আভাস আধুনিক কাল পর্যন্ত পৌছেছে।

যোতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রংপুরে রক্ষিত জগজ্জীবন ঘোষালের পুরনো খন্ডিত পুথির লিপিকাল ১১০২ বলে উল্লেখ করেছেন। সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে তথ্য পরিবেশন করেছেন। আশুতোষ দাস ১৩১৪ বঙ্গাব্দের রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিবরণ থেকে এই বইতে 'কালিদাস' নামক অপর এক 'মনসামঙ্গল' কবির চারটি ভণিতার উল্লেখ করেছেন (শ্রী আশুতোষ দাস সম্পাদিত বই, 'কবি পরিচয়' অংশ)। তিনি নিজে যে তিনটি পুথি ও নকলের ওপর নির্ভর করে কাজ করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো পুথির লিপিকাল ১২১১ বঙ্গাব্দ। জগজ্জীবনের কাব্যের 'দেবখন্ড' ক্রমশঃ অপ্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। আশুতোষ বাবুও (খ) পুথিতে দেবখন্ড পাননি। সুতরাং চোখে দেখা জগজ্জীবন ঘোষালের পুথির সবচেয়ে পুরনো 'দেবখন্ড' রচনা এটি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই জগজ্জীবনের কাব্যও যে 'বন্দনা' দিয়ে শুরু হয়েছিল, দে$_{২}$ নং পুথিটি তা যুক্তিসহ প্রমাণ করে।

দে$_{২}$ নং পুথি-

দেবখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহৃত পুথি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। ক্রম সংখ্যা ৫২৩। মোট পত্র সংখ্যা ১১২। মধ্যাংশে খন্ডিত, আদি ও অন্ত রক্ষিত এই পুথির পাতার পরিমাপ ৩৫ সে. মি. / ২২.৫ সে.মি.। চওড়া মাপের এই পুথির প্রথম পাতায় ৯ টি লাইন আছে। শেষ পাতার লাইন সংখ্যা ৫। বাকি পাতাগুলিতে লাইন আছে ১০টি করে। কাগজ লালচে, কালো কালিতে লেখা। কাগজ তত পুরনো নয়। কালি অনেক জায়গায় ধূসর ও ম্লান হয়ে উড়েছে। শেষ পাতায় বাঁয়ে তিনবার ও ডাইনে একবার মোট চারবার "ব্রত কথা" এই শব্দটি লেখা আছে। এছাড়াও "শ্রী রামজী" বা কোন কোন পাতার বাঁ দিকে "জগতজিবন" কথাগুলি লেখা পেয়েছি। পুথিটি সম্ভবতঃ কোন গায়েনের। আসর মাতানোর উপযোগী রীতি-পদ্ধতির উল্লেখ আছে পান্ডুলিপিতে। যেমন গায়েনরা গান শুরুর আগে আসরের সকলকে সম্ভাষণ (মূলতঃ প্রণতি) করে নিতেন, আসর শুদ্ধ করতেন বিভিন্ন বাধা গদের শ্লোক আওড়ে অর্থাৎ "দিকশুদ্ধি" করতেন, শত্রুকে সাবধান করতেন, দেবীকে আসরে এসে উড়ে বসতে বলতেন, দেবী সরস্বতীর কাছে সুরেলা কন্ঠস্বরের জন্য প্রার্থনা করতেন এই পুথিতে এইসব প্রসঙ্গ থাকায় পুথিটি গায়েনের হতে পারে বলে মনে হয়।

পুথিতে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে। গঙ্গা-নারদ-সরস্বতী-কালীর কবিত্বময় বন্দনা আছে। দেবখন্ড সম্পাদনে এই অংশ তুলনা প্রতিতুলনার মধ্য দিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। পুথির শেষাংশে বেহুলা-লখিন্দর অভিশাপ সমাপনান্তে ইন্দ্রসকাশে উপস্থিত হয়েছে এই বিবরণ পাই। অংশটি বর্ণিকখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করেছি। এটি "সর্গবাস পালা" হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।

দে$_{৩}$ নং পুথি-

এটি সাল-তারিখ যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পুথি, পুষ্পিকা আছে। পুথিটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ, ক্রম সংখ্যা ৪৫৫। ১২৮০ সালের ২৩শে কার্ত্তিক পুথিটির লিপিকাল। সাদা কাগজে কালো কালিতে খুব ছোট ছোট হস্তাক্ষরে পুথিটি লেখা। কাগজ ও হস্তাক্ষর অর্বাচীন। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮ প্রতি পাতার দু-দিকে লেখা। দেবখন্ডের

মধ্যাংশের কয়েকটি পাতায় "সুকবি বল্লভ নারায়ণদেব" এর ভণিতা আছে। ৫৮ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশের ভণিতা জগজ্জীবন ঘোষালের। দে, নং পুথির দেবখন্ডের পাঠের সাথে এর রচনাংশের মিল আছে। নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত গানগুলি সম্পাদনায় ব্যবহার করিনি। পুথির পাতার পরিমাপ ৩২.৫ সে. মি. / ৮.৫ সে.মি.। প্রতি পাতায় ৮টি করে চরণ আছে। পৃষ্ঠাগুলি জোড়া নয় একক। দেবখন্ডের গল্পাংশ পুরণ করতে এবং বানিয়াখন্ডের পাঠান্তরের জন্য পুথিটি ব্যবহার করেছি।

ব, নং পুথি-

বণিক খন্ডের পূর্ণাঙ্গ 'মা' পুথি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ এটি। ক্রম সংখ্যা ৫২৪। সু-হস্তাক্ষরের কালো কালিতে লেখা সাল তারিখ যুক্ত এই পুথিটিই আমাদের 'বাণিয়া খন্ড' সম্পাদনার মূল অবলম্বন। পুরনো লালচে তুলোট কাগজে কালো কালিতে লেখা। পাতায় হলুদ মাখানো আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে। পাতার মাপ ১১.৫ সে.মি. / ৩৩ সে.মি.। ৭ পাতা থেকে পুথি শুরু হয়েছে। প্রথম পাতার একদিকে লেখা, বাকি পৃষ্ঠা গুলির দু-দিকেই লেখা আছে। প্রতি পাতায় ১৪টি করে লাইন আছে। পুষ্পিকা আছে। প্রভু শ্রী রাম মন্ডলের সন্তোষের জন্য শ্রী দেবি চরণ সরকার মোকাম হরিপুর, নাট চান্দপুর, পরগণা বাজনগর পুথিটি নকল করেছিলেন। জমিদার কৃষ্ণ কান্ত রায় এর নাম আছে। গোমস্তা নন্দ কুমারের কথা আছে। থানা জগদলা, সদর জেলা দিনাজপুরের কথা আছে।প্রশাসনিক অবিচার ব্যবস্থার কথা লিপিকর পুষ্পিকাতে উল্লেখ করেছেন। পুথির লিপিকার ১২৩১ বঙ্গাব্দ, ১৭৪৬ শকাব্দ।

ব, নং পুথি-

পুথি নং ৬৭৮, এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। বণিক খন্ডের "ব্রতকথা" জাতীয় পুথি। মোট পত্র সংখ্যা ৩৫টি। প্রতি পাতার দু-দিকে লেখা। প্রথম পাতাটির একদিকে লেখা। পাতায় লাইন আছে ৫, ৬, ৭ টি করে। পাতার মাপ ৩০.৫ / ৯.৫ সে.মি., কালো কালিতে লেখা খন্ডিত এই পুথিতে মেনকার বিলাপ অংশ পূর্ণাঙ্গ আকারে পাই। "পালা সমাপ্ত হৈল" বলে পুথি শেষ হয়েছে। সাল-তারিখ নাই। বাণিয়া খন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করেছি।

ব, নং পুথি-

পুথি নং ৪৫৪। এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। "বালার জন্ম অবধি মনসা দেবীর পূহা পর্যন্ত" অংশ এতে স্থান লাভ করেছে। আধুনিক কাগজে নীল ও কালো কালিতে লেখা এই পুথিটি কোন মুদ্রিত পুথির নকল। মহেশচন্দ্র তালুকদার কর্তৃক যা প্রকাশিত হয়েছিল। ভেতরে হীরালাল তালুকদার এর নাম আছে। লিখক হল "মহুয়া"। শেষে ১১ সন এবং ১৩ সাল ১২ই জৈষ্ঠ্যের তারিখ পাই। দিনাজপুর ও মালদা জেলার উল্লেখ আছে। শেষের ১-১/২ পাতায় কেউ এ পুথির ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করেছেন বোঝা যায়। একাধিক হস্তাক্ষরের ছাপ আছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬, পাতার একদিকে লেখা। পুথিতে ৫, ৬, ৭ টি করে লাইন আছে। পুথির পাতার মাপ ৮.৫ সে.মি. / ২৬.৫ সে.মি.। বণিক খন্ড সম্পাদনায় গল্প পূরণে ব্যবহার করেছি। পুথি শেষ হয়েছে "ইতি খোলসী মিলন গীতিকা" সমাপ্ত বলে।

ব, নং পুথি-

পুথি নং ৫২৫, এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংগ্রহ এতে মোট তিনটি পুথি একত্রিত অবস্থায়

আছে। (ক) বেহুলার দেবসভায় নৃত্য (৩৭, ৩৮, ৩৯ পাতা), (খ) ঘটস্থাপন পালা (১,২ পাতা) এবং (গ) ভাসান যাত্রা (২৭, ২৮, ২৯, ৩০ পাতা)। পুথি গুলিতে ৮, ৯, ১২ এরকম লাইন আছে। সম্পাদনায় বেহুলার দেবসভায় নৃত্য অংশটি থেকে পাঠ গ্রহণ করেছি। ঐ পাতাগুলির পরিমাপ ৯.৫ / ৩১.৫ সে.মি.

ব৫ নং পুথি-

পুথি নং ৬৭৬, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। বণিক খন্ডের চৌদ্দ-আঠার সংখ্যক গান এই পুথি থেকে নেওয়া। পুথি খুব পুরনো নয়, সাল তারিখহীন ও খন্ডিত মোট ১২টি পাতা আছে। প্রতি পাতায় লাইন আছে '৮' টি করে। পাতার মাপ ১১.৫ সে.মি. / ২৮.৫ সে.মি. একটি বড় পাতাকে মাঝে ভাঁজ করে তার দু-দিকে লেখা আছে কালো কালিতে। সু-হস্তাক্ষরের পুথি, ভণিতা ছাড়াও পাতার বাঁয়ে জগতজীবন লেখা আছে। চাঁদ এর বানিজ্য যাত্রার প্রস্তুতি ও যাত্রা অংশ সম্পাদনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব৬ নং পুথি-

পুথি নং ৬৬৯। এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। কালো কালিতে লেখা বাণিক খন্ডের আর্বাচীন খন্ডিত পুথি এটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে। ১৬-৩৪ সংখ্যক পৃষ্ঠা আছে। প্রতিপাতার দু-দিকে লেখা। পাতায় ৮, ৯, ১০ সংখ্যক লাইন আছে। শেষ পাতাটির একদিকে লেখা। "পালা শামাত্য - লখিন্দরের জন্মপালা লিখ্যতে-লাচারি-দিসা-কাজ" লিখে অসমাপ্ত ভাবে পুথি শেষ হয়েছে। পাতার মাপ ৮.৫ / ২৪.৫ সে.মি.। চাঁদ গঙ্গা মাহাত্ম্য শুনে বানিজ্য যাত্রা করছে এবং ফিরে এসে আহারে বসেছে এমন বিবৃতি পাই। লখিন্দরের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনী এই পুথিতে আছে। উত্তর বাংলার নদীগুলির সুন্দর বিবৃতি আছে পুথিতে। বাণিয়া খন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করেছি অংশ বিশেষ।

ব. সা. প. পুথি-

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৭৩৪ সংখ্যক পুথিটি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল। অসম্পূর্ণ, অশুদ্ধ লিপির পুথি এটি, যার মধ্যে একাধিক পুথি জড়িয়ে আছে। পত্র সংখ্যা ৫-২৪, ২২-২৪, ২৬-৩৭ (২২-২৪ সংখ্যক) কতগুলি পাতা দু-বার থাকায় এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। পুথিতে একাধিক হস্তাক্ষরের ছাপ স্পষ্ট। পুথির মাপ ৩৯ সে. মি. / ১২ সে. মি.। সাল তারিখের উল্লেখ নেই। শ্রী বনমালী ঘোষ, স্কুল সাব্ ইনস্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর (এখনকার দক্ষিণ দিনাজপুর) বইটি সাহিত্য পরিষদকে দান করেছিলেন। জগজ্জীবন ছাড়াও পুথিতে রামদাস এর ভণিতা আছে পুথির ৬(ক) সংখ্যক পাতায় আছে -

দক্ষিন পাটনে সাধু জাএ মোনসার পাএ অনেক প্রণতি কএ
গেল রামদাসে গাএ

এই রামদাস কোন গায়েন হতে পারেন।

পুথিতে দেবখন্ড সম্বলিত পত্র সংখ্যা মোট দশটি। এখানে দুর্গার বিবাহ প্রসঙ্গ ইত্যাদি আছে। দেবখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহৃত করেছি। পুষ্পিকা নেই। কিছু কিছু আলাদা রকম পুষ্পচিহ্ন পেয়েছি। দেবখন্ডের হস্তাক্ষর ভিন্ন, বড় চওড়া পুথি। প্রতি পাতায় ১১, ১২, ১৩টি করে লাইন আছে। বণিক খন্ডের পাতাগুলিতে একাধিক হাতের লেখার পরিচয় আছে। চাঁদ এর বানিজ্য যাত্রার বিবরণটি সম্পূর্ণ। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা-"ভাগিরতি", (এই রকম বানান আছে)

সুরেশ্বরি, যমুনা, সরস্বতী, মহানন্দা ইত্যাদি নদীর কথা আছে। ৫-২৪ সংখ্যক পাতার মধ্যে ১৩ সংখ্যক পাতাটি নাই। দুটি ২২ সংখ্যক পাতা আছে, এদের বিবরণ পৃথক। বেহুলার নিশ্ছিদ্র বাসরের প্রস্তুতির কথা পাই। সর্পের বিবৃতি আছে বিচ্ছিন্ন আকারে। শঙ্কর ধন্বন্তরীর প্রসঙ্গ আছে, তবে সম্পূর্ণ নয়। ধন্বন্তরির মৃত্যুর কথা আছে -

বিসম বিবাদ করি মইল রোঝা ধন্বন্তরি
শুনিঞা হ্রিদয় আকুল।

৩৭(খ) পর্যন্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা আছে। বাকি অংশ পৃষ্ঠা সংখ্যাহীন ও ছিন্ন। বণিকখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করিনি।

অ. মৈ. পুথি-

অক্ষয় মৈত্র সংগ্রহশালার অপ্রকাশিত পুথি তালিকায় কবি জগজ্জীবন ঘোষালের পুথির কথা আছে। ২০, ২৩, ২৭, ৬৬ সংখ্যক কয়েকটি পুথির ছিন্ন পাতা পাই সেখানে। ১৯ সংখ্যক একটি পুথিতে বাণিয়া খন্ডের ১৫টি পাতার কথা আছে। পাতাগুলি জোড়া, একদিকে লেখা। পত্র সংখ্যা -২০, ৩৭-৪৮। মোট ১৩টি পাতা আছে। বাকিগুলি জুড়ে গেছে। ধন্বন্তরি শিষ্যদের অসুধ পতা চেনানোর জন্য মরা কুথুরা নিয়ে গাছের কাছে কাছে ফেরবার পরামর্শ দিয়েছেন -

একটা কুথুরা মার খাঞাইঞা বিস্য॥
মরা কুথুরা লইঞা ফের গাছেয় য়াসে পাসে।
কুথুরা পাইবে পান ওসধের বাতাসে॥

একটি পুথি পাতার নীচে ১২৫৩ সাল লেখা আছে। পাতাগুলিতে ৮, ১২, ১৫ সংখ্যক লাইন আছে। কালো কালিতে লেখা পাতার মাপ ১২ সে.মি. / ২৭ সে.মি., ১৪ সে.মি. / ২৯ সে.মি. এবং ১১ সে.মি. / ২৮ সে.মি.। পুথির পাতায় সামনে পেছনে বহু জায়গায় জগতজীবন কথাটি লেখা আছে। সম্পাদার সময় ধন্বন্তরীর কাহিনী অংশ কাজে লেগেছে।

অধ্যায় - ২
মনসা দেবীর কথা ও পূজা বৈশিষ্ট্য

মনসা দেবীর কথা-

মনসা সর্পের আভূষণে সজ্জিতা, হংস তঁঅধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সর্প ার বাহন। দেবী নিজে সর্পরূপা নন, তাঁর অবয়ব মানবীর। প্রাচীন কোন সংস্কৃত পুরাণ, এমনকি পণিনির ব্যাকরণেও ''মনসা'' নামের উল্লেখ নেই। অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানে আছে ''মনসা সৃষ্টা ইতি'' মনসা। তিনি শিবের মানস কন্যা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ''নাগ'' পূজার রীতি আছে। অথর্ববেদে সর্পবিদ্যা পারদর্শিনী এক কিরাত কন্যার কথা পাই। রামায়ণ-মহাভারতেও মনসা নামের উল্লেখ নেই। মহাভারতের আদিপর্বে জরৎকারুর কথা আছে, ইনি বাসুকির ভগ্নী। এঁর স্বামীর নামও জরৎকারু। জৈনদের সর্পদেবী পদ্মাবতী। মহাযান বৌদ্ধধর্মে ''জাঙ্গুলী তারা'' র কথা আছে। 'সাপুড়ে' বোঝাতে বাণভট্ট ''জাঙ্গুলিক'' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জাঙ্গুলী দেবীর বাহন মনসার মতই হংস। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে দেবীর আর এক নাম 'জাগুলি'। দক্ষিণ ভারতে ওঁরাও দের দেবী মঞ্চাম্মা। ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা সাপের ওঝাকে ''নাগমতি'' বলে। মহীশূরে সর্পদেবীর নাম মুদামা। আসামের গোয়ালপাড়া লক্ষীপুর অঞ্চলের 'রাড়া' উপজাতিরা মায়াবন্তী বিষহরির পূজা করেন। আষাঢ় মাসে এরা মাটির 'থাপনা' গড়ে দেবীর পূজা করেন। গাড়ো উপজাতিরা ''মাড়াই'' নামে সর্পদেবীর পূজা করে। মেঘালয়ের তুরা অঞ্চলের (হাজং এ) সর্পদেবী 'মারই'। অন্ধ্রপ্রদেশে 'নাগম্মা'ও 'বালনাগম্মার' সর্প কাহিনী লোক সমাজে প্রচলিত আছে। পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ''মনসা'' নামের উল্লেখ আছে। এই পুরাণগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়নি। অনুমিত হয় এর অন্ততঃ শতবর্ষ আগে সমাজে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৭৫)। বাংলার মনসামঙ্গলের গল্পও দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনীর ওপর আধারিত। আর এই দেবীর পরিকল্পনায় বৌদ্ধ, জৈন, অনার্য দ্রাবিড় তথা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের চিন্তা ও চেতনা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সংমিশ্রিত হয়েছে। ইনি কেবল সর্পদেবীই নন, উর্বরতা, কৃষিকাজ ও প্রজনন শক্তির সাথে তাঁর যোগ আছে। তিনি শিশুপালিকা গ্রাম-দেবী। ধন ও ঐশ্বর্য প্রদায়িনী ব্রহ্মানী, তিনি বিষহরি, বিষকান্তা। তাঁকে নিয়ে অনেক মিথ! কোথাও মনসা মহাদেবী। ধর্ম ও শিব এর সঙ্গে তাঁর বিচিত্র সম্পর্কসূত্র রচনা করেছে বাংলার মনসামঙ্গল। তিনি অযোনিসম্ভবা আবার নিজেও জন্মেছেন না পুরুষ না স্ত্রী হয়ে। একাধারে তিনি পৌরাণিক আবার লৌকিক। ভারতের সর্বত্র সর্পদেবীর পাথুরে মূর্তি পাওয়া গেছে। অন্ততঃ ১৫০ জন কবি মনসামঙ্গল গান লিখেছিলেন। কয়েকশ বছর ধরে আসরে আসরে সেই গান গাওয়া হয়েছে। অসংখ্য গায়েন ও লিপিকররা সেই ঐতিহ্যকে লালন করেছেন নিজের হাতে। আর শ্রোতা-পাঠক-দর্শক-গবেষকরা ভক্তি-বিশ্বাস ও ঔৎসুক্য নিয়ে মনসামঙ্গলের চর্চা করে চলেছেন আজও।

মনসা পূজা ও এতদ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য-

আজও সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে মনসা পূজা প্রচালিত আছে। পার্শ্ববর্তী আসাম-বিহার ও উড়িষ্যাতেও মনসা পূজা হয়। বিভিন্ন উপজাতি ও জনজাতি সর্পভয় নিবারণ কারিনীর আরাধনা করে। বাৎসরিকভাবে বিভিন্ন আসরে বা বিবাহ ইত্যাদি পারিবারিক উৎসবে বা মনসাপূজার সময় মনসার ভাসান গান গাওয়া হয়। বিভিন্ন ''গীদাল'' বা গায়েনরা মনসামঙ্গল সুর করে করে গান করে দর্শক-শ্রোতার মন ভরিয়ে তোলেন।

গ্রাম বাংলায় মাটির মূর্তিগড়ে বা থানে মনসা পূজা হয়। কোথাও শিলাতে দেবীর পূজা হয়। কোথাও সিজ

গাছ বা মুহী বৃক্ষে মনসা পূজা হয়। মনসার মাটির মূর্তিতে হাতে ও বিভিন্ন জায়গায় অষ্টনাগ দেখি। মনসার অষ্টনাগ হল অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট এবং শঙ্খ। গল্পে লখিন্দরকে কিন্তু দংশন করেছিল কাল নাগিনী। মনসামূর্ত্তির দু-দিকে কোথাও কোথাও মাথার ওপরে দুটো "পরী" মূর্ত্তি থাকে। লোক বিশ্বাস হল এরা "মনসার পরী"। কোথাও কোথাও মূর্ত্তির দুপাশে বেহুলা-লখিন্দর মূর্ত্তি গড়া হয় এবং পূজা হয়। পাথরের মনসা মূর্ত্তির দুপাশে একজন নারী এ একজন পুরুষ মূর্ত্তি দেখেছি। মনসার ডান দিকের পুরুষ মূর্ত্তি শশ্রু ধারী - ইনি মনসার স্বামী জরৎকারুমুনি। বাম দিকের নারী মূর্ত্তিটি "নেতেলা" বা নেতা ধোপিনীর। মূর্ত্তির পায়ের কাছে সিজ গাছ এবং ঘট থাকে।

সাধারণত; শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা হয়। তবে কোথাও আষাঢ় বা ভাদ্রমাসেও দেবীর পূজা হয়। এছাড়া "স্বপ্নাদেশে" বা গৃহে কোন উৎসবের প্রাক্কালে মনসাপূজা করা হয়। পূজাতে বলি হয়। ছাগ-কবুতর-ছাড়াও ফলাদি বলির রীতি আছে।

মাটিগাড়ায় (উজ্জ্বল সরকারের বাড়ীতে) স্বপ্নে পাওয়া ছোট্ট মনসার শিলা মূর্ত্তির পূজা হয়। নারায়ণ শিলার মতই এতে নাক-চোখ ইত্যাদি আছে। মন্দির সংলগ্ন স্থানে একটি বিরাটাকৃতি সিজ গাছ আছে। এখানে বলি হয় না। পূজাতে ষাঁড়-পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পূজার দিন বাড়ীতে উনুন জ্বলেনা, সবাই পান্থা ভাত খায়। উল্লেখযোগ্য দুর্গা দশমীতে এমনই দেবীর ভোগে পান্থা ভাত কচুনাক ও ঘী দেবার রীতি আছে। জলপাইগুড়ির রাজবাটির পূজাতে মনসাকে দুর্গার সঙ্গে অভেদ করে ভাবা হয় এবং সেখানে নেতার সঙ্গে একযোগে মনসা মূর্ত্তির পূজা হয়। বহু বাড়ীতে পূজোর দিন "শীতল" (পূর্ব দিনের বাসি) খাবার রীতি আছে। এর সঙ্গে শীতল ষষ্ঠীর মিল আছে। কোথাও কোথাও পূজা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বাড়ীতে অরন্ধন পালিত হয়। বহু জায়গায় পূজান্তে মূর্ত্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। সারা বছর ঘরে রেখে ফুল জল দেওয়া হয়। পরের বছর নূতন ঠাকুর এলে পুরনোটি গাছের তলায় বা ঘরের পাশে রেখে দেওয়া হয়। রোদ-বৃষ্টিতে গলে গলে মূর্ত্তি বিলীন হয়। বহু বাড়ীতে বাস্তুপূজার মত মনসার থান আছে।

বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব আছে। অথর্ববেদে যে কিরাত কন্যার কথা আছে তিনি বিষবিদ্যায় পারদর্শিনী। সাপের ওঝারা তাবিজ-কবচ দেয় ও বিষ ঝাড়ার কাজ করে। মন্ত্রোচ্চারণ ও জরি-বুটি এদের পেশার অঙ্গ। কোন কোন সাপ এর ফণার ওপর "আঠালি"র মত পোকা হয়। সাপুড়েরা একে "মণি কিরণী" কলে। একে সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হয়। সাপুড়েরা মন্ত্র পড়ে এই "মণি কিরণী" বিক্রি করে, যা ধন-অর্থ ও সৌভাগ্য এনে দিতে পারে বলে লোক বিশ্বাস। Karnika > অর্ধতৎসম Karani > তদ্ভব Kari - থেকে শব্দটি এসেছে। উল্লেখযোগ্য মনসার আর এক নাম কাণি। চাঁদ তাঁকে "চেঙমুড়ি কানি" বলেছেন বার বার। উত্তরবঙ্গে আজও কাণি বিষহরির গান প্রচলিত আছে। সুকুমার সেন লিখেছেন - "It may be a derivative of the name of an apsaras also occuring in Kalakarnika or Kalakarni , a name of personified ill suck . . .The name Kani occurs with the epithet 'Cengamuri'. . ." (Edited Manasa-Vijaya, Introduction pg.-xxxiii) বস্তুতঃ "কাণি" নামটি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের সাথে সম্পর্কিত।

মনসা পূজার সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার যোগ অতি ঘনিষ্ট। একসময় উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করলে তা বাংলাদেশে বিরাজ করেছে। "হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" তেই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ধরা আছে। বাংলাদেশ ও আসাম হল তন্ত্রের পীঠস্থান। "কামাখ্যা-সিরিহট্ট-পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ান" বজ্রযোগিনী পূজার জন্য বিখ্যাত ছিল। আদিতম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গলেও তন্ত্রের প্রভাব অতি স্পষ্ট। বিশেষতঃ দেবী মনসার পরিকল্পনা ও পূজা পদ্ধতির অনেকখানি তান্ত্রিকতার সাথে মিলে যায়। মন্ত্রজাত, পূজায় বলিদান প্রথা ও কাহিনীতে জীবন-মৃত্যু ও পুনর্জীবনের যে গল্প তা তন্ত্রচার সমর্থিত। কেন্দুলীর (Kenduli) র চন্ডী মন্দিরে (Chandi

Temple) Ambalika (Nagini) নামে একাদশ দ্বাদশ শতকের একটি মূর্তি আছে। তার মাথাতেও সাতটি ফনা যুক্ত সাপ ও ওপরে মনসার পরীর মত দুটি পরী আছে। (Marg পত্রিকা, National Centre for the performing Arts, March 2001, 52 vol. 3 Number)। সুতরাং সর্পভাবনা ও দেবী মূর্তি কল্পনার মধ্যে সারা ভারতবর্ষে একটি মানদন্ড গড়ে উঠেছিল। একে মাতৃ সাধনার ধারা বলতে পারি। এই সাধনা তন্ত্র সাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এতদ্ অঞ্চলে কুষাণ গান প্রচলিত আছে। আছে বিষহরা। কোথাও কোথাও বেহুলা-লখিন্দরের জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে লোকনাটক পরিবেশিত হয়। বাণগড়ের বাণ রাজকন্যার সঙ্গে উষা-অনিরুদ্ধর কাহিনীকে একাকার করে লোকগান গাওয়া হয়। "কুশানের মতই . . . গীদাল-দোহারী বা বৈরাগী, দোহার, ছৌকরা, ছুকরী, অভিনয় সহযোগী শিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে বিষহরার দল তৈরী হয়। সাপ এর মত করে নাচতে হয় বলে বিষহরার নাচ বেশ কষ্টকর। দলে ২০-২৫ জন শিল্পী থাকে। (মানিক সরকার উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতিতে লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মরণিকা ১৯৮৩, পৃ. ৬-৭), এই গানের প্রাণ হল এর লৌকিক সুর। গীদালের হাতে চামর থাকে। সঙ্গে থাকে কুপা-বাঁশী ও মুখাবাঁশী নামে বিশেষ একরকম বাঁশী, যা সাপ খেলানো সুরের সংস্কারকে মনে করিয়ে দেয়। বিষহরা তাই লৌকিক দেবীকেন্দ্রিক মনসা মঙ্গলের কাহিনী, যা মনসাকে নিয়ে গড়ে ওঠা কয়েকশ বছরের ঐতিহ্যকে জাতীয় মর্যাদা এনে দিয়েছে। পরিশেষে সহমত হয়ে বলতে চাই - "The myth and the cult of Manasa are inextricably mixed up together. It may be pointed out here that Manasa is a dual duty; the goddess of life cure and prosperity and the demoness of death, decay and misfortune" (Edited Manasa-Vijaya, Sukumar Sen, Introduction pg. xxix)। বস্তুতঃ এই বৈপরীত্যই দেবী মনসাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে আর মনসামঙ্গলকে মহাকাব্যের মর্যাদা দান করেছে।

অধ্যায় - ৭
মনসামঙ্গল কাব্যধারা

মনসামঙ্গল কাব্য ধারা-

মনসামঙ্গল গান বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী বিহার ও আসামে কয়েকশ বছর ধরে জনপ্রিয় সাহিত্যের আকারে প্রচলিত ছিল। মোটামুটি একই গল্প, কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন কবির হাতে বার বার আবর্তিত বাংলার মনসামঙ্গল গানও তাই পুনরাবৃত্তি মূলক সাহিত্য। দীনেশচন্দ্র সেন একেই বলেছেন পুচ্ছানুসারীতা। কিন্তু প্রায় ১৫০ রও বেশী কবি মনসামঙ্গল লিখেছিলেন (< মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাষাপটও ভাবকথা, আশিস কুমার দে), এঁদের রচনা গুলিতে প্রকারগত পার্থক্য নিশ্চয়ই কিছু ছিল। সুকুমার সেন কাহিনীর নিরিখে মনসামঙ্গলকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। ''কাহিনীর দিক দিয়া বিচার করিলে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে তিনটি প্রধান থাকে ভাগ করা যায় - পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গীয়-অসমীয় এবং পূর্ববঙ্গীয় (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ, পৃ. ১৭৮)। এই বিচারে মনসামঙ্গলের প্রধান প্রধান কবিদের নাম তালিকা বদ্ধ করলে একটি সারণী পাই -

মনসামঙ্গলের ত্রিধারার কবিরা

পশ্চিমবঙ্গীয়	উত্তরবঙ্গীয়-অসমীয়	পূর্ববঙ্গীয়
বিপ্রদাস পিপিলাই কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	তন্ত্রবিভূতি জগজ্জীবন ঘোষাল জীবনকৃষ্ণ মৈত্র দুর্গাবর মানকর	বিজয়গুপ্ত নারায়ণ দেব দ্বিজ বংশীদাস

সুকুমার সেন নারায়ণদেবকে ''উত্তরবঙ্গ-আসামের মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম'' চারজন কবির অন্তর্ভুক্ত করতে চান (প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৮)। শ্রীহট্ট ও আসামে নারায়ণদেবের কাব্য 'সুকনান্নি' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করছিল। কিন্তু নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গ না আসামের কবি সে নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়নি। বিশেষতঃ শ্রীহট্টও ময়মনসিংহের দুই নারায়ণ দেব একই, না ভিন্ন ব্যক্তি তাও বিচার্য্য। প্রসঙ্গত আমাদের প্রাপ্ত পুথিগুলির একটিতে জগজ্জীবন ঘোষাল এবং নারায়ণ দেবের যুগ্ম ভনিতা পেয়েছি। পুথিটি আরম্ভ হয়েছে ও শেষ হয়েছে জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতায়, কিন্তু মধ্যাংশে আছে নারায়ণদেবের ভণিতা।

উত্তরবঙ্গ ও আসামের মনসামঙ্গল কবিদের কাহিনীর বিশেষত্ব প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন, আগে এখানে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল তার সাথে মিথিলায় প্রচলিত কাহিনীর বেশ মিল আছে। এখান কার প্রাচীনতম কবি চারজন - নারায়ণ দেব, মনোহর, দুর্গাবর ও বিভূতি অর্থাৎ তন্ত্র বিভূতি আর অর্বাচীন কবি হলেন জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবন কৃষ্ণ মৈত্র। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত কাহিনীর দুটি বিশেষত্বর কথা বলেছেন সুকুমার সেন -

১। সংক্ষেপে সৃষ্টি পত্তন লিখে শিব-গঙ্গা-দুর্গার প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করা

২। লখিন্দরের মাতুলানী হরণ প্রসঙ্গ (সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৮)

বস্তুতঃ উত্তরবঙ্গীয় মনসামঙ্গল গুলির নিজস্ব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন "মনসামঙ্গল কাব্য রচনায় উত্তর বঙ্গের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭০)। তিনি মাতুলানী প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন জগজ্জীবন বিষয়ে এবং তাতে এতদ্ অঞ্চলের সমাজ মানসের ছাপ লক্ষ করেছেন "... কিন্তু কে বলিবে ইহার ভিতর দিয়াই হয়ত কবি তাঁহার পরিপার্শ্বিক সমাজের রস ও রুচির পরিচয় দিয়াছেন" (ঐ, পৃ. ৩৮৭)। জগজ্জীবন বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণের সঙ্গে শূন্য পুরাণ ও নাথ সম্প্রদায়ের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের মিল দেখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য।

উল্লেখযোগ্য, উত্তরবঙ্গীয় মনসামঙ্গলগুলিতে তন্ত্র শাস্ত্রের কিছু-কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তন্ত্রাচার বেশ স্পষ্ট। বেহুলার অনেক আচরণ তন্ত্রানুসারী। তন্ত্রমতে বলিদান প্রথা স্বীকৃত। বহু জায়গায় বেহুলা আত্মবলিদানের প্রবণতা দেখিয়েছেন মনসার সামনে - "স্ত্রীহত্যা দিব আজি পদ্মার উপর", তারপর বিপদ উদ্ধার হয়েছে। বাসর ঘরে লখিন্দর খেতে চেয়েছে। স্মরনে রন্ধন সামগ্রী জুগিয়েছেন দেবী। জগজ্জীবন বর্ণনা করেছেন -

বালী বোলে অভয়া পাইনু বড় ভয়।
সঙ্কট সময় মতো হইয় সদয়॥
....
অন্নপূর্না রূপে পার্ব্বতী দিল বর।
নানা দ্রব্য হইল বালীর মেড়ের ভিতর॥

এই অন্ন ভোজনের সুযোগ হয়নি লখিন্দরের। পুনর্জীবিত হয়ে ফিরে এলে তাই বেহুলা বাসর ঘরে প্রবেশের ইচ্ছা ব্যক্ত করে - "চল প্রাণনাথ মেড়ঘর যাঞা দেখি"।

প্রবেশ করিল গিঞা মেড়ের ভিতরে।
অন্ন ব্যঞ্জন আছে নাই হয় বাসি॥
বেললীয়ে বোলে আমি নহি সতী হীন।
মোর সতী পনা প্রভু এই সব চিহ্ন॥

"ছ'মাসের অন্ন বাসি" না হওয়ার ঘটনা যাদু বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে। তারও আগে বেহুলা ডুমুনী বেশে সনকাকে সঙ্গে নিয়ে বাসর ঘর দেখতে গেছে। দুয়ার বন্ধ, সনকা দ্বার খুলতে পারেনি। জগজ্জীবনের বর্ণনায় -

মেড়ের দুয়ারে সোনা কপাট ঘুচায়।
কপাট না ঘুচে সোনা করে হায় হায়॥
....
ডুমুনি বোলেন মাগো দুরে রহ ঠাই।
তুমি থাক এথা আমি কপাট ঘুচাই॥
সতির পরসে মাত্র ঘুচিল দুয়ারি॥
প্রবেশ করিল সোনা মেড়ের মাঝারি॥

বেহুলার এই আচরণ যেন কোন যাদুবিদ্যার অনুশীলন। লোক বিশ্বাসে এই যাদুশক্তি একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। লখিন্দরের মৃত্যুর পর ভীত-আতঙ্কিত বেহুলা যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে তাও তন্ত্রবিদ্যাচর্চার ইঙ্গিত দেয় -

বালী বলে মন্দিরে না দেখি কুন জন।
কেমতে মরিল গন্ধ বণিক নন্দন॥

ডহিনী ঘোগিনী সভে বুলিবেক মোকে॥
আমি সে খাইল স্বামী বলিবেক লোকে॥

তুক্ তাক্ করা বা ডাইনীবিদ্যা সমাজের অন্যতম অঙ্গ ছিল, বেহুলার কথা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মনসামঙ্গলে দেবী মনসার আচরণে মন্ত্রজাত এর যে পরিচয় আছে তা বিষবিদ্যক সমাজের নিজস্ব ঘরানার পরিচয় দেয়। বিপ্রদাস এর কাব্যও এর পরিচয় আছে। লখিন্দরের প্রাণ ফেরানোর সময়কার বর্ণনা জগজ্জীবন লিখছেন -

অস্তি ধুইঞা সুন্দরি রাখিল স্থানে স্থানে।
জোড়া লাগাইল অস্তি ব্রহ্ম গিয়ানে॥
মহামন্ত্রে মনসা পড়িয়া দিল নির।
হাড়ে মাঙ্গসে চর্ম লোম চক্ষে হৈল নির॥
পুন পুন জপে পদ্যা মন্ত্র অদ্ভুত।
ঘট মধ্যে জিব থুইঞা গেল জমদূত॥
ঘটের মধ্যেত জদি পশিল জিবন।
নাকে মুখে বাহিরাইতে লাগিল পবন॥

স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের সময়ও বেহুলা লখিন্দর নরতনু ত্যাগ করে দেবতনু ধারণ করেছেন। লোহার কলাই সিদ্ধই হোক বা এক ডুবে শঙ্খ-সিন্দুর তোলার ঘটনাই হোক, বেহুলার আচরণে তন্ত্র বিদ্যাচর্চার আভাস পাওয়া যায়।

সুতরাং বলা চলে মনসামঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারায় সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ আছে সংক্ষেপাকারে, আছে মাতুলানী প্রসঙ্গ এবং আছে তন্ত্রবিদ্যাচর্চার প্রসঙ্গ, যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

অধ্যায় - ৪
জগজ্জীবন - কবি ও কাব্য পরিচয়

(ক) কবি পরিচয়

(i) ব্যক্তি পরিচয়-

কবি জগজ্জীবনের কাব্যে কৃত্তিবাস ওঝার মত বিস্তৃত ব্যক্তি পরিচয় নেই বা মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর মত পৃথক কোন আত্মবিবরনীও তিনি লিখে যাননি। শুধু ভণিতাংশে বিচ্ছিন্নভাবে বংশ, গ্রাম নাম, পিত-মাতা-পত্নীর নাম উল্লেখ করেছেন। এ থেকে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় কিছু কিছু জানা যায়। কবি লিখেছেন -

ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কুচিয়ামোড়ে বাড়ী
মহারাজ প্রাণনাথের দেশ।

অথবা, ব্রাহ্মণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়ামোড়ে বসতি
প্রাণমহামহীপতির দেশ।

অথবা, জগতজীবন কবি মনসার দাস
গ্রাম কুচিয়ামোড় যাহার নিবাস

অর্থাৎ তিনি ঘোষাল পদবী যুক্ত রাঢ়ী শ্রেনীর ব্রাহ্মণ। কুচিয়া মোড়ায় তাঁদের বসতি, যা মহারাজ প্রাণনাথের রাজ্যভুক্ত। আবার 'প্রাণমহামহীপতি' রাজা প্রাণ নারায়ণও হতে পারেন।

অবার, একটি পুথিতে (পুথি নং ৪৫৫ (দে৩) বাণিয়া ৮৭ সংখ্যক গান) উল্লেখ আছে জগজ্জীবন কুথোমী শাখার বাৎস গোত্রের লোক।

উদ্ধৃতিঃ- উর্দ্ধ যৌবন মুনি ভার্গোব জাম যোগিনী
আপনার এ পঞ্চ প্রবর।
কুথোমী শাখার নাম • বাছগোত্র অনুপাম
গান কবি মনসামঙ্গল॥

কিন্তু এখানে বোধ করি লিপিকর বা গায়েনের কিছু অনাবধানতা আছে। প্রসঙ্গতঃ বাৎস গোত্রের প্রবরগুলি অনুসরণ করলে পুথির সঠিক পাঠ হওয়া উচিত - উর্ব-চ্যবন মুণি - ভার্গব জামদগ্নি। বিপ্রদাস তাঁর পুথিতে লিখেছেন যে তিনি বাৎস গোত্র কৌথুম শাখার পিপিলাই প্রবরের ব্রাহ্মণ। ইনিও পশ্চিমবঙ্গীয় মনসামঙ্গল ধারার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। বোধহয়, একই গায়েনরা বিভিন্ন কবির মনসা ভাসান গান গাইতে গিয়ে বিপ্রদাসের সাথে জগজ্জীবনের পরিচয় গুলিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া পুথিতে "গান কবি" কথাটুকু আছে, কোন কবি তার নাম নেই। এখন কুচিয়ামোড়ে বা কুচ্যামোড়া (কোথাও কোথাও পুথিতে এই পাঠ পেয়েছি) বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বারসুই থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম - আগে যা দিনাজপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রসঙ্গতঃ কুচিয়ামাড়ী, কালকামোড়া, কাশিয়া মোড়া ইত্যাদি কিছু গ্রাম নামের সন্ধান

পেয়েছি, যা বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণদিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষতঃ কুচিয়ামাড়ী বর্তমান গাজলের নিকটবর্ত্তী ইটাহারের কাছাকাছি ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। যেখানে একটি বারোয়ারী মনসামন্দির আছে। তবে গ্রামটি অর্বাচীন এবং জগজ্জীবনের বসতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গতঃ মালদার কাছে জগজ্জীবনপুর বলে একটি গ্রাম আছে। ইদানীং সেখান থেকে বহু প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন মিলেছে। তবে গ্রমটি মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

কাব্যে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী জগজ্জীবনের পিতৃনাম নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও রূপরায় চৌধুরী। কোথাও দ্বিজ জয়ানন্দ কবির পিতা বলে মনে হয়। কাব্যে এ সম্পর্কিত একাধিক বিবৃতি পাই -

(১) ঘোষাল রসাল বংশে গুণান্বিত সর্ব অংশে
রূপ রায় চৌধুরীর পুত।
জগতজীবন নাম নামা গুণে অনুপাম
রচিল পাচালি অদ্ভুত॥

(২) শিবনারায়ণ নাম লক্ষ্মীনারায়ণ অনুপাম
তার ভাই প্রাণ নারায়ণ।
তার দেশে রূপরায় তাহার নন্দন গায়
দ্বিজ কবি জগতজীবন॥

(৩) চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন॥

একজায়গায় আছে -

তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম
জয়ানন্দ রেবতি-নন্দন।

অন্যত্র পাই -

চৌধুরি রূপরায় সর্বদেশে গুণগায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই পদ্মার আদেশ পাই
বিরচিল জগতজিবন॥

এইসব ভণিতা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় জয়ানন্দ কবির পিতা হতে পরেন। পিতা "দ্বিজ জয়ানন্দ" এবং পুত্র "দ্বিজ কবি জগতজীবন"। সম্পাদিত (আশুতোষ দাস) তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও জগতজীবনের ভণিতা আছে "দ্বিজসুত", "দ্বিজমহামতি" ইত্যাদি নামে। যদি তন্ত্রবিভূতি তন্তুরায় বা তাঁতি হন তবে এই ভণিতাগুলি জগজ্জীবনকেই নির্দেশ করছে বলে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন।, (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ২৪২)। সুতরাং জয়ানন্দ কবির পিতা। আবার বহু জায়গায় রূপ রায়কে পিতা বলে মনে হয় "গাত্র কবি রূপের নন্দন", এই রূপরায় এর প্রাপ্ত উপাধি 'চৌধুরী'। নিশ্চয়ই কোন জমিদার প্রদত্ত উপাধি। কিন্তু কাব্যে এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। চূড়ামণে চৌধুরীদের

জমিদারবাড়ী ছিল। ঘনশ্যাম চৌধুরী এদের বীজপুরুষ। কাব্যে এক ঘনশ্যামকে ভ্রাতা বা ভাতৃপ্রতিম বলা হয়েছে -

তার পুত্র ঘনশ্যাম   তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন।

সুকুমার সেন লিখেছেন - "ভণিতা হইতে জগৎজীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পিতামহ জয়ানন্দ, পিতা, রূপ (রাম) রায় চৌধুরী, মাতা রেবতী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঘনশ্যাম, পত্নী পদ্মমুখী" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ঐ পৃ. ২৪৩) আবার আশুতোষ দাস এর প্রাপ্ত পুথিতে আছে -

ব্রাহ্মণ ঘোষাল রাঢ়ি   কুচিআমুড়াতে বাড়ি
প্রাণমহিম নৃপতির দেশ।
জয়গুরু রূপরাত্র   তাহার নন্দন গাত্র
পদ্মার পুরাণ চন্দ্রপতির আদেশ॥
তার পুত্র ঘনশ্যাম   শিশু অতি অনুপাম
জয়ানন্দ রেবতী নন্দন।
পদ্মার পাইয়া বর   পদ্মমুখী প্রাণেশ্বর
বিরচিল জগতজীবন॥

(সম্পাদিত মনসামঙ্গল (গ) পুথি পাঠান্তর অংশ পৃ. ৪৪৫, দ্বিতীয় সংস্করণ)

এই বিবৃতির অর্থ করলে 'রূপরায়' জগজ্জীবনের গুরু এবং শিষ্য পুত্রবৎ, তাই তিনি, রূপরায় এর "নন্দন" আবার রূপরায় চৌধুরীকে কবির পিতা বলে মনে করলে পিতাকে "গুরু" বলা হয়েছে অর্থ করতে হবে।

আশুতোষদাস লিখেছেন - "সহোদর ঘনশ্যাম"। কিন্তু কাব্যে পাই এই ঘনশ্যাম "শিশু অতি"। আবার বলছেন "তার কনিষ্ঠ অনুপাম"। শিশু ঘনশ্যামের কনিষ্ঠ কি করে জগজ্জীবন হবেন তা ভাবনার বিষয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পুথিগুলিতে কিছু লাইন বাদ পড়াতে অর্থ সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। তবে ১ম ও ৩য় ও ২য় ও ৪র্থ লাইনকে একত্র করলে অর্থের সরলীকরণ করা যায় -

চৌধুরী রূপরায়   সর্বদেশে গুণগায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তারপুত্র ঘনশ্যাম   তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজিবন॥

পিতাপুত্র উভয়রেই নামের আদ্যক্ষর 'জ' হতে পারে। কবি বলতে চেয়েছেন - রূপরায় চৌধুরীর পুত্র ঘনশ্যাম চৌধুরী এবং জয়ানন্দ দ্বিজের ছেলে জগতজীবন। তবে পুথির হারিয়ে যাওয়া লাইন গুলি না মিললে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।

কবির মায়ের নাম রেবতি, এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। কাব্যে পাই -

রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ   পাচালি করিয়া বন্ধ
গাইল রেবতির কুমারে।

কোথাও আছে "রেবতি নন্দন", কোথাও "জয়ানন্দ রেবতি নন্দন"। সুতরাং কবির মাতা হলেন রেবতী।

কবির পত্নী পদ্মমুখী। বহু জায়গায় "পদ্মমুখী প্রাণেশ্বর" ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে, উল্লেখযোগ্য একই ভণিতা তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও পাওয়া গেছে -

উদ্ধৃতিঃ-

মনসার পাঞ্চা বর পদ্মমুখী প্রাণেশ্বর
রচিল বিভূতি পদে গান।

(আশুতোষ দাস সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতির কাব্য ভূমিকা অংশ পৃ. ৯৮)

ফলে আশুতোষ দাস (সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতির পদ্মাপুরাণ) পদ্মমুখীকে তন্ত্রবিভূতির স্ত্রী বলেছেন। কিন্তু উভয়ের স্ত্রীর একই নাম ছিল এমন ভাববার কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ আশুতোষ বাবু জগজ্জীবনের কাব্য সম্পাদার সময় পদ্মমুখীকে জগজ্জীমনের স্ত্রী বলেছেন (সম্পাদিত মনসামঙ্গল, ভূমিকা অংশ, কবি পরিচয় দ্রষ্টব্য), তৃতীয়তঃ তন্ত্রবিভূতি কোথাও নিজের আর কোন বংশ পরিচয় দেননি অথচ কেবল স্ত্রীর নাম উল্লেখ করবেন এমন ভাবনা অমূলক। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন - "বণিক খন্ডের অধিকাংশ যে জগৎজিবনের রচনার তা বোঝা যায় বিভূতির সঙ্গে "পদ্মমুখী"র উল্লেখে। পদ্মমুখী ছিলেন জগজ্জীবনের পত্নী। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ঐ, পৃ. ২৪২)

সুতারাং বলা যায় আত্মপরিচয়ে কবি জগজ্জীবন স্বল্পবাক্। তাঁর কাব্য থেকে তাঁর বংশ, গ্রাম, পিতা-মাতা, পৃষ্ঠপোষক ও পত্নীর নাম পেয়েছি, যা থেকে তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরী করা যায়।

(ii) কাব্য রচনা কাল-

কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের কোন পুথিতে কালাঙ্ক সূচক কোন পদ পাইনি। কিন্তু কাব্যের ভণিতাতে তিনি কয়েকবার প্রাণনারায়ণ, প্রাণনাথ, দুর্গাচন্দ্রপতি, ঘনশ্যাম ইত্যাদি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, যার সাহায্যে কবির কাল সম্পর্কে একটা অনুমান করা যায়।

সুকুমার সেন রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় জগজ্জীবনের কাব্যের একটি পুথির লিপিকাল ১১০২ সাল বলে উল্লেখ করেছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ, পৃ. ২৪৩)। আশুতোষ দাস জগজ্জীবনের পুথি সম্পাদনার ভূমিকা অংশে লিখেছেন - "১৩১৪ সালের রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ প্রসঙ্গে পুথি পরিচয়ে জগজ্জীবনের পুথিটির লিপিকাল ১১০২ বঙ্গাব্দ (১৬৯৫ খ্রী.) উল্লেখ আছে। ঐ পুথিতে কালিদাস নামক এক মনসামঙ্গলের কবির চারটি ভণিতা থাকায়, অপরের ভণিতামুক্ত জগজ্জীবনের মূল পুথিটির লিপিকাল, নিশ্চয়ই আরো পূর্ববর্তী মনে হয়"। কালিদাসের গ্রন্থ রচনারকাল ১৬৯৭ নির্ণয় করে সম্পাদক অধ্যাপক দাস জগজ্জীবনের কাব্যকাল "সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের শেষাংশ" বা ১৬৮৭-১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন। পুথিটি কবির স্বহস্ত লিখিত, এমন উল্লেখ কোথাও নেই। এই তথ্যকে মেনে নিলে বলতে হয় জগজ্জীবন অবশ্যই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের কবি।

আশুতোষ দাস, তাঁর সংগৃহীত জগজ্জীবনের পুথিটি সম্পাদনার আগে সুকুমার সেনকে দেখিয়েছিলেন। আচার্য সেন পুথিটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন - "The MS collected by Mr. Asutosh Das, M.A. is old and good. It does not contain any other signature." "The poet mentions Prananarayan of Cooch Behar as the lord of the country he belonged to. His native village was Kuciyamora" (সম্পাদিত বিপ্রদাস পিপিলাই এর মনসামঙ্গল, ভূমিকা অংশ পৃ. xx)

কাব্যের অভ্যন্তরে প্রাণনারায়ণের নামোল্লেখ আছে। তৎসহই বইটি আশুতোষ দাস সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু জগজ্জীবন দিনাজপুরের লোক জানার পর এবং কাব্য মধ্যে দিনাজপুর রাজ প্রাণনাথের উল্লেখ থাকায় প্রাণনারায়ণ প্রসঙ্গে আর কোন বিবৃতি দেওয়া হয়নি। আমাদের সংগৃহীত পুথিগুলিতেও প্রাণনাথ ও প্রাণনারায়ণ উভয়েরই নাম পেয়েছি। একে কেবল লিপিকর প্রমাদ বা নামের সাযুজ্য বশতঃ এমনটি হয়েছে বলে ভাবতে চাইনা।

কোচবিহার রাজ প্রাণনারায়ণ বীরনারায়ণের পুত্র। তাঁর রাজ্যকাল ১৬৩২-১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর আমলে রাজ সভায় পঞ্চরত্ন পন্ডিত সভা ছিল। রাজা নিজে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে পন্ডিত ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। স্বরচিত সঙ্গীত বিষয়ে তিনি নিজে বই লিখেছিলেন। তাঁকে নিয়ে প্রাণভরম্, প্রয়োগ রত্নমালা, প্রভা প্রকাশিকা ইত্যাদি বই লেখা হয়েছিল। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ প্রাণনারায়ণ সম্পর্কে লিখেছিলেন -

মহারাজ কাব্য সংগীতের দীক্ষাগুরু।
দরিদ্র জনার জাএ বাঞ্ছা কল্পতরু॥
(কোচবিহারের ইতিহাস, রণজিৎ দেব, ডেল্টা ফার্মা ২০০৫)

ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে এই প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট জয় করেছিলেন ১৬৬১ খ্রী.। ঘোড়াঘাট দিনাজপুরের পূর্বে অবস্থিত মোগল অধিকৃত অঞ্চল, যা জয় করার জন্য তিনি মোগল রাজাদের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। "আসাম যুদ্ধে বিফল মনোরথ হইলেও মহারাজ প্রাণনারায়ণ নিরুৎসাহ হন নাই; তিনি স্বয়ং মোগল শক্তির অন্যতম কেন্দ্র ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর জেলার পূর্বে অবস্থিত) আক্রমন এবং বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরী অধিকার করেন। (১৬৬১ খ্রী.)" (আহমেদ খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা, কোচবিহারের ইতিহাস, মডার্ন বুক এজেন্সি ১৯৩৬ পৃ. ১৫৯) উল্লেখযোগ্য এই ঘোড়াঘাট কুচিয়ামোড়া বা অধুনা বিহারের বারসুই থানার অন্তর্গত জগজ্জীবনের নিজগ্রাম কুচ্যামোড়ার অতি নিকটবর্ত্তী। এখানও কুচিয়ামোড়া যাওয়া যায় ঘোড়াঘাট হয়ে। সুতরাং কোচবিহার রাজ প্রাণনারায়ণ ১৬৬১র আগেই যখন ঘোড়াঘাট জয় করেছিলেন, কবি জগজ্জীবন তার কাছাকাছি সময়েই কাব্য লিখেছিলেন এবং বিদ্যোৎসাহী, সঙ্গীতজ্ঞ, পন্ডিত এই রাজার নাম তাঁর কাব্য মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যের সঙ্গে সুকুমার সেনের অনুমিত বক্তব্যেরও মিল পাওয়া যায়। কাব্যে উল্লিখিত আছে -

শিবনারায়ণ নাম লক্ষীনারায়ণ অনুপাম
তার ভাই প্রাণনারায়ণ।
তার দেশে রূপরায় তাহার নন্দন গায়
দ্বিজ কবি জগতজীবন॥

কোচবিহার রাজ বংশের রাজা লক্ষীনারায়ণ ১৫৮৭-১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ১৫৯৬ খ্রী. দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন। দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চল এর অধিকার নিয়ে দিনাজপুর ও কোচবিহার রাজের মধ্যে বিরোধ ছিল। রাজা মানসিংহ উভয়ের মধ্যে পাগড়ি বদল করে মিত্রতা করিয়ে দিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্র আহমেদ খাঁ চৌধুরী, ঐ, পৃ. ১৩৮ ও ১৫৯)। লক্ষীনারায়ণের ১৮ জন পুত্র ছিল। পাট রানীর গর্ভজাত পুত্র বীর নারায়ণ রাজা হয়েছিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন প্রাণনারায়ণ। রাজবংশে শিবেন্দ্র নারায়ণ বলে একজন রাজা ছিলেন যাঁর রাজ্যকাল (১৮৩৬-১৮৪৭) খ্রীষ্টাব্দ। (কোচবিহারের ইতিহাস রণজিৎ দেব)। কিন্তু প্রাণনারায়ণের সিংহাসনারোহন নিয়ে মতভেদ আছে। ভিন্নসূত্র থেকে পাই তিনি রাজা হয়েছিলেন ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে (প্রবন্ধ-উত্তর-বাতায়ণ, দেবাশিস চক্রবর্ত্তী ৫ই আগষ্ট ২০০১, রবিবারের বর্তমান) এবং তাঁর রাজ্যাবসান হয় ১৬৬৫

খ্রী.। সুতরাং জগজ্জীবন প্রাণনাথের ঘোড়াঘাট জয়ের পর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কাব্য লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

আবার, জগজ্জীবনের কাব্যে কয়েকবার দিনাজপুর রাজ প্রাণনাথের উল্লেখ আছে। রাজা প্রাণনাথ শুকদেবের পুত্র। ইনি ১৬৮২-১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরের রাজা ছিলেন। তাঁর পূর্বে বৈমাত্রেয় দুই ভাই রামদেব ও জয়দেব অল্প কিছু দিন রাজা হিসাবে সিংহাসনে থেকে অকালে প্রাণ হারান (দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র, ৪, মেহেরাব আলি,'দিনাজপুরের রাজ বংশ' দিনাজপুর ইতিহাস সমিতি প্রকল্প ২ পৃ. ৩১-৪৬)। মেহেরাব আলি প্রাণনাথ সম্পর্কে লিখেছেন - ''সংশ্লিষ্ট সব তথ্যের মতে তিনি ছিলেন দিনাজপুর রাজ বংশের শ্রেষ্ঠতম নৃপতি; এমনকি সমসাময়িক বাংলার রাজন্যকূলের শিরোমণি'' (ঐ পৃ. ৩১)। তাঁর আমলে ঘোড়াঘোটে ভার প্রাপ্ত ফৌজদার ছিলেন উশৃঙ্খল ও অত্যাচারী রাঘবেন্দ্র রায়। প্রাণনাথ তাকে দমন করেছিলেন। প্রাণনাথের সময় দিল্লীশ্বর ছিলেন ঔরঙ্গজেব আর বাংলার সুবাদার দের মধ্যে শায়েস্তা খাঁ, মুর্শিদকুলী খাঁন উল্লেখযোগ্য। মহারাজ গিরিজানাথের আদেশে ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র কুলপুরোহিত মহেশচন্দ্র সংস্কৃতে দিনাজপুরের রাজবংশের ইতিহাস লিখেছিলেন। বইটি কলকাতা থেকে দেবনাগরী হরফে ছাপানো হয়েছিল। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থেকে সংগৃহীত এই বই এর একটি নকল রাখা আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শিলিগুড়ি শাখায়। সেখানেও প্রাণনাথের সুউচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে -

প্রাণনাথ নৃপতি মহামতিঃ।
রাজ্যবৃদ্ধি রিপু শুদ্ধি ভার্গাপি॥

অথবা,

প্রাণনাথ নৃপতি স্তথাপি স
ব্রাহ্মণান্ গুরুপুরোহিতাদিকান।
দূত দত্ত লিপিভি নিমন্ত্রয়ন
যাচতে স্ম সদয়ং শুভাগমম্॥

প্রাণনাথ ১৬৯১ খ্রী. জরুরী তলব পেয়ে দিল্লীতে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহের কাছে কৃত সমস্থ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করতে সমর্থ হন। ফেরার পথে তিনি বৃন্দাবন থেকে কান্তজীর বিগ্রহ নিয়ে আসেন এবং ১৭০৪ খ্রী. বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান কান্তজীর মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মন্দির সমাপ্ত হয়েছিল তাঁর পুত্র রামনাথের আমলে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

কবি জগজ্জীবন কাব্যে ভণিতাংশে লিখেছেন -

ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কুচিয়ামোড়াতে বাড়ী
মহারাজ প্রাণনাথের দেশ।

মেহেরাব আলি উদ্ধৃত করেছেন -

ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কোচআ মোড়ত বাড়ী
প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায় জগৎজীবন রায়
পুরাণ সমস্ত তার শেষে॥

(জগজ্জীবন ঘোষালও দ্বিজ কালিদাস কৃত পদ্মপুরাণ)
- (মেহেরাব আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১)

212935
24 MAR 2009

এইটি কি সুকুমার সেন উল্লিখিত ১১০২ বঙ্গাব্দের জগজ্জীবনের পুথির উদ্ধৃতি, যেখানে কালিদাসেরও ভণিতা ছিল? কোথাও এ সম্পর্কিত কোন তথ্য মেহেরাব আলি দেন নি।

কবি নিজেকে, রাজা প্রাণনাথের রাজ্যবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী যেমন দেশে কুশাসনের বর্ণনা করেছেন, জগজজীবনের কাব্যে তেমন কোন প্রত্যক্ষ বিবরণ পাইনি। মনে হয় ঘোড়াঘাটের রাঘবেন্দ্র রায়ের অত্যাচার হয় তিনি প্রত্যক্ষ করেননি, বা এই অরাজকতার কোন কু-প্রভাব কুচ্যামোড়ায় পড়েনি। উল্লেযোগ্য, জগজ্জীবনে কাব্যে ''কৃষ্ণকথা'' আছে। অনেক জায়গায় সে কৃষ্ণকথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণকথার সাথে মিলে যায়। বহু কৃষ্ণাত্মক ধ্রুবপদ আছে কাব্যে। কিন্তু কোথাও কৃষ্ণসূচক ''কান্তজী'' শব্দটি পাইনি। প্রাণনাথ কান্তজীর মূর্ত্তি এনেছিলেন বৃন্দাবন থেকে এবং অপূর্ব কারুকার্য মন্ডিত কান্তজী মন্দির দিনাজপুরের গৌরব। কিন্তু এ বিষয়ে দিনাজপুরের কবি জগজ্জীবনের নীরবতা থেকে মনে হয় কান্তজীর মূর্ত্তি আণয়ন (১৬৯১) বা মন্দির প্রতিষ্ঠার (১৭০৪) অনেক আগেই তিনি কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন এবং পরবর্তী কালীন অনুলিপিতেও নামটি জগজ্জীবনের কাব্যে প্রবেশ লাভ করেনি। আনীত হবার পর এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত কান্তজীর বিগ্রহ ঢেপা নদীর তীরে শ্যামগড়ে রাখা ছিল। শ্যামগড়ের বর্তমান নাম কান্তনগর। কিন্তু জগজ্জীবন এর কাব্যে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাইনা। সুতরাং কান্তজীর বিগ্রহ আনীত হবার পূর্বেই জগজ্জীবনের কাব্য লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

তিনি ''দূর্গাচন্দ্রপতি''র আদেশে কাব্য লিখেছিলেন বলেছেন। এই দুর্গাচন্দ্রপতি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জগজ্জীবন দেননি। সম্পাদনার সময় আশুতোষ দাস এ বিষয়ে লিখেছেন - দুর্গাচন্দ্রপতি কবি সংজ্ঞক কোন ব্যক্তির নাম আমাদের হস্তগত হয় নাই, . . . দুর্গাচন্দ্রপতি শিবদুর্গার পরিচয় প্রবহ কিনা তাহাও আমাদের একটি প্রশ্নাত্মিক মনন'' (সম্পাদিত কাব্যের ভূমিকা অংশ কবি পরিচয়)। তিনি 'দুর্গাচন্দ্রপতি' শব্দের আগে 'কবি' শব্দের ব্যবহার ''লিপিকর প্রমাদ'' বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন।

দুর্গাচন্দ্রপতি নামটি শিব সূচক হতে পারে। কারণ কাব্যে কবির শিব অনুব্যক্তির পরিচয় 'ধ্রুবপদ' ইত্যাদিতে ব্যক্ত হয়েছে। আর মহাদেব একাধারে দুর্গাপতি ও চন্দ্রপতি। কিন্তু তাঁর আদেশে'র প্রসঙ্গ আছে ভণিতায়। এ আদেশ কি স্বপ্নাদেশ? কিন্তু কবি মনসার স্বপ্নাদেশে কাব্য লিখেছিলেন একথাও বলেছেন -

পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
রচিল পাঁচালি কবি জগতজীবন॥

অথবা,

ব্রহ্মাণীর মহিমায় গীত পাইল সপনে।
পদ্মমুখী প্রাণনাথ জগতজীবনে॥

তাহলে এই আদেশ কোন পৃষ্ঠ পোষক রাজা বা জমিদারেরও হতে পারে।

বর্তমান ইটাহার থানার নিকটবর্ত্তী 'চূড়ামণ' গ্রামে চৌধুরীদের জমিদারী ছিল। মহানন্দার তীরবর্ত্তী ভগ্ন জমিদার বাড়ীর চিহ্ন এখনও সেখানে আছে। এঁদের আদিপুরুষ ঘনশ্যাম চৌধুরী। রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করার জন্য ঘনশ্যাম চৌধুরী এ অঞ্চলে এসেছিলেন। পরে চূড়ামণ জমিদারীর ৮৬নং তৌজি চূড়ামণ এস্টেটটি তিনি লাভ করেছিলেন। বিস্তৃত মহানন্দায় বজরা বিহারে অভ্যস্থ ছিল জমিদারেরা। এমনই একটি বজরার ধ্বংসাবশেষ মহানন্দার গর্ভে পাওয়া গেছে। সৌখিন স্বভাবের এই জমিদার বাড়ীতে প্রায়ই গানের আসর বসতো। জমিদার বাড়ীর

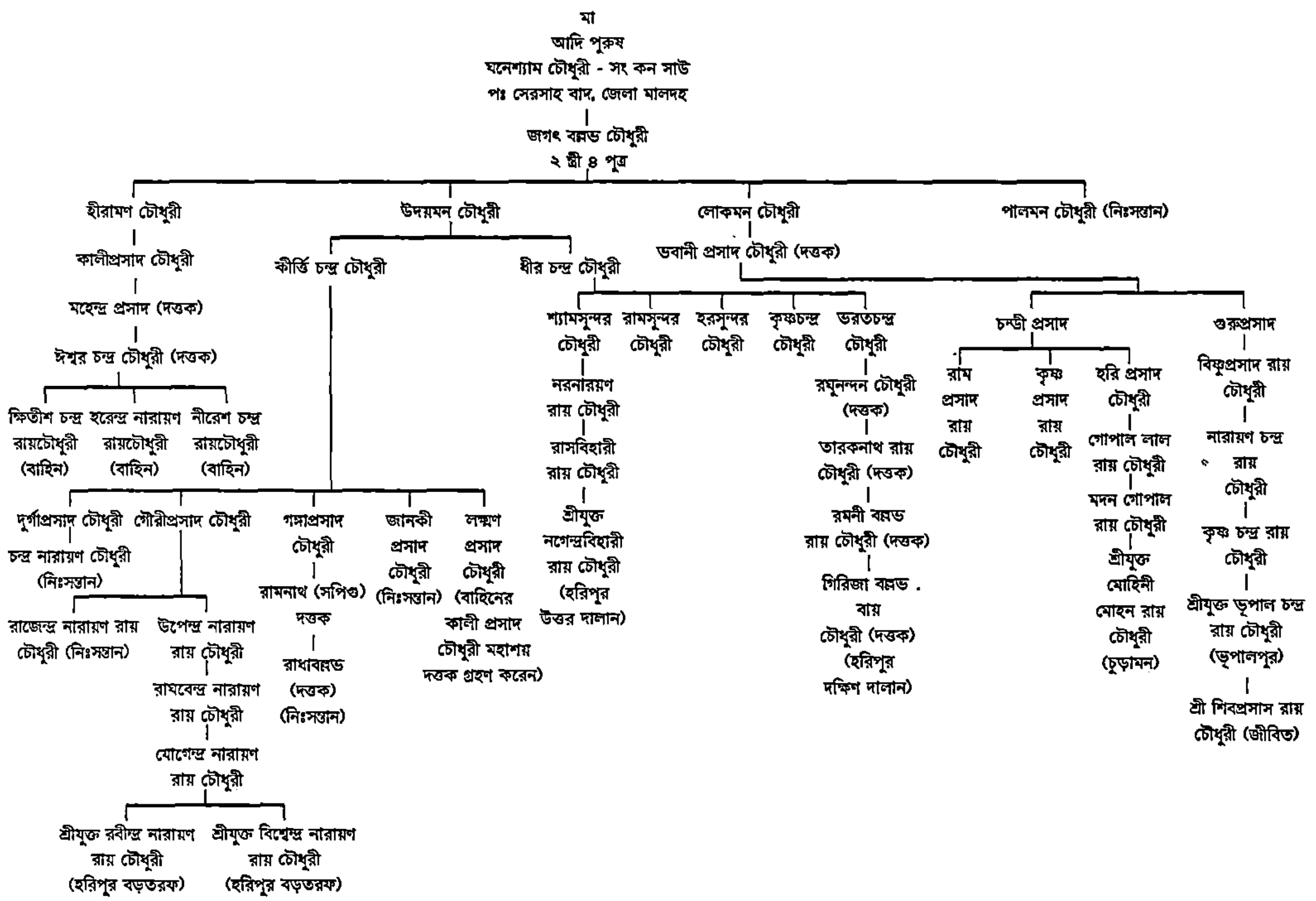

চূড়ামণ জমিদার বাড়ীর বংশ লতিকা (ড. বৃন্দাবন ঘোষ এর প্রাগুক্ত বই)

বাইরে অতিভগ্ন একটি লিঙ্গরূপী শিব মন্দির আছে। পরে মহানন্দার ভাঙ্গনে পুরনো জমিদার বাড়ী নদীগর্ভে তলিয়ে গেলে ভূপালপুরে নূতন জমিদার বাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বাদশ বঙ্গাব্দের শেষদিকে জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মারা গেলে তাঁর নাবালক পুত্রের জন্য ব্রিটিশ সরকার এই ভূপালপুরের জমিদার বাড়ী নির্মাণ করিয়েছিলেন। জমিদার ভূপালচন্দ্র চৌধুরীর নাম অনুসারে জায়গাটির নাম ভূপালপুর। তারই পাশের গ্রাম দুর্গাপুর। কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন দুর্গাময়ী দেবী। তাঁর নাম অনুসারে গ্রামের নামকরণ হয়েছে দুর্গাপুর। (তথ্যসূত্র চূড়ামণ জমিদার বাড়ি ও স্বামীনাথ মেলা, ড. বৃন্দাবন ঘোষ, লিপিকা, উত্তর দিনাজপুর, ১৪০১)। সুতরাং কবি জগজ্জীবনের কাব্য রচনাকালে চূড়ামণ জমিদার বাড়ীর রমরমা আধিপত্য ছিল এতদ্ অঞ্চলে এবং চূড়ামণ কুচ্যামোড়ার অতি নিকটবর্ত্তী।

এ প্রসঙ্গে কবি জগজ্জীবনের কয়েকটি ভণিতার উল্লেখ করছি -

(১) চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণগায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজিবন॥

(২) তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম
জয়ানন্দ রেবতি নন্দন।
পদ্মার পাইয়া বর পদ্মমুখী প্রাণেশ্বর
বিরচিল জগতজিবন॥

(৩) চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশের গুনগায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই পদ্মার আদেশ পাই
বিরচিল জগতজিবন॥

(৪) ঘোষাল রসাল বংশে গুণান্বিত সর্ব অংশে
রূপ রায় চৌধুরীর পুত।
জগতজীবন নাম নানা গুনে অনুপাম
রচিল পাচালি অদ্ভুত॥

বিভিন্ন পুথিতে প্রাপ্ত এই ভণিতা গুলি বিবেচনা করলে কয়েকটি তথ্য পাই। কোথাও রূপরায় চৌধুরী ("গাত্র কবি রূপের নন্দন), কোথাও জয়ানন্দ ("জয়ানন্দ রেবতি নন্দন) কবির পিতা। আছে ঘনশ্যামের কথা। বলা হয়েছে, "তার পুত্র ঘনশ্যাম" কার? রূপ রায় চৌধুরী পুত্র। বলা হয়েছে "তাহার অনুজ ভাই", "তার কনিষ্ঠ অনুপমা" ইত্যাদি। এ থেকে আশুতোষ দাস সিদ্ধান্তে এসেছেন - কবির সহোদর ঘনশ্যাম। আমরা মনে করি - এই ঘনশ্যাম চূড়ামণ জমিদার বাড়ীর বীজপুরুষ ঘনশ্যাম চৌধুরী (ঘনেশ্যাম নয়, এটি ছাপার ভুল। কারণ কৃষ্ণ হলেন ঘনশ্যাম), যিনি রূপরায় চৌধুরীর পুত্র। চূড়ামণ জমিদার বাড়ীর রাজারা সকলেই চৌধুরী - রূপরায় চৌধুরী, ঘনশ্যাম চৌধুরী এবং জগৎবল্লভ চৌধুরীর পরবর্তী অনেক জমিদারই "মন" চৌধুরী যেমন - হীরামণ, উদয়মণ, লোকমণ, পালমণ চৌধুরী ইত্যাদি। বোধ হয় চূড়ামণ এর ধ্বনি সাযুজ্যে এমন নাম। (জমিদার বাড়ীর বংশ লতিকা দ্রষ্টব্য)। জমিদার রূপরায় চৌধুরীর গুনগান করেছেন কবি - "চৌধুরী রূপরায় সর্ব দেশে গুন গায়"। ইনি নিশ্চয়ই সুশাসক ছিলেন। তাই রাজ্যে কোন সামাজিক অরাজকতার কথা কবি জগজ্জীবনকে উল্লেখ করতে হয়নি।

আর ভণিতার ১ম ও ৩য় এবং ২য় ও ৪র্থ লাইনকে একত্রে পড়লে একটা সরলীকৃত অর্থ পাওয়া যায় -

চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণগায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন॥

এই ঘনশ্যাম চূড়ামণ জমিদার নরেশ হলেও হতে পারেন। কিন্তু জগতজীবনের পুথি নকলের সময় আত্মপরিচয় সূচক কিছু লাইন বাদ পড়ে থাকতে পারে, যা পরবর্তী পুথিগুলি থেকে হারিয়ে গেছে। তাই এসবই অনুমান। এবিষয়ে আরও তথ্য না পাওয়া গেলে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যাবে না। তন্ত্রবিভূতির কাব্যে দ্বিজসুত, দ্বিজ মহামতি ইত্যাদি ভণিতা আছে। সুকুমার সেন বলেছেন "বিভূতি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন "তন্ত্র" অর্থাৎ তন্তুবায়। আর জগৎজীবন ছিলেন ব্রাহ্মণ: সুতরাং "দ্বিজসুত" জগৎ জীবনকেই নির্দেশ করিতেছে"। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ২য় খন্ড, আনন্দ পৃ. ২৪২)। সুতরাং "দ্বিজসুত" জগজ্জীবন "জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন"। আর রূপরায় চৌধুরী ও ঘনশ্যাম চৌধুরী চূড়ামণ জমিদার কুলোদ্ভব হতে পারেন। দিনাজপুর রাজ প্রাণনাথ একজন কীর্তিমান পুরুষ। কিন্তু জগজ্জীবন তাঁর কাব্যে প্রাণনাথের নামমাত্র উল্লেখ করেছেন সুতরাং তাঁর শেষসীমা যদি প্রাণনাথের রাজ্যারম্ভের সময় ধরি তবে তা হয় ১৬৮২ খ্রী.। বোধ করি প্রাণনাথ রাঘবেন্দ্র রায়কে দমন করার আগেই জগজ্জীবনের কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল। তাঁর কাব্যে কোচবিহার রাজ প্রাণনারায়ণের কথা আছে, শিবনারায়ণ, লক্ষীনারায়ণের কথাও আছে। ১৬৬১ খ্রী. প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট জয় করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী এই রাজার নাম তখন থেকেই ঘোড়াঘাটের নিকটবর্তী কুচ্যামোড়ায় প্রচারিত হয়েছিল। তাহলে ১৬৬০-৬১ সালকে জগজ্জীবনের কাব্যের নিম্নসীমা ধরতে পারি। সুতরাং কবি জগজ্জীবন ১৬৬০-১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

(iii) কবির সঙ্গীত প্রীতি-

মঙ্গলগান সুর-তাল ও অঙ্গভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে আসরে পরিবেশিত হয়। মূল গায়েনের পায়ে থাকে নূপুর। এরা হাতে তালি দিয়ে দিয়ে গান করেন, সঙ্গে দোহাররা ধুয়া ধরেন। অনেক কবি নিজেই ছিলেন গায়েন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গল লেখা শেষ হবার আগেই বায়না হয়ে গিয়েছিল আসরে গাইবার জন্য। কবিকঙ্কন তাঁর উপাধি নয়, "স্বয়ং গৃহীত উপনাম", "পাঞ্চালিকা প্রবন্ধের গায়ন পায়ে নূপুরের সঙ্গে হাতে কড়াইভরা অথবা ঘুঙুর দেওয়া মলের মতো বালা পরিত। . . . গায়েন . . . হাতে এমনি কঙ্কন পরিয়া থাকেন, মন্দিরার মত তাল দিবার জন্য। মুকুন্দ তাঁহার চন্ডীগানের দলের অধিকারী ছিলেন। (কবি কঙ্কন বিরচিত চন্ডীমঙ্গল সম্পাদনা সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩, পৃঃ ৪৩)। সুতরাং মঙ্গলগানের আসর একটি সমবেত নৃত্য-গীত কলা।

উত্তর বাংলার মনসাগানের কবি জগজ্জীবন ঘোষালও গায়েন পঙক্তিভুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। কাব্যে পাই -

জগত গাএ হস্তে দিয়া তালি।
রচিল পদ্মার বরে পুরাণ পাঞ্চালী॥

দ্বিতীয়তঃ কাব্যে বহুবার "বিরচিয়া গায়" ভনিতা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন -

মনসার পাএ মজিয়া রহুক মন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন॥

সুতরাং কাব্যকে বিরচিত করে গাইবার কথা প্রমাণ দেয় যে কবি নিজেই মনসা ভাসান গাইতেন। আশুতোষ দাস

বলেছেন - "তন্ত্র বিভূতির ন্যায় জগজ্জীবন এবং জীবন মৈত্র সুগায়ক ছিলেন" (সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতির কাব্য, ভূমিকা, পৃঃ ৮০), তিনি কবিকে সুগায়ক আখ্যা দিয়েছেন।

কবি তন্ত্রবিভূতির সঙ্গীত-স্বভাব সুবিদিত। তাঁর কবিতাগুলির প্রারম্ভে রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে। "তন্ত্র বিভূতির মনসাপুরাণে . . . বহু রাগ-রাগিনীর উল্লেখ কবির সঙ্গীত রসজ্ঞতার পরিচয় প্রীত। . . . বিভিন্ন প্রসঙ্গের বাণীরূপ দেওয়ার পূর্বে রাগ রাগিনীর সংস্থান কবির সংগীতজ্ঞতার ধ্রুব পরিচয়। . . . গীতের মূল ভারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাটিয়ালী, পাহাড়ি, কুহু প্রভৃতি রাগ সংস্থান তন্ত্রবিভূতির সঙ্গীত কলা নৈপুন্যের পরিচায়ক।" (তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল সম্পাদনা আশুতোষ দাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০ পৃঃ ৮০)। এছাড়াও কবি নটরাগ, পটমঞ্জরী ধানসি, গুঞ্জরি, ভাটিয়ালী, মল্লার, মন্দার, সিন্ধু, মালসি প্রভৃতি রাগের অক্লেশ সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তাঁর কাব্যে যা তাঁর সু-উচ্চ কবি স্বভাবকেই সিদ্ধ করে।

দ্বিজমাধরের চন্ডীমঙ্গলে বা দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলেও বহু রাগ রাগিনীর দেখা মিলবে। যেমন মিলবে রাঢ় বাংলার মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই এর কাব্যেও। বিপ্রদাস গান এর শুরুতে রাগ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, কি করে তা গাওয়া হবে তাঁর নির্দেশও রক্ষা করেছেন সংশ্লিষ্ট পুথিগুলিতে। কিন্তু জগজ্জীবন এর কাব্যে ধারাবাহিক ভাবে রাগ বা ছন্দের উল্লেখ না থাকলেও কবি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছন্দ ও রাগ এর কথা বলেছেন এবং পুথিগুলিতে সংকেত রক্ষা করেছেন বার বার। মনসামঙ্গল গান করবার বিষয়ে রক্ষিত কবির এই নির্দেশিকা তার সঙ্গীত মন্যতার পরিচয়কে সিদ্ধ করে।

দেবখন্ডের সবচেয়ে পুরনো পুথিটি 'বন্দনা' দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। বন্দনার পাশে পাশে সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে সংকেত রক্ষা করা হয়েছে। প্রথম বন্দনাটি খন্ডিত, দ্বিতীয় বন্দনা গঙ্গার, তা খন্ডিতাকারে রক্ষিত হয়েছে। গঙ্গা বন্দনার শেষে ২২২২২ লিখে সংকেত রক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি পুথির দ্বিতীয় পদ। এর ভনিতাতে আছে -

জগতজিবন গাএ মধুরস্ বানি।
গঙ্গা বলি মন্তে একবার বোলো হরিধ্বনি॥

গাএ অর্থাৎ গান করে। কাব্যের বহু জায়গায় ভনিতাতে "গায়" উল্লিখিত হয়েছে।

যেমন - বন্দিয়া পদ্মার পায় / রেবতি নন্দনে গায়

অথবা, সঘনে গাবরিয়া গন বোলে হরি হরি।
জগতজিবন গাএ কম্পিত সুন্দরি॥

এভাবে কবি বহু জায়গাতেই স্পষ্ট ভাষায় কাব্য-গান করবার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথাগত গল্প নির্ভর সাহিত্য মনসাগান। জগজ্জীবন ঘোষালও এর কাহিনী বিস্তারে কোথাও ব্যতিক্রম দেখাননি। কিন্তু সব বিবৃতিই যদি একই রকম হয় তাহলে এক ঘেয়ে মনে হবে। তাই রচনার ভেতরেই কবি নির্দেশ দিয়েছেন, গায়েনদের জন্য সংকেত রক্ষা করেছেন, ছন্দ বদল করেছেন। ব১ নং পুথির একটি জায়গায় পাই -

জগতজিবন কবি মনোঁসার দাস।

পদছন্দে পাচালির করিল প্রকাশ॥
ভাসান করুণা পুন্য ৹৹৹ / ৹৹৹
সঙ্ক সাধুর ধামালি ৹৹৹ ধ্রু
অুমি প্রভাতে ছাড়িলাভ রে খে ওঁ . . . লো ওইও ইত্যাদি

এরকমই এক আবেগ ব্যাকুল মুহূর্ত্তের জন্যও পুথিতে সংকেত রক্ষিত হতে দেখি। ব১ নং পুথির ৩৮(খ) পাতার ওপরে সংকেত আছে। বেহুলা নেতাকে দেখার পর আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। বুঝি এবার তার প্রতীক্ষার অবসান হল, হয়তো লক্ষীন্দর বেঁচে উঠবে। অংশটি কিভাবে গাইতে হবে নির্দেশ দেওয়া আছে -

পাঁচবার মাসী মাসী ১, আইলাম ১, ও মাসী ১, মাসী ২, ও মাসী ১ এর আগের পাতা ৩৮(ক) তে ও গোটা পৃষ্ঠার নীচে ফাঁকে ফাঁকে পাঁচবার মাসী ১, ও মাসী ১, মাসী ১, ও মাসি ১, ও মাসি লেখা আছে। হতে পারে এটি লিপিকৃত পুথি। কিন্তু আমাদের বিচারে বণিক খন্ডের সবচেয়ে পুরনো "মা" পুথি, যাতে গান গাওয়ার নির্দেশ রক্ষা করা হয়েছে, এবং কবি জগজ্জীবন নিজেও ভাসান গান করতেন। সুতরাং এই সংকেত বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

আর এক জায়গায় সংকেত, বেহুলাকে জলে নামানো হচ্ছে, আগে ধ্রুবপদ গাওয়া হয়ে গেছে। কবি বর্ণনার মাঝে সুর তুলবার নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে -

মানিক জে ধন মোরে সেই ভাসাইলে সাগরে [লে১ / ভাসাই সাগরে]
বাছা নানা জন্তু বৈসে তার জলে

গানটি কোথায় কিভাবে গাইলে তা অধিক উপযোগী হবে এ তারই নির্দেশিকা।

অন্যত্র পেয়েছি -

ত্রিপদি ছন্দ /৹৹৹ ৮ অষ্টম ঘাট

একই ভাবে ধ্রুবপদ কিভাবে গাইতে হবে সে সম্পর্কিত নির্দেশিকাও পেয়েছি। শিব কবির আরাধ্য দেবতা, অতি পছন্দের উপাস্য দেবতা। তাই শিব বিষয়ক ধ্রুবপদেও কবির সাফল্য সর্বোচ্চ। এক জায়গায় পাই -

আরে ও ও চল জাইল ২ ওই ও বালি সিবও ভেটিবারে
বিলম্ব হইলে সিব ৹ সাপ দিবে মোরে কি লো ই ও ই ও

অর্থাৎ ধুয়া এই অংশে থেমে গাইতে হবে। সত্যিই এই নির্দেশ মেনে না গাইলে এই ধ্রুবপদটির মূল মাধুর্য্যই নষ্ট হয়ে যায়।

বেহুলা দেবসভায় নৃত্য করে শিবকে সন্তুষ্ট করে তবে লক্ষীন্দরকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। মনসাগানের এই প্রচলিত কাহিনী অংশের বর্ণনা প্রায় সব কবিই দিয়েছেন। কিন্তু কবি জগজ্জীবন নৃত্য পটিয়সী বেহুলাকে নিখুঁত ভাবে অঙ্কন করেছেন -

নৃত্য করে বিদ্যাধরি মৃদঙ্গ বাজায়।
সুন্দরি করেন নৃর্ত্ত দেবের সভায়॥
মৃদঙ্গে মাতিয়া বালি জুড়িল নাচন . . .

বর্ণনা,

বালির পদের নপুর কাড়ে সুমধুর ধনি।
খোল করতাল লঞা দেবতার সমাজে জাঞা

নাচে বালি বেললি নাচনি ॥

কবি লিখেছেন - 'বালি কুকিল সবদে ছাড়ে বানি'। আরো বলেছেন - সুর মালৌপিয়া গায় / ঘন ঘন নাইচা জায় / ঘনে ঘনে পদে দেয় টিপ। একসঙ্গে রাগও তাল এর উল্লেখ করে বেহুলার নৃত্য পারদর্শিতা দেখাতে চেয়েছেন কবি জগজ্জীবন। বেহুলার নৃত্যকে পরিপূর্ণ করেছেন কবি সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে।

বর্ণনাঃ- নাচে বালি আনন্দ হ্রিদয়।
ঘন ঘন তাল রাখে আচলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি দন্ত দেখায়।
বালি কাঁকালিতে ভর দিয়া জায় ॥

বর্ণনা আগুয়া পাছুয়া গিয়া অঙ্গে নাচে কর দিয়া
পায়ে বাজে রুণ্ডন নপুর

বর্ণনাঃ- করে সঙে করোতাল বোলে ধুনি ভালে ভাল
দিব্ব তুলা খুটি ভান সাজে

অথবা, রঙ্গে ভঙ্গে হাত নড়ে কাকালি হানিয়া পড়ে
এই রূপে গায় নিঠাবানি

কোন কোন গানের আগে নির্দেশিকা পাই - ত্রিপদি কম্র ছন্দ (বানিয়া ২২ নং গান), ধুয়ার / চৌপদি নৃর্ত্ত (বানিয়া ২২৭ নং গান), কথান্ত ছন্দ (বানিয়া ২৪৭ নং গান), ত্রিপদি করুনা (বানিয়া ২৭০ নং গান এর আগে) ইত্যাদি। আধুনিক গবেষণায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন কাব্যকে জগজ্জীবন ঘোষাল ও বিষ্ণুপালের সমকালীন অন্ত্যমধ্যযুগের কাব্য বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'গা' ধাতুর ব্যবহার সমধিক। "কাব্যটিকে আদ্যন্ত ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে গা ধাতু নিষ্পন্ন পদের; অধিকাংশ পদে 'গাইল', মুষ্টিমেয় কয়েকটিতে গাএ।... উত্তর বঙ্গের কাব্যে গা ধাতুর একাধিকপত্য"। (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুনোর্বিচার, সত্যনারায়ন দাশ, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃঃ ৫২) বস্তুতঃ কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল গানেও 'গা' ধাতুর প্রাবল্য লক্ষ্য করি। এটি তাঁর সঙ্গীত স্বভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে। হয়তো কবি নিজেই ছিলেন সুগায়ক, তাই কাব্যমধ্যে তাঁর সঙ্গীত স্বভাবের ছাপ ফুটে উঠেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সরস্বতী বীনা বাদি। বিদ্যা ও ললিত কলার দেবী হিসাবে তিনি অর্চিতা। (উর্বরতার দেবী সরস্বতী, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি ২০০৬) কবি জগজ্জীবনের কাব্যে দেবী সরস্বতীর বন্দনা পাই। সমগ্রকাব্যের সঙ্গীত ও নৃত্যধারার পরিকল্পনা যেন কবির সু-চিন্তিত সাধনা।

(iv) তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল-

উত্তরবঙ্গীয় মনসামঙ্গল ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। রচনায় এই তিন কবির একের কাব্যের প্রভাব অন্যের কাব্যে পড়েছে নানা ভাবে। বিভিন্ন আসরে গায়েনদের মুখে মুখে বা লিপিকরদের হস্তাবলেপে অতি সহজেই একের কাব্য অন্যের কাব্যে প্রবেশ লাভ করেছে। এ বিষয়ে আশুতোষ দাস তন্ত্রবিভূতির কাব্য সম্পাদনা করতে গিয়ে বিস্তৃত তুলনা উপস্থিত করেছেন (তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ, ভূমিকা অংশ 'তন্ত্রবিভূতি জগজ্জীবন ও জীবন')

কবি জীবনকৃষ্ণ কাব্যের ভিতরেই কালঙ্ক জ্ঞাপক পয়ার উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে তাঁর কাব্য রচনা কাল

পেয়েছি ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। তন্ত্রবিভূতি বা জগজ্জীবনের কাব্যে এরকম কোন সংকেত নেই। বস্তুতঃ তন্ত্রবিভূতি নিজের পরিচয় সূত্রেও কোথাও স্থান নাম, বংশ বা কোন পৃষ্ঠ পোষক ভূস্বামীর উল্লেখ করেননি। জগজ্জীবন গ্রামের নাম, বংশ পরিবারের পিতা-মাতা-পত্নীর নাম করেছেন। সঙ্গে দিনজপুর রাজ প্রাণনাথ ও কোচবিহার নরেশ প্রাণনারায়ণের উল্লেখ করেছেন। এসব থেকে তাঁর কাব্য রচনার কাল সীমা সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি ১৬৬০-৬১-১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ। জগজ্জীবনের কাব্য পুথি উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে পাওয়া গেছে। এমনকি আসাম গৌরীপুর অঞ্চলে নারায়ণ দেবের সাথে যুগ্ম ভণিতা বিশিষ্ট জগজ্জীবনের পুথিও পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিভূতির প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা কম। এর প্রচলন ও মালদা ও নিকটবর্ত্তী কালিয়াচক ও হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চলে। পুথিগুলিও ঐ সব অঞ্চলেই পাওয়া গেছে। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় কবি মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। উপরন্তু তাঁর কাব্যে কবি জগজ্জীবনের রচনা ঢুকে পড়েছে। বিশেষতঃ তন্ত্রবিভূতির কাব্যের বণিক খন্ডের বেশীর ভাগই কবি জগজ্জীবনের রচনা বলে সুকুমার সেন মনে করেন। তন্ত্রবিভূতি ছিলেন তন্তুবায় বা তাঁতি। সুতরাং তাঁর কাব্যের দ্বিজসুত বা দ্বিজমহামতী ভনিতাগুলি দ্বিজ কবি জগজ্জীবনকেই নির্দেশ করে (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ২য় খন্ড পৃ. ২৪২)। অথচ বলা হয়েছে কবি জগজ্জীবন নাকি তন্ত্রবিভূতির কাব্য আত্মসাৎ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে চাই।

প্রথমতঃ তন্ত্রবিভূতি নিজের কাব্যে কোথাও সময় নির্দেশ করেননি। অথচ কি করে জানা গেল তিনি জগজ্জীবনের পূর্ববর্তী? আশুতোষ দাস লিখেছেন - "সুকুমার সেন তন্ত্রবিভূতিকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি পংক্তিতে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন"। বই এর "ভাষা পরিচয় অনুসারে" এই কাল নির্নয়ের চেষ্টা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে - "সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবনের কাব্যে তন্ত্রবিভূতিকে বহুলাংশে আত্মসাৎ করার ও প্রভাবিত হওয়ার প্রকটিত প্রমান সূত্র কাল নির্ধারণের এক বিশিষ্ট সংকেত" (সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতির কাব্য ভূমিকা অংশ পৃঃ ১৬) আমরা বলতে চাই যখন একের কাব্য অন্যের রচনায় মিশে গেছে তখন "ভাষা পরিচয় অনুসারে" তন্ত্রবিভূতিকে পূর্ববর্তী বলা যায় না। বিশেষতঃ জগজ্জীবন ছিলেন এতদ্ অঞ্চলে বহুল প্রচারিত। অধিক জনপ্রিয়তার জন্য জগজ্জীবনের কাব্যের ভাষা বদলে যাবার সম্ভাবনা বেশী। পক্ষান্তরে, তন্ত্রবিভূতির কাব্য মালদহ জেলার মাত্র একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই তাঁর কাব্যে সংমিশ্রন কম হবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে "উত্তর বঙ্গের অনেক পরবর্তী কবি, যেমন জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র ইহারা তন্ত্রবিভূতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৯৮ পৃ. ৩৬৮)। কিন্তু প্রথম সম্পাদনা (১৯৬০, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পরবর্তীতে জগজ্জীবনের আরো অনেক পুথি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কারের পর এ বিষয়ে পুনরালোচনার প্রয়োজন রয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণে যা হয়নি। বিশেষতঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলছেন তন্ত্রবিভূতি ব্রাহ্মণ (ঐ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস পৃ. ৩৬৪) আবার সুকুমার সেন বলছেন তন্ত্রবিভূতি ছিলেন তন্তুরায় (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড পৃ. ২৪২)। আবার আহমেদ শারীফ লিখেছেন - " কবি (তন্ত্রবিভূতি) সম্ভবতঃ তাঁতী বলেই কিংবা তান্ত্রিক মতাবলম্বী বলেই নামের সঙ্গে 'তন্ত্র' যোগ করেছেন। দ্বিজ ও দ্বিজসুত বলেও কবি আত্ম পরিচয় দিয়েছেন। নাথ যোগীদের তথা তাতীর ব্রাহ্মণ অর্থেই 'এ দ্বিজ' ব্যবহৃত কিনা বলা যাবেনা।" (বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খন্ড, প. ৪০৬) কিন্তু এগুলি সবই অনুমান। তন্ত্রবিভূতি সম্পর্কিত আর কোন পরিচয় কাব্যে নেই। পক্ষান্তরে, জগজ্জীবন ঘোষাল রাঢ়ী শ্রেনীর ব্রাহ্মণ ছিলেন আত্মপরিচয়ে বলেছেন। সুতরাং তন্ত্রবিভূতি নামটি অদ্ভুত ও অস্পষ্ট হওয়ায় বিভ্রান্তি থেকে গেছে। যেহেতু এ সম্পর্কে কবি আর কোন তথ্য সূত্র প্রদাণ করেননি।

তৃতীয়তঃ - তন্ত্রবিভূতির কাব্য চৈতন্য প্রভাব বিনির্মুক্ত। তিনি তান্ত্রিক ছিলেন বলেই সচেতনতা বশতঃ চৈতন্য

প্রভাব এড়িয়ে গেছেন বলা হয়েছে (ঐ, আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃ. ৩৬৪)। কিন্তু কোন সময়ে মহাপ্রভুকে এড়ানো সম্ভব? যখন "সুকুমার সেন তন্ত্রবিভূতিকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি পঙক্তিতে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন" (তন্ত্রবিভূতির সম্পাদিত কাব্য, ভূমিকা, পৃ. ১৬) আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন "১৭ শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।" তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তন্ত্রাচার আছে হয়তো সে জন্য তিনি বৈষ্ণবতাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তা ষোড়শ শতাব্দীর সুবর্ণযুগে নয়, যখন মহাপ্রভুর উজ্জ্বল দীপ্তিতে বাংলাদেশ ভাস্বর।

চতুর্থতঃ তন্ত্রবিভূতির কাব্যে জগজ্জীবন এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত জগজ্জীবনের পুথিগুলিতে কোথাও তন্ত্রবিভূতির ভণিতা পাইনি। সুকুমার সেন লিখেছেন তন্ত্রবিভূতির কাব্যের "বণিক খন্ডের অধিকাংশই যে জগজ্জীবনের রচনা তা বোঝা যায় বিভূতির সঙ্গে পদ্মমুখীর উল্লেখে" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃ. ২৪২)। সুতরাং তন্ত্রবিভূতি পূর্ববর্তী হলে কি করে তাঁর কাব্যে পরবর্তী জগজ্জীবনের রচনাংশ প্রবেশ করল? এ বিষয়ে গায়েন বা লিপিকরদের বিশেষ ভূমিকা থাকা সম্ভব।

পঞ্চমতঃ- সমাজে মনসামঙ্গলের 'দেবখন্ড' ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারাছিল। জগজ্জীবন ঘোষালের পরবর্তী পুথিগুলিও অনুলিপি করা হয়েছে কেবল বণিক খন্ডটুকুই। কিন্তু তন্ত্রবিভূতির দেবখন্ড তুলনায় আকারে বড়। বণিক খন্ডের জন্য তিনিই জগজ্জীবনের কাছে ঋনী। সুতরাং হতে পারে সামাজিক প্রবণতা লক্ষ্য করে হয়তো তন্ত্রবিভূতি মনসা গানের "দেবখন্ড" টুকুই লিখেছিলেন। এমনি করে মধ্যযুগে ভাগবতের কোন কোন স্বন্ধ, মহাভারতের কোন কোন পর্ব অনূদিত হয়েছে সে দৃষ্টান্ত আছে। তবে তন্ত্রবিভূতি সম্পর্কে এ কেবল অনুমান।

ষষ্ঠতঃ - তন্ত্রবিভূতির কাব্যে রাগতালের উল্লেখ আছে। জগজ্জীবনের রচনায় সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক রাগ-তাল এর উল্লেখ নেই। এ থেকে উভয়ের কাব্যকে সহজেই পৃথক করা যায়।

সপ্তমতঃ- যে সব পুথি সহায়ে তন্ত্রবিভূতির কাব্য সম্পাদিত হয়েছে তাতে যুগপৎ তন্ত্রবিভূতিও জগজ্জীবনের ভণিতা আছে। আশুতোষ দাস সম্পাদিত মনসাপুরাণে যে পুথি পৃষ্ঠার ছবি আছে তার ২২৮(২) পাতায় লেখা আছে -

মনসামঙ্গল পুথি হৈল সমাধান।
তন্ত্রবিভূতি গায় পদ্মার পুরাণ॥
পদ্মার আদেশ গিত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজিবনে॥

সুতরাং তন্ত্রবিভূতির কাব্যের বণিক খন্ড জগজ্জীবনেরই রচনা। এ অনুমান সত্য হতে পারে। একই অঞ্চলের উভয় কবি কাছাকাছি সময়ে কাব্য লিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন "কবি যুগ্মত্ত (তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন) সমসাময়িক হওয়া কিন্তু বিচিত্র নয়। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের আত্মপরিচয় অংশের সংকেত অবলম্বন করে মনে করা হয়েছে, ইনি সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষভাগের কবি হয়েও থাকতে পারেন। . . . তন্ত্রবিভূতির কাব্যের অনেক প্রসঙ্গ জগজ্জীবনের রচনায় বিস্তারিত আকারে পাওয়া গেছে, কেবল এই কারণেই অনুমান করা হয়, তন্ত্রবিভূতি জগজ্জীবন অপেক্ষা পূর্ববর্তী কবি। কিন্তু কবি দুজনের মধ্যে কালগত পার্থক্য দুস্তর না হওয়াই সম্ভব; এবং দুজনেই অষ্টাদশ শতক কিংবা তারও পরের লোক ছিলেন বলে মনে হয়" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. সংখ্যা ৩১৪, ১৯৯৮) তন্ত্রবিভূতির কাব্য জগজ্জীবন আত্মসাৎ করেননি। মনসাগানের দেবখন্ডটি তন্ত্রবিভূতির যা ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারানোয় তাঁর কাব্যের প্রচার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে জগজ্জীবন আজও গ্রামীন মনসাগানের আসরে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাদৃত হয়ে আছেন।

(৮) ভারত চন্দ্র ও জগজ্জীবন ঘোষাল-

রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল লিখেছিলেন। তিনি মঙ্গলকাব্যের অন্তঃপর্বের কবি। প্রখর শিল্পজ্ঞাণ, সরসতা, নাগরিকতা, ছন্দনৈপুন্য, অলঙ্করি-সৌন্দর্য, ভাষা প্রয়োগের চাতুর্য তাঁর প্রতিভাকে কালোত্তীর্ন করেছে। তিনি মঙ্গলকাব্য লিখেছিলেন, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের বদ্ধ গন্ডী-সীমা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে স্পর্শ করতে পারেনি। "... মঙ্গলকাব্য গুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান শুনিলে মঙ্গল হয়। যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত, এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। ... যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, ..., যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে, তাহাকেই মঙ্গল-গান বলে।" (ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৩, ভূমিকা পৃ. ৫, উদ্ধৃতিটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চন্ডীমঙ্গল বোধিনী ২য় ভাগ পৃ. ৮৯৭-৯৮ এর)। সেই অর্থে রায়গুণাকর কবির অন্নদামঙ্গল ও আকার গত ভাবে মঙ্গল কাব্য, কিন্তু প্রকারগত ভাবে তা ভিন্ন স্বাদের রচনা।

পক্ষান্তরে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের উত্তরবঙ্গীয় কবি জগজ্জীবন ঘোষাল লিখেছিলেন মনসামঙ্গল। তিনি ভারতচন্দ্রের পূর্বজ। আশ্চর্য জনক ভাবে তাঁর কাব্যে বহু জায়গায় ভারতচন্দ্রীয় বিবৃতির অনুরূপ লক্ষণ পাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যের মিল খুঁজে পুনর্বিবেচনা হয়েছে (শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পুনর্বিচার) সত্য নারায়ণ দাশ), ভারতচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গেও জগজ্জীবনের কাব্যের তুলনা, প্রতি-তুলনা করা চলে। কারণ উভয়েই মঙ্গল কাব্যের কবি।

প্রত্যেক কবিরই দুটো সত্তা থাকে। এক, তাঁব ব্যক্তি সত্তা, দুই যুগ সত্তা। সচেতন বা অচেতন ভাবে এই দুটি সত্তা তাঁর কাব্য কীর্ত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতচন্দ্র সজাগ, সচেতন রাজ-সভাকবি। কাব্যে বার বার তিনি রাজানুরক্তি প্রকাশ করেছেন -

আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর॥

অথবা,

ভারত ও পদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে .
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ

জগজ্জীবনের এমন কোন পৃষ্ঠপোষনা ছিল বলে জানা নেই। তাঁর রাজ প্রশস্তি উল্লেখ মাত্র, তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন -

ঘোষাল ব্রাহ্মন রাঢ়ী কুচিয়া মোড়াতে বাড়ী
মহারাজ প্রাণনাথের দেশ।
জগজ্জীবন পদ রচিলেন বিদগদ
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির আদেশ॥

কাথাও লিখেছেন -

শিবনারায়ণ নাম লক্ষীনারায়ণ অনুপাম
তার ভাই প্রাণনারায়ণ।
তারদেশে রূপ রায় তাহার নন্দনগায়
দ্বিজ কবি জগতজীবন॥

অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী জীবন এক অস্থিরতার প্রবাহে চলমান। সাহিত্যের ইতিহাসে এ যুগ অবক্ষয়ের যুগ। শাসনের নামে অপশাসন, ধর্মগত বিরোধ, মানুষে মানুষে হানাহানি এই যুগের নিত্য চিত্র। ভারতচন্দ্র ঈশ্বর পাটনীর মুখ দিয়ে জগন্মাতার কাছে সাধারণ মানুষের চিরন্তন চাহিদার কথা বলিয়ে নিয়েছেন - "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। ভারতচন্দ্রীয় বিবৃতিতে মানুষের ক্ষুধার প্রসঙ্গে অতি তীব্র। অন্নপূর্ণার অন্নহরণ প্রসঙ্গ, শিবের ভিক্ষা যাত্রা, হরিহোড়ের মাতা-পিতার অন্নাভাব সবই এই ক্ষুধার প্রসঙ্গকেই স্পষ্ট করে।

ভাতরচন্দ্রের পূর্বশতকে ঘোষাল কবিও এমনতর উক্তিই করেছেন। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে যেন এই কন্ঠ স্বরেররই পূর্বাভাষ ছিল। স্বামী পরিত্যক্তা মনসা অরণ্যে শিশু পুত্র সহ বিলাপ করেছে -

অন্যের ছাআল হৈলে দুগ্ধে ভাতে খায়।
আমার ছাআল কেনে খিধাএ লালায়॥

জগজজীবন অন্নাভাবের ছবি এঁকেছেন, ভারতচন্দ্র স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা জানিয়েছেন। জগজ্জীবনের বিবৃতিতে সর্বসাধারণের অন্নাভাবের কথা নেই। আছে কেবল মনসার নিজের কথা। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রের বিবৃতি চিরন্তন হয়ে উঠেছে।

উপরন্তু ভাঙখোর শিবের গৃহিনীর গৃহস্থালীর বর্ণনা প্রসঙ্গে জগজ্জীবন যেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতই বাস্তব সমাজ নিষ্ঠ। বর্ণনা অনুসরণ করছি -

কার ঘরে আমরা মাগিঞা কিছু পাই।
সন্ধাকালে মুখি কচু রন্ধন চড়াই॥
পাইনাতে জখন অন্য টগবগ ফুটে।
অন্য হৈল ভাঙ্গড়া ধুমার ছলে উঠে॥
ভাঙ্গের ঝোকেত বুড়া সকল অন্য খায়।
কার্ত্তিক গণাই দুই পুত্র অন্যেক লালায়।
গঙ্গা দুর্গা মরি দুই অন্য বস্ত্রের দুখে।
আর ক্রিয়া করিতে বুড়া চান কুনমুখে॥

ভারতচন্দ্র লিখেছেন -

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥

অন্নদামঙ্গলের হরিহোড়ের বৃত্তান্তে আছে -

এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারিপর দিন অন্নবিনা আমি ক্ষীন
যম যোগ্য আতিথি এ ঘরে॥

পড়লে মনে হয় এ যেন একই যুগের কন্ঠস্বর। যেন, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি।

ভারতচন্দ্র অমলিন হাসির রূপকার। শিব-ব্যাস প্রভৃতি চরিত্র নির্মাণ করে তিনি হাসির উপাদান সংগ্রহ করেছেন কবি ব্যাসদেবের রূপ বর্ণনা করেছেন এইভাবে -

দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তার
বক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।

পাকা গোঁফ পাকা দাড়ি   পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতক আটুবাটু॥   (ব্যাস বর্ণনাঃ অন্নদামঙ্গল)

জগজ্জীবনও পেটুক নারদ চরিত্র নিয়ে যতটুকু সম্ভব হাসির রসদ জোগাড় করেছেন, কপিলার গল্পে। নাড়ু খেয়ে মুনির কি দুর্দশা হল তার বর্ণনা দিয়েছেন -

লাড়ুয়া খাবার মন   নিল মুনি তপোধন
বাসুয়া সঙ্গে লয়া যায়।
কাঁকাল নড়িয়া গেল   পেটের বেদনা হৈল
শৌচে মুনি করিল গমন॥

এরপরে "হুহুঙ্কার করি মারে ঠার", "বাহ্যের রহিল খাঁখার" ইত্যাদি দ্বিধাহীন বর্ননা গুলিও অবাধ। মনে রাখতে হবে আসর নির্ভর সাহিত্যে স্থুল রুচির গ্রাম্য শ্রোতাদের চাহিদা মেটানো ছিল কবির দায়।মঙ্গলকাব্যের মত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যেখানে হাস্যরসের সুযোগ সীমিত, যেখানেও জগজ্জীবন হস্তক্ষেপ করেছেন আর ভারতচন্দ্রতো এ পর্বের রসরাজ।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে লখিন্দর কৌশল্যা সম্ভোগের বিবৃতিকে আদিরসাত্মক ও গ্রাম্য স্থুল রুচির পরিচায়ক বলা হয়েছে। "উত্তরবঙ্গে অনেক কবি মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন. . . . ইহাদের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যই শ্রেষ্ঠ যদিও এই কাব্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়" (বাংলা দেশের ইতিহাস মধ্যযুগ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্য' জেনারেল প্রিন্টার্স ২০০৩ পৃঃ ৪০৫) বস্তুতঃ "মদন আনল দহে কর প্রতিকার", "কাঁচুলি ফেলিয়া কৈল কুচের মর্দ্দন" অথবা "টুটিল মদন জ্বালা তুস্ট হৈল মন" বিবৃতি দিয়ে জগজ্জীবন ঘোষাল লখিন্দরের মাতুলালী সম্ভোগের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা একটি সম্পূর্ণ বর্ননা এবং এর স্থুল রুচিও চোখে পড়ার মত। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরকম অবাধ বর্ণনা আছে এবং ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন "বিদ্যাসুন্দরে", তেমন সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যেই বিরল -

ঝম্পই সঘন   নিতম্ব ধরা ধরি
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন ঘন পর   হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে॥

শুধু তাই নয় ভারতচন্দ্র আদ্যন্ত বর্ণনা করেছেন -

নববর নাগর   নাগরী নববর
চিরদিন ভুখ পিয়াসা।
সমর কড়াকড়   অঝড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা॥

ভারতচন্দ্র শব্দ সচেতন শিল্পী। বিদ্যাসুন্দরের এই ভাষা-সৌন্দর্য সৃষ্টির কৌশলটুকু বাদ দিলে এ বর্ণনা জগজ্জীবনের চাইতে শতগুণ স্থুল।

ষোড়শ শতাব্দীকে আলোকিত করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর দিব্য দ্যুতির ছটা পড়েছিল সেই সময়কার

সব কাব্যেই। মুন্ডিত মস্তক, গোরাতনু, ভাবরস বিহ্বল, খোল করতাল ধ্বনি, গৈরিক বসন ইত্যাদি শব্দ-বন্ধ বাক্যে ব্যবহার করে জগজ্জীবন তাঁর কাব্যে মহাপ্রভুর স্পর্শ উপলব্ধি করিয়েছেন। এমনকি ভারতচন্দ্রও বৈষ্ণবতার অনুসঙ্গ এনেছেন -

বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভালে ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদ গদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরানাদি তন্ত্রে
নানা মতে গান বিষ্ণুপদ॥ (ব্যাসের বারানসী গমন অন্নদামঙ্গল)

উপরন্তু ভারতচন্দ্র ''যাবনী মিশাল'' ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সচেতন প্রয়াসে। জগজ্জীবনের রচনায় এমন কোন স্পষ্ট ঘোষণা নেই। কিন্তু প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ তার লেখাতেও লক্ষ করা গেছে। এইসব মিল পর্যালোচনা করে বলা যায় জগজ্জীবন ও ভারতচন্দ্র একই যুগের সৃষ্টি। সেই যুগের চিন্তা-চেতনা, চাহিদা, রুচি সবই ছাপ ফেলেছে এঁদের লেখায়। রাজ সভার উজ্জ্বলতা ও ভাষার মনিময় শোভায় ভারতচন্দ্রের যে লেখা ''রাজকণ্ঠের মণিমালা'' হয়েছে, নিবু নিবু গ্রাম্য দীপের আলোকে শ্রাব্য জগজ্জীবনের কাব্য সেখানে পৌছাতে পারেনি। কিন্তু উভয়েই সমাজে প্রচলিত কাহিনীকেই গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে প্রচলিত বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান বা প্রচলিত চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী অবলম্বন করে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন আর জগজ্জীবনের উপজীব্য বিষয় কয়েকশ বছরের প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনী। কিন্তু উভয় কবিই যুগের সৃষ্টি তাই দুজনের মধ্যে মিলও প্রচুর।

(খ) কাব্য পরিচয়

(i) কাব্যনাম ঃ-

পুথি নির্ভর সাহিত্যের নাম নিয়ে প্রায়শই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। চর্যাপদ আসলে চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় না আশ্চর্য চর্যাচয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন না শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ - এ নিয়ে প্রশ্নের নিরসন হয়নি। বিপ্রদাস পিপিলাই এর 'মনসামঙ্গল'কে সুকুমার সেন ''মনসাবিজয়'' আখ্যা দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের বহু কবি মনসার গীত লিখেছিলেন। নিজের নিজের কাব্যকে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছেন। পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশে রচিত মনসাগীতের জনপ্রিয় নাম পদ্মপুরাণ বা পদ্মাপুরাণ। দেবী মনসা পদ্মপত্রে জন্মেছিলেন এই ধারণা থেকেই তিনি পদ্মাবতী, আর তাই তাঁর মঙ্গলগান পদ্মাপুরাণ। কবি নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত সহ আরো অনেকের কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ বা পদ্মাপুরাণ। ষষ্ঠীবরের কাব্যেরও একই নাম। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল বা জানকীনাথ নিমেদর কাব্যকে বলেছেন মনসামঙ্গল।

আবার, মনসামঙ্গলে দেবী মনসার পূজা লাভের কাহিনী, তাঁর প্রাধান্য বিস্তারের গল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলে এটি বিজয় কাহিনী। অর্থাৎ মনসা বিজয়। দেবী জালু-মালু থেকে হাসান-হোসেন বা চাঁদ সদাগর সবার ওপরেই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে পূজা আদায় করেছেন। মধ্যযুগে ''রসুল বিজয়'' শ্রেণীর কাব্য প্রচলিত ছিল। গোরক্ষ বা গাজি বিজয়ও 'বিজয়' শ্রেণীর কাব্য। 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয় বস্তুও এং ই। এইসব কাব্যের আঙ্গিক পাঞ্চালীর অনুরূপ। গীতের শুরুতে মঙ্গলকাব্যের মতই রাগ ও তালের উল্লেখ থাকে। ''পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে সুর-তাল যোগে 'পাঁচালী প্রবন্ধ', রচনার প্রচলিত ধারাই তাঁর অনুসরণ করেন। অন্যকোন আঙ্গিক নির্মাণ করেননি। . . . রসুল বিজয়ে গীত পদের শীর্ষে রাগ-তালের উল্লেখ আছে . . . '' (ওয়াকিল আহমেদ, ঐ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৬)

জৈনুদ্দীন লিখেছেন -

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুনের নিধান॥

সুতরাং আঙ্গিকে সমধর্মী এইসব বিজয় কাহিনীর নামকরণের সঙ্গে "মনসাবিজয়" নামাঙ্কনের যোগ আছে। বিশেষতঃ "বিজয়" শ্রেণীর কাব্যের যে কাল সীমা, মনসা গানের যুগসীমার সঙ্গে তা সমরেখ। তাই এই নামের মিল যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ।

অন্য অর্থে দেবীর পালাগান বিখ্যাত হয়েছে মঙ্গলগান বা মনসামঙ্গল নামে। বিয়ের আসরে এখনও এ গান গাওয়া হয়।"In all ceremonies related to marriage, Sradh, Pregnency and child birth,worship is offered to Bisohori Thakurani in the outer yard of the house . . . . The . . . Gitari Bisohari . . . is Worshipped during a marriage ceremony." (The Rajbansis of North Bengal A Study of a Hindu Social Group, Charu Chandra Sanyal The Asiatic Society, 1965 pg - 136) হয়তো সর্বদা মঙ্গল রাগে নয়, কিন্তু, এই গান গাইলে গায়ক, শ্রোতা, আয়োজক, পাঠক সকলের মঙ্গল হয় এই দৃঢ় লোকবিশ্বাস থেকে মনসার গান মনসামঙ্গল নামে খ্যাত হয়েছে। আবার মনসামঙ্গলের সংকলিত অংশ "ষট্ পদী" বা "বাইশা" নামে বিখ্যাত। অন্যদিকে জঙ্গনামা-মর্সীয়া ও বিভিন্ন "খন্ড কাব্যগুলি গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়, . . . (এগুলি) সুর করে পাঠ করার নিয়মও ছিল। শাহ বারিদ খান বলেন -

যে পড়ে যে শুনে পাপ বিনাস।
পুন্য ফলে হও ভিহিস্তে বাস॥ (রসুলবিজয়)

গ্রন্থ পাঠে ও শ্রবণে পুন্য অর্জন - এ ধারনা মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্য ও চরিতকাব্যেও বর্ণিত হয়েছে।" (ওয়াকিল আহমেদ, ঐ, পৃঃ ৭৬)

কবি জগজ্জীবন ঘোষাল মনসাগানে তাঁর কাব্যকে একাধিক নামে ভূষিত করেছেন। এসব ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে জগজ্জীবনের কাব্যের ঠিক নাম প্রস্তাব করা চলে। কবি লিখেছেন -

মনসামঙ্গলগিত সুনি অতি সুললিত
বিরচিল জগতজিবনে
(ব, পুথি বনিয়া ২৪৯ সংখ্যক গান)

অর্থাৎ কাব্যটির নাম 'মনসামঙ্গল'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাখা জগজ্জীবনের একটি খন্ডিত পুথিতে (নং ২৭৩৪)র কাব্যটির নাম মনসামঙ্গল পাওয়া যায়। কাব্যের অভ্যন্তরের বিবৃতি -

পরা (পাড়া) বেড়াত্র বালা লখিন্দর।
সর্গে জানিল পদ্মা মোনসামঙ্গল॥
(পৃঃ ১৪(খ))

যেমন
পদ্দার আদেশে গীত পাইল সপনে।
মনসামঙ্গল জগতজীবনে॥

অথবা
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
মনসামঙ্গল গীত তাহার প্রকাশ॥

এই রকম একাধিক পুথিতে কাব্যনাম পেয়েছি মনসামঙ্গল।

দে৩ নং পুথির একটি গানে (২৪৯ সংখ্যক) পাই -

পুরান ভাগবত গিত   শুনু নর শুনো নিত
বিরোচিল জগোতজিবন

আবার, আশুতোষ বাবু সম্পাদিত বই এর বানিয়াখন্ড ১৯৭ নং গানে পেয়েছি -

ভারতপুরাণ গীত   শুনিতে সুললিত
রচিল জগতজীবনে

মনসামঙ্গল ঐতিহ্যবাহী লোকপুরাণ। সেই অর্থে "ভারতপুরাণ গীত" নামটি দেওয়া হতে পারে। কিন্তু, ভাগবতপুরাণ কৃষ্ণকথা সমৃদ্ধ। জগজ্জীবনের কাব্যে বহু কৃষ্ণকথা সূচক ধ্রুবপদ মিললেও একে "পুরাণ ভাগবতগিত" বলতে পারিনা। পক্ষান্তরে "পুরাণ" চিহ্নিত আরও কাব্য নাম পেয়েছি -
কাব্যনাম -

জগত গাত্র হস্তে দিয়া তালি।
রচিল শিবের বরে পুরাণ পঞ্চালি॥

"পাঁচালি শব্দটি সংস্কৃত 'পঞ্চালক' শব্দ থেকে উৎপন্ন। স্ত্রীত্ব আরোপে পঞ্চালিকা। অর্থ একটানা আবৃত্তি। . . . পঞ্চালক গানে . . . একাধিক ব্যক্তির দোহার ধ্রুবকার থাকা উচিত . . . এটি দোহার সহ পাঁচজনের আবৃত্তিমূলক পালাগানের একটি বিশিষ্ট রীতি।" (কবিকঙ্কণ চন্ডী, ক্ষুদিরাম দাস, দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃঃ ২৩)। ড. সুকুমার সেন সং পঞ্চালিকা শব্দ থেকে পাঁচালি কথাটি এসেছে বলে তথ্য দিয়েছেন। পঞ্চালিকা পুতুল। উল্লেখ্য 'পাঁচালি' গানে পুতুল নাচের মত নৃত্য সংযোগে দোহাররা মঙ্গলগান পরিবেশন করেন গ্রাম বাংলায়।

জগজ্জীবনের কব্যে সবচেয়ে বেশী বার ব্যবহৃত ভণিতাতেও এ কাব্যকে 'পাঁচালি' বলা হয়েছে -

জগতজীবন কবি মনসার দাশ।
পদ ছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ॥

পাঁচালী কাব্যের নাম নয় রূপ। উল্লেখযোগ্য, প্রায় সমোচ্চারিত ভণিতা তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও পাওয়া যায় (তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ, সম্পাদনা আশুতোষ দাস)। সুতরাং সেই অর্থে মধ্যযুগীয় সব মঙ্গলকাব্যই 'পাঁচালি', যেখানে দোহার সহযোগে একটি প্রচলিত সুরে তা গান করা হয়।

'তালিকা সমন্বয়ে' জগজ্জীবন সম্পর্কে চারটি পুথির সংবাদ দেওয়া হয়েছে মনসা পদ, মনসা পাঁচালী, মনসা ভাসান এবং মনসামঙ্গল (বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৯৮ পৃঃ ৫৯)। দে২ নং পুথির শেষ পাতার বিবরণে পাই -

ভাষান পুন্ন্য হলে   অশ্তীক মনী পুত্র কোলে
ভক্তে হবে বর দাতা
মা, তব পদ আষা   সংসার অষার আষা
ভক্তে হবে দিব্য জ্ঞানে

অন্তীক মাতা সেবকে চতুবর্গা ফল দাতা
কৃপা করোগো আপনে
বলী শতুতি বানী মা এই নিবেদনমানী
যগতজিবন রষ গানে
গাত্র বল দেহ কোকিলের সর
তবে যে গাইতে পারি তোমার মঙ্গল
ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কুচ্যামোড়ায় রাড়ী
পুরাণ রচিল অবষেযে
অষ্টম মাষের গান শ্রী পদ্যপুরাণ
জগতজিবন মধু রষ গান

এ নাম থেকে জগজ্জীবন পুথির কয়েকটি সম্ভাব্য নাম পাই। ভাসান অর্থাৎ এটি "মনসাভাষান"। পরে বলেছেন 'মঙ্গল' অর্থাৎ 'মনসামঙ্গল' এবং শেষে বলেছেন পুরাণ। আরো স্পষ্ট করে বলেছেন শ্রী পদ্ম পুরাণ।

দে, নং পুথির ২২৭, ২২৮ সংখ্যক গানে পাই -

ত্রৈলোক্যের অধিকারি আমি সব দিতে পারি
বিরোচিল পদ্দার মঙ্গল

শ্রী আশুতোষ দাস জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্য সম্পাদনা করে নাম দিয়েছিলেন মনসামঙ্গল। কাব্যের আখ্যাপত্রে লেখা আছে "কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল"। ভূমিকাতে লিখেছেন - "কাব্যটির নাম মনসামঙ্গল" (পুথিপরিচয়, বিবরণ অংশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। পরবর্তীতে আশুতোষ দাস তন্ত্র বিভূতির কাব্য সম্পাদনা করেন। সেখানে লিখেছেন - "তন্ত্রবিভূতি বিরচিত কাব্যের নাম মনসা পুরাণ জগজ্জীবনের কাব্যের নাম মনসামঙ্গল এবং জীবন মৈত্রের কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ (তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ, আশুতোষ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০ পৃ. ১১৮) ড. আশুতোষ দাস জগজ্জীবনের কাব্যকে "মনসামঙ্গল" বলে চিহ্নিত করেছেন।

মধ্যযুগের বহু কবিই নিজের কাব্যকে নূতন বা নৌতন মঙ্গল বলেছেন। শ্রী কৃষ্ণজীবন দাশ (চন্ডীমঙ্গল), ষষ্ঠীবর দাস বা সেন (মনসামঙ্গল) সবাই নিজের কাব্যকে "নতুন", "নূতন" বা নৌতনমঙ্গল বলেছেন। এমনকি স্বয়ং ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলকে রূপে রসে আঙ্গিকে এবং নামাঙ্গণে নূতন মঙ্গল হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন। জগজ্জীবনের কাব্যে পাই -

জগতজিবন অতীবিচক্ষণ
রচিল নৌতন কবি।

এখানে কবির বিচক্ষণতা ও নূতনত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ থেকে জগজ্জীবনের কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলা যাবেনা।

অন্যত্র ভণিতা পেয়েছি -

বিদাত্র হইএগ্রা বালী বালা নীজ বাষে জায়।
জগৎ জিবন কবির্ত্য সর্গবাষ গায়॥

এটি একটি খন্ডিত পুথির শেষ দুটি লাইন। পালায় ভাগ করে গায়েনরা মনসা গান, গাইতেন। বেহুলা-লক্ষীন্দর অর্থাৎ "বালী-বালা" যখন কাজ শেষ করে স্বর্গে গেল, তখন স্বর্গে পুনঃস্থিতির এই পালটির নাম "সর্গবাষ" পালা, সমগ্র কাব্যটি নয়।

সুতরাং বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও মতামত থেকে বিচার করে জগজ্জীবনের কাব্যের নাম "মনসামঙ্গল" ছিল এই

সিদ্ধান্তে আসা যায়। বিশেষতঃ যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের বিবরণানুগ পুথিগুলি সব রংপুর সাহিত্য পরিষৎ রংপুর, বাংলাদেশের। আশুতোষ বাবুর সম্পাদিত বইতে "বন্দনা" অংশ নেই, সেখানে চারলাইনের মনসাস্তুতি দিয়ে কাব্য আরম্ভ হয়েছে। আমরা পুথি-নির্ভর বন্দনা উদ্ধৃত করেছি। দে, নং পুথির একটি বন্দনার শেষে পাই -

"সরেস্বোতি বন্দনা সমাপ্ত
অথ মোনসা মঙ্গল"

অর্থাৎ কবি জগজ্জীবন ঘোষাল মঙ্গল গান লিখেছিলেন 'মোনসামঙ্গল' নামে।

(ii) কাব্যে ব্যবহৃত ভণিতা-

চর্যাপদে পেয়েছি "লুই ভণই গুরু পুচ্ছিহি জান", লাইনটি থেকে গান রচয়িতা যে লুইপাদ, তা স্পষ্ট হয়েছে। বস্তুতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যে এক বিশেষ রীতি ছিল ভণিতার ব্যবহার। প্রাচীন পুথি চর্চায় প্রাপ্ত ভণিতার মূল্য অপরিসীম...। কারণ, মুখে মুখে বদলে যাওয়া মধ্যযুগীয় কাব্যের সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য অংশ এর ভণিতাগুলি, যাতে কবির নাম, তাঁর চিহ্ন, স্পষ্টভাষায় লেখা থাকতো। ভণিতাই কাব্যের সবচেয়ে অপরিবর্তিত অংশ অর্থাৎ **"Static material"** বলতে পারি। ভণিতা দেখে কবিকে চেনা যায়। প্রত্যেক কবিরই ভণিতা ব্যবহারের কিছু কিছু নিজস্ব রীতি ছিল, যা তাঁর ব্যক্তিগত শৈলীর অন্তর্ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব নিজস্বতা কবির বিশেষত্বের চিহ্নবহ হয়ে ওঠে।

কয়েকশো বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী মনসাগানের প্রায় দেড় শতাধিক কবির সন্ধান মিলেছে। একই প্রচলিত কাহিনী নিয়ে তাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন কাব্য লিখেছেন। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভণিতা ব্যবহার করেছেন। শত শত লিপিকর তা নকল করেছেন। হাজার হাজার আসরে গায়েনদের মুখে মুখে তা বারংবার গীত হয়েছে। একই গায়েন একাধিক কবির মনসা ভাসান গাইতেন। ফলে এক কবির রচনাংশ অন্যের লেখায় প্রবেশ করবার সুযোগ থাকতো খুব বেশী। কিন্তু গায়েন বা লিপিকরেরা কিন্তু ভণিতার ক্ষেত্রে মূল কবিকেই বার বার অনুসরণ করতেন। কারণ গল্প এক, গায়েনরা গাইতেনও নিজস্ব একটি সুর সমন্বিত বিশেষ ভঙ্গিমায়, কিন্তু ভণিতাতে এসে বার বার পাঠক-শ্রোতাকে আশ্বস্ত করা হত যে, "সেই একই" কবির মঙ্গলগান গাওয়া হয়েছে। ফলে, কাব্যের ভণিতাংশ মূল কবির রচনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশ হিসাবে যুক্ত থাকতো।

কবি জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গলের মূল গল্প-কাহিনীকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে তাকে কবিত্বময় করে তুলেছেন। তাঁর ব্যবহৃত ভণিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১. কোথাও তাঁর ভণিতাগুলি গতানুগতিক ও প্রচলিত। ২. কোথাও সমকালীন রাজা জমিদারের নাম সম্বলিত, যা থেকে কবির কাল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ৩. কোথাও ভণিতাংশে কবি কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, নিজেকে রচনাংশের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন। ৪. কোথাও ভণিতা থেকে ব্যক্তি পরিচয় সূত্রের আভাস পাওয়া যায়। ৫. কিছু ভণিতায় স্বপ্ন প্রসঙ্গের কথা আছে। ৬. কোথাও ভণিতাতে মঙ্গলদেবী মনসার বা দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। আবার ৭. কোথাও জগজ্জীবনের ভণিতাগুলি সুন্দর, সরস, উপভোগ্য ও কবিত্বময় হয়ে উঠেছে। এগুলি ভিন্ন স্বাদের ও অনন্য।

॥এক॥ জগজ্জীবনের কাব্যে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক বার যে ভণিতাটি ব্যবহৃত হতে দেখেছি তা হল -

"জগতজীবন কবি মনসার দাশ।
পদছদে পাঁচালি করিল প্রকাশ॥

কিছু কিছু জায়গায় "পদবন্ধে" এবং "পরকাশ" পাঠ পেয়েছি। আরও একটি অতিপ্রচলিত ভণিতা হল -

জগতজীবন কবি মনসার মায়া।
করিবে ব্রহ্মাণী মাতা 'নাএ' কেরে দয়া॥

এখানে গান এর অনুষ্ঠান কর্ত্তা গৃহস্বামী ''নাএকের'' কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। প্রায় সমসাময়িক কালে আবির্ভূত উত্তরবঙ্গের অপর এক মনসা মঙ্গলের কবি তন্ত্রবিভূতির কাব্যেও একই রকম ভণিতা পাওয়া যায় -

তন্ত্রবিভূতি কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ॥

(তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপূরাণ, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০, বণিক খন্ড, পৃঃ ৫৪৩)

সেখানেও এই প্রচলিত ভণিতাটিকে বহু সংখ্যক বার ব্যবহৃত হতে দেখি।

॥দুই॥ জগজ্জীবনের কাব্যে দিনাজপুর রাজ প্রাণনাথের নাম উল্লিখিত হয়েছে কাব্যের ভণিতাংশে।

ব্রাহ্মণ ঘোষাল রাঢ়ী কুচিয়ামোড়তে বাড়ী
মহারাজ প্রাণনাথের দেশ।
জগতজীবন পদ রচিলেন বিদগাদ
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির আদেশ॥

দিনাজপুর রাজ প্রাণনাথ এর রাজত্বকাল ১৬৮২-১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ। কবি সম্ভবত দিনাজপুর রাজ বংশের এই সুসময়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ''কুচিয়ামোড়া'', কবির নিজ গ্রামও ছিল দিনাজপুর জেলার অংশ। তবে ''দুর্গাচন্দ্রপতি'' নামে কেন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। নামটি শিব সম্পর্কিত হতে পারে। কারণ মহাদেব একাধারে দুর্গাপতি এবং চন্দ্রপতি।

আবার কাব্যে কোচবিহার রাজ্য প্রাণনারায়ণের কথাও পাই। কবি লিখেছেন -

শিবনারায়ণ নাম লক্ষ্মীনারায়ণ অনুপাম
তার ভাই প্রাণনারায়ণ।
তার দেশে রূপরায় তাহার নন্দন গায়
দ্বিজ কবি জগত জীবন॥

রাজাবীর নারায়ণের পুত্র প্রাণনারায়ণ কোচবিহারের সিংহাসনে ছিলেন ১৬৩২-১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি দিনাজপুর রাজের রাজা আক্রমন করে ঘোড়াঘাট ও ঢাকা জয় করেছিলেন ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের আগেই। এই ঘোড়াঘাট হল কবির গ্রাম কুচিয়া মোড়ার খুব কাছাকাছি।

॥তিন॥ কাব্যে ব্যবহৃত কিছু কিছু ভণিতাতে কবিকে, কাব্যের ঘটনা ক্রমের সঙ্গে অভেদাত্মক ভাবে পাই -

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
বিবরন কহে দাসী করিয়া প্রকাশ॥

অথবা -

পদ্মার আদেশে রহে চান্দের বধুগন।
বিরচিয়া গাত্র কবি জগতজিবন॥

'বিরচিয়া গাত্র' এই ভণিতা কবির সঙ্গীত প্রিয় স্বভাবকে স্পষ্ট করে।

॥চার॥ জগজ্জীবনের কাব্যে আলাদা করে "আত্মপরিচয়" নেই। ছিন্নসূত্রে কোথাও কোথাও তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ের আভাস পেয়েছি কাব্যে। ভণিতাংশেও কোথাও কোথাও সেই সব সূত্রের সন্ধান পাই -

ঘোষাল রসাল বংশে   গুণান্বিত সর্ব অংশে
রূপ রায় চৌধুরির পুত।
জগতজীবন নাম   নানা গুণে অনুপাম
রচিল পাঁচালী অদ্ভুত॥

অথবা -

মোনসার পাঞা বর   পদ্মোমুখি প্রাণেশ্বর
জগতজিবন কবি গাএ।

ভণিতা থেকে মনে হয় কবির স্ত্রীর নাম ছিল পদ্মোমুখী। একই ভাবে ভণিতাতে "রেবতীনন্দন কবি গাত্র" শুনে তাঁর মা-র নাম জানতে পারি।

॥পাঁচ॥ কোন কোন ভণিতায় কবির স্বপ্ন লাভের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হতে দেখি -

সপনে পাইয়া গীত   করিয়া বিরচিত
জগতজিবন কবি গায়।

অথবা,

পর্দ্দার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগত জীবনে॥

মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী পুকুড়পাড়ে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। অমান্য করার ফলে তার ছেলে মারা গিয়েছিল - "গীত না গাহিয়া মেল ছাইলা"। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ জলার ধারে মুচিনী রূপিনী দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং আদেশ পেয়েছিলেন। এমনস প্রসঙ্গ বহু জনপ্রিয় কবির মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু, কবি জগজ্জীবন তাঁর কাব্যের ভণিতাংশে কখনো কখনো 'স্বপ্ন' প্রসঙ্গের অবতারনা করলেও সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেননি বা কাব্যমধ্যে কোথাও এ সম্পর্কিত কোন অতিরিক্ত তথ্য নেই। কবি লিখেছেন -

মোনসার পাঞা বর   পদ অতি মনোহর
জগতজিবন কবি গায়

দেবীর বর অর্থাৎ আশীর্বাদ। এই বর কি জগজ্জীবন স্বপ্নে পেয়েছিলেন নাকি দেব-মাহাত্ম্য, রচনার জন্য যে আশিস সব রচনাকারেরই প্রর্থনা, কবি সেকথাই লিখেছেন? কাব্য পড়ে এর সদুত্তর জানা যায় না। আসলে কবি 'আত্মপরিচয়' লেখেননি। নিজের সম্পর্কে তিনি স্বল্প বাক্। কুল, গ্রাম, বংশ বা পিতা-মাতা-ভ্রাতা-পত্নী সম্পর্কিত যতটুকু তথ্য

জগজ্জীবনের কাব্য থেকে পাই তা তার কাব্য বিবৃতিরই একটা অংশ, পৃথক বিবরণ অনুসঙ্গ নয়। তাই ভণিতায় স্বপ্ন প্রসঙ্গ একটি গতানুগতিক বর্ণনা মাত্র, এর কোন অনুসঙ্গ আমরা কাব্য থেকে লাভ করিনা।

॥ছয়॥ মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন কাব্যের বহু ভণিতায় দেবী মনসার স্তুতি করেছেন -

জগতজিবন কবি- বন্দমা মনসা দেবী
দেবমণি রাশ্তিকেরমাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরতকার মুণির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা॥

অথবা বলেছেন - "পদ্মার আদেশে গাত্র জগতজিবনে"।

কবির শিবঅনুরক্তি ছিল। বহু ধ্রুবপদ পেয়েছি কাব্যে শিবাত্মক। ভণিতাতেও এই অনুরাগের ব্যতিক্রম নেই -

জগতজিবন শেয় বন্দ প্রভু মহাদেয়
গাত্র কবি রূপের নন্দন॥

কোথাও কোথাও ভণিতা একত্রে শিব ও মনসার অনুরক্তি মূলক -

জগতজিবন কবি পৈদ্দা দিবে বর।
আশা পুরিয়া দিবে বর ভলা মহেশর॥

কবির সরস্বতী - প্রীতিরও পরিচয় পাই ভণিতাতেও -

জগতজিবন ভণে সরস্বতী অধিষ্ঠানে
মনসা দেবীর পাঞা বর॥

॥সাত॥ কোন কোন ভণিতায় আত্ম প্রশস্তিমূলক কবিত্বের ছাপ রেখেছেন জগজ্জীবন -

জগতজিবন কবিত্ব বিচক্ষণ
মনসা দেবীর পাঞা বর॥

অথবা -

জগতজিবন নাম নানাগুণে অনুপাম
রচিল পাচালি অদ্ভুত।

এই ভণিতাগুলি কবিত্বময়। কাব্যে "ভণিতার" ভূমিকা তাই সবিশেষ। বার বার অনুলিপির ফলে এবং জনপ্রিয় কাব্য গায়েনদের হাতে পড়লে তাতে কবির অতিরিক্তও কিছু কিছু ভণিতার প্রবেশ ঘটা স্বাভাবিক। "পুথিতে ভণিতা থাকে কিন্তু সেই ভণিতা কবির, লিপিকরের, কবির পৃষ্ঠ পোষকের, কবির গুরুদেবের অথবা গায়েনের তাও নির্ণয় করা সব সময় সহজ নয়। "... পুথি সম্পাদকের অবশ্য কর্ত্তব্য প্রত্যেকটি পুথির ক্ষেত্রে লিপিকরের ভণিতা অনুসন্ধান করা ..." (বাংলার পুথি বাংলার সংস্কৃতি, ড. স্বাতী দাস সরকার, সাহিত্যলোক, ১৯৯৮, পৃঃ ৭৮, ৭৯), আশুতোষ দাস সম্পাদিত জগজ্জীবন এর কাব্যের একটি গানের শেষাংশে আছে "চক্ষদানের বস্ত্র হয় গায়নকে উচিত" (বানিয়াখড

১৯৪ সংখ্যক গান) এবং গানটির ভণিতা হল -

পদ্মার বরে বালা চক্ষদান পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়॥

কবি গায়েনের বস্ত্রলাভের জন্য উদগ্রীব হবেন না বলেই মনে হয়। আমাদের অনুমান এটি গায়েনের ভণিতা।

বলা যায় কবি জগজ্জীবন তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে ভণিতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনন্য কোন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর কাব্য যেমন সাধারণ, তেমনি তাঁর ভণিতা সৃষ্টিও সহজ-সরল ও স্বাভাবিক, কোথাও কোথাও তা আবেগের সংস্পর্শে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে।

(iii) কাব্যের ধ্রুবপদ-

"সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গীতির বৈচিত্র্যহীন সুরের একঘেয়েমি দোষ দূর কবিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দোহার কর্তৃক ধুয়া ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকে ঘোষাও বলে; শুদ্ধ ভাষায় তাহা ধ্রুবপদ বলিয়া পরিচিত"। (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. মুখার্জী এন্ড কোং, অষ্টম সংস্করণ, পৃ. ২৫) বস্তুতঃ ধুয়া বা ধ্রুবপদ গেয় সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূল গায়েনের সঙ্গে সহযোগী দোহাররা একত্রিত ভাবে আসরে গান গেয়ে থাকেন। মঙ্গলগান লোকজীবনের সৃষ্টি, এর পরিবেশন ভঙ্গিও লৌকিক। মূল গায়েন পায়ে নূপুর বেঁধে অঙ্গভঙ্গি সহযোগে আসরে গান করনে। সঙ্গে থাকেন পার্ষদ দোহাররা। একটানা চড়া সুরে কাহিনী বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে গান পরিবেশিত হয়। প্রতিটি গান শুরুর আগে দু-কলি ধ্রুবপদ গাওয়ার রীতি আছে। অধিকাংশ সময়েই ধুয়া ধরেন দোহাররা। তবে সব গানের শুরুতেই ধ্রুবপদের অবতারণা থাকে না, আবার কোথাও কোথাও একটি গানের আগে একাধিক ধ্রুবপদের সমাবেশ ঘটে।

কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে ধ্রুবপদের বিপুল সমাবেশ লক্ষ করি। ধ্রুবপদগুলি প্রসঙ্গ নির্ভর, প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ, দেব-দেবী অথবা চরিত্র নির্ভর। কোন কোন ধ্রুবপদ তর্ত্বাশ্রয়ী, কোথাও অনাবিল কবিত্বের আস্বাদ লাভ করা যায়। গীতিকা বা Bllad ধর্মী রচনাতেও ধ্রুবপদ ব্যবহারের রীতি ছিল, কিন্তু সেই সব ধুয়ার সঙ্গে কাহিনীর কোন যোগ থাকতো না। ফলে এগুলি "ইচ্ছামত গায়েন বা দোহাররা যোগ করে দিত, . . . একই ধুয়া বিভিন্ন গীতিতে বা বিভিন্ন গীতিকার অংশে ব্যবহৃত হতে পারতো"। কিন্তু "মঙ্গলকাব্য রচনার প্রথম হইতেই দেখা গেল, প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা পালার অংশের জন্য স্বতন্ত্র ধুয়া রচিত হইতেছে। . . . কালক্রমে দেখা গেল, মঙ্গলকাব্যের কবি স্বয়ং এই ধুয়াগুলি রচনা করিয়া তাহার কাব্যের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে লিখিতভাবে তাহা নির্দেশ করিয়া দিতেছেন।" (আশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ২৫) জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে অধিকাংশ গানের শুরুতেই ধ্রুবপদ পাই, কোথাও কোথাও একটি গানের প্রারম্ভে একাধিক ধ্রুবপদ আছে। তবে কিছু সংখ্যক গানের শুরতে ধ্রুবপদ নেই। আবার, পুথির পার্থক্যে ধ্রুবপদেরও পার্থক্য লক্ষ্য করেছি, যথাস্থানে সেগুলি উল্লেখ করেছি। সুতরাং কাব্যের পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য বিবেচনার জন্য ধ্রুবপদগুলির আলোচনা অত্যন্ত জরুরি।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে ধ্রুবপদগুলিকে চার রকম শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে - এক॥ শৈব - এগুলি শিব বিষয়ক ধ্রুবপদ; দুই॥ বৈষ্ণব এগুলি বিষ্ণু ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক ধ্রুবপদ, তিন॥ শক্তি - চন্ডী বা কালী সম্পর্কিত ধ্রুবপদ, চার॥ চতুর্থ এই শ্রেনীর ধ্রুবপদে দুই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকৃতির দেবতাকে অঙ্গীভূত করে ধ্রুবপদ লেখা হয়েছে। কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে এই চারটি শ্রেনী ছাড়াও আরও কিছু ধ্রুবপদ পেয়েছি যাদের বর্গীকরণ করতে চাই, পাঁচ॥ এই শ্রেনীর ধ্রুবপদে ধুয়াগুলি কাব্য প্রসঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশে গেছে। ছয়॥ কিছু কবিত্বময় ধ্রুবপদ পেয়েছি,

যাদের উৎকর্ষতা সমগ্র কাব্যকে গৌরবান্বিত করেছে, এই কবিত্ব যে কবির স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ, হৃদয়ের অফুরন্ত আনন্দধারা। কিছু ধ্রুবপদ তত্ত্বাশ্রয়ী। সাত॥ এছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবী, কাব্যের আরাধ্য দেবী বা অন্য কোন প্রসঙ্গেরও কিছু ধ্রুবপদ পাই যেগুলি 'বিবিধ' পর্যায় ভুক্ত। উদাহরণ যোগে জগজ্জীবনের কাজের ধ্রুবপদগুলি আলোচিত হল -

॥এক॥ শিব বিষয়ক ধ্রুবপদ-

"শিবত্ব মেলে শিবসাধনায়। এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়"। শিব হিন্দু-সমাজ জীবনের এক অতি জনপ্রিয় দেবতা। কবি জগজ্জীবন শিব-উপাসক ছিলেন। কাব্যে তাঁর বহু চিহ্ন আছে। তিনি "দুর্গাচন্দ্রপতি"র আদেশে কাব্য লিখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। শব্দটি শিবকেও ইঙ্গিত করে কারণ, মহাদেব দুর্গাপতি এবং তিনিই চন্দ্রপতি। কাব্যে বহু জায়গায় শিব অনুরক্তির পরিচয় আছে এবং শিববিষয়ক ধ্রুবপদের সংখ্যাও প্রচুর -

১। কান্দিয়া মহাদেবের আগে
তোমার ঝি মনসা করে অনাচারে লো হ ই ও
২। শিব নাম বোলরে নর বদনে
৩। সেব শম্ভু ভোলানাথ আর মহাদেব
৪। বোলরে বদনে বল / কি বোল শিবের নাম

॥দুই॥ বিষ্ণু বিষয়ক ধ্রুবপদ-

চৈতন্য মহাপ্রভু "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া" জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এক অতিব্যপ্ত বৈষ্ণবতার সূত্রপাত ঘটেছিল। কবি জগজ্জীবনের কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর সুবর্ণযুগের পরে রচিত হয়েছিল। ফলে সহজেই মহাপ্রভু প্রভাবিত সহজ বৈষ্ণবতার সমাবেশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। ধ্রুবপদের ক্ষেত্রেও রাধা-কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ-কলি লক্ষ করা যায়।

লক্ষনীয়, কবি জগজ্জীবনের কাব্যে কৃষ্ণবিষয়ক ধ্রুবপদের মধ্যে কোথাও "কান্তজী" শব্দটির উল্লেখ নেই। দিনাজপুর রাজ প্রাণনাথের আমলে নির্মিয়মান কান্তজীর মন্দির বাংলাদেশ পর্যটনের একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। কবি রাজা প্রাণনাথের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোথাও কান্তজীর কথা নেই। এ থেকে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে কবি জগজ্জীবনের কাব্য কান্তজীর মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ঘটনা।
উদ্ধৃতিঃ-

১) ও কানাইর বাসি রাধা রাধা বলি ডাকে
রহিতে না পারে ঘরে পড়িল বিপাকে লো ই ও

২) ওরে কুঞ্জ বোনে ফুলের ঘরে ঃ স্যাম কানা ধামান করে
রাধার সহে ল ও ওই

৩) আরে মন প্রাণ মোর হরিয়া
চিত মোর হরিয়া লৈলরে নয়নে
নঞান রে দিয়া

৪) আমি রাজ কুমারী হৈঞা
রাখাল ভজিব জাঞা
বন্ধুয়া বলিব কুন লাজে

৫)   আজি মধুপুরে জাবে রে হরি
আজি ভাবে বিভোর সব নারি লো

৬)   হের দেখ রায় রায়
কালিন্দী যমুনার কুলে নাগর কানাই

৭)   ভাল বিনোদিয়া রসের মরম জানে

।।তিন॥ শক্তি বিষয়ক ধ্রুবপদ-

কবি জগজ্জীবন ঘোষাল মঙ্গল কাব্যের প্রথা অনুসরণ করে "বন্দনা" দিয়ে কাব্যের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর কাব্যে অন্যান্য বন্দনার সঙ্গে কালী বন্দনাও পেয়েছি। উমা ও শ্যামা বিষয়ক শক্তি সঙ্গীত অষ্টাদশ শতাব্দী জনপ্রিয় সাহিত্য সম্ভার। চন্ডীমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গলের জনপ্রিয়তাও মঙ্গলকাব্যে সুপ্রচুর। জগজ্জীবনের কাব্যেও দুর্গা, ভবানী, শ্যামা বিষয়ক ধ্রুবপদের সন্ধান পেয়েছি -

১)   ও জগতগৌরী তুমি বাউলের ঝি
তোমার কেন এমন গিঞান লো ও ই ও

২)   আমি ভবানী পুজিবো গো ও শতদলে
তারিনী পুজিবো কত কালে

৩)   আরে আমার মন মন ও দুর্গা দুর্গা বোলো রে

৪)   যম ভয়ে মন কাহে ডরোরে
গলায় বসন দিয়া দুর্গা ভজরে

৫)   তোমার নামের তরী ভিড়াও হে শঙ্করী লো হো ও

৬)   রাঙা চরনে স্মরন লৈতে মোনে করি
আমি সাধ ভবানী গো মা. . .

তবে জগজ্জীবনের কাব্যে শক্তি বিষয়ক ধ্রুবপদগুলি সংখ্যায় স্বল্প। এর অন্যতম কারণ হতে পারে যে দেবী মনসা স্ত্রী দেবতা। স্বপ্নচরিনী এই দেবী ভক্তের রক্ষয়িত্রী, সম্পদ দাত্রী, ইনি ব্রহ্মাণী। এঁর অর্চনাতে ঐহিগোর সব পাওয়া যায়। তাই দ্বিতীয় কোন দেবীর কৃপা বা অনুকম্পার প্রয়োজন ভক্তকুল অনুভব করেনি। হয়তো তাই শক্তি বিষয়ক ধ্রুবপদের সংখ্যা তুলনায় কম। উল্লেখ্য, তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তন্ত্রিকতার প্রভাব বেশী, সেখানে বৈষ্ণবতার ছোঁয়া নেই।

॥চার॥ মিশ্র ধ্রুবপদ-

মঙ্গলগানে একাধিক দেবতা বিষয়ক মিশ্র ধ্রুবপদের উদাহরণ মিলেছে। কবি জগজ্জীবনের মনসা গানেও এই রকম একাধিক ধ্রুবপদের সন্ধান পেয়েছি সেখানে স্তুতি করা হয়েছে দুই বা ততোধিক দেবতার।

মঙ্গলগানে কবির বন্দিত দেবতা ও আরাধ্য দেবতা সব সময় এক হতেন না। কিন্তু, কবির উপাস্যের প্রতি অনুরক্তি বা টান প্রকাশ পেত রচিত ধ্রুবপদ দেখে। কোথাও কোথাও লিপিকর বা গায়েন, যারা পুথি ব্যবহার করতেন, তারাও নিজ উপাস্য দেবতার স্তুতি করে নিতেন এই ধ্রুবপদের সাহায্যেই। এভাবেই লেখা হত মিশ্র ধ্রুবপদ, যেখানে

একাধিক দেবতাকে উপলক্ষ করে ধুয়া ধরা হত -

১) ভজ মন গঙ্গা নারায়ণ
ওরে মন জপ রে গো বিষ্ণ চরণ

২) জলার জল খাইয়া শুখে থাকে ধেনু
আর সিতল কদমের তলে বৈসে রাম-কানু

৩) য়ে হর হর নম নম নারায়ণ হর হর নম

৪) হরিপদে উপনীত গঙ্গা গো মা
হরশিরে যার বাস লো হ ও . . .

৫) ও শিবের বামেতে দুর্গা অনঙ্গ মঞ্জুরী

॥পাঁচ॥ প্রসঙ্গের সূত্রধারী ধ্রুবপদ-

কবি জগজ্জীবনের মনসা গানের কোন কোন ধ্রুবপদ প্রসঙ্গের সঙ্গে ছিন্ন সূত্র রক্ষা করেছে। এই সব ধ্রুবপদগুলি যেন কাহিনীরই অঙ্গ। যেখানে দুঃখ-বেদনা করুণার সুর-ধ্বনি, সেখানে ধুয়াগুলিও করুণ। আবার আনন্দের প্রসঙ্গে ধ্রুবপদও আনন্দাত্মক। যেমন -

১) আরে বন মনস্বাঁ করুণা করে মন্দির মাঝে
পুত্র বিভা দিয়া চান্দ আনন্দ অপারে লভ ই ও

২) ওরে ও চল জাইল ও বিবাদ সাধিবারে
রজনি পোহাইলে বাদ নারিব সাধিতে ল ও

৩) কি বুদ্ধি করিব নেতা ও হো
বোল শীঘ্র গতি

৪) বাছার চান্দ মুখ বিসে জারিল রে
আ এ রে দুখিনির বাছা আ এ রে কোলে করিরে

৫) কান্দে সাধু সদাগর য় হয় যা রে য়দিষ্ট ভাবিয়া
কান্দে শুধু সগর য় হয়

৬) মায়ে নিসেধয়ে ও ধন লখাইরে

৭) ও বোল নারদ মুনিরাজ
বিবাহের কিবা লাগে সাজ

॥ছয়॥ কবিত্বময়, তত্ত্বাশ্রয়ী ধ্রুবপদ-

মনসার ভাসান গানে কোথাও সাধন তত্ত্ব নেই। বেহুলার, মনসার বা চাঁদ এর বা ধন্বন্তরীর কোন আচরণে থাকলেও কোথাও তার বিস্তার ঘটানো হয়নি। মনসা ভাসান দেব-মানবের দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ লোক জীবনের কাহিনী। কবি জগজ্জীবনের কাব্যের কোন কোন ধ্রুবপদে তত্ত্বের ইঙ্গিত পাই -

১) ও রূপ লাগ্যাছে মরমে
ভাবিতে রসের তনু জার্য্যা লৈল রে ঘুনে

২) নদীর দুই কুলে কৈরাছে আল নাএয়া ভাই
নাএয়া রি বাহ বাহ

৩) শীতল কদম্বতলে বৈস নাল
সো আ লো সোই
হিয়া রম রম কথা তোর
আগে কই

আবার, কোন কোন ধ্রুবপদে সুন্দর কবিত্বের ছাপ আছে -

১) বৃন্দবনে কে রে
মধুবনে কে রে
বাসরি বাজাত্র য়
য়া রে হ এ

২) ও কলিন্দি মেঘের আড়ে চন্দ্র দিছে দেখা

৩) অম্র ডালে ককিল বোলে
কত সত পক্ষ ঝুরে রে
সেত পরার বসে
কুন খানে ডুবালু রে
নিঠুর হরি
সেত পরার বশে

॥সাত॥ বিবিধ ধ্রুবপদ-

কবি জগজ্জীবনের কাব্যে অন্যান্য দেবতা বিষয়ক বিবিধ ধ্রুবপদ পেয়েছি। দেবীমনসা বিষয়ক পালাগান মনসামঙ্গলে মনসা দেবী বিষয়ক একাধিক ধ্রুবপদ পাই -

১) ও মায়া ধারি কত মায়া কর বিসহরি
গো মা সঙ্কর ঝিয়ারি হো ও . . .

২) মা মোনসা গো মাগো মা
তোমার চরণ বন্দ মাথে
তুমি মোনসা গ মাগ মা তোমার
চরণে নম নম লো হো . . .

রাম বিষয়কঃ- ও নগরিয়া তোরা পলাও পলাও রে
লঙ্কা ঘেরিল রঘুনাথে
নগরিয়া তোরা পলাও পলাও রে

গণেশ বিষয়কঃ- বন্দো গনপোতি লো ই ও হো ই ও

গঙ্গা বিষয়কঃ- ১। ও আমি কতকাল ভাঁসিবো
একাকি ল গঙ্গার জলে

২। এই হে বিশ্বে মোক্ষ পাবনি
এ বড় পোতিত পাবনি গঙ্গা স্বরন লৈনু তোর লো হো . . .

বিধি বিষয়কঃ- এ বিধি আর দুখের উপরে দুখরে
না সহে শরিরে বিধি আর রে

রাধা বিষয়কঃ- নীল কমলদল খঞ্জন নয়নি লো হো . . .

(রাধার মুখের কথাও ধ্রুবপদ হয়ে উড়েছে-)
আর বিকোর সাধ নাই গো বড়াই বড়াই
জাবো রাজপথে হানিবা কানাই

নারদ বিষয়কঃ- ও চলিলা নারদ মুনি হেমন্তের বাড়ি লো হো . . .

(কোন কোন ধ্রুবপদে সমাজের খন্ড চিত্র আছে -)
হোরি হোরি রাহোওগন জানায় প্রতিঘরে
ব্রাহ্মণ কুলের সতেকো রাহো
সাহুদের মন্দিরে জাত্তি
আজি বালার হবে শুভাক্ষণ নারে . . .

এছাড়াও বিচিত্র সাদের কিছু ধ্রুবপদ জগজ্জীবনের কাব্যে পেয়েছি। যেমন -

ধবানি ধবানি বেলি পোড়িগে গো বা

অথবা, সোনার হাঁড়ি সোনার পাতিল বেহুলা খোলায় রে

অথবা, ও ব্রাহ্মণ শান্তিধর
অলঙ্কার পরায় জায়া বাসর ভিতর রে

অথবা, কায়েস্থ বোর্দ্দ বাম্মো উচ্চ মানি তিনি
গোপ কুমার কামার নাপিত বান্যা তাঁতি বারোই
গন্ধ ছোয়াবো গন্ধ ছোয়াবো গন্ধ ছোয়াবো কেসে
বাড়ির কাছে ব্রাহ্মণ আছে সিগ্র করিয়া জেন আইস
মালি পুস্পো নাপীত আসী বোলিল কো গন্ধ বারোই
পান কুঞ্জরা কলা হানোই মিঠাই আরে য়

কবি জগজ্জীবনের কাব্যে প্রচলিত এইসব ধ্রুবপদ থেকে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, আদব-কায়দার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য কাব্যের বহু গানের আগে ধ্রুবপদ নেই। ধ্রু কথাটি কোথাও লেখা আছে, কোথাও নেই। এ বিষয়ে সবগুলি পুথির "লিপিকর" দের মধ্যে সমতা দেখিনি। যেমন ব, এবং দে, নং পুথির বানিয়া খন্ডের বহু অংশে যেখানে ব,

এ ধুয়া বা ধ্রু কথাটি পেয়েছি সেখানে দে্ এ পেয়েছি "দিশা"। যেমন ব্ নং পুথির ১৮৪ সংখ্যক গান এর ভনিতা (ভাসিয়া সুন্দরী যায় বিসম সাগরে / জগৎজিবন গায় মোনসার বরে) শেষ হবার পর পুথিতে লেখা আছে "দিসা" তারপর আজি স্যাম বাসুরি ঘন ফুকে... ইত্যাদি লাইন আছে এবং এরপর ধ্রু বা ধুয়া লেখা নেই। অর্থাৎ দিসাই হল ধ্রুবপদ। নারায়ন দেবের কাব্যে ধ্রুবপদ এর নাম "দিশা"। সুনীল কুমার ওঝা মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল সম্পাদনার সময় ধ্রুবপদগুলিকে "দিশা" আকারে সম্পাদিত করেছেন।

আবার, কবির কোন কোন গানে দুই বা ততোধিক ধ্রুবপদের সহাবস্থান লক্ষ্য করি। যেমন আশু. সম্পাদিত কাব্যের দেবখন্ড ১৪ সংখ্যক গানে তিনটি ধ্রুবপদ একত্রে আছে -

১। চলিল মেনকা দেবী পেটে ধামা বান্ধি... ধু
২। দেবী সাজেরে হাট দেখিবারে দেবী সাজে... ধু
৩। মানাই মানাই এথা নিদান কালে... ধু

কোন কোন গানের প্রারম্ভে দুটি ধ্রুবপদ আছে - (আশু. দেবখন্ড ৮০ সংখ্যক গান) -

ক্রোধিত হইয়া দুর্গা ও হোও
করিলা গমন... ধু
এবং ওমা আজি সমরে উনমত হঞাছো মা
হরের ঘরনীগো মা আজি সমরে... ধু

আবার কোন কোন গানে ধ্রুবপদ নেই। যেমন বানিয়াখন্ড ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১ ইত্যাদি।

কোন কোন ধ্রুবপদ অতি বড়। যেমন বানিয়া খন্ডের ৮২, ৮৫, ৮৮, ৯০ সংখ্যক গানের আগে অতিবড় একটি করে ধুয়া আছে। এগুলি পরিশিষ্টে রেখেছি। মনে হয় মূল গায়েনকে একটানা চড়া পাঁচালীর সুরে গাইতে হত বলে তাকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়ার জন্য এই বৃহৎ আকৃতির ধ্রুবপদগুলি গাওয়া হত।

পরিশেষে বলতে পারি, ধ্রুবপদ পুথির বহিরঙ্গ নয়, গেয় সাহিত্যের আভ্যন্তরীন এক অন্তরঙ্গ। তারাপদ মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পুথির লিপিকরের লেখা "ধ্রু" কথাটির সাপেক্ষে পুথির বিরাম চিহ্নের একটা নির্দিষ্ট রীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। যা এক অর্থে পুনরাবিষ্কার। কারণ, পূর্ববর্তী মুদ্রিত সংস্করণে এটি ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের "মুদ্রিত সংস্করণে কোন কোন গানে ধ্রুবপদ নেই। কেন নেই? ধ্রু কথাটি লিপিকরের খেয়াল খুশিমত কোন কোন গানে লেখা হয়েছে, কোন গানে লেখা হয়নি? ... পুথিতে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের রীতিটি আবিষ্কার করতে পারলে জানা যায় যে, লিপিকরের খেয়াল খুশী মত লেখা হয়নি।" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৮৭) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের "ধ্রু" ব্যবহারের রীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন (বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সমগ্র, অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য, ২০০৪, ধ্রুবপদ - পৃঃ ১২১-১২৩)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা এক। নিবিড় পাঠ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার ধ্রুবপদ গুলি বিশ্লেষণ করে ধ্রুবপদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট রীতি আবিষ্কার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, কবি জগজজীবনের কাব্যের একাধিক পুথির নকল পাওয়া গেছে। সব পুথিতে একই ধ্রুবপদ ব্যবহৃত হয়নি এবং কোথাও 'ধ্রু', কোথাও 'দিশা' কথাটি আছে। সুতরাং এই রকম ধ্রুবপদের ক্রম জগজ্জীবনের কাব্যে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, তা পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে।

ধ্রুবপদগুলিকে কাব্য আলোচনায় উপেক্ষা করার রীতি ছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য অক্ষেপ করেছিলেন "ইহারা বাংলা গীতি সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত রচনা" বলে। "মঙ্গলকাব্যের মহীরুহের গায়ে ধুয়াগুলি যেন গীতি কবিতার মাধবীলতার মত; ইহাদের সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন আখ্যায়িকা বর্ননার মধ্যে গীতিগুণ (Lyric quality) আদ্যোপান্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছে" (আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, অষ্টম, পৃঃ ২৭)। বস্তুতঃ জগজ্জীবনের কাব্যে ব্যবহৃত ধ্রুবপদগুলি সম্পর্কেও এইটিই সর্বোচ্চ সমালোচনা।

(iv) কাহিনী ও চরিত্র-

উত্তরবঙ্গে আজও মনসাভাসানে জগজ্জীবনের কাব্য গান করা হয়। অতি জনপ্রিয়তার কারণে কবির কাব্যের নকল হয়েছে অসংখ্য। আসরে গাইতে গিয়ে গায়েনদের দ্বারা সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জগজ্জীবনের কাব্যের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষতঃ কবির স্বহস্তলিখিত পুথি যখন পাওয়া যায়নি, তখন কাব্যের আদল যে হুবহু রক্ষা পায়নি তা ধরে নেওয়া যায়।

জগজ্জীবন অতি জনপ্রিয় ছিলেন। কিছু তাঁর কাব্য সাধারণ মানুষের পাঠযোগ্য, অতি সরল কাব্য। তিনি মনসামঙ্গল কাহিনীর আদ্য-প্রান্ত বর্ণনা করেছেন। বেহুলা-লখিন্দরের জনপ্রিয় গল্প তাঁর হাতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তুলনায় কবির লেখা দেবখন্ড অনেক সংক্ষিপ্ত। আছে কয়েকটি বন্দনা। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে এই বন্দনা দিয়েই জগজ্জীবনের কাব্য শুরু হয়েছে।

কাব্য-পুথিতে গণেশ, গঙ্গা, সরস্বতী, কালি, নারদ, সর্বদেব-দেবী ও বেড়াবন্দনা নামে 'আসর বন্দনা' পেয়েছি। গাণেশ, গঙ্গা, কালি ও নারদ বন্দনা পড়লে কবির প্রতিভার স্পর্শ অনুভব করা যায়। বন্দনাতে পৌরানিক প্রসঙ্গ ও পান্ডিত্যই প্রধান। কবি গণেশ বন্দনায় লিখেছেন -

অঙ্গে যজ্ঞ ফোটা দোলে আভরণ মনি জ্বলে
সুবণ 'বর্ণ' কুঞ্জর বদন।
রজত নির্মিত সুন্ড সিরে সোভে শশী খন্ড
বিচিত্র মোকুট সুশেভন॥

কালি বন্দনায় দেবী কালিকার বিভৎস ভয়াল রূপ সুন্দর ফুটে উঠেছে -

উলমস্ত করিয়া ভেশ আউলাইয়া মাথার কেশ
শঙ্গে ফিরে শ্রকালি গিধিনি।
জিভা লহ লহ করে রাইকশ্য পলায়ে ডরে
দেখিয়া কাতর দেবমনি॥

গঙ্গা বন্দনায় গঙ্গার পৌরানিক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু পুথি ছিন্ন হওয়ায় সব শব্দ উদ্ধার করা যায়নি। নারদ বন্দনা কবি জগজ্জীবনের এক বিশেষ সৃষ্টি।

দেবখন্ডের কাহিনী পৌরানিক প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। আছে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা - অনাদি ঈশ্বর ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও ধর্মের সৃষ্টির কথা পাই। ধর্মের নিঃশ্বাস থেকে মনসা জন্মালেন। ধর্মের সঙ্গে তার বিবাহ হল। ধর্ম দেহ-ত্যাগ করলেন। মনসা সতী হলেন। পুনরপি তিনি অগ্নি থেকে জন্মালেন, লোহার মঞ্জুসে তাকে ভাসানো হল। তিনি হেমন্ত মেনকার গৃহে গৌরী রূপে আবির্ভূতা হলেন। ওদিকে শিবে মদন দহন, কামের জাগরণ হল। শিব মালঞ্চ সৃজন করে তাতে কর্ষন করলেন।

পার্বতী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করলেন। শিব মালঞ্চে দেবীর পুষ্প চয়নের প্রস্তাব এলো, হেমন্ত অগত্যা সম্মত হলেন, হাতে ফুলসাজি নিয়ে সংহপৃষ্ঠে দেবী সালঞ্চে গেলেন, বৃষপৃষ্ঠে মহাদেবের আগমন ঘটল, হরগৌরী মিলন হল। সিংহ ঋষির কাছে নালিশ করলে দেবীকে নানা কৈফিয়ৎ দিতে হল। গঙ্গার কাছে নারদ নালিশ করলে গঙ্গানন্দন ডাকুর মহানন্দের রোষ হল - দেবীকে জলে নিমগ্ন করার চেষ্টা হল। হেমন্তের 'কয়ালী বন্দীকরণ', কয়ালীর স্বরূপ উদ্ধার, শিবের বিবাহ প্রস্তাব, শিব-পার্ব্বতীর বিবাহের উদ্যোগ নারদের অধিবাস দ্রব্যসহ যাত্রা, শিবের বর বেশে যাত্রা, বর বরণ, মেনকার মূর্চ্ছা, হেমন্তের বিপরীত দর্শন। বিয়ে-যজ্ঞ-কন্যাবিদায়, বাসর, গঙ্গা গৃহে শিবের রাত্রি যাপন। গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল, শিবের মালঞ্চ যাত্রা। যাত্রা পথে মনসার জন্ম। শিবকে দুর্গার ছলনা-গণেশের জন্ম, কার্ত্তিকের জন্ম। মনসার রূপে শিবের আসক্তি, মনসাকে করন্ডীতে করে নিয়ে শিবের কৈলাসে গমন, মনসার চক্ষুনাশ, দুর্গাকে মনসার দংশন, শিবের অনুনয়ে জীবনদান, গঙ্গা-দুর্গার গৃহত্যাগ। কপিলা উপাখ্যান, কালকূট বিষে শিবের মৃত প্রায় অবস্থা, গঙ্গা-দূর্গার প্রত্যার্পণ, মনসার শিবকে জিয়ান, জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিয়ে, মনসাকে পরিত্যাগ, আস্তিকের জন্ম, দেবীর রাখালদের পূজা লাভ, জালো-মালোর পূজা লাভ - জগজ্জীবনের কাব্যের দেবখন্ডের এখানেই সমাপ্তী।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের বণিক খন্ড শুরু হয়েছে "অথ বাণিয়া খন্ড লিখ্যতে" দিয়ে। বাণিয়া খন্ডের সম্পূর্ণ কাহিনীটিই মনসা ও চাঁদের বিরোধ ও পূজা লাভের প্রচেষ্টার গল্প। সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছে বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গ। কোটীশ্বর ও কলাবতীর শিবকৃপায় চন্দ্রপতির জন্মবৃত্তান্ত দিয়ে কাহিনীর সূচনা। শিবভক্ত চাঁদ এর ১৬ বছর বয়সে সনক সাধুর কন্যা সনকার সঙ্গে বিয়ে হয়, তাদের ছয় ছেলে। পদ্মাবতী শিবের কাছে আবদার করলেন যেন চন্দ্রপতি মর্ত্ত্যে মনসা পূজা প্রচার করেন। শিবের আদেশে সত্তেও এই প্রস্তাব চাঁদ প্রত্যাখ্যান করলে অপমানিত মনসা নেতার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নেতা মনসাকে সন্ধি প্রস্তাব সহ চাঁদকে পুনরায় অনুরোধ করতে বললেন। চাঁদ হেমতালের লাঠি দিয়ে বিতাড়িত করলেন দেবীকে। মনসা চাঁদের ছয়পুত্রকে হত্যা করলেন। পুত্রদের শবদেহ তাড়কা রাক্ষসীকে দিয়ে মায়া করিয়ে মনসা চুরি করালেন। চাঁদ বানিজ্যে চললেনা বিস্তৃত বিবরণ আছে জগজ্জীবনের কাব্যে। মনসার চক্রান্তে রাজা লঙ্কেশ্বর দক্ষিণ পাটনে চাঁদকে বন্দী করলেন। ফেরার পথে সাধুর ১৪টি বানিজ্যতরী কাঁকড়ার জলে মনসা ডুবিয়ে দিলেন। বহু কস্টে সাধু প্রাণে রক্ষা পেয়ে ঘরে ফিরলেন। আবার নেতার পরামর্শে ধন্বন্তরীর বরে সনকা ও মেনকার গর্ভে অনিরুদ্ধ উষা লখিন্দর-বেহুলা হয়ে জন্মালেন। এ প্রসঙ্গে সর্গের সভা ও উষার নৃত্য-সজ্জার সুন্দর বর্ণনা আছে। সনকাকে পুত্রবর দেবার কালে ধন্বন্তরি সাবধান করেছিলেন মনসাপূজা না করলে বিবাহ রাত্রিতে পুত্রের মৃত্যু যোগ আছে। তাই সনকা পুত্রের বিয়ে না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিনে। নেতার পরামর্শে মনসা 'কামসোনা'কে দিয়ে লখিন্দরকে উত্তেজিত করালেন। মাতুলানী কৌশল্যাকে দেব চক্রান্তে লখিন্দর বল প্রয়োগে হেনস্থা করলেন। জগজ্জীবনের কাব্যে তার অবাধ বর্ণনা আছে। চাঁদ সদাগর পাত্রী খোঁজ করতে বের হলেন পুত্রের জন্য। বহু বিবেচনার পর তিনি বাছো সদাগরের বেটি বেহুলাকে নির্বাচন করলেন। মহা সমারোহে উভয়ের বিবাহ হল। জগজ্জীবনের কাব্যে বিস্তৃত আকারে এই রাজসিক বিবাহের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাই। বিয়ের আসরে ভয়াল সর্পরূপ দেখে লখিন্দর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বেহুলা মনসাপূজা করে লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করলেন। নেউল-মৃয়রী-ওঝা-ধন্বন্তরী ও প্রচুর প্রহরীসহ লোহার বাসর ঘর বানিয়ে চাঁদ নিরাপদ বাসরের আয়োজন করলেন। কিন্তু মনসার চক্রান্তে বিশ্বকর্মা লোহার বাসরে সূচীছিদ্র রেখে গেলেন। বেহুলার বাসরের সুন্দর বর্ণনা করেছেন কবি। স্বামী-স্ত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে বহু শাস্ত্র কথা, নীতি ও শিষ্ঠাচারের ইঙ্গিত আছে। বাসরে কাল নাগিনী প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করল, বালা প্রাণ হারাল। বেহুলা সাপটিকে বন্দি করে রাখল। পদ্মাবতী বালার প্রাণ নিজ হেফাজতে রাখলেন। ওঝা ধন্বন্তরি লখিন্দরের প্রাণ ফেরানোর জন্য অসুধের সন্ধানে চললেন। মনসা ধন্বন্তরীর শিষ্যদের গোয়ালিনী বেশে ছলনা করে বিষ দধি খাইয়ে দিলেন। ওঝা-মন্ত্র পড়ে জল সিঞ্চন করে তাদের প্রাণ ফেরালেন। ধন্বন্তরীর স্ত্রীর সঙ্গে সখ্যতা করে মনসা ওঝার মৃত্যু রহস্য জেনে নিয়ে

তক্ষক সাপের দ্বারা মূলকন্ধে দংশন করালেন। অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওঝাকে বাঁচানো গেলনা। লখিন্দরের পুনর্জীবনের সব সম্ভাবনা নির্মূল হলে বেহুলা সে দায়িত্ব নিতে চাইলেন। তিনি ছ'মাসের সময় নিয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভেসে চললেন। বেহুলার জলযাত্রার নিখুত বিবরণ আছে জগজ্জীবনের কাব্যে। সুন্দরী স্ত্রীলোক দিনে রাতে একাকিনী কিভাবে মৃত স্বামী নিয়ে ঘাটে ঘাটে লম্পট-তস্কর দের সাথে লড়াই করে দেবী মনসার সহায়তায় শেষে নেতা ধোপিনীর সাক্ষাৎ পেল, কবি জগজ্জীবন তা করুণ রসাত্মক ভাবে বর্ণনা করেছেন। নেতা বেহুলাকে শিব সকাশে নিয়ে গেলেন। বেহুলা নৃত্যে সন্তুষ্ট করলেন মহাদেবকে। শিব মনসাকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন। মনসা সভার মাঝে অভিযোগ অস্বীকার করলেন যে তিনি লখিন্দরকে হত্যা করেছেন। বেহুলা সাপুড়ায় বন্দী নাগকে উন্মুক্ত করে দিলেন। কালনাগিনী বেহুলার সপক্ষে সাক্ষী দিলো। ত্রিবিনির ঘাটে অস্থি ধুয়ে মনসা লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করলেন।

লখিন্দর জীবিত হয়ে নটিনী বেহুলাকে বিষম তিরস্কার করলেন। দেবগন লখিন্দরকে সত্য তথ্য দিয়ে শান্ত করলেন। বেহুলা ছয় ভাসুর ও চাঁদ এর চৌদ্দডিঙ্গা ফেরৎ চাইলেন এবং প্রতিশ্রুত হলেন যে তিনি দেশে ফিরে মনসা পূজা করাবেন। দেবী বেহুলাকে ধন-জন সব ফিরিয়ে দিলেন। মহানন্দে সকলকে নিয়ে বেহুলা চম্পাবতী ফিরে এলেন। ঘাটে নৌকা রেখে বেহুলা ছদ্মবেশে ডোম-ডালি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী, শ্বাশুড়ী সবার সাথে পাখা বিক্রির ছলনায় দেখা করে এলেন। সকালে জানাজানি হলে সনকা ঘাটে ছুটে এসে পুত্রদের মুখ দেখলেন। বেহুলার সঙ্গে সমস্থ দেবতারা চাঁদকে মনসা-পূজা করতে বললেন। চাঁদ সম্মত হলেন। মন্দির নির্মাণ করে সদাগর মনসা পূজা করলেন। উষা-অনিরূদ্ধকে ইন্দ্রের রথ স্বর্গে ফিরিয়ে নিতে এলো। তার আগে বেহুলা স্বামীর সঙ্গে মেড় ঘর দেখতে গেলেন। ছ'মাসের পুরনো অন্ন-ব্যঞ্জন যেমনকার তেমনই আছে। শিয়রে প্রদীপও জ্বলছে অমলিন। দেখে বেহুলা নিজের সতীত্বের বড়াই করলেন। চাঁদএর পরিবারের সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বেহুলা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে এলেন। তারপর কাঠাগ্নিতে নরতনু বিসর্জন দিয়ে বেহুলা-লখিন্দর স্বর্গের উষা-অনিরুদ্ধ হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন। জগজ্জীবনের কাব্য সমাপ্ত হল।

চরিত্র-

মনসা-মঙ্গলের প্রচলিত গল্প কাহিনীর সমগুলি চরিত্রকেই কবি জগজ্জীবন তাঁর কাব্যে সুঅঙ্কিত করেছেন। মনসা চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, সনকা বা মেনকা তথা ধন্বন্তরি। নেতা ও শি-দুর্গা-গঙ্গা চরিত্র সুন্দর ফুটেছে তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে। পার্শ্ব চরিত্র নারদ, কপিলা গোদাযম এরাও জীবন্ত। আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে কপিলার পুত্র মনোরথ এর নাম পেয়েছি 'বহল'। এতে আঞ্চলিকতরার স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায়।

জগজ্জীবনের অঙ্কিত চাঁদ কঠোরতার জীবন্ত মূর্ত্তি। ছয় ছেলের মৃত্যুর পর যখন সে দক্ষিণ পাটনে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সনকা কারণ জিজ্ঞেস করাতে চাঁদ উত্তর দিয়েছিল -

চান্দ বলে শুন প্রিয়া   য়্যামার দারুণ হিয়া
হেন বাক্য না বলহ মুখে।
- (বাণিয়া খন্ড ১৫নং গান)

লখিন্দরের মৃত্যুর পরও এই কঠোর হৃদয়েরই পরিচয় পেয়েছি -

চল চল জ্ঞাতিগন সিগ্রগতি যাই।
পুত্র বধু লঞা চল সাগরে ভাসাই॥
যেজন মরিল তার কি বা দয়া মায়া।
বাহির কর পুত্র বধুক নিদারুণ হেঞা॥
- (বাণিয়া খন্ড ১৭৬নং গান)

পরিশেষে চাঁদ বেহুলার স্নেহের কাছে নত হয়ে মনসা পূজা করেছে। চরিত্রটি পৌরুষের চিরন্তন মূর্ত্তি হয়ে আছে।

মনসার স্বভাবে শঠতা, ক্রূরতা ও ছলনাই প্রবল। পূজা পাওয়ার জন্য চাঁদকে অনুনয় বিনয়ও করেছেন তিনি এবং বারবার লাঞ্ছিতা হয়ে হেমতালের বাড়ী খেয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। এই মনসা কিন্তু বেহুলার প্রতি বার বার মানবিক আচরণ করেছে -

চল ঘরে সুন্দরী বিহুলা আমার বোলে।
স্বামী তোর জিয়াএ্যা বসিল পিতৃকুলে॥
....
ব্রহ্মমন্ত্রে মনসা মস্তকে দিল নীর।
নৌতন হইল যেন বালীর শরীর॥

- (বাণিয়া খন্ড ১০৮ নং গান)

কিন্তু জগজ্জীবনের কাব্যে এই প্রতিহিংসা পরায়ণা দেবীটির অন্তরের একক অসহায় মাতৃত্বের রূপটি সুন্দর ফুটে উঠেছে -

অন্যের ছাআল হৈলে দুগ্ধে ভাতে খায়।
আমার ছাআল কেনে খিধাত্র লালায়॥
....
পুত্র লৈয়া যাই আমি নরলোক পাশ।
মনুষ্য ভূবণে পূজা করি পরকাশ॥

বেহুলার কার্যকারীতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ভক্তি-নিষ্ঠা ও সাহস জগজ্জীবনের কাব্যের অমূল্য সম্পদ। কাব্যের সমাজ মনস্কতার পরিচয় ফুটে উঠেছে বেহুলা চরিত্রকে অবলম্বন করে। বাসরে লখিন্দর মারা গেলে বেহুলার বিলাপ স্মরনীয় -

আজি বিবাহের রাতি প্রাণ দিল প্রাণপতি
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুর হৈল বিধি।

- (বাণিয়া খন্ড ১৫৫ নং গান)

এবং

বালি বলে মন্দিরে না দেখি কুন জন।
কেমতে মরিল গন্ধ বণিক নন্দন॥
ডাইনি যুগিনী সভে বুলিবেক মোকে।
আমি সে খাইল স্বামী মলিবেক লোক॥

বেহুলার স্নেহের কাছে পরাজিত চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত মনসা পূজা করেছেন এবং দেবী মনসার পূজা প্রচার মূলক কাব্য মনসামঙ্গল সফল হয়েছে।

জগজ্জীবনের কাব্যে সনকা ও মেনকার মাতৃ হৃদয় সুঅঙ্কিত। লখিন্দরের মৃত্যু সংবাদ শুনে সনকা বেহুলার প্রতি রোষে ফেটে পড়েছে -

অতি কুলক্ষণী বেটি মটুক কপালী।
মরিলে সুন্দর বালা নিরাশী বিড়ালী॥

- (বাণিয়া খন্ড ১৫৯ নং গান)

কিন্তু শোকতুর মায়ের অন্তরের যন্ত্রনার ছবিটিও যথোচিত -

একতির এক পুত্র আর কেহো নাই।
কি দেখিয়া পাশরিব দুর্লভ লখাই॥

- (বাণিয়া খন্ড ১৬২ নং গান)

লখিন্দরের মৃত্যু সংবাদ ও বেহুলার জলযাত্রার খবর পেয়ে মেনকার বিলাপ চিরন্তন মাতৃ হৃদয়ের করুণ আকুতি -

মেনকা সুন্দরী কান্দে কন্যার বার্তা শুনি।
ধরিতে না পারে বুক উদর ধরনী॥
গর্ভেতে ধরিল বাদা পাঞা বড় দুখ।
আর না দেখিব বাছা তোমার চান্দ মুখ॥
....
সুসু ঘড়িয়াল মৎস জল মধ্যে চরে।
দুগ্ধের দুলালি প্রাণ তেজি বেক ডরে॥
মেনকার ক্রন্দনে কান্দে মরা তরু কাঠ।
পশু পক্ষ কান্দে আর মহী ধরে ফাট॥

- (বাণিয়া খন্ড ১৮৩, ১৮৪ নং গান)

প্রধাণ চরিত্র ছাড়াও বেশ কিছু পার্শ্ব ও সহযোগী চরিত্র রূপায়ণে কবি জগজ্জীবনকে সফল বলা চলে। যেমন তাঁর অঙ্কিত মনসামঙ্গলের নারদ চরিত্র। দেব খন্ডে পৌরানিক প্রসঙ্গ সৃষ্টিতে ও হর-গৌরীর বিবাহ কাজে এই চরিত্রটিকে কবি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বণিক খন্ডের শেষ ভাগে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য পরিবেশনের সময়ও নারদ ও তার স্বভাবোচিত কার্যকারীতার পরিচয় পাই। চরিত্রটির প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কাব্যে নারদ বন্দনা বলে একটি পৃথক গান পাই -

অদভুত মুনির কাম জেবা জনে করে নাম
শব্বদাএ করাবে কুশল।
জগত জিবন ভণে মহামুনি দরশনে
মনিনামে হৈবে শাফল॥

(৫ নং গান বন্দনা অংশ)

নারদ সম্পর্কে কবি জগজ্জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি হল-

কাম ভরা মনিবর দন্দ করাত্র নিরান্তর
মন করাত্র ঘুচাত্র সকল।

কাব্য মধ্যে নারদ মুনি সূচক অনেক ধ্রুবপদ পেয়েছি।

যেমন -

(ক) চলিল নারদ মনি শিবের মন্দিরে রে ও হো ও

(খ) ডাক দিয়া বলে নারদ মনি
দুয়ারে আসিল বর চুমাও চুমাও সর্বিয়ানী ল ও হো

(গ) সুবেশ করিয়া শিব যায় নারদ সঙ্গে লো হো ও

কিন্তু নারদ চরিত্রের সর্বোচ্চ সক্রিয়তা হল হর-গৌরীর বিয়ের ব্যাপারে। আর এখানে নারদ মুনিকে অবলম্বন করেই কবি হাসির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। শিব-গৃহ থেকে হেমন্ত ঋষির বাড়ীতে তত্ত্ব পৌছাতে এসে পেটুক নারদ অধিকাংশই খেয়ে ফেলেছেন এবং ডালার ভার সমান রাখতে তাতে ইট পাটকেল ভরে রেখেছেন। কলা খাবার দৃশ্যটি অনবদ্য -

ছড়িয়া চচা লিকাইয়া ব্রাহ্মণে খায় কলা।
কত্ কত্ করিয়া ডাকে ব্রাহ্মণের গলা॥
(- দেবখন্ড আশু পুথি, ২য় সংস্করণ পৃ. ৫৪)

পার্বতী দৈব বলে দধি ইত্যাদির হাড়ি পূর্ণ করে দিলেও এই অতি ভোজনের ধকল সহ্য হয়নি মুনির শরীরে। জলহীন অবস্থায় পেটের কামড়ে বার বার বাহ্যে গিয়ে মনির কি অবস্থা হল সে বর্ণনা করে কবি জগজ্জীবন হাসির রসদ জুগিয়েছেন পাঠক শ্রোতাকে।

প্রচলিত কাহিনীর কাব্যরূপ দিয়েছিলেন কবি জগজ্জীবন তাঁর মনসামঙ্গলে। তাঁর অঙ্কিত চরিত্ররাও প্রচলিত। তাই কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ ছিল সীমিত। তবু কবি একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যই উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয়তম মনসামঙ্গল কাব্য।

(v) নারীর পরীক্ষা প্রদাণ -

ভারতীয় সমাজ মানস বরাবর নারীর শুচিতা নিয়ে ভেবে এসেছে। সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে, অহল্যা কঠোর দন্ড পেয়েছে - এসব পুরাণের কথা। পাঁচশ বছরের প্রচলিত "লোকপুরাণ" মনসা গানেও তারই ছায়াপাত লক্ষ করেছি। চাঁদ বাণিজ্যে যাবার আগে তাই সনকাকে গর্ভবিষয়ক পত্র দিয়ে গেছে, যা আসলে সমাজের কাছে প্রদেয় প্রমাণপত্র, সতীত্বের দলিল। সবমিলে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে জগজ্জীবনের কাব্যেও নারীকে পরখ করে নেওয়ার প্রবণতা দেখি। দুর্গার ক্ষেত্রে যেমন এই প্রবণতা দেখি, তেমনই বেহুলার ক্ষেত্রেও তা দেখতে পাই। এটা একটা সামাজিক পূর্ব প্রথার অনুসরণ। সমাজে পুরুষদের কোন অপরাধ বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি, নারী প্রতি সন্দেহ প্রবল হয়েছে। শিব দেহ সমাজে সর্বসমক্ষে বেহুলার প্রতি বিলাস দৃষ্টিপাত করলেও দেব সমাজ তা অন্যায় বলে গণ্য করেনি। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে সমাজ ভিন্ন বিচার করেছে।

পার্বতী প্রসঙ্গ -

দেব ও বণিক খন্ডে বিভক্ত জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের দেবখন্ড পৌরানিক আদলে গড়া। শিব-গঙ্গা-পার্বতী-নারদ-কপিলা এইসব স্বর্গীয় চরিত্রের মানষিক আচরনের মধ্যদিয়ে এখানে মনসার পূজা প্রচারের প্রস্তুতি হয়েছে। সুতরাং "দেবখন্ড" কাব্যের আয়োজন পর্ব। এতে নূতন কোন গল্প নেই, আছে পৌরানিক গল্পের আদল, যা পরিবেশিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যিক ভঙ্গিমায়।

হিমালয় কন্যা পার্বতী কঠিন কঠোর সাধনার মধ্যদিয়ে দেবাদিদেবকে লাভ করেছিলেন। মদনভষ্মের অপমান তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মাকে অপমানিত করেছিল। তাঁর সেই সুন্দর তাপসী রূপ চিরন্তন হয়ে আছে এ দেশের সংস্কৃতিতে।

কিন্তু মনসামঙ্গলের পার্বতী হেমন্ত ঋষির কন্যা। ইনি মালঞ্চবনে শিবের দেখা পেয়েছেন ফুল তুলতে গিয়ে। পরিচয় পাবার পর তারা গর্ন্ধব মতে বিয়ে করেছেন এবং মিলিত হয়েছেন। এই দেবীও সিংহ বাহনা। বাহন সিংহ পার্বতীর শিব সংসর্গের সংবাদ হেমন্ত ঋষিকে জানিয়ে দেয় —

"হরগৌরী দুই জনে রহিল মালঞ্চবনে
সিংহ মনে পায় মহাতাপ।
সিংহ বোলে কেনে রহ ঋষিকে যাইয়া কহ
না কহিলে দিবে অভিশাপ"।।

ঋষি যার পর নাই চটে গেলেন। এদিকে শিব পার্বতীকে শিখিয়ে দিলেন কি কি বলতে হবে বাবার কাছে। আরও বললেন - "এতেক কথায় যদি না যায় প্রত্যয়" তাহলে "যে পরীক্ষা চাহে দিঅ তাহার গোচর" এবং পরীক্ষার সময় আমাকে স্মরণ করো, উত্তীর্ণ হবে।

হেমন্ত প্রবোধে বিশ্বাস করলেন না। তাই পরীক্ষার আয়োজন হল। পার্বতীর সতীত্ব পরীক্ষা। দেবী বললেন — "আন পরীক্ষার সাজ" আরও বললেন — "মুই যদি সতী হইমু/পরীক্ষাতে উতরিমু"। তারপর —

"সংযমে নিয়মে দেবী রহে তিন রাতি
জড়ায়া আনিল ঋষি যতেক গিয়াতি"

পরীক্ষা প্রদানের এই অংশের সঙ্গে "তন্ত্রের" কিন্তু যোগ থাকতে পারে। হইলে "সংযমে"র প্রশ্ন আসতো না। বিশেযতঃ এখনও চৈত্র সংক্রান্তির শিব-গাজন অনুষ্ঠানেও এরকম সংযম পালনের পর "বড়সি" ইত্যাদি বিধানোর অনুষ্ঠানরীতি চলিত আছে।

হেমন্ত ঠিকই বুঝেছিলেন পার্বতী প্রাক্ বিবাহ সংসর্গ দোযে দোষী। কিন্তু বোঝেননি কন্যার গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছেন। তাই দেবী শিবকে পতিজ্ঞান করে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে চেয়েছে। জগজ্জীবনের কাব্যে পার্বতী যে সব পরীক্ষা দিয়ে উর্ত্তীণ হয়েছে, সেগুলি হল —

পরীক্ষা সংখ্যা	পরীক্ষার নাম	তাতে যা করা হল
প্রথম	পাণিডুবি	দু'জন এক সঙ্গে ডুব দিল। অন্যজন 'ফাঁফরে' উঠল। দেবী দুই প্রহর থাকলেন।
দ্বিতীয়	সর্পঘট	বেদে সাপ আনলো। দেবী সাপের ঘট মাথায় নিলেন। সাপ হেট মুণ্ড হল, দংশন করলো না
তৃতীয়	সাবশ	গরম লৌহ শলাকা সাঁড়াসি দিয়ে পাতায় দেওয়া হল। পাতা পুড়ে ছাই হল। দেবী ধরলেন এবং ছুঁড়ে ফেললেন। হাত অক্ষত রইল।
চতুর্থ	খুর	সাতটি খুর ধার করে পাতায় রাখা হল। দেবী তার ওপর দিয়ে সাতবার চলাচল করলেন। পা অক্ষতই রইলো।
পঞ্চম	সিন্দুর	সিদুঁরের আল বাধা হল। দেবী তাতে চড়ে লৌকিক কোন খেলা খেললেন ও জিতলেন।
ষষ্ঠ	তুলা	দাড়িপাল্লায় তুলার সঙ্গে দেবীকে একত্রে ওজনে করে জনে হালকা পাওয়া গেল
সপ্তম	অগ্নি	জতুগৃহ বানিয়ে তাতে দেবীকে রেখে আগুন দেওয়া হল। গৃহ পুড়ে ছারখার হলেও দেবী অক্ষতই রইলেন।
অষ্টম	ঘৃতকাঞ্চন	কলসিতে ঘি গরম করে তাতে সোনার আঙুটি ফেলে দেবীকে তুলে দিতে বলা হল। হাত না পুড়িয়ে দেবী ধর্ম স্মরণ করে আঙুটি তুলে দিলেন।

দেবী অষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং আয়োজক পিতা ঋষি হেমন্ত লজ্জিত হলেন।

বেহুলা প্রসঙ্গ -

রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর এই যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতা দেখাতে হয়েছে রাবণ বধে। তেমনি বেহুলা অসাধ্য সাধন করেছে সর্প দংশনে মৃত স্বামীকে নিয়ে ছ'মাস কলার মান্দাসে ভেসে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে। সুতরাং তিনি অসামান্যা, অনন্যা। এই অপরিমেয় দক্ষতার পূর্বসাক্ষ্য কিন্তু রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের ভিতরেই।

চাঁদ মনসার বিবাদ বহুদিনের। সুতরাং বিবাহ রাত্রে যে মনসা লখিন্দরের ক্ষতি করবে এ পূর্বাভাস চাঁদ এর ছিল। কিন্তু

তিনিও তার জন্য প্রস্তুত। আর এই প্রস্তুতির অন্যতম পরিচয় তার বধূ নির্বাচনের পারিপাট্যে লক্ষ্য করি। সরোবরে স্নান করতে গিয়ে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে বচসার সময় একডুবে বেহুলা শঙ্খ সিন্দুর তুলেছে জল থেকে। চাঁদ তা লক্ষ করে এই লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটিকেই ঘরে নিয়ে যেতে মনস্থ করেন। বাছো সদাগরের কাছে তিনি প্রস্তাব করেন। কিন্তু আরও একটি পরীক্ষা তিনি নিতে চান —

"কন্যাখানি বরিলাম পরীক্ষা নিতে চাই
যদি সিজাইতে পারে লোহার কালাই"

পিতা অসম্মত হলেও বেহুলা কিন্তু রাজি হলেন। কারণ তার আত্ম বিশ্বাস এবং দৈবনির্ভরতা। তিনি সঙ্কটে পদ্মাবতীকে স্মরণ করেছেন এবং অবশেষে এই দৈবানুকূল্যেই অসাধ্য সাধিত হয়েছে। মনসার আদেশে অগ্নি লোহার কলাই সিদ্ধ করে দিয়েছে।

সুতরাং, বেহুলার এই পরীক্ষার পর্ব আসলে তার প্রস্তুতি পর্বের পূর্বাভাষ। বাপের দুলালী সুন্দরী মেয়েটিকে যে বিবাহ রাত্রি থেকেই নানা ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে অথৈ সাগরে ভাসতে হবে লোহার কলাই প্রসঙ্গ যেন তারই ইঙ্গিত।

মহাকাব্যিক উপাদানের প্রাচুর্য্য সত্বেও মনসার ভাসান গানের মূলসুর পাঁচালী বা ব্রতকথার। আর সেই ব্রত হল মেয়েলী ব্রত। মধ্যযুগের গ্রামীন মহিলা সমাজের নিত্যচর্চার বহু বিষয় তাই এতে অক্লেশে প্রবেশ করেছে যা দেখে পুরুষ শাসিত সমাজে সে যুগে মেয়েদের অবস্থানটিকে স্পষ্ট ভাবে চিনে নেওয়া যায়। দেবী দুর্গা বা বিবাহ যোগ্যা বেহুলা দুজনেই এই সমাজের হাতের ক্রিড়নক যারা পরীক্ষা দিয়ে তবে অব্যাহতি পেয়েছেন।

(vi) চাঁদ এর নৌবানিজ্যের কথা-

মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর সুবর্ণ বনিক। তিনি পুরুষ প্রধান। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষী" এই নীতি সার করে চাঁদ বেনে সমুদ্রে বানিজ্য যাত্রা করেছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীতে পাই, ছয় ছেলের মৃত্যুর পর চাঁদ তরী সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করেছে।

কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ জীবনে সমুদ্র যাত্রার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। "সেন রাজাদের সময় হইতে বৃহৎ বাঙ্গলা ক্ষুদ্র বাঙ্গলায় পরিণত হইল। বিদেশের সঙ্গে আদান-প্রদান একরূপ তিরোহিত হইল। সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া আমরা কূপমন্ডুকে পরিণত হইলাম"। (বৃহৎ বঙ্গ দীনেশচন্দ্র সেন, ১ম খন্ড, দে'জ, ১৯৯৯ পৃঃ ৪৬৯)। স্মার্ত রঘুনন্দন (সময়কাল ১৫০০-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ, তথ্যসূত্র বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃঃ ৩৩৭), তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে এ বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অথচ বাংলার মনসাগানে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যের সুবিস্তৃত বর্ননা লক্ষ করি। সুতরাং মনসাগানের মূল কাহিনীর আকার গড়ে উঠেছিল সমুদ্র-যাত্রা সমাজে নিষিদ্ধ হবার আগেই।

মহাভারতে বাংলার রাজাদের নৌবলের উল্লেখ আছে। বুদ্ধচরিতে ৫০০ গাড়ী মালবাহী জাহাজের কথা আছে। সুস্পরক জাতকে বিপুল কাঠ সহ ৩০০ যাত্রী-বাহী জাহাজের সমুদ্র যাত্রার বিবরণ লেখা আছে। অজন্তা চিত্রে অশ্ব ও হস্তীবাহী জাহাজের চিত্র আছে। শঙ্খজাতকে ৮০০ হাত লম্বা ও ১০০ হাত চওড়া জাহাজের বিবরণ মিলেছে। হড়াহা গ্রামে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে গৌড়বাসীদের "সমুদ্র শ্রয়ান" বলা হয়েছে। সমুদ্র বণিজ জাতকে একটি গ্রামের কথা পাই, যার সমস্ত লোকেরাই ছিল সূত্রধর। এইসব মানুষদের প্রধান জীবিকাই ছিল জাহাজ নির্মান (তথ্যসূত্র ঐ বৃহৎ বঙ্গ পৃঃ ৪৭০)। একই ভাবে বাংলার লোকপুরাণ মনসাগানে ও সমুদ্র বানিজ্যের কথা আছে চাঁদ সদাগর প্রসঙ্গে।

নৌনির্মাণ, বানিজ্যের প্রস্তুতি, সমুদ্রযাত্রা, প্রত্যাবর্তন ও "গাবরিয়া" দের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় আছে কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে। চাঁদ সদাগর বাণিজ্যে গিয়েছিলেন চৌদ্দটি তরী নিয়ে যাদের আকার, গঠন, কার্যকারিতা ও নাম ভিন্ন ভিন্ন। মনসার কোপে তরীগুলি সমুদ্রে ডুবে যায়। পরে দেবীমনসার বরে লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করে বেহুলা ছয় ভাসুরের প্রাণের সঙ্গে এইসব তরীও পুনরুদ্ধার করেন। সুতরাং চৌদ্দ ডিঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে দুবার - এক, নৌনির্মাণ ও যাত্রাকালে, দুই, নৌ-পুনরুদ্ধার ও প্রত্যাবর্তন কালে। জগজ্জীবনের কাব্যের এই দুটি বিবৃতি ভিন্ন ছকের সঙ্গে দেখানো হল -

ছকঃ ১

চৌদ্দডিঙ্গার নাম	সময়	কাজ
মধুকর বাঘমুহা / বাগমুহা ভেড়ামুহাঁ / ভেড়ামুহা ধাউর / ধাত্তুরা ভ্রমর / ভমর শীতলপাটি উভমুখী কোসার কচবন্ধ / কোসা মোহনগিরি সুবুদ্ধি / অলঙ্গ জাহাদ / জাহাজ কোশা / গোউর পানসোই / পানিসাল	নির্মাণের কালে	বিবৃতি নাই

আবার যখন মনসার বরে এইসব ডুবে যাওয়া ডিঙ্গা জল থেকে তোলা হচ্ছে তখন এতগুলি ডিঙ্গার যে বিবৃতি আছে তা কিছুটা ভিন্ন। যদিও তাদের মোট সংখ্যা ১৪, অপরিবর্তিত থেকেছে কিন্তু নামে কিছুটা বদলে গেছে। যেমন -

ছকঃ ২

চৌদ্দডিঙ্গার নাম	সময়	কাজ
মধুকর	প্রত্যাবর্তন কালে	১. প্রধান নৌকা, রত্নে নির্মিত চৌখরি ঘর, এতে সাধু-সজজন প্রধানদের আবাস
মহলগিরি		২. স্ত্রী ও দাসীদের আবাস
জাহাদ / জাহাজ		৩. অর্জিত ধন-রত্ন-সম্পদ সব এতে বাহিত হচ্ছে
উভমুখি		৪. অস্ত্রে সজ্জিত সোনাতে পূর্ণ
পানসাই		৫. মিস্টি পাণীয় জল পরিবাহিত হচ্ছে
গৌরপদ্মো		৬. ঘোড়াশাল
রক্ষিনি		৭. হাতিশাল?
সিতলপাটি		৮. নৃতাঙ্গনার আবাস
ব্যাঘ্রমুখা		৯. ধানেভরা
ভেড়ামুখা		১০. রন্ধণশালা
কোসা		১১. রাজহংস আছে, আছে কাগজ পত্র
ভ্রমরা		১২. হাতি
পানআর		১৩. ছোটডিঙ্গা, হাট বাজার যেতে ব্যবহৃত হত
মনুহরা		১৪. মরিচ, জিরায় ভরা

কোন কোন পুথিতে মরগিয়া, ধাউড়া, ভান্ডারিয়া ইত্যাদি নামও পাই। কিন্তু সব মিলে সংখ্যাটি ১৪ তে স্থির

রাখা হয়েছে। প্রাচীনতর মঙ্গলগান মনসামঙ্গল আসর নির্ভর গেয় সাহিত্য ভুক্ত। এতে সময়ের স্রোতে লিপিকর ও গায়েনরাও ছাপ ফেলেছেন প্রচুর। পালা গানের সময় স্মৃতি হাতড়ে প্রধান নৌ-তরীর নামগুলিই হয়তো মনে পড়তো গায়েনদের, বাকি নাম মুখে মুখে এসে মূল রচনার অংশ হয়ে উঠতো। এভাবেই একই কবির লেখা কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে একাধিক নামের সমাবেশ ঘটে গেছে নৌকা প্রসঙ্গে।

কিন্তু পরিপাট্য ও দক্ষতায় ''কামিল্যা'' বা নৌকার কারিগররা ছিলেন অনন্য। পিয়াল, পিপলি, খেজুর, শাল, সিমুল, চাঁপা, নাগেশ্বর, বকুল, কাঁঠাল, নিম, নারকেল, জলপাই, তাল ইত্যাদি বাংলার অতি পরিচিত গাছের কাঠ থেকে নিপুণ ভাবে তৈরী হয়েছে চাঁদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা। সেগুলিতে ছ'মাসের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী, চাল, তেল, নুন, চিনি, মিস্টিজল বোঝাই করে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছেন বানিয়ার শিরোমণি। বাণিজ্য যাত্রার এত নিখুঁত প্রস্তুতি ও সজ্জা নৌবাণিজ্যের পূর্ব অভিজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় দেয়।

অন্যান্য কবিদের এতদ্ বিষয়ক বিবৃতি-

প্রায় অধিকাংশ কবিই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, কিন্তু ভাষা, ভাব ও ভঙ্গিমা পৃথক মেজাজ অনুসারে ভিন্ন হয়েছে। তবে মূল গল্প ও কবি স্বভাবের সঙ্গে অবশ্যই তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। জগজ্জীবনের পাশাপাশি এঁদেরও দু-এক জনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

তন্ত্রবিভূতি-

উত্তরবাংলার অন্যতম সমর্থ এই কবির বহু রচনার সঙ্গেই জগজ্জীবনের কাব্যের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। বিশেষতঃ উভয়েই সমসাময়িক। কিন্তু এক্ষেত্রে বেহুলার অনুরোধে গঙ্গা-পদ্মা-সাগর মিলে হনুমানের সহায়তায় চাঁদ এই ডিঙ্গা গুলি উদ্ধার করেছে। উদ্ধারীকৃত ডিঙ্গার মধ্যে যেমন বৃহদাকার নৌ বা ''বুহিত'' আছে, তেমনি আছে নাও বা ছোট ডিঙ্গি নৌকাও। তন্ত্রবিভূতির বর্ণনা মাফিক চাঁদ এর চৌদ্দডিঙ্গা হল - চাপরাল, মৎস্যরাঙ্গা, সাহাসিঙ্গা, কালিয়া, আগোলা-পাগলা, জলগুহি, অনুপাম, গুয়ামুখি, মনকলা, কোসা, পানসোই, রহিফিচ্যা, মগরমুখ এবং মধুকর। (উৎসঃ- তন্ত্রবিভূতি বিবচিত মনসা পুরাণ, ডঃ আশুতোষ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩, পৃঃ ৪৯৬-৯৭) এরমধ্যে কোসা, পানসোই এবং মধুকরের নামোল্লেখ কবি জগজ্জীবনও করেছেন।

নারায়ণদেব-

ডিঙ্গা পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে নারায়ণ দেব লিখেছেন -

''ডিঙ্গা তোলিবার তরে করিলা গমনে॥
মূলমন্ত্র পরি পদ্মা হুঙ্কার মারিল।
নৌকার ভিতরে লুক বত্তিআ উঠিল॥
চৌদ্দ ডিঙ্গায় আছে জন সত্তর হাজার।
একে একে কি আইল মারিআ হুঙ্কার'' ॥

(পদ্মাপুরাণ, নারায়ণ দেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭, পৃঃ ২৭২)

নারায়ণদেব সত্তর হাজার নৌ-যাত্রীর কথা বলেছেন। একে কবির কল্পনা সৃষ্ট বলা যেতে পারে। তবে সে কালে যে বেশ বড় বড় জাহাজ তৈরি হত তার প্রমাণ আছে। ''দেশে জাহাজ এত বিরাট হইত যে সাধারনতঃ একখানি জাহাজে ৭০০

যাত্রী যাতায়াত করিত . . . বঙ্গের বিজয় সিংহ ৭০০ লোক লইয়া সমুদ্রপথে লঙ্কায় গিয়েছিলেন"। (দীনেশচন্দ্র সেন, ঐ, পৃঃ ৪৯০), কবির কল্পনায় ১৪টি ডিঙ্গায় ৭০ হাজার মানুষের কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু নারায়ণদেরব বার বার ডুবন্ত ১৪টি ডিঙ্গার কথা বললেও পৃথক পৃথক ভাবে এদের নাম উল্লেখ করেননি। নৌকা হিসাবে তিনি মধুকর ও দুর্গাবর এর উল্লেখ করেছেন আর কিছু ছোট নৌকার কথা বলেছেন এবং চৌদ্দ ডিঙ্গা শেষে এসে চরে ঠেকেছে এমন বর্ণনা দিয়েছেন কবি নারায়ণদেব -

"জাইতে বেউলা গেল সাপি চৌদ্দ ডিঙ্গা চরে ঠেকি"

কবি নারায়নদেব এর সঙ্গে একত্রে ভণিতাযুক্তও জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ, পুথি নং ৪৫৫), আর নৌকার প্রধান মধুকরের নামও প্রায় সব কবিই করেছেন।

বিজয়গুপ্ত-

কবি বিজয়গুপ্ত সবিস্তারে চাঁদ এর চৌদ্দ ডিঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন। সে বিবৃতি থেকে তাঁর ব্যক্তি পছন্দ ও দেব অনুরক্তিরও আভাস পাওয়া যায়। তাঁর চৌদ্দ ডিঙ্গা হল মঙ্গলা, চন্দ্রপাট, সিন্দুর, কটুয়া, হাসমড়া, মগর, গৌরাঙ্গ, সুমন্ত বহাল, সঙ্খচর, গরুড় মহারহী, সিংহমুখ, চন্দ্ররেখা এবং মধুকর। (কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২, পৃঃ ২৪১-৪২)

বিজয়গুপ্ত চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি অথচ তাঁর রচনায় চাঁদ বেনের ডিঙ্গা নামে 'গৌরাঙ্গ' নামাঙ্কন যে অতি অবশ্যই পরবর্তীকালের সংযোজন তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। অবশ্য বিজয়গুপ্ত নৌকার নামকরণে হাঁস, মগর, সিংহ, গরুড় ইত্যাদিকে যে ভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন, মনে হয় সে কালে এই ভাবে বিভিন্ন, শক্তিশালী রূপে নৌকার মুখের গঠন হত। তার সঙ্গে কবি জগজ্জীবনের বেশ মিল পাই যিনি ব্যাঘ্রমুহা, ঘোড়ামুহা নাম দিয়েছেন তার নৌবহর গুলির।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-

ক্ষেমানন্দের বিবরণে চাঁদ যাত্রা করেছে সপ্তডিঙ্গা নিয়ে।

চান্দের আদেশ পায়্যা কান্ডারী চলিল।
সপ্তডিঙ্গা লৈয়া কালীদহে উত্তরিল॥

(কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯, পৃঃ ১৯৪)

ডিঙ্গা প্রত্যর্পনের সময় দেবী মনসার বরে সপ্তডিঙ্গা চৌদ্দডিঙ্গায় পরিনত হয়েছে।

"এই নিবেদন মোর তোমার চরণে।
সাতডিঙ্গা চৌদ্দ হোক তব বরদানে॥
মনসা বলেন তোরে ঐ দিনু বর।
সাতডিঙ্গার টন লৈয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা কর"॥ (ঐ., পৃঃ ৩০২)

কেতকাদাস ডিঙ্গার নাম বিবৃত করেন নি। একটিতে বেহুলা-লক্ষীন্দর এবং বাকি ছ'টি ডিঙ্গায় ছয় ভাসুর চড়েছে।

এক ডিঙ্গায় লখিন্দর বেহুলা সুন্দরী॥
ছয় ডিঙ্গায় বেহুলার ছটি ভাসুর।

সাধু পুত্রগন সাজে ডিঙ্গায় ঠাকুর॥
আগে পিছে চৌদ্দ ডিঙ্গা চলিল উজান। (ঐ., পৃঃ ৩০৩)

বিপ্রদাস পিপিলাই-

রাঢ় বাংলার কবি বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদ বেনে যাত্রা করেছে সপ্ত ডিঙ্গা সম্বল করে। এই ডিঙ্গাগুলি নৌ বানিজ্যের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল। কেবল যাত্রাকালে তাদের কিছু সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে মাত্র।

দুর্লভ কান্ডারি প্রাতি বলে হেন কালে।
পুরাতন ডিঙ্গা আছে ঔঙ্গাড়ির জলে॥
ডুবরি আনিয়া ডিঙ্গা তুলিলেক কূলে।
গাবধুনা দিয়া তরা ভাসছিল জলে॥

(বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, সম্পাদনা অচিন্ত্য বিশ্বাস, রত্নাবলী, ২০০২, পৃঃ সম্পাদিত পঠ ১৩২)

নাও ফেরতের সময় ৭টি নৌকাই পাওয়া গেছে -

"বেহুলার যত্ন দেখি মনসা পরম সুখী
তুলি দিলা সপ্ত মধুকর"

(বিপ্রদাস পিপিলাই এর মনসামঙ্গল, সম্পাদনা সুকুমার সেন পৃঃ ২২৩)

এই সপ্ত ডিঙ্গা হল যথাক্রমে - মধুকর, সধজয়া, জতাদুল, সুমঙ্গল, নবরত্ন, চিত্ররেখা ও শশিমুখী। (ঐ. সুকুমার সেন পৃঃ ১৪১-৪২) প্রসঙ্গতঃ এই নাম কটির মধ্যে কোন কোনটি গঙ্গার তীরবর্তী ঘাট ও স্থান নাম যার সঙ্গে কবি জগজ্জীবন বর্নিত বানিজ্যতরীর কোন মিল নেই।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্র-

উত্তরবঙ্গীয় অপর কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্রও বিকৃতি দিয়েছেন যে চাঁদ এর চৌদ্দডিঙ্গা জলতলে রাখা ছিল। যাত্রার প্রাক্কালে তাদের সংস্কার করে নেওয়া হয়েছে। "জালে বান্ধিতে ডিঙ্গা উঠিল সত্বর"(বাইশ কবি মনসামঙ্গল বা বাইশা, আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২, পৃঃ ১২৮)

তার সংস্কারের জন্য হিজল, বহেরা, বট-নট, শাল, তাল, পিয়াল, পৈসের সুন্দরী, কড়ই, খয়ের, দেবদারু, পদ্মকাঠ, হরীতকী, আমলকী, টম্পক, আম, জাম, পলাশ, করই, নারিকেল, কেন্দার, মান্দার, জিগা, শিমুল, বকুল ইত্যাদি কাঠ জোগাড় করা গেলেও "মন পবন" কাঠ জোগাড় করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এখানে বোধকরি হেঁয়ালীর ছলে কবি সাধন তত্বের ইঙ্গিত করেছেন। চাঁদ মন-পবনের নাও এ বানিজ্য যাত্রা করতে চায় যা সে ভোলা মহেশের কাছ থেকে সাধনা করে তবে লাভ করেছে।

কবি জীবনকৃষ্ণের বর্ননা থেকে সে যুগের ডুবুরী সম্প্রদায়ের বিষয়ের কিছু তথ্য প্রমাণ এর সন্ধান পাওয়া যায়, যা বাঙ্গালীর বানিজ্য যাত্রার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল। কবি চৌদ্দ ডিঙ্গার নাম করেননি। শুধু বলেছেন -

"চারি মন্ডলেক সাধু কহিল বচন
চৌদ্দ খানা ডিঙ্গা সাজ করহ অখন" (ঐ. পৃঃ ১৩২)

পরিশেষে, মনসামঙ্গলে বর্ণিত চাঁদ সদাগরের নৌবাণিজ্য কেবল কাল্পনিক সত্য মাত্র নয়। "দেশের শ্রেষ্ঠ বণিকগণ রাজার ন্যায় ছত্র, দন্ড, সিংহাসন ব্যবহার করিতেন" (ঐ. দীনেশচন্দ্র পৃঃ ৪৭০-৪৭১), চাঁদ সদাগরও তেমনই রাজকীয় সম্মান ভোগ করতেন বলে মনসামঙ্গল সাক্ষ্য দিয়েছে। রাজাদের "মৃগয়া"র মতই বণিক সমাজে "নৌবাণিজ্য" ছিল সম্মানের। জাহাজগুলি ছিল আকারে বড় এবং সেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানও হত। "এক জাহাজে রোজ হাট বসিত, তাহাতে বিকিকিনি সবই হইত, এ সকলের অতিরঞ্জিত বর্ণনা বিজয় গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবি দিয়াছেন। বংশীদাসের বর্ণনাগুলি অনেকটা যথাযথ। তাহার সময়ে (ষোড়শ শতাব্দীতে) তখনও সমুদ্র যাত্রা নিষেধবিধি পূর্বাঞ্চলে তাদৃশ কার্যকরী হয় নাই। জাহাজ নির্মাণের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত" (ঐ. দীনেশচন্দ্র পৃঃ ৪৭০)।

(vii) বেহুলার নৃত্যসজ্জা-

চর্যাপদের কাল থেকে বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার আভাস স্থান পেয়ে এসেছে। সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন তত্ত্বও জীবনের সঙ্গীত তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে ভোলেনি। চর্যাপদে আছে -

"নাচন্তী বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥"

বড়ুচন্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে চঞ্চলা হয়েছিলেন। সেই সুর তার অন্তরাত্মাকে এমন পরশ করেছিল যে, সমাজ সংসার সব থেকে রাধা বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল -

"কেনা বাঁশি বাত্র সই কালিনী নই কূলে
কেনা বাঁশি বাত্র সই এ গোঠ গোকূলে
আকূল পরাণ মোর বেয়াকূল প্রাণ
বাঁশির শবদে মোর আউলাইলো রান্ধন"

বাঙ্গালী কবি জয়দেব ও তাঁর প্রিয়া পদ্মাবতীর নৃত্যচর্চার কথা সুপরিচিত। তাই তো কবি গীতগোবিন্দের অন্তঃপুরে তার প্রিয়াকে চির অমর করে অঙ্কণ করেছেন, তিনি হয়েছেন - "পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী"।

এমনি করে লক্ষ করা যায় বাঙ্গালী তথ্য্য বাংলার যে সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য তার সঙ্গে নৃত্যকলা অভেদাত্মক ভাবে জড়িয়ে আছে। যদিও নারীর নৃত্য স্বভাবকে সমাজ সুনজরে দেখেনি বা নৃত্য চর্চা কোন ঘরোয়া মেয়ের পেশা হিসাবে গণ্য হতোনা। পক্ষান্তরে বারাঙ্গনারা হতেন সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শী। তাদের ষোল কলায় পারদর্শী হতে হত।

মনসামঙ্গলের গল্প বেশ প্রাচীন। কাল স্রোতে তাতে নূতন প্রবাহ যোজিত হয়েছে মাত্র। যেমন হাসান-হোসেন পালা। যা একমাত্র মুসলমান আক্রমণের পরই অনুপ্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব। "মনে হয় দীর্ঘদিনের ঘসামাজার মধ্য দিয়ে মনসা মঙ্গলের কাহিনী এর বর্তমান রূপটি ধারণ করেছিল" (সুজিত সুরের প্রবন্ধ পৃঃ ১০৩, লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত, পুস্তকবিপনি, ১৯৯৫) মূল গল্পের বানিয়া খন্ডে চাঁদ বধূ বেহুলা ছয়মাস ভেলায় ভেসে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে দেবসভায় উপস্থিত হয়। সেখানে দেবসভায় অন্যান্য বদ্যাধারীদের সঙ্গে নৃত্য করে দেবাদিদেব শঙ্করকে তুষ্ট করে। তারপর ভোলা মহেশের আদেশে শর্তসাপেক্ষে দেবী মনসা তার স্বামী লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। শর্ত ছিল - বেহুলা

যে করেই হোক্ শ্বশুরকে দিয়ে মনসা-অর্চনা করাবে। এভাবেই জগতে মনসা পূজা প্রচলিত হল এবং দেব-মানবের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলো।

বস্তুতঃ বেহুলার যে আর্দশ নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ সাধন করবার ক্ষমতা ছিল, তা তাকে দেবসভায় পৌছতে সাহায্য করলেও সে দেবতাকে তুষ্ট করতে পেরেছে তার নৃত্য পাট্টিয়সী স্বভাবের জন্য। বেহুলা আসলে সর্গের শাপভ্রষ্টা নর্ত্তকী উষা। স্বামী অনিরুদ্ধর সঙ্গে শাপ ভোগ করবার জন্যই তাকে মর্তে জন্মাতে হয়েছিল। কিন্তু তার পুরনো স্বভাব, অর্জিত পূর্ব বিদ্যাচর্চাই তাকে শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করেছিল। সুতরাং মনসামঙ্গলে বেহুলার দেবসভায় যে নৃত্যপর্ব, তা গল্পের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কবি জগজ্জীবন ঘোষলের কবি স্বভাবে সঙ্গীতময়তা ছিল। তিনি নিজে মনসা ভাসান গাইতেন। সুতরাং কবির সেই সঙ্গীত-স্বভাবের পরিছাপ যে বেহুলার নৃত্য সজ্জা বর্ননাতেও পড়াবে সেটাই স্বাভাবিক। মনসা বিবাদ সাধনের হাতিয়ার করতে চেয়ে ইন্দ্রের দরবারে গিয়ে উষা অনিরুদ্ধকে চাইলেন। দেবরাজ প্রথমে সম্মত না হলেও পরে তাদের ডেকে পাঠালেন এবং "ইন্দ্রের আদেশ হৈল নৃত্য করিবারে"। দেবসভায় নাচবেন উষা-অনিরূদ্ধ। সুতরাং তাদের সুবেশ করতে হবে। পৃথক পৃথক ভাবে কবি জগজ্জীবন এই সজ্জার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

উষার সাজঃ-

বান্ধিল নটন উষা করি সমতুল।
মাথায়ে মুকুট শোভে কর্নে কর্নফুল॥
কর্ণক কঙ্কন করে বাহুতে কেজুর।
নয়ানে কজ্জ্বল পহ্রে সীমন্তে সিন্দুর॥
আঙ্গুলে অঙ্গুলি পায়ে বাজন্ত নপুর।
হিয়ায়ে কাচুলি পহ্রে বাহুতে কেজুর॥
ক্ষীরোদ অম্বর পহ্রে উষা বিনোদিনী।
উপর অঙ্গেতে দিল কুসুম উঢ়নি॥
"তার পাছে বেশ করে কামের পন্দন।
সর্বাঙ্গে পহ্রিল বালা কস্তুরী চন্দন॥
নৃত্যে করিবার বালা মনে অনুরাগ।
মস্তক উপরে বান্ধে মনিরাজ পাগ॥
মকর কুন্ডল দুই গন্ডস্থানে দোলে।
মস্তক উপরে মালা পারিজাত ফুলে॥
পরিধান করে বালা বিচিত্র বসন।
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করে দুই জন"॥

নর্তকি সাজের নিপুণ বর্ণনা-চিত্র এটি। তারপর নর্ত্তক অনিরুদ্ধের সজ্জাও বিবৃত হয়েছে -

এবিষয়ে কবির অদ্ভুত সামঞ্জস্য বোধ এর পরিচয় পাওয়া যায়। অনিরুদ্ধর সজ্জা অনেক পরিমিত, স্বল্প ও সাধারণ। যেন যতটুকু নইলে নয়, তেমনই অঙ্গভূষণ ব্যবহার করেছে অনিরুদ্ধ।

স্বর্গের নৃত্যে এই পর্যায়ে কবি জগজ্জীবন কেবল সজ্জার বর্ণনা দিয়েই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। নৃত্যভঙ্গির কোন বিবৃতি এখানে নেই। পরে বেহুলা যখন লক্ষীন্দরের জীবন ফিরে পাবার জন্য দেবসভায় নৃত্য করেছে, তখন প্রতিটি নৃত্যভঙ্গিকে কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করে বেহুলার পরিপাট্যকে নির্দেশ করেছেন।

এবারেও কবি নৃত্যাঙ্গনার প্রস্তুতি অর্থাৎ সজ্জার বর্ননা দিয়েছেন।

বেহুলার নৃত্যসাজঃ-

"দর্পণ ধরিয়া বালী করে নানা বেশ।
নাচিবে দেবের আগে শিবের আদেশ॥
চাকি কোড়ি মকর কুন্ডল কর্নমূলে।
নাসিকায় বেসর ফুল করে ঝলমলে॥
হিয়ায়ে কাচুলি পহ্রে কি কহিব আর।
গলায়ে প্রবালমালা ঝিলিমিলি হার॥
চাকি বোলি মকর কুন্ডল শ্রুতি মূলে।
নাসিকায়ে বেসর-মুকুতা ফুল দোলে॥
কণক কঙ্কণ হার বাহুতে কেজুর।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পহ্রে চরণে নপুর॥
গুজরাটি ঘুঙ্গুর করিল পরিধান।
উপরে উড়ানি দিল দুর্ল্লভ বসন॥
মেঘডম্বুর শাড়ি তবে পরে বানিয়ানী।
উপর অঙ্গতে দিল কুসুম উড়ানি" ॥

সাজ শেষ করে বালী শিব সকাশে উপস্থিত হলেন এবং নাচ আরম্ভ করলেন -

"গীত গায় বিদ্যাধরী মৃদঙ্গ বাজায়।
বিহুলা সুন্দরী নাচে শিবের সভায়" ॥

মনসামঙ্গলের পশ্চাতে পাঁচশ বছরের সামাজিক ঐতিহ্য বর্তমান। তা এর পরতে পরতে সমাজের মানস প্রতিফলিত হয়ে আছে। বেহুলার সাজ-সজ্জা ও গয়না গাটি ব্যবহারের যে চিত্র কবি জগজ্জীবনের কাব্যে ফুটে উঠেছে, তাকে উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে ভাবতে হবে। চাঁদ-বধূ বেহুলা কেবল সর্গের অপ্সরী নন, তিনি মাটির মেয়ে, এই বাংলার মানুষ। তাই কবি জগজ্জীবন সহজেই তার চুলে "চালুয়া" খোঁপায় বাঁধার কথা বলতে পেরেছেন, যা আসলে উত্তরবঙ্গের মেয়েরা নিত্য দিন বাঁধে।

"নাস করে বেললি বেস করে ছন্দে।
পিস্ঠের পাছে টানিয়া চালুয়া খোপা বান্ধে" ॥

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ মেয়েরা টেনে খোঁপা বাঁধে যার অন্য এক নাম "মুড়িয়ালী খোঁপা"। কবি তাঁর সামাজিক আভিজ্ঞতার এই সারটুকু দেবনর্ত্তকী বেহুলার সাজ-গোজের বর্ণনাতে সহজেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

তবে কবি জগজ্জীবনের কবিত্বে যে সঙ্গীত-স্বভাব ছিল, তাঁর এক বড় প্রভাব পড়েছে এই অংশের বর্ণনাতে। শিব নাচতে বললে বেহুলা অন্যান্য বিদ্যাধরীদের উপস্থিতি প্রার্থনা করেছে -

"বালি বলে কেমতে নাচিব একা সাড়ি।
ডাকিয়া আনজাই ইন্দ্র বিদ্যাধরি" ॥

এর দু-রকম কারণ হতে পারে। এক॥ বেহুলা সমবেত নৃত্য করতে চেয়েছে। দুই॥ বিদ্যাধরীরা বেহুলার (উষার) সখি॥ দেবসভায় বহুদিন পরে আবার নাচতে এসে সে তাদের সহায়তা প্রার্থনা করেছে। তাদের উপস্থিতি তার আত্মবিশ্বাসের

জন্যও জরুরি। বিবৃতিতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

"রত্নমালা জয়া ঊষা বিজয়া উর্ব্বশী।
ডাক দিয়া আনিল হর এ পঞ্চ রূপসী॥
শিব বোলে বিদ্যাধরি ত্বরা গাঅ গীত।
বলনী করুক নৃত্য সবার বিদিত"॥

তবে পঞ্চ বিদ্যাধরির নাম সহ এরকম বর্ণনা একমাত্র আশুতোষ দাস এর ছাপা বই ছাড়া অন্য কোথাও পাই নাই। অন্যান্য জায়গায় সামান্য পাঠান্তর সহ যে রকম বিবৃতি আছে, তা এইরকম -

"বিদ্যাধরি করিয়া করিল শ্বরন।
আসি উপস্থিত জত বিদ্যাধরি গণ॥
সিব বোলে তোমরা বাজাও গাও গিত।
বেললী করুন নৃর্ত্ত সভার বিদিত"॥

কবি জগজ্জীবন আধুনিক যুগের মত দেব-নর্তকী বেহুলার "সাজ-গোজের বাক্স"র কথা বলেছেন - "বালি বোলে আনসখি নাসের পেটারি", - "পেটারি" এলে তার "ঝাপুনি" ঘুঁচিয়ে অর্থাৎ ঢাকনা খুলে তবে বেহুলা সাজ করতে বসেছে। এই পেটারি (< পেটিকা) র কথা চর্যাপদেও আছে। বেহুলার এই নৃত্য সজ্জায় কিছু কিছু নাথ সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায় - "বাহির দ্বারেও নটি মৃদঙ্গে ছিল সান" বর্ণনা পড়লে গোরক্ষনাথের "কায়াসাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোল" বিবৃতি মনে পড়ে যায়। নাচের সঙ্গে যে গান, তাকে কবি বলছেন - "গান জেন ডম্বুরের ধ্বনি"। কোথাও বলেছেন "বালি সুহ্রিদয় / সমুখে গিত গায়" ইত্যাদি। বেহুলার যে নৃত্য ভঙ্গিমা, কবি জগজ্জীবন তার বিবৃতি দিয়েছেন - "হংস গমনে গমনে রূপবতি", "সুন্যে ধরে প্রাক / জেন কুম্ভকারের চাক", "ঘন ঘন তাল রাখে", "বালি কাঁকালিতে ভর দিয়া জায়" ইত্যাদি বলে। দু-এক জায়গায় নাচের বোল এর কথা আছে - "তা থেইয়া তা থেইয়া" বলে। আর এক জায়গায় রাগ এর উল্লেখ করেছেন কবি -

"সুর মালৌ পিয়া গায়   ঘন ঘন নাইচা জায়
ঘনে ঘনে পদে দেয় টিপ"

অর্থাৎ বেহুলা সজ্জা, সঙ্গীত, নৃত্যভঙ্গি সব মিলে যে একটি সম্পূর্ণ, সুন্দর সুঠাম অনুষ্ঠান দেবসভায় পরিবেশন করেছেন, কবি সকলকে সেই প্রতীতি এনে দিয়েছেন বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

বেহুলা কলার ভেলায় করে লক্ষীন্দরের দেহ নিয়ে ছ'মাস জল যাত্রার পর সর্গে পৌছেছে। কিন্তু সর্গের দ্বার তার কাছে খুলে দিয়েছে নেতা ধোপিনী। নেতা দেবতাদের কাপড় কাঁচছিল। বেহুলা তাকে সর্গে নিয়ে যাবার আবেদন জানালে নেতা রাজি হয়না। তখন বেহুলা তার কাছে নিজের নৃত্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে -

"সর্গেত আছিলাম আমি ইন্দ্রের নাচনি
নিত্ত জানি বিদ্যাধরি পরম সুন্দরি
নিত্তকি বলিরা নেহ সিব বরাবরে..."

নেতা বক্তব্যের প্রমাণ চেয়েছে। বেহুলা একক ভাবে তাকে নাচ-গান দেখিয়ে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে -

"নেতার য়গ্রতে বালি নিত্য করে ভাল।
মুখে গিত গাএ বালি হস্তে রাখে তাল"॥

অর্থাৎ 'একক' বা 'সমবেত' যে কোন নৃত্যেই বেহুলা পটিয়সী।

কবি জগজ্জীবন বেহুলা ও তার নৃত্য প্রসঙ্গের বর্ননায় নৃত্য সাজ, নৃত্য-ভঙ্গি, সঙ্গীত বা রাগ এবং তাল এর উল্লেখ করেছেন। সব মিলিয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গির তীক্ষ্ণতা ও সামাজিক বোধ এর পরিচয় ফুটে ওঠে।

কম বেশী মনসা গানের প্রায় সব কবিই বেহুলার নৃত্যের বিষয়টি তাঁদের কাব্যে উল্লেখ করেছেন। বিষয় এক, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গি পৃথক। উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকাদাস ও মনসাগান লিখেছিলেন। সেখানে উদ্ধৃত আছে -

"ঝুন ঝুন ঝুন নূপুর বলে।
বামাস্বরে গায় পঞ্চম তালে॥
দ্রিমিকি দ্রিমিকি মৃদঙ্গ ধ্বনি।
তাথই তাথই নাচয়ে ধনী" ॥

(দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল, বিষ্ণুপদ পান্ডা সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯)

আরও একটি বোল এর উল্লেখ আছে - "ইয়া তহিয়া তহিয়া তাতা ধিনা তা"। বেহুলার ভঙ্গিমার বিবরণ দিয়েছেন কবি "শূন্যে পাক ধরে চরণ রাখে" বা "শূন্যে পাক ধরি গগনে উঠে" বলে। আবার উল্লেখ করেছেন "নৃত্য ভরে তনু ভাঙ্গিয়া পড়ে" অর্থাৎ বেহুলার শরীরের যে সহজাত সুঠাম সাম্য, তার পরিচয় সুস্পট হয়ে ওঠে কবির বিবরণে। নৃত্য বিষয়ে উড়িষ্যার একটি নিজস্ব ঘরানা আছে, যা "ওড়িষি" নৃত্য বলে পরিচিত। মধ্যযুগের কাব্য গান মনসা ভাসান লিখতে গিয়েও কবিরা তা স্মরণে রেখেছেন। অনুভব করা যায় দ্বারিকাদাসের এই বর্ননা থেকে -

"অঙ্গে আভরণ সে সব তালে
এক সুরে মিশি মধুর বলে
চরণে নূপুর মদঙ্গ ভুজে
কেশরী মাঝারে রসনা বাজে
করে করতাল মুখেতে বেনু
সুমধুর ডাকে ঝটকে তনু
শেষে সারদার ধরিল বীনা
সারি সারি গম বাজে বাজনা"

নৃত্য যে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, নাচে, গানে, সজজায়, অঙ্গ ভঙ্গিমায় তাকে সর্বাত্মক করে তুলতে না পারলে যে তা অর্থহীন, সাধক কবি দ্বারিকাদাসও তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বেহুলার নৃত্যপর্বের বর্ননা দিয়ে।

প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইতিহাসে নৃত্যবিদ্যা "কলা" হিসাবে চিহ্নিত হলেও কোন ঘরোয়া বাঙ্গালী মেয়ের পেশা হিসাবে গ্রাহ্য হয়নি। নৃত্যাঙ্গনা হতেন দক্ষিনী মেয়েরা। কোথাও কোথাও "দেবদাসী" প্রথার সঙ্গে এই পেশার সংযোগ থাকতো। মনসা মঙ্গলেও "নটি" বৃত্তিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়নি -

"একে তো কোচের ঘরে চেঙ্গ বেঙ্গ খাও।
যখন নটিক লইয়া ঘর করিতে চাও ॥
নটি লইয়া থাক তুমি কর ঘর বাড়ি।
আমার সভার ঘরে গেইলে উফুরাব দাড়ি" ॥

(< দেবখন্ড, পার্বতীর উক্তি)

আবার বেহুলা ভাল নাচতে জানে বললে স্বয়ং শিব তাকে ভর্ৎসনা করেছেন "কুলের সুন্দরি হৈয়া তেজ ভয় লাজ"? অর্থাৎ বেহুলার নৃত্য-চর্চার এই অভিলাষ স্বয়ং শিবের কাছেও আশ্চর্য লেগেছে, যেহেতু সে কুলনারী। সুতরাং নৃত্যাঙ্গনার পেশা সে যুগে সম্মানিত ছিল না। নর্ত্তকী হেতেন বাইজীরা। প্রাণ ফিরে পেয়ে লক্ষীন্দর তাই বেহুলাকে নাচতে দেখে "কলঙ্কিনী" বলে আখ্যায়িত করেছে -

"শিবের সভার মাঝে বেললী সুন্দরী নাচে
দেখিয়া বানিয়া পায় লাজ।
বালা বোলে শুন বালী কুলে লাগাইলে কালি
তোরকেনে অনুচিত কাজ ॥
এতেক সমাজ মাঝে নৃত্য কর কুন লাজে
ত্রিভুবনে রহিল খাঁখায়"।

মনসামঙ্গলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র বেহুলা। "এ কাহিনীতে মনসার বিজয় ও ততটা বলা যায় না, এখানে আসল বিজয় বেহুলারই" (বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার ১৯৭৪ পৃঃ ৫৬)। "নর ও নারী উভয়ের উপরেই বেহুলার বিজয় মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য তাই দেবী মনসার নয়, মানবী বেহুলার জয়গানেই একটু বেশি উচ্চকিত। নিজের আসামান্য কার্যক্ষমতা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের গুনে সে একই সঙ্গে রোষদীপ্তা মনসাকে জয় করেছে ও হিমালয়ের মত অচল শ্বশুরের হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছে" (মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, জয়া সেনগুপ্ত, ক্যাম্প, ২০০১ পৃঃ ২৪৫)। এহেন বেহুলার নৃত্য সজ্জা ও নৃত্য পরিবেশনের বর্ণনাকে জগজ্জীবন গুরুত্বের সঙ্গে বর্ননা করেছেন। "বেহুলা রূপ সৌন্দর্যে অনন্যা, সঙ্গীত - নৃত্যের মতো সূক্ষ্মকলায় পারদর্শিনী (যার জন্য তার নামই বেহুলা নাচনী)" (ঐ পৃঃ ২৪৭)

(viii) চাঁদ এর বস্তুবদলের ছক -

মনসামঙ্গলের দ্বিতীয়পর্ব, প্রধানপর্ব, বেহুলা লক্ষ্মীন্দর পালার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটনে বানিজ্য যাত্রা। এই বানিজ্যের অন্তিম পরিণতি দেবী মনসার রোষ কবলিত। কিন্তু ব্যবসার বিকিকিনি পর্যন্ত সবই ঠিক্ঠাক্ ছিল। চাঁদ সদাগর চৌদ্দডিঙ্গা ভরে বানিজ্য সামগ্রী নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছিল এবং সেখানে "বস্তুবদল" করে যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হয়ে আবার তরীগুলি পূর্ণ করে তবেই প্রত্যাগমনের পথ ধরেছিল। কবি জগজ্জীবন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁর কাব্য-প্রতিভা ও অতুলনীয়। এই অংশের বিবৃতি প্রদানেও তা লক্ষ্য করি।

জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ বেনে যে সব দ্রব্য নিয়ে বদলে যা যা আনতে চেয়ে মন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছে তার একটা তালিকা করা যেতে পারে -

দ্রব্য	বদলে পাওয়া যাবে
১। কাঁচা হলুদ, 'পুরাণ সুকুতা' অর্থাৎ শুকনো তেতো পাতা	১। গজমুক্তা
২। মাসকলাই, আদা, জিরা, মরিচ, লবঙ্গ	২। হীরা
৩। একভাড় ফুলবড়ি	৩। দশভার কড়ি
৪। একভাড় কলার খার	৪। তিন ভার নুন
৫। দু-চার লক্ষ 'করুয়া সানকি' অর্থাৎ শুকনো জলছেঁচুনী	৫। সোনার ঝাড়ি
৬। নারিকেল	৬। দশটি শঙ্খ
৭। তাল	৭। তাড়িপাতা (যা পুথির কাজে লাগতো)
৮। আম	৮। অমৃতের ফল
৯। কাঁঠাল	৯। সোনার ঘড়া
১০। পাটের ধকড়া, মেখলা আর বিভিন্ন রকম শাড়ী	১০। পট্ট বস্ত্র অর্থাৎ সিল্ক
১১। জামির	১১। জায়ফল
১২। গুবাক	১২। সরি সুয়া
১৩। পাট সন	১৩। শ্বেতচামর

এই বদল বানিজ্যের বিবৃতিঅতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই। কারণ কাঁঠালের পরিবর্তে সোনার ঘড়া, কাঁচা হলুদের বদলের গজমুক্তা বা মাসকলাই এর পরিবর্তে হীরা পাওয়া যে সে যুগেও সম্ভব ছিল না, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে মঙ্গলগান সর্বদা অসম্ভবকে সম্ভব করারই পরিকল্পনা করেছে। তাই তো কমলে কামিনী দর্শন। কবি জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ-বানিজ্যের যে বস্তু-বদলের ছবি পাই, তা উত্তরবঙ্গীয় সংস্কৃতিকেই স্পষ্ট করেছে নানা ভাবে। কবি দিনাজপুরের লোক। বিনিময় যোগ্য এই বানিজ্যে তিনি চাঁদকে দিয়ে এতদ্ অঞ্চলের উৎকৃষ্ট জিনিসগুলিই রপ্তানী করিয়েছেন —

> "পাটের মেখলা ধোকর আর নিল শারি।
> জতন করিয়া লইল কাপর এরি সেরি।।
> নানা রঙের সারির লইল করিয়া যতন।
> ইহার বদলে লইব পাটের বসন।।"

এখনও পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ - গঙ্গারামপুর অঞ্চলের ধোকলা বা সুতির তাঁত বস্তুর সুখ্যাতি

বজায় রয়েছে। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলে ধোকলার ব্যবহার প্রচুর, বহু মানুষ এসব বুনে জীবিকা নির্বাহ করেন। জলপাইগুড়ি বা আসাম সংলগ্ন কোচবিহার অঞ্চলেও জগজ্জীবনের কাজের প্রভূত প্রচলন ছিল। "মেখলা" - অসমীয় পোষাকরীতি। যা নিয়ে চাঁদ বেনে বিদেশ যাত্রা করেছে। মনসামঙ্গল গ্রামীন লোকজীবনকে প্রোৎসাহিত করেছিল। জগজীবন কবির এই বস্তু-বদল বানিজ্যের বিবৃতি তারই অন্যতম প্রমাণ।

বাঙ্গালীর অতি প্রিয় খাদ্য ছিল বড়ি। বিশেষতঃ ফুলবড়ি যথেষ্ট সুস্বাদু ও উপভোগ্য। চাঁদ —

" জত্ন করি নিল তবে আর ফুল বরি।
একগুণ বদলে নিব দশগুণ কড়ি।।"

কিন্তু এই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্যের দিকটা তত গুরুত্ব না পেলেও একটি জিনিস স্পষ্ট, তা হল সে যুগের আমদানী ও রপ্তানী বানিজ্য দ্রব্যের একটা আভাস এনে দেয় এই বিবৃতি। যেমন হলুদ বা পুরাণ সুকুতার বদলে গজমুক্তা অসম্ভব কল্পনা হলেও এদের ওষধি হিসাবে ভাবলে কিন্তু বিষয়টার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। যেমন 'হরিদ্রা সর্বরোগ হরা', তেমনি পুরাণ সুকুতা পিত্তনাশক। এরগুনের কথা আরও একবার পেয়েছি যখন প্রাণপেয়ে সাত পুত্র ঘরে ফিরে এলো, তখনও সনকা তাদের তেতো খেতে বলেছে, শরীর ঠিক করতে বলেছে।

"বামে দক্ষিণে বৈসে যত পুত্রগণ।
আনন্দে বসিয়া চান্দো করিল ভোজন।।...
তার পাছে আনি দিল পুরাণ সুকুতা।
পিত্ত সব নাশ হবে শুন মোর সুতা।।"

অর্থাৎ সহজলভ্য এই হলুদ বা তেতো যার ওষধিগুণ অপার, তা যদি এমন দেশে পৌছে দেওয়া যায় যেখানে এর প্রাচুর্য্য নেই, তাহলে নিশ্চয়ই বানিজ্যের সুফল লাভ সম্ভব। মনসামঙ্গলের প্রায় সব কবিই চাঁদ সদাগরের বানিজ্যের 'বস্তুবদলের' বিবৃতি লিখে গেছেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বর্ণনা পৃথক পৃথক মাত্রা পেয়েছে। ফলে এই অংশের গায়েন যোজনাও সর্বোচ্চ। "বাস্তব বিবেচনার তুলনায় আসরের শ্রোতাদের ইচ্ছাপূরণের দাবি এখানে বেশি করে মানা হয়েছে। পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাঙলার বণিকরা যাতে লাভ করেন, শ্রোতারা তাই চেয়েছেন। আর আসরের তুষ্টি বিধানের জন্য গায়েনরা এই অবকাশে কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে রচনাংশটিতে বাস্তবতার মাত্রা গেছে কমে" (সম্পাদিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রত্নাবলী, ২০০২, পৃ. ২১৭)। কিন্তু, আসরমুখী মঙ্গলগানে বস্তুবদনের বিবৃতি পাঠক শ্রোতার চাহিদা পূরণ করলেও এর সবটুকুকে 'যোজনা' বা 'প্রক্ষেপ' বলতে পারিনা। বিশেষতঃ কবি জগজ্জীবন ধোকলা, শাড়ি বা ফুলবড়ির বিবরণ লিখে তাঁর কাব্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে গেছেন।

অন্যান্য কবিদের সাথে তুলনা -

কমবেশী প্রায় সব কবিই চাঁদ বানিজ্যের বস্তুবদল অংশটি বিবৃত করেছেন। যেমন বিপ্রদাস পিপিলাই লিখেছেন - ঝুনা নারকেল = দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, হলুদ = সোনা, খোমধুতি = পাটজোট, পাড় কুমড়া = সিসার থালা, মেষ = অশ্বদন্তী, চাল = মুক্তা, প্রবাল, পিপলি গুড়বর্তক, জোয়ানি মরিচ, কালাজিরা = লবঙ্গ, ভেলা = জায়ফল, নিমপাতা = জইত্রি, হরীতকী = কর্পূর, আমলকী = হিঙ্গ, শুক্তাপত্র = তেজপাতার বদল নিয়েছেন চাঁদ। দু-একটি সহজলভ্য জিনিসের বদল প্রসঙ্গ এখানেও কবি জগজ্জীবনের সঙ্গে অভিন্ন।

কবি নারায়ণ দেব এসবের বিরাট তালিকা দিয়েছেন। সুপারি মানিক্য, গোরচনা খয়ার, পীপুল সোনা, ঝিঙ্গা-দুধকুমি-নাফা-বাইঙ্গ

ন-সসা-বাঙ্গি = বিভিন্ন স্বর্ণদ্রব্য, ওল-আলু-কচুরমুখী = হিরা, কালাই-মুসুরা-মুগ-মাস-খেসারি = মুক্তা প্রবাল, কুমড়া = পঞ্চাশগুন সোনা, আদা = আগর, পাকা ডালিম, বেল, তরমুজ = সোনার ইট, মাছ = চন্দন, মেষ-ভেড়া-ছাগল = সোনার হরিণ, মূলা = হাতির দাঁত ইত্যাদি। হলুদের বদলে নারায়নদেবও সোনা নেওয়ার পক্ষপাতি। তিনি এর গুণবিবরণ দিয়েছেন —

"চান্দো বোলে শুনমিতা কহি হরিদ্রার কথা
খাইলে খণ্ডে গায়ের পাণি নোনা।
ব্যঞ্জন সুরঙ্গ হয় চক্ষের রোগ ক্ষয়
ইহার বদলে দিবা সোনা।।"

(নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭)

অনেকেই নারায়ণ দেবকে আসামের কবি বলে দাবী করেছেন। তা পৃথক গবেষণার বিষয় হলেও কবি নারায়ণ দেবের এই অংশে আসামে ব্যাপক ফলন হয় এমন দুটি ফল এর কথা বারবার এসেছে তা হল নারকেল ও সুপারি —

" নারিকেল খাইয়া রঙ্গ কে ঘাটে তোমার সঙ্গ
মণি মানিক্য কেবা গনে"

বিজয় গুপ্তের বিবৃতি অনেক সংক্ষিপ্ত। ছাগল = হরিণ, বারকোস = পিতলের থালা, কুকুর = মেড়া বা ভেড়া, ঘৃত-মধু = রস, চড়ুই = ময়নাপাখি, ইত্যাদি। এই বর্ণনার অসামঞ্জস্যবোধ অনেক কম। রাজা সমস্থ বস্তু বিকিকিনির পর চাঁদকে 'একলক্ষ মুদ্রা' তার ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

তন্ত্রবিভূতি এ প্রসঙ্গে অনেক বড় বিবৃতি দিয়েছেন। বিশেষতঃ এ দেশের বস্ত্র অর্থাৎ শাড়ীর সুখ্যাতি করিয়েছেন তিনি চাঁদ এর মুখ দিয়ে বারে বারে। অনেক বিবৃতির সঙ্গে কবি জগজ্জীবনের রচনার মিল পাই। কিন্তু, বর্ণাভঙ্গি দুজনের পৃথক পৃথক। যেমন নারকেল = দশ বা পঞ্চাশ শঙ্খ, পুরাণ সুকুতা = প্রবাল মুকুতা, সুপুরি = স্বর্ণপিঞ্জর, হরিদ্রা = সোনা, ফুলবড়ি = দশগুনকড়ি ইত্যাদি। আবার চামর = সোণ, জিরা = হীরা, আমড়া = জায়ফল, ইত্যাদি বিবৃতি তন্ত্রবিভূতির নিজস্ব কবি কল্পনা। যদিও দু-জনেই উত্তরবঙ্গের কবি তবু উভয়ের মনও মেজাজের ভিন্নতার জন্য বর্ণনার মিল-অমিল দুইও আছে।

মনসামঙ্গলের গল্পে চাঁদ বণিক সমাজের প্রতিভূ। তাই তাঁর ব্যবসা বৃত্তির দিকটিও কাব্যে যথেষ্ট গুরুত্ব পাবার অধিকারী। আবেগ মথিত আসরে মূল বিবৃতি অনেকখানি কাল্পনিকতার পরতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়াতে 'বস্তুবদল' অংশের বর্ণনা কোথাও কোথাও বাস্তবতা হারিয়েছে, কিন্তু সরসতা হারায়নি। তাই মূল রচনার সঙ্গে এই অংশের বিবরণও সমভাবে উপভোগ্য।

(ix) মনসার সর্পসজ্জা-

সর্পের দেবী মনসা। তাঁর পূজা প্রচারের পালা কাহিনী মনসামঙ্গল গান। দেবী নিজে কিন্তু সর্পরূপা নন, ইনি মানবী, হংস বাহনা। সর্প তাঁর আভূষণ, দেহের অলঙ্কার। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে মনসাদেবীর সর্পসজ্জার সুন্দর বিবৃতি পাই। দেবী বহুর্য রকমের সাপ অঙ্গে ধারণ করে নিজেকে অলংকৃত করেছেন।

মনসা মূর্তির মাথায় অষ্ট ফণাধারী নাগের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। বাম হাতেও তিনি সর্প ধারণ করেন। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবীকে "অষ্টনাগের অধিকারী" বলে বার বার স্তুতিকরা হয়েছে। এই অষ্টনাগ হল যথাক্রমে - অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট এবং শঙ্খ। এরা সব প্রধান নাগ। অন্যান্য সহযোগী অপ্রধান নাগদের নিয়ে দেবীর বিরাট সর্পবাহিনী। সাপেরা মনসার আজ্ঞাবহ। দেবীর আহ্বানে তারা যথাশীঘ্র সম্ভব এসে দেবীর কাছে উপস্থিত হয়েছে। এই বিরাট সর্পকুলই দেবীর প্রধান অস্ত্র সম্ভার। দংশন, হত্যা বা ধ্বংসের কাজে বার বার এই নাগকুলকে ব্যবহার করেছেন মনসা দেবী। নিদ্রাতুর সুন্দর দর্শন লখিন্দরকে কাল নাগিনী কামড়াতে চায়নি। কিন্তু, সে দেবীর হাতের ক্রীড়নক, "নফর", "আজ্ঞাবহ দাস"। তাই লখিন্দরকে দংশনের পর ছ-মাস আহার নিদ্রাহীন হয়ে সে বেহুলার হাতে বন্দীদর্শায় কাটিয়েছে। দেবসভায় বেহুলা তাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করলে সে রোষে ফেটে পড়েছে -

বালাকে মারিলে কেন জিঞা নাহী দেও।
আমার জীবন মারিয়া আপন কর্ম্ম পাও॥

....

ছয়মাস সাপুড়ায় বন্ধি নাহি অন্য জল।
মুখেনাহি স্বরে বানি অঙ্গে নাহি বল॥
ছয়মাস বন্ধি আমি সাধি তোমার কাজ।
কোন মুখে নিদ্রা জাও নাহি লাজ॥

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে বহু সংখ্যক সাপের নাম পাই। অনেক জায়গাতেই এই সর্পবিবৃতি একক ও অনবদ্য। সরোবরে স্নানকালে শিবের বিন্দুতে পদ্মপত্রে মনসা জন্মেছিলেন। কিন্তু পিতা কন্যার পরিচয় হয়নি। অজান্তে শিব দেবীর প্রতি বিলাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনসা আত্ম-পরিচয় দেন। শিব বললেন -

শুনিয়া কন্যার কথা শিব পাইল ভয়।
আমার নন্দিনী কন্যা দেহ পরিচয়॥

দেবী সর্প-সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।

বাসুয়ারাজ, উদগ্রিলাগ, কুলিশ, কটক, সুমেরু মান্দার, তইক্ষক, ইঞ্জিলা-পিঞ্জিলা, কমলা, কোলিঙ্গ, কালি, আজাঙ্গর (অজগর), শঙ্খ, মহাশঙ্খ, হঙ্গুল, হরিতাল, পোস্তার, খঞ্জল, নিশাচর, শম্পমালি, ভিমরাজ, কাজলিয়া, বেতছাড়, পক্ষিশাড়, নটুয়া, প্রমাড়, বড়া, চকরিয়া, বিক্ষতিয়া, শেন্দুরিয়া, মান্দলিয়া, শাকুয়া, জলবড়া, চেকুঠিয়া, বিজলিয়া, খেড়ুয়া, ঢেকিয়াবড়া, মাহুঞা, কাম্বাড়িয়া কাল, তিনজাতীর গহমা (গোমা) - এরা হল "শ্বেতা-দুধিয়া-কাল", ডাপ্তাইশ, ধামনা, মেকরাজ, কচুয়া, ভেমটি টিয়া, খনতিয়া, গয়ালিয়া, গুহিঢ়ড়া জাতী, শাকাতী, গোয়ালনি, গোখুর ইত্যাদি বহুসাপের নাম এ প্রসঙ্গে জগজ্জীবন উল্লেখ করেছেন। এই সর্পবিবৃতির অনেক নামই সাপেদের প্রচলিত গ্রামীন-লৌকিক নাম। অনেক নাগ নামই অদল-বদল করে একাধিক বার ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন গহমা, গোখুরা একই সাপ, কিন্তু বিবৃতিতে দুধ-গোমা-শ্বেত-গোমা-কাল গোমার কথা আছে, আবার গোখুর বা গুখরোর কথা আলাদা ভাবে আছে। বিবরণের কাব্যিক বা সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও আছে তথ্যগত উপযোগিতা। সাপেরা এলো, দেবী তাদের প্রস্তুত হতে

বললেন -

''পৈদ্দা বোলে অষ্টনাগ সাজ জনে জন।
জাইঞা করিবো আমি পিতা দরসন॥''

এক এক প্রজাতির বহু সংখ্যক সাপ সুন্দর সজ্জায় দেবীর নিকটস্থ হলেন। জগজ্জীবনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনকোটি তক্ষক, ভাই উদয়োগ্নিকে নিয়ে প্রস্তুত হল। কুলিশ-কটক দুই সহোদর দশকোটি নাগ-শৃঙ্গ নিয়ে তৈরী হল। পদ্ম-মহাপদ্ম এলো পাঁচ কোটি। শঙ্খ-মহাশঙ্খ-প্রজাপতির সংখ্যা সাতকোটি। বাসুকি রাজ ন'শ কোটি নাগ নিয়ে উপস্থিত হল। অন্য অন্য নাগেদের মিলিত সংখ্যাও বিয়াল্লিশ কোটি। বিপুল সংখ্যক নাগ সমাবেশ দেখে দেবী মনসাও খুব খুশী। জগজ্জীবন সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন -

শম্প দেখি ব্রহ্মানি আনন্দিত হৈল।
আপনার বেশ রূপ করিবার লাগিল॥

দেবী পিতৃ সন্নিধানে যাবার জন্য সর্পসাজে অঙ্গসজ্জা করেছেন জগজ্জীবনের বিবৃতি অনুসরণ করে এ বিষয়ে একটি তালিকা করা যেতে পারে -

সাপনাম	ব্যবহার	বিবৃতি
• কেউটে	মাথার চুলে	''কেউটিয়া শপ্পে বান্দিলো মাথার কেশ''
বেশরি	নাকছাবি	(যেন) ''মুকুতা ফুল দোলে''
সিঁদুরে বোরা	সিঁথিপাটি	''শেন্দুরিয়া বড়া পৈরে শিশের শিন্দুর''
''ঝনকিয়া বড়া''	নূপুর	''...করে পায়ের নেফুর''
অঞ্জুনিয়া	চোখের কাজল	''...করে নঞানের কাজল''
চকড়িয়া বড়া	কাচুলি	''...করে হ্রিদের কাচুল''
গ নি	পৈতা / মালা	
	(মনসা মূর্তিতে পৈতা আছে)	''———গলত্র পৈরে''
খরিশ, গুখরো	?বাজুবন্ধ	''...বহাত্র পৈরে তাড়''
কঙ্কণ	গলার হার	''গলায়ে পৈরে হার''
পশুপদ্ম	কোমর বিছা	''পশ্বপদ্দো শাজ পৈরে কমরে সাগরি''
এঙ্গেঠা বেঙ্গেঠা	হাতের আঙটি	———
দোমহা	উঝটি?	———
বাশুয়া	বাউটি	''...বাশুয়া বাহুটী''
ধামনা	জলের ঝারি	———
ভান্ডাইশ	হাতের লাঠি	———
মেঘ ডুমর	শাড়ী	———
কন্ডলিয়া	কানের ফুল	''...কর্নে ওর ফুল কড়ি''
কুসুমিয়া	ওড়না	''...করে মশ্তকের উড়ানি''

আর 'ধামনা' সাপ জলের ভৃঙ্গার ধরে বসল এবং সর্পঅলঙ্কার সহযোগে দেবীর সর্পসজ্জা সম্পূর্ণ তুল। শিব দেখলেন, পরিচয় পেলেন ও সন্তুষ্ট হলেন। (উৎসঃ দেবখন্ডের মা পুথি দে ১নং পুথি) কিন্তু আশুতোষ বাবুর সম্পাদিত অংশে এই বিবৃতির অনেক খানিই অনুপস্থিতি। সেখানে সাপেদের ''আহ্বানের'' কেন প্রসঙ্গ নেই। স্বভাবতই ''প্রস্তুতি''রও প্রয়োজন পড়েনি। শিবের কাছে পরিচয় দিতে দেবী সর্পসজ্জা করতে আরম্ভ করলেন - ''শিবের বচনে পদ্মা করে নানা

বেশ" দু-একটি মিল ছাড়া এই সজ্জার যে বিবরণ আশুতোষ দাস মহাশয় দিয়েছেন, তা আমার সম্পাদিত জগজ্জীবনের কাব্য থেকে পৃথক - যেমনঃ-

১) "কপালে সিন্দুর পরে সিন্দুরিয়া ফণি"
২) "মনিরাজ সর্পে মাথাতে দেয় মনি"
৩) "কুন্ডলিয়া বোরা করে মকর কুন্ডল"
৪) "গহমা গোখুরা সর্পে হৃদেয় কাচুলি"
৫) "সাখিন সর্পতে করে দুই মুঠি শঙ্খ"
৬) "বঙ্করাজ সর্পে দেবী পহ্রে পায়ে বঙ্ক"
৭) "গোয়ালিয়া সার্পে গলাত পহ্রে মালা"
৮) "খরিচ সর্পে তার খেড়ুয়ার মালা"
৯) "ভেমটিয়া কঙ্কণ পহ্রে দোমুখা অঙ্গরি"
১০) "বাঙ্কিনীর কঙ্কণ পহ্রে বাসুয়া বাউরি"
১১) "অহিরাজ সর্প ধরে মাথার উপরে"
১২) "চলিল তক্ষক নাগ সঙ্গের দোসর"
১৩) "ডান্ডাসি সর্পে দেবী হাতে ধরে লাঠি"
১৪) "ধামনা সর্পে করে বসিবার পাটি"

অন্যান্য বর্ননা পাঠান্তর মেনে নিলে প্রায় একই। কিন্তু এই তফাৎটুকু কেন, যদি উভয়ই একই কবির রচনা হয়? পুথি লেখার পর বার বার অনুলিপি হত আর গায়েনদের মুখে মুখে আসরে আসরে এর রূপ বদলাতো বার বার। শ্রব্যকাব্য যখন আসরে গাওয়া হত, তখন পাঠক শ্রোতা এবং সময় ও পরিবেশ বদল হলে এর রচনাংশে অনেক কিছু যোগ হত বা বাদ যেত কালের নিয়মেই। এতে লিপিকর ও গায়েনদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকতো। শ্রাবনমাসের পালাগান মনসামঙ্গল যখন বর্ষার প্রাদুর্ভাবে চারিদিকে সাপের উপদ্রব বাড়তো। তাই "সর্প পরিচয়" অংশ বিভিন্ন পুথিতে, যদি সংক্ষিপ্ত বা বিবৃত নানা ভাবে পাওয়া যায় তবে তাকে স্বাভাবিক বলেই ভাবতে হবে এবং কবির রচনাভুক্ত করে বিশ্লেষণ করতে হবে।

মনও মেজাজ অনুযায়ী একই প্রসঙ্গের বিবৃতি কবি ভেদে পৃথক। যেমন বিপ্রদাসের মনসা চিরনিয়া সাপে কেশচর্চা করেছেন, ভুরু এঁকেছেন কালচিতি নাগে। দাঁত অলঙ্কৃত করেছেন ধবলিয়া চিতিতে। খোঁপার ফুল হিসাবে পড়েছেন উদয়কালকে, গন্ধচিতি দিয়ে কস্তুরি করেছেন আর হালিয়া নাগকে হার করে পড়েছেন ইত্যাদি।

মনসামঙ্গল কাব্যের একটা বড় দিশা বদলের মুহূর্ত্ত হল লখিন্দরের মৃত্যু। যে কারণে মনসামঙ্গল নাট্যগুণসমৃদ্ধ হয়েছে তা হল কাব্যের এই অংশ। এই লখিন্দরকেও হত্যা করেছে দেবীপার্ষদ কালসাপ। কিন্তু দংশনের উপযুক্ত এই সর্পটি নির্বাচনের আগে মনসা একবার তার অনুচরদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত হয়েছে কালনাগিনীকে পাঠানোর। তাই এই পাঠেও পাচ্ছি সর্প বিবৃতি -

"সঙ্কর নন্দিনি বিবাদের কারণে
স্মরণ করিল ফনিগনে।
চলিল জত নাগ করিয়া অনুভাগ
চলিল পদ্মাঁ দরসনে ॥" (ব. পুথি)

এ প্রসঙ্গে কবি যে সব সাপের নাম উত্থাপন করেছেন তারা হল - বাসুকি, উদয়গিরি, তক্ষক, কানিবিসধর, অর্ব্বদ কালি,

অজগর, সঙ্ক, মোহাসঙ্ক, হেঙ্গুলিয়া, হরিতাল, মহাকাল, পান্ডুব, মঙ্গল, দুইজল, ধক্ক, ধর্মাক্ষ, বিরুপাক্ষ, বোড়া, এলুয়া, তেলুয়া, বিগতিয়া, কুন্ডনিয়া, পুন্ডরিয়া, সফরিয়া, আনাদ, মাছুয়া, কাদারিয়া কাল, ভাড়া চিয়েনি, ঢেমনা, কটুয়া, তেখটিয়া, খনতিয়া, গোয়ালিয়া, বিগ্যতিয়া, সবির হেঙ্গুলি, দোমুখা, বাসুয়া, চিতি, ড়াবুগি, খরিস, গৌর গোখুর, জলসুই, গুহিনই ইত্যাদি। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নাম যেমন - বোড়া, কাল, মহাকাল, উদয়গিরি এরকম একাধিক বার উদ্ধৃত হয়েছে। মূল বর্ননার উদ্দেশ্য হল দুটি। এক॥ এদের সংখ্যাধিক্য বোঝানো, যাতে মনসা বাহিনীর বিরাটত্বের আভাস ফুটে ওঠে। দুই॥ একটা ভীষণ রকমের ভয় বা ত্রাস তৈরী করা বর্ননার মধ্য দিয়ে যাতে বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য তেমন কোন বিরাট কবিত্ব শক্তির পরিচয় সংশ্লিট কবি দিতে পারেননি। অনেক বর্ননাই পূর্ববর্তী বিবৃতির প্রায় অনুরূপ। তবে বেশ কিছু সর্পনাম তিনি ব্যবহার করেছেন, যা স্থানভেদে প্রায় একই। উত্তরবঙ্গের সর্প সংস্কৃতিকে মান্য করলে এদের গুরুত্ব দিতে হয়।

গোটা মনসামঙ্গল কাব্য জুড়ে চাঁদের সঙ্গে মনসার বিবাদের চিহ্ন আঁকা আছে। যদিও তার প্রধান "বিবাদিয়া হয় সদাগর চাঁদ", যার হাতে পূজা না পেলে মর্ত্যে তার পূজা প্রচার হবে না। কিন্তু দেবী চন্ডীর সঙ্গে সে ঝগড়া করেছে, যম এর সঙ্গে বিবাদ করেছে, দেবসভায় লখিন্দরের প্রাণ ফেরৎ না দেওয়ার ছলনা করে ঝগড়া করেছে। অর্থাৎ বিবাদ করবার একটা প্রবণতা তার স্বভাবের মধ্যে রয়ে গেছে। মনসা লখিন্দরের প্রাণ হরণ করেছে। কিন্তু যমলোকের নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যুর পর তার গতি হয় যমলোকে এবং যমদূত তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রেও যমদূত লখিন্দরের প্রাণ নিয়ে রওনা হলে পথি-মধ্যে মনসা দূতের কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়েছে এবং যম এর উদ্দেশ্যে গালাগালি করে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে -

"বোলে তোমার জমরাজা আমার কিঙ্কর॥
আর বোলে জমকে কহিও জমদুত।
সাজিয়া আসুক দেখি মরদের পুত॥"

ফলে যম প্রস্তুত হচ্ছে তার রণবাহিনী নিয়ে। এদিকে মনসাও তৈরী সর্প বাহিনী সমেত। আবার সেই অষ্টনাগের সজ্জা। পদ্মা আদেশ করলেন "অষ্টনাগ সাজ মোর পুত"। যম এর সঙ্গে যুদ্ধ তার কাছে একটা বড় - প্রতিযোগিতা -

"বেথ্যা নাম ধরি আমি বিবাদের ব্রহ্মানি
বুঝিব জমের মাঝে কেমন মদ্দানি"

পদ্মা আশি কোটি নাগ এর সকলকে তৈরী হতে বললেন। অর্বুদ নাগ তৈরা হল। তক্ষক নাগ এর সৈন্য সংখ্যা "ব্যালিস কুটি"। তক্ষক হল সেনাধ্যক্ষ, "সাজিল তক্ষক নাগ সভার প্রধানে"। "গম্ভির" এর নাগ সংখ্যা ত্রিসকুটি। ঔদয়গিরি নাগের বিরাট ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন কবি। "পদ্দঁ মোহাপদ্দঁ" -র সৈন্য সংখ্যাও বিয়াল্লিস কোটি। দশ কোটি সংখ্যক কুলিস-কর্কট সজ্জিত হল। কমলা- পদ্ম ও মহাপদ্ম মিলে সৈন্যসংখ্যা হল পাঁচ কোটি। সাতকোটি নাগ নিয়ে সঙ্খ নাগ সজ্জিত হল। অজগর এর সৈন্যসংখ্যা কুড়ি কোটি। আশ্চর্য, সমস্থ বর্ননাতেই অজগরের অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে দক্ষিণে। যেমন - "নিবাস দক্ষিণে" বা "দক্ষিণ দেশে ঘর" এরকম বলা হয়েছে। এটা কবির কল্পনা বা একটা প্রচলিত ধারনা হতে পারে। কারণ এমন কোন তাত্বিক তথ্য নেই যে অজগর সাপ এর অবস্থান দক্ষিণ দেশে। হতে পারে কবি বা লেখকের অবস্থান সাপেক্ষে হয়তো "দক্ষিণাংশে" এই সাপের প্রাবল্য বেশী।

একইভাবে জক্ষনা ও "কাঁলি" সর্পের ও সৈন্য সংখ্যা ত্রিশকোটি। তিমিঙ্গিরা নাগও তৈরী হলো এবং বর্ননা

শেষ হচ্ছে এভাবে -

"ব্যালিস কুটি নাগ জদি করিল সাজন
দেখিঞা পদ্মাঁর মোহা আনন্দিত মন"

লক্ষনীয়, সর্বত্রই সংখ্যাটা কোটির ঘরে। বর্ণনার উদ্দেশ্য হল একটা বিরাটত্ব বোঝানো। তা করতে গিয়ে কিন্তু ভুল-ভ্রান্তিও হয়েছে। যেমন শুরুতে আশি কোটি নাগকে সজ্জিত হতে বলে শেষে বিয়াল্লিশ কোটি নাগকে প্রস্তুত হতে দেখে দেবী কি করে আশ্বস্থ হন অথবা আসরের গায়ক বা শ্রোতারাই বা কি করে সন্তুষ্ট হতে পারেন। তাছাড়া কোটিতে সংখ্যাগুলো যোগ করলে সর্প সংখ্যা যে কয়েকশো কোটি হবে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং অঙ্কের নিয়ম মান্য করে যে সে যুগের আসর চলতো না তা সহজেই বোঝা যায়। মূল উদ্দেশ্য হল বিরাট সর্প সৈন্যের সমাবেশ প্রতিপন্ন করা এবং বলা বাহুল্য কবিরা আসরে তা প্রমাণ করতে সমর্থ হতেন।

সাপের দেবী মনসা "নিজে সর্পরূপা নন"। কিন্তু সাপেরা তার পার্শ্বচর, সহচর ও আজ্ঞাবহ। প্রয়োজনে তিনি তাদের ব্যবহার করেছেন। ধন্বন্তরী সাপের ওঝা, বিষবিদ্যক সমাজের শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু তাকে বধ করবার সময়ও দেবী সর্পসজ্জা ব্যবহার করেছেন -

"সর্পের আসন পদ্যার সর্পের ভুসন।
সর্পের উপর দেবি করিল আসন॥
সর্পের সাপুরা করে সর্পের পিকদানি।
মাথায় ধরিল পুত্র অহিরাজ ফনি॥
পদ্যার আজ্ঞায় নাগ সাজে শ্থানে শ্থানে".....ইত্যাদি

এইভাবে বিপুল সংখ্যক সর্প বেষ্টিত হয়ে দেবী ধন্বন্তরী বধে উদ্যত হলেন। এখানে যে সব সর্প নাম ব্যবহৃত হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা ঐ আগের মতই সংখ্যাও ৫৬ কোটি, ৪২ কোটি, ৩০ কোটি ইত্যাদি। তবে এবারে দেবীর সর্পসাজ শত্রু বধে ব্যর্থ হল। ধন্বন্তরি সাপ ও সর্প বিষ বিষয়ে নির্ভয়, কারণ সে মহামন্ত্র জানে -

"রাঝা বোলে সর্প লঞা কর অহঙ্কার।
দেখি মোর আগে সর্প রহুক তোমায়॥
মোহামন্ত্র ধনন্তরি করিল টালন।
পলায় সকল সর্প চমৎকার মন"॥

অর্থাৎ সর্পদেবীর উপস্থিতি সত্বেও ওঝার সামনে সাপেরা নিজেদের নিরাপদ বিবেচনা করেনি তাই পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। অর্থাৎ মনসা যে ভয়াবহ সর্পরূপ ধরে সকলকে ভয় দেখিয়ে চমৎকৃত করতেন তা ধন্বন্তরী বধের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। পরে দেবীকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

দেবী মনসা কেবল সর্পদেবী নন। প্রজনন শক্তি বা উর্ববতার ধারনার সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে। সাপ বংশবৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে গন্য হয়, সমাজে। সাপের দেবীর সর্পসাজ তাই মনসামঙ্গলের একটি গুরুত্বপূর্ন প্রসঙ্গ। কবি জগজ্জীবন ঘোষাল তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে এ বিষয়ে গতানুগতিক বিবৃতি দিয়েছেন, যা প্রথাগত ও পুচ্ছানুসারী।

(x) মাতুলানী প্রসঙ্গ-

অন্ত্যমধ্যযুগের প্রধান যুগ লক্ষণ হল রুচিবিকৃতি। সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য বিষয়ে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন "সাহিত্য সম্পূর্ন ভাবে ধর্ম কথাশ্রিত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দের অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতায় পুরাণের অথবা ধর্ম

গ্রন্থের অনুবাদ অনুসরণ না হইলে বাহ্যত ধর্মের রঙটুকু মাত্র ফুটিয়াছে, অন্তরে ধর্মের রসটুকু ধরে নাই . . . "(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, অপরাধ, পৃঃ ২৯৪)। কবি জগজ্জীবনের কাব্যও এই সময়েরই রচনা।

কবি জগজ্জীবনের কাব্যে মাতুলালী কৌশল্যাকে লখিন্দর বল প্রয়োগে ভোগ করেছে এমত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। লখিন্দর ১৬ বছর বয়সের নবীন কিশোর। সে যুগের নিয়ম অনুসারে তার বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু বিয়ের রাত্রে সর্পদংশন যোগ থাকাতে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়নি। এমত অবস্থায় দেবী বিষহরি তার মনের আগুনকে উসকে দিলেন পাঠশালায় গিয়ে -

"গুরু স্থানে পড়ে বালা শিশু সঙ্গে করি।
ব্রাহ্মণের কন্যারূপে গেলা বিষহরি॥
কটাক্ষে বালার পানে চাহে ঘনেঘন।
হাস্য পরিহাস্য করে বানিয়ার নন্দন॥"

লখিন্দর মায়ের কাছে গিয়ে বিয়ের বায়না ধরলেন। মা প্রবোধ দিতে লাগলেন। নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে আবার দেবী মনসা লখিন্দরকে উত্তক্ত করে তুললেন -

"নেতা বোলে কামসোনাকে দেহ ডাক।
কোসল্যার মূর্ত্তি ধরি ছলুক বালাক॥"

কৌশল্যা চম্পলার মহাদানীর স্ত্রী, সম্পর্কে লখিন্দরের মামী। মনসার চক্রান্তে এরই রূপধরে "কামসোনা" লখিন্দরের সঙ্গে স্বপ্ন সম্ভোগে মেতে উঠল -

"সপনে বালার সঙ্গে রতি রস করে রঙ্গে
হৃদয়ে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখে দিয়া মুখ চুম্বনে পরম সুখ
ভূজমূলে করিয়া বন্ধন।"

রাত্রি অতিক্রান্ত হল, স্বপ্ন ভাঙ্গলো। লখিন্দর স্বপ্নে পাওয়া হারা নিধির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলো। এদিকে কৌশল্যা পদ্মাবতীর স্বপ্ন দেখে তাঁরই নির্দেশ মত সরোবরে সখি সঙ্গে স্নান করতে চললো। বিপদ-রূপ লখিন্দর সেখানে উপস্থিত! জোড় করে লখিন্দর কৌশল্যাকে ভোগ করেছে পথিমধ্যে। এই অংশের যে বিবৃতি কবি জগজ্জীবন দিয়েছেন তা শালীনতার সমস্থ সীমা লঙ্ঘন করে গেছে। লম্পট উশৃঙ্খল লখিন্দরের লালসার হাত থেকে বাঁচতে কৌশল্যা সব রকমে বাধা দিয়েছে - কিন্তু অসহায় নারীর বিহ্বল চিৎকার কেবল নিস্ফলতাই ডেকে এনেছে। তার সঙ্গীনীরাও তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

"না বোল কুবোল মোরে দুর্লভ লখাই।
মোকে মন্দ বলিতে উচিত তোর নাই॥"

কৌশল্যা আরো বলেছে -

"না বোলিহ ভাগিনা না বোল অনাচার।
মামীকে হরিলে পাপ হইবে তুমার॥"

কৌশল্যা স্বামীর দোহাই দিয়েছে, চাঁদ এর সম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, শেষে ধর্মের দোহাই দিয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। লখিন্দর বলপূর্বক তাকে নির্লজ্জ ভাবে ভোগ করেছে পথিমধ্যে। কবি বেয়াব্রু ভাবে সে বর্ণনাও দিয়েছেন -

"কাচুলি ফেলিয়া কৈল কুচের মর্দন।
কুচের উপরে বালা দিল নখরেখ।
গিরিশৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্র পরতেক॥
অধর চুম্বন করে বান্ধি ভূজপাশে।
পূর্নিমার চন্দ্র যেন রাহুয়ে গরাসে॥
লন্ডভন্ড করিয়া ছিড়িল গলার হার।
বিবিধ প্রকারে বালা ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥"

মনসামঙ্গল দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনীতে পূর্ণ হলেও তা যতখানি ধর্মকথা, তার চেয়েও বেশী লোককথা। রাত জাগা আসরের পাঠক-শ্রোতাদের পছন্দ অপছন্দ ও ছিল ভিন্নতর। কবি জগজ্জীবন তাদের সেই তৃষাই নিবারণ করেছেন কৌশল্যা সম্ভোগ পর্বে। আর যেহেতু সবই দৈব নির্ধারিত, তাই দেবতার দোহাই দিয়ে সহজেই ভার মুক্ত হওয়া যেত। যেমন মনসার চক্রান্তে লখিন্দর উত্তক্ত হয়েছে, মনসার ইচ্ছাতে কামসোনা তাকে ঘুমঘোরে কৌশল্যা বেশে ছলনা করেছেন এবং পদ্মাবতীর স্বপ্নাদেশেই বাস্তবের কৌশল্যা সরোবরে নাইতে গিয়ে লখাই এর মখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এখানে দুটো জিজ্ঞাস্য থেকে যায় - এক॥ মনসা কি দেবী, তাহলে কেমন তাঁর স্বভাব? কৌশল্যাকে তিনি বলেছেন সরোবরে গেলে তার মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। অথচ দেবী মনসার নির্দেশেই তার চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়েছে। অপমানিত কৌশল্যা মিছিমিছি দৈব চক্রান্তের শিকার হয়ে নিজের নারীত্ব পর্যন্ত খুইয়েছে। দুই॥ কেন কৌশল্যাকে বেছে নেওয়া হল লখাই এর ভোগ তৃষ্ণার খোরাক হিসাবে? এর উত্তর লুকানো আসে কাব্যের অভ্যন্তরেই - কৌশল্যা মামী-ভাগিনা সম্বন্ধ উত্থাপন করে অব্যাহতি চাইলে লখাই উত্তর দিয়েছে -

"মামীকে হরিলে রামা দোষ কিছু নাই।
রাধাকে হরিল কৃষ্ণ দেখ শাস্ত্র চাই॥"

অর্থাৎ কাব্যের এই অংশে কৃষ্ণকথার ছাপ পড়েছে। এহেন কৃষ্ণকথা আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কথায় রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক মামী-ভাগিনার, দেহ-সম্পর্ক। জগজ্জীবনের কাব্যেরও বহু বিবৃতি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের অনুরূপ (বেহুলার বাসরের কথাবার্ত্তা)।

এহেন সম্পর্কের আরো উদাহরণ আছে কাব্যের অভ্যন্তরে। "উত্তরবঙ্গের কবিরা লখিন্দরের মামীহরা দোষের কথা বলেছেন। এর সঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে মামা শ্বশুরের প্রতিশোধ নেবার প্রসঙ্গ পাই" (মনসামঙ্গল কাব্যের ত্রিধারা ঃ তুলনামূলক আলোচনা, আদিত্য কুমার লালা, Ph.D. গবেষণাপত্র, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২ পৃ. ১৪৩-১৪৬)। বেহুলা যখন কলার মান্দাসে ভেসে চলেছিল স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে, তখন "মধুদূদণ দানী" তাকে আক্রমন করেছেল। এখানেও সম্পর্ক মামাশ্বশুর ও ভাগিনাবৌ এর।

মধুসূদন দানী মোর প্রভুর হয় মামা।
ভাগিনা বধূর তরে চিত্ত দিল ক্ষেমা॥

(আশুতোষ দাস সম্পাদিত বই, ২য় সংস্করণ পৃঃ ২৮১)

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সম্পাদনা করতে গিয়ে সুকুমার বাবু কয়েকটি অবৈধ সম্পর্ক সূচক শব্দের উল্লেখ করেছেন -

"শ্বাশুড়িয়া", "মমিয়া", "শ্বাশুড়িয়া ঝিয়া মমিয়া" (সুকুমার সেন সম্পাদিত মনসাবিজয়, Introduction pg ii)। তিনি বলেছেন "These statements should not be taken seriously. They are of the nature of magic in cantations giving protection from the Wrath of Manasa or from general evil" (প্রাগুক্ত, পৃ. ii)। এ প্রসঙ্গে বলা যায় - সমাজে অনাচার মূলক অবৈধ সম্পর্কের প্রচলন থেকে থাকতে পারে। হয়তো মনসামঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারায় তার বিস্তার ঘটানো হয়েছে। তবে 'মধুসূদন দানী' যে কৌশল্যা নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবার জন্য বেহুলার ওপর আক্রমন করেছিল (আদিত্য লালা, প্রাগুক্ত গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে) আমাদের সম্পাদিত জগজ্জীবনের রচনা থেকে তেমন উদ্ধৃতি পাইনি। তবে সম্পর্ক এখানেও মামা শ্বশুর ও ভাগিনা বৌ এর। তন্ত্রবিভূতির কাব্যে বেহুলার পরিচয় জ্ঞাত হয়ে দানী লজ্জিত হয়েছে -

সুনিঞা গর্ব্বিত কথা সাধু কৈল হেট মাথা
তুমি মোর ভাগিনা বোহারি।
না জানিঞা কৈলাঙপাপ ক্ষেমা কর অপরাধ
তুমি সেই পতিব্রতা নারী॥

(আশুতোষ দাস সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ পৃঃ ৪১৬)

সুতরাং এ জাতীয় অবৈধ সম্পর্কের কথা উত্থাপিত হলেও উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিরা তাকে কখনো প্রোৎসাহিত করেননি।

আধুনিক গবেষণায় কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে আদি মধ্যযুগের কাব্য বলতে নারাজ। সাক্ষ্য প্রমানাদি সহ সেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে অন্ত্য মধ্যযুগের কাব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন জগজ্জীবন ঘোষাল ও বিষ্ণুপালের কাব্যকালের সমগোত্রীয় রচনা। লখিন্দরের চরিত্রের উপর এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের কৃষ্ণের ছাপ পরেছে। "সপ্তদশ শতাব্দীর শিবায়ণ কাব্য এবং মনসামঙ্গল কাব্যে গ্রাম্যরুচির প্রকাশ আছে। জগজ্জীবন ঘোষালের লখিন্দরের আচরণ, কথাবার্তা দানখন্ডের কৃষ্ণের মতোই" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুনর্বিচার সত্য নারায়ণ দাশ, পুস্তক বিপণি পৃ. ৪৯)। "জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে চাঁদ মনসার কাহিনী নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কবি কৃষ্ণকথার কাছে হাত পেতেছেন। দানখন্ডের কাছে তার ঋন সবচেয়ে বেশি। যে কাব্যের দানখন্ড তাকে এতবেশি প্রভাবিত করেছে তা বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। . . . বিবাহ রাত্রিতে বিহুলা লখিন্দরের কথোপকথন বড়ুর দানখন্ডের আধারে রচিত।" (সত্যনারায়ণ দাস, প্রগুক্ত পৃঃ৬০) বস্তুতঃ বেহুলা বাসরের অনেক উক্তিই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুস্বর -

"কাঁচ ফল ভাঁগলেঁ কিন্তু রস না পাই"
অথবা
অধিক পীড়এ যবে ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহি পাএ মধু কমল মুকুলে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ইত্যাদি বর্ণনার অবিকল প্রতিধ্বনি পেয়েছি জগজ্জীবনের কাব্যে -

"কাঁচা বেল ডালিম্ব খাইতে লাগে কস।
কলিকা কমলে কি ভ্রমরা পায় রস॥

কাঁচা দুগ্ধ খায় যেন পানির সমান।
আউটিয়া খাইলে যেন মধু করে পান॥

বেশ বোঝা যায় কবি বুড়ুচন্ডীদাসের কাব্য দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৌশল্যার বক্তব্যকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকার বক্তব্য দিয়ে সহজেই প্রতিস্থাপিত করা চলে।

সমালোচক বলছেন - "জগজ্জীবন লখিন্দরের চরিত্র শুদ্ধ ভাবে আঁকেননি। সে কোসল্যা নামের বানিয়া কন্যার রূপে প্রমত্ত হয়ে পথে কানন মধ্যে তার প্রতি যে আচরন করেছে, তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের দানখন্ডের কৃষ্ণের আচরনেরই তুলনা দেওয়া চলে"। (সত্যনারায়ণ দাস, প্রগুক্ত পৃঃ ৬৪) এই প্রভাব আসলে যুগের প্রভাব। পার্থক্য হল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ স্বয়ং শক্তিধর - রাধা চন্দ্রাবলীকে সে স্বইচ্ছায় ভোগ করেছে। আর মর্ত্য মানব লখিন্দর জগজ্জীবনের কাব্যে দৈব চক্রান্তের ক্রিড়নক মাত্র - তার স্বেচ্ছাচারীতাও এখানে দৈব নির্বন্ধ মাত্র।

(xi) জগজ্জীবনের কাব্যের মুদ্রিত পুথির নকল-

রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" (১৮৭২) মনসামঙ্গলের কবি হিসাবে একমাত্র কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে উত্তর বাংলার কবি হিসাবে "জ্ঞাতপূর্ব" হয়েও বহুদিন "অবজ্ঞাত" (আশুতোষ দাস, ভূমিকা, বিবরণ অংশ) থেকে গেছেন জগজ্জীবন ঘোষাল।

কবি জগজ্জীবনের কব্যের "দেবখন্ড" ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। তাঁর প্রমাণ পাই, পরবর্তীতে আবিষ্কৃত, সংগৃহীত অধিকাংশ পুথিই কেবল বণিক খন্ড সম্বলিত। আসর নির্ভর মনসাগানের শ্রোতারা বেহুলা লখিন্দরের মহাকাব্যিক কাহিনী শুনতেই বেশী পছন্দ করছিলেন। শিবের ঘরকন্না, গৌরির বিবাহ, গঙ্গার মাহাত্ম্য, নারদের ভাঁটপনা বা কপিলা-মনোরথ-জালুমালুর গল্প আর জনজীবনে ততখানি সমাদর লাভ করছিল না। বণিক খন্ডের কোন কোন অতি জনপ্রিয় পালা যেমন বেহুলার বাসর সজজা ইত্যাদি নাট্যরূপ পাচ্ছিল। (কবি জগজ্জীবনের ভণিতাযুক্ত এমনই একটি নাট্যরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শিলিগুড়ি শাখায় নকলীকৃত অবস্থায় পেয়েছি, খাতার নম্বর ৮২ (খ), ৮৩ (খ))। এমত অবস্থায় প্রাপ্ত পুথির মধ্যে জনপ্রিয় বণিক খন্ডের পুথির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

ছাপাখানা আসবার পরে বটতলাতে বহু জনপ্রিয় বই ছাপানো হত বলে জানা যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যও একসময় বটতলায় ছাপা হয়েছিল। প্রাপ্ত জগজ্জীবন ঘোষালের পুথি গুলির মধ্যে এমনই একটি সংগ্রহ পেয়েছি, যা কোন মুদ্রিত বই এর নকল। পুথিটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ, ক্রম সংখ্যা ৪৫৪, অর্বাচীন বাংলা হরফে এটি নকল করা হয়েছে। পুথির প্রথম ও শেষ পাতা আছে। পুরো অংশটি কালো কালিতে লেখা, শেষের ১-১/২ পাতা নীল কালিতে নকল করা। পুথির আখ্যা পত্রে লেখা আছে -

মনসার পুস্তক
বালার জন্ম অবধি মনসা দেবীর পূজা পর্যন্ত
জগত-জীবন
শ্রী মহেশচন্দ্র তা...র...কেতৃক মুদ্রিত
সন ১৩.../ং.১২...।
মূল্য ১/০৭ সীকা মাত্র

পষ্পিকাতে মহেশচন্দ্র তালুকদার এর নাম স্পষ্টাকারে পাই, পুথিটির "লিখক" হলেন "মহুয়া"। আখ্যানটিকে "খোলসা মিলন গীতিকা" বলে শেষ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। মালদহ ও দিনাজপুর এর উল্লেখ আছে। ছিন্নপত্রে সময় এর উল্লেখ আছে এইভাবে - "সাল...এগার সন ও সাল ১২ই জৈষ্ঠ"।

পুথিতে ন্যায্য মূল্য লেখার রীতি ছিলনা। এই নকলটিতে মূল্য দেওয়া আছে। স্পষ্টতঃই কোন ছাপা পুথির নকল এটি। হতে পারে তা কোন বটতলার ছাপা। অর্বাচীন হাতে লেখা, আধুনিক কালেও নীল কালির এই নকলটি জনৈক মহেশচন্দ্র তালুকদার কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল ১৩১১ সালের ১২ই জৈষ্ঠ্য। জগজ্জীবনের কাব্যের মুদ্রিত পুথির নকল হিসাবে বইটির মূল্য আছে।

(xii) পুথিতে ব্যবহৃত পুষ্পচিহ্ন -

মধ্যযুগের সাহিত্য পুথি নির্ভর সাহিত্য। পুথির ওপর নির্ভর করে তা একাল পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাই পুথি লেখায় (অনুলিপিতে) হাতের লেখার একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকতো। স্বল্পশিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞাণ সম্পন্ন কিছু মানুষ, সুহস্তাক্ষরের অধিকারী হবার দাবীতে অনেক সময় লিপি করবার দায়িত্ব পেতেন। কাগজ সুলভ ছিলনা, কলম বা কালিও ছিল দুর্লভ, এমন অবস্থায় বাঁশের লাঠিতে লাইন রক্ষা করে এইসব লিপিকরেরা কয়েকশ' বছর ধরে যে অক্ষর ছাঁচ ফুটিয়ে তুলেছেন, তা এযুগের কাছেও এক অতি বড় বিস্ময়।

'মনসামঙ্গল' এর অসংখ্য অনুলিখন হয়েছে। জনপ্রিয়তার জন্য এ কাব্য ষট্পদী বা বাইশা হিসাবে সম্পাদিতও হয়েছে বহুবার। জগজ্জীবনের কাব্য পুথিতেও এর ব্যতিক্রম দেখি না। লিপিকর ও গায়েনরা নিজের নিজের প্রয়োজন মত কবি জগজ্জীবনের কাব্যকে অনুলিপি করেছেন। মনমামঙ্গলের বণিকখন্ড সমাজে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করায় অধিকাংশ পুথিই পেয়েছি বেহুলা লক্ষ্মীন্দর পালার। পাঠক-শ্রোতার আসরে দেবখন্ডের জনপ্রিয়তা যে ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল তা বেশ বোঝা যায় দেবখন্ডের পুথির স্বল্পতা দেখে। এইসব অনুলিপিকৃত পুথিতে বেশ কিছু "পুষ্পচিহ্ন" পেয়েছি। কোথাও এ পুষ্পচিহ্ন পড়েছে ভণিতার শেষে, কোথাও ধ্রুবপদের আগে ও পরে, কোথাও পাতার সমাপ্তিতে বা প্রারম্ভে, আবার কোথাও প্রসঙ্গের শুরুতে বা শেষে লিপিকরেরা পুষ্পচিহ্ন দিয়েছেন। আমি দেব বা বণিক খন্ডের যে কটি পুথি পেয়েছি, তার প্রায় সব পুথিতেই এই চিহ্ন আছে।

বাংলা পুথিতে চরণের শুরুতে বা শেষে যে বিশেষ একধরনের ফুলের মতন চিত্রাঙ্কন প্রায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, তাই-ই 'পুষ্পচিহ্ন'। এই চিহ্ন দলযুক্ত বা দলহীন ফুলের মত। দলযুক্ত পুষ্প একদল, চারদল, পাঁচদল, ছয়দল, সাত বা আটদল পর্যন্ত হতে পারে। ডঃ স্বাতী দাস সরকার লিখেছেন — " .... যতগুলি পুথি দেখেছি তাতে নয়, দশ বা এগারো দলের পুষ্প দৃষ্টি গোচর হয়নি। একই পুথিতে ফুলের মতন পুষ্প যেমন দেখেছি, সেইরকম আবার দলবৃন্তহীন শূন্যের মত পুষ্পও দেখেছি।" (বাংলার পুথি বাংলার সংস্কৃতি, ডঃ স্বাতী দাস সরকার, সাহিত্যলোক, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৫১)। পুষ্পিকা পুথির তথ্য সমৃদ্ধ শেষ পাতা, তাই তার পরিসর সীমিত। কিন্তু পুষ্পচিহ্নের দ্বার অবারিত। সমগ্র পুথিজুড়ে লিপিকর এই চিহ্ন ব্যবহারের সুযোগ পান।

চর্যাপদের পুথিতে কোন পুষ্পচিহ্ন নেই। এ বিষয়ে ডঃ দাস সরকার দেববাদ ও গুরুবাদের বিভাজন রেখা দিয়ে পুষ্পচিহ্নের ব্যাখ্যা করেছেন। "পুথিকে কবি বা লিপিকরগণ দেবতার মত সম্মান করতেন। চন্দন মিশ্রিত ফুল দেবতার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। পুথি যেহেতু দেবতার বেদীতে স্থান পেতো, সেহেতু ঐ চন্দন মিশ্রিত ফুল পুথিতে সমর্পিত হ'ত — এই ভাবনাকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে পুথিতে পুষ্প চিহ্নের ব্যবহারে। মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত দেবভাবনা মূলক। দেবতা কখনও পৌরাণিক, কখনও লৌকিক। এর সঙ্গে মিশেছে চৈতন্য ভাবনা তথা বৈষ্ণব ধর্ম। পুষ্প চিহ্নের সূত্রপাত এই দেবাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্য থেকে। গুরুবাদী চর্যাগানে তাই পুষ্পচিহ্ন নেই।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২) অর্থাৎ পুথিকে কেবল বাইরে থেকেই অর্চনা করে ক্ষান্ত হননি মানুষ, তাই আরাধনার ফুল ভেতরেও এঁকে দিয়েছেন, এথেকেই পুষ্পচিহ্নের অবতারণা। বলতে বাধা নেই পুথির অভ্যন্তরস্থ পুষ্পচিহ্ন পুথি-লিখন যুগের একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের দলিল।

ভিন্ন ভিন্ন লিপিকর নিজ নিজ পছন্দ ও শৈলী অনুযায়ী পুথিতে পুষ্পচিহ্ন দিতেন। কবি জগজ্জীবনের কাব্যের বেশ কয়েকজন লিপিকর এর অনেকগুলি খন্ড খন্ড পুথিতে পুষ্পচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। এই সব ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে যেমন যেমন পুষ্পচিহ্ন অঙ্কিত অবস্থায় দেখেছি তার একটি তালিকা নিচে দিচ্ছি —

পুথি	পুষ্পচিহ্ন	মন্তব্য
	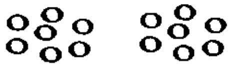	ভণিতার পর ধ্রুবপদের আগে ব্যবহৃত হয়েছে বহু জায়গায়।
	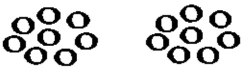	ভণিতার পর ধ্রুবপদের আগে ব্যবহৃত হয়েছে বহু জায়গায়।
	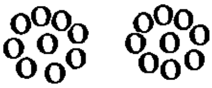	ভণিতার পর ধ্রুবপদের আগে ব্যবহৃত হয়েছে বহু জায়গায়।
	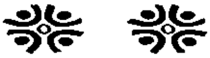	ভণিতার পর ব্যবহৃত হয়েছে
		ভণিতা, ধ্রুবপদ নেই। প্রসঙ্গের মাঝখানে বিরাম নেবার জন্য এই চিহ্ন পেয়েছি।
দে$_1$, দে$_2$ নং দেবখণ্ডের পুথি	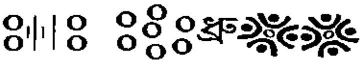	পাশাপাশি দুটি চিহ্ন পেয়েছি।
	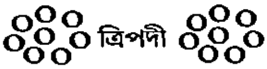	
	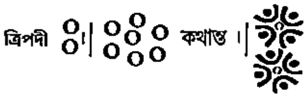	যেন ছন্দটিকে চিহ্ন দিয়ে বিশেষিত করা হচ্ছে।
	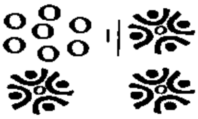	
		পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ শেষ করা হয়েছে এই সব চিহ্ন দিয়ে।
		অল্প কয়েকবার এই চিহ্নটি পেয়েছি।
		অল্প কয়েকবার এই চিহ্নটি পেয়েছি।
ব$_1$, ব$_2$, ব$_4$ নং বণিকখণ্ডের পুথি	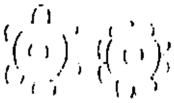	ধ্রুবপদের পর কোথাও কোথাও এই চিহ্ন পেয়েছি।
		ধ্রুবপদের পর কোথাও এই চিহ্ন পেয়েছি।
	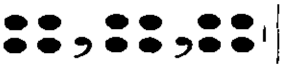	ত্রিপদীর মাঝখানে কোথাও, এই চিহ্ন পেয়েছি

পুথি	পুষ্পচিহ্ন	মন্তব্য
	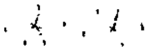	লাইনের মাঝখানে এ পাতা থেকে অন্য পাতায় যেতে এই চিহ্ন পেয়েছি
		ধ্রুবপদের পরে এরকম চিহ্ন দিয়েছেন লিপিকর
	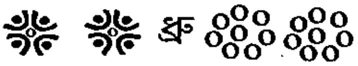	প্রসঙ্গ সমাপ্তির পর এমন চিহ্ন পেয়েছি
		প্রসঙ্গ সমাপ্তির পর এমন চিহ্ন পেয়েছি
		চৌপদী ছন্দের ক্ষেত্রে এই চিহ্নগুলি পেয়েছি।
	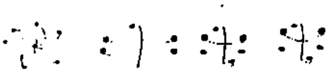	চিহ্নগুলি পূর্নচ্ছেদ এর কাজ করেছে কোথাও কোথাও।
		'কন্ত্রছন্দ' শিরোনামের লিখিত অংশে এই সব চিহ্ন পেয়েছি।
		ধ্রুবপদের আগে ভণিতার পরে কোথাও কোথাও এই রকম চিহ্ন আছে
	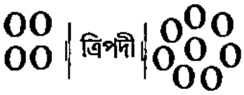	কথান্ত ছন্দ লিখতে গিয়ে এইরকম চিহ্ন পেয়েছি।
	* * *	ভণিতার পর এবং ধ্রুবপদের মাঝখানে এই রকমচিহ্ন পেয়েছি। ডঃ স্বাতী দাস সরকার এগুলিকে "পুষ্পচিহ্নের রূপ নয় পুথি অলঙ্করণ" বলতে চেয়েছেন। (উক্ত, পৃঃ ৫৮)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহ	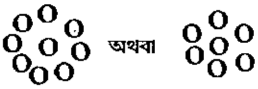	পুথিতে অধিকাংশ স্থলে এইরকম পুষ্পচিহ্ন লক্ষ্য করেছি।
		দিসা লেখার পর এই চিহ্ন ব্যবহৃত

পুথির যুগ মুদ্রণযন্ত্রের পূর্ববর্তী যুগ, যখন হাতে লেখা নকল তস্য নকলকে সম্বল করে সাহিত্য ভান্ডার অগ্রগামী হয়েছে। চর্যার গানগুলি পৃথক পৃথক সাধন সঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ, তাই পুষ্পচিহ্ন দিয়ে এদের আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়নি অথবা সেইযুগে হয়তো অনুলিখন শিল্পে পুষ্পচিহ্নের প্রচলন হয়নি ! কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে তিন প্রকারের পুষ্প দেখা যায়। একদল, চারদল এবং আটদলের পুষ্প" ... "একটি খন্ড শেষ হচ্ছে যেখানে, সেখানে যেমন পুষ্প আছে, তেমনি একটি খন্ড আরম্ভ হচ্ছে যেখানে, সেখানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুষ্প আছে ... " (ড. দাস সরকার প্রগুক্ত পৃ. ৫২) অর্থাৎ বিশেষভাবে মনোযোগ দিলে বোঝা যায় ছেদ ও যতি চিহ্নের যখন বহুল ব্যবহার হয়নি, তখন লিপি করেরা এই সব পুষ্পচিহ্নকে অনেকটা পর্ব বা অধ্যায়ের বিভাজন রেখা রূপে ব্যবহার করতেন।

দ্বিতীয় আর একটি দিক থেকেও পুষ্পচিহ্নের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল পুথির সৌন্দর্যের দিক। মাপা মাপা গোটা অক্ষরে লিপিকররা লিখতেন, লাইন রক্ষা করতেন বাঁশের লাঠি দিয়ে। কখনো লেখার টেবিলেই দাগ কাটা থাকতো অক্ষর ছাঁচ তার বাইরে যাবার উপায় ছিলনা। এমত অবস্থায় একটি লাইনের শেষে বা পৃষ্ঠার সমাপ্তিতে বা শুরুতে যে জায়গা অতিরিক্ত হয়ে যেত, লিপিকরেরা প্রায়শঃই তা পূরণ করে দিতেন পুষ্পচিহ্ন দিয়ে। জগজ্জীবনের কাব্যের সুহস্তাক্ষর যুক্ত সবকটি পুথির নকলেই লাইন এর সমাপ্তি এবং পৃষ্ঠা শেষের ফাঁকা অংশ ভরাটের কাজে এই পুষ্পচিহ্ন ব্যবহৃত হতে দেখেছি- যেমন দে$_১$, দে$_২$, ব$_১$, ব$_২$ ইত্যাদি পুথি। সুতরাং এক্ষেত্রে পুষ্পচিহ্ন পুথির সজ্জা, তার অভ্যন্তরীন বিন্যাস, তার অলঙ্করন।

পুষ্পচিহ্ন কবি বা লিপিকরের সৃষ্টি। যদি মূল কবির হাতে লেখা পুথি আমাদের হস্তগত না হয়, তাহলে এই লিপি করেরাই ভরসা। সংযোজন-বিয়োজনের মধ্যদিয়ে এইসব লিপিকরেরাই সাহিত্য সম্ভারকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেছেন। "মুদ্রাযন্ত্র আসার আগে এঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে"। (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, উদ্ধৃতি অচিন্ত্য বিশ্বাস, বাংলা পুথির নানা কথা, জিজ্ঞাসা, ১৯৯৬, পৃঃ ১৫)। সুতরাং পুষ্পচিহ্নের ওপর যুগ ও কালগত প্রভাবের যে বিশেষ গুরুত্ব আছে তা ভাবতে হবে। বিশেষতঃ পুষ্পচিহ্ন অনুলিপি হতো কিনা জানা নেই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির মাত্র একটি অনুলিপি পাওয়া গেছে, তা-ও খন্ডিত। এর তেরোটি খন্ডে পুষ্পচিত্রাঙ্কণ আছে মোট ষোলটি। এই "পুষ্পবিন্যাস" একরকম "চমকপ্রদ পদপেক্ষ"। "প্রথমখন্ড জন্মখন্ড শেষ হয়ে তাম্বুলখন্ড যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানে যে ধরনের পুষ্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক বংশীখন্ডের সমাপ্তি ও রাধা বিরহ খণ্ডের আরম্ভ সেই স্থানেও একই পুষ্পচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে ....। কবি বা লিপিকর যেন পুষ্পবিন্যাসে এই আরম্ভ ও শেষের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করেছেন।" (ড. দাস সরকার, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪) এই পুষ্পচিহ্নের সহায়তায় আমাদের পুথি অভ্যন্তরস্থ এই সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করতে হবে। সুতরাং পুথির পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি এই পুষ্পচিহ্নগুলিকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

কোন কোন গবেষক জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এর তুল্য-মূল্য বিচার করে উভয়কে সমকালীন রচনা বলে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুনর্বিচার, ড. সত্যনারায়ণ দাস) আমাদের সবিনয় মতামত হল যে এই বিচার বিশ্লেষণে উভয় কবির আবিস্কৃত পুথির পুষ্পচিহ্ন গুলির আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, গড়ন ও ব্যবহার ভঙ্গির মধ্যেও একটা প্রতিতুলনা করা সম্ভব — যা থেকে হয়তো আরও কিছু সত্য সমুদ্ভাসিত হতে পারে।

"অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা পুথি লিপিকৃত হওয়ায় পুষ্পচিহ্ন ব্যবহারে নিপুনতার অভাব লক্ষিত হয়" (ড. দাস সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬)। অন্ততঃ জগজ্জীবন ঘোষালের অনুলিপিকৃত পুথিগুলির ক্ষেত্রে এই অভিযোগ প্রযোজ্য নয়। তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত পুষ্পচিহ্নগুলির মধ্যে গতানুগতিকতা ছাড়াও আছে কিছু কিছু অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস। যেমন বাংলার অশিক্ষিত তাঁতি মসলিন বুনে জগত বিখ্যাত হয়েছিলেন, তেমনই এই সব লিপিকরদের অঙ্কিত পুষ্পচিহ্নগুলিও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, যাদের কোনভাবেই খাটো করতে চাইনা।

"... বৈষ্ণব পুথিতে পুষ্পচিহ্ন যত্নসহকারে চিত্রিত করা হতএর কারণ প্রধানত শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন লিপিকররা পুথি নকল করতেন। ... চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও এই রীতি খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মনসামাঙ্গল কাব্যে তা নেই"। (ড. দাস সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯)। প্রশ্ন থেকে যায় মনসামঙ্গল কি কেবল অসংস্কৃত জনেরই লিপিকৃত রচনা? যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ছাড়া এই মতামত মেনে নেওয়া যায় না। বরং ভাবতে হবে বৈষ্ণব সাহিত্য মূলতঃ শাস্ত্রগ্রন্থ আর মঙ্গলকাব্য লোকপুরাণ। বিশেষতঃ দেবী চণ্ডীর মত কোন পৌরানিক প্রতিষ্ঠা দেবী মনসার ছিলনা। সুতরাং ব্রাত্যজনের সাহিত্য মনসাপুরাণ লোকধর্ম ও বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সেখানে স্বল্প বা অধিক শিক্ষার গর্ব ভিত্তিহীন।

"প্রত্যেক যুগের লিপির ... দুটো দিক — লিপির বৈশিষ্ট্য, লিপিকরের বৈশিষ্ট্য। একটা ফর্ম আর একটা স্টাইল।" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৪-২৫) ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ফর্মকে "লিপিকলা" এবং "স্টাইল" কে লিপিশৈলী বলেছেন (ড. বিশ্বাস, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪)। পুথির যুগের এইসব পুষ্পচিহ্নেরও নিশ্চয়ই দুটো দিক ছিল — একটা ব্যক্তিগত বা স্টাইল, অপরটি যুগগত বা ফর্ম। জগজ্জীবনের কাব্যপুথিগুলিতে এই ফর্মের সঙ্গে স্টাইলেরও প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। পুষ্পচিহ্নের ফর্মকে গ্রহণ করলে লিপির কালকে ধরা যাবে আর স্টাইলকে গুরুত্ব দিলে সৌন্দর্য্য সুধারস পান করা যাবে।

(xiii) কবিত্ব-

কবি জগজ্জীবন মনসামঙ্গল কাহিনীর আদ্যপ্রান্ত বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্য আকারে বড়। কাব্যে ভণিতাতে লিখেছেন কবি -

শ্রীজগত জীবন কবিত্ব বিচক্ষণ
রচিল নৌতন কবি।

যদিও প্রথাগত সাহিত্যে সুন্দর কবিত্ব সৃষ্টির সুযোগ কম, তবু কবি জগজ্জীবন সচেতন প্রয়াসে তাতে কিছু কিছু প্রতিভার স্পর্শ রেখেছেন।

তন্ত্রবিভূতি প্রতিটি গানকে রাগ ও তালে বেঁধে দিয়েছিলেন। জগজ্জীবনের কাব্যে এমন কোন নজির নেই। কিন্তু কোন কোন জায়গায় কবি রাগও তালের উল্লেখ করেছেন। বাণিয়া খন্ডের ২০৭ নং গানের পাহাড়ি রাগ এর উল্লেখ আছে। গানটি আবেগাত্মক। মঞ্জুসে ভাসমান বেহুলার কথায় বিশ্বাস পায়নি সঙ্ক সদাগর। তার আবেগাত্মক কাতর অনুণয় উপভোগ্য -

জাত তোমার আছে বয কেন মৈল প্রাণেশ্বর
বিধবা হইলা পতিব্রতা।
সুন্দরিহে সতির স্বামি কি মরে॥

না জানি কি অভিসাপ কি তুমি করিলে পাপ
লজ্জায় ভাস জলের উপর।
কন্যাহে নারি হইঞা সহ্য আছে কার॥

বেহুলা দেব সভায় সুন্দর নৃত্য করে শিবকে সন্তুষ্ট করে তবে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। কবি লিখেছেন -

সুর মালৌ পিয়া গায় ঘন ঘন নাইচা যায়
ঘনে ঘনে পদে দেয় টিপ।

কবির ছন্দ বোধ ও মাত্রা জ্ঞানের পরিচয় কাব্যের অভ্যন্তরে পেয়েছি। কাব্যে পয়ার ত্রিপদী, চৌপদীর সুন্দর নমুনা আছে -

নৃর্ত্ত করে নির্ম্মল সুন্যে চলে চঞ্চল
খঞ্জন জিনিঞা সিগ্রগতি।
হংস গমনে গমনে রূপবতি॥

এক জায়গায় পেয়েছি কস্র ছন্দ। কাব্যের একটি প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে গানটি লেখা হয়েছে "কথান্ত ছন্দ" বলে। লখিন্দর জীবিত হয়ে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে ও আশ্বস্থ হয়েছে। গানটি ত্রিপদীতে লেখা -

শুনিয়া দেবের বাণি বাণিঞার শিরোমণি
কান্ধে লয়া মৃদঙ্গ বাজায়।
দেবের সমাঝ মাঝে বেললি এ নৃর্ত্ত পরে
রেবতির নন্দন কবি গায়॥

কবির চরিত্রজ্ঞান ছিল অপার। অনমনীয় চাঁদ সদাগর এর ব্যথিত পিতৃহৃদয়ের ছবি এঁকেছেন কবি জগজ্জীবন

ভাসে পুত্র বধু খানি অসার সংসার জানি
সোকে চান্দো কান্দে উচ্চ শ্বরে।
হায়রে দারুণ বিধি সাগরে ভাসাইলাঙ নিধি
কিনিঞা বঞ্চিব গিয়া ঘরে॥

জগজ্জীবন তুলনা নিয়েছেন দৈনন্দিন লোকজীবন থেকে। তাঁর ব্যবহৃত উপমাগুলি সহজ সরল ও জীবনমুখি। চাঁদ এর চৌদ্দ ডিঙ্গা জলে ডোবার পর কবি সদাগরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে -

জলের উপরে চান্দ টেপা মৎসা ভাসে।
রথ ভরে পদ্মাবতী মনে মনে হাসে॥

শিব এর প্রসঙ্গে পার্ব্বতীর মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন -

কেহ কিছু বলিলে বনের ব্যাঘ্র গর্জ্জে।
আপনে চড়াইঞা খোলা ভাঙ্গ ধুতুরা ভাজে॥

বন্দনা অংশে গণপতির স্তুতি পড়লে জগজ্জীবনের পান্ডিত্য সম্মর্কে অনুমান করা যায় -

বহু সামাজিক রীতি-নীতি আদব-কায়দার বিবরণ আছে জগজ্জীবনের কাব্যে। দুর্গার বিয়েতে বর বরণের দৃশ্য সমাজ মনস্কতার পরিচয় পাই -

জামাতার মাথাতে দেয় দুর্ব্বা আর ধান।
নিছিয়া ফেলায় কলা আর গুয়াপান॥
অলুলু মঙ্গল জয় ত্রিজগতে করে।
চুমায়া লইল ছায়া মন্ডপের তলে॥

জগজ্জীবনের কাব্যে বেশ কিছু মধ্যযুগীয় শব্দ পেয়েছি যাদের ধ্বনি সুষমা অনবদ্য। যেমন - চুরমাচার, বজর লাথি, উশমন্ত, উরুটি, মৃটায়ে, অনাস্থলে, মনুমান, মুকমাঞি, ধাকুড়ে, শেজাযে, পুনা, আসোয়ারি, খঙ্কার, বাহুড়িয়া ইত্যাদি। শব্দসূচীতে এ সবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। বহু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে কবি কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। যেমন অকুমারী, করন্ডি, কয়ালি, চচা ইত্যাদি। বেশ কিছু বিশেষ প্রয়োগের উল্লেখ করছি কবির -

বাছারু	-	বাছারে অর্থে
নিজাইবো	-	নিয়ে যাব অর্থে
উড়িয়া পইল	-	উড়ে পড়ল অর্থে
আজিয়া	-	আজীবন অর্থে
লিজা	-	নিয়ে যা
কুন্দাই	-	ছুতার অর্থে
দেবরী	-	দেবী অর্থে

সালাম, উতরে, আফোরসাল, মোচ্ছাবি, পজার, ইজার, কুঁয়র প্রভৃতি অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ জগজ্জীবনের কাব্যে ব্যবহৃত হতে দেখি। শব্দ প্রয়োগে তাঁকে একজন নির্মাণশীল কবি বলে মনে হয়।

কাব্যের মূল চরিত্রগুলিকে কবি বেশ কিছু বিশিষ্ট নামে অভিহিত করেছেন দেখি। যেমন -

মনসা - শঙ্কর নন্দিনী, ব্রহ্মানী, বিসহরি, বিষকান্তা, শঙ্কর প্রাণ দাতা, ব্রহ্মময়ী, দিশ ঈশ্বরী, চেঙমুড়িকানি, পাষন্ডি (উষা বলেছে), ধামনা ভাতারি, জগত গৌরি ইত্যাদি

চাঁদ - সাধু, দন্ডধর, বাণিয়া, সদাগর ইত্যাদি

বেহুলা - বিদ্যাধরি, টেন্টনি, বেললি, বেননী, বাণিয়ানী, বালী ইত্যাদি

লখিন্দর - লখাই, বালা, বান্যা ইত্যাদি

সণেকা - নিষ্ঠাবানি, বাণিয়ানি ইত্যাদি

পরিশেষে, জগজ্জীবনের কাব্য সহজ সরল ও সাবলীল। গ্রাম বাংলার মাটির মানুষের উপযোগী করে তিনি ভাসান লিখেছিলেন, উত্তরবঙ্গে আজও যার জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ।

অধ্যায় - ৫
আমাদের সম্পাদনার সাথে পূর্ববর্তী সম্পাদনার তুলনা

কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির একটি রিভিউ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ তে লন্ডন থেকে (by T.W.Cleark, Centre for Asian & African Studies, London University)।

পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে জগজ্জীবন ঘোষাল রচিত আরো কিছু পুথি সংগৃহীত হয়। আমরা গবেষণা কাজে সেইসব পুথির ওপর নির্ভর করেছি। আর, যেহেতু জগজ্জীবন কাব্যের দেবখন্ড ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল, তাই দেবখন্ডের কয়েকটি গান, যা অন্য কোথাও পাইনি, তার, জন্য মুদ্রিত আশুতোষ বাবুর বই এর ওপর নির্ভর করেছি। এছাড়া পাঠ্যান্তর ও অন্যান্য কাজেও বইটি থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছি। সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। আবার বেশ কিছু জায়গায় আমরা সহমত হতে পেরেছি। যেমন ঃ-

পার্থক্যঃ-

(১) আশুতোষ বাবু জগজ্জীবনের কাব্যে 'বন্দনা' অংশ পাননি। তাঁর কাব্য শুরু হয়েছে চার পঙক্তির মনসা স্তুতি দিয়ে। এটি আবাহন। মঙ্গলকাব্য সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বন্দনা গান দিয়ে আরম্ভ হয়। আমরাও একাধিক পুথিতে এরূপ বন্দনা পেয়েছি। মোট আটটি বন্দনা আছে আমাদের কাব্যে। এর মধ্যে একটি সর্বদেব-দেবী বন্দনা বা বেড়া বন্দনা। মনসা বন্দনাটি ধ্রুবপদ যোগে গীত একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত। গণেশ, কালী ও মনসা বন্দনা একাধিক পুথিতে ভিন্নতর রূপে পেয়েছি। সেগুলি পরিশিষ্টে রেখেছি।

(২) কাব্যের পরবর্তী অংশ "অথ দেবখন্ড" রূপে লিখিত হয়েছে। জগজ্জীবনের কাব্যের দেবখন্ডের পুথি সংখ্যায় স্বল্প। আমরা মোট চারটি পুথিতে দেবখন্ড পেয়েছি। যার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলকাতা) এর একটি পুথির কয়েকটি ছিন্ন পাতাও রয়েছে। তন্ত্রবিভূতির কাব্যের দেবখন্ড বিস্তৃত, জগজ্জীবনে দেবখন্ড স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং তাও ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাওয়াতে মনে হয় সমাজে বেহুলা-লক্ষীন্দর কাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি দেবখন্ডের প্রচারকে রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। তাই নকলের সময় দেবখন্ড ব্যতিরেকেই পুথিগুলি নকলীকৃত হচ্ছিল। এমনকি তন্ত্রবিভূতির কাব্যের বণিক খন্ডেরও অনেকটাই কবি জগজ্জীবনের রচনা বলে অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৪২)। বস্তুতঃ একই অঞ্চলের উভয় কবির কাব্য পঙক্তির মধ্যে মিলও প্রচুর। এ বিষয়ে লিপিকর ও গায়েনরাও যে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন তা বলা বাহুল্য। কিছু কিছু গান আশুতোষ দাসের বই এবং কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ছিন্ন পত্র গুলিতে পেয়েছি। সে ক্ষেত্রে অধ্যাপক দাসের বই থেকে পাঠ গ্রহণ করেছি, পাঠান্তর দিয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের।

(৩) আমাদের কাব্যের তিনটি অংশ (ক) বন্দনা, (খ) দেবখন্ড, (গ) বাণিয়া খন্ড। আমরা গানগুলিকে পৃথক পৃথক সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করেছি। ড. আশুতোষ দাশের বইতে দেবখন্ডের মোট গান ছিল ৯৭ টি তার বাণিয়া খন্ডের গানের সংখ্যা ২২৬। আমাদের সম্পাদিত বইতে দেবখন্ডের গান আছে ১০৭ টি, বাণিয়া খন্ডের সঙ্গীত সংখ্যা, ২৮২ টি।

(৪) আমরা জগজ্জীবনের একটি ছাপা পুথির নকল পেয়েছি। বিবরণ সহ তা উল্লেখ করেছি। অধ্যাপক দাস কৃত সম্পাদনা কর্মের আগেও যে জগজ্জীবনের কাব্য মুদ্রিত হয়েছিল, এ তথ্য নূতন।

(৫) পাঠান্তর বিষয়ে আমাদের সম্পাদনা রীতি ভিন্ন। মূল পাঠ স্থির করে আমরা একাধিক পুথি থেকে পরিবর্তিত পাঠ গ্রহণ করে পাঠান্তর দিয়েছি। ফলে কাজটি দীর্ঘ পরিশ্রম সাপেক্ষ হয়ে পড়েছিল। পাঠান্তরটি আমরা সংশ্লিষ্ট গানের নীচেই পরপর সন্নিবিষ্ট করেছি। ফলে পড়তে গেলে উৎসুক পাঠককে বার বার পাতা উল্টিয়ে পেছনের পৃষ্ঠায় যেতে হয়না। অতিরিক্ত প্রসঙ্গ ও গানগুলি পরিশিষ্টে সাজিয়ে দিয়েছি।

(৬) আমাদের সম্পাদিত বই এর মূল কাব্যের বানান পুথির অনুরূপ বা অবিকৃত। এ বিষয়ে যে পাঠ পেয়েছি তাই অবিকল অনুসরণ করেছি। কারণ পুথির যুগ ভিন্নতর যুগ। তখনও বাংলা ব্যাকরণ মানুষের হাতে পৌছায়নি। এমন অবস্থায় অল্প শিক্ষিত বা প্রায় অশিক্ষিত, মাত্র অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরা যে বানানরীতি অনুসরণ করতেন তাও পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে। তাই পুথির পাঠকে বানান সংশোধনের নামে কোথাও শোধরানো হয়নি। দু-এক জায়গায় প্রস্তাবিত শুদ্ধ পাঠ তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা অধ্যাপক অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য্যের মতের সঙ্গে সহমত। তিনি বলেছিলেন - "... গ্রন্থ সম্পাদনায় আমরা সর্বদা পুথির মূল পাঠকেই টেক্সটে গ্রহণ করেছি। ... বহুস্থানে ন স্থলে ণ আছে, ি স্থলে ী কিম্বা ী স্থলে ি আছে, র-ফলা ও ঋ কারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আছে, হ্রস্ব উ ও দীর্ঘ উ কারের ক্ষেত্রেও পুথিতে বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতা আছে। কিন্তু, কোন ক্ষেত্রেই পুথির বানান বা পাঠকে আধুনিকীকরণ করা হয়নি।" (ড. সুমঙ্গল রাণার সঙ্গে সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, 'নিবেদন' অংশ পৃ. ৮, রত্নাবলী ২০০৩)

(৭) ড. আশুতোষ দাস জগজ্জীবনের কাব্য রচনার কাল নির্ণয় করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ (১৬৮৭-১৬৯৫) খ্রীষ্টাব্দ। আমরা বলতে চেয়েছি কবি (১৬৬০-৬১-১৬৮২) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে কাব্য লিখেছিলেন। এ বিষয়ে যুক্তিসহ তথ্য আমরা উপস্থাপিত করেছি কবির কাব্য, রচনা কাল অংশে।

(৮) অধ্যাপক সুকুমার সেন পুথি অভ্যন্তরস্থ প্রাণনারায়ণের নাম সূচক ভণিতাংশ উদ্ধৃত করে জগজ্জীবনকে তাঁর সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলেন। কুচিয়ামোড়া দিনাজপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম জানার পর আশুতোষ দাস কেবল প্রাণনাথের নাম সূচক ভণিতা গুলিই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু প্রাণনারায়ণ লক্ষী নারায়ণ বা শিবনারায়ণ বিষয়ক ভণিতাগুলি প্রসঙ্গে অধ্যাপক দাস নীরব থেকেছেন। আমরা কোচবিহার রাজ্যের ঘোড়াঘাট বিজয়ের বিষয়ের সঙ্গে এই ভণিতা উল্লেখ্যের ব্যাপারটিকে যোগ করে দেখতে চেয়েছি।

(৯) ব্যক্তি পরিচয়ে রূপরায় চৌধুরী ও ঘনশ্যামের সঙ্গে জগজ্জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের দ্বিমত আছে। ঘনশ্যাম চৌধুরী কবি সহোদর নন, ভ্রাতৃ প্রতীম চূড়ামনের জমিদার। রূপরায় চৌধুরী হয়তো এই ঘনশ্যামের পিতা অথবা ভিন্ন একটি ভণিতা থেকে মনে হয় ইনি কবির গুরু তাই নিজেকে অনেক বার জগজ্জীবন রূপরায় এর নন্দন বলেছেন। গুরুর কাছে শিষ্য পুত্রবৎ। কাব্যের কাল নির্ণয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

(১০) আমরা জগজ্জীবনের কাব্য কাহিনীর বিবৃতি সংক্ষেপে দিয়েছি। কারণ তাঁর কাব্যে কাহিনীগত বিরাট কোন তফাৎ কোথাও নেই, গল্প গতানুগতিক ও ধারাবাহিক। এ বিষয়ে অধ্যাপক দাস এর বিবরণ অনেক বিস্তৃত।

(১১) আমরা দেবী মনসার বিষয়ে কিছু বিবৃতি দিয়ে এতদ্ অঞ্চলের মনসা পূজা ও মনসাগান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য উপস্থিত করেছি।

(১২) দিনাজপুর থেকে সংগৃহীত একটি মনসা মূর্ত্তির ছবি, সিজগাছ ও নিকটস্থ মনসা মন্দির, ও স্ক্যানার দিয়ে তোলা পুথির পাতার কতগুলি আলোকচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে আমাদের সম্পাদনায়।

(১৩) কবি জগজ্জীবনের বিভিন্ন পুথিতে প্রাপ্ত ধ্রুবপদগুলিকে আমরা বর্গীকরণ করেছি। দেখিয়েছি এতে "কান্তজী" সূচক কোন ধ্রুবপদ নেই। দিনাজপুরের 'কান্তজী মূর্ত্তি' রাজা প্রাণনাথ কর্ত্তৃক আনীত হয়েছিলেন ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন থেকে। সুতরাং অবশ্যই তার আগে জগজ্জীবনের কাব্য সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

(১৪) আমরা জগজ্জীবনের ভণিতাগুলিকে আলোচনা করেছি একক ভাবে। যদিও তন্ত্রবিভূতি ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের সঙ্গে জগজ্জীবনের কাব্যের বহু ভণিতা মিলে যায়, (এ নিয়ে তন্ত্রবিভূতির কাব্য সম্পাদনার সময় আশুতোষ দাস বিস্তৃত আলোচনা করেছেন) কিন্তু জগজ্জীবনের কাব্যের ভণিতাগুলিকে আমরা আলোচনা করেছি। শ্রেণী-সহ বিচার করে।

(১৫) আমরা পুথিতে ব্যবহৃত পুষ্পচিহ্নগুলি পৃথকভাবে উদ্ধৃত করেছি। পুষ্পচিহ্ন পুথির অলঙ্করণ, আভ্যন্তরীন শোভা। যখন পুথিগুলি কালের নিয়মে ক্রমশঃ অবলুপ্তির দিকে হাঁটছে, তখন জগজ্জীবনের পুথি সম্পাদনায়, এই চিহ্নগুলিকেও ধরে রাখতে চেয়েছি।

(১৬) আমাদের অবলম্বিত পুথিগুলিকে আমরা দে১, দে২, দে৩ এবং ব১, ব২, ব৩ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর পুথিটিকে ব. সা. প. এই নামে চিহ্নিত করেছি। অধ্যাপক দাস এর ক, খ, গ এই নামকরণ থেকে তফাৎ করতেই এমনটি করা হয়েছে।

(১৭) শব্দ ও অর্থসূচীর সাথে সাথে সম্পাদিত বইতে ব্যবহৃতসহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি সূচিও শেষে দেওয়া হয়েছে।

(১৮) আমরা ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কবি জগজ্জীবনের একটা তুলনা উপস্থিত করেছি। মঙ্গলকাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কবির কিছু কিছু মিল বা অমিল লক্ষ্য করে আমরা এই অধ্যায়টি সান্নিবিষ্ট করেছি।

(১৯) তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র উত্তরবঙ্গীয় মনসামঙ্গলের তিন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। এরমধ্যে জীবনকৃষ্ণের কাব্যে কালজ্ঞাপক স্পষ্ট পয়ার মিলেছে, যা থেকে তাঁর কাব্যের কাল পাই ১৭৪৪ খ্রী. (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড পৃ. ২৪৪)। তন্ত্রবিভূতি বা জগজ্জীবনের কাব্যে কোন কালাঙ্ক সূচক পদ নেই। উপরন্তু তন্ত্রবিভূতিতে কোন স্থান নাম, ভূস্বামী - জমিদার বা পৃষ্ঠপোষকের নাম পর্যন্ত নেই। কিন্তু তন্ত্রবিভূতির পুথি মালদা অঞ্চল থেকে পাওয়া যাওয়ায় তাকে এতদ্ অঞ্চলের কবি ভাবা হয়েছে এবং তাঁকে জগজ্জীবনের পূর্ববর্তী কবি বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মতামত আমরা পৃথক ভাবে উপস্থিত করেছি।

(২০) আমাদের প্রাপ্ত জগজ্জীবনের পুথিগুলিতে কোথাও যুগ্ম ভাবে তন্ত্রবিভূতির ভণিতা পাইনি। পক্ষান্তরে নারায়ণদেবের সাথে একত্র ভণিতা সম্বলিত একটি পুথি পেয়েছি। এ থেকে মনে হয় বাংলা সংলগ্ন আসামের গৌরীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে জগজ্জীবন বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

(২১) আমরা পুষ্পিকাগুলির পাঠ পৃথক ভাবে নথীবদ্ধ করেছি।

(২২) আমরা অস্পষ্ট ও ছিন্ন পুথির অংশকে কোথাও পূরণ করিনি। তা . . . চিহ্ন দিয়ে ফাঁকা রেখেছি। বন্দনা অংশে এই রকম অসম্পূর্ণ বন্দনা আছে যা পুথি ছিন্ন ও অস্পষ্ট হওয়ার পাঠ করতে পারিনি। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল সম্পাদনার সময়ও সুনীল কুমার ওঝা . . . চিহ্ন দিয়ে লাইন অসম্পূর্ণ রেখেছেন।

(২৩) ড. আশুতোষ দাস পদ্মমুখীকে জগজ্জীবনের কাব্য সম্পাদনার সময় জগজ্জীবনের স্ত্রী আবার তন্ত্রবিভূতির কাব্য সম্পাদনার সময় তন্ত্রবিভূতির স্ত্রী বলছেন। আমরা মনে করি পদ্মমুখী জগজ্জীবনের স্ত্রী। তন্ত্রবিভূতির কাব্যে যেখানে এই নাম পাওয়া গেছে তা লিপিকরের অনাবধানতার ফল, অনুপ্রবেশ। কারণ কবি তন্ত্রবিভূতি কাব্যে আর কোন ব্যক্তি পরিচয় দেননি।

মিল-

(১) আমাদের জগজ্জীবনের কাব্যের বণিক খন্ডের নাম আশুতোষ দাস মতই বাণিয়া খন্ড

(২) ব্যক্তিপরিচয়ে 'দুর্গাচন্দ্রপতি' নামটিকে আমরাও শিবাত্মক বলে ভাবতে চেয়েছি। বিশেষতঃ জগজ্জীবন নিজে শিব অনুরক্ত ছিলেন।

(৩) আমরাও সম্পাদনার কাজে ব্যবহৃত পুথিগুলির বিবরণ সহ সাংকেতিক নাম পৃথক পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

পরিশেষে বলি, মিল বা অমিল যাই থাক আমাদের সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হল উত্তরবাংলার মনসামঙ্গলের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের একটি সম্পূর্ণ চেহারা নির্মাণ করা।

অধ্যায় - ৬

সম্পাদিত মনসামঙ্গল

(ক) বন্দনা অংশ ও পরিশিষ্ট

।।এক।।

অথ গণেষ বন্দনা

নম দেব করো দয়া	দেহো মোরে পদছায়া
আমি দিন দুরাচার অতি।
বন্দ দেব গণপোতী	অবনি লোটায় খেতি
বিঘন নাশ কমলার পোতি।।
বন্দ দেব গণপোতী	মোনীক্য বাহনে শোতি
পাদ পর্দ্দ বোরিব কি বোল।
জগত জননি সুত	ঘটে[১] হয় আবির্ভূত
জোড়[২] করে করি হে বন্দন।।
কে জানে তোমার[৪] তত্ত্ব	তুমী রজ[৩] তুমি[৫] স্বত্ত্ব
ব্রহ্মময় প্রভু গজানন।
দেবের প্রধান তুমী	কোরি লক্ষ[৬] প্রণামী
করো মোরে কৃপা অবলোকন।।
[৭]দাড়িম্ব কুসুম[৭] আভা	জিনিয়া অঙ্গের শোভা
পারিজাত পুষ্প বিরোচিত।
জেন প্রভাতের[৮] ভানু	তা দৃশি[৮] আকার তনু
মনোহর অঙ্গ সুশোভিত।।
রতনময় পদামবুজ	উজানু[৯] লম্বিত ভুজ
লম্বোদর[১০] নাভি সুগভীর।[১০]
[১১]চতুর্ভূজ খর্ব্ব তনু	[১২] রম্ভা[১৩] তনু জিনি[১৪] জানু
শান্ত মোতি দয়াবন্ত ধীর।।
অঙ্গে[১৫] যজ্ঞ ফোটা[১৫]	দোলে	আভরণ[১৬] মণি জ্বলে[১৬]
[১৭] সূবর্ণ বর্ণ কুঞ্জর বদনে[১৭]।
[১৮] রজত নির্মিত সুন্ড[১৮]	সিরে[১৯] সোভে শশী খন্ড
বিচিত্র মোকুট[২০] সুশোভন।।
সিব[২১] গোর্খ বিশ্ব[২১] গুরু	সিদ্ধিদাতা কল্পতোরু
কৃপাময় গুণের ঠাকুর।
দেবেন্দ্র করিয়া ধ্যানে	মুণিগণে দিব্যজ্ঞানে
[২১] বিঘ্ন বিনাসন[২১] পাপ হর[২২]।।
তবনাম কোরি গন্ডে	অশেষ দুর্গোতি খন্ডে
জাত্রা সিদ্ধি মোনের বাসনা।
তবো পদে মোতী রোয়	জগোত জীবনে গায়
ত্রীপদীতে কোরিয়া রচনা।।

পাঠান্তর :- ।।এক।।
পুথি :- ব ১হও, ১৩ তরু, ১৭ পাঠ বদনে, ২১ সত্ত সিব,

পুথি :- দে
২ কোরে, ৩ তর্ত্ত, ৪ পাঠ আছে তুম, ৫ সোর্ত্ত, ৬ প্রণাম আমি ৭ ছারি সবঙ্গ সোম, ৯ সোভিত ১০ লভিনু গোভিরে, ১৪ ভানু, ১৫ জোগ পাটা, ১৬ ধনি জনে, ১৯ সোবে পুথি ছিন্ন :- ৮, ১১, ১২, ১৭, ১৮ ২০, ২১, ২২

।। দুই।।

গঙ্গাবন্দনা

...[১]... বছর রহিল শিব নাম ধরি।।
শিব শিবা ...[২]... তপ ধেবানি।
হেমালয়ে ঠেকিয়া রহিলো পতীত তারিনি।।
...[৩]... যাবতের পুজুমান করিলে * ভগিরতে।
...[৪]... [৫] অইরাবত [৬] দরশ দিলে তাতে।।
[৭] অইরাবতে আশীয়া দন্তের দিলে ভার।
শেই দিয়া হইলো গঙ্গা ...[৮]... ক ধার।।
আগে জায়ে * ভগিরত শঙ্খ ধ্বনি দিয়া।
পাছে জাত্র গঙ্গা মা শহস্রেক ধার লৈয়া।।
*ভগিরতের ...[৯]... র অস্তী নরকে পড়িছে।
গঙ্গা আশীয়া তাক উধার করিছে।।
গঙ্গা জলে অস্তী জার রহে জতকাল।
ততদিন শগ্ন পুরে করে ঠাকুরাল।।
গঙ্গা গঙ্গা বুলি জেবা প্রাণত্যাগ করে।
সেজন চলিয়া জায়ে [১০] বৈকুণ্ঠ নগরে।।
গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা স্ত্রি হত্যা করে।।
গঙ্গা জলে শিনানে [১১] শাকলি পাপ হরে।।
জগত জিবন গাত্র মধু রস বানি।
গঙ্গা বলি মস্তে একবার বোলো হরিধ্বনি।।

পাঠান্তর - ।।দুই।।
পুথি - দে, নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত পাঠ পুথি ছিন্ন - ১,২,৩,৪, ৮, ৯ * ভগিরথে, ভগিরথ, ভগিরথের, ৫ ঐরাবত, ৬ দরশন, ৭ ঐরাবতে, * ভগিরথে, ভগিরথ, ভগিরথের, ১০ পাঠ বৈকন্ঠ, ১১ সকলি।

।। তিন।।

অথ [১] সরেস্বোতি বন্দনা

বন্দমাতা [১] সরেস্বোতি [২] সেত [৩] পর্দ্দে অবস্থিতি
রজতো পর্ব্বত জিনি আভা।
ত্রিভঙ্গ ভোঙ্গীমা কৃত পদজুগে [৫] নির্ত্তগিত
অমল চন্দ্রের জেন সোভা।।
পূর্ণচন্দ্র নিন্দি [৬]মত্তী প্রফুল্ল বদন জোতি
পুলোকিত [৭] সহাস্বো অধর।
চাঁচোর চিকুর মাথে মানিক্য মালোতি সাথে
ফোনি প্রায় বেনি [৮] পিস্টপর।।
গলে গজোমোতী [৯] হাড় নিলোৎপল মণি জার
বেস ভুসা বিবিধ প্রকারণ।
মন্দ মন্দ মোধু [১০] সরে [১১] বিনা বাজন্ত [১২] ধোরি করে
[১৩] গিত [১৪] বার্দ্দে মোহীলো সংসারে।।

বন্দনা

বাক্য রূপে কণ্ঠে স্থিতি   তোমা বিনে [১৫] নাহী [১৬] গোতি
বিদ্যার আধার বেদবোতী।
সেবিয়া তোমার তরে   প্রকাশীল মুনিবরে
বেদাগম পুরাণ [১৭] প্রিভিতি।।
লেখা [১৮] পড়া নানা তন্ত্র   [১৯] সিক্ষা [২০] দিয়া নানা মন্ত্র
সকল প্রভাব তোমা হৈতে।
দিবা [২১] নিসি ভাববৎ   ছয় রাগ অবগত
ভাসোমান [২২] রাগিনি [২৩] নোদিতে।।
কৃপা [২৪] দিষ্টী কর জারে   জ্ঞান বুদ্ধি হয় তারে
[২৫] সুজোন পোন্ডীত গোনধির। [২৫]
তোমার [২৬] মোহিমা জতো   কি জানি কে জ্ঞান হতো
শ্রীচরণে নত করি শির।।
দয়া করি মুক্ষ [২৭] জোনে   বিদ্যা দিলে নিজগুণে
কালিদাস [২৮] কোবি রা [১৭] প্রিভিতি
ধর্মমোহী [১] সরেস্বোতি   আমি দিন [২৯] মড়মোত্তি
দয়া কর আমার [৩০] প্রিতি।।
[১] সরেস্বোতি বন্দনা সমাপ্ত।।

পাঠান্তর - ।।তিন।।
দে ̥ নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত পাঠ -
১ সরস্বতী, ২ শ্বেত, ৩ পদ্মে, ৫ নৃত্যগীত, ৬ ছিন্ন, ৭ সহাস্য, ৮ পৃষ্ঠ, ৯ হার, ১০ স্বরে, ১১ বীনা, ১২ ধরি, ১৩ গীত, ১৪ বাদ্যে, ১৫ নাহি ১৬ গতি, ১৭ প্রভৃতি, ১৮ পাঠপোড়া, ১৯ শিক্ষা, ২০ দীক্ষা, ২১ নিশি, ২২ রাগিনী, ২৩ নদীতে, ২৪ দৃষ্টি, ২৫ সুজন পন্ডিত গুণবীর, ২৬ মহিমা, ২৭ জনে, ২৮ কবিরা, ২৯ মূরমতি, ৩০ প্রতি,

---

।। চার।।

কালী বন্দনা

কর নিবেদন কালি   [১] মুক্ত কেশ মুন্ডমালি
অসুর নাশিনি ত্রিনয়নি।
মুন্ডমালা [২] গলে দোলে   দিগামবর অনাস্থলে
দান বেদ শিশ্ব দুই জুগুনি।।
দন্তে দন্তে কড়মড়ি   জেন পড়ে ঢাক তেবাড়ি
[৩] লোহার গাজাল শম্ব রথে।
দশ হস্তে খরশান   অসুরাকে মারে বান
লহক্ষ জুগুনি চলে শাতে।।
উলমন্ত করিয়া ভেশ   আউলাইয়া মাথার কেশ
শঙ্গে ফিরে শ্রীকালি গিধিনি।
জিভা লহ্লহ করে   [৪] রাইকশ্য পলায়ে ভরে
দেখিয়া কাতর দেবমনি।।
জে জন পলাইয়া জায়ে   তাহাকে ধরিয়া খায়ে
তাহার উদরে ধারা বয়ে।
ক্রোধ হৈয়া মারে বান   [৫] মুক্ষে রক্ত করে পান
দিগামবরে রণ করি জায়ে।।
দেবের বিলাপ জানি   চলিলেন সুলপানি

পন্থে থাকিল নাহি [৬]আভরণ।
আপন আপন [৭]শুকে চড়িয়া পতীর বুকে
অষ্ট দন্তে [৮]..... কি কারণ।।
পুবে উদয়ে ভানু নউতন জউবন তনু
ডুবু ডুবু করে হরি রশে।
শিব মালা বন্ধ ধরে হানিলেন দিগামবরে
[৯]পরিছত্র পাইলে কালি শেশে।।
প্রেমের কাঙ্গাল নাচে যেইমত হৈয়াছে
নাচে কালি [১০]নবদিপের মাঝে।
দুই দিস্টে হৈয়া ভোর মদনে পাইয়া জোর
অ...[১১]...ল কালির [১২]... জ
শম্ভারিয়া শিব করে দন্ত দিয়া ....[১৩]...

পাঠান্তর - ।।চার।।
দে, অবলম্বনে নির্মিত পাঠ :-
১ পাঠ মুক্তাকেশ, ২ গোলে ডলে, ৩ লহার, ৪ রাইক্ষস হবে, ৫ পাঠমক্ষে, ৬ পাঠ, অভরন, ৭ সুখে, ৮ ছিন্ন, ৯ পরিচয়, ১০ নবদ্বীপের, ১১, ১২ ছিন্ন, ১৩ ছিন্ন ও এইখানে পুথি খানিকটা খন্ডিত হওয়ায় কালি বন্দনার পূর্ণ পাঠ পাওয়া গেল না।

।।পাঁচ।।

[১]নারদ বন্দনা

বন্দ নারদমনি জার আজ্ঞায়ে শুলপানি
[২]বিশম বিশম জার কাম।
ঢেকি বানে করিয়া ভর [৩]কৈল্যাশ নগরে ঘর
[৪]হুয়া বাশুয়া জার নাম।।
কামভরা মনিবর দন্দ করায়ে নিরান্তর
মন করাএ ঘুচায়ে শকাল।
মনির নামে গুয়া পান জেবা করে পুজ্জমান
তার কান্ধে নামিলে জঞ্জাল।।
জেখানে মহিম করে জদি মনির পূজা করে
জুঝবান ঘুচায়ে শকাল।
দন্দ বাদ জার ঘরে শেই দিয়া জায়ে মনিবরে
দন্দ লাগাএ শন্ধা-বিকাল।।
নারদকে নিন্দা করে জেবা জায়ে দরবারে
নানা মতে করে বিড়মন।
খল করে মনিবর [৫]ক্রোদ্ধ হয়ে তাহার পর
দড়ি বেড়ি করাএ বন্ধন।।
ঘোর [৬]বেষ্টম মনি শর্গে মর্ত্তে জার ধ্বনি
কাম করে জেন প্রেত ভূত।
[৭]পুন করে মনিবর শিব শেবা নিরান্তর
পন্থো চলে ব্রাহ্মনের পুত।।
[৮]অদভুত মনির কাম জেবা জনে করে নাম
[৯]শব্বদাত্র করাবে কুশল।

জগত জিবন [১০] ভুণে মহামুনি দরশনে
মুনি নামে হৈবে [১১] শাস্ফল।।

পাঠান্তর - ।।পাঁচ।।
১ দে, নং পুথি অনুযায়ী নির্মিত পাঠ। কোন শিরোনাম নেই। ২ পুথিপাঠ বিশম ৩ কৈলাশ হবে। ৪ ছিন্ন, ৫ ক্রুদ্ধ, ৬ বোষ্টম, লৌকিক শব্দ, ৭ পুন্য, ৮ অদ্ভুত, ৯ সর্বদাত্র, ১০ ভনে, ১১ সফল,

---

।। ছয়।।

সর্বদেব দেবী বন্দনা

ওঁ সুযর্যায় নম।
নম গনেসায়।
নম শিবায়।
শ্রীরাম চন্দ্রায় নম।
শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্রায় নম।
শ্রী দুর্গ্গায় নম।
শ্রী কাল্য ঐ নম।
অষ্ট লোক পালায় নম।
অষ্ট নাগেভ্য নম।
নমস্তে সর্ব্ব লোকাঐ
বরদাসি হরিপ্রিয়ে
মহালক্ষী নমস্তে।
শ্রী শ্রী গুরুবে নম।
শ্রী শ্রী রাম স্বহা।
শ্রী পদ্যা দৈব্য নম।
শ্রী মনসা দেবি নম।
বিসহরি বিসকান্তা
শঙ্কর প্রানদাতা
হরে দেবি কালবেলা।
ব্রহ্মময়ী ত্রিদস ইশ্বরি।

পাঠান্তর :- ।।ছয়।।
দে২ নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত পাঠ।

।। সাত।।

[১] বেড়া বন্দনা

রামচরণ বিনু না ভজীব আর
চরণে স্মরণ লইনু ভবে কর পার .....ধু [২]

প্রণমোহ নারায়ন দৈবকী নন্দন।
[৩]জাহার স্বরণে [৩] [৪]হয় পাপ [৪]বিমোচন।।
জয় জগন্নাথ বন্দো দেব আদি [৫]স্থল।

জাহার স্বরণে [৬]হয় পাপের [৬]নির্ম্মল।।
ত্রিলোক্য ইশ্বর প্রভু দেব লক্ষীপতি।
হেন কৃষ্ণের চরণে [৭]রহুক মোর মতি।।
[৮]সুশিদ্ধি মুনী জার নাহি পায় শিমা।
[৯]ব্রর্ম্মাদেব না জানে জার গুনের মহিমা।।
[১০]নাঞী [১১]আদ্য স্থল জার [১২]সরুপ আকার।
হেন নারায়ন চৌদ্বকুলে অবতার।।
হরির চরণে [১৩]রহুক মোর[১৩] [১৪]মোতী।
[১৫]রচিবো পদ্বার [১৬]পদ পরম পিরিতি।।
[১৭]জগতের নাথ প্রভু দেবের বিশেষ।
স্বরনেতে মুক্তি হয় পাতকী নিস্বেষ।।
তোমার চরণ রেনু ধরি সিরদেষে।
রচিব পদ্যার গীত বিষ্ণুপদি ভাষে।।
আপনে বর দিলে প্রভু জগতের পতী।
রচিল পদ্যার আদ্য ভাবিয়া সম্প্রীতি।।
সেবক বৎসল প্রভু মুকুন্দ মুরারি।
জনম সফল হউক বোল হরি হরি।।[১৭]
প্রণমোহ গুরু বন্দো দেব নারায়ণ।
সঙ্খ চক্র গদা [১৮]পদ্য [১৯]কস্তুভ ভূষণ।।
[২০]গলাতে সোভিছে মালা আজানু লম্বিত।
সিরে [২১] শোভে পুষ্প আর [২১] দেখিতে শোভিত।।
[২২]সির ভরিয়া বেষ্টিত [২২]মনীময় জ্যতি।
পীত বস্ত্র পরিধান দিপ্ত করে অতি।।
[২৩]শ্রীখন্ড কপাল [২৪]পুনা তিল ফুল।
কুটিল কুন্তল ভার অধর [২৫]বিম্বফুল।।
[২৬]রত্নের মকুট সিরে দিপ্ত করে ভানু।
[২৭]নয়ন খঞ্জন জিনী [২৮]ভুরু কামধনু।।[২৮]
[২৯]মকর কুন্ডল দুই স্রবনেতে দোলে। [২৯]
লক্ষী [৩০]আর স্বরেস্বতী দুই দেবি কোলে।।[৩০]
দেখীয়া বয়ান [৩১]চান্দ গোপীগন ভুলে।
নানা কীড়া [৩২]কৈলা প্রভু কালীন্দীর জলে।।
[৩৩] কোপলে তিলক [৩৪]বুকে [৩৫]কুশ্তভ ভুসিত।
গলাত্র সোভিছে মালা [৩৬]আজানু লম্বিত।।
ভুজ জুগে [৩৭] শোভা করে রত্ন চারি তাড়।[৩৭]
[৩৮] করে বেনু পদে নপুর ঝন ঝন করে।।[৩৮]
বৃন্দাবন [৩৯]দিপ্ত করে কালীন্দির কুলে।
লক্ষী আর স্বরেস্বতী [৪০] সোভে দুই [৪০]কুলে।।
নারদাদি মুনী জাকে [৪১]ধিয়ানে না [৪১]পায়।
[৪২]সুরসিদ্ধা মুণীগন [৪৩]সদাই ধিয়ায়।।
[৪৪]নারদাদি মণী বন্দো জত [৪৫]রিসীগন।
উৎপতী প্রলয় বন্দো শ্রিষ্ঠির কারণ।।
বনমালা ধর বন্দো আর [৪৬]সিবলীঙ্গ।
লক্ষী নারায়ন বন্দো [৪৭]চক্র নরশীংহ।।
[৪৮] দেবঋশীগনে জারে না পায় ধিয়ানে।

ব্রম্মাদি [৪৯] ধ্যান করে জত দেবগনে।।
[৫০]অখীল ব্রম্মন্ড বন্দো [৫১] দেবকীর পুরে।
গোপীগন [৫২]লৈএগ্রা [৫৩]কৃষ্ণ কত [৫৩]কিড়া করে।।
[৫৪]একেলা কদম্ব বন্দো বৃন্দাবন [৫৫]সতি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কৃষ্ণ বাষী [৫৬]বাজায় জতি।।
নরহিত নারায়ন গুনের সাগর।
গোপীগন প্রানধন [৫৭]বিদগদ [৫৮]নাগর।।
[৫৯] সোহিয়াছে ধরা পরি অধর্ম্ম [৫৯]জতেক [৬০]।
কৃষ্ণের স্মরণে পাপ না রহে [৬১] তিলেক।।
প্রণমহ লক্ষ্মীমাতা [৬২]করিয়া [৬৩]সররণ।
[৬৪]ভকত অভয় দাতা সম্পদ কারণ।।
কমল [৬৫] বদন অতি রক্ত গৌর [৬৬]কান্তি।
বন্দোহে [৬৭] কমল মুখী [৬৮] করি মা প্রণতী।।
দেবি [৬৯] বাগেস্বরী বন্দো সানন্দীত মনে।
জাহার প্রশাদে বানী নিস্বরে আপনে।।
করে [৭০] বেনু সোভে [৭১] মায়ের মুখে নানা ধ্বনী।
মধুবষ [৭২] বদন মা যে[৭২] [৭৩]কোকীল বাহিনী [৭৩]।।
প্রণমহ ত্রিলোচন দেব গঙ্গাধর।
[৭৪]বৃষধ্বজ নিলকণ্ঠ নাম বিষম্ভর।।
নয়নে [৭৫]আনন জলে কপালে চান্দ ফোটা।
[৭৬]সিরের উপরে জার [৭৭]সর্প্প কালকুটা।।[৭৭]
[৭৮]কণ্ঠে বাষুকী [৭৮] সোভে [৭৯] সিরে জটাভ্রর।
ভস্মে [৮০] লেপীত অঙ্গ আনন্দ অপার।।
[৮১]বৃষধ্বজ করে ছল দেব ত্রিলোচন।[৮১]
[৮২]হাড় মাল গলে শোভে দেব পঞ্চানন।।[৮২]
বন্দো দেব [৮৩]ত্রিলোচন কোটি নমস্কার।
কৃপা করো উমাপতী স্বরণ তোমার।।
প্রণমহ মহামায়া কার্ত্তীকের আই।
[৮৪]সংসার সংহারিনী ঈশ্বরের জাই [৮৪]।।
তুমী [৮৫] সান্তি স্রিষ্টি [৮৫] তুমী [৮৬]ক্ষমা রূপা।
[৮৭]ক্ষুধা নিদ্রা তৃষণ্ণা তুমি ব্রহ্ম স্বরূপা।।
[৮৮]অন্যদাত্রী বলী [৮৯] তোমা উপমা দিতে নারি।
গাএত্রী পরম [৯০] বেদমাতা জগত ঈশ্বরি।।
তোমার মায়াতে স্থির নহে [৯১] সহস্র ত্রিভুবন।
ধম্মাদি স্তুতি করে জত দেবগন।।
[৯২] হেন দেবি পদে মোর [৯২] সহস্র প্রনতী।
[৯৩]চরণে স্মরণ নীলু কৃপা করো ভগবতী।।[৯৩]
হরো গৌরি আদি * জতো দেব [৯৪] দেবিগন।
ভক্তিভাবে বন্দো [৯৫] দেব সভার [৯৫] চরণ।।
বন্দো দেব গনপতী হরের তনয়।
বিঘ্ন বিনাষণ দেব মঙ্গল উদয়।।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর [৯৬]সুধির লম্বদর।
[৯৭] গজেন্দ্র বদন দেব দেখিতে সুন্দর।।
মধুগন্ধ পাইয়া উন্মক্ত্য মধুকর।

ক্ষেনে উড়ে ক্ষেনে পড়ে গন্ডের উপর।।
কনক কঙ্কন ঠাড় সোভে চার হাতে।[৯৭]
পাষাঙ্কুষ গদাপদ্ম [৯৮] সোভা করে তাতে।।
কপালে চন্দন কলা য়তী মনোহর।
[৯৯] দির্ব্বমনি ফনী [৯৯]ফোটা [১০০] গন্ডের উপর।।
কনক মুকুট সিরে করে ঝলমল।
প্রবাল কনক কান্তী সরির [১০১] সকল।।
হেন [১০২] গনেষ পদে কোটি নমস্কার।
কৃপা কর [১০৩] গনপতী স্বরন তোমার।।
প্রনমোহ গঙ্গা বন্দো দেবি সুরেস্বরি।
[১০৪] সিবে অনুক্ষন জাকে [১০৫] বহে [১০৬] মাথে করি।।[১০৬]
ভগীরথ আনীল গঙ্গা অনেক প্রকারে।
গঙ্গা স্নান করিলে সকল পাপ হরে।।
দ্রব [১০৭] মইধ্যে জন্মিএগ্রা [১০৭] বিষ্ণু অংষে।
শহশ্র [১০৮] পাতক [১০৯] খন্ডে জাহার পরষে।।
কুবের [১১০] বরুন বন্দো [১১১] অনল [১১২] পবন।
চন্দ্র সূর্য্য আদি [১১৩] বন্দোজত দেবগন।।
[১১৪] চতুর্দ্বষ জম [১১৪] বন্দো [১১৫] প্রণমহো ধর্ম্মরাজ।[১১৫]
[১১৬] বন্দো সুমেরু গিরি মহারাজ।।[১১৬]
[১১৭] দষদিগে প্রণমোহ দষ দিগপাল।
[১১৮] নবগ্রহ গন বন্দো, রাহু কেতু মঙ্গল।।[১১৮]
[১১৯] প্রণমহো নারায়ণী সর্ব মঙ্গলা।।
জাহার স্বরণে সূরষ গলা।[১১৯]
সর্গ্গ মর্ত্ত পাতাল বন্দো [১২০] চৌদ্দভূবন।
উৎপোতী প্রলয় বন্দো সৃষ্টির কারন।।
পূর্ব্ব পশ্চিম বন্দো উত্তর দক্ষীণ।
চারিদিগের [১২১] গুরু বন্দো জত [১২১] কবিগন।।
[১২২] সভা বন্দনা করো বসীয়াছে জত সতি।
গুরুর চরণ বন্দো দৃড় করি মতী।।
প্রণ মোহ পীত্রী মাত্রী দুহার চরণ।
প্রীতি বিম্ব প্রতি পার্শ্বে নহে ত্রিভূবন।।
গায়েন গুনীন জত আশীয়াছে সভাতে।
সভাকে প্রণাম আমী করি জোড় হাতে।।
গুরু জ্ঞান মৈত্র জেবা জান জথা তথা।
সভার চরণ বন্দো জেবা আছো জথা।।
ডাকিনী জোগীনী বন্দো তোমরা ধম্মের মাও।
বিনা দোষে গুনী গনে চড়াইও খাও।।[১২২]
[১২৩] বন্দোনা করিতে না জানী [১২৩] ভাল মোতে।
*উপদেষ গুরুদেব [১২৪] কহিবে [১২৫] আমাকে।।
উৎপত্তি প্রলয় গুরু তোমাতে বিদিত।
তোমার প্রসাদে গুরু লিখিলাম নাটগীত।।
[১২৭] জগত জীবন কবি মনসার দাষ।
পদছন্দে পাচালী করিল পরকাশ।।[১২৭]

বেড়াবন্দনা

পাঠান্তর :-

১ নাই, আছে অথ মোনসা মোঙ্গল, ২ আগো পর্দ্দা দেবিগো মা মোনসা আমী হো পুজিব একমনে, ৩ জার নাম নিলে, ৪ পাপ হয়, ৫ গন, ৬ পাপী হয়তো, ৭ রোহক, ৮ সুরসিদ্ধ, ৯ ব্রহ্মায়ে, ১০ নাই, ১১ আদী, ১২ সোরূপ, ১৩ মোর রোহক, ১৪ ভকোতি, ১৫ রোচিলা, ১৬ গিত, ১৭ নাই, ১৮ পদ্ম, ১৯ কুস্তুভ, ২০ গলায়, ২১ সিখি পীচ্ছো আদী, ২২ মস্তকে সোভিছে প্রভুর, ২৩ অখন্ড, ২৪ প্রভুর নাসা, ২৫ বিম্বুল, ২৬ রতনের, ২৭ নয়ান, ২৮ বক্ক হয় ধেনু, ২৯ কর্ণমূলে দোলে প্রভুর মকর কুন্তল, ৩০ সরেশ্বোতি সেবে চরণ কমল, ৩১ চান্দ্র, ৩২ কে ল্য, ৩৩ কপালে, ৩৪ চাঁন্দ, ৩৫কুস্তুভ, ৩৬ উজ্জানু, ৩৭সোবে কতো রতন প্রবাল, ৩৮ অধরে মুরারি পুরে গুনিতে রসাল, ৩৯ বোনে, ৪০ দুই দেবি, ৪১ ধ্যানে নাহী; ৪২ সিদ্ধী, ৪৩ চরণ, ৪৪রিসী, ৪৫ মুনি, ৪৬ সিদ্ধ, ৪৭ আর, ৪৮ অজ্ঞ আদী মনি, ৪৯ ধ্যান, ৫০ ওখিল, ৫১ দৈবোকির, ৫২ লয়া, ৫৩ কৃষ্ণ কত, ৫৪ একেলি, ৫৫ সাথ, ৫৬ বায়, ৫৭ নাথ, ৫৮ রোসীক, ৫৯ মোহগুনে অধর্ম সুরা পান করে, ৬০ জতো, ৬১ কদাচিত, ৬২ দেবি, ৬৩ হুবন, ৬৪ ভকতে ৬৫ বরণ, ৬৬ গৌর বর্ণ, ৬৭ কমোলিনি, ৬৮ কোরিয়া, ৬৯ সরেশ্বোতি, ৭০ বেনি, ৭১ জার, ৭২ সব্দ দেবির, ৭৩ কোকিলের বানি, ৭৪ বিসোধক, ৭৫ অনল, ৭৬ মস্তক, ৭৭ ভুজাঙ্গের জটা, ৭৮ বাসোকি কন্ঠেতে, ৭৯ পুন্য, ৮০ ভুসিত, ৮১ বাজন ডুম্বর সিব হাতে ফোনির বালা, ৮২ শুক্ল বর্ণ সোভে গলে হার হাড়ের মালা, ৮৩ ত্রিপুরারি, ৮৪ চারিবেদে জাহার উপেমা দিতে নাই, ৮৫ সিষ্টী স্তীতি রূপা, ৮৬ মোক্ষ, ৮৭ খিদা, ৮৮ মাতা, ৮৯ নাই, ৯০ মাঁতা, ৯১ দেবোগোন, ৯২ সে দেবির চরণে ধর, ৯৩ ধর্ম অর্থ কাম- মোক্ষ জার পদে স্থিতি, * কোরি, ৯৪ নাই, ৯৫ সব মুনির, ৯৬ সোরির, ৯৭ নাই, বদলে ক্ষনে, ক্ষনে পদ্মদল সোরির উপোর/কনক কঙ্কন তার সোভে চারিহাতে, ৯৮ সভা, ৯৯ মহা যজ্ঞ পাটা, ১০০ কান্ধের, ১০১ কমল — এই দুটি লাইন আগে পরে আছে, ১০২ গনেষের, ১০৩ উমাপোতি, ১০৪ সিরে, ১০৫ ধরে, ১০৬ ত্রিপুরারি, ১০৭ সেই গঙ্গা দেবি জন্ম, ১০৮ পাতোকি, ১০৯ ধ্বংস, ১১০ অনল, ১১১ পবন, ১১২ উবোল, ১১৩ বন্দো, ১১৪ চৌদ্দ ভূবন, ১১৫ ধর্ম্মের সমাজ, ১১৬ মাতা বসুমোতি বন্দ শুমেরু গিরিরাজ, ১১৭ দশদিক, ১১৮ রাহু কেতু সঙ্গে বন্ধ নবগ্রহ ভান, ১১৯ নাই, ১২০ আর নাগ গোন, ১২১ জতগুরু বন্দ, দুটো লাইন আগে পরে আছে, ১২২ নাই, ১২৩ পরিশেষে বন্দ নানা জাতি, * ইহার আছে আগে, ১২৪ নাই, ১২৫ ভাল মতে, ১২৬ সিকি, ১২৭ নারায়নদেবের ভনিতা যুক্ত - কোবি নারায়ন দেবের সুরস পাচালি/পদ অনুসারে বলি পাম্মার লাচারি।

দে$_{২}$ নং পুথি অবলম্বনে পাঠ নির্মিত হয়েছে, পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে দে$_{৩}$ থেকে।

।। আট ।।

* ঘটস্থাপন

[১]অথ মোনসা বন্দনা

মা মোনষা গো মাগ মা তোমার চরণ বন্দো মাথে

[২]তুমি মোনসা গ মাগমা তোমার চরণে নম নম .... ধু [২]

জোড় হস্তে স্তুতি করি বন্দো মাত্য বিষহরি
সর্ব রক্ষা [৩]ভয়হরি।
অস্তিক জননি নাগের ভগ্নি
জয় জগত জননি বিষহরি।।
আনিয়া মাটির বরা তাতে দিয়া পুষ্প ঝারা
নৈবিদ্য দিয়া চাঁপা কলা।
ধুপ পুষ্প চন্দন ভজি করি অনুক্ষণ
টানায়্যা বিচিত্র চান্দোয়া।। *
পদ্যার জনম [৪]কহি বিরবন
মন দিয়া সুন সর্ব্বজন।
দির্ব্ব এক সরবর অতি সুসিতল
তাহাতে কমল কানন।।
একদিন [৫]সঙ্কর [৬]ত্রিলক্ষের ইশ্বর
স্নান করে সেই সরবরে।
দেখিয়া [৭]হংসের রিত [৮]গোসাঞীর মজিল চিত [৮]
মদন হানিল বানেশ্বরে।।
হস্তে করিয়া ধন ভাবেন নিরাঞ্জন
এই ধন রাখিব কাহাতে।
রেত খলিত হইল হস্তে তুলিয়া লৈল
রাখিল কমলের পত্রে।।
পদ্মনালের লাগপায়া অষ্টনালে গেল ধায়া

জন্ম লইল বাসুকির উদরে।
ধন পায়া বাসুকি　　হইল মহাসুখি
পালিল ভগ্নি করিয়ে।
সগ্যে মথ্যে ধ্বনি　　জয় জয় সুনি
জন্ম হইল সঙ্কর নন্দিনী।
সেবকে ব্রহ্মানি　　বহুস্তুতি কারে
নায়েকে জোগায় পুষ্প পানি।।
ব্রাহ্মানে পড়িছে বেদ　　বৃক্ষপত্রে নারিছেদ
নাম থুইল জয় বিসহরি।
ব্রহ্মা আদি দেবগন　　বিশ্বয় ভাবিয়া মন
পদ্মাক দিল নাগের অধিকারি।।
সেবকে করিয়া আশ　　তেজমাতা কৈলাশ
উড়িয়া আসরে কর ভর।
অস্তিক লইয়া কোলে　　পঞ্চ দেবতা সঙ্গে
আসি নায়েকের কামনা সিদ্ধি কর।
জগত জিবন পদ　　বিরচিল বিদগদ
পদ্মাবতির পায়া বর।

পাঠান্তর - ।।আট।।
* ব ৪ নং পুথিতে মনসা বন্দনা র নাম 'ঘটস্থাপন'
ব ১ পুথির পাঠ - ১ পুথির শুরুতে আছে - "শ্রী শ্রী হরিস্ব" অথ মনসা বন্দনী
পাঠান্তর :- দে ২ — ২ তুমি নাই, শেষে আছে মা মনসা গো * এর আগে
আছে- শঙ্কর নন্দিনী- জগৎ বন্দিনী সর্প্পভয় রক্ষাকারী। ত্রিদেশ ইশ্বরি নাম
বিষহরি ভক্তজানের ভয়হারি।।
৩ ভয়হারি, ৪ কহিবে বরণ, ৫ হর, ৬ ত্রিদেশ, ৭ অপ্সরা,
১২ মন হৈল চঞ্চলা পরবর্তী অংশ পরিশিষ্টে।

পরিশিষ্ট

গনেশ বন্দনা
বন্দো গনপোতী লো ইও হো ইও
বন্দো গনপতী দেবের প্রধান
না হারে আরে হএ ..... ধু

বন্দো গজানন　　গৌরির নন্দন
প্রথমে গণেষ অধিপতী।
বিনাসীতে অমঙ্গল　　জোড় করি করতল
ভক্তিভাবে [১]করহো প্রণতী।। [১]
হস্তির বিজ্ঞান মুন্ড　　সিন্দুরে মুন্ডিত গন্ড
একদন্ত পরম [২]শুন্দর।
[৩]পাস অঙ্কুষ [৩]হাতে　　চক্র সোভেন মাথে
সিবমালা জপে নিরন্তর।।
রক্ত বস্ত্র পরিধান　　মশতকেভূজঙ্গগন
কমল লোচন তিন সাজে।
মুসকেত [৪]আসোয়ারি　　শঙ্করের আজ্ঞাকারী

থাকে ভূত পীচাষের মাঝে।।
ধর্ম করে নরনারি   গণেষ পূজণ করি
নানা মতে বিঘ্নহানী করে।
[৫] সেহি বিঘ্ন বিনাষনে [৫]   সুজন [৬] পন্ডিত গনে
আগে পুজা [৭] গনেসের করে।।[৭]
[৮] গণেষ স্বরিয়া [৮]   পুজে [৯] বিধী করিয়া
[১০] তার জে বিঘ্ন করে হানী।
গণেষ বন্দোনা পদ   রচিল বিদগাদ
জগত জিবন [১১] মনে জানি।। [১১]

দে২ র পাঠ -

অর্থ স্বরেস্বতীর বন্দনা

হরি কথা বড়ই মধুর .... ধু

বন্দ স্বরেস্বতী মাতা, বাক্য স্বরূপীনী।
নানা অভরন অঙ্গে বিনা পুস্তক পানী।।
ব্রহ্মারূপে ভগবতী সর্ব্ব ঘটে বৈষে।
জেবাক্য হরিলে হয় দেহের বিনাষে।।
নানা রূপে গুনে স্থিতি সরিরে সভারে।
সার অনুগ্রহ হইলে সর্ব বিদ্যা পড়ে।।
হেন স্বরস্বতী বন্দো * মাতুল চরণ।
মোর নিবে গীতে খনীক দেহ মন।।
তোমাকে সকল লোকে বোলে সর্ব্ব মহাদেবি।
তুমী জদি কৃপা কর মক্ষু হয় কবি।।
তোমার মহিমা গুন সংসারে বিস্তিতি।
তোমার প্রশাদে আমী করি নিত্যগীতি।।
লোক জনে মন্দ কহে না হয় সুরষ।
আমীয়জ্ঞান অন্ধ তোমার অপজয।।
পদের মধ্যে অক্ষর এক জদি নড়ে।
সকল অপজয তোমার পদে পড়ে।।
জগৎ জিবন কবি মনসার দাষ।
পদছন্দে পাঁচালী করিল পরকায।।

* রাতুল

অথ - কালী বন্দনা

গিরিবর নন্দিনী   অসুর বিনাসীনী
এ তিন ভুবনে জাকে পূজে।
জাহার মায়াতে   মোহিত সুরনাথে
সুর ঐরি মহিমা না বুঝে।।
গলাএ মুন্ডের মাল   পহ্নি ধান ব্যাঘ্র ছাল

অস্ত্র বিকসিত দষ হাতে।
সুরবৈরি বিনাসিনী দক্ষজজ্ঞ বিনাসিনী
বণিক চন্দ্রমা সোভে মাথে।।
চরণ কমল তার সকল ধর্ম্মের সার
ভক্তি ভাবে জেবা জন পূজে।
ইহকালে নাহিডর সর্প্পপুরে তার ঘর
তার ষেবা করে জমরাজে।।
দেবির সহিত জতো তাহা বা কহিব কত
এতো যুক্তা আছে কার।
সহস্র [১] বৎসর সুখে বসিয়া সহশ্র মুখে
অন্তনা পায় কহিবার।।
মনে করি মোহা আষ ডাকয়ে দাষের দাশ
আসীয়া আষরে কর ভর।
নাচি গাই মহেশ্বরী তোমার ভরোষা করি
বৈষ মোর কণ্ঠের উপর।।
না জানি তোমার ভাও সেবিব তোমার পাও
সুন দেবি পর্ব্বত কুমারি।
অঙ্গে জদি দেহ বল কণ্ঠে মোরে দেহ স্বর
তবে সভা মজাইতে পারি।।
জগত জিবন বোলে কার্ত্তিক লৈলে কোলে
বর দেহ আশী মোহা দেবি।
জতেক গাত্রন গনে ধিয়ান করিয়া মনে
ভক্তি ভাবে তোমা পদ সেবি।।
জগত জিবন অতী বিচক্ষণ
রচিল নৌতন কবি।

পুথি - দে২

মনসা বন্দনা

দারুণ মদন স্বরে।
রিত স্ফলন তাতে ধরিয়া লইল হাতে
থুইল কমলের পত্রে।।
ষঙ্করের রিত ভুবন চমকিত
তাতে জন্ম হইল ব্রহ্মানী।
অষ্টনাগের অধিকারি নাম হৈল বিষহরি
সংসারে ব্যক্ত সিব নন্দিনী।।
পাইয়া বাষুকী রাজ কমল বোনের মাজ
পুসিলেন আপনার ঘরে।
সর্প্পভগ্নী বিষহরি জোড় করে স্তুতি করি
উরমাতা আমার আষরে।।
স্বরণ করয়ে দাষ তেজমাতা কৈলাষ
শেবকে হইবে বরদায়।
দোষ গুণ ক্ষেমীএগ দয়া কর আশীয়া
জগত জিবন কবি গাত্র।।

পুথি-ব$_{৪}$

মনসা বন্দনা

শেষে আছে-

দোষগুণ ক্ষেমীএণ দয়া করো আশীয়া
জগৎ জিবন রযে গাত্র।।
আমি নর হিনবুদ্ধি কী জানি তোমার সুদ্ধি
তোমার চরণে পরিহার।
জেবা হুএ অনুগত পূর্ন্ন কর মনুরথ
মা সকলী তোমার অবতার।।
জগৎ জিবন পদ বিরচিল বিদগদ
দেবমনী অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারি জড়ৎকার মনীর নারি
ভক্তেক হইবে বরদাতা।।
ইতি ঘটস্থাপন

সম্পাদিত মনসামঙ্গল

(খ) দেবখন্ড ১০৭ টি গান ও পরিশিষ্ট

।। এক।।

[১]অথ দেবখন্ড

[২]... ও মায়াধারি এ মা কতো মায়া জানমা বিষহরি [২]... ধুয়া

[৩]নম গো নম গো পদ্মা নমো নারায়নী।
তুমি যারে নিদারুণ মা বিধি তারে বাম।।
তুমি নিতে তুমি দিতে তুমি সুখদাতা।
মাও যদি দিবে দুঃখ নিবেদিব কোথা।।[৩]
[৪]জলাময় ৫ গুরু [৬]সকল সংসার [৬][৪]জলাময়।
[৭]সত্ত রজ তম [৭][৮]নাঞ্ৰী [৯]সকল প্রলয়।।
[১০]সর্গ্ন নাই মর্ত্ত নাই নাই দিনপতী। [১০]
[১১]উৎপতী প্রলয় [১২]নাই পুরুষ প্রকৃতি।।
ব্রর্ম্মা বিষ্ণু [১৩]বৃত্র নাই [১৩]লক্ষ্মী [১৪]স্বরেশ্বতী।
হরের গৃহিনী [১৫]নাঞ্ৰী দেবি ভগবতী।।[১৫]
দিবস রজনী [১৬]নাই রবি [১৭]নীশাকর।
[১৮]ইন্দ্রাদি দেবতা [১৯]নাঞ্ৰী এ ষপ্ত [১৯]সাগর।।
[২০]পশ্য নাঞ্ৰী পক্ষ নাই নাঞ্ৰী [২০]তরুবর।
পর্ব্বত গহন [২১]নাঞ্ৰী সর্প্প অজগর।।
জমালয় জমদূত [২১]নাঞ্ৰী যমরাজ।
[২২]অস্থির অনাদি দেব ভাষে জলমাঝ।।[২২]
[২৩]অঙ্গুলী প্রমাণ বটপত্রের উপর।
জলমধ্যে ভাষে দেব অনাদি ঈশ্বর।।
[২৪]স্রিষ্টি করিতে দেব করিলেন মন।
[২৫]অনিল আদি করি শ্রীজিল চারিজন।।
জগতজিবন কবি মনসার দাষ।
পদছন্দে পাচালী করিল প্রকাশ।।[২৫]

আশু পুথির পাঠান্তর ।। এক ।।

১ অথ নেই, ২ নাই, ৩ কেবল আশু তেই আছে, এটি দেবীর আবাহন সূচক, ৪ জলময়, ৫ নাই, ৬ সংসার সকল, ৭ সজড়-অজড়, ৮ নাই, ৯ সংসার, ১০ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নাহি ছিল অস্ট লোকপতি, ১১ যদুপতি, ১২ নাহি, ১৩ কভু নাহি, (গ) পুথিতে কেহ, ১৪ সরস্বতী, ১৫ নাহি গঙ্গা-ভাগিরথী, ১৬ নাহি, ১৭ (গ) পুথিতে দিবাকর, ১৮ ইন্দ্রআদি, (ক) পুথিতে ইষ্ট, ১৯ নাহিএ সাত, ২০ পশু নাহি পক্ষী নাহি নাহি, ২১ নাহি, ২২ সর্প নাহি নর নাহি মৃত্যুর সমাজ, ২৩ অঙ্গুষ্ট ২৪ সৃষ্টি-স্থিতি, ২৫ নাই, আছে - রচিল পাচালি কবি জগতজীবন।

।।দুই।।

[১] ভাসিয়া ভাসিয়া না জাএ ধর্ম্ম গো .... ধুয়া [১]

[২]অনাদি আদেষ [৩] করে সুন চারিভাই।
প্রলয় [৪] ঘুচাএ্যা শৃষ্টি করো এহি ঠাএ্যী।।[৪]
চারিদিগে [৫] চারিভাই ভূমিএ্যা [৫] বেড়ায়।
[৬]শ্রীষ্টি করিতে কিছু না [৭] দেখী উপায়।।
[৮] একার্ত্ত হইয়া জুক্তী করে চারিজন।
[৯] চারিজনে একজন [৯] করিল শ্রীজন।।
ধর্ম্মনামে একজন শ্রীজিল চারিভাই [১০]।।
[১১] বসীয়া জোগ বলে ধর্ম্ম ধিয়াই।।[১১]
[১২] জোগবলে বসিয়া [১২] প্রলয়ের জলে।
[১৩] ধর্ম্মদেব বলীয়া ডাকিল যেই স্থলে।।
সম্মুখে দাড়ায়া দেব করে নিবেদন।
কুন কার্য্যে মোর তরে করিলে শ্রিজন।।
আজ্ঞা দেহ গুরুদেব করিবো পালন।।
প্রলয়ের জলে বসি আছো কী কারণ।।
ধর্ম্মের বচন সুনী অনীলদেব হাষে।
শ্রীষ্টি করহ পুত্র কহিল বিশেষে।।
আজ্ঞা পাএ্যা ধর্ম্ম করিল গমন।
শ্রীস্টি করিতে দেব ভাবে মনে মন।।
মায়া করি অনীল গেলেন স্থানান্তরে।
শ্রী জগত জিবন গায় মনসার বরে।। [১৩]

আশু পুথির পাঠান্তর ।। দুই ।।
১ ধুয়া ভিন্ন - শিবনাম শুনিতে কেবল মধুররে, ২ এর আগে দুটি লাইন আছে - জলের উপরে নির্ম্মাইল নিরঞ্জন / একমন দিয়া শুন সৃষ্টির পত্তন, ৩ কৈল, ৪ ঘুচায়া সৃস্ট মন কর ভাই, ৫ চারিজন ভ্রমিয়া, ৬ সৃষ্টি, ৭ পায়, ৮ একত্র, ৯ ধর্মনামে এক দেব, ১০ এক লাইন বাদ দিয়ে পাঠান্তরে আছে - পুরুষ সৃজিল সেই স্থলে, ১১ নাই, ১২ ১০ চিহ্ন যুক্ত লাইটির ওপরে আছে পাঠান্তর সহ -চারিভাই বৈসে পুন, ১৩ নাই, ভণিতা দিয়ে পদ শেষ -'মনসার পাএ মজিয়া রহুক মন / বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন।

।।তিন।।

[১] ত্রিপদী

[২] জনমীএ্যা ধর্ম্মরাজ [৩] প্রলয় [৪] জলের মাঝ
[৫] নিরক্ষীয়া চারি দিগে [৫] চায়।
[৬]নাএ্যী দেখে [৬] মহিতল [৭] কেবল প্রলয় জল [৭]
শৃষ্টির [৮] করেন উপায়।।

[৯]অনিল বোলেন ভাই আমরা [১০] চলই জাই
ধর্ম্মকে ডাকীয়া [১১] শোধাই।
[১২] কেমনে হইল ধর্ম্ম [১৩] কে থুইল নাম ধর্ম্ম [১৩]
[১৪]জনম লভিল কুন ঠাই।। [১৪]
জুক্তী করিয়া মনে [১৫]চলিলেন চারিজনে
ধর্ম্মকে ডাকীয়া [১৬] সোধায়।
[১৭] কেমতে হইলা ধর্ম্ম কেমনে পাইলে জন্ম [১৭]
[১৮]জন্মীলে কেমন উপায়।।*
[১৯]উঠিয়া বোলেন ধর্ম্ম অনাদি আমার জন্ম
[২০]আপূনী শ্রীষ্টির অধিকারি। [২০]
[২১]কী করির রাজাঙ্গীনী [২১] আমী [২২] জগত স্বামী
[২৩]আপূনী পূরণ অধিকারী।। [২৩]
[২৪]অনিল বোলেন ভাই [২৫]এথা হৈতে চলি জাই [২৫]
ধর্ম্ম [২৬] হৈএগ্রা গুরুনিন্দা করে।
ধর্ম্মকে [২৭]দিব সাপ [২৮]খন্ডার মনের তাপ
[২৯]চল খাই [২৯]আপনার ঘরে।।
[৩০]জগত জিবন কবি বন্দোমা মনষা দেবি
দেবমনী অস্তীকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারি জড়ৎকার মনীর নারি
যেবকের হবে বর দাতা।। [৩০]

আশুপুথির পাঠান্তর ।। তিন ।।

১ লাচাড়ী, ২ প্রলয়ের, ৩ নাই, ৫ বসিয়া চতুর্দ্দিগে, ৬ না দেখি, ৭ সংসার জলস্থল, ৮ করিল, (গ) পুথিতে করিতে, ৯ অনিলে, (গ) পুথিতে আনিয়া, ১০ চলহ, ১১ শুধাই, (গ) পুথিতে ডাকিএগ্রা সোধায়, ১২ কেমতে, ১৩ কিরূপে তাহার জন্ম, ১৪ যুগের ধর্ম্ম স্তান পাই, ১৫ চলিলা, ১৬ শুধায় ১২-১৬ পর্যন্ত পঙ্‌ক্তি (গ) পুথিতে নাই, ১৭ অনিলে বোলেন ধর্ম্ম করিবেক কোন ধর্ম্ম, ১৮ জনমিলা, * এরপর ৪ টি লাইন আছে কাহা হৈতে তোমার জন্ম - করিবেক কোন কর্ম্ম / জনম হইল কাহার উদরে / আমি পুছি ধর্ম্মহে -স্বরূপ কহিয়া দে / কি করহ জলের উপরে ১৯ ডাকিয়া, ২০ আপনে সে পিতামাতা আমি, ২১ সৃষ্টির অধিকার, ২২ সে অতিরিক্ত, লাইনটি এক পঙ্‌ক্তি পরে আছে, এখানে আছে - করিবারে রাজ্যভার, ২৩ নাই, ২৪ অনিলে, ২৫ কি করহ এই ঠাই, ২৬ সে (গঁ) পুথিতে আছে রূপ, ২৭ দিয়া, ২৮ খন্ডিবে, ২৯ চলহ, ৩০ ভণিতা আলাদা -

শঙ্কর নন্দিনী জগত বন্দিনী
বন্দিয়া তার দুই পায়।
স্বপনে পাইয়া গীত করিয়া বিরচিত
জগত জীবন কবি গায়।।

।। চার।।

[১] হরিবোশ বদনেরে ভাই হরিবোল .... ধুয়া [১]

[২] অনিল বলত্র [২] ধর্ম্ম [৩] বড় দুরাচার।
প্রথমে [৪] গুরু নিন্দা [৪] দুর্ঘ্যন ব্যবহার।।
[৫] তোমার বাক্যে [৬] আমার হইল মনস্তাপ। [৬]
অবস্য পাপীষ্ঠ [৭] তোরে দিব অভিসাপ।।
সড়া পচা [৮] হঞা ভাসো সাগরের [৮] নীরে।
[৯] লাগুক গাড়ুয়া পোকা সরির উপরে।।[৯]
অভিসাপ [১০] দিলাম বলীয়ে [১০] উপদেষ।
শ্রিষ্টির প্রকাষ তুমী [১১] করিবে বিশেষ।।[১১]
প্রথমে [১২] শ্রিজীয়া তুমি জতো চরাচর।
[১৩] ধর্ম্ম কর্ম্ম শ্রীজিবে [১৩] [১৪] দেবতা আর নর।। [১৪]
ব্রহ্মা বিষ্ণু [১৫] শ্রিজীবে [১৬] আর সুল পানী।
অবশেষে [১৭] হইবে মনোষা কন্যাখানি।।
মনসার রূপ দেখি [১৮] হইবা অচেতন।
বিভা করি মনসাকে দিবে আলীঙ্গন।।
[১৯] লয্যা পাঞা [১৯] সরির [২০] ছাড়িবে ধর্ম্মপতি। [২০]
তুমী হবে [২১] মত্ত্ব মনসা হবে সতী।।
মহেশেরে [২২] অঙ্গে তুমী করিবে [২২] প্রবেষ।
* অর্দ্ধেক হভবে ধর্ম্ম অদ্ধেক মহেশ।।
ব্রহ্মা যে সকল সৃষ্টি করিবে সৃজন।
ক্ষেত্রী রূপে পালন করিবে নারায়ণ।।
বাক্য-অধিকারী হবে দেব শূলপাণি।
মনসাসুন্দরী হবে তাহার গৃহিণী।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ শেষ।
মহাপাপী অধর্ম্ম দুর্জ্জন দেশ।।
পুত্রে না করিবে পিতামাতার পালন।
শিষ্যে না মানিবে গুরু [২৩] গব্বিতেক জন।।
রাজা হৈয়া প্রজাকে তাড়িবে নানা ছলে।
পরধন দুর্জ্জন কাড়িয়া নেবে বলে।।
স্ত্রীলোক ছাড়িবে তবে আপনার পতি।
পরের পুরুষ লইয়া ভুঞ্জিবে [২৪] সুরতি।।
এহি বোলি চারি দেব হৈল অন্তর্দ্ধান।
সৃষ্টিতে মন তবে করিল ধর্ম্ম জ্ঞান।।

সৃজিলেন পৃথিবীখান ধর্ম্ম আদি সুর।
আকাশে অমরাবতী আর নাগপুর।।
অষ্টদিগে সৃজিলেন অষ্ট লোকপাল।
সৃজিলেনসপ্ত সর্গ যে সপ্ত পাতাল।।
সৃজিলেন ইন্দ্রদেব সৃজিলেন নর।
সৃজিলেন গন্ধর্ব্বগণ অসুর কিন্নর।।
দিবাকর নিশাকর আর দিবারাতি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য - শূদ্র চারি জাতি।।
সৃজিলেন পশু পক্ষ পর্ব্বত গহন।
জলমধ্যে সৃষ্টি করে জলচরগণ।।
মনমধ্যে মন্ত্র আর বনমধ্যে গাছ।
সৃজিলেন জালুয়ার জাল জলমধ্যে মাছ।।
ঘাট সৃজি হাট মধ্যে রতন পসার।
বিকি কিনি করিবারে সৃজেন দ্রব্যসার।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃজিল তিনজন।
তিন পুরুষে করিবে পৃথিবী পালন।।
দশরূপে নারায়ণ কহিব পদছন্দে।
শুনিলে জনম কোটি মহাপাপ খণ্ডে।।
প্রথম ধরিল হরি মীন অবতার।
সর্ব্ব শুনে চারি বেদকরিল উদ্ধার।।
কূর্ম্ম অবতার দেব ধরিল তার পাছে।
ধরিল পৃথিবীখান পৃষ্ঠের উপরে।।
বরাহমূর্ত্তি ধরে দেব অতি ভয়ঙ্কর।
ধরণী তুলিয়া ধরে দন্তের উপর।।
হিরণ্য বিদার কৈল নরসিংহ [২৫] বলে।
বামনে ছলিল বলি গেলা রসাতলে।।
ভৃগুরামরূপে ক্ষেত্রি করিল সংহার।
রামরূপে রাবণের সবংশে সংহার।।
রোহিনীনন্দন বলরাম মহাবল।
মত্ত হৈয়া কালিন্দীক হানিল লাঙ্গল।।
বোদ্ধরূপে পশু হিংসা না করিল আর।
কল্কিরূপে ম্লেচ্ছলোক করিল সংহার।।
দশবার দশরূপ ধরিল শ্রীহরি।
শুনিল গাইলে [২৬] লোক যমপুরী [২৭] তরি।।
পদ্মার আদেশ গীত পাইল সপনে।

বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে।।*

আশু পুথির পাঠান্তর :- ।। চার ।।
১ ধুয়া আলাদা - তুধন রাম জীবন তুমি, ২ অনিলে বোলেন (গ) পুথি অনলে, ৩ তুমি, ৪ নিন্ধিলে গুরু, ৫ তোর, ৬ আমা সভার মনে হইল তাপ, ৭ তোকে, ৮ হৈয়া ভাসিয়া যাবে, ৯ লাগিবে পান্ডুর পোশ তুমার শরীরে, আশু পুথিতে পাঠ আদে 'পকা', সম্পাদনায় সময় পোকা পাঠ গৃহিত হয়েছে, ১০ দিয়া আর কহে, ১১ করহ প্রবেশ, ১২ সৃজিবা, ১৩ স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজিকা, ১৪ সৃজিবা দেবনর,
১৫ সৃজিবা, ১৬ নাই, আছে তবে দেব, ১৭ সৃজিবা, ১৮ হবে, ১৯ লাজ পায়া, ২০ ছাড়ি ধর্ম্মমতি, ২১ মৃতক (গ) পুথিতে মৃত্যুক - পাঠান্তরে আশু পুথির এই পৃষ্ঠায় ৩ সংখ্যাসূচক একটি প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সম্পাদিত পাঠে কোথাও ৩ নেই, ২ ই বা কোথায়? পুনঃ সম্পাদনায় সময় এগুলোকে অগ্রাহ্য করতে হলে ২২ অঙ্গতে করিয়া, * চিহ্নিত অংশ গুলির পাঠ দে ২ পুথি ছিন্ন হওয়ার আশু থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এর পাঠান্তর আশু (গ) পুথি থেকে এইভাবে দেখানো হয়েছে —
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর :- (এই গানটির প্রথমাংশ দে২ নং পুথির পাঠ অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। পাঠান্তর আশু পুথির পাঠও তুলনা করা হয়েছে। বাকি অংশ কেবল আশু পুথির পাঠ অনুযায়ী নির্মিত)
২৩ গর্ব্বিতের, ২৪ যবতী,
২৫ রূপে, ২৬ ভবভয়লোকে, "তরি" পাঠ অতিরিক্ত যা উভয় পুথিতেই আছে।

।।পাঁচ।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু তিন ভাই রহিলেন তিন ঠাঁই
করে লয়া *তিন কুশ ফুল।
বাপের [১]দুই চরণ তিনে করিলা বন্দন
চলিলা সাগরের কূল।।
তিনখাটে তিন জন [২]তপস্যাতে দিল মন
বসিলা আবেশ করি।
কপালেত দিল ফোঁটা গলায়েত যোগপাটা
তুলসী *তিন কুশ ধরি।।
না দেখি পুত্রের মুখ ধর্ম্ম হৈলা মনদুঃখ
[৩] তেজিলাত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।
নিঃশ্বাসত নিঃসরিল মনসার জন্ম হৈল
বসিলা উঠিয়া বামপাশে।।
মনসা সে সুন্দরী রূপে গুণে বিদ্যাধরী
চাঁচর মস্তকের কেশ।
শরতচন্দ্র জিনি মুখ দেখিয়া সে বাঢ়ে সুখ
ভুবন জিনিয়া ধরে বেশ।।
হৃদয়েত অর্দ্ধভার তিল পুষ্প নাসা যার
কিছু ধরে পুরুষের ধর্ম্ম।
নাই স্ত্রী নাই বর না জানিয়া বস্ত্রিধর
নপুংসক হৈয়া হৈল জন্ম।।
নখেত দিল রেখ হইল পরতেক
সেই পথে শ্রবি রক্ত চলে।

মনসাত কন্যা পায়া ধর্ম্ম পড়ে অচেতন হৈয়া
পবিত্র করে কমণ্ডলু জলে।।
পড়িলেন ধর্ম্ম লোভ করিতে চাহেন কোলে
মনসাত পাইল তরাস।
মনসা বোলেন ধর্ম্ম না করহ হেন কর্ম্ম
করিবে সে লোকে উপহাস।।
জগতজীবন কবিত্ব বিচক্ষণ
বন্দিয়ে অস্তিকের মাতা।
জগতজননী মহেশনন্দিনী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। পাঁচ ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর:- ১ সে, ২ তপস্যাকে, ৩ তেজিল *পাঠ আছে তিন কিন্তু কুশ গাছের কোন ফুল হয় না। তিল পাঠ হবে। তিল ও কুশ হিন্দু পূজায় লাগে।

।।ছয়।।

[১] তোর রূপে আকুল কেনে হিয়া।
হে রামা তোর রূপে আকুল কেনে হিয়া।।[১]ধু।।

কেমনে তরিব নাথ এই ভব -সাগর।
তোমার চরণ বিনা গতি নাই আর।।ধু।।

গোসাঞি বলেন মনসা বচন মোর ধর।
দিয়া কন্যা মধুপান প্রাণ রক্ষা কর।।
মনসাএ বোলে ধর্ম্ম জগতের পতি।
কুমারী হরিলে হবে নরকে বসতি।।
তুমার কারণে হবে প্রভু সৃটি নাশ।
অবলার বচনে হইবে উপহাস।।
গোসাঞি বলে মনসা থাকহ এই ঠাই।
যাবত ডাকিয়া আনি পুত্র তিন ভাই।।
পুত্র সম্ভাষিতে গেলা ধর্ম্ম মহামতি।
তিন ভাই পিতার চরণে করিলা প্রণতি।।
তিন ভাই বোলে বাপু কেনে আইলে এথা।
ধর্ম্ম বোলে আছে এক বিবরণ কথা।।
কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।

উপার্জ্জিয়া [২]খাল্যে ফল দোষ কিবা আছে।।
বাপের বচনে কথা কহে তিন ভাই।
উপার্জ্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই।।
গোসাঞিঃ বোলে তিন পুত্র শুন মোর বাণী।
ভগ্নী এক সৃজিল তোমার মনসা কামিনী।।
তার রূপ দেখি মোর স্থির নাই মন।।
বিবা করাইয়া দেহ পুত্র তিন জন।।
শুনিয়া বাপের কথা মনে পায় তাপ।
কথায়ত [৩]আজ আমাক [৩]ছলিলেক বাপ।।
[৪]বাপের বাক্যেতে ভর করি তিন জন [৪]।
ভৃঙ্গারেত জল ভরি করিল গমন।।
যাইয়া পাইল তিন দেবের পুরীত।
বিবাহের [৫]সাজ যত করিল তুরিত।।
সোবর্ণের ঘট আনি স্থাপিলা তুরিত।
বসিলেন মনসা গোসাঞিঃ বাম ভিত।।
ব্রহ্ম মন্ত্র পড়ি হর জল দিল হাতে।
সাতবার ছিটাইল দুই জনার মাথে।।
গোসাঞিঃ মনসায়ে বিভা ত্রিভুবনে জানি।
দেবাসুর নর তবে করে জয়ধ্বনি।।
বিভা দিয়া তিন [৬]জন তপস্যাকে যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তরঃ- ।। ছয় ।।

১ (গ) পুথিতে নাই, ২ খাইলে, ৩ আজি, ৪ বাপের সাক্ষ্যেকে ভর করি তিন জন, (ক) পুথির পাঠ , ৫ দ্রব্য, ৬ ভাই,

---

।। সাত ।।

লাচাড়ি।।

সোবর্ণের পালঙ্কে বসিলা গোসাক্রি রঙ্গে
মনসা বসিলা এক পাশে।
মনসার হাত ধরি দৃঢ় আলিঙ্গন করি
রাহু যেন চন্দ্রকে গরাসে।।
কুসুমের মকরন্দে যেন অলি ধায় গন্ধে
লোভে যেন মত্ত মধুকর।
দেবের পরম রঙ্গ [১]উদাস করিল অঙ্গ
দেখিয়া মনসার পায় ভর।।

মনসাএ বোলেন নাথ করি প্রভু জোর হাত
শরীর দেখি বড় বিপরীত।
প্রাণে মোর লাগে ডর দেখিয়া সে সৃষ্টিকর
রাখ প্রভু যেমন উচিত।।
মনসার বাক্য শুনি ধর্ম্মরাজ মনে গুণি
শরীর ধরিলা রাম হাতে।
অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ ফেলাইল অর্দ্ধখান
মনসা সন্তোষ হইল তাতে।।
গোসাঞি পড়িল ভোলে মনসাকে নিল কোলে
মদনে পীড়িত দুই জন।
সুরতির প্রসঙ্গে বঞ্চে নিশি মহারঙ্গে
করে গোসাঞি ধাতু আলিঙ্গন।।
স্খলন হইল রেত বদন হইল শ্বেত
নয়ান হইয়া [১] গেল ঘোর [২]।
সুরতি রমণ করি ধর্ম্মের হইল হারি
মুখে [৩] গোসাঞির না বাহিরায় [৪] রোল।।
[৫] সুরতির শ্রম হৈল মনসা নিদ্রাতে পৈল
গোসাঞি মরমে লজ্জা পায়।
তেজিয়া মনসা সতী সৃষ্টির অধিপতি
করে প্রভু মরণ উপায়।।
জগতজীবন কবি বন্দো হর মহাদেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ - অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তরঃ- ।। সাত ।।
১ উদাম্য, ২ গোলাগোল, ৩ গোসাইর, ৪ নাই, ৫ এর আগে 'বালা' কথাটি আছে। সম্পাদক লিখেছেন - "সুরাভর পূর্বে (গ) পুথিতে বালা শব্দটি আছে ("দ্বিতীয়" সংস্করণ পাঠান্তর, পৃঃ ৩৬৩) কিছু কথাটা কাব্যে আছে "সুরতির", সুরভির নয়।

।। আট ।।

মনসাক ছাড়িয়া ঘরে গোসাঞি পলায় ডরে
সুরতিভঙ্গ অভিমানে।
অনিলের অভিশাপ গুরু নিন্দা মহাপাপ
ধর্ম্মকে ফলিল সেইক্ষণে।।
সড়া পচা তনু ধরি ভাসে দেব মায়া করি

পোকায়ে বেষ্টিত সৰ্ব্ব গায়।
এ মৎস্য মগর আর বোচা সুস্থ ঘড়িয়াল
হরীর সব কামড়ায় খায়।।
প্রথমে ব্রহ্মার তরে যে ঘাটে তপস্যা করে
ভাসিয়া লাগিল সেই কালে।
মরা দেখি চতুর্ম্মুখ হইয়া রহে উর্দ্ধমুখ
ভাসাইল জলের [১] হিল্লোলে।।
বিষ্ণুদেবে করে তপ সেই ঘাটে গেল সব
সমুখে দেখিল বিশ্বেশ্বর।
জলের হিল্লোল দিয়া দিল জলে ভাসাইয়া
ভাসিয়া চলিল কতদূর।।
গোসাঞি বোলেন মনে মোর পুত্র তিনজনে
[২] না পারিলে চিহ্নিবাক মোক।[২]
দেবতার হেন মতি এমন অজ্ঞান অতি
[৩] কেমতে চিহ্নিবে পরলোক।।
যেই ঘাটে ব্যোমকেশ তপস্যাতে আবেশ
সেই ঘাটে গেলা ধর্ম্মারাজ।
তিল কুশ নিয়া আসি ধ্যান করিল বসি
জলমধ্যে ভাসিয়া [৪] অকাজ।।
৫ মহাদেব বোলে বাণী মোর বাপ ব্রহ্মমুনি
ভাড়িলেক ভাই তিন জন।
ধ্যান করি চাহো মনে কুলমুখে কুলজনে
প্রথমেত সৃজিলে মরণ।।[৫]
ধ্যানে রহে মহেশ্বর ধ্যানেত করিল ভর
ধ্যান করিল অনুতাপে।
আপনার মরণ কৈল ধর্ম্ম সৃজন
[৬] অনিল দেবের অভিশাপ।।
তিন কুল থুইল তামি শঙ্কর জগতস্বামী
গায়ের গামছা বান্ধিয়া।
বাপকে করিয়া কোলে উপর পাহাড়ে তোলে
মহাদেব বিকল কান্দিয়া।।
জগত জিবন কবি বন্দো মা মনসা দেবী।
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর:- ।। আট ।।

১ হিন্দোলে, ২ না পারিলা চিনিবার তরে, ৩ কেমনে, ৪ অকারণ, ৫ সম্পাদক লিখেছেন, "গ পুথিতে নাই। লিপিকর প্রমাণ বলিয়া মনে হয়"। (২য় সংস্করণ, পাঠান্তর, পৃ: ৩৬৩)। লাইনগুলি বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ও প্রসঙ্গানুগ। তবু কেন সম্পাদক লিপিকর প্রমাণ বললেন? ৬ অনল।

।। নয়।।

কান্দিয়া বিকল শিব ওহোও পিতার [১] মরণে।।ধুয়া।।

করুণা করিয়া হর করয়ে ক্রন্দন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শুনি আইল দুই জন।।
কান্দে ভাই তিন করিয়া কোলাকোল।।
উচ্চ স্বরে কান্দে হর হাহাকার বোলি।
উঠ উঠ বোলে হর ক্রন্দন সকলি।।
পুত্রের ক্রন্দনে ধর্ম্মের হইল চেতন।
না কান্দ না কান্দ মোর পুত্র তিনজন।।
পূর্ব্বে অনিলেক মোর অছিল অভিশাপ।
সৃজিলেক মৃত্যু পথ না কান্দিঅ বাপ।।
এক কথা কহি না করিহ উপহাস।
মুখ মেল সত্বরে উদরে দেহ বাস।।
মহেশ্বর বোলে বাপু ইহা নাকি হয়।
ধর্ম্ম বোলে শুন বাপু মিথ্যা কথা নয়।।
তুমি আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী।।
এক কথা কহি বাপু শুন ত্রিলোচন।
অবশ্য হইবে বাপু আমার মরণ।।
চুয়া চন্দন [২]আগর দিয়া কাষ্ঠ। [২]
আমাকে [৩] পোড়াইহ বাপু নিরামিষ ঘাট।।
বাপের আদেশে মুখ মেলিল শঙ্কর।
প্রবেশ করিল ধর্ম্ম অন্তর ভিতর।।
এহি বোলি ধর্ম্মদেব তেজিল জীবন।
জগতজীবন গায় রেবতীনন্দন।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর:- ।। নয় ।।

১ চরণে, ২ আর আগরাদিকাষ্ঠ, ৩ পুড়ায়।

।।দশ।।

ত্রিপদী।।

ধর্ম্মদেব গেল মরি তিন ভাই করুণা করি
কান্দে বসি সাগরের ঘাটে।।
মহেশ্বর বোলে ভাই কান্দি কেনে দুঃখ পাই
ধর্ম্ম সৃজিল জীবন মরণ।
যাই নিরামিষ ঘাট করি বাপের কাজ
এহি রূপে সবার মরণ।
ধ্যানে বৈসে মহেশ্বর ধ্যানে করিয়া ভর।
পাইল নিরামিষ ঘাট।
আপনার উরু তুলি তাহাতে বান্ধিআ [১]চুল্লি
বাপের করয়ে অগ্নিকাজ।।
গঙ্গাসাগরের পানি আগর চন্দন আনি
ধর্ম্মদেবের শরীর ধোয়ায়।
করিয়া উত্তম [২]খাট চাপায় আগর কাঠ
তাতে নিআ ধর্ম্মকে শোয়ায়।।
আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
আনল ভেজায় তিন ভাই।
মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মাহর অগ্নি দিল মহেশ্বর
পুড়িয়া হইল ছাই।।
করিয়া অগ্নির কাজ ধোয়ায় আঙ্গার কাষ্ঠ
তিন ভাই কান্দে উচ্চ স্বরে।
করিলেন তর্পণ পিণ্ড দিল তিনজন
তপস্যাকে চলিল সাগরে।।
জগতজীবন কবি বন্দো মাতা বিষহরি
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ - অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর:- ।। দশ ।।
১ চালি, ২ ঘাট।

।। এগার।।

প্রাণনাথ বিনে আমি কার শরণ লবো ও... ।। ধু।।

হইল নিরস্ত তবে পোহাল্য রজনী।
চৈতন্য পাইল পাছে মনসা কামিনী।।
পাইল চৈতন্য কন্যা প্রাণ কাঁপে ডরে।
[১] ছাড়ি গেল ধর্ম্মরাজ একশ্বর ঘরে।।
করুণা করিয়া কান্দে মনসা যুবতী।
কুন অপরাধে মোর ছাড়্যা গেল পতি।।
কান্দিয়া মনসা দেবী ভাবে মনে মনে।
জানি কিবা ধর্ম্ম গেল পুত্র দরশনে।।
তপস্যা করেন ব্রহ্মা বৈস্যা যেইখানে।
কান্দিয়া মনসা দেবী গেল সেই স্থানে।।
মনসা বোলেন ব্রহ্মা বড় পুত্র মোর।
তুমাকে দেখিতে বাপ আসিয়াছে তোর।।
ব্রহ্মা বোলে পিতা নাহি আসে মোর ঠাই।
বিষ্ণুদেব আছে [২] তবে আমার ছোট ভাই।।
তার ভাটি বিষ্ণুদেব তপ করে যথা।
কান্দিয়া মনসা দেবী তবে গেল তথা।।
মনসায়ে বোলে তবে শুন পুত্র মোর।
তুমাকে দেখিতে বাপ আসিয়াছে তোর।।
বিষ্ণু বোলে ধর্ম্ম নাহি আসে মোর ঠাই।
শঙ্করকে [৩] পুছিলে সত্য কথা পাই।।
যে ঘাটে তপস্যা করেন [৪] পশুপতি।
সে ঘাটে চলিয়া গেল মনসা [৫] ধুবতী।।
মনসায়ে বোলে তবে শুন পুত্র মোর।
তুমাকে দেখিতে বাপ আসিয়াছে তোর।।
শিব বোলে শুন মাতা আমার বচন।
মরণ সৃজিয়া বাপ তেজিল জীবন।।
এই ঘাটে পুড়িল অনাদি সুরপতি।
বাপ হইল মরা মাগো তুমি হইলা সতী।।
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবনে।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর:- ।। এগারো ।।

১ ছাড়িলেক, ২ তবে নাই, ৩ পাঠ পুছিলে তবে। সম্পাদক পাঠান্তরে (২য় সংস্করণ পৃ: ৩৬৩) পৃ: ১৫ তে এই অংশটিকে ১ বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার ১৪ পৃ: ২ চিহ্নিত অংশকে পাঠান্তরে পৃ: ১৫ র ১ বলেছেন। ফলে এই ও পরবর্তী গানের সব ক্রমই গোলমাল হয়ে গেছে। পুনঃসম্পাদনায় তা শুধরে দেওয়া হল। ৪ শূলপানি, ৫ কামিনী,

।। বার।।

প্রাণনাথ কোথা গেলে পাব।
আর কিবারে য়োহো ও.... ।। ধু।।

কান্দেন মনসা দেবী কেশ নাহি বান্ধে।
ছাড়িল প্রাণনাথ মোর [১] কুন অপরাধে।।
করুণা করিয়া কান্দে শিরে দিয়া হাত।
বিনি দোষে ছাড়িয়া পালাইল প্রাণনাথ।।
মহাদেব বোলে মাতা শুন রূপবতী।
মরিল আমার পিতা তুমি যাহ সতী।।
মনসাএ বোলে পুত্র [২] সাজ কর চিতা।
তোমার পিতার সঙ্গে যাব অনুমৃতা।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনে গাঅ তোলে।
নির্ম্মাণ করিল চিতা মনসার বোলে।
নির্ম্মাণ করিল চিতা সাগরের ঘাটে।
বান্ধিলেক মরুখান চন্দনের কাষ্ঠে।।
স্নান করি মনসা সুন্দরী মহাসতী।
জোড় হস্ত করিয়া ধর্ম্মকে করে স্তুতি।।
চিতা প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।
চিতাত *শুতিলা মনে ভাবিয়া অসার।।
চারিদিগে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।
আনলে পুড়িয়া মরে মনসা কামিনী।।
আনলের মধ্যে হইল শিশু কন্যাখানি।
জনম হইল কন্যার শিবের গৃহিণী।।
উহা চুহা করিয়া মনসা কাঢ়ে [৩] রায়।
আনলের মধ্যে হইল তিন দিনের [৪] ছায়।।
মহেশ্বর বোলে ভাই করি কোন কর্ম্ম।
আনলের মধ্যে মনসা পাইল জন্ম।।
ব্রহ্মাদেবে বোলে যুক্তি শুন দুই ভাই।
লোহার মঞ্জুসি করি সাগরে ভাসাই।।

নির্ম্মাইল মঞ্জুসি ব্রহ্মা সৃষ্টি - অধিপতি।
তার মধ্যে খুইল দেবী অতি শিশুমতি।।
ভাসাইয়া দিল দেবী সমুদ্রের জলে।
রহিলেন নিয়া কন্যা মেদিনীমণ্ডলে।।
লোহার মঞ্জুলে কন্যা জলে ভাস্যা যায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর :- ।। বারো ।।

১ কোন, ২ শীঘ্র, ৩ রাও, ৪ ছাও। *অর্থবোধক পাঠ শুইলা হওয়া সম্ভব

।। তেরো।।

আর কিবারে ও হো ও।
শ্যামরূপ দেখিতে মধুর ... ।।ধু।।

আকাশে বরিয়ে ঘন আগর চন্দন।
গৌরীর জনম হৈল জানে ত্রিভুবন।।
নৃত্য করে অপ্সরা গন্ধর্ব্বে গীত গায়।
বাদ্য করে বিদ্যাধরী বিবিধ বাজায়।।
স্বর্গপুরে আনন্দিত শচী পুরন্দর।
[১]নাগলোক আনন্দিত অসুর অমর।।
মন্দ মন্দ নির্ম্মল দক্ষির বহে বায়।
পশুপক্ষ মনুষ্যের পুলকিত গায়।।
তপস্যা করেন হেমন্ত সাগরেত বসি।
সাগরের জলে ২ মঞ্জুস যায় ভাসি।।
ঋষি বোলে আমায় সদয় হইল বিধি।
তপস্যায় ফলত মিলিল কূন নিধি।।
মঞ্জুস ধরিল ঋষি আনন্দিত মন।
খুলিয়া দেখিল কন্যা অতি বিচক্ষণ।।
ঋষি বোলে আজি মোর তপস্যার ফল।
মিলিল আসিয়া মোকে সোনার কমল।।
কন্যা পায়া মহাঋষি না থাকিল বয়া।
মন্দিরে চলিয়া গেল আনন্দিত হয়া।।
কি কর তুমি ঋষিয়নী নিশ্চিন্তে বসিয়া।
মিলিল অমূল্য নিধি দেখহ আসিয়া।।

ঋষির বচনে মেনকা বাহির হৈয়া চায়।
দেখিয়া কন্যার রূপ নয়ান জুড়ায়।।
ঋষি বোলে ঋষিয়ানী গর্ভ বান্ধ নিয়া।
নগর-ভ্রমিয়া আস্য গর্ভ দেখাইয়া।।
জগত জিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর :- ।। তেরো ।।

১ নাগপুরে, ২ মজুস, এটি লিপিকর প্রমাদ বলে মনে হয়। শুদ্ধপাঠ নিশ্চয়ই মঞ্জুস।

।।চৌদ্দ।।

চলিল মেনকাদেবী পেটে ধামা বান্ধি।।ধু।।

[১] দেবী সাজেরে হাট দেখিবারে দেবী সাজে।।[১]ধু।।

[২]মানাই মানাই এথা নিদানকালে।।[২]ধু।।

হাট করিতে সাজে মেনকা পেটে বান্ধি ধামা।
জগতজননী গৌরী ঘরের মাঝে খুয়া।।
পণ আট দশ কোড়ি দাসী নিল সাথী।
লোক বুঝাইতে যায় ঋষি আনিয়া পুয়াতি।।
তৈলে চপ চপ গায় ধীরে কাঢ়ে রায়।
[৩]চারি চারি অঙ্গুলে [৪]তুলিয়া ফেলে পায়।।
দাসী সঙ্গে জনা চারি হাট করিতে যায়।
যতেক নগরের নারী বসিয়া রয়া চায়।।
মনুস্য দেখিয়া কুথে [৫]মল্যাম মল্যাম [৫]করে।
চলিতে না পারে মনেকা দারুণ পেটের ভরে।।
খেনে উঠে খেনে বৈসে মাথা করে হেট।।
লোকে বোলে ঋযিয়ানী তুমার কয়ে মাসের পেট।।
মেনকা বোলে মোর জীবন কিবা [৬]আশ।
পেট নহে মরিবার পথ হৈল দ্বাদশ মাস।।
আর কত দূরে যায়া [৭]হাট সান্ধ্যায় [৭]রঙ্গে।
দুঃখ সুখের কতা কহে [৮]হাটুয়াগণ সঙ্গে।
[৯]মনুস্য বোলে হেন পুয়াতি [১০] কোথায় না দেখি।
এমন পেট লয়া আইসে কেনে ঘর উপেখি।।

ঋষিয়ানী বোলে আমার ঘরের দোষ নাই।
পেট লয়া না করি হাট খাইতে কেনে চাই।।
হাটে কিনে হাটের লাড়ু খাইবার আশে।
সাধে কিনে [১১] পোড়া * মাটি খায় [১২] গোগ্রাসে।।
আমলকী কিনে জামির কিনিয়া তৈলে ভরায় তাড়ি।
কিনিয়া বেচিয়া [১৩] তবে ফিরে আর যায় বাড়ি।।
[১৪] ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করে গৌরীর পায়।[১৪]
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর :- ।। চৌদ্দ।।
১, ২ চিহ্নিত অংশ এতে নেই। ৩ চাপি, ৪ ডালিখা, ৫ মেনকা সরম, ৬ কাজ, ৭ প্রবশয়ে, (গ) পুথির এই শব্দটি কি হাট সান্ধ্যায়ে এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে না শুধু সান্ধ্যায় এর বদলে আছে? সম্পাদক বিষয়টি স্পষ্ট করেননি, ৮ (৪) চিহ্নিত ১৮ পৃ: র এই শব্দটির বদলেও পাঠান্তর সম্পাদক একই শব্দ "হাটুয়াগণ" দেখিয়াছেন। ৯ মানুষ্যগন, ১০ (গ) পুথিতে নাই, ১১ মূল পুথির পাঠ ছিল পড়া, (গ) র পাঠ পোড়া, ১২ গ্রাসে গ্রাসে, ১৩ নাই ১৪ ভূমি লুটি প্রনান করয়ে গৌরীর পায়।

।। পনের।।

ত্রিপদী

ঋষিয়ানী সান্ধায় ঘরে কান্দে মেনকা উচ্চ স্বরে
কান্দে দেবী শিরে দিয়া হাত।
মলু মলু কাঢ়ে রাঅ পালঙ্কে গড়ায় গাঅ
দাইকে ডাকহ প্রাণনাথ।।
চলে ঋষি দাইর বাড়ি পণ দশ নিয়া কোড়ি
দাইক ডাকিয়া বোলে বাণী।
পণ দশ কোড়ি ধর চল দাই আমার ঘর
বেদনাএ কাতর ঋষিয়ানী।।
যুক্তি করে ঋষিয়ানী রক্তচন্দন আনি
লাগায় দুর্গার সর্ব্ব গায়ে।
[১] থুল দুর্গার মুখের আগ [১] কেহো ত না পায় [২] লাগ
খুড়াখুড়ি আনল জালায়ে।।
কড়ি পায়া দাই রঙ্গে চলে দাই ঋষি সঙ্গে
ঋষিঘরে আরপিল পায়।
মায়া করে মহেশ্বরী দাই আনে সঙ্গে করি
উহুঁা চুহুঁা কাঢ়ে তিন রায়।।
দাই বোলে মোর কিবা কাজ ছেলা কান্দে ঘরের মাঝ
বিদায় কর ফির্য়া যাই ঘর।
চলে দাই আপন বাড়ি দিল পরিধান শাড়ী

মিনতি করিল বিস্তর।।
আপন মন্দিরে চলে নাচে ঋষি কুতুহলে
নানা রঙ্গে বাদ্য বাজায়।
সংসারে হৈল জানাজানি ঋষিঘরে হৈল কন্যাখানি
ঘুচিল ঋষির আটকুড় দায়।।
জগতজীবন কবি বন্দো ৩ মা মনসা দেবী ৩
দ্বিজমুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর :- ।। পনেরো ।।
১ মুইল দুর্গার আগে, ২ লাগে, ৩ দেবী বিষহরি (বন্দো কথাটি বাদ দেওয়া হল। কারণ উভয় পুথিতেই যা আছে তা পাঠান্তরের পর্যায়ে পড়ে না।

।। যোল।।

আর কিবারে ওহো ও।
উপায় বোলহ নারদ্ মুনি .... ।।ধু।।

গোসাঞিঃ বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
মদন আনল জলে কাঁপে কলেবর।।
মোর গর্ব্ভে নিল বাস ধর্ম্ম মহামতি।
ধর্মদেবের মরণে মনসা গেলা সতী।।
বুঝিআ কহিল মোকে ধর্ম্ম মহামুনি।
মনসা সুন্দরী হৈবেক তোমার ঘরণী।।
পুড়িয়া না গেল পোড়া মনসা কামিনী।
আনলের মাঝে দেবী হইল কন্যাখানি।।
ভাসাইল কন্যাখানি জলের উপর।
পালিল পুষিল নিয়া হেমন্ত ঋষিবর।।
হেমন্তের ঘরে দেবী বাঢ়ে দিনে দিনে।
পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা হইবে কেমনে।।
প্রাণেশ্বর নাথ অন্য নাহি জানি।
শঙ্করের বাক্যে যোড় হাত করে মুনি।।
তুমি কি না জান প্রভু ত্রিজগতনাথ।
তোমার আজ্ঞাতে আমি করি যোড় হাত।।
বিশ্বকর্ম্মা আনিয়া কর বৃষ নির্ম্মাণ।

গঙ্গা মালিনীর ঘরে করহ প্রয়াণ।।
ব্যালিস ফুলের বিচি আনহ ত্রিলোচন।
হাল বাহিয়া কর মালঞ্চ সৃজন।।
মালঞ্চ দেখিতে আসিবে ত্রিনয়ানী।
তথাতে হইবে দেখা শুন শূলপাণি।।
নারদের বচন শুনিয়া ত্রিলোচন।
বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আনিল ততক্ষণ।।
ধর ধর বিশ্বকর্ম্মা খাঅ গুয়াপান।
বাহন বলদ মোর করহ নির্ম্মাণ।।
শিবের বচনে কর্ম্মী কর্ম্ম করে ভাল।
পার্ব্বতী বন্দিআ পাতিলে আফোরসাল।।
শিবকে [১] প্রণমিয়া কর্ম্মী কর্ম্মে দিল হাত।
সোনারূপা আটিলেক মণ ছয় সাত।।
প্রথমে করিল বৃষের মুণ্ড নির্ম্মাণ।
মুখ চক্ষু নির্ম্মাইল শ্রবণের কান।।
সৃজিলে বত্তিস দন্ত সুন্দর মনোহর।
লেঙ্গুড়* বান্ধিয়া দিল শ্বেত চামর।।
চারি গোটা চরণ নির্ম্মাইল চারি খুর।
[২] চরণে পহ্লায় [২] তার বাজন্ত নপুর।।
বৃষহ নির্ম্মাইয়া [৩] করে শঙ্করের আগ।
বৃষহ দেখিয়া সুখী হইল মহাভাগ।।
বৃষহের ঘটে শিব দিল জীবদান।
কর্ম্মিক বিদায় করে দিয়া গুয়াপান।।
[৪] পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে।।[৪]

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর :- ।। ষোল ।।
১ প্রণাতি করি, ২ চরণ পদ্মে, ৩ দিল, ৪ একি (গ) পুথিরই মূল (ক) পুথিতে যা নেই।

।। সতের।।

চলে শিব মালিনীর ভূবনে ... ।।ধ্রু।।

[১] বৃষেত করিল ভর দেব ত্রিলোচন।
যাইয়া পাইল গঙ্গা মালিনীর ভূবন।।

গঙ্গা বোলে হর আইলা মোর ঘর।
বিবরণ কহ দেব ত্রিদশ - ঈশ্বর।।
গোসাঞি বোলেন মালিনী তাম্বুল ধর খাঅ।
ব্যালিস ফুলের বিচি আনিয়া জোগাঅ।।
শিবের বচন গঙ্গা নিশ্চয় জানিয়া।
ব্যালিস ফুলের বিচি দিলেন আনিয়া।।
গঙ্গা বোলে শুন দেব ত্রিদশ ঈশ্বর।
তুলসীর বিচি দেখে জটের [২]উপর।।
গঙ্গার বচনে দেখে দেব দিগম্বর।
তুলসীর বিচি পায় জটের উপর।।
বিচি লয়া মহেশ্বর করিল পয়ান।
উত্তরিল যায়া বিন্দপর্ব্বতের স্থান।।
বিন্ধ্য বোলে গোসাঞি আইলা কি কারণ।
বোল বিবরণ দেখি দেব ত্রিলোচন।।
শিব বোলে শুন কথা বিন্ধ্য মহাবল।
মালঞ্চ [৩]বানাতে তুমি মোকে দেহ স্থল।।
বিন্ধ্য বোলে গোসাঞি তুমাকে ৪ দিলু স্থান।
শৃঙ্গের উপরে কর মালঞ্চ নির্মাণ।।
জগতজীবন কবি মনসীর দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর :- ।। সতের ।।
২য় সংস্করণ ২১ পৃ: র পাঠান্তরে (পৃ. ৩৬৪) ৩ আছে "বৃষভে" বলে। কিন্তু গানে কোথাও ৩ সংখ্যাটি নেই। ছাপার ভুল গানটি শুরু হয়েছে "বৃযেত" শব্দ দিয়ে। তাই ধরে নিচ্ছি 'বৃষভে' বৃষত এর পাঠান্তর। আমার চিহ্নিত সংখ্যা ১ ২ ভিতর, ৩ বুনাইতে ৪ দিনু।

।। আঠারো ।।

আর কিবারে ওহোও।
হাল বাহেন সদাশিব ।। ধু।।

[১]ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কৈনে তরে।
যারে তরায় শম্ভু সেই তরে[১] ।। ধু ।।

পর্ব্বত উপরে হর[২] জুড়িলেন হাল।
[৩]বৃযহের সঙ্গে হাল জুড়িল[৪] ক্ষেত্রপাল।।
সোনার লাঙ্গলে হাল[৫] জুড়ে পশুপুতি।

রহিয়া[৬] ডাক পাড়ে[৭] কুমারী বসুমতী।।
ধর্মের দোহাই লাগে ধর্মের মাথা[৮] খাঅ।
অকুমারী [৯] বসুমতীতে লাঙ্গল[১০] না লাগাঅ।।
[১১]ডাকায়া আনিলের হর ইন্দ্র সুরপতি।
[১২]হাতে হাতে ইন্দ্রকে[১৩] সঁপিল বসুমতী।।
[১৪]সোবর্ণের ঘটবারী স্থাপিলেন আগে।
[১৫]বসিলেন ইন্দ্র বসুমতী[১৫] বাম ভাগে
[১৬]মাথাত ছিটায় আগে পল্লবের[১৬] জল।[১৭]
সুরনারীগণে করে[১৮] উর্ল্লু র্ল্লু মঙ্গল।।[১৮]
দুইজনার কাপড়ে বান্ধিল লগ্ন[১৯]-জাটি।
ইন্দ্র বসুমতী করে[২০] ফুল ছিটাছিটি।
[২১]স্বর্গ গেলা বসুমতী ইন্দ্রের[২১] ভূবন।
বিরচিয়া গায় কবি জগ্‌তজীবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। আঠার ।।
আশু (গ) পুথির পাঠ ঃ-
১ (গ) পুথিতে ধ্রুব পদটি নেই। ৭ অকুমারী, ১৭ জল পল্লব, ১৮ মঙ্গল উৎসব, ১৯ জটি
পাঠান্তর ঃ- ব.সা.প. পুথি —
১ হাল বাহে ইশ্বর সঙ্কর দেব লোর, তারপর আছে 'দিসা' ২ জুড়িলেন ৩ বসোয়র, ৪ ক্ষেত্রিপাল, ৫ জুড়িল, ৬ ডাকে, ৭ অকুমারী, ৮ খাও, ৯ বসুমতীৎ জদী ১০ নাই, ১১ ডাকিয়া, ১২ হস্তে হস্তে ১৩ সমপিল ১৪ সোবন্যের ১৫ বসুমতীক বসাইল ইন্দ্রের ১৬ মস্তকে ছিটাইল আম্র পত্রের ১৭, ১৮ উলু উলু ১৯গাটি আগের কথাটি অস্পষ্ট, ২০ পুষ্প, ২১ ইন্দ্র বসুমতী গেল সর্গ। এই পুথিতে গানটি শেষ হয়নি।

।। উনিশ ।।

ও কি হাল বাহে শঙ্করদেব পরম আনন্দে .... ।। ধু ।।

হাল বাহে[১] শিব কৌতুক বড় রঙ্গে।[১]
[২]বৃষহ জুড়িল হর[৩] খায় পান রঙ্গে।।[৩]
[৪]লাঙ্গল জুড়িয়া এক চাষ দিল আগে।।
[৫]প্রথম দিনের[৫] চাষ[৬] হাল নাহি লাগে।।
[৭]আর বার দিল দেব[৭] দুই তিন চাষ।
চার চাষে[৮] ভূমিখানের উপাড়িল ঘাষ।।
পঞ্চচাষ[৯] দিল হর ছয় চাষ[১০] হইল।
সাত চাষে[১১] শুকায়া সকল ঘাস[১১] মৈল।।
আট চাষ দিল[১২] আর দিল চাষ নয়।
চাষে চাষে ভূমির[১৩] থুকুড়া[১৪] হৈল ক্ষয়।।

দশ চাষ চষিয়া এগার চাষ দিল।
বার চাষে[১৫] ভূমিখান[১৬] প্রচ্ছিন্ন করিল।।[১৬]
বার[১৭] পাট মোই দিল[১৮] দেশের ঠাকুর।
[১৯]থুকুরা বাছিয়া দেব ঢেল কৈল চূর।।[১৯]
কস্তুরি কেতুকির[২০] ঢারা ফেলিলে ঠাকুর।[২০]
ঈশ্বর[২১] ঠাকুরের ফুল[২২] মেলিল অঙ্কুর।।
এইমতে চাপা নাগেশ্বর[২৩] ওড় টগর।
যুথী মালতী বেল বুনে লবঙ্গ মালিকর।।
বাসক তুসোক আর রস্তালি পাটলি।
তুলসী শৃঙ্গারহার মন্দার সিয়ালি।।
[২৪]বাস হরিদ্রা স্থলপদ্ম[২৪] আর অশোকের ফুল।
ঈশ্বর শঙ্করের ফুল হইল অঙ্কুর।।
পুষ্প রুপেন তবে দেব ত্রিপুরারি।
কেআঁ কেতকি পুষ্প রুপে সারি সারি।।
শঙ্কর মালঞ্চে পুষ্প করেন যতনে।
সমভাগ করি পুষ্প রুপেন সমানে।।
আকাশে বরিষে মেঘ[২৫] যেন ঘনে ঘনে।
মন্দ মন্দ বায়ে পুষ্প লাগিল পুষ্পবনে।।
এই মতে রুপে পুষ্প চাঁপা নাগেশ্বর।
ওড় ভৃঙ্গার আর মন্দার টগর।।
বেল বউল আর মল্লিকা পরাজিতা।
করবির লবঙ্গ পারিজাত দিল চতুর্ভিতা।।
কুটজ কাড়ল পুষ্প বাঘা সুশোভন।
[২৬]পুষ্পময় করি দিল দ্বিজ বিচক্ষণ।।[২৬]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।

পাঠান্তর ঃ ।। ঊনিশ ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-

৮ ভূমি গোটার, ১২ হর, ১৩ ঠাকুড়া, ১৬ প্রসন্ন হইল, ১৭ বার, ১৬ এই পঙ্‌ক্তির পর (গ) পুথির গান ভনিতা দিয়ে শেষ হয়েছে এবং অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ত ধ্রুবপদ দিয়ে পরবর্তী গান শুরু হয়েছে ঃ—

জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিব প্রকাশ।।

*সব জায়গাতেই করিল, করিবে পাঠ পেয়েছি করিবা কোথাও পাইনি। ধ্রু —ফুল বুনে মহাদেব ফুলের হইল চাষ

২০ বিচি, ২৩ আর, ২৪ স্থল পদ্ম হরিদ্রা, ২৫ জল (ছাপাতে সংখ্যা চিহ্ন পড়েছে ৬, হবে ৯),২৬ এটি (গ) পুথির পাঠ, (ক) পুথিতে আছে — পূর্বপদে গায়া দিল পদ বিচক্ষণ।

পাঠান্তর ব.সা.প. পুথি ঃ— ১ সঙ্কর পরম আনন্দে, ২ বসোয়া, ৩ ক্ষেত্রিপাল সঙ্গে, অর্থ তাৎপর্য ধরলে শিবের পান খাওয়ার চাইতে ক্ষেত্রিপাল এর সঙ্গে থাকাটাই অনেক অর্থবহ ৪ এর আগে . . . . ভিন্ন তা পরিশিষ্ঠে দেওয়া হল

।। কুড়ি ।।

[১]আর কিবারে ও
ঋষির ঘরে চণ্ডিকা ... ।। ধু ।।

জানকীনাথ আমার আসরে আস তুমার বন্দনা[২] কবিরাম হে ...।। ধু ।।

অঙ্কুর[৩] ছাড়িল পুষ্প হইল[৪] একপাতা।
[৫]এক বৎসরের হইল জগতের মাতা।।
বিলেস্তক হইল পুষ্প দেখে ক্ষেত্ররায়।
এ দুই বৎসরের তবে হইল দুর্গামায়।
তিন বৎসরের তবে হইল মহেশ্বরী।
হইল গোসাক্রির ফুল এক হাটু করি।।
চারি বৎসরের তবে দুর্গা দেবী হইল।[৫]
[৬]কোমর - প্রমাণ তবে মালঞ্চখান হৈল।[৬]
[৭]পঞ্চ বৎসর তবে[৭] হইল প্রবেশ।
রাখিলেন[৮] দুর্গা দেবীর মাথার[৮] কেশ।।
[৯]কোমরেত পড়ে[৯] দেবীর মস্তকের চুল।
[১০]এক বুক হৈল শিবের মালঞ্চের ফুল।।[১০]
[১১]হইল পার্ব্বতী দেবী বৎসরেক ছয়।[১১]
[১২]কণ্ঠ - প্রমাণ তবে মালঞ্চ-বন হয়।।[১২]
[১৩]হইল দূর্গা মায় বৎসরেক সাত।[১৩]
হইল[১৪] গোসাঞির পুষ্পের অনেক পাত।
[১৫]অষ্ট বৎসরে পার্ব্বতি দিল পায়।[১৫]
[১৬]তবে সে শিবের পুষ্প মনিয্যেক যায়।।[১৬]
[১৭]হইল পার্ব্বতীদেবী বৎসরেক নয়।[১৭]
[১৮]খাণ্ড হাতে[১৮] শিবের মালঞ্চ-বন হয়।
হইল পার্ব্বতী দেবী দশ[১৯] বৎসর কাল।[১৯]
[২০]হরের মালঞ্চ তথে মেলিলেক ডাল।।[২০]
এগার বৎসর হৈল[২১] পার্ব্বতী ঠাকুরাণী।[২১]
শিবের যতেক[২২] ফুল মেলিলেক কলি।।
[২৩]দ্বাদশ বৎসর যবে পার্ব্বতী হইল।
ফুটিল মালঞ্চখান ভ্রমরা আইল।।[২৩]
[২৪]সিবকে আসিয়া দ্বারপাল কহিল।
জগত জীবন কবি বিরচিয়া গাইল।।[২৪]

পাঠান্তর ঃ ।। কুড়ি ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-

২ দ্রষ্টব্য 'করিবাসহে' হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভবতঃ ছাপার ভুল, হবে করি রামহে। ১২ কর্ণ, ১৩ মায় এর বদলে দেবী (দুর্গা) কথাটি অনাবশ্যক, এটি পাঠান্তর নয়, কারণ উভয় পুথিতেই আছে,১৬ ছায় ২৩ আশু পুথিতে ১৪ সংখ্যার পাঠান্তর আছে পাইল কিন্তু কোথাও ৪ সংখ্যাটি নেই। শব্দমিল খুঁজে ধরে নিচ্ছি' হইল' বা 'আইল' এই দুটি শব্দের কোন একটির পাঠান্তর পাইল। (গ) পুথিতে এরপর অতিরিক্ত

ভনিতা আছে—

ত্রিলোচন জানাইল সকল দেবতায়।
জগত জীবন করিব বিরচিয়া গায়।। এবং

ধুয়া - কোথা গেলে পাব আমি দেবী ত্রিনয়নী ২৪ শিবকে জানাইল সব দেবগণ এবং গালটি শেষ হয়নি ১৬ করিবে অনুমান, ১৭ অনুমান ১৮ উগ্রচণ্ডা। ১ স্ত্রী জিনার কারণ ঠাকুর ভোলানাথ ... দিসা, ৩ ছাড়িয়া ৪ পাত্তা, ৫ নাই, দুই চারি পাতে পুষ্প মেলায় পরাণ ৬ হৈল দেবের পুষ্প কমর সমান, ৭ পঞ্চ বৎসরের দুর্গা ৮ দুর্গার মস্তকেরণ কমরে পড়ে ১০ হৈল সঙ্করের পুষ্প কমর সমতুল ১১ পার্বতির হৈল বৎসর ছয় মাস ১২ কন্টা সমৎ পুষ্পের গাছ রয় ১৩ পার্ব্বতী হৈল তবে বৎসর ছয় সাত পুষ্প মনিস্য সমস্বর ১৫ পার্ব্বতী হৈল য়াট বৎসর ১৬ হৈল দেবের পুষ্প মনিস্য সমস্বর ১৭ পার্ব্বতী হৈল তবে বৎসর নয়ে ১৮ মনিস্য আকার ১৯ মহাকাশ ২০ সঙ্কর দেবের পুষ্প মেলিল ডাল ২১ সিবরানি ২২ পুষ্প ২৩ বার বৎসরের দেবি পার্ব্বতী পরের লহিন মুকুলিল মালবত ভ্রমরা উড়িষা পইল ২৪ ব.সা.প. পুথির পাঠ এটি ।

।। একুশ ।।

১প্রাণ কান্দে লো কান্দে নারে হয়... দিসা১

গোসাঞি বলে২ শুন মুনিজন।৩
তুমার বচনে ৪ নিস্মাইল পুষ্পবন৪
মুকুলিত মালঞ্চখান৫ দুয়ারি দিলে জান।৫
৬কামিনী অভাবে মোর কাতর ৭ পরাণ।।
কেমতে পার্ব্বতীর ৮সনে হবে দরশন।
৯ কহ দেখি উপায় নারদ তপোধন।।৯
মুনি বলে শুন১০ প্রভু আমার বচন।
ডাকিয়া১৩ আনহ ইন্দ্রাদি দেবগণ।।
১২দেবতা সকলে আনি দেহ গুয়াপান।
যার ঘরে থাকিবে কন্যা করিবেন মান।।১২
নারদের বচন ১৩ শুনিয়া ত্রিলোচন।
ডাকিয়া আনিলত ১৪ সকল দেবগণ।।
গোসাঞি বোলে দেবগণ খাঅ গুয়াপান।
কার ঘরে আছে কন্যা কর বিদ্যমান।।
১৭ পাতিল মালঞ্চ-বন না হৈল মালিনী।১৭
মালিনী কবির আমি সেই কন্যাখানি।।
দেবগণ বোলে কণ্যা নাহি কারো ঘরে।
ঋষি ১৯ আমান কবে ১৯ সভার ভিতরে।।

গোসাঞি বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
২০ আমান করিল দেবসভাব ২০ ভিতর।।
মুনি বোলে মামা তুমি ২১ পাত ধর্ম্মখড়ি।
২২ এখানে পড়িবে ধরা আছে যার বাড়ি।।২২
ধর্ম্মখড়ি ২৩ পাতে হর ২৩ দেব মহেশ্বর।
খড়িতে পড়িল ধরা ২৪ হেমন্ত মুনিবর।২৪
গোসাঞি বোলে ২৫ মুনি তোমার ২৬ যেমত জ্ঞান।
২৭আছে কন্যা কেন তুমি করিলে২৭ আমান।।
ঋষি বোলে আছে মোর শিশু কন্যাখানি।
কেমতে হইবে তোমার ফুলের মালিনী।।
গোসাঞি বোলে কন্যাখানি আছেন তোমার।
অবশ্য আসিয়া ফুল তুলিবে আমার।।
মালঞ্চতে ফুল তুলি দিবেক আনিয়া।
[২৮]উগ্রকণ্ঠে পূজিব আমি তার ফুল দিয়া।।
ঋষি বোলে কন্যা শিশু কেহো সঙ্গে নাই।
একেশ্বরে কেমতে আসিবে গোসাঞি।
গোসাঞি বোলে একশ্বরে আসিবে পার্ব্বতী।
সিংহ[২৯] ব্যাঘ্র করি[২৯] দিবা তাহার সঙ্গতি।।
অভিমান মহামুনি করিল গমন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন।।

।। ব.সা.প পুথির পাঠান্তরঃ একুশ ।।
১ ব.সা.প পুথির পাঠ ২ নাই ৩ নারদ মুনি ৪ শ্রীজিল মলবঞ্চখানি ৫ দ্বারি রাজ্জা দিল আনি ৬ মাতুলানী ৭ প্রাণখানি ৮ সঙ্গে ৯ নাই ১০ গোসাঞী ১১ আনহে ১২ নাই, বদলে - মুনি রিসি জত য়াহে ত্রিভুবন/সভাকে ডাকিয়া ভয়ে বোলত্র বচনে/থাকে য়কুমারি নারি ছাতুক পুষ্প বোন, আশু (খ) পুথিতে করিবে অনুমান ১৩ সুনি ১৪ জতেক ১৫ বোল ১৭ আমি পাতিলাঙ মাল বত বোন নাহিক মালিনি ১৮ সেহী ১৯ বোলে মিথ্যা কথা ২০ মিথ্যা বলিল সভে ২১ দেখ ২২ অখনে পাইবে লাগ অকুমারি নারি ২৩ পাতিলেক ২৪ হেমন্তের ঘর ২৫ বিসি ২৬ হেন ২৭ কন্যা য়াছে তোমার ঘরে কর .... ছিন্ন
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ- ১৬ অনুমান ২৮ উগ্রচণ্ডা ২৯ (ক) পুথির পাঠ ব্যাঘ্রকে।

।। বাইশ ।।

ত্রিপদী।।

শিবেরবচন শুনি চলিলা হেমন্ত মুনি
চলে মুনি আপন বাসর।
দুয়ারে শুনিয়া রাঅ বাহিরাল দুর্গা মাঅ
তাকে ঋষি না দিলা উত্তর।।
ভৃঙ্গার ভরিয়া পানি আনিলেক ঋষিয়ানী

তাতে ঋষি না ধোয় চরণ।
আনি দিল সিংহাসন   না করিল আসন
না করিল তাম্বুল ভোজন।।
ঋষিয়ানী পায় ভয়   মনে ভাবে সংশয়
আজি ঋষি বিষাদিত মন।
না জানি কি পায়া দোষ   ঋষি মোকে করে রোষ
আজি মোর না রহে জীবন।।
ঋষি ক্রোধ মনে জানি   পলাইল ঋষিয়ানী
ভয়ে ঋষিয়ানী গেল দূরে।
লোকমুখে জানাজানি   শুনি দেবী ত্রিনয়নী
গেল দেবী বাপের গোচরে।।
দেবী বোলে শুন বাপ   কেনে কর মনে তাপ
কেনে মনে কর অসন্তোষ।
তুমি কর দরবার   মাও করে ঘরদ্বার
মায়ের খানিক নাহি দোষ।।
ঋষি বোলে শুন মাও   ফিরিয়া খেলাতে যাও
চাহিয়া আছে যত সখিগণ।
নাহি মোর কোন রোষ   ঋষিয়ানীর নাহি দোষ
যত মোর কপালের লেখন।।
দেবী বোলে খেলিয়াছি   (কোন) মোর নাহি প্রয়োজন
আমার মাথার কিরা লাগে।
আজিকার দরবার   কিবা হইল সমাচার
কহ বিবরণ মোর আগে।।
ঋষি বোলে শুন আই   যে কথা কহিতে চাই
কহি আমি যত বিবরণ।
বোলে দেব শূলপানি   তুমি বাছা একাকিনী
যাইতে হইবে ফুলবন।।
ত্রিনয়ানী বোলে[১] বাপ   '[২]কেনে কর অনুতাপ[২]
মালঞ্চে যাইতে কিবা ভয়।
যাইব মালঞ্চ বন   তুষিব শিবের মন
মনে কিছু না ভাবিহ সংশয়।।
পার্ব্বতীর বাক্য শুনি   আনন্দিত হৈলা মুনি
করে মুনি স্নান ভোজন।
লোকমুখে কানাকানি   শুনি আসে ঋষিয়ানী
মহাদুঃখে করয়ে ক্রন্দন।।

বাপের বচন শুনি বোলে কন্যা ত্রিনয়ানী
যাইব হরের ফুলবনে।
তুলিয়া আনিব ফুল লইয়া আসিব কুল
কিছু ভয় না করিহ মনে।।
ঋষি বোলে বাছা মোর সাফল জীবন তোর
করিলে দারুন অঙ্গীকার।
শুন শুন ঋষিয়ানী সাজাইয়া দুহিতাখানি
পহ্রায় সোবর্ণ অলঙ্কার।।
ঋষির বচন শুনি কান্দে দেবী ঋষিয়ানী
বান্ধে দুর্গার মাথার কুন্তল।
পর কর্ণের চাকিবলি নত আর কর্ণে কড়ি
যেন জলে অরুণমণ্ডল।।
কপালে সিন্দুর বিন্দু জিনিয়া শতেক ইন্দু
নাকে নত মুকুতা হিল্লোলে।
গলে গজমতি হার রত্ন প্রবাল আর
কোকিলের কুহু বাক্য বোলে।।
হাতেত কঙ্কন তাড় [৩]হিয়ায়ে কাচুলি বার
[৩]চতুস্পার্শ্বে লেখা দেবাসুর।
ক্ষীরোদ পাথর পহ্রি কাঁপে জলে মহেশ্বরী
পাত্র পহ্রে বাজন্ত নপুর।।
জগতজীবন কবি বন্দো বা মনসা দেবী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। বাইশ ।।
১ বাণী, ২ কিসের প্রমাদ শুনি, ৩ হৃদয়ে পাঠ আছে চর্তুপ্পাশে।

।। তেইশ।।

ও পুষ্প তুলিবারে যাবে দেবী ত্রিনয়ানী।। ... ধু।।

[১]মা আজি সমরে উনমত হএাছো মা
হরের ঘরণী গো মা আজি সমরে।।[১] ... ধু।।

ঋষিয়ানি বোলে বাছা হেমন্তনন্দিনী।
কেমতে যাইবে বাছা হয়া একাকিনী।।
দেবী বোলে যদি তোমার থাকে আশীর্ব্বাদ।

তুলিয়া আনিব ফুল [২]কি বড়[২] প্রমাদ।।
পুষ্পের করণ্ডি বাপু মোকে দেহ আনি।
যাইবো মালঞ্চ বনে হইয়া একাকিনী।।
পার্ব্বতীর বাক্যে ঋষি চলিলা সত্বর।
যাইয়া পাইল ঋষি কালু ডোমের ঘর।।
ঋষি বোলে কালু ডোম শুন মোর বাণী।
পুষ্পের করণ্ডি মোকে দেহ একখানি।।
ঋষির বচনে কালু না থাকিল রয়া।
করণ্ডি গড়ায় কালু হাতে দাঅ লয়া।।
চিরিয়া বাঁশের পোর করিলেক পাতি।
গঢ়িয়া করিণ্ডখানি বান্ধিলেক বাতি।।
তলে তিন খুরা দিল ধরিবার কান্ধে।
করণ্ডি [৩]লইয়া গেল[৩] ঋষির সাক্ষাতে।।
করণ্ডি দিলেন্ত কালু ঋষির বিদ্যমান।
কালুক হেমন্ত দিল গুয়াপান।।
করণ্ডি লইয়া ঋষি করিল গমন।
যাইয়া পাইল ঋষি আপন ভুবন।।
করণ্ডি আনিয়া দিল পার্ব্বতীর হাতে।
করণ্ডি লইল দেবী প্রণমিয়া মাথে।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। তেইশ ।।
১ এটি (গ) পুথিতে নাই, ২ কিসের, ৩ (ক) পুথিতে আছে করিল গিয়া।

।। চব্বিশ ।।

ও পুষ্প তুলিবারে দেবী করিল গমন ... ।। ধু।।

হাতত করিয়া নিল ফুলের করণ্ডি।
ঘর হৈতে [১]বাহিরায় সর্ব্বমঙ্গলচণ্ডী[১] ।।
সিংহের উপরে দেবী হয়া আরোহণ।
পুষ্পের [২]মালঞ্চে দেবী করিল গমন।।[২]
ছাড়িয়া ঋষির বাড়ী কত দূর যায়।
অরণ্যের মহিষ দেবী নাগাল পায়।।
মহিষ আইসে দেখি পালান পার্ব্বতী।

[৩]তাহা দেখিয়া ভয়াক্রোশে কম্পমতী।।
দেবী বোলে মহিষ মারিল একবার।
এথা কি যুঝিতে চাহে গরু-জাতি ছার।।
বিনি দোষে আমরা হারাব নাক কান।
শিবের বচনে দুর্গা করিল পয়ান।।
এহি মতে চারি দ্বারে না পায় পার্ব্বতী।[৩]
মনে মনে দুর্গা মায় করিল যুগতি।।
মালিনীর নামে দুয়ারী ভয় পায়।
হেমন্তনন্দিনী নামে দিল পরিচয়।।
তবে যদি দুয়ারিয়া না ছাড়ে দুয়ার।
আপনার মুর্ত্তি ধরি দেখায় চমৎকার।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ।। চব্বিশ ।।
১ বাহির হইল মঙ্গলচণ্ডী, ২ মালঞ্চ বনেতে দেবী দিল দরশন, ৩ সম্পাদক লিখেছেন "পুথিতে নাই" তিনি কোন পুথি বোঝাতে চেয়েছেন 'ক' না 'গ' স্পষ্ট হয়নি।

।। পঁচিশ।।

দুয়ারি ছাড়িয়া দেহ হরের দুয়ারি ... ।। ধু।।

শিবের আদেশ কাজে আইলাম মালঞ্চ মাঝে
পুষ্প তুলিতে আইলাম হেমন্তঝিয়ারী।
দুর্গার বচন শুনি দুয়ারিয়া বোলে বাণী
না দিব যাইতে মহেশ্বরী।।
আসিতে পাইলাঙ দুঃখ রৌদ্রে ঘামাল মুখ
সর্ব্ব তনু ভিজিল মোর ঘামে।
হরের দুয়ারি হে দুয়ার ছাড়িয়া দে
পুষ্পবনে করিব বিশ্রামে।।
দুয়ারিয়া বোলে বাণী সর্ব্ব কাল আমরা জানি
হেমন্ত ঋষি আটকুড়।
তার কন্যা হয়া কেনে আসিয়াছ ফুলবনে
মজাইতে ঋষির জাতি কুল।।
জগতজীবন কবি বন্দো হর মহাদেবী
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী

সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচিশ ।।

গানটি অন্য কোথাও নেই।

।। ছাব্বিশ।।

ক্রোধিত হইল মাতা দেবী ত্রিনয়ানী ...।। ধু ।।

তপ্ত আনলে যেন ঢালিয়া দিল পানি।
দুয়ারির বচনে কম্পিত ত্রিনয়ানী।।
দশ হস্ত ধরে [১]দেবীএ তিন নয়ান।[১]
দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধরে খরশান।।
ক্রোধ হইয়া মারে লাথি কপাট উপর।
পলায়া যায় দ্বারী প্রাণে পায়া ডর।।
বার্ত্তা জানায় যায়া শঙ্কর বরাবর।
এক কন্যা আসিয়াছে বড় খরতর।।
[২]কি কর নিশ্চিতে বসিয়া শুন[২] শূলপাণি।
ফুলবন নষ্ট কৈলে ফুলের মালিনী।।
[৩]পদ্মার আদেশ গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগদজীবনে।।[৩]

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। ছাব্বিশ ।।

১ দেবী তৃতীয় নয়ণ, ২ কিবা কর নিশ্চিন্তে বসিয়া, শূলপাণি পাঠ অতিরিক্ত যা উভয় পুথিতেই আছে। ৩ এটি (গ) পুথির পাঠ, ভণিতাংশ (ক) পুথিতে নাই।

।। সাতাশ ।।

পুষ্প তুলে মহামায়া মালঞ্চের বনে ।। ধু ।।

[১]গোসাঞি দ্বারীর কথা ভালে ভালে জানি।
মালঞ্চেতে তুলে ফুল ফুলের কামিনী।।
কস্তুরি কেতকী ফুল তুলিল মহামায়।
দুই ফুল তুলিয়া দেবী করণ্ডি ভরায়।।
কদম্ব করবী আর চাপা নাগেশ্বর।
ওড় টগর পুষ্প বকুল সুন্দর।।
ভাঙ্গ ধুতুর পুষ্প আর পলাশ।
মাধবী লবঙ্গ পুষ্প সুগন্ধিত বাস।।

ফুল তুলে দেবতী ভ্রমরা মধু খায়।
হাত দিয়া ডাল ভাঙ্গে পাত্র বয়া যায়।।
তুলিয়া কতেক রাখে শিবের কারণ।
কত পুষ্প করিল দেবী অঙ্গের ভূষণ।।
[১]ফুলের হার ফুলের[২] তাড় ফুলের কর্ণফুল।
গাথিয়া পহ্রিল পুষ্পের হৃদের কাচুল।।
মালঞ্চে তুলিয়া পুষ্প আনন্দিত মন।
সেইকালে পড়িল দেবীর শঙ্করের স্মরণ।।
কস্তুরি কেতকী [৩]তোমরা মোর ভাই।
তোমার স্থানে লুকাইতে মোকে দেহ ঠাই।।
এখনি আসিবে দেব ঈশ্বর শঙ্করে।
না জানি কি কারণে আইসে মালঞ্চ ভিতরে।।
ফুল বোলে ডাল মোর ভাঙ্গিলে অকাজে।
আমার নিকটে স্থান চাহ কোন লাজে।।
এহি মতে সব ফুলের নাম জান।
একে একে সকল পুষ্প করিল নিরীক্ষণ।।
অশোক বাসোক পুষ্প করিলেন দয়া।
লুকিয়া রাখিল দেবী পত্রের ঝাঁপ দিয়া।।
ছায়াসুখে নিদ্রা যায় হেমন্তনন্দিনী।
ফুলবনে সাজিয়া আইলা শূলপাণি
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। সাতাশ ।।

১ (গ) পুথিতে নাই, ২ ফুলে হার ফুলে, তাড় কথাটি অতিরিক্ত যা উভয় পুথিতেই আছে, ৩ জবা।

।। আঠাশ।।

।। ত্রিপদি ।।

দুয়ারির মুখে শুনি বোলে দেব শূলপাণি
শুন নন্দী আমার বচন।
কথাকার মালিনী পুষ্প তুলে চুরিণী
যাব আমি মালঞ্চভূবন।।
শিবের চরণ বন্দি বৃষ সাজায় নন্দী
পৃষ্টে দিল সোনার পালান।
ঘন্টা ঘুগুরা বাজে চরণে নপুর সাজে

সাজে বৃষ অতি রূপবান।।
শুভক্ষণে যাত্রা করি বৃষের উপর চড়ি
সাজিয়া চলিল শূলপাণি।
সঙ্গে যায় প্রেতভূত অযূতে অযূত দূত
আগে চলে নারদ মহামুনি।।
কতদূর যায়া হর পাইল মালঞ্চবন
বৃষ হৈতে নাবে লাফ দিয়া।
অশোক বাসক গাছে বলদ বান্ধিয়া পাছে
পার্ব্বতীকে বেড়ায় [১]উকটিয়া।।
অশোক বাসক তরু তাহাতে বান্ধিয়া গরু
উকটিয়া বেড়ায় মালিনী।
না পায় মালিনীর লাগ ভাবে দেব প্রমাদ
কি হৈল কি হৈল নারদ মুনি।।
কস্তুরি কেতকী কদম্ব আমলকী
গাছে গাছে উকটিয়া চায়।
চাহে গাছ ভাগেভাগ ডালে ডালে পাতে পাতে
ভূতনাথ উদ্দেশ না পায়।।
চাপা নাগেশ্বর যুথী ওড় টগর মালতী
ভাঙ্গ আর ধুতুর পলাশ।
ডালে ডালে পাতে পাতে উকটিল ভূতনাথ
না পাইল দুর্গার তলাস।।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে [২]বেড়াত্ত ত্রিলোচনে
নানা পুষ্প উকটে শূলপাণি।
[৩]ডালে ডাল পাতে পাত উকটিল ভূতনাথ
না পাইল হেমন্তনন্দিনী।।[৩]
তুলসী শৃঙ্গারহার [৪]খির চম্পা মন্দার
কৃষ্ণ পাদুকাসন বিদারি।
[৫]ডালে ডাল পাতে পাত উকটিল ভূতনাথে
না পাইল হেমন্তঝিয়ারি।।[৫]
কুটজ[৬] কানড় ফুল বায়াসনা তুলতুল
বাকুট পাটলি কুয়ারি।
ডালে ডালে পাতে পাত উকটিল ভূতনাথ
না পাইল ঋষির কুমারী।।
জগতজীবন কবি বন্দ হর মহাদেবী
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা।

অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। আঠাশ ।।

১ খুঁজিয়া, ২ বেড়াইল, ৩ নাই, ৪ ক্ষীরোদ, ৫ নাই, ৬ কীলড়

।। উনত্রিশ ।।

পুষ্পবনে আকুল শূলপাণি।
না দেখিয়া হেমন্তনন্দিনী ... ।। ধু ।।

গোসাঞিঃ বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
পুষ্প তুলি পার্ব্বতি ফিরিয়া গেল ঘর।।
মুনি বোলে পার্ব্বতী ফিরিয়া নাহি যায়।
কোথা বা লুকায়া আছে পুষ্পের তলায়।।
পবন ডাকিয়া আন দেব শূলপাণি।
[১]এইক্ষণে পাইবা[২] লাগ পুষ্পের মালিনী।।
নারদের বচনে প্রভু দেব ত্রিলোচন।
ডাকিয়া আনিল উনপঞ্চাশ পবন।।
[৩]গোসাঞিঃ বোলেন পবন তাম্বুল খাঅ।[৩]
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম বহ চারি বাঅ।
হরের বচনে পবন ক্ষেণেক নাহি রহে।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম [৪]চারি বায় [৪]বহে।।
কতেক ফুলের লতপাত পবনে উড়ায়।
অশোকের তলাতে দুর্গার লাগ পায়।।
[৫]গোসাঞিঃ বোলে দুর্গাক কেমনে উঠায়।
চঞ্চলনয়ানী দুর্গা পাছে ভয় পায়।।
ধীর করি দিল হাত হৃদের উপর।
চমৎকার হয়া উঠে প্রাণে পাএগ্র ডর।।
না ছুয় শঙ্কর দেব[৬] ধরহু চরণ।
অবলা না জান মুই সুরতি কেমন।।
দেখিয়া তুমার রূপ চমৎকার মন।
জগতজীবন গায় [৭]বন্দি মনসার চরণ।।[৭]

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। উনত্রিশ ।।

১ এইখানে, ২ নাগাল, ৩ শিব বোলে পবণ তাম্বুল ধর খাও, ৪ বায়ু, ৫ শিব, ৬ ধরিহে, ৭ মনসার বচন, "বচন" নিশ্চয়ই লিপিকর প্রমাদ "চরণ" ই সঠিক পাঠ।

।। ত্রিশ।

[১]

ও তোর রূপে আকুল কৈল হিয়া হে রামা ....।। ধু।।

হাতে হাত [১]না ধরিহ[১] ভাঙ্গিবেক শঙ্খ।
[২]ই তিন ভুবনে মোর রহিবে কলঙ্ক।।
[৩]না দিহ বা হাতে হাত তাড় যেন ভাঙ্গে।[৩]
কি বলি উত্তর দিব বাপমায়ের আগে।।
[৪]না ধর চরণে হর[৪] ভাঙ্গিবে নপুর।
পুস্পবনে আসি মোর দর্প হৈছে চূর।।
না দিহ [৫]কোমরে* হাত ভাঙ্গিবেক শাড়ি।
বাপমায়ে যাইতে না দিবে বাড়ী।।
না দিহ হৃদয়ে হাত ভাঙ্গিবে কাচুলি।
বাপমায় শুনিলে কাটিলে নাক চুলি।।
না দিহ গলাতে হাত চিণ্ডিবেক হার।
আমি নারী শিশুমতী না জানি শৃঙ্গার।।
নাকে হাত না দিহ ভাঙ্গিবেক নখ।
চক্ষে হাত না দিহ কজ্জল হবে নষ্ট।।
কর্ণে হাত না দিহ ভাঙ্গিবে কর্ণফুল।
হাতে হাতে [৬]ডুবাইল আপনার কুল।।
না দিহ কপালে হাত[৭] মুছিবে সিন্দুর।
বাপমায়ে [৮]খেদায়া করিবে মোকে দূর।।
না দিহ মাপায়ে হাত আউলাবে চূল।
ফুলবনে ডুবাইল হেমন্তের কুল।।
কুবুদ্ধি লাগিল কেনে পুস্পবনে [৯]আইলু।
হাতে হাতে হেমন্তের কুল ডুবাইলু।।
কুলে জনমিয়া কুলকলঙ্কিনী হইলু।
জনমিয়া অভাগিনী কেনে না মইলু।।
[১০]জর নহু যুবা নহু[১০] অকুমারী বালি।
নির্ম্মল ঋষির কুলে লাগাইলু কালি।।
যুগে যুগে কলঙ্কিনী হইলু অভাগিনী।
নির্ম্মল[১১] চন্দ্রত যেন চিনু[১১] আছে লাগি।।

দুর্গা বোলে গোসাঞি বাউল জগন্নাথ।
কাকুতি মিনতি করো করি জোড় হাত।।
ফুলের বনে আসি তোমার নাহি করো হানি।
বিনি দোষে দণ্ড না করিহ শূলপাণি।।
[১২]নহু মুই যুবা প্রভু[১২] শিশু অকুমারী।
পরশ করিলে হবে কলঙ্কের ডারি।।
অকুমারী পরশ করিলে মহাপাপ।
ঋষিয়ানী শুনিলে দিবে অভিশাপ।।
ইসব রচিল সুখমোক্ষের কারণ।
কারপুটে বন্দো হরগৌরীর চরণ।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। ত্রিশ ।।
১ ধরিলে, ২ 'এ' ৩ না দিয় বাঁ হাত তাড় ভাঙ্গি যাব, ৪ না ধরিহ চরণে মোর ৫ পুথির পাঠ আছে 'কমরে', ৬ ডুবাই নাম, ৭ আছিল, ৮ খেদাড়িয়া, ৯ আনু, ১০ জবা নাহি জুবা নাহি, ১১ চন্দ্রের দেখ চিহ্ন, ১২ নহি প্রভু জুবা আমি।

।। একত্রিশ ।।

[১]ও কান্দে দেবী বিষাদিত মনে .... ।। ধু ।।[১]

গোসাঞি বোলে অভয়া ক্রন্দন ক্ষেমা কর।
সপ্ত জন্মের আমি তুমার প্রাণেশ্বর।।
না চিহ্ন আমাক দুর্গা আমি তুমার স্বামী।
সপ্ত জন্মের কথা কহিয়া দিব আমি।।
এক জন্মে জনমিলা কৃষ্ণের শরীরে।
বধিলে কৈটভ আর মধু মহাবীরে।।
দেবতার তেজে জনমিলে আর বার।
বধিলে মহিষাসুর দেব উপকার।।
ভীমা দেবী বুলি নাম হইবে প্রচার।
দুর্গা নামে অসুর বধিবে আর বার।।
আর বার জনমিবে দক্ষের ভুবনে।
তুমাকে করিব বিভা কুতূহল মনে।।
তোর বাপ পাপিষ্ঠ করিবে অপমান।
অপমান তুমি পাঞা তেজিবে পরাণ।।

তোর শোকসন্তাপে হইবে তনু কালা।
গাথিয়া পহ্রিব তুমার হাড় মালা।
প্রথম জনম তোর ঋষির ভুবন।
তুমার কারণে বিরচিনু পুষ্পবন।।
তবে সে তুমার সঙ্গে হৈল দরশন।
বিরচিল দ্বিজ কবি জগতজীবন।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। একত্রিশ।।
১ এটি (গ) পুথির সংগ্রহ, (ক) পুথিতে নাই,

।। বত্রিশ ।।

মালঞ্চের মাঝে হরগৌরী বিভা করে ...।। ধু ।।

করজোড় করি বোলে হেমন্তনন্দিনী।
পাইনু পরিচয় গোসাঞি (দেব) শূলপাণি।।
তুমি দেব আমি দেবী ত্রিভুবনে সার।
করিবে যেমন প্রভু উচিত ব্যবহার।।
গোসাঞি বোলে ভয় দুর্গা না করিহ মনে।
তুমাকে করিবে বিবাহ এই পুষ্পবনে।।
রত্নমালা জয়া ঊষা বিজয়া উর্ব্বশী।
ডাকিয়া আনিও হর[১] পঞ্চ অপ্সরসী।।[১]
এই পঞ্চ জনে করে বিবাহের সাজ।
হরগৌরীর বিভা হৈল মালঞ্চের মাঝ।।
সুবর্ণের ঘটবারি স্থাপিলেন আগে।
বসিলেন শঙ্কর পার্ব্বতী বাম ভাগে।।
সাগরের জল আর অশোকের ডাল।
দুই জনার মস্তকে ছিটায় সাতবার।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জয় জয় শব্দ হৈল।
শঙ্কর গৌরীর বিভা মালঞ্চতে হৈল।।
বিভা দিয়া অপস্বরা হৈল অর্ন্তদ্ধাণ।
[২]গোসাঞি বোলে গৌরী তুমি রাখহ পরাণ।।[২]
[৩]হরগৌরী মালঞ্চে হইল রঙ্গ মনে।[৩]
বিছায় পালঙ্কখান পুষ্পের বিছানে।।
পুষ্পের বিছান করে পুষ্পের মুসুরি।
[৪]তার মাঝে শয়ন করে হর আর গৌরী।।[৪]

মদনে পীড়িত দেবী হাসি বোলে বোল।
বাহু পসারিয়া মহাদেব দিল কোল।।
ছাড়িলে কামান দেব পুড়িয়া সন্ধান।
সুজান ধানুকি যেন হানিলে নিশান।।
উদাস করি দেহা ধরে মালবন্ধ।
ভূকিল ভ্রমর যেন পায় মকরন্দ।।
রুধির ভিজিল দেবীর ভিজিল কাপড়।
সহিতে না পারে দেবী করে ধড়ফড়।।
কালিনী বিষম নিশি কেনে না পুহায়।
[৫]নিরাশি বিড়ালীগুলা কেমন করি সয়।।
লোকে বোলে বড় দুঃখ স্বামীর কোল।
দুর্গা বোলে জানিলু যত দুঃখের বোল।।
মইলু মইলু করি দেবী কাড়ে রায়ে।
কুসুমের পালঙ্কে গড়ায়া দিল গায়ে।।
পালঙ্কে লোটায় দুর্গা করে হায় হায়।
কালিনী বিষম নিশি কেনে না পোহায়।।
আজিকার রজনীতে কেমনে প্রাণ রহে।
নিরাশি বিড়ালীগুলা কেমন করি সহে।।
সোল শৃঙ্গার[৬] রস ভূঞ্জিলেন ঈশ।
এ দুই প্রহরে দুর্গার হইল[৭] নির্ব্বিষ।।
[৮]রসক্রীড়া করিতে গৌরীর হইল মন।
চঞ্চল নয়ানে দুর্গা দেখে ঘনে ঘন।
আলিঙ্গন করে দেবী পসারিআ বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাসিলেক রাহু।।[৮]
রজনী প্রভাত হইল প্রত্যুষ বিহান।
গঙ্গাজলে পার্ব্বতী [৯]করিলেক স্নান।।[৯]
হর আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্র বরষিল পানি।
সেই জলে শুদ্ধ হইল শঙ্করভবানী।।
শঙ্করের পায়ে দেবী হইল বিদায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। বত্রিশ।।

১ অপ্সরসী (সম্পাদক পূর্ববর্তী গানে ‘কমর’ কে কোমর করেছেন, কিন্তু, অপ্সরসীকে অপ্সরা করেননি) ২ এই পঙক্তির পর (গ) পুথিতে “জগতজীবন কবি করিল প্রকাশ” ইত্যাদি ভণিতা দিয়ে একটা গান শেষ হয়েছে। ৩ লাইনটি ‘ধুয়া’ রূপে আছে এবং অতিরিক্ত পঙক্তি “হরগৌরী শয়ন করে মালঞ্চ বনে।” যার সাথে পরবর্তী লাইনের ছন্দোমিল আছে। ৪ এর পর আছে অতিরিক্ত ৪ টি লাইন —

রসক্রীড়া করিতে দুর্গার হইল মন।

চঞ্চল নয়ানী দুর্গা দেখে ঘনে ঘন।।
আলিঙ্গন করে দেবী পসারিয়া বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাসিলেন রাহু।।

৫ নিবাসি, অর্থ তাৎপর্য ধরলে নিরাশি শুদ্ধ পাঠ ৬ রসতরে, তবে অতিরিক্ত, ৭ নির্ব্বাস, ৮ (গ) পুথিতে ২০ পঙক্তি আগে আছে লাইনগুলি। সম্পাদক একে লিপিকর প্রামাদ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে পুথির যুগে খোলা পাতায় কাজ করতে গিয়ে লাইন এলোমেলো হওয়া কোন নূতন ঘটনা নয়। ৯ করিল স্মান দান।

।। তেত্রিশ ।।

।। ত্রিপদী ।।

হরগৌরী দুই জনে রহিল মালঞ্চবনে
সিংহে মনে পায়[১] মহাতাপ।
সিংহে বোলে কেনে[২] রহ ঋষিকে যাইয়া[৩] কহ
না কহিলে দিবে অভিশাপ।
এত [৪]শুণি মৃগপতি চলে অতি শীঘ্রগতি
যায়া পায় ঋষির ভূবন।
ঋষি পথে বাহিরায়া আছে বিউর[৫] বাট চায়া
সিংহ সনে হইল দরশন।।
ঋষি বোলে সিংহ রহ দুর্গার বৃত্তান্ত কহ
আছে সে কুশল সাবধানে।
দুগ্ধের ছাআল মোর সঙ্গে করি দিনু তোর
ছাড়িয়া আইলে কুন স্থানে।
সিংহ বোলে শুন কহি আমি অপরাধী নহি
তোর ঝি বড় দুচারিণী।।
জগতজীবন কবি বন্দো[৬] হর মহাদেবী[৬]
দ্বিজবর অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। তেত্রিশ ।।

১ মনস্তাপ, ২ রহি, ৩ পাঠ ও পাঠান্তর উভয় স্থানেই "বাহু" আছে। একে কি ছাপার ভুল মনে করবো। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করণেই একই ভুল থেকে গেছে ৪ ভাবি, ৫ পথ ৬ মা মনসা দেবী।

।। চৌত্রিশ।।

।। ও কি বুদ্ধি করিবো হর বোল প্রাণনাথ ... ।। ধু।।

ভাঙ্গির বাহার তাড় শঙ্খ হইল চুর।
কি বুলিয়া ভাড়িব যায়া বাপের হজুর।।
ভাঙ্গিল পরিধান শাড়ী পাত্রর নপুর।
চিণ্ডিলা গলার হার ছিড়িল কাচুল।
ভাঙ্গিল নাকের নথ কর্ণের কর্ণফুল।
নয়ানের কাজল শিরের সিন্দুর।
খসিল মাথার ১ জাদ আউলাইল চুল।
কি বুলিয়া ২ ভাড়িব বাপ মায়ের হজুর।।
৩ গোসাঞিং বোলে ভয় মনে না করিহ্ অবলা।
তুমি কি না জান প্রাণস্ত্রীর ছলাকলা।
হাতে ঝারি করিয়া ৪ বাড়ির পাছে৪ যাঅ।
পরপুরুষের মন সেখানে ভাড়াঅ।
জান্ধনয়া সে স্বামী যদি করে কুন ছল।
অন্নপানি ছাড়ি নারীকান্দিয়া বিকল।।
স্ত্রীলোকের ক্রন্দনে স্বামীকে লাগে দয়া।
হাত ধরিয়া তোলে পাছে মহাব্যস্ত হয়।।
যে কথা কহি দূর্গা মনে করি কৈঅ।
প্রথমে তুলিল পুষ্প এ বেল বউল।
তার কাঁটা লাগিয়া আউলাল মাথার চুল।।
মাধাই ৫ কুচাই বউল কাটার ধার।
তার কাটা লাগিয়া ছিণ্ডিল গলার হার।।
চম্পা নাগেশ্বর পুষ্প ডাল অনেক দূর।
ডাল ভাঙ্গি পড়িলু শঙ্খ হইল চুর।।
ব্যথার ঘায়ে বাপু বসিনু চাপিয়া।
ভাঙ্গা শাড়িখান গেল পাএর ভর পায়া।।
৬ চৈত্র বৈশাখের রৌদ্র গাএ ঘাম আইল। ৬
মুছিনু শিরের সিন্দুর নয়ানের কাজল।।
সিংহ ছাড়ি গেল সঙ্গে নাহি সাথী।
এই হেতু মালঞ্চবনে রহিনু বাসি রাত।।
৭ এতেক কথায় যদি না যায় প্রত্যয়। ৭
যে পরীক্ষা চাহে দিঅ তাহার গোচর।।
পরীক্ষাত স্মরণ ৮ যে করিহ্ আমারে।

হইবে সর্ব্বত্র জয় কহিলাঙ তোমারে।।
৯ এত বলি স্থানান্তর হইলা মহেশ্বর।
জগতজীবন গায় মনসার বর।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। চৌত্রিশ।।

১ জাত, ২ ভকিব, ৩ এখানে বিভ্রান্তি আছে সম্পাদনায় ৪ বলে চিহ্নিত গোসাঞি শব্দের পাঠান্তর আছে "বাহির বাড়ি" এদিকে "বাড়ির পাছে" শব্দটিকে ৫ সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে যার কোন পাঠান্তর দেওয়া নেই, আমাদের মনে হয় 'গোসাঞি'-র পাঠান্তর বাদ পড়েছে এবং বাড়ির পাছের পাঠান্তর 'বাহির বাড়ি'। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করনেই একই ভুল, ৫ কুড়াই, ৬ চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে এ ঘামেআগুন, ৭ এতেক প্রতিত না জায় রিসিবর ৮ (ক) পুথিতে নাই, ৯ পাঠ-ভিন্ন —

"এতবোলি অন্তধ্যান হইল মহেশ।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।
(আশু পুথিতে সংখ্যাটি ছাপার ভুলে ৪ হয়েছে)

।। পঁয়ত্রিশ ।।

।। নির্দ্দয় না হৈয় গোসাঞি নিষ্ঠুর না হৈয় ... ।। ধু ।।

শঙ্কর মালিনীর কথা ভালে ভালে জানি।
গঙ্গা দেবীক জানাইতে চলিলা মহামুনি।।
মুনি বোলে গঙ্গা মামী কি কর [১]নিশ্চিন্ত।
আজি তুমি নাহি জান শঙ্করের চরিত্র।।
পুষ্পবনে আসিয়াছে হেমন্ত [২]ঝিয়ারি।
তার সঙ্গে আছে মামা রঙ্গক্রীড়া করি।।
নারদের বচনে গঙ্গা মনে [৩]হইল দুঃখ।
কুম্ভ হেন কান্দিয়া করিল চক্ষমুখ।।
গঙ্গা বোলে গোসাঞি বয়সে [৪]হেলু হীন।
বৃদ্ধকালে দিলে প্রভু দারুন সতিন।।
ঘরের ভিতরে কান্দে গঙ্গাঠাকুরানী।
ডাকুর মহানন্দ দুই ভাই আইল শুনি।
না কান্দ না কান্দ মাও কান্দ কি কারণে।
এমন বচন মাও বুলিল কুন জনে।।
গঙ্গা বোলে মুই বয়সে হৈনু হীন।
বৃদ্ধকালে দিলে মোকে দারুন সতিন।।
পুষ্পবনে আসিয়াছে হেমন্তঝিয়ারি।
তার সঙ্গে আছে হর রঙ্গক্রীড়া করি।।
ধর ধর দুই ভাই বাটার তাম্বুল খাঅ।
কনকাই নদীত নাঅ লয়া যাঅ।

আরযত লোক আইসে তাকে কর পার।
হেন্তনন্দিনীকে জলে ডুবাইয়া মার।।
মায়া নাও গঙ্গা সৃজিল সেই ঠাই।
আগে পাছে [৫]কাণ্ডার ধরিল দুই ভাই।।
পার্ব্বতী বিদায় হৈল শঙ্করের ঠাই।
যাইয়া পাইল দেবী নদী কনকাই।।
হেন জল বহে গঙ্গা স্থল কুল নাই,
কেমতে হইবো পার নাহিক উপাই।।
দুর্গা বোলে গঙ্গা বহে হাঁটু এক [৬]নীর
গঙ্গার মায়াতে বহে [৭]গহিন গম্ভীর।।[৭]
হেমন্তনন্দিনী দুর্গানাম [৮]বাড়াইব।
আপন শক্তিয়ে নদী পার উত্তরিব।।
[৯]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।[৯]

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। পয়ত্রিশ।।
১ নিশ্চিত, বইতে আছে ৬ সংখ্যা, কিন্তু পাঠান্তর আছে ৫ এর দেওয়া। এখানেও পুরো গল্পটিতেই সংখ্যাক্রমে গণ্ডগোল
নন্দিনী, ৩ পাইল, ৪ হনু, ৫ কাণ্ডারি, ৬ জল, ৭ গভীর প্রবল, ৮ (ক)পুথিতে বাড়াইব, ৯ এই ভণিতা 'ক' পুথিতে নাই।

।। ছত্রিশ।।

।। [১]পার কর পার কর ওহো আমি হেমন্ত ঝি ।। ধু ।।[১]

বাপের আদেশে মুই গেল পুষ্পবন।
সেখানে শঙ্কর সনে হইল দরশন।।
মহাদেবে রাখিল [২]রহিল বাসি রাতি।
ছাড়ি গেল সিংহ মোকে সঙ্গের নাহি সাথী।।
অভয়ার [৩]চরণে কহিল দুই ভাই।
পার করি দুর্গাক মজুরি যদি পাই।।
ছেল্যার বচনে দুর্গা শঙ্খ করে চুর।
হরিদ্রা মাখিয়া করে তাহার হজুর।।
কড়ি পাএগ্রা দুই ভই চাপাইল নায়।
নৌকাতে চড়িলা দেবী জগতের মায়।।
মধ্য নদীত দুই ভাই করে ঠারাঠারি।
মায়ের সতিন দুর্গাক ডুবাইয়া মারি।।
নৌকা করে টলমল বৈঠা করে কাত্য।

দুর্গা বোলে ছেল্যা নহে [৪]দুর্জ্জন ডাকাত্য।।
দশ হস্ত করে দুর্গাএ তিন নয়ান।
দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধরে খরসান।।
দুর্গার রূপ দেখিয়া ছেল্যার হৈল কাঁপ।
নৌকা ছাড়ি দুই ভাই জলে দিল ঝাঁপ।।
পঞ্চ হস্তে বাহে নায় পঞ্চ হস্তে ছিচে পানি।
পার হৈয়া যায় তবে চণ্ডিকা ত্রিনয়ানী।।
পদ্মার আদেশে গীত পাইনু সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবনে।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ছত্রিশ।।
১ এটি (গ) পুথির পাঠ, যা (ক) পুথিতে নাই, ২ হইল, ৩ বচনে, ৪ দুজনা।

।। সাঁইত্রিশ ।।

।।ও সঙ্কটে প্রণাম করু দেব গ্রহপতি ... ।। ধু ।।

[১]উঠ উঠ ভাস্কর করহু প্রণতি।
শুখায়া দেহ মোকে হার গজমতি।।[১]
উঠ উঠ ভাস্কর করি পরিহার।
[২]সিসের সিন্দুর তুমি শুখাঅ আমার।
ইবার পূজির তুমাক যায়া আপন বাড়ি।
শুখাইয়া দেঅ মোকে পরিধান শাড়ি।।
ইবার পূজির তুমাক দিয়া পুষ্পজল।
শুখাইয়া দেঅ মোকে মাথার কুন্তল।।
ইবার পূজির তুমাক দিয়া নানা ফুল।
শুখাইয়া দেঅ মোকে হৃদের কাচুল।।
আইস আইস বাপু আইস পবন।
শুখাইয়া দেঅ মোকে অষ্ট অভরণ।।
ঘরমুখে পার্ব্বতী দেবী করিল গমন।
বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন।।

আশু পুথির পাঠান্তর ঃ ।। সাইত্রিশ ।।
১ পাঠটি (গ) পুথিতে নাই, ২ শিবের

।। আটত্রিশ।।

কান্দিয়া গঙ্গার পুত্র হইল বিকল
সব বিবরণ কহে মায়ের গোচর ... ।। ধু।।

কান্দিয়া মায়ের আগে কহে দোন ভাই।
সব মায়া দূর কৈল পার্ব্বতী সতাই।।
নৌকা লৈয়া দুই ভাই গেলাঙ শীঘ্রগতি।
নৌকাতে চড়িল দুর্গা রাক্ষসী মূরতী।।
মধ্যজলে দুই ভাই করি ঠারাঠারি।
অন্তরে জানিল দেবী হেমন্তঝিয়ারি।।
দশ হস্ত ধরে দুর্গাএ তিন নয়ান।
দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধরে খরসান।।
দেখিয়া দুর্গার রূপ উপজিল কাঁপ।
নৌকা ছাড়ি দোনো ভাই জলে দিলাঙ ঝাপ।।
কান্দিয়া মায়ের আগে কহে যত দুঃখ।
[১]ভাগ্যে পুণ্যে[১] দেখিলাঙ মাগো তুমার মুখ।।
অভিমান ঝুরে গঙ্গা জাহ্নুর নন্দিনী।
নিশ্চয় জানিলু মোর হইল সতিনী।।
[২]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।[২]

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। আটত্রিশ।।
১ ভাগ্যফলে, ২ 'ক' পুথিতে পদটি নাই।

।। ঊনচল্লিশ ।।

এত দিনে গেল বুঝি আমার জাতিকুল ... ।। ধু ।।

ঋষি বোলে দূর থাক ঝিউ দুচারিণী।
অলপ বয়সে বাছা হইলা কলঙ্কিনী।।
ঋষির কুলের কাঁটা হইলা তুমি ঝি।
[১]বেশ সব[১] লৈয়া গেলা[২] তাহা কৈলে কি।।
[৩]অষ্ট অভরণ তোর নষ্ট হইল কতি।
দিবস লাগিয়া গেলু হইল বাসি রাতি।।[৩]
কেমনে ভাঙ্গিল তোর পায়ের নপুর।
কেমনে ভাঙ্গিল তাড় শঙ্খ হইল চুর।।

কেমনে ভাঙ্গিল শাড়ী হৃদয়ের কাচুল।
কেমনে ছিড়িল হার ভাঙ্গিল কর্ণফুল।।
[৪]কেমনে মুছিল কাজল সিসের সিন্দুর।[৪]
[৫]কহ সত্য বাণী কেনে আউলাইল চুল।[৫]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

আশু পুথির পাঠান্তর ঃ ।। ঊনচল্লিশ ।।
১ লাল বেশ, ২ বেশ (ক) পুথির পাঠ ৩ 'ক' পুথির পাঠ অষ্ট আভরণ তুমি কেনে নষ্ট কৈলু। দিবস লাগিয়া গেলু বাসি রাত্রি কৈনু।
৪ মুছিল কজ্জ্বল তোর শিবের সিন্দুর ৫ কেমতে ভাঙ্গিল নত ঝাপা আউলাইল চুল

।। চল্লিশ।।

।। ত্রিপদী ।।

হেমন্ত ঋষির বোলে　　পার্ব্বতী কোপে জলে
　　বোলে দেবী অতি খরসান।
কি দোষ পাইয়া বাপ　　কেনে কর অভিশাপ
　　বিনা দোষে কর অপমান।।
গেনু মুই পুষ্পবাড়ি　　সিংহ সে আইলো ছাড়ি
　　সঙ্গে মোর নাহি আর সাথী।
নাহি পথ পরিচয়　　একলা পাইয়া ভয়
　　মালঞ্চে রহিনু বাসি রাত্রি।।
বেল বউল ফুল　　তাতে আছে ভেমরোল
　　তার ডরে হইনু অন্তর।
উঝট লাগিয়া তার　　ছিড়িল গলার হার
　　আউলাইল কুন্তল মাথার।।
নিশি করে অন্ধকার　　সঙ্গে কেহো নাহি আর
　　গাছতে চড়িনু অনেক দূর।
নিদ্রায়ে আকুল হইনু　　আছাড় খাইয়া পৈনু
　　শঙ্খ তাড় ভাঙ্গিল নপুর।।
নিদ্রাতে আকুল হৈনু　　কাচুলি শিয়রে দিনু
　　শাড়ী পরি করিনু শয়ন।
[১]বাতাসে কাপড়গুলা　　লোটায় সে মাটিধুলা
　　ঘাম পাঞা হইল খান খান।।
বিষম রোদের জ্বালা　　তাতে পছিয়ার ঝালা

ঘামে ভিজি গেল কলেবর।
[১]ললাটের সিন্দূর সুয়া আগর চন্দন চুয়া[২]
মুছা গেল নয়ানের কাজল।।
ঋষি বোলে মায়াবতী ই মায়া শিখিলে কতি
চিত্তে আমার নাহি পাতিয়ার।
অলপ বয়সে বালি হইলা কলঙ্কিনী
অষ্ট পরীক্ষা দিতে চায়।।
দেবী বোলে এই হয় নাহি কুন সংশয়
আন পরীক্ষার সাজ।
মুই যদি সতী হইমু পরীক্ষাতে উত্তরিম্
যশ হইবে ত্রিভুবনমাঝ।।
জগতজীবন কবি বন্দো মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

আশু (ক) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। চল্লিশ।।

১ পাতল সে, ২ সিথের গেল মুছ্যা সিন্দুর - আগর চন্দন মুছা গেল।

।। একচল্লিশ ।।

ও প্রভু কাশীনাথ হে
এবার নিদানে তরাইতে হবে ও ... ।। ধু।।

দুগ্ধের দুলালি বাছা মায়ের দুলালি।
পরীক্ষা হইল বাছা তুমার উপরি।।
দুর্গা বোলে বাপমাঅ পরীক্ষা১ মোকে দেঅ১।
সতী কি অসতী পরীক্ষা তুমি নেঅ।।
অভয়ার বচনে হেমন্ত গিরিরাজ।
৩ জড়ায়া আনিল যত পরীক্ষার সাজ।
সংযমে নিয়মে দেবী রহে তিন রাতি।
৪ জড়ায়া আনিল ঋষি যতেক গিয়াতি।।
একত্র করিল যত পরীক্ষার সাজ।
সভাতে বসিল যত ঋষির সমাজ।।
ডাকিয়া বোলে তবে হেমন্ত গিরিবর।
প্রথম পরীক্ষা বাছা পাণিডুবি কর।।

ঋষির উকিল আর দুর্গার ডাকিল।
হস্ত জোড় করি দুহে পানিত ডুবিল।।
ঋষির উকিল উঠে খাইয়া ফাফর।
দুর্গার ডাকিল রহে এ দুই প্রহর।।
ঋষি বোলে ইহাতে ৫ প্রতীত নাহি যাঙ
সর্পঘট পরীক্ষা তাহাকে দিতে চাঙ।।
বাদিআয়ে সর্পগোটা আনিল ধরিয়া।
দুর্গার অগ্রেতে ঘট দিলেন ভরিয়া।।
মস্তক ধরিয়া তবে তোলে দুর্গা মাঅ।
হেট মুণ্ডে রহে সর্প নাহি করে ঘাঅ।।
ঋষি বোলে পরীক্ষাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
সাবল পরীক্ষা আছে তাকে দিতে চাঙ।।
কামারকে আনিয়া ঋষি ফালে দিল তায়।
ফালে তায় দিয়া তবে দুর্গার আগে যায়।।
তাহাকে ধরিলে দেবী জগতের মায়।
পার্ব্বতীর হাতে দিল ৬ পাকড়ির পাতায়।।
সাড়াসী ধরিয়া ঋষি ফাল দিল তাত।
পুড়িয়া হইল ছাই পাকড়ির পাত।।
৭ছাই হইয়া গেল পাকড়ির পাত।৭
পাত পুড়িল দুর্গার না পুড়িল হাত।।
লাফ দিয়া ফেলাইল সবাকার আগে।
পরীক্ষা দেখিয়া সবাক চমৎকার লাগে।।
ঋষী বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
খুর পরীক্ষা আছে তাকে দিতে চাঙ।।
নাপিত আনিয়া ঋষি খুরে দিল শান।
একত্র ৮ করিয়া পাতে ৮ খুর সাত খান।।
পাতিলেক খুর ঋষি করিয়া একধার।
তাহাতে চড়িআ দুর্গা ফেরে সাতবার।।
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
সিন্দুর পরীক্ষা আছ তাকে দিতে চাঙ।।
বান্ধিলে আনিয়া ঋষি সিন্দুরের আল্য।
তাহাতে চড়িয়া দুর্গা খেলায় ৯ ধামাল্য।।
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
তুলা পরীক্ষা আছে তুমাকে দিতে চাঙ।।
তারাজু আনিয়া ঋষি ধরিলেন ১০ ডাণ্ডি।

এক দিকে তুলা চঢ়ায় আর এক দিকে চণ্ডী।।
ধরিলেক ডাণ্ডি ঋষি গায়ে দিয়া বল।
তুলাত অধিক দুর্গা হইল পাতল।।
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
অগ্নির পরীক্ষা আছে তুমাকে দিতে চাঙ।।
যতনে বান্ধিল ঋষি জোত্তের ঘরখানি।
তার মধ্যে বৈসাইল দেবী ত্রিনয়ানী।।
চারিদিকে হেমন্ত আনল করে দান।
জ্বলিল আনল যেন পর্ব্বত ১১-সমান।।
হায় হায় দেবগণ করে স্বর্গপুরে।
দুর্গাক দেখিয়া ব্রহ্মা জ্বলে অনেক দূরে।।
জ্বলিয়া জোত্তের ঘর হইয়া গেল ধুলি।
আনল ভিতরে দুর্গা সোনার পুতলি।।
যত সব মুনিগণ করে হায় হায়।
এমত নিষ্ঠুর নাকি করিতে জুয়ায়।।
ঋষি বোলে ইহাতে প্রতীত নাহি যাঙ।
ঘৃতকাঞ্চন পরীক্ষা তুমাকে দিতে চাঙ।।
তপ্ত করিল ঘৃত কলসাত ১২ করি।
তাহাত আনিয়া দিল সুবর্ণ অঙ্গুরি।।
ঋষি বোলে তপ্ত করিল আমি ঘিউ।
অঙ্গুরি তুলিয়া দেঅ পার্ব্বতী মোর ঝিউ।।
ধর্ম্ম আরাধিয়া দেবী হাত দিল তাত।
অঙ্গুরী তুলিল দেবী না পুড়িল হাত।।
সভার ভিতরে ঋষি মনে পায় লাজ।
পাক দিয়া ফেলাইল অষ্ট পরীক্ষার সাজ।।
দেখিয়া কহিল মোকে সিংহ মহামতি।
এতেক পরীক্ষাতে উত্তরিল পার্ব্বতী।।
কিনা মন্ত্র শিখিলে বেটি তপস্বীর ঠাই।
পরীক্ষা করিতে মনে ডর ভয় নাই।।
অঙ্গীকার করু এই সভা বিদ্যমান।
রজনী প্রভাতে দিবো কয়ালিকে দান।
তুমি প্রভু দিগম্বর শঙ্কর মহাদেবা।।
দণ্ডবত হই আমি করিব তব সেবা।।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলে দেব কাশী।
১৩ সাজায় শঙ্করদের মোহন রঙ্গ বাঁশি।১৩

তরলা বাঁশ আনিয়া কাটেন শূলপাণি।
মধ্যখান নিলেন দেব উত্তম জানি।।
সাত স্থানে রিন্দ্র দেব করে মনোহর।
নানা চিত্র করে হর বাঁশির উপর।।
বাঁশি কাটেন হর করিয়া যতন।
বাঁশির উপর দিল অমূল্য রতন।।
কয়ালিরূপ ধরেন দেব ত্রিলোচন।
যাইয়া পাইল হর ঋষির ভূবন।।
পদ্মার আদেশে গীত পাইলু সপনে।
রচিল পাচালি কবি জগতজীবনে।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ ।। একচল্লিশ।।
১যদি চাও, ২ঋষিরাজ, ৩জটাএগ্র, ৪ ডাকিয়া, ৫ প্রত্যয় নাহি জাও, ৬পরীক্ষার, ৭(গ) পুথিতে নাই, ৮ করিল তাতে, ৯ অর্ধমাশ, ১০ দন্ডি(ক) পুথির পাঠ, ১১ প্রমান, ১২ পুরি, ১৩ সাজাইল মহাদেব মনোহর বাঁশী

।। বিয়াল্লিশ।।

[১] . . . . . রূপধরি [২] নাচে আনন্দীত [২] করি
[৩] সুনিয়া দুর্গার উমচীত [৩]।
[৪] . . . যে . . গাত্র [৪] [৫] মোহন বাশি বাজাএ [৫]
[৬] মরমে পাইল সমপ্রিত [৬]।।
[৭] নানান ভূর কুটী [৭] করি নাচে দেব ত্রিপুরারি
ডাকিয়া ডাকিয়া [৮] মাঙ্গে দান অনুক্ষণ।
[৯] . . . বাশিতে দেয় শান মনে দুর্গা পায়ে জান
আকুল হৈলো গৌরির মন।।[৯]
শ বর্গের [১০] আশত করি [১১] দান লইএগ্র চাউল করী[১১]
[১২] লইএগ্র বাহির হৈল রিশিরানি।[১২]
[১৩] রিশি রানির হস্তে দান . . . না হইলো [১৩] মন্বমান
[১৪] বেমখে রহিলো [১৪] শুলপানি।।
[১৫] কোয়ালিয়া বোলে বানি শুল মাগো রিশিরানি[১৫]
[১৬] . . . চাউল লইএগ্র ফিরিয়া জায় ঘর।[১৬]
ভিক্ষা তোমার [১৭] ঠাঞি লইতে উচিত নাঞি [১৭]
গুরুদেবের [১৮] হঙ্গ মনাঞি মোর।। [১৮]
[১৯] জেখানে ভিক্ষক জাই আকমারি নারি নাই [১৯]
[২০] তার হস্তে দান লেই খুজিয়া [২০]
[২১] আকমারি বিনে দান জদি কেহো করে দান [২১]

তার [২৪] হস্তে দিয়া পাঠায় [২৪] দান।

[২৫] অকমারির হস্তে দান করো দান লইএগ্রা ঘর জাবো [২৫]

অলপে হইবো [২৬] মন্বমান।।

[২৭] সুনিএগ্রা কয়ালির বানি ঘরে জায়ে রিশিরানি

ঘরে জায়ে আনন্দীতমন।

জগত জীবন শেয় বন্দ প্রভু মহাদেয়

গাত্র কেরি রূপের নন্দন [২৭]

পাঠান্তর ঃ ।। বিয়াল্লিশ ।।

১ কয়ালির ২ নাচেন আনন্দ ৩ শুনিয়া দুর্গা হইল মুর্চ্ছিত ৪ ক্ষেনে নাচে ক্ষেনে গায় ৫ সিংহ ডমরু বাজায় ৬ মোহন বাঁশিতে দিয়াশান ৭ নানা ভ্রূকুটি ৮ মাগে ৯ সঙা দেয় চড়িশ কোড়ি না লয় কয়া কড়ি না নিব তোমা সভার দান (গ) পুঁথিতে দান -ছান ১০ থালেক দান নেই, লইয়া করী ১২ আনিয়া দেলেও ঋষিয়ানি ১৩ ঋষিয়ানীর হাতের দান লইল ১৪ বিমুখে রহিলা ১৫ কয়ালিয়া . . . ঋষিয়ানী ১৬ দান লয়া ফেরে যাহ ঘর (গ) পুথিতে ফিরিয়া ১৭ ঠাই . . . নাই ১৮ আদেশ আমার ১৯ যেখানে ভিক্ষাকে যাই অজুমারীর হাতে পাই, ২০ তার দল আসি আমি লয়া ২১ অকুমারী . . . আন . . . আর কেহ দেয় দান ২২ দেহ্ ফিরাইয়া (গ) পুঁথিতেও দেই, ২৩ তুমার মন্দিরে রানী থাকে অকুমারী নন্দিনী ২৪ হাতে দিয়া পাঠাঅ ২৫ অকুমারীর . . . আছে 'হস্তে' কথাটি নাই, . . . লইয়া ঘরে যাব ২৬ মান মান - ২৭ এই চারটি লাইনের বদলে আছে - জগতজীবন কবি/বন্দিয়া মনসা দেবী/সুখ-মোক্ষ ইহার কারণ/দুঃখ-দুষ্ট-সর্পভয়/ইসব করিবে ক্ষয়/বন্দু হর অভয়ার চরণ

।।তেতাল্লিশ।।

বেশ করে গোউরা মঙ্গল চণ্ডি গো . . . . ধু [১]

ফিরিয়া করিল [২] বিসাইল পুরিত প্রবেশ।
[৩] কাস্কই রানিয়া দুটা বিচিরাইলে [৩] কেশ।।
[৪] হস্তত টট্টন দিলে বাহায়ে দিলে [৪] তার।
গশাত্র [৫] হাযালি দিলে গজমতি [৫] হাড়।।
নাকে [৬] নাক নত দিল ছামতে কেশর [৬]।
[৭] পাষতে বাঙ্ক পইরে চয়নে নেফুর।।
গলায়ে পয়াল দিল আঙ্গলে আঙ্গুরি।
মেঘ ডুমর শাড়ি পইরে মহেশরি।। [৭]
[৮] হিত্রে তুলিয়া পইরে হিত্রের [৮] কাচুলি।
[৯] নাগা অলংকার পৈরে রিশির দুলালি।।
শেন্দুরের ঝিকিমিকি কাজলের রেকা।
শাঙি নিইলো দেবি চান্দ দিলে দেখা।। [৯]
[১০] বিশিরানি বোলে [১১] সুন হেমন্ত দুলালি।
[১২] তোমার হস্তের ভিক্ষা মাঙ্গিলে [১২] কয়ালি।।
[১৩] শিগকরি আন বাছা চাউল আর কড়ি।
তোমার হস্তে দান পাইলে কয়ালি জাত্র বারী।। [১৩]

[১৪] এক আজ্ঞা পাইলো দুর্গা দুই আজ্ঞা পাইলো। [১৪]
[১৫] দান দিতে কয়ালিকে পাগল হইল।। [১৫]
[১৬] হস্তে দান দিল দুর্গা কড়ি আর চাউল।
দান দিতে বেহেরাইল হৈঞা উমত্ত বাউল।। [১৬]
[১৭] পাব্বতীক দেখিয়া [১৭] খুশি হৈল কয়ালি।
[১৮] কান্ধ হৈতে যশাইঞা [১৮] আগে পাতে ঝুলি।।
দুই [১৯] হস্ত তুলিয়া দুর্গা দান দিল তাত।
কাপড়ের [২০] শয়ে হিরিদে [২০] দিলে হাত।।
[২১] অন্তর হইঞা দুর্গা [২১] মনে মনে হাশি।
দেখিলে [২২] রিশির ঘরের এ [২২] পাশ [২৩] পরশি।।
পাশ পরশি লোকে করে ঠারাঠারি।
হেমন্ত বিশির [২৪] ঝিউ কয়ালি ভাতারি।।
সুনিয়া [২৫] জলিলো রিশি অগ্নির শমান। [২৫]
ঘর হৈতে [২৬] বাহির হৈল ক্রোধে কম্পমান।। [২৬]
[২৭] আজ্ঞা করে নকরক কয়ালিক বন্দি কর।
বন্দি করিয়া রাক্ষ বেটাক বন্দীশালার ঘর।।
আজ্ঞা পাইঞা কয়ালির হস্তত লাগাত্র দড়ি।
বন্দীশালার ঘরে রাক্ষে পাযে দিয়া বেড়ি।। [২৭]
জগতজীবন কবি মনসায় দাশ।
পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। তেতাল্লিশ ।।

১ ধু - ও কালিন্দ্রি মেঘের আড়ে চন্দ্র দিছে দেখা, ২ বানী ৩ কাকই দিয়া দুর্গার আচড়িল (গ) পুথিতে প্রসাধনী . . . ৪ কোমরে কিঙ্কিণী দিল হাতে দিল ৫ গাথিয়া দিল 'গজমোতি ৬ নত পহ্রে দেবী অঙ্গুলে অঙ্গুরি ৭ মোতিপ্রবাল পহ্রে নানা চিত্র করি। পায়ের আঙ্গুলে পহ্রে আঙ্গুঠা পঞ্চলি ৮ হৃদয়ে . . . পহ্রে হৃদের ৯ এই অংশ নেই ১০ ঋষিয়াণী ১১ বাছা ১২ তুমার হাতের দান মাঙ্গিছে ১৩ এই অংশ নেই ১৪ একে চাহে দুর্গা দিতে তার আজ্ঞা পায় (ক) পুথিতে আছে . . . মায়ের আজ্ঞা পায় ১৫ হাতে দান লয়া কয়ালিকে দিতে যায় ১৬ এই অংশ নেই ১৭ দুর্গাক দেখি ১৮ কান্দ হইতে খসাইয়া ১৯ হাতে ২০ সড়কে হৃদয়ে ২১ অন্তরে হইল দুর্গার ২২ ঋষির পুরীর, এ নেই ২৩ (গ) পুথিতে পাড়া পড়োশী ২৪ ঝি ২৫ রুষিল ঋষি ক্রোধে কম্পমান ২৬ বাহিরায় অগ্নির সমান ২৭ এই অংশ নেই, বদলে আছে - কয়ালীক ধরিয়া হেমন্ত বন্দী করে/জগত জীবন গায় মনসার বয়ে - গানটি শেষ করা হয়েছে।

।। চুয়াল্লিশ ।।

[১] ও ক্রোধিত হইয়া ঋষি কয়ালী বন্দী করে . . . . ধু [১]

[২] কয়ালিকে বন্দি করে বন্দি শালার ঘরে।
[৪] তপ করিতে জাত্র রিশি শমদ্রের তিরে।। [৪]

[৫] তপ করে হেমন্ত শরবরের কুলে।[৫]
[৬] নানা ফুলে পূজে রিশি শমদ্রের জলে।।
আপন মরুতি ধরে দেব মহেশর
ধিয়ানে আনিলে গঙ্গাকে জটের উপর।।[৬]
মাথাত্র জটের ভার উপরে [৮] তার গঙ্গা।
[৯] বাঘছাল পরিধন [৯] বাম কান্ধে শিঙ্গা।।
গলাত্র হাড়ের মালা শর্ব্ব [১০] অঙ্গে ধুলি।
খটক ডমরু হাতে কান্ধে [১১] ভাঙ্গের ঝুলি।।
[১২] আগর চন্দন পাটে বশিল মহেশর।
উতম পবিত্র থান বন্দি শালার ঘর।।
মরুতি ধরিয়া রহিল্য বন্দি শালার ঘরে।
মোহাদেবের পূজা করে হেমন্ত গ্রিবরে।।[১২]
[১৩] নানা ফুলে পূজে রিশি শাগরের কুলে।[১৩]
শেফুল অহিল কয়ালির পদতলে।।
তপশ্যা [১৪] শোন্তোশ করি হেমন্ত গ্রিবর।[১৪]
ফিরিয়া [১৫] আইলো রিশি আপনার ঘর।।[১৫]
ভোজন [১৬] কালে হেমন্তের পরীএগ্রা গেল [১৬] মনে।
[১৭] কোয়ালিক বন্দি করিয়া রাক্ষিয়া আইন ভূঞ্জিবো [১৭] কেমনে।।
[১৮] জগত গাত্র হস্তে দিয়া তালি।
বোটিল শিবের বরে পুরাণ পঞ্চালি।।

পাঠান্তর ঃ ।। চুয়াল্লিশ ।।

১ ধুয়া আশু পুথির ২ ধ্রুবপদ সহ নুতন গান ৩ কাঠারিয়া (গ) পুথিতে কাচড়িয়া ৪ তপস্যা করিতে ঋষি যায় সরোবরে ৫ সরোবরে তপসি মুনি যে হেমন্ত ৬ নেই, আছে আর মূর্ত্তি ধরিয়া রহেন ভগবন্ত ৭ জটার ৮ রহে ৯ পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম, ১০ গায়ে ১১ সিদ্ধ ১২ এই অংশ নেই ১৩ যত ফুলে পূজে ঋষি সরোবর জলে ১৪ করিয়া সাঙ্গ দিল ঋষিবর ১৫ চলিল ঋষি আপন বাসর ১৬ সময়ে ঋষির পড়ে ১৭ বন্দিয়াক রাখিয়া অন্ন খাইবো ২৮ জগত জীবন কবি মনসার দাস/পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ

।। পঁয়তাল্লিশ ।।

[১]।। ত্রিপদি ।।

[২]হস্তে কাঠারি লইএগ্রা হেমন্ত চলিল ধারা
প্রবেশিল বন্দি শালার ঘরো।
কয়ালি না দেক্ষে মণি দেক্ষে সেথা সুলপানি
হেমন্ত পরানে পাইল ডরো।।[২]
হেমন্ত জতেক ফুলে পুজিল সাগর কুলে
[৩]সুগন্ধ চন্দন [৪]কুতুহলে।

"দেখিয়া পাইল ধন্দ সে সব হইল বন্দ
দেখিল কয়ালির পদতলে।।
অন্তরে এমত কয় ইজনা কয়ালি নয়
রূপ দেখি অতি বিপরীত।
না চিহ্নিলু পরলোক কপটে ভাড়িলে মোক
ত্রিদশ-ঈশ্বর পশুপতি।।
ঋষি বোলে জগন্নাথ করি প্রভু জোড় হাত
তুমি প্রভু ত্রিদশ-ঈশ্বর।
তুমার মহিমা ব্রহ্মা বিষ্ণু দিতে নারে সীমা
কিবা জানি আমরা বর্ব্বর।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি তিন রূপ ধর
সত্ত্ব রজ তম গুণময়।
প্রকৃতি পুরুষ নাথ তুমি বট জগন্নাথ
তুমা হৈতে উদ্ধার প্রলয়।।
কি কারণে মহেশ্বর আইলা আমার ঘর
বিবরণ বোল দিগবাস।
তুমার কপট রূপে আমার পরাণ কাঁপে
অন্তরে পাইলু বড় ত্রাস।।
গোসাঞি বোলে ঋষিবর প্রাণে না করিহ ডর
অকুমারী কন্যা আছে তোর।
বিবরণ কহিনু তোকে তাকে বিভা দেহ মোকে
সেজনা ঘরের গৃহিনী আমার।।
সেই শুনি মুনিরাজ ই বড় উত্তম কাজ
আছে মোর ঘরে কন্যাখানি।
কন্যার ভাগ্যের ফলে তুমি হেন বর হৈলে
অবশ্য করিব কন্যাদানি।।
শুনিয়া হেমন্ত-বাণী সুখী দেব শূলপাণি
ফিরিয়া চলিল কৈলাস।
বিবাহের যত সাজ করে প্রভু দেবরাজ
মনে মনে পরম উল্লাস।।
বোলে দেব পশুপতি শুন গঙ্গা ভাগীরথী
আইসো বৈসো জটের উপরে।
যাইতে মালঞ্চবন মিলিলেক এক ধন
ঘরে নাই আনি তুমার ডরে।।
গঙ্গা বোলে শুন স্বামী কহিতে বুঝিনু আমি

যে ধন পাইলা গুনমণি।
বয়সে হইনু হীন রূপে হৈনু নির্ঘিন
বৃদ্ধকালে দিলেন সতিনী।।
পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ
নিরবধি দ্বন্দ্ব কাচাল।
প্রথমে যুবতীর মুখ দুইতে না হরে সুখ
অবশেষে হইবে জঞ্জাল।।
[৬]গোসাঞিঃ বোলে সুরধনী[৬] জানিয়া হেমন্তমুনি
অকুমারী কন্যা করে দান।
বয়সেত শিশুজন সুবেশ বিলাস হীন
তুমা হৈতে নহে রূপমান।।
গঙ্গা বোলে কিছু হোক নাহি মোর কন শোক
কপালের লেখন সতিনী।
করহ বিবাহসাজ বিলম্বের নাহি কাজ
বিভা করি আন শূলপাণি।।
জগতজীবন কবি বন্দু মাতা বিষহরি।
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তরঃ ।। পঁয়তাল্লিশ ।।
১ দে, পুথিতে এই খণ্ডিত পদটি ''লাচারী' ছন্দে চিহ্নিত, ২ এই অংশ আশু পুথিতে নাই ৩ আশু সুগন্ধি ৪ কতুহলে, এই পাঠটি আছে দে, পুথিতে কুতুহলে সম্ভাব্য পাঠ,৫ দে, হেমন্ত ভাবিয়া দিয়ে একটি খণ্ডিত লাইনের পরই এই অংশের পুথি ছিন্ন। বাকি অংশের পাঠ নির্মিত হয়েছে আশু পুথি থেকে
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ—
৬ শিব বোলে শুন ধনি,

।। ছেচল্লিশ ।।

ও বোল নারদ মুনিরাজ।
বিবাহের কিবা লাগে সাজ ...।। ধু ।।

[১]গোসাঞিঃ বোলে ভাগিনা নারদ মুনিরাজ।
গৌরীর বিবাহে বোল কত লাগে সাজ।।
মুনি বোলে শুন মামা বচন আমার।
[২]বিবাহের লাগে সাজ কতেক প্রকার[২]।।

লাডু[৩] লবণ চিনি দধি কদলীর [৩]ভার।
শঙ্খ সিন্দুর লাগে সুবর্ণ অলঙ্কার।।
অধিবাসের সাজ লাগে নানা উপহার।
[৪]শঙ্খ বস্ত্র লাগে ঋষি আনিব [৪]ব্যবহার।।
[৫]মুনির বচনে হর মনে আনন্দিত।
ধ্যানে [৬]যতেক দ্রব্য করে উপস্থিত।।[৬]
গোসাঞি বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
দ্রব্য লয়া[৭] যাঅ তুমি [৭]হেমন্তের ঘর।।
গৌরীর করাবে [৮]তুমি গন্ধ-অধিবাস।[৮]
প্রভাতে যাইব আমি বিবাহের [৯]আশ।।
শিবের বচনে মুনি না থাকিল [১০]বয়া।
[১১]প্রথমে চলিল ভার পঞ্চাশেক লয়া।।[১১]
হস্ততে করিয়া নিল অধিবাসের সাজ।
যাত্রা করিয়া [১২]চলিল নারদ মুনিরাজ।।
পদ্মার আদেশে গীত [১৩]পাইল সপনে।
[১৪]বিরচিয়া গায়[১৪] কবি জগতজীবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছেচল্লিশ ।।

আশু (গ) পুথির পাঠ — ১ শিব র.সা.প. পাঠান্তর ঃ- শুরুতে দিসা লিখে অতিরিক্ত দুটি লাইন[২] সুনহে ভাগিনা নারদ মুনিবর। দইব্ব্য লইঞা জাও তুমি রিসির 'ঘর১ সিব ২ বিভার সাজ্জ পার করিবার ৩ চিড়া দধি লাগে আর কলার ৪ বস্ত্র রঙ্গুরি লাগে রিসি রানির ৫ নারদের ৬ সকল দ্রব্য শ্রিজিল ততক্ষণে ৭ তুমি জাহ ৮ গন্ধ সুন মুনি রাজ ৯ সাজ ১০ বঞা ১১ পঞ্চাশ ভার লইল সঙ্গেত করিয়া ১২ চলে ১৩ পাইলাঙে, ১৪ রচিল পাঁচালি।

।। সাতচল্লিশ ।।

ও চলিলা নারদ মুনি হেমন্তের বাড়ি ।। ধু ।।

ভার[১] লঞা গেল মুনি প্রমথর সঙ্গে।[১]
ঋষির ভুবনে যায় পরম আনন্দে।।
দ্রব্য সকল দেখিয়া নারদ [২]বোলে বাণী।[২]
[৩]ইসব ভারের দ্রব্য খাইব [৪]আপনি।।
[৫]রসাল লাডুর গন্ধ মরিচের ঝাল।
সড়া মৎস্যের [৬]গন্ধে যেন পাগল বিড়াল।।

[৭]সভারের উপরে দৃষ্টি দিয়া চলে মুনি।
লালচে জিভার করে সরসর পানি।।[৭]
চলিল[৮] শিবের ভারী গায়ে দিয়া বল।
বাতাসে জিরায় ভারী পায়া তরুতল।।
আলস্যে বাতাসে যত ভারী যায় নিন্দ।
[৯]আন্ধার ঘরতে যেন চোরে[৯] দিল সিন্দ।।
মুনি বোলে বাসুয়া বচন শুন ভাই।
যতেক মনের কথা [১০]কহি তোর [১০]ঠাই।।
[১১]ইসব ভারের সাজ খাইতে যায় মন।
[১২]ধীরে যাঅ ভারী সব যেন না হয় চেতন।।[১২]
সুজান বাসুয়া ঠাকুরের [১৩]বুঝে ঠার।
আনিয়া [১৪]জোগায় মর্ত্তমান [১৪]কলার ভার।।
[১৫]ছড়িয়া [১৬] চচা লিকাইয়া [১৬]ব্রাহ্মণে খায় [১৫]কলা।
[১৭]কত কত করিয়া ডাকে ব্রাহ্মণের [১৭]গলা।।
কলা [১৮]খায়া ব্রাহ্মণ বাসুয়াকে বোলে [১৮]ঠারে।
আন দেখি [১৯]কি আছে পাতিলার ভারে।।[১৯]
সুজান বাসুয়া [২০]ব্রাহ্মণের বুঝে ঠার।
আনিয়া জোগায় [২১]বেটা পাতিলার [২১]ভার।।
গিরা খসাইয়া লাডু খায় মুনিবর।
[২২]ইটাল ভরায় সব [২২]পাতিল ভিতর।।
আর বার [২৩]ব্রাহ্মণ বাসুয়াকে বোলে ঠারে।
আন দেখি কিবা আছে [২৪]কলসীর ভারে।।[২৪]
সুজান বাসুয়া [২৫]ব্রাহ্মণের বুঝে [২৫]ঠার।
আনিয়া জোগায় দধি [২৬]কলসীর ভার।।[২৬]
[২৭]সর কাটিয়া দধি গলা ধরিয়া ঢালয়।
ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য নহে রাক্ষস যেন খায়।।[২৭]
লালচে সকল দধি খাইলেন [২৮]ঋষি।
[২৯]কাদাএ ভরায় বত দধির কলসী।।[২৯]
আর বার [৩০]ব্রাহ্মণ বাসুয়া [৩১]বুঝায় ঠারে।
আন দেখি কি আছে[৩২] বাপুড়ার ভারে।।[৩২]
সুজান বাসুয়া[৩৩] ব্রাহ্মণের বুঝে [৩৩]ঠার।
আনিয়া জোগার বেটা গুয়াপানের ভার।।
গুয়াপান খায়[৩৪] যত নারদ মুনি বুঢ়া।[৩৪]
যতেক [৩৫]চেবা দিয়া মুনি ভরায় সাপুড়া।।[৩৫]
[৩৬]ভোজন করিয়া মুনির তুষ্ট হইল মন।

নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে ভারি হইল চেতন।।
মুখ [৩৭]প্রক্ষালিয়া ভারি কান্ধে ভার তোলে।
ভার কেনে পাতল [৩৮]সমস্ত ভারি বোলে।।
মুনি বোলে নিদ্রা [৩৯]করি গায়ে হইল বল।
কান্ধের উপরে ভার হইল পাতল।।
ভার নিয়া মুনিবর কত দূরে যায়।
[৪০]কত দূরে যায়া [৪০]হেমন্তের বাড়ি পায়।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। সাতচল্লিশ ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-

৭ (ক) পুথির পাঠ ঃ- ভার দৃষ্টি দিয়া চলে মুনিবর। লালচে জিভার পানি করে সরসর।। পেটুক নারদ প্রসঙ্গে সভারের না হয়ে "ভার" পাঠই যথোচিত। ৬ চালিকা লইয়া, এটি লিপিকর প্রমাদ। কলা খেতে গেলে 'চচালিকাইয়া'ই খেতে হয়।

২২ ভরায় সব ৩১ বোলে, ৩২ সাপড়া ভিতরে, ৩৫ এর পর একটি অতিরিক্ত শব্দ আছে "দিয়া" "যতেক চেবা" পাঠান্তর নয় অনাবশ্যক।

ব.সা.প. পুথির পাঠ ঃ—

দিসাঃ য়া হা চলিল নারদ মুনি হয় ১ ভার তুলিয়া ভারি নেন কান্ধে ২ ভাবে মনে মনে ৩ এসব ৪ কেমনে ৫ বাহিরায় ৬ দেখি ৮ যতেক ৯ অন্ধকার ঘরে চোরা ১০ বোল মোর ১১ এসব ১২ থির করিয়া য়ান না জানে কোন জন ১৩ জানে ১৪ জোগহিল য়নেক ১৫ ছিড়ি ছিড়ি নারদ বাইতে লাগে ১৭ কে কে কে কে করিয়া মুনির ডাকে ১৮ খাইয়া নারদ বাছুয়াকে ১৯ কিবা য়াছে পাতিল ভিতরে ২০ মুনির ২১ নাড় সন্দেসের ২২ ইটা পাথর ২৩ বাছুয়া ২৪ কলসি ভিতরে ২৫ বুঝে মুনির ২৬ কলস ভিতর ২৭ কলসি ধরিয়া দধি মুখে গড়া মুনির ভোজন নহে রাক্ষস প্রায় ২৮ মুনিবর ২৯ কাদা ভরিয়া দিল কলস ভিতর ৩০ বাসুয়া ৩২ সাপুড়া ভিতরে ৩৩ মুনির জানে ঠার ৩৪ নারদ চাড়া জড় করে ৩৫ চারা দিল বন্টার ভিতরে ৩৬ ভক্ষণ ৩৭ ধুইয়া ৩৮ সকল ৩৯ জহিও ৪০ কতক্ষণে জহিয়া, পুথিছিন্ন ভনিতা গায় মোনসার বর।

।। আটচল্লিশ ।।

।। ত্রিপদী ।।

বুলিছে নারদ মুনি শুন শুন ঋষিয়ানী
কি কর নিচিন্তে বসিয়া।
শিব পাঠাইল সাজ আমি আইল মুনিরাজ
ভার চুমাই লেহত আসিয়া।।
মুনির বচন শুনি বাহির হৈল ঋষিয়ানী
ভার চুমাইতে রঙ্গে।
হেন কালে গিরিসুতা আচম্বিতে আইল তথা
খেলার বালক সব সঙ্গে।।
বোলে শিশুর সমাজ আইস গৌরী খাই সাজ
স্বামী তোর দিয়াছে পাঠায়া।
যত শিশুগণ বোলে চলে দেবী কুতূহলে

ভারের দ্রব্য আনে খসাইয়া।
হেমন্তনন্দিনী গৌরী মনে মনে যুক্তি করি
কলার খান্দি ধরিলেন হাতে।
খান্দিতে নাহিক কলা ভার সব অমঙ্গলা
১চচাএ ভরিয়া আছে তাতে।।
হেমন্তনন্দিনী গৌরী মনে মনে যুক্তি করি
পানের বাটা ধরিলেন হাতে।
সাপুড়াতে নাই পান মনে দুর্গা অভিমান
চিবাএ ভরিয়া আছে তাতে।।
দেবী বোলে দেবরাজ পাঠাইয়া দিলে সাজ
চুমাইয়া সকল সাজ আনি।
বিচার করিলে ভার লজ্জা পাবে শঙ্কর
বিবাদ করিলে শূলপাণি।
দূর্গা আকর্ষণ করে দধিয়ে কলসী ভরে
বাটায়ে ভরিল গুয়াপানে।
কলায়ে ভরিল খান্দি কলসী ভরিল দধি
ঋষিয়ানী নাহি জানে।।
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। আটচল্লিশ ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ ছোকাত্র

।। উনপঞ্চাশ ।।

ও বার্ত্তা বোল নারদ মুনিবর ।। ধু ।।

ঋষি বোলে বাপুহে নারদ মহামতি।
শিবের সম্বন্ধে বাপু তুমি মোর নাতি।।
মুনিকে বসিতে দিল দিব্য সিংহাসন।
পদ প্রক্ষালিয়া মুনি বসিল আসন।।
ঋষি বোলে কি বুলি পাঠালে মহেশ্বর।

বোল[১] বোল বিবরণ নারদ মুনিবর।।
মুনি বোলে কহিলা করিহ্ উপবাস।
গোধুলি লগনে গৌরীর কর অধিবাস।।
প্রভাতে আসিবে কাল দেব দিগম্বর।
বিভা করিয়া গৌরীকে লই যাবে ঘর।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। উনপঞ্চাশ ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ দেখ

।। পঞ্চাশ ।।

ত্রিপদী।।

ও জয় জয় গৌরীর আজি গন্ধ-অধিবাস ।। ধু।।

ঋষিরাজ মন্দিরে বাদ্য বাজে গম্ভীরে
শুনিতে অতি সুললিত।
পরম সে আনন্দে পহ্রে দ্রব্য নানা ছন্দে
গীত গায় অতি আনন্দিত।।
ব্রাহ্মণ আর সজ্জন যতেক মুনিগণ
ডাক দিয়া আনে গিরিবরে।
গোধুলি সময়কালে গৌরীর গন্ধমঙ্গলে
চলিল সবে হেমন্তের ঘরে।।
[১]যতেক নরনারী হইয়া সারিসারি
পহ্রিয়া নানা মত শাড়ি[১]।
নানা মত অভরণ করিয়া সে পরিধান
চলিলা হেমন্তের বাড়ি।।
বসিয়া সে প্রাঙ্গনে ঘটে কৈল স্থাপনে
গন্ধ পঢ়েন আদি যত দ্রব্য আনে।
পার্ব্বতীক লয়া কোলে গন্ধ দিল কপালে
মন্ত্র পঢ়েন ব্রাহ্মণে।
[২]মহী গন্ধ শিলা তৈল ধান্য দূর্ব্বা আর ফুল[২]
ফুল আর লয়া ঋষি হাতে।
দধি ঘৃত স্বস্তিক শঙ্খ সিন্দুরাদিক

পর্শ করায় দুর্গার মাথে।।

কজ্জল রোচনা সিন্ধার আর সোনা
রজত তাম্র নিয়া হাতে।
[৩]সরিষাত আরসি[৩] প্রদীপ লইয়া ঋষি
পরশ করায় গৌরীর মাথে।।
[৪]পর্শ করায় তিনবার প্রশস্ত পাত আর’
মঙ্গল জয় জয় করে।[৪]
[৫]ব্রাহ্মণ সভাসদ করয়ে আশীর্ব্বাদ[৫]
পার্ব্বতীক লয়া গেল ঘরে।
পার্ব্বতীর হইল গন্ধ নারদ হৈল আনন্দ
হেমন্তস্থানে হইল বিদায়।
পরম সুখ উল্লাসে চলিলাত কৈলাসে
[৬]জানায় যায়া শঙ্করের পায়।।[৬]
জগতজীবন কবি বন্দু মাতা পদ্মাবতী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঞ্চান্ন ।।

আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-

১ যতসব নরনারী- পহ্নি নানা মত শাড়ী হরষিত সকলে অন্তরে ২ গন্ধ আরমহী শিলা - ধান্য দুর্ব্বা ফল দিয়া ৩ সরিষা দর্পণ রাশি, এটিই সম্ভাব্য পাঠ, কারণ সরষায় দর্পণ দেওয়া অসম্ভব কল্পনা। ৪ প্রশস্ত পাত্র লইয়া করে - গৌরীর পরশ কবে মঙ্গল দিয়া জয়ধ্বনি করে ৫ ব্রাহ্মণ কুটুম্ব সভে করে গৌরীর আশীর্বাদে ৬ জানাইল শঙ্করের পায়

।। একান্ন ।।

ত্রিপদি।।

আনন্দে জয় জয় হইল সংসারময়
আজি শিবের গন্ধ-অধিবাস।
অধিবাস করায় মুনি প্রাঙ্গনে দিয় আলিপনি
নানা পুষ্প আনিল সুবাস।।
ঘট কৈল স্থাপনে মন্ত্র পড়ে মুনিগণে
[১]গন্ধ ছোয়ায় মন্ত্র করি ঘটা।[১]
ব্রহ্মাএত হস্তে ধরি বেদমন্ত্র যত পড়ি
পরশ করায় শিবজটা।।
ধরণী চন্দন শিল ধান্য দুর্ব্বা আর ফুল
শ্রীফল ধরে আর ঘৃতে।

পরশ করায় ক্ষীর শঙ্খ আর সিন্দুর
ইসব লইয়া ব্রহ্মা হাতে।।
[২]রাজসেই গোরোচনা সিদ্ধান্ন আর সোনা
রজত তাম্র লইয়া হাতে।
সরিষা ছোয়াইল প্রদীপ দর্পণ তৈল
ইসব ছোয়ায় শিবের মাথে।।
প্রশস্ত পত্র ধরি করে পর্শ করায় তিনবারে
আনন্দপুরী হইল কৈলাস।
অসুর অমর নর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর
শিবের হইল অধিবাস।।
জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
যাহাকে সেবিলে সিদ্ধি হয়।
অস্তিকের জননী নাগের ভগিনী
সেবকের হইবে সহায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একান্ন ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ অধিবাসে মন্ত্র করি ঘটা ২ রাজসই

।। বাহান্ন ।।

শঙ্কর বিবাহে সাজিল কুতুহলে।
মঙ্গল জয় জয় বলে ...।। ধু।।

বিবাহে চলিল হর হেমন্তঋষির ঘর
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে।
অসুব অমর নর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর
ঋষি তপসি মুনি সাজে।।
ইন্দ্র সুরপতি সাজে চড়ি মত্ত গজরাজে
গরুড় পৃষ্টেত নারায়ণ।
হংসবাহনরথে বেদ পুথি লঞা হাতে
সাজে ব্রহ্মা সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ।
ভূত পিচাস যক্ষ কত সাজে লক্ষ লক্ষ
আর [১]সাজে কত[১] প্রেতভূত।।
শিবের আমাত্যগণ সবে আনন্দিত মন
সাজিলেন অযুতে অযুত।।

অরুন বরুণ সাজে　　শুনিয়া[১] অনিল সাজে[২]
যমরাজা সাজে যমদূত।
লোহো দণ্ড চৰ্ম্ম দড়ি　　সাজে দূত তরাতরি
গিরিবর শরীর অদ্ভুত।
সাজে লক্ষ্মী সরস্বতী　　নারায়ণ যার পতি
শচী সাজে ইন্দ্রের ঘরণী।
আর সাজে অরুন্ধতী　　মাথাএ[৩] চামর অতি
বসাইল দুই বহিনি।।
বৃষের উপরে হর　　বিবাহে সাজিল বর
সাপের মটুক শিরে বান্ধে।
গলায় হাড়ের মালা　　হাতে শোভে তাড় বালা
শিঙ্গা ডমরু বাম কান্ধে।।
মাথাএ জটের ভার　　গঙ্গা উপরে তার
মাথে শোভে সাপের পাগুড়ি।
সাপ হার সাপ তাড়　　সাপের যে অলঙ্কার
সৰ্ব্ব অঙ্গে সাপের জড়াজড়ি।।
হাতেতে রুদ্রাক্ষমালা　　বিষ খায়া কণ্ঠ কালা
পরিধান করে ব্যাঘ্রছালে।
অঙ্গতে মাখয়ে ধুলি　　কান্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি
ত্রিলোচন চন্দ্র কপালে।।
যাত্রা করিয়া ঘর　　চলিল ঋষির ঘর
শুভক্ষণে করিলা গমনে।
জগতজীবনে গায়　　বন্দিয়া মনসার পায়
যাএগ্রা পাইল ঋষির ভুবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। বাহান্ন ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ সাজিল, (ক) পুথির পাঠ ২ আনন্দ বাজে, শুনিয়া অতিরিক্ত পদ যা উভয় পুথিতেই আছে, তাই পাঠান্তর হয়না। ৩ চিকুর

।। তিপ্পান্ন ।।

ও ডাক দিয়া নারদ বোলে বাণী।
দুয়ারে বর আইল চুমাহ ঋষিয়ানী ... ।। ধু।।

দুয়ারে বসিয়া নারদ বোলে বাণী।
কি কর ঘরত বসি ঋষিয়ানী।।

দ্বারতে শঙ্কর বর কার মুখ চাঅ।
শীঘ্রগতি আসিয়া বরিয়া লয়া যাঅ।।
নারদের বচনে হেমন্ত মুনিরাজ।
সজ্জ করিয়া নিল যত বরণের সাজ।।
ডাকিয়া আনেন ঋষি যত নরনারী।
মাথায়ে চালন বাতি হাতে জল ঝারি।।
জামাতা বরিতে মেনকা চলে[১] নানা রঙ্গে।
ঘতেক যুবতী নারী আসে লয়া সঙ্গে।।
বর চুমাইতে চলে মেনকা[২] রাইহোগণ সাথী।
হাতেত ভূদারের জল মাথায় চালন বাতি।।
ধান্য দুর্ব্বা দিতে যায় জামাতার মাথার উপরে।
ফফায়া উঠিল সর্প রাইহো পালায় ডরে।।
ঋষিয়ানী বোলে[৩] জামাতা নহে[৩] বাদিয়ার পো।
মাথায় আশীর্ব্বাদ দিতে সাপে মারে ছো।।
জামাতার যতেক[৪] রূপ দেখিতে বড় ধান্ধা।
পরিধান ব্যাঘ্র ছাল সেও সর্পে বান্ধা।।
ঋষির ঘরের [৫]রাইহো টোনা বড় জানে[৫]।
চন্দ্রভাদোই ঈশ্বরমূল আনে[৬] ততক্ষণে।।
ঈশ্বরমূলের গন্ধে সর্প হইল অন্তর।
খসিয়া পৈল ব্যাঘ্রছাল শিব হইল দিগম্বর।।
আছিল গোধুলিকাল হৈয়া গেল রাত্রি।
কপালে চন্দ্রমা উজ্জ্বল কৈল অতি।।
চন্দ্রের উজ্জ্বল শিবের দেখিল আকার।
পালায়া আইল সব হৈয়া চমৎকার।।
[৭]পালায়া পালায়া[৭] রাইহো সব গেল ঘরে।
হাসিয়া হাসিয়া রাইহো ঢুল্যা ঢুল্যা পড়ে।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। তিপ্পান্ন ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ (গ) পুথিতে নাই, ২ রাহিয়গণ, ৩ বর, ৪ গুণ, ৫ বড় জানে টোনা, ৬ ততক্ষণা ৭ পলায়ন করিয়া

।।চুয়ান্ন।।

[১]কান্দেন মেনকা দেবী মন্দিরে বসিয়া।[১]
মর মর মরিআ যাঅ হেমন্তঋষিয়া।।
কুন চক্ষে দেখিয়া আনিলু বুঢ়া বর।
পিঙ্গল জটার ভার মস্তক উপর।।
জটের উপরে বান্ধে সর্পের পাগ।
আশীর্ব্বাদ দিতে ফফায়া উঠে সাপ।।
গলায়ে হাড়ের মালা ভসম ভূষণ।
পরিধানে ব্যাঘ্র ছাল বৃষতে আসন।।
কি জানি ব্রত গৌরী করিল কুন কালে।
মিলিল এমত বর গৌরীর কপালে।।
মর মর ঋষি তোর চক্ষে পড়ুক [২]ফুল।
দেখিয়া আনিল বর উন্মত্ত[৩] বাউল।।
বোল গিয়া জামাই ফিরিয়া যাউক ঘরে।
সোনার পুতলী গৌরী না দিবো বুঢ়া বরে।।
তবে যদি ঋষি গৌরীক দিবে বলে।
হাতে পায়ে বান্ধিয়া ফেলিব গঙ্গাজলে।।
[৪]জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।[৪]

পাঠান্তর ঃ ।। চুয়ান্ন ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ আঝোর নয়ানে কান্দেন মেনকা মন্দিরে বসিয়া, ২ ফুলা, ৩ বাউলা, ৪ ভণিতা পঙক্তিদ্বয় 'ক' পুথিতে নাই।

।। পঞ্চান্ন।।

[১]সুবেশ ধর মামা ওহো দেব শূলপাণি[১] ....।। ধু।।

মুনি বোলে শুন মামা দেব শূলপাণি।
তুমার রূপ দেখিয়া ডরাইল ঋষিয়ানী।।
দেখিয়া তুমার রূপ রাইহো পালায় ডরে।
ঋষিয়ানী [২]করুণা করে ঘরের ভিতরে।।
দেখিতে আইল লোক কেমন গৌরীর বর।
পলাইয়া গেল সবে প্রাণে পায়া ডর।।
হেন রূপ ধর মামা কামিনীমোহন।

তুমার রূপ দেখি যেন ভুলে ত্রিভুবন।।
নারদের বচনে হর ধরেন সুবেশ।
মাথায়ে জটার ভার [৩]কুটিল করে বেশ[৩]।।
জটের উপরে বিবর্জ্জিত যত নাগ।
মাথাএ মটুক দিল মণিরাজ সাপ।।
কপালের উপরে চন্দ্রমা করে জ্যোতি।
গলায়ে হাড়ের মালা হৈল গজমোতি।।
অঙ্গের ভষ্ম হৈল কস্তুরি চন্দন।
ব্যাঘ্রছাল অম্বর করিল পরিধান।।
বিপরীত রূপে শিবের হইল অলঙ্কার।
দেখিয়া শিবের রূপ হেমন্ত চমৎকার।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর পঞ্চান্ন ঃ—
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ ধ্রুবপদটি (ক) পুথিতে নেই, ২ ক্রন্দন, ৩ কুন্তল হইল শেষ - অর্থাৎ কিনা টাক? অর্থ তাৎপর্যে কুটিল করে বেশ পাঠ সঠিক, (গ) পুথিতে এর পরবর্তী শিবের সুবেশ ধরনের লাইনগুলি খুব এলোমেলো। এরকম ২৪ পঙক্তি বর্ণনার এলোমেলো সজ্জাকে সম্পাদক লিপি করের অনাবধানতা বলতে চেয়েছেন।

।। ছাপ্পান্ন ।।

ও কেনে কান্দ ঋষিয়ানী মন্দিরে বসিয়া... ।। ধু।।

তুমার ঝিউর বর কাম জিনি কলেবর
বাহির হইয়া দেখ সখী।
পূর্ণিমার চন্দ্র মুখ দেখিতে পরম সুখ
নাটুয়া খঞ্জন দুই আখি।।
তিল[১] পুষ্পসম নাসা [২]কোকিল জিনিয়া ভাষা
ভুরু দুই ময়ুরের[৩] পাখি[৩]
জামাতার[৪] দন্তের জ্যোতি যেন জলে গজমোতি[৫]
অধর বিম্বফলে যেন দেখি ।।
জিনিয়া পঙ্কজফুল বাহুযুগ সমতুল
[৪]পদযুগ কোকনদ জিনি।[৪]
জামাতার মাথার কেশ অতি মনোহর বেশ
বাহিরায়া দেখ ঋষিয়ানী।।
জামাই নহে সুর নর গন্ধর্ব্ব সে বিদ্যাধর

দেবের ঈশ্বর শূলপাণি।
গৌরীর পুণ্যের ফলে মিলিল সে মহেশ্বরে
দেখ আসি গৌরীর জননী।।
শুনিয়া ঋষির বাণী বাহিরায় ঋষিয়ানী
দুয়ারে ⁵ভূলকি দিয়া চায়।
দেখিয়া শিবের রূপ ঋষিয়ানীর মনে সুখ
দেখি দুই নয়ান জুড়ায়।।
জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ-অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছাপ্পান্ন ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ-
১ জিনি, ২ অলি (ক) পুথির পাঠ ৩ আখি, ময়ূরের চোখের বিশেষ কোন ভাব ব্যঞ্জনা নেই। সুতরাং অর্থ তাৎপর্যে পাখি পাঠই সমুচিত। ৪ পদ দুই কমল জিনিয়া, এটি আসলে (ক) পুথির পাঠ ৫ সংখ্যার পাঠান্তর। ৪ এর চিহ্ন আছে জামাতার শব্দে কিন্তু কোন পাঠান্তর দেওয়া নেই। ৫ হুলকী, এর সংখ্যা আছে ৭,পাঠান্তর সংখ্যা ৫ এই সব ত্রুটি ১ বা ২ য় কোন সংস্কারনই শোধরানো হয়নি।

।। সাতান্ন ।।

ও রূপ লাগাছে মরমে।
দেখিয়া শিবের রূপ ভুলে কতজনে....।। ধু।।

ঋষিয়ানী বোলে মোর সাফল জীবন।
দেখিলাঙ জামাতার রূপ অতি বিচক্ষণ।।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন জামাতার বদন।
ধরি নানা মুর্ত্তি যেন আইল মদন।।
কি জানি কঠোর ব্রত করিলে পার্ব্বতী।
মিলিল আসিয়া স্বামী ত্রিজগতপতি।।
ফিরিয়া চলিল ঘরে হেমন্তযুবতী।
ডাকিয়া আনিল গিয়া যতেক রাইহাতি।।
ঋষিয়ানী বোলে মাগো শুনহ রাইহাতি।
আনি গিয়া বরিয়া গৌরীর নিজপতি।।
রাইহো সকল বোলে আমরা নাই যাই।
আপনে চুমায়া আন আপন জামাই।।
আমরা না যাবো মাগো চুমাবারে বর।

এক বারে পালাইল সভে প্রাণে পায়া ডর।।
তুমার জামাতার রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
পিঙ্গল জটার ভার মস্তক উপর।।
দেখিয়া শিবের রূপ প্রাণ উড়ে ডরে।
জটার উপরে সাপ ফোঁত ফোঁত করে।।
পরিধান ব্যাঘ্রছাল করে হড়মড়।
কেহো বোলে দেখি মোর গায়ে আইল জ্বর।।
আর যুবতী বোলে আমি ডরে পালাইনু।
তুমার দুয়ারে আগে আছাড় খায়া পৈনু।।
আর যুবতী বোলে আমি পলাইনু পাছে।
ভয়েত গায়ের কম্প এখন তখন আছে।।
আমরা না যাবো মাগো শুন ঋষিয়ানী।
আপন জামাতাকে গিয়া চুমাহ্ আপনি।।
[১]জগতজীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।[১]

পাঠান্তর ঃ ।। সাতান্ন ।।
আশু (ক) পুথির পাঠান্তর ঃ-
(ক) পুথিতে এই ভণিতা নাই।

।। আটান্ন ।।

চল দেখি সখী বর দেখিবার।
কেমন মনোহর রূপ ধরিয়াছে আর ....।। ধু।।

ঋষিয়ানী বোলে নর নহে সেইজন।।
আমার জামাতার রূপ মদনমোহন।।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উজ্জ্বল বদন।
কামদেব মূর্তি ধরি আইল মদন।।
দেখ চল রাহিহোগণ ঋষিয়ানী বোলে।
দেখিয়া বরের রূপ রাহিহো পড়ে ভোলে।।
রাহিহো সব বোলে গৌরীর সাফল জীবন।
মিলিল প্রাণের পতি কামিনীমোহন।।
নাকে হাত দিয়া সবে করে হায় হায়।
কেমনে সৃজিল রূপ কুন [১]বিধাতায়।।
ঋষি বোলে ঋষিয়ানী কি কর বসিয়া।

গোধূলি সময়ে বর চুমাহ আসিয়া।।
জামাতা চুমাইতে ঋষিয়ানী যায় রঙ্গে।
পহ্রি নানা আভরণ সখীগণ সঙ্গে।।
জামাতার মাথাতে দেয় দূর্ব্বা আর ধান।
[২]নিছিয়া ফেলায় কলা আর গুয়াপান।।
[৩]অলুলু মঙ্গল [৪]জয় ত্রিজগতে করে।[৪]
চুমায়া লইল ছায়ামণ্ডপের তলে।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। আটান্ন ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ
পাঠান্তরগুলি আশু, ৬৫ পৃঃ ভুলক্রমে ৬৪ পৃঃ পাঠান্তর হিসেবে ছাপা হয়েছে, আশু, ৬৪ পৃঃ কোন পাঠান্তর নাই। ১ দেবতায়, ২ নিছনিয়া, উলুউলু, ৪ স্ত্রী জতেক পড়ে।

।। উনষাট।।

ও ধরিল মোহিনাবেশ ত্রিজগতমাতা
সুবেশ ধরিল তবে হেমন্তের সুতা ....।। ধু।।

রূপে জলে দুর্গা মোহিনী ধরে বেশ।
[১]কাকোই আনিয়া[১] দুর্গার আচুড়িল কেশ।।
বান্ধিল মাথার কেশ দেবী নানা ছন্দে।
[২]অমূল্য সোনার ঝাপা পৃষ্ঠ-পরে বান্ধে।।[২]
কপালে সিন্দুর দিল চন্দনের বিন্দু।
অরুণ মকর বেঢ়ি যেন শরদ ইন্দু।।
চাকি কোঢ়ি মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
নাসিকাতে বেসর যেন মুক্তাফুল দুলে।।
হৃদয়ে কাচুলি পহ্রে [৩]দীপ্ত করে জ্যোতি।[৩]
[৪]মণি মুকুতা পহ্রে প্রবাল গজমোতি।।[৪]
চরণে নপুর পহ্রে করে ঝলমল।
দুই চক্ষ শোভা করে কমল উৎপল।।
দেবী হাতে নিল তবে কনক দর্পণি।
আপনার রূপে মূর্চ্ছা [৫]হয়ত আপনি।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। উনষাট ।।

আশু (ক) ও (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ

১ প্রসাধনী দিয়া (গ)পুথি, ২ কত মূল্য সোনার ঝাপা পৃষ্ঠের কাছে দোলে (ক পুথি) ৩ যেন গজমোতি (ক পুথি) ৪ মণিমুক্তা হার পন্থে দীপ্ত করে জ্যোতি (ক পুথি) ৫ হইল (গ পুথি)

।। ষাট ।।

ও বেদ মন্ত্র পঢ়ে ব্রহ্মা আর যত মুনি।
শঙ্কর গৌরীর বিভা জয় জয় ধ্বনি .... ।। ধু ।।

প্রথমে জামাতা ঋষি করিল বরণ।
সুবর্ণ অঙ্গুরি দিল বিচিত্র বসন।।
চৌদলে বাহিরায় দুর্গা মোহিনী-আকার।।
শঙ্কর প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।।
সুবর্ণ কলসে ভরি গঙ্গাসাগরের পানি।।
[১]আম্রপল্লব তাতে করিয়া ছায়নি।।[১]
পশ্চিমে বসিল শিব পূর্ব্বমুখ হয়া।
পুর্ব্বত বসিলা ঋষি কন্যা কোলে লয়া।।
ঘটের উপরে রাখে শঙ্করের হাত।
পার্ব্বতীর হাত দিয়া ফল দিল তাত।।
তিল কুশ জল ঋষি করিল এক স্থান।
পঞ্চ হর্ত্তকি দিয়া দিল কন্যা দান।।
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে করি পরিপাটি।
হরগৌরী দুই জনায় বান্ধে লগ্ন[২]গাটি।।
জামাইকে দান[৩] করে দেশের ব্যবহার।
ঝারি খরি ডাবর দিল সুবর্ণের অলঙ্কার।।
বেদমন্ত্র পঢ়ে ব্রহ্মা যজ্ঞ করে হর।
মন্ত্র পঢ়ি [৪]ঘৃত ঢালে অগ্নির উপর।।[৪]
[৫]ভূমিখান মাপে হর আপনার হাতে।
বালি দিয়া বেদীখান বান্ধিলেন তাতে।।
তাহার উপরে হর জ্বালিলেন অগ্নি।
মন্ত্র পঢ়ি ঘৃত ঢালে শূলপাণি।।[৫]
যতেক বেদের [৬]মন্ত্রে ঘৃত করে দান।
দেবতা ভক্ষণ করে হৈয়া বিদ্যমান।।
যত কিছু যজ্ঞ করিল পশুপতি।
সমাপ্ত[৬] করিয়া পাছে দেয় পূর্ণাহুতি।।

সাঙ্গ করে হোম শিব খই কলা দিয়া।
সুবর্ণ খুরির দধি দিলেন ঢালিয়া।।
উলুলু মঙ্গল ধ্বনি ত্রিজগতে করে।
হরগৌরী সামাইল বাসহর ঘরে।।
ঋষিয়ানী করে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন।
শঙ্কর পার্ব্বতী দুহে করিল ভোজন।।
হরগৌরী দুই জনে করিল শয়ন।
বাসহরে সুখে দুহে করিল বঞ্চন।।
প্রাতঃকালে উঠিয়া বসিল দিগবাস।
বিদায় দেহ ঋষি আমি যাবোত কৈলাস।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। ষাট ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ
১ আম্র পল্লবে তাহা করিল ছায়ানি, ২ জাটি, ৩ দিলো (দ্বিতীয় সংস্করণে ২ চিহ্নিত এই সংখ্যাটি বইতে ছাপা হয়নি,পাঠান্তরে আছে। ১ম সংস্করণ দেখে এটিকে "করে" র পাঠান্তর হিসাবে নির্দেশ করা হল), ৪ তাহে ধৃত ঢালিয়া দিলেন হর ৫ এই ৪ পঙক্তি (গ) পুথিতে নাই ৬ মন্ত্র হর (যতেক বেদের এবং ধৃত করে দান — অতিরিক্ত কারণ উভয় পুথিতেই পদগুলি আছে, তা এক পাঠান্তরে স্থান দেওয়া যায়না)

।। একষট্টি ।।

ও বিদায় আমি নাহি দিব শুন গঙ্গাধর।
আর কে বোলিবে মাতা দেহ খাইবার ...।। ধু।।

ঋষিয়ানী কান্দে তবে মুষ্টিকা হানি বুকে।
ঝি যাবে স্বামীর বাড়ি কান্দে মনদুঃখে।।
এগার বৎসর দুর্গা বার নাহি পুরে।
দুগ্ধের ছাওয়াল মোর যাবে কত দূরে।।
মনুষ্য করিলাঙ ঝিউ পালিয়া পুষিয়া।
আঁচলের মাণিক মোর কে নিল কাড়িয়া।।
খাইতে চাহিলে বাছা আনি দিবে কে।
কে মোকে বোলিবে মাগো খাইতে মোকে দে।
কেমতে বঞ্চিবে বাছা স্বামীর ঘরে।
না দেখিয়া পিতামাতা মর্‍্যা যাবে ডরে।।
বৃদ্ধ হৈল পিতা তুমার তার কিবা আশ।

ভাই নাই বন্ধু নাই কে নিবে তলাস।।
শিব বোলে অধিক ক্রন্দন নহে ভাল।
বিদাই করিয়া দেহ যাইব কৈলাস।।
পার্ব্বতীরে সঙ্গে লয়া ত্রিজগতপতি।
শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে করিল প্রণতি।।
শিব বোলেন সাজ নন্দী বৃষের আসন।
দেখিতে যাইব আমি পুষ্পের কানন।।
বৃষ সাজাইল নন্দী হরের আজ্ঞা ধরি।
পৃষ্ঠেত আসন দিল ঘুঙ্গুরু সারি সারি।।
গলে বীরঘন্টা দিল শ্বেত চামর।
মুখে মুখপাটা দিল অতি মনোহর।।
বৃষতে চড়িল গৌরী আর দিগবাস।
আনন্দে চলি দুহে গোলাত কৈলাস।।
[১]গিরিবাড়ি ছাড়ি হর গেল কত দূরে।[১]
ততক্ষণে যাএগ্রা হর পাইল কৈলাসপুরে।।
সুবর্ণের চালন বাতি মাথায় করিয়া।
পঞ্চ সখী লইয়া গঙ্গা লইল চুমাইয়া।।
অসুর অমর নর করিয়া বিদায়।
পার্ব্বতী সহিতে হর মন্দিরে সান্ধ্যায়।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একষট্টি ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ
১ কত দূর গিরির বাড়ি হর গেল কত দূরে।

।। বাষট্টি ।।

ও বাসর ঘরে যায় দেব শূলপাণি।
আনন্দে শয়ন করে লৈয়া তিনয়ানী ...।। ধু।।

[১]নাচে অপশ্বরা গন্ধর্ব্বে গীত গায়।
প্রথমে নাচেন শিঙ্গা ডমরু বাজায়।।
মালঞ্চের কথা হর দিলেন কহিয়া।
রহিলা জগতমাতা বিমুখ হইয়া।।

প্রথম প্রহর [২]গেল দুই প্রহর হৈল।[২]
পথের শ্রমে দেবী নিদ্রাতে পড়িল।।
অঙ্গুল দিয়া হর নাকের বুঝে স্বর।
ধীরে ধীরে বাঢ়ায় পাঅ প্রাণে পায়া ডর।।
গঙ্গার ঘরে গেল দেব রঙ্গ হৈয়া মনে।
গঙ্গা বোলে হর তুমি এথা আইলা কেনে।।
শিব বোলে গঙ্গা তুমি না বোলিও আর।
সর্ব্ব কালে আমি তুমার প্রাণেশ্বর।।
গঙ্গার [৩]সঙ্গে হর সুখে রজনী রহে।[৩]
[৪]দুঃখ সুখ যত কথা গঙ্গা দেবী কহে।।[৪]
হাস্য পরিহাস্য [৫]কত রজনী সে যায়।[৫]
হেমন্তনন্দিনী দুর্গা চৈতন্য সে পায়।।
[৬]করপুটে বন্দিয়া[৬] হরগৌরীর পায়।
জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। বাষট্টি ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ
১ নাচয়ে, ২ এর আগে 'রাত্রি' শব্দটি আছে। "প্রথম প্রহর" বা "দুই প্রহর হৈল" অতিরিক্ত পদ, যা উভয় পুথিতেই আছে সুতরাং পাঠান্তরে স্থান লাভের যোগ্য নয়। ২ সংখ্যাটিও দ্বিতীয় সংস্করণে ভুল জায়গায় ছাপা হয়েছে। পাঠ নির্দিষ্ট করা হল প্রথম সংস্করণ দেখে। ৩ সহিতে হর বঞ্চেন রজনী, ৪ সুখ দুঃখের কথা কহে গঙ্গা ঠাকুরাণী ৪ সংখ্যাটি ২ হিসাবে ভুল জায়গায় চিহ্নিত হয়েছে। পাঠ নির্দিষ্ট হল ১ম সংস্করণ দেখে, ৫ তার রজনী বঞ্চায়, ৬ করজোড় করি।

।। তেষট্টি ।।

ও দুর্গার প্রাণ আকুল করে।
না দেখিয়া মহেশ্বরে ... ।। ধু।।

গঙ্গায়ে মহেশে দুহে সুখে করে বাস।
চৈতন্য পাইয়া দুর্গা করেন তলাস।।
চৈতন্য পাইয়া দুর্গা [১]ঝুরে মনে ননে।
বিভা করি প্রাণনাথ ছাড়ি গেল কেনে।।
দেবী বোলে দুর্গা নাম তবে সে জানাব।
যেখানে শঙ্কর আছে সেইখানে যাব।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভূবন চাহে উকটিয়া।
কথাঙ শিবের লাগ না পায় চাহিয়া।।
এই মতে পার্ব্বতী গঙ্গার ঘরে যায়।
গঙ্গা সহিতে মহাদেবের লাগ পায়।।

দুর্গা বোলে শঙ্কর এমত [২]ছিল মনে।
হেমন্তনন্দিনী [৩]বিভা কৈলে [৪]কি কারণে।।[৪]
জানিলু শঙ্কর তুমার মুখে নাহি লাজ।
বিভা রাত্রিতে তুমি কর মন্দ কাজ।।
গঙ্গা বোলে দুর্গা তোর নিষ্ফল জীবন।
তুমার অসুর ছিল ভাতার কেমন।।
দুর্গা বোলে কার তুই উকটিস জার।
সতী কি অসতী তোর হইল খাঁখার।।
শিব বোলে দ্বন্দ্ব তোরা কর দুই জনে।
সাজ নন্দী বৃষ আমি যাবো পুষ্পবনে।।
বৃষতে চড়িয়া হর পুষ্পবনে যায়।
[৫]চরণ ধরিয়া দুর্গা দেবীয়ে রহায়।।[৫]
আমাকে বিভা কৈলে হর হাতে নিধি দিয়া।
বিভারাত্রিত প্রভু না যাহ ছাড়িয়া।।
আজিকার নিশি প্রভু বঞ্চি বাসহর।
প্রভাতে মালঞ্চে যাঅ শুন মহেশ্বর।।
জগতজীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। তেষট্টি ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ
১ বুঝে, 'ঝুরে'-র চাইতে বুঝে পাঠ অধিক অর্থবহ, ২ আছে (ক পুথির পাঠ), ৩ এর আগে একটি অতিরিক্ত শব্দ আছে 'দুর্গা', ৪ কেনে, ৫ পদযুগ ধরি দুর্গা শিবকে ফিরায় ।

।। চৌষট্টি ।।

ও গৌরীর সহিত পাশা খেলে পশুপতি...।। ধু।।

দুর্গার সহিত পাশা খেলে ত্রিলোচন।
হেন কালে দুয়ারি দুয়ারে দিল জান।।
দুয়ারি বোলেন প্রভু দেব ভগবান।
মুকুলিত মালঞ্চ বন অলি করে মধু পান।।
দুয়ারির মুখে শুনি দেব ত্রিলোচন।
উন্মত্ত হইল গোসাঞি যাইতে পুষ্পবন।।

শিব বোলে সাজ নন্দী বৃষহ বাহন।
দেখিতে যাইব বিকশিত পুষ্পবন।।
বৃষ সাজাইল নন্দী হরের দুয়ারি।
পৃষ্ঠেত পালান দিল ঘুঙ্গুরু সারি সারি।।
গলে বীরঘন্টা দিল শ্বেত চামর।
মুখে মুখপাটা দিল অতি মনোহর।।
শিব বোলে গঙ্গা দুর্গা থাক দুইজনে।
দেখিতে যাইব আমি [১]মালঞ্চ ভুবনে।।[১]
গঙ্গা দুর্গা বোলে প্রভু আমরা যাব সাথে।
তুমার পূজার কর্ম্ম করিব হাতে হাতে।।
শিব বোলে স্ত্রী লয়া যাইব কেমনে।
শুনিয়া ভর্চ্চিবে মোকে যত দেবগণে।।
মোর তরে গঙ্গা দুর্গা না করিহ ডর।
পুষ্প লয়া সকালে আসিব আমি ঘর।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। চৌষট্টি ।।
আশু (গ) পুথির পাঠান্তর ঃ
১ মালঞ্চের বনে।

।। পঁয়ষট্টি ।।

বাশি বায়

..... সঙ্গে সঙ্গে হর চলিলেন মহেশর
বলদ উপরে শিব জাএ।
ম.... পন্থো প... চাইএগা য়াছে শব্বজন
তাই ... সাজ এগা পায়ে।।
লইয়া পশুর সমাজ শিঙ্গু পশুর রাজ
.... মতেকরে দন্ত কত।
হস্তি গণ চলিয়া জাএ শিবের নিকট পাএ
যুড় দিয়া করে দন্তবত।।
বাগ ভালুক একে শঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
জোড় হস্তে করে প্রণাম।
হরিণ মহিশ শিবা শেশউদা গদা

বন বুড়ি করে প্রণাম ।।

বিজি খাটা দুই জনে চলিলেন একে সঙ্গে

চুহা ইন্দুর করে পরনাম।

ঘোড়া কুহক বিলাই কুকুর উঠ গাধা গাই

বান্দর জাইএগ্রা করিলে শালাম ।।

জতেক পশুর শেয় চলি চলে দেবের দেয়

জত পশুক করে আশিব্বাদ।

আশিব্বাদ দেয়া হরি ব্রেশের উপরে চড়ি

রঙ্গে চলে আনন্দিত মন।।

জগতজিবন কেবি মনশার দাশ

পদবন্ধে পএগ্রালি করিয়া প্রকাশ ।।

পাঠটীকা :-

আশু পুথির বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন সেখানে পাখিদের নিয়ে শিব পুষ্পবনে যাচ্ছেন পাই। পৃ: ৭১, ৭২, ৭৩ ১৯৮৪ সংস্করণ।

।।ছেষট্টি।।

লাচারী [১]

মহারঙ্গে [২]তিলক চন্দ চলিলে [২]মালঞ্চ বন

[৩]বলদ উপরে [৩]শিব [৪]জাএ ।

[৫]ভূত পিচাশ জইক্ষ[৫] [৬]চলিল জতেক লইক্ষ [৬]

[৭]গঙ্গা মহাকাল [৮]শঙ্গে ধায়ে [৮]।।

[৯]মইধ্য পন্থে মহেশর [৯] [১০]পাএ দিঘি শরবর

[১১]নানা গাছ আছে শরবরয়ে [১১]।

[১২]পইক্ষ করে কোহোরোল [১২] নানা পুষ্প [১৩]মনুহর

[১৪]মহেশরের শকি .... ডাএ [১৪]।।

[১৫]কিল্যা করে পইক্ষগণ [১৫] [১৬]তাহাতে কমলের বন

[১৭]চ্যারিঘাট শব্রলৈও নিখান [১৭]।

দেখিয়া [১৮]উতম থান [১৮] [১৯] শেহি ঘাটে ভগমান [১৯]

[২০]জলে নাভি করিলো শিনান [২০]।।

[২১] বেশ্য শুবেশ্য [২১] কোরি ইন্দ্রের বিদ্যাধরি

[২২]নিত্য করিতে [২৩]জায়ে রথে [২৩]।

জলে থাকি [২৪] তিলক চন্দ [২৫] দেক্ষে ব্রিদাধরি গন্য [২৫]

[২৬]অন্য ধিয়ান হৈল শগ্ন পথে [২৬]।

[২৭] দেখিয়া ব্রিদাধরি গন হরের আনন্দ .... মন

কামনিকলিল তলে [২৭]।।

[২৮] কামনিকলিলো   বাম হস্তে ধরিলো [২৮]
থুইলো [২৯] কমলের পত্র দলে [২৯]।
[৩০] শরবরে শিনান করি [৩০]   [৩১] উঠে দেব ত্রিপুরারি [৩১]
[৩২] শাজিয়া চলিলো ফুলবনে [৩২]।।
[৩৩] ব্রিশে চড়ি তিলক চন্দ   জাত্র শিব ফুলবন
জাত্র শিবো আনন্দ মহারঙ্গে [৩৩]।
[৩৪] জগতজিবন কবি   বন্দ নরতম দেবি
মহাদেব নারাইয় জার পতী [৩৪]।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছেষট্টি ।।

- ১ ত্রিপদী, ধু -সেবশম্ভু আর মহাদেব হে, ২ ত্রিলোচন, চলিলা, ৩ বৃষতে চড়িয়া, ৪ যায়, ৫ চলিল পিচাস যক্ষ, ৬ পারিষদ দশ লক্ষ, ৭ নন্দী, ৮ সঙ্গে যায়, ৯ মধ্যপথে মহেশ্বর, ১০ পাইল দিব্য সরাবর, ১১ নানা তরুবর চারি তীরে, (গ) পুথিতে পাশ, ১২ পক্ষ করে কোলাহল, ১৩ পরিমল, ১৪ বহে মন্দ মলয় সসীরে, (গ) পুথিতে বাতাস, ১৫ ডাকিয়ে কেলে পক্ষগন, ১৬ তাতে, ১৭ চারিঘাটে পাষাণ নির্ম্মান, ১৮ উত্তম স্থান, ১৯ সেইখানে ভগবান, ২০ জলত নামিয়া করে স্নান, ২১ বেশ সুবেশ, ২২ নৃত্য, ২৩ যায় রঙ্গে, ২৪ ত্রিলোচন, ২৫ দেখিল যপস্বরাগন, ২৬ স্বর্গে যায় মাতুলীর সঙ্গে, ২৭ কন্যা দেখি ত্রিলোচন মদনে বিকল মন / পার্ব্বতী পড়িল তবে মনে, ২৮ বীর্য্য স্খলন হৈল হস্তেতে করিয়া লৈল, ২৯ পদ্মপত্র স্থানে, ৩০ এ ৩১ এর অংশ আছে, ৩১ ভূতগন সঙ্গে করি, ৩২ বৃষপৃষ্ঠে করি আরোহন, ৩৩ প্রথম পিশাচ সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে যায় পাইল মলবর্ত ভূবন, ৩৪ প্রথম পিচাস সঙ্গে - চলিল পরম রঙ্গে / যায়া পাইল মালঞ্চভূবণ, এখানে ভণিতা দিয়ে পদ শেষ। কিন্তু আশু পুথিতে পরবর্তী প্রসঙ্গ একই গানের অন্তর্ভূক্তা।

।। সাতষট্টি ।।

লাচারী

[১] এ বাইদ বাজনে [১]   বাজে [২] ত্রিভূবনে [২]
নাচে [৩] আনন্দ [৩] কেরি।
শঙ্করের [৪] জলে   কমলের পত্র [৫] দলে
[৬] জন্ম হইলো [৬] বিশহরি।।
বিন্দু [৭] থুইলে হর   জলের [৮] উপর
শতদল [৯] কমলের দলে।
[১০] মলানের অন্ত [১০] দিয়া   শিবের [১১] চন্দ্র জাইঞা [১১]
[১২] রইলো জাইঞা পদ্দোর ফুলে [১২]।।
শঙ্করের [১৩] ব্রিজ জর   অক্ষয়ে যজয়ে অমর [১৩]
[১৪] এ তিন ভূবনের ইশরি ।
জতেক শিঙ্গ মনি   করে জয় জয় ধুনি [১৪]
[১৫] জন্ম হইল [১৫] বিশহরি ।।
[১৬] শপ্প অভরন   করিয়া [১৭] পরিধন
[১৮] বাপের মরাতি ধরি [১৮]।
[১৯] পাইঞা বাশুকি   [২০] হৈল মহাশুকি [২০]
[২১] পুশিলো ডাগিনি [২১] করি ।।

[২২] করিলো নাড়িছেদ [২৩] কর্ণ করিলো বেদ [২৩]
নাম থুইলো [২৪] বিশহরি
জগত [২৫] জিবন গাএ বন্ধিয়া পোদ্দার পায়ে
শোব্ব লোকে বোলো হরি হরি [২৫]।

পাঠান্তর ঃ ।। সাতষট্টি ।।

ছেষট্টি – ১ নলা বাদ্য বাজন, ২ ভাই ত্রিভূবন, (গ) পুটিতে আছে কর্ণে এলি ত্রিভূবন, ৩ সভে মহারঙ্গ, ৪ বীস্য জ্বলে, ৫ (গ) পুথিতে পাঠ দোলে, ৬ জন্মিলেন দেবী, ৭ থুইলৈ, ৮ এখানে সে আছে, ৯ কমল উপরি, ১০ মৃরলের বিন্দু, ১১ বীর্য্য যায় ধনয়া, ১২ যায়া পাইলো রসাতল পুরী, ১৩ বীর্য্য জয় -অক্ষর, ১৪ অংশ নাই, ১৫ জন্মিল দেবী, ১৬ সর্ব্ব গায়ে, ১৭ সে ভূষণ, ১৮ অপরূপ অতি সে সুন্দরী, ১৯ পাইয়া সে, ২০ হইলেন মহাসুখী, ২১ পুষিলেন নিজ ভগ্নী, ২২ করিলেন, ২৩ করিল সে কর্ণবেধ (গ) পুথিতে আর করি, ২৪ জয় বিষহরি, ২৫ সে জীবন – রচিল পদ বিচক্ষণ / মনসার পদে নতি করি (গ) পুথিতে আছে কবিতা বিচক্ষণ।

।। আটষট্টি ।।

* ভাল ভলানাত মঞ্জিয়া ফুলবনে রইলো ধুএগ

বাড়ে দেবি বিশহরি বাশুকি নেতার ঘরে ।
আনন্দে রহিল হর মালঞ্চ ভিতরে ।।
দেখিয়া মালঞ্চ বন আনন্দিত মন ।
দিনে চারিবার হর ফিরে ফুলবন।।
শব্ব অঙ্গে পৈরে ফুল অভরণ কোরি ।
ফুলের বিছিনা করে ফুলের মশুরি ।।
ফুলবনে মঞ্জিয়া রহিলো মহেশর।
গঙ্গা দুর্গা পাশরির / পাশরিল ঘর।।
এক দুই করিয়া হৈল বার মাশ ।
না করিল গঙ্গা দুর্গার ভলানাত তলাশ।।
আনন্দে মঞ্জিয়া হর রহিল ফুলবনে ।
পড়িল ভলানাত পাব্বতীর মনে ।।
জগতজিবন কোবি মনশার দাস।
পদপদ্যে পঞ্চালি করিয়া প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। আটষট্টি ।।

* এই গানটি আশু পুথিতে নেই।

।। উর্নসত্তর।।

ভাল ভলানাত শরি হে :: ধুয়া [১]

দুর্গা বোলে[২] শুন দিদি গঙ্গা ঠাকরানি[২]।
[৩]মালঞ্চে মঞ্জিয়া[৩] রহিল শুলপানি।।
[৪]ফুলবনে মঞ্জিয়া রহিলো অবিনাশ[৪]।
[৫]পুনুচ তোমার আমার না লইলে তলাশ[৫]।।
জদি [৬]মঞি গোঙ্গা দিদি[৭] তোমার আজ্ঞা[৮] পাই।
গোয়ালনি [৯]মরূতি ধরি গোশাঞি কে ভুলাই[৯]।।
[১০]গঙ্গা বোলে দুর্গা তুমি জায় ফুল বনে।
দেখ হর মালঞ্চে মঞ্জিল কার শনে[১০]।।
দধির পসার [১১]ধরি মস্তকের উপর[১১]।
[১২]গোশাঞিক ছলিতে[১৩] দেবি চলিল শওর[১৩]।।
মালঞ্চে বশিয়া আছে দেব শুলপানি।
[১৪]গোশাঞির আগদিয়া চলে[১৪] গোয়ালনি।।
[১৫]গোশাঞি বোলে গোয়ালনি [১৬]রইয়া রইয়া জায়[১৬]।
[১৭]দুই চাইর কথা কহ[১৭] উতর দিয়া জায়।।
তোমার রূপ দেখি [১৮]স্থির নহে মন[১৮]।
[১৯]হাতে ধরি[১৯] গোয়ালনি [২০]রাক্ষহ জিবন[২০]।।
গোয়ালনি বোলে আমরা [২১]নিছ জন।
[২২]ত্রিদেশের ইশরের বাইক ফেলাইবো[২২] কেমন।।
আনন্দীত [২৩]হৈল হর[২৩] গোয়ালিনির বোলে।
[২৪]হস্ত ধরি গোয়ালনিক বশাইল[২৪] কোলে।।
হাইশ্য: পরিহাশ্য [২৫]কোরি পহাইলো রঞ্জনি[২৫]।
প্রভাতে [২৬]উঠিয়া বিদাই মাঙ্গে[২৬] গোয়ালনি।।
[২৭]গোয়ালনি বোলে গোসাঞি শুন ত্রিপুরারি।
নিরশান লইবো তোমার হস্তের অঙ্গরি[২৭]।।
[২৮]শিবো বোলে অঙ্গরি লেয় গোয়ালনি।
আর য়ার বার আশিয় তুমি শুন আমার বানি।।
অঙ্গুরি তুলিয়া দিল গোয়ালনির হাতে।
প্রনাম করি গোয়ালনি তুলিয়া লইলো মাথে[২৮]।।
[২৯]অঙ্গুরি লইএঞা দেবি যেইলেন[২৯] ঘরে।
[৩০]গনেশের জন্ম হৈল[৩০] গর্ভের ভিতরে।।
[৩১]দশমাশে দশ দিনে গভ্ভ[৩১] নড়িল।
[৩২]গনাই পন্ডিত হৈএঞা[৩২] ভূমিত পড়িল।।

৩৩ক.ন্ব দিয়া শুনহে মাড়েয়ার ঘর।
গনেশের জন্ম হৈল্যে পাটত দেয় জল।।
৩৩জগতজিবন কোবি পৈদ্য দিবে বর ।
আশা পুরিয়া দিবে বর ভলা মহেশর৩৩।।

পাঠান্তর ঃ ।। উর্নসত্তর ।।
আশু ১ ও চলিল জগতমাতা গোয়ালিনী রূপ ধরি, ২ গঙ্গা দেবী শুন ঠাকুরানী, ৩ মালঞ্চতে মজিয়া, ৪ পুষ্প বনে বৎসরেক রহিল ব্যামকেশ, ৫ পুনরনি জমা সভার না কৈশ উদ্দেশ, ৬ আমি, ৭ তুমার, ৮ পাগু, ৯ রূপে শিবকে দেখিবারে যাগু, ১০ আশু তে নেই, ১১ দুর্গা মস্তকে করিয়া, ১২ শিবকে, ১৩ দেবি চলিল শুর, ১৪ দধির পসার লয়া যায়, ১৫ শিব, ১৬ রহিয়া খানেক যাঅ, ১৭ কথা দুই কহি আমি, ১৮ মোর চত্তল নয়ান, ১৯ হাত ধর, ২০ দেহ মধুপান, ২১ নীচ, ২২ ত্রিদশ ঈশ্বর বাক্য লঙ্খির, ২৩ মহাদেব, ২৪ হাত ধরিয়া গোয়ালিনীক লৈল, ২৫ শিব পুহাল্য রজনী, ২৬ বিদায় দেহ বোলে, ২৭ বিদায় না দেব লইব নিশান/ ফলায়া দিলেন হর কাতি নিরসান, (গ) পুথিতে কাতিত নিমান, ২৮ আশু তে নাই, ২৯ ফিরিয়া চলিলা দেবী আপনার গণেশ জন্মিলা দেবীর, ৩১ কতদিনে দুর্গা দেবীর গর্ভ, ৩২ দশমাসে গণপতি, ৩৩ পার্বতীর কোলে দেব বাড়ে গজানন/বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন।

।। সত্তর ।।

হাসিয়া হাসিয়ারে ডুলিয়ারে পড়ে শিবোত কুচুনির
গাত্র শিব হে ..... ধুয়া১

২ পাব্বতির কোলে গনেশ বাড়ে দিনে দিনে।
পড়িগেল ভলানাত পার্ব্বতীর মনে ।।
দুর্গা বোলে গঙ্গা দিদি শুন আমার বানি ২।
মালঞ্চে মঞ্জিয়া রহিলো শুলপানি ৩।।
৪ বছরেক হৈল মোর কলার ৪ গনেশ।
তথাপি শঙ্কর দেব না করে উদেশ ।।
৬জদি মঞি ৬ গঙ্গা দিদি তোমার আঙ্গা পাই ।
কচুনি ৭ মরূতি ধরি গোশাঞি ভুলাই ৭।।
গঙ্গা বোলে ৮দুর্গা তুমি না কর বিলম ৮।
৯ দেখ হর মালঞ্চে মঞ্জিল কার শন ৯।।
গঙ্গার বচন যনি ১০ষতী মঙ্গল চন্ডি ১০।
১১ শাক্ষাতে হইলো ১১ দেবি কুচুনি মরুতি।।
নাক ১২করে চেপেটা দেবি কাঙ্কালি করে ১২মটা ।
কপালে তুলিয়া দিল শেন্দুর রের ফটা ১৩।।
বুক ১৪ বাকা পরিধন পাটার পাটানি ১৪ নি।
১৫ গোশাঞির আগদিয়া চলিলো কুচুনি ১৫।।
১৬ কুচুনিক দেক্ষিয়া বাইক বোলে শুনপানি ।
জোর হস্তে প্রনাম করিলে কুচুনি ১৬।।

গোশাঞি বোলে কুচুনি [১৭] রইয়া রইয়া জায় [১৭]।
[১৮] দুই চারি কথা কই উত্তর দিয়া জায় ১৮।।
[১৯] কুচুনিয়ে বোলে [১৯] প্রভু [২০] আমার নিছ [২০] জন।
[২১] ত্রিদেশের ইশরের বাইক ফেলাবো [২১] কেমন।।
[২২] আনন্দিত হৈল হর কুচুনির বোলে।
হস্ত ধরি কুচুনিক বশাইলো কোলে ।।
হাস্য কউতকে হৈএ্যা গেল রাতী।
শিব শঙ্গে কিল্ল্যাকরে কুচুনি মরুতি ।।
হাশ্য পরিহাশ্য করি পহায়ে রঞ্জনি [২২]।
[২৩] প্রভাতে উঠিয়া বিদাই মাঙ্গীল [২৩] কুচুনি ।।
[২৪] কুচুনিয়ে বোলে প্রভু রক্ষিলো বাশি রাতী [২৪]।
[২৫] নিরশান লইবো তোমার হস্তের কাতী [২৫]।।
[২৬] ফেলিয়া দিলেন হর শুর্ব্বনের কাতী।
প্রনাম করিয়া লইলে পাব্বতী।।
গোশাঞি বোলে কুচুনি জায় নিজ ঘরে।
পুনুচ আশিয় তুমি মালঞ্চের ভিতরে [২৬]।।
[২৭] কাতী লইএ্যা কুচুনি চলিলেন ঘরে [২৭]।
কার্ত্তীকের জন্ম হৈলো [২৮] গব্ভের ভিতরে [২৮]।।
[২৯] আপনার বাশরে চলিলো মহেশ্বরি।
জোউবন হৈলো হুহুশ গব্ব হৈল ভারি ।।
আপনার মন্দিরে গেইলো পাব্বতী।
চলিতে না পারে দেবি হৈল আশকতি [২৯]।।
দশ [৩০] মাশ দশ দিনে [৩০] গম্ভ নড়িল।
[৩১] উতম পবিশক্র কার্তিক ভূমিস্ত [৩১] পড়িল ।।
[৩২] যদ হৈএ্যা কার্তিক বাড়ে দেবির কোলে ।
ফুলবনে মহেশর রহিলো ভালে ভালে।।
কর্ন্ন দিয়া খুনহে মাড়েয়ার ঘর।
কাতীকের জন্ম হৈল ঘটত দেয় জল ।।
[৩৩] জগত জীবন কবি মনসার দাশ।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।। [৩৩]

পাঠান্তর ঃ ।। সত্তর ।।
১ ধু :ও চলিলেন দুর্গাদেবী কুচুনীর মূর্ত্তি ধরি, ২ দুর্গা বোলে গঙ্গা দিদি কর অব্বান, (গ) পুথিতে আছে, দেবী তব আজ্ঞা পাই, ৩ ভুলিয়া রহিলা ত্রিনয়ান, দ্বাদশ বৎসর হৈল আমার, ৫ কৈল, ৬ যদি, মঞি নাই, ৭ রূপে আমি শিবস্থানে যাই, ৮ যাও তুমি হেমন্ত ঝিয়ারি, ৯ নিশান আনিহ তুমি হরের অঙ্গুরি, দেবী পাব্বতী, ১১ সেইক্ষনে ধরিল, ১২ চেষ্টা করে কমর হইল, ১৩ পাঠ ফটা ছিল কিছু ফোঁটা করেছেন, এরগত অতিরিক্ত একটি লাইন বান্ধিলেন খোপা কার্লের কাছে ধানি বান্ধা করি পহ্রে পাঠের পাটনি, ১৫ নাই, ১৬ পিতলার

খাড়ু করিল পরিধান / খাইয়া পাইল দেবী মালঞ্চ ভুবন, / শঙ্করের আগে দিয়া চলিল কুচুনী / কুচুনী রূপে প্রিত শূলপানি, ১৭ বচন মোর ধর, ১৮ আলিঙ্গন দশ দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, ১৯ কুচুনী বোলেন, ২০ মুঞি নীচ, ২১ দেবের দেবতার বাক্য লঙ্ঘিব, ২২ নাই কুচুনীর সঙ্গে বঞ্চিল রজনী, ২৩ শিবের স্থানে বিদায় চাহেন, ২৪ কুচুনী বোলে প্রভু শুন ভগবান, ২৫ মোকে দেহ হস্তের প্রভু অঙ্গুরী নিশান, ২৬ কুচুনীর বচনে হাসিলা ত্রিপুরারি/নয়া দিলেন হর হস্তের অঙ্গুরি, ২৭ বিদায় হইয়া দেবী পাইল বাসর, ২৮ পর্ভের ভিতর, ২৯ নাই, ৩০ শুভক্ষনে শুভদিনে ভূমিতে পার্বতী মন্দিরে রহে ভলে ভালে জানি / মালাত্তে সপন দেখে দেব শূলপানি / ৩৩ জগতজীবন কবি .... করিল পরকান, ভণিতাটি আশুপুথি থেকে সংকলিত।

।। একাত্তর ।।

[১]ভাল ভলানাত রশিক নাগর কলুহে ..... ধুএগ

আনন্দে রহিলো শিব মালঞ্চ ভিতর ।
শপন দেক্ষিয়া উঠেলো মহেশর ।।
শপনে পাব্বতীর শঙ্গে ভূঞ্জিলে ছিঙ্গার।
বেয়াকুল হইলো হর মন ছতকার।।
চঞ্চল হইলো দেব মালঞ্চের বনে ।
পড়িগেল গৌরি মক্ষি মহাদেবের মনে ।।
ব্রিশ শাজাইতে শিবা বোলে নন্দীর তরে।
অবইশে জাইবো আমি গৌরি মক্ষির ঘরে।।
বেয়াকুল হইলো প্রাণ ধরিবোকে মন ।
শিগ্রে শাজায় ব্রেশ কোরিবো গমন ।।
ব্রিশ শাজাএ নন্দী অতি মনুহর ।
শব্রনের পালকু দিলে পিস্টের উপর।।
গলায়ে তুলিয়া বাকে জয় ঘন্টা জোড়।
চরনে বান্দীয়া দিলে শব্রনের ঘাগর ।।
ব্রিশের উপরে চড়িলো মহেশর।
নন্দী মহাকাল শঙ্গে চলে মনিবর ।।
ফুলের করন্ডিলইলো বগলে দাবিয়া ।
আপন মন্দিরক লাগি চলিলো হাটীয়া[১]।।
জগত জিবন কবি মনসার দাশ।
পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।।একাত্তর ।।

১ধুয়া সহ গোটা গানটি আশু পুথিতে নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গ না হলে বিষয়টি অপূর্ণ থেকে যায়। বোধ করি আশু পুথির এই অংশ খণ্ডিত। ২ভণিতা নেওয়া হয়েছে আশু পুথি থেকে। দে১ নম্বর ৭০-৭১ নম্বর মিলে একটি গান। কিন্তু আশুর সাথে তুলনা করতে গিয়ে এদের পৃথক করা হয়েছে।

।। বাহাত্তর ।।

[১]ও কেমতে তরিবো নাম ই ভব সাগর
সঙ্কটে পরিয়া প্রভু প্রাণ কাঁপে মোর ... ধুয়া[১]

আনন্দে আনন্দে চলিলো মহেশর [২]।
[৩]জাইঞা পাইলো হর [৪] দিঘি শরবর [৪]।।
[৫]পাতাল মনে জানি জয়ে ব্রহ্মানি ।
পিতা দরশনে উঠিল পদ্দমনি ।।
বশিয়া আছেন শিব শরবরের তির [৫]।
রূপ ধরি ব্রহ্মানি [৬] শোমক্ষে হৈল থির [৬]।।
[৭]শিবের চরনে [৮]জাইঞা করে নমস্কার।
[৯]ব্রহ্মানির রূপ দেখি [৯]শিব [১০]চমত কার।।
[১১]পৈদ্দা বোলে বাপুর কেমন মতী হয়ে।
শঙ্কটে পরিলে পাছে দিম পরিছত্র [১১]।।
[১২]শিববোলে পরম সুন্দরি তুমি কে ।
নিকটে আশিয়া আমাক পরিছত্র দে [১২] ।।
[১৩]শিবের বচনে [১৪] পৌদ্দা কিছু [১৫]না বুলিলো ।
[১৬]চাপিয়া [১৭] ধরিলে হর পৈদ্দার আঞ্চলে ।।
আঞ্চল ধরিয়া শিব বশাইলো [১৭] কোলে।
[১৮]শঙ্কটে পরীঞা [১৮]পৈদ্দাবোতী বাইক [১৯] বোলে।।
[২০] পৈদ্দা বোলে [২১] বাপু তুমি জন্মদাতা বাপ [২১]।
[২২]ঝিয়কে হরিলে তোমার হৈবে মহা পাপ [২২]।।
[২৩]ঝিয়কে হরিলে তোমার না হইবে সুক [২৩]।
[২৪] কেমতে দেবের আগে দেক্ষাইবা মক [২৪]।।
[২৫]কুমতি করিয়া জদি কর অনাচার ।
ঝিয়কে হরিলে তোমার রহিবে খঙ্কার।।
ছারীয়া পৈদ্দাকে শিব বুলিল বচন [২৫]।
[২৬]কাহারে নন্দনি কৈন্যা [২৭]জানিবো কেমন [২৭]।।
[২৮]পৈদ্দা বলে জক্ষন মালঞ্চে গেইছ ত্রিনঞান [২৮]।
[২৯]এহি [৩০] শরবরের জলে করিয়াছে শিনান ।।
[৩১]পৌদ্দোর পত্রে রাক্ষিয়া গেইছ [৩১]কাম।
তাহাতে জন্মিল আমি [৩২] পৈদ্দাবতী নাম ।।
শিব বোলে [৩২]হয় জদি আমার ঝিআরি [৩৩]।
[৩৪]ফিরা ধর দেক্ষি আমার মরুতি [৩৪]।।
[৩৫]জগত জিবন [৩৬] কোবি [৩৭] মনশার দাশ [৩৭]।

পদবন্দে পঞ্চালি করিয়া প্রকাশ [৩৮] ।।

পাঠান্তর ঃ ।। বাহাত্তর ।।

১ আশুপুথি থেকে গৃহিত (গ) পুথিতে সাগরে এবং মোর বদলে ডর আছে, ২ আশু, নাই, ৩ যাইয়া, ৪ সরোবর তীর, ৫ নাই, ৬ সমুখে হৈলা স্থির, ৭ বাপের, ৮ দেবী, ৯ দেখিয়া পদ্মার রূপ, ১০ চমৎকার, ১১ আশু পুথিতে দুই লাইন পরে আছে, পাঠ - পদ্মা ... বাপের কেমন ... হয়ে/সঙ্কট হইলে দিব পরিচয়, ১২ আশু পুথিতে এটি দুই লাইন আগে আছে, পাঠ - গোসাঞি ... / কাহার নন্দিনী তুমি পরিচয় দে, ১৩ শঙ্করের, ১৪ পদ্মা, ১৫ নাহি বোলে, ১৬ পদ্মার রূপ দেখিয়া শঙ্কর পৈল ভোলে/সদনে পীড়িত শিব হইল বিকল, ১৭ ধরিল ... পদ্মার আঁচল/ আঁচল ... হর পদ্মাক করে, ১৮ পড়িয়া সঙ্কটে, ১৯ বিষহরি বাক্যে, ২০ পদ্মা, ২১ তুমি বাপ জগত পূজিত, ২২ ঝিউকে হরিতে বাপ না হয় উচিত, ২৩ দেবের দেবতা তুমি করিবে মন্দকাজ, ২৪ ঝিউকে হরিলে হর পাইলে মহালাজ (গ) পুথিতে 'হর' স্থানে 'বাপ' আছে, ২৫ শুনিয়া বন্যার কথা শিব পাইল ভয়, ২৬ আমার, ২৭ দেহ পরিচয়, ২৮ মালঞ্চে যখন গেলা দেব ত্রিনয়ান, ২৯ এই, ৩০ সরোবরে তুমি করিলেন স্নান (গ) পুথিতে কৈলে স্নানদান, ৩১ কমল পত্রেতে তুমি রাখিয়া গেলে, ৩২ পদ্মকী, ৩৩ মোর কন্যা হইল পদ্মাবতী, ৩৪ ফিরিয়া ধরহ তুমি আপনার মূর্ত্তি, ৩৫ 'গ' বাদ পড়েছে পাঠ আছে জত জিবন, ৩৬ কবি, ৩৭ মনসার দাস, ৩৮ পদছন্দে পাগলি করিল পরকাশ।

।। তেয়াত্তর ।।

[১] লাচারী

পৈদ্দার রূপ দেক্ষি নয়ান জড়াত্র হে...............ধুঞা

দেবি শঙ্কর নন্দনি জগত বন্দনি
শুহরন করে ফনিগণ।
চলিল জতলাগ করিয়া অনুরাগ
পৈদ্দার পদ দরশন।।
ধরনি ধরে ভার মনুসের কার
চলিলো বাসুয়ারাজ।
পৈদ্দার পদবন্দে পরম আনন্দে
করিয়া শপ্পের সমাজ।।
পুবের মহাভাগ উদগ্রিলাগ
কুলিশ কটক লাগ চলে।
জাহার বিশের তাপে দেবতা জন কাপ্পে
সুমেরু মান্দার লাগ চলে।।
উতরে জার ঘর বিশম বিশধর
তইক্ষক চলে মহারঙ্গে।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা পইক্ষ কমলা
কোলিঙ্গ চলে একে শঙ্গে।।
শপ্পের ইশর কালি বিশধর
পৈদ্দা দর-শনে চলে।
মরহত ফনি শঙ্গে চলে পরমরঙ্গে

শারতি কালিন্দির জলে।
দক্ষিণ দেশে ঘর শপ্প [২] আজাঙ্গর
শঙ্ক মহাশঙ্ক নড়ে।
জাহার বিশের তাল ধরনি-ধরন কাখে
আকাশের তারা খশিঞা পড়ে।।
হেঙ্গুঁল হরিতাল চলে কাল মহাকাল
পোস্তার চলে শিগ্রগতি।
উঙ্গল সুঙ্গল আইলো দুইজন
দেখিয়া আনন্দ পৈদ্দাবোতী।।
ধক্ষ ধক্ষাবর পছিমে জার ঘর
অরুন অরুন চলে ফনি।।
চলে নিশাচর পৈদ্দার বরাবর
আনন্দ শঙ্কর নন্দনি।।
আর জাত ফনি মস্তকে ধরে মনি
দন্তে বিশম কুতুল।
চলে শপ্পমালি নিঞা বিশজালি
মস্তকে ধরিয়া ফুল।।
ভিমরাজ শপ্প চলে মেঘ ডমরু কতুহলে
কাজলিয়া চলে শিগ্রগতী।।
বেতছাড় পক্ষি শাড় নটুয়া প্রমাড়
জাঞা বন্দে পৈদ্দাবোতী।।
পৈদ্দা শ্বহরনে চলিলো বড়াগনে
প্রথমে চকরিয়া শম্ফ।
এলুয়া তেলুয়া চলিলো বিক্ষতিয়া
জাহার ঘন ঘন নাফ।
চলিলো শেন্দুরিয়া চলিলো মাঙ্গলিয়া
শাকুয়া জল বড়া জায়ে।
জাহাক করে রোশ পিটিয়া চাইর কোশ
অবইশে কামড় খায়ে।
চলিলো চেকুঠিয়া চলিলো বিজলিয়া
খেড়ুয়া ঢেকিয়া বড়া জাএ।
জাহাক করে ঘাত চলিতে চাইর হাত
অবইশে জম ঘরে জাত্র।।
অতীদ তিনজাতি চলিলো শিগ্রগতী

মণ্ডিয়া কঙ্কড়িয়া কাল।।
জাহাক করে যায় চলিতে চাইর পায়
ঢুলিয়া মক্ষে বহে লাল।।
গহ্মা তিন জাতী চলিলো শিগ্রগতী
শেতা দুধিয়া কাল।
জাহাক করে যায় মক্ষে নাঞি রায়
অবশে মিলে জঞ্জাল।
ডাণ্ডহিশ শপ্প চলে ধামনা কতুহলে
আর চলিল মেকরাজ।।
কচুয়া ভেমটি টীয়া চলিলো খনতিয়া
বিশের নাহি প্রকাশ।।
বাড় বিশধর জেমন গ্রিবর
আপনা ধিরে মনে হাটে।
অঙ্গের ভার জার অল্লান চুরমাচার
ধরনি খানে খানে ফাটে।।
শপ্প হল দিয়া চলে গয়ালিয়া
শরিল শেন্দুর অঙ্গ।।
দোমহাচলে জার শরিল তললি হাড়
কে বোল কামে মাশে অঙ্গ।।
গুহিঢ়া জাতী চলিলো শাকাতী
গোয়ালনি চলে অবশেশে
গোখুর চলিয়া জাত্র পৈদ্দার নিকট পায়ে
প্রনাম করিলো শবার পাছে।।
জগত জিবন কোবি বন্দ মনশা দেবি
মহামনি অস্তীকের মাতা।[৩]

পাঠান্তর ঃ ।। তেয়াত্তর ।।
১ পাঠ আছে নতুবা লাচারী, গানটি আশুতে নেই। এই সর্প বিবরণী উত্তর বাংলার সর্প সংস্কৃতির এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, ২ পাঠ আছে আজাঙ্গর, ৩ ভণিতা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে

।।চুয়াত্তর।।

এ তিন ভূবন মাঝে কেবা জানেরে
সিতার পতী রাম...ধুঞা।

পৈদ্দাবোলে অস্টনাগ শাজ জনে জন।

জইএগ্রা কোরিবো আমি পিতা দরশন।।
পৈদ্দার আজ্ঞাত্র লাগ চলে স্থানে স্থান।
চলিলো তইক্ষক শাপ শবারে প্রধান।।
তিন কৌটী লাগ শঙ্গে চলিলো গম্ভির।
প্রব্বত জিনিয়া জার প্রকান্ড শরিল।।
তইকের নিশাশে প্রব্বত হয়ে ছাই।
শাজিল উদয়েগ্রি তইক্ষকের ভাই।।
অরুণ অরুণ তনু প্রব্বত আকার।
আশিগাট হস্তিজার দিবশে আহার।।
কুলিশ কটক শাজে দুই শোহোদর।
দশ কোটী লোগ শৃঙ্গে শাজিল শওর।।
পৈদ্য মহাপৈদ্য শাজে দুইজন।
পঞ্চকোটী লোগ শঙ্গে করিলেন শাজন।।
শাজীল কমলা পৈদ্য দুই পগ্ন পতী।
পঞ্চ কোটি লাগ শৃঙ্গে শাজে শিগ্রগতী।।
তিন কোটী লাগ কালি শাজিল শওর।
শ্রীহরির পদ ছিল মস্তকের উপর।।
তিমি নামে আছে এক শতেক জজন।
তাহাকে গিলিতে পারে আছে হেনজন।।
তাহাকে গিলিতে পারে সাগরের বয়ালি।।
রাখোক খাইতে পারে অই শপ্প কালি।
অরুন তনু প্রব্বত আকার।।
শেই রাখো গটা দশ দিবসে আহার।
শঙ্ক মহাশঙ্ক জাত্র অরুন প্রকার।
শপ্ত কোটি লাগ শঙ্গে করে নমস্কার।
নয কোটি লাগ শঙ্গে চলে বাওয়া রাজ
ধরিয়া আশিল জত শপ্পের শমাজ।
বেয়াশি কোটী লাগ প্রতী অহিল জনে জন।
শোকলি আশিয়া বন্দে পৈদ্দার চরন।।
শপ্প দেখি ব্রহ্মানি আনন্দীত হৈল।
আপনারা বেশ রূপ করিবার লাগিল।।
জগতজীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। চুয়াত্তর ।।
*এই গানটিও আশু পুথিতে নাই। এইসব তথ্য একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ সর্প বিবৃতি তৈরী করা যায় যা জগতজীবনের প্রতিভার এক অনালোকিত দিককে উন্মোচিত করবে। ১ এর আগে সংখ্যা সূচক ৯ লেখা আছে। গানটির ভনিতা সংকলিত।

।। পঁচাত্তর ।।

ও বেশ করে পদ্মাবতী ওহো ও দর্পনি হাতে ধরি......ধুয়া

[১]বাপের বচনে দেবি বদলাত্র[১] বেশ।
কেউটিয়া[২] শপ্পে বান্দিলো মাথার[২] কেশ।।
[৩]মকর কুন্ডল লাগ পৈরে.....চে মলে।
নাশিকাত্র বেশরি লাগ মুকতা ফুল দোলে[৩]।।
[৪]শেন্দুরিয়া বড়া পৈরে শিশের শেন্দুর[৪]।
[৫]ঝনকিয়া বড়া করে পায়ের নেফুর[৫]।
[৬]অঞ্জনিয়া শপ্প করে নঞানের কাজল[৬]।
[৭]চকরিয়া বড়া করে হিদ্রের কাচুল।।
গহমা ফনি শপ্প গলত্র পৈরে তার[৭]।
[৮]খরিশ গোক্ষুর শপ্প বহাত্র পৈরে তাড়।।
শভ্র নত কঙ্কন শপ্প গলায়ে পৈরে হার।
শব্ব অঙ্গে চন্দনের বিন্দু শোবে ধাব।।
পশ্বপোদ্দো শপ্প পৈরে কমবে মাগরি।
এঙ্গেঠা বেঙ্গেঠা শপ্প হস্তের অঙ্গরি।।
দোমহা উঝাটি করে বাশুয়া বাহুটী।
ধামনা জলের ঝারি ডাভাইশ হস্তের লাঠি[৮]।।
[৯] মেঘ ডুমর শপ্প করে পরিধনের শাড়ি [৯]।
কন্ডলিয়া করে দেবি কর্ণেওর ফুল কড়ি।।
কুসুমিশী শপ্প করে মস্তকের উড়ানি।
নানা শপ্পে অলঙ্কার পৈরিলো ব্রহ্মানি।।
[১১] ধামনা শপ্প ধরে জলের ভিঙ্গার[১১]।
নাল শপ্পে পৈদাবতী করিলে শিঙ্গার।।
শপ্পের এ সাজ ধরি বশিল ব্রহ্মনি।।
দেখিয়া আনন্দ হৈল দেব সুল পানি[১২]।
বাপের চবনে[১৩] পৈদ্দা করে নমস্কার[১৩]।।
জিওজিও[১৪] আশির্ব্বাদ বোলোত্র লইক্ষ বার [১৪]।।
[১৫] শিবো বোলে [১৬] পদ্দবনে জনম তোমার।

পদম [১৭] কুম্ভারি নাম[১৮] হইউক প্রচার।।
[১৯]শিবো বোলে থাক বাছা আমি জাইঘর।
পুন্নচ তোমার আমি লইবো খবর[১৯]।।
[২০]পৈদ্দা বোলে বাপু আমি জাবো তোমার শাতে[২০]।
শিব বোলে তোমাক লিজা কেমতে।।
[২১]শিবো বোলে সুন বাছা জাবো কি বুলিয়া।
গঙ্গা দুর্গা মারিবে তোমাক শতনি বুলিয়া[২১]।।
[২২]পৈদ্দা বোলে বাপু য়ামি জাইবো কল্যাশ[২২]।
[২৩]গঙ্গা দুর্গা শতাহক দেখিতে হাবিলাশ।।
ডাকুর মহানন্দ দেক্ষ ভাই দুইজন।
অবশ্যে জাইবো আমি কল্যাশ ভুবন[২৩]।।
জগত জিবন কোবি মনশার দাশ।
পদবন্দে পঞ্চালি করিয়া প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচাত্তর ।।

* আশু ভিন্ন গান, ধুয়া - যাকে অবলম্বন করে গানটি পৃথক করা হল। গ) পুথিতে ধুঁয়া ভোলানাথ বিনে দুঃখ কোন জন হরে/যাহারে তরাল্য ভোলা সেইজন তার, ১ শিবের বচনে পদ্মা করে নানা, ২ সর্পে দেবী মাথার বান্ধে, ৩ ছিন্ন ৪ কপালে সিন্দুর পরে সিন্দুরিয়া ফনি, ৬ আঞ্জনিয়া সর্পে পহ্রে নয়ানের কজ্জল, ৭ চকরিয়া চাকি করে ভেমটিয়া বলি/গহমা গোখুরা সর্পে হৃদয়ে কাচুলি, ৮ আশু, অন্য পাঠ - সাখিন সর্পতে করে দুই মুঠি শঙ্ক/বঙ্করাজ সর্পে দেবী পহ্রে পায়ে বঙ্ক/গোয়ালিয়া সর্পে গলাত পদ্রে মালা/খরিস সর্পের তার খেড়ুয়ার মালা/ভেমটিয়া,কঙ্কন পহ্রে দোমুখা অঙ্গুরি/বাঙ্কিনীর কঙ্কন পহ্রে বাসুয়া বাউরি, ক পুঁথি, বাহুটি ৯ পত্রিলো শাতি দেবী মেঘ ডুমুর সাপে ১০ নাই ই তিন ভুবন কাঁপে যাহার প্রতাপে/অহিরাজ সর্প ধরে মাথার উপরে/চলিল তক্ষক নাগ সঙ্গের দোসরে/ভাভাগি সর্পে দেবী হাতে ধরে লাঠি/ধামনা সর্পে করে বসিবার পাটি/ভৃঙ্গরাজ সর্পে ধরে জলের ভৃঙ্গার ১১ নানা সর্পে দেবী করিল শৃঙ্গার ১৩ পড়ে জয় ব্রহ্মানী, ১৪ বলিয়া শঙ্কর বোলে বানী, ১৫ গোমাতি, ১৬ পদ্মনালে, ১৭ কুমারী, ১৮ হইবে ১৯ ভণিতা দিয়ে এখানে (আশু তে নাই - ৩, ৫, ৮, ১২)পদশেষ এবং ছাড়িয়া না যাও মোরে ওহোও/পিতা নির্দয় না হইয় - ধুয়া দিয়ে নূতন পদ শুরু,১৯ নাই - নম বোলে শিবের চরন ধরিয়া, ২০ আমি তোমার সঙ্গে বাপু যাইব চলিয়া, ২১ নাই, শঙ্কর সম্বাদে যদি আমি আজ্ঞা পাই, ২২ তুমার সঙ্গে কৈলাশ দেখিবারে যাই, ২৩ নাই, মোকে আজ্ঞা কর তুমি দেব শূল পানি/কার্তিক গণপতি দেখিব ভাই দুইখানি/আর যায়া দেখিব গঙ্গা হেমন্তসতী/তুমার চরনে আমি করেছি। প্রনতি। আশুতে পদ শেষ হয়নি এবং প্রসঙ্গ চলছে

।। ছিয়াত্তর ।।

ছারাএগ্রা না জাইশ শঙ্কর চরন ধর মঞিও..........ধুএগ্রা

[১]পৈদ্দা বোলে বাপু মঞিও জাইম তোমার সঙ্গে।
শতাই শহিতে মঞিও রহিম পরম রঙ্গে[১]।।
[২]শিবো বোলে সুন বাছারু পোদু মাই।
না জহিয় আমার সঙ্গে না হবে ভালাই।।[২]
[৩]পৈদ্দা বোলে বাপু মোক, না জাইয় ছারাএগ্রা।
তোমার শঙ্গে পরম রঙ্গে জহিবো হাটীয়া।।
পৈদ্দাক তুলিয়া শিব কোলে বশাইলো।

চুমন করিয়া মক্ষে কহিতে লাগিলো।।
প্রবোদ করিয়া বাইক বোলে মহেশর।
শিবো বোলে কিরূপে নিজাইবো ঘর।।[৩]
[৪]পেদ্দা বোলে বাপু জদি তোমার আজ্ঞা পায়।
পান হেন পাতল হৈঞা করন্ডিতে জায়।।[৪]
[৫]শাক্ষাতে পান হেন হৈল ব্রহ্মানি।
ফুলের করন্ডির মাঝে রাক্ষে সুল পানি।।[৫]
[৬]কোরান্ডিব মাঝে রহিলো পদুমাই।
ব্রেশে চড়িলো জাইঞা ত্রিদেশের গোশাই।।[৬]
করন্ডির করিয়া শিবা পদ্মা লৈয়া যায়।
জগত জীবন কবি বিরচিয়া গায়।।[৭]

পাঠান্তর ঃ ।। ছিয়াত্তর ।।

২ গোমাঞিঃ বোলেন শুন বাছা পদ্মাবতী/তোমা যাইতে না লয় আমরা যুকতি, ৪ তোমার আজ্ঞা পিতা যদি আমি পাই / পানের অধিক পাতলা হয়া যাই, ৫ আজ্ঞা করিল পদ্মা হৈয়া গেল পাতল, গ পুথি শিবের বচনে পদ্মা পাতাল হইয়া গেল/করন্ডিত করিয়া ভোলা মহেশ্বর নিল, ৬ করন্ডিত করিয়া শিব পদ্মা লৈয়া যায়/জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় - আশুতে পদ শেষ। ৭ ভণিতাটি আশু পুঁথির, পুষ্প তুলিয়া হর ও হোও করিল গমন, ধুয়াটি আশুর ২ নাই, বদলে পুষ্প তুলিয়া অহিলা ত্রিজগতপতি/শুনিয়া বাহিব ছিল ত্রিজগতসতী - বসিতে আমন দল বিত্রি সিংহাসন /পাও পাথালিয়া হর করিল আসন, গ) পুথিতে করলি'র জায়গায় বসিল আছে। প্রণমিল হবের, ৫ মাতে আদিশা, আশু নাই, ১, ৩-অন্য বৃহত্তর পাঠ। ১আশু পাঠ - পদ্মা বোলে শিবের চরণ ধরিয়া/আমি তোমার সঙ্গে বাপু যাইব চলিয়া শঙ্কর মম্বন্ধে যদি আমি আজ্ঞা পাই/তুমার সঙ্গে কৈলাশ দেখিবারে যাই/মোকে আজ্ঞা কর তুমি দেব শূলপানি/কার্ত্তিক গণপতি দেখিব ভাই দুইখানি/আর যায়া দেখিব হেমন্ত সতী/তুমার চরণে আমি করিছি প্রণতি ৩ আশু পাঠ - গঙ্গা দুর্গার সঙ্গে নাহি তোমার পরিচয়/তোমা সঙ্গে গেলে হয় বড়ই সংশয়। গঙ্গা দুর্গা মরিবেক সতীন কহিয়া/তা সভাকে পড়িয়াবে কি বোল বলিয়া। গ) পুথির পাঠ বুঝাইয়া।

।। সাতাত্তর।।

[১]পুষ্প তুলিয়া হর ও হো ও করিল গমন..... ধুঞা[১]

[২]ফুলের করন্ডি লইলো বগলে কবিয়া।
আপন মন্দিরক লাগি চলিলো হাটীয়া।।
জিশগিশ্টে ভ্লানাত উমরুত দিলে শান।
শোনার মন্দিরে গঙ্গা দুর্গা পাইল জান।।
শব্বনের শিঙ্গাসুন শব্বনের ঝারি।
দুয়ারে রাক্ষিয়া ঘরে লইঞা গেল[২]।।
[৩] ওভ্র নেউর পাটে বশিল মহেশরু।
হাত পাও ধুইয়া বশিল দিগামবব[৩]

গোঙ্গা দুর্গা[৪] প্রণাম করে শিবের[৪] চরণ।
এতদিন বিলম্ব হইল[৫] কারণ।
গোশাঞি বোলে[৬]প্রাণ বড় হৈছে কলবল।
ফুলছারা গ্রহে [৬]আশিতে নাহএ মন।।
গোশাঞি বোলে[৬] প্রাণ বড় হৈছে কলবল।
ফুলছারা গ্রিহে[৬] আশিতে[৭] নাহএ মন।।
[৮]প্রণামিল গোঙ্গার পুত্র ডাকুর মহানন্দ।
[৯]দেখিয়া শঙ্করদেব পরম আনন্দ।।
কার্ত্তিক-গনেশ প্রণামিল গৌরির নন্দন।
আশিয়া বন্দিল [১০]শৌবে শিবের চরন।।
গৌশাঞি বোলে গোঙ্গা ই[১১] দুইজনকে।
[১২]নিচয়ে করিয়া মোরে পরিচয় দে [১২]।।
বোলে গোশাঞি কহিতে লাগে লাজ।
জেখানে শেখানে [১৪]তুমি কর মন্দ কাজ।।
গোয়ালনির পুত্র [১৫] এহি গনেশ [১৬]গজানন।
কুচুনীর গর্ব্ভে কার্ত্তিক ষড়ানন।।
[১৭].....গৌরিয়ে ছলিল তোমাক সুন ভগবান[১৭]।
হেনকালে মহামএগ্রা জগাইলে নিরশান[১৮]।।
শিবের [১৯] নিরশান দুই আনিলেন[২০] গৌরী।
সুবর্ণের কাতি আর সুবর্ণ অঙ্গুরি [২০]।।
আনন্দিত [২১]হৈল হর[২২] ভাইগ্য বতির বোলে।
[২৩]হস্ত ধরি চারি পুত্রক বশাইল [২৩] কোলে।
আনন্দে পুত্রের মুখে[২৪] লক্ষ চুম্বন খায়।
জগত জীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। সাতান্তর ।।

১,২ নাই, ৩ বসিতে আসন দিল ইত্যাদি ৪ প্রনমিল হরের ৫ মালঞ্চে আছিলা ৬ বিকশিত পুজ্জবন/বৃন্দাবন দেখিয়া, ৭ নাই, ৮ প্রথমে, ৯পুথি ছিন্ন, পুনর্নির্মিত/১০ দুহে, ১১ দুইটি ১২ পুথি ছিন্ন আশুসহযোগে পুনর্নির্মিত পাঠ, ১৩বাসি, ১৪ প্রভু, ১৫নাই, ১৬ ছিন্ন পুনর্নির্মিত গজানন, ১৭ নাই, বদলে গৌরীয়ে শুনিল পাছে শুন ত্রিলোচন, ১৮ আনিল নিশান ১৯ নিশান, ২০ পুনর্নির্মিত-আনিলেন গৌরী/সুবর্নের কাতি আর সুবর্ন অঙ্গুরি, ২১ হইলা, ২২ গৌরীর, ২৩ হস্ততে ধরিয়া দুই পুত্র নিল, ২৪ পুনর্নির্মিত- লক্ষ চুম্বন খায়, আশু- জগতজীবন কবি বিরচিয়া গায় ভণিতা সহ পদ শেষ

।আটাত্তর।।

[1]শিবের বামে দুর্গা অনঙ্গ মঞ্জুরি......ধুয়া[1]

[2]অগ্রতে বশিল গঙ্গা দক্ষিণ দিগে [2]চন্ডি।
[3]ফুল দিতে [4]খশাইল ফুলের [5]করন্ডি।।
হেনকালে আইল [6]নারদ মুনিবর।
নারদ দেখিয়া [6]বাইক শুদাত্র মহেশর[6]।।
[7]এক নিবেদন কর দেব পশুপতী।
জোড় হস্ত করিয়া শঙ্করক করে তুতি।।
নারদ বোলেন মামা সুন সুলপানি।
তোমাক দেখিতে আইল জত দেবমনি।।[7]
[8]জেদিন হৈতে তুমি গেইছ ফুলবন।
দরবারে নাঞি বৈশে ত্রিশালি দেবাগণ[8]।
[9]তোমার গ্রিহকে[9] আশিবার[10] নাম সুনি।
[11]দরবারে আশিয়াছে জত দেব মনি[11]।।
বার চাইঞা আছে[12] দেব নাকর বিলম্ভ[12]।
তুরিতে চলহ তুমি করিতে[13] দরশন।।
নারদের বচনে[13] হর না থাকিল বহিঞা [13]।
[14]করন্ডি চালের উপর রাখিলে তুলিঞা[14]।
দেবতার [15] দরবারে চলিল সুলপানি।
করন্ডির মাঝে [16] রহিল জয় [16] ব্রহ্মানি।।
শাজিয়া চলিল হর শঙ্গে[17] মনিরাজ।
জহিঞা পাইল[18] শিব মুনির সমাজ[18]।।
[19]শমাজে শঙ্কর রবে ভালে[20] ভালে জানি।
ঘর [21] মাঝে জঞ্জাল লাগাএ ত্রিনয়ানি।।
[22]পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।
রচিল পাঁচালি কবি জগত জীবনে[22]।।

পাঠান্তর আটাত্তর ঃ

১ ধুয়া-শিবের বামে দুর্গা অনঙ্গমঞ্জুরি, নাই (গ) পুথিতে আনন্দে বসিলা শিব পুত্র নিয়া কোলে। এরপর আশু তে অতিরিক্ত ২ টি লাইন পাই - আনন্দে বসিলা হর রঙ্গ হৈয়া মনে/অগ্রেতে বসায় হর পুত্র চারিজনে, ২ দক্ষিণে বসিল গঙ্গা বাম দিগে, ৩ পুষ্প, ৪ খসায় পুষ্পের, ৫ পুননির্মিত, ৬ কথা শুধায় শঙ্কর, ৭নারদ বোনেন বার্তা শুন ভগবান / এক নিবেদন করি কর অবধান ৮ যেদিন হইতে গেলা মালঞ্চ ভুবন/ধ্যানে না বসেন যত সিদ্ধা মুনিগন, ৯গৃহেতে তুমার, ১০ কথা, ১১ ধ্যানে আইলা তবে ধত সিদ্ধা মুনি, ১২তন দেব ত্রিলোচন, ১৩ দেওয়ান, এরপর আশুতে আছে বোল নহে দেবতা আসিব এহি স্থলে, গ) পুথিতে বোন বোলেন।১৩তবে শূলপানি চলে ১৪ নাই, ১৫ দেওয়ানে ১৬ থুইয়া যায় ১৬মুনিরাজ ১৮ পুননির্মিত-শিব মুনির ১৯ সভাকে, ২০ ভাল ২১ মধ্যে ২২ পদ্মার আদেনে গীত পাইল সপনে/রচিল পাচালি কবি জগত জীবনে।

।। উনআশি ।।

।। লাচারী ।।

[১]গতি নম নারাইয়ন আতী সুললিত
দুর্গার মরন করি সুন আচম্বিত[১]
[২]দুর্গা বোলে গঙ্গাদিদি তোমার চরন বন্ধি[২]
সুন [৩] তুমি আমারে বচন।
মালঞ্চ হৈতে ফুল[৪] তুলি [৫] আনে দেব ত্রিপুরারি৫
[৬] আনিয়াছে তাতে কিবা [৬] ধন।।
[৭]করন্ডিতে কিবা ধন আনিয়াছে তিলকচন্দ
না দিল তোমার আমার হাতে [৭]।
[৮]আরবার জত[৮] ধন আনে দেব [৯] তিলক চন্দ
আনিয়া জোগাত্র[১০] আমার আগে
[১১]কুল করে পরিপাটী [১২]করন্ডিতে মারে[১২] গাঠি
ভাবিয়া মরমে[১৩] বেথা লাগে।।
চালের উপরে [১৪] রাক্ষি গেলদেব [১৫] ত্রিজ মক্ষি
[১৬]তোমার আমার ইস্তত[১৬] না দিয়া।।
[১৭] নিচয়ে জুবতি চোর [১৮]শতনি আনিছে [১৮] মোর
[১৯] তুমি গঙ্গা চাহ উকুটায়া[১৯]।।
গঙ্গা বোলে [২০] গৌরি মক্ষি করন্ডি [২১] পাড়ায় দেক্ষি[২১]
বিচার [২২] করিয়া চাই [২২] ফুল।।
না জানি মালঞ্চ বনে [২৩] মাঞ্চিলেন কার [২৩] শনে
[২৪] আনিয়াছে ভাঙ্গাড়া বাউল[২৫]।।
গঙ্গার [২৬] বচন ষনি [২৬] [২৭] চলে দেবি ত্রিনয়ন[২৭]
[২৮]করান্ডি পারীতে দেবি জায়ে [২৮]।।
[২৯] গৌরব কপালে দোশ মনে তার অশন্তোশ
জগত জীবন কোবি গাত্র[২৯]।।

পাঠান্তর ঃ ।। উনআশি ।।

১ আশু ত্রিপদী, ধু-ভাল গঙ্গা শুন দিদি আমার বচন, ২ বোলে দেবী পার্ব্বতী শুন গঙ্গা ভাগিরথী ৩ দিদি আমার, ৪ নাই, ৫ আনিলেন বাউল, ৬ তাতে বা আনিলে কত, ৭ নাই পদটি একক সুতরাং বিচ্ছিন্ন ৮ অন্য দিনে কত, ৯ ত্রিলোচন, ১০ মোর, ১১ পুষ্পে, ১২ করন্ডির মাঝে, ১৩ দুঃখ, ১৪ বাখি, ১৫ তিন আখি, ১৬ আমা সবার হাতে, ১৭ নিশ্চয়, ১৮ সতীন আনিল, ১৯ আজ্ঞা কর দেখি উকটিয়া, ২০ গৌরমুখী, ২১পাড়হ দেখি, ২২ করি দেখি, ২৩ মজিল কাহার, ২৪ আনিলেন, ২৫ আশু, অতিরিক্ত পদ - গৌরী হৈবে বিসম্বাদ - না ভাবিহ পরমাদ/বিধাতা বিড়ম্বিল মোরে, ২৬ শুনিয়া কথা, ২৭ দেবী মঙ্গল চন্ডিকা, ২৮ পাড়িতে দুর্গা চলিল করন্ডি, ২৯

।। আশি।।

[১]আজি বিধি বিড়মিল তোরে গো
শঙ্করিয়া প্রমাদে ঠেকীল।।১ ... ধুঞা

[২]গঙ্গার বচন সুনি ষভা মঙ্গলচন্ডি।
পারীতে চলিল দেবি ফুলের করন্ডি[২]।।
*[৩] পিরার উপর পিড়াত চড়ি হাত বাড়াত্র[৩] চন্ডী।
[৪]তথাছ না পাত্র লাগ লাগে ফুলের[৪] করন্তি।।
[৫]কাস্টের জতেক শাজ[৬] পাইলেন ঘরে।
জরাইঞা[৭] চড়ীল দেবি তাহার উপরে।।
তাহাতে [৮] চড়িয়া হস্ত [৯]বাড়াইল চন্ডি।
উপরে উঠিয়া জাত্র ফুলের করন্ডি[১১]।।
তথাপি[১০] না পাইল লাগ ফুলের [১০] করন্ডি।
[১১]নেছানি বিছানা পাটা জত ছীল ঘরে।।
চরাইঞা চরাল দেবি তাহার উপরে।
তাহাতে চড়িয়া জাত্র ফুলের করন্তি[১১]।।
উপরে উঠিয়া হস্ত বাড়াইল চন্ডি [১১]।
শিবের বালিশ দেবি[১২] আনিলেন পারী[১২]।।
পারীব করন্ডি[১৩] ইহার উপর চড়ি[১৩]।
হেনকালে[১৪] পৈদ্দাবতী করে অভিমান।।
[১৫]কাঙ্গালের ছাইলা বেটী ঋঙ্গালের গিয়ান।[১৫]
[১৬]বান্দির শমান নহে হেমন্তের ছায়।।
[১৭]বাপ্পর বালিশে [১৮] তুলিয়া দিবে[১৮] পায়।
বালিশ উপরে [১৯] পায় বাড়াইল চন্ডি।।
আপনে খশিয়া [২০] পৈলো ফুলের [২০] করন্ডি।
[২১]চাল হৈতে করন্ডি ভূমিস্ত পড়িল।।
অরনের বাঘিনি জেন শিকার ধরিল[২১]।
করন্ডি [২২] ধরিয়া দেবি খশাইঞা চাত্র।।
[২৪]পাতে পাতে পুষ্প জত বিচারিয়া জাত্র।
বিচার করিয়া কুল চাপিয়া ধরে পাত্রে[২৪]।।
পান হেন পাতল[২৫] পৈদ্দার লহিগ্য পাত্র[২৫]।
[২৬]পৈদ্দাক দেখিয়া কাম্পিত[২৬] ত্রিনএগানি।।
[২৭]হাত ধরিয়া বাহির কেলে জত্র ব্রহ্মানি।

[28]দেখিয়া পৈদ্দার রূপ কম্পিত ত্রিনঞানি।।
ক্রোদ্ধ হৈঞা গঙ্গাকে ডাকিয়া বোলে বানি[28]।
দুর্গা বোলে সুন[29] কথা গঙ্গা ঠাকুরানি[29]।।
[30]হের দেখ ভাঙ্গারা[31] বুড়া আনিছে[31] শতনি।।
*জগত জীবন কবি মনসার দাশ।
পদছন্দে পাচালী করিল প্রকাশ।।

।। পাঠান্তর আশি।।

১ আশু ও করন্ডি পাড়িতে দুর্গা করিল গমন, ক) পুথিতে ধুয়া নম চন্ডি দুর্গা মা বুঝিমু ভাঙ্গাড়ার চরিত্র নারে ২ করন্ডি পাড়িতে দেবী বাঢ়াইল কর/করন্ডি সহিত পদ্মা উঠিল উপর * আশু অতিরিক্ত - শিবের বসিবার পিঢ়ি ফেলিলেক আনি/তাহার উপরে চড়ে দেবী ত্রিনয়ানী ও পিঢ়ির উপরে চড়ে দেবী মঙ্গল, ৪ উপরে উঠিল পদ্মার পুষ্পের, ৫ কাঠের, ৬ পায় নিজ, ৭ চঢ়িল, ৯ বাঢ়াইল, ১০ নাগাল না পায় পুষ্পের ১১ নাই, ১২ আনিলে পাড়িয়া, গ) পুথিতে পাড়িল আনিয়া, ১৩ তবে ইহাতে চঢ়িয়া, ১৪ পদ্মাবতী, ১৫ ঋষির কন্যা বটেন বিষম অজ্ঞান গ) পুথি বটে দেবী, ১৬ দাসীর, ১৭ শিবের, ১৮ তুলে দুর্গা দুই, ১৯ পাঅ, ২০ পড়ে পুষ্পের, ২১ নাই, ২২ পাইল, ২৩ উকটিয়া, ২৪ নাই, ২৫ পদ্মার লাগ, ২৬ পুষ্প সব উকটিয়া চাহে, ২৭ পুষ্পের মাঝে পায় দেবী, ২৮ পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে জ্বলে গাঅ/হনুমান বাড়ে যেন জ্বলে হাত পাঅ, ২৯ গঙ্গা আমার বহিনি ৩০ নিশ্চয়ে, ৩১ শিব আনিলে, * আশু অজ্ঞাত ভণিতা সহ পদ শেষ। এই ভণিতা এবং ধুঞা গ) পুথি থেকে নেওয়া, অর্থাৎ আশু বাবুর মা পুথিতেও ভণিতা ছিল না।

।। একাশি।।

[1]বিষাদিত হইয়া কান্দে গঙ্গা সুর ধনী।
মারিয়া খেদাও দুর্গা বিষম সতিনী।।[1]...ধুঞা

[1]মার মার করি ডাকে গঙ্গা[2] সুরে ধনি।
মারিয়া[3] খেদায়া দুর্গা আমার শতনি।।
গঙ্গার [4] বচন সুনি দুর্গার গায় জলে[4]।
পছিয়া বাতাশে জেন[5] আগ্বনি উতলে।।[5]
[6]নাফ দিয়া [7] দুর্গা পৈদ্দার[8] চুল ধরে।
[9]নঞানের জল পড়ে মইহ্ব মইহ্ব করে।।
[10]চুল ধরিয়া মারে[11]দুর্গা [12] নাথি আর গুড়ি।
[13]এ চড় চাপড় [14] মারে [15] বারু নির বাড়ি।।
পৈদ্দা বোলে না [16] মারিয় পার্ব্বতী শতাই।
[17]বিন দোসে মার মোক [18]মোর দোশ [19]নাঞি।।
[20]শতনি পার্ব্বতী মোকে বোলা য়কারন।
তুমি মায় আমি বেটী ষন নিবেদন[20]।।
না বোলো [21]শতনি মোকে না[22] করিয় পাপ।
[23]শঙ্কর শোয়ামি [23]নহে জন্মদাতা বাপ।।
দুর্গা বোলে [24] রঙ্গ কৈল্যা মালঞ্চে কলাবতী[24]।

[২৫]শঙ্কটে পরাঞা [২৫]বাপ [২৬]বুলিশ নিরাশি[২৬]।।
[২৭]ক্রোধ হৈঞা[২৮] মনে নাথি মারে ভদ্রকালি।
[২৯]শভঙ্গে নাগিল নাথি[২৯] ভাঙ্গীল [৩০]কাঙ্কালি।।
[৩১] ছিড়িয়া ফেলাত্র দেবি কর্ণের শনা[৩১]।
আঙ্গুলের [৩২]খোল দিয়া চইক্ষ[৩২] কৈলে কানা।।
[৩৩]ধর্ম্ম কর্ম্ম শাকি করে জয়ে ব্রম্ভানি[৩৪]।
অপমান করে মোকে হেমন্ত [৩৫] নন্দনি।।
[৩৬]মোর দোশ নাঞি শাকি হৈও দেবনর।
এই ডন্ডে পার্ব্বতীকে পাঠাবো জমের ঘর[৩৬]।।
[৩৭]শপ্পরূপ হৈঞা পৈদ্দা [৩৭] করিলেন ঘায়।
[৩৮] ডুলিয়া পরীল দেবি কার্ত্তিকের [৩৯] মায়।।
[৪০] ঘায় করিয়া পৈদ্দাবতী প্রানে পাইলে ডর।
নুকীয়া রহিল পৈদ্দা কচুর ভিতর[৪০]।।
জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একাশি।।

আশু (গ)পুথির ধুয়া এটি, ২ সুরধনী, ৩ খেদাঅ, ৪ বচনে দুর্গাদেবী কোপে জ্বলে, ৫ আনল উথলে, ৬ লাফ পার্ব্বতী, ৮ চুলে, ৯ অঝোর নয়নে পদ্মা ক্রন্দন সে করে, ১০ কেশ, ১১ নাই, ১২ লাথি, ১৩ লিপিকর প্রমাদ, ১৪ আশু অতিরিক্ত মুটকি, গ) পুথি মুষ্টাঘাত, ১৫ বাচুনের, ১৬ মারিহ, ১৭ বিনি, ১৮ আমার, ১৯ নাই, ২০ নাই, পরিবর্তে-আমি সহি এতক অপমান তোর/শঙ্করের অভিশাপ তাকে করি ডর/(গ) পুথি কর, না বোল পার্ব্বতী মাগো মিছা অপদায়/এই মিথ্যা অপবাদ কহিতে না জুয়ায় *সম্ভবত জুরায় হবে। ২১ সতীন, ২২ করিহ, ২৩ শিব মোর স্বামী, ২৪ মালঞ্চে করিলে নানা কেলি, ২৫ সঙ্কট দেখিয়া, স্বামীকে ২৬ বোল বালি, ২৭ কোপিত হইয়া, ২৮ নাই, ২৯ সন্মুখে লাগিল পদ্মার, ৩০ কাঁকানি, ৩১ নাই, পরিবর্তে পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে কন্দমানা, ৩২ ঘায়ে তার চক্ষু, ৩৩ দেবধর্ম সাক্ষী, ৩৪ বিবাদী, ৩৫ নন্দিনী, ৩৬ নাই, ৩৭ সর্বরূপে পদ্মাবতী, ৩৮ ঢলিয়া, ৩৯ মাঅ, ৪০ নাই এরপর জগতজীবন কবি ... ইত্যাদি ভণিতা যোগে পদটি শেষ হয়েছে।

।। বিরাশি।।

[১]ঢুলিয়া পরাল [২]দেবি কাতিকের [৩]মায়।
গাল গরল পড়ে মক্ষে নাঞি রায়।।
[৪]দুই গাল বাহিয়া পড়েছে গরল[৪]।
মরন দেখিয়া দেবির শন্দেছে শোকল।।
[৫]কার্তীক গনেশ কান্দে[৫] বগলে বশিয়া।
পদুমাইর শঙ্গে দন্দ করিলো কেনে জাইঞা।।
[৬]অনাত হইলাম আমরা দুইটা ভাই[৬]।
কাহাকে বুলিব মায় খাইতে কথা পাই।।
[৭]বিশে তনু জর জর[৭] গৌরির শরির।
কাল বিশে পার্ব্বতীর শরিল জারিল।।

বিশে জারিল তনু হৈঞ্চা গেল শেশ্য।
ধুলায়ে লটায়ে দেবির মস্তকের কেশ।।
অঝর নয়ানে দুই ভাই করিছে কন্দন।
গলা ধরাধরি কান্দে ডাকুর মহানন্দ।।
...আজি কি প্রমাদ হইল।
অচমভিতে গৌরি মক্ষি পড়িয়া মইল।।
শভাতে অধিক দয়া [১]শঙ্করে প্রাণ শরি[১]।
দুর্গার মরনে হর [২]হৈব দেশান্তরি[২]।।
কাঞ্চে লইবে হর ভাঙ্গের ঝুলি।
ছারাঞ্চা পালাইবে হর ঘর আর বাড়ি।।
কান্দে গঙ্গা ষরে ধনি ধাকুড়েন বুক।
[১]কান্দিয়া কান্দিয়া গঙ্গা ফুলাইলে চক্ষ মুক্ষ[১]।।
গঙ্গার কান্দনে কান্দে ডাকুর মহানন্দ।
কী মতে মা বল গৌরি বিসের নন্দন।।
[৯]জয়া বিজয়া কান্দে বাহিনি দুইজন[৯]।
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে মায়র চরন।।
গলা ধরিয়া গঙ্গা করিছে কন্দন।
রচীল পৈর্দার রবে জগতজীবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। বিরাশি।।
আশুতে প্রসঙ্গ এক কিন্তু পদগুলি ত্রিপদীতে লেখা, কোথাও[২] লাইনের সামঞ্জস্যও আছে, লিপিকর বা গায়েনের হস্তাবলেপ স্পষ্ট - ১ টলিল, ২ নাই, ৩ মাঅ, পরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ লাইনগুলি নীচে দাগ করছি।

...মুখে দেবীর নাই, রাঅ
সর্পরূপে দংশিল পদ্মাবতী
আসিয়া ঠেকিল কাল [৪]দুই গালে পড়ে লাল
[৫]দেখিয়া বিকল ভগিরতী
কার্ত্তিক গনেশ কান্দে উঠিয়া সম্বাদনা দে
আজি দোষ প্রমাদ বড়ই
কি কার্যতে এত কলে হেলায়েত প্রান দিলে
৬অনাথ আমরা দুই ভাই
[৭] বিযে তনু জরজর না চিহ্নে আপন পর
তনু হৈল পাথরের প্রায়
গঙ্গা ভাগীরথী কান্দে মুক্ত কেশ নাহি বান্ধে
বুকে মুষ্ঠি হানে করে হায় হায়-

গঙ্গা বোলে কিলা হৈল কেমতে পার্ব্বতী মৈল (গ) পুথি
[৬]শিবের দুলালী প্রাণেশ্বরী
দুর্গার হেতু ঈশ্বর ছাড়িবেন বাড়িঘর
শুনিয়া [৭]হইবে দেশান্তরী
[৮]গঙ্গায়ে চড়ায় বুক লাল হৈল চক্ষ মুখ
কান্দে কার্ত্তিক গনেশ ঠাকুর
[৯]জয়া বিদায় দুইজন ধরিয়া কান্দে চরন
আর কান্দে কাষ্ঠ যত ঘর
জাতজীবন করি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।

।। তিরাশি।।

[১] আজি বড় পরমাদ হইলো গো...[১] ধুয়া

[২]গোশাঞীর বাম চইক্ষ কাপ্পে থরথর।
না জানি কী কুমঙ্গল হৈল গ্রিহের ভিতর।।
সুন সুন ভাগিনা নারদ মনিবর।
কুশল জানিয়া আইশ তুমি গ্রিহের ভিতর।।
হরের বচনে গ্রিহে চলে মহামনি[২]।
[৩]পার্ব্বতির মরণ[৪] দেখিল মহামনি।।
[৫]ফিরিয়া নারদ মনি গৌশাঞির কাছে জায়ে[৫]।
[৬]প্রণামক করিয়া বাইক চরনে জানায়ে[৬]।।
[৭]মহামনি বোলে[৮] কথা সুন সুলপানি[৮]।
বিশ[৯] খাইয়া ডলিয়া [১০] পড়িছে ঞিনঞানি[১০]।।
[১১]মনির বচনে [১২] গ্রিহে চলে দেবরাজ[১২]।
[১৩]ভাঙ্গিয়া পড়িল জেন আকাশের বাজ।।
মন্দিরে শমাইল জাইঞা ত্রিদেশের গোশাঞি।
ভূমে হস্ত দিয়া বৈশে বল শক্তী নাঞি[১৩]।।
[১৪] পাব্বতীক দেখিয়া হব কান্দিয়া বিকল।
[১৫] উজান ধরিল নদি নঞাদের [১৫] জল।।
[১৬] গৌশাঞি বোলে [১৭] ছারীঞা পলাইল প্রাণ শরি[১৭]।
তোমার [১৮] অভাবে আমি হৈব দেশান্তরি।।
মরিয়া [১৯] জন্মিল কন্যা মরিল [১৯]শতবার।

[২০] তোমার হাড়ের মালা গালায়ে আমার।।
তোমার শোগ শন্তাপে শরিল হৈল কালা।
গলায়ে গাঁথিয়া লইব তোমার হাড়ের মালা।।
শিব বোলে গোরী[২১] চন্ডী দিল দারুন শোগ।
উশমন্ত হৈল হর নাঞি ত্রিশা ভোক[২০]।।
[২১]দেবগনে বোলে ভাল না দেক্ষি উপাত্র[২২]।
পার্ব্বতী মরনে হর দেশান্তরি জাত্র।।
[২৩]রাইজ ভার বিনাশ করিলে [২৩]পৈদ্দাবতী।
পৈদ্দাকে [২৪] ডাকিয়া আন [২৪] জিয়াওক পাব্বতী।।
*পৈদ্দা [২৫] বুলি সহরন করে মহেশরু[২৫]।
[২৬]কচুরন হৈতে পৈদ্দা [২৬] আইল [২৭]শতর।।
[২৮]শিব বোলে [২৯]সুন বাছা[২৯] ঝিউ[৩০] পদু মাই।
কি দোশে [৩১] মারিল বাছা আপন শতাই।।
পৈদ্দা বোলে মিছা [৩২] দোশে করে অপমান।
[৩৩]করন্ডি হৈতে বাহির কৈলে নানা বিড়মন।।
বজর নাথি মারিয়া মোর কমর কৈলে তেড়ি।
চক্ষু কোইলে কানা বাপু মোক মারে বারুনির বাড়ি[৩৩]।।
না [৩৪] পারিনু শহিতে [৩৫] লইক্ষের দিত্র রেক[৩৫]।
শঙ্কর [৩৬] নন্দনি দেবি দেখাইনু প্রতেক[৩৬]।।
শিব বোলে[৩৭] পদু মাই বাইক মোরে [৩৭] ধর।
[৩৮] জিয়াত্র দেহ[৩৮] পার্বতী মোর প্রানের দোশর।।
[৩৯] জগত জিবন কোবি শঙ্কর নন্দনি।
জিয়াইম বুলিয়া পৈদ্দা বুলিলেন বানি[৩৯]।।

পাঠান্তর ঃ ।। তিরাশি।।
১ চলিল নারদমুনি ওহোও শিবের মন্দিরে, দ্বিতীয় ধুয়া-ভোলানাথ বিনেরে দুঃখ কৌনে হরে/যারে তরায় শঙ্ক সেই তার, ২ নাই, পরিবর্তে চলিলা নারদ মুনি দেখিতে ভবানী, ৩ দুর্গার, ৪শুনি চিত্তে, ৫ শীঘ্রাগাত করিয়া চলি না মুনিবর, ৬ বার্তা জানাই চার শঙ্কর বরাবর, ৭ নারদ, ৮ শুন মামা বার্তা কহি আমি, ৯ যায়া, ১০ পড়িল দুর্গামামী, ১১ নারদের, ১২ হর না থাকিল রয়া, ১৩ নাই পরিবর্তে আপনার মন্দিরে সত্বরে গেল ধায়া, ১৪ পার্ব্বতী, ১৫ উদলিল নদী যেন নয়ানের ১৬ শিব, ১৭ ছাড়ি পালাইলা, প্রাণেশ্বরী, ১৮ লাগিয়া ১৯ জন্ম তুমার হৈল, ২০ নাই, পরিবর্তে-তুমার মরণে আমি হৈল ছারখার/তুমার শোক সন্তাপ সহিব কত আর / দেশান্তরি হইব ছাড়িয়া রাজ্য ভার, পুষি জরা ভার, ২১ দেবগণ, ২২দেখি উপায়, ২৩ রাজ্যভার অনাথ করায়, ২৪ ডাকিয়া আন, * অতিরিক্ত আশুতে দেবগন বোলে বাক্য শুন শূলপানি/মনসাক ডাকিয়া জিয়াহ ত্রিনয়নী, ২৫ বোলি স্মরণ করিল, মহেশ্বর, ২৬ স্বর্গ হইতে পদ্মাবতী, ২৭ সত্বর, ২৮ পশুপতি, ২৯ বাছা শুন ২৯ নাই, ৩০ (গ) পুথিতে পদ্মাবতী, ৩১ মারিলে, ৩২ দোষে, ৩৩ নাই, আছে - কোমর ভাঙ্গিল মোর চক্ষু কৈল কান, ৩৪ পারি, ৩৫ আমি আজ্ঞা দেলু সর্পে, ৩৬ ঝিয়ারি আমি চূর্ণ কৈলু দর্পে, ৩৭ পদ্মাবতী মোর বাক্য, ৩৮ জিয়াহ, ৩৯ ভণিতা ভিন্ন - জগতজীবন কবি মনসার দাস / পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।

।। চুরাশি ।।

লাচারী[১]

সুনিয়া [২] শিবের বানি বোলে দেবি [৩] পদ্মমনি
অবধান কর[৪] মহাশয়ে।
তোমার[৫] ঝিউ পৈদ্দাবতী[৫] [৬]জিয়াইবো পার্ব্বতী
[৭]অইন হৈলে না[৮] জিয়ানু হয়ে[৮] ।।
শংশারের অধিকারি তুমি [৯] জায় দেশান্তরি
[১০] তবে শে তোমার কথা মানি[১০]।
[১১]দুচারিনি পার্ব্বতী [১২]কমরে মারিলে [১৩] নাথি
[১৪]ভাঙ্গীয়া ফেলালে কমরখানি[১৪] ।।
এমত[১৫] নিঠুর হিয়া [১৬]চক্ষুত আঙ্গুল[১৬] দিয়া
বাম[১৭] চইক্ষ করিলেন[১৭] কান।
[১৮]এত বড় অভিমান করে শভা বিদ্বমান
বোলে শিবো না হইবে ভাল[১৮] ।।
[১৯]শিব বোলে পঞ্চমাই শংশারে দেহো ঠাই [১৯]
[২০] বাইক মোরে[২০] কর অবধান।
বাটার তামুল [২১] খায় [২২] পার্ব্বতীকে জিয়া দেয়[২২]
[২৩]রাক্ষ বাছা আমাবে[২৪] পরান।।
বাপের বচন [২৫] মানি [২৬]চলে জয়ে [২৬] ব্রহ্মানি
বৈশে [২৭] মরা পার্ব্বতীর [২৮]পাশ।
মন্ত্র [২৯] কোরে অনাচার[২৯] করে [৩০]পৰ্দ্দা পরচার
কাল[৩১]কুটা বিশ টৈনে [৩১] ।।
বিশ হৈয়া গেল খয়ে [৩২] আনন্দে জগতের জয়ে[৩২]
উঠিয়া বশিল[৩৩] ত্রিনএগ্রানি।
নাচে [৩৪]সুর মনিগণ [৩৫] শংশারে জতজন
গঙ্গা [৩৬] শাতে নাচে সুলপানি।।
নাচে ডাকুর মহানন্দ [৩৭] কাতীক গনেষ দুইজন
শাঞ্জি বাঞ্জিত্র দুই বহিনী[৩৭]।
[৩৮]জএয়া বিজয়া [৩৯] তারা [৪০]নাচে রঙ্গমন হৈএগ্রা[৪০]
দেখিয়া [৪১] কম্পিত ত্রিনএগ্রানি[৪১] ।।
৪২নাচে দেব ত্রিনএগ্রান দেখি দেবি কপ্পমান
বোলে দেবি অতী খরশান।

দেবি বোলে দেবরাজ মক্ষে তোর নাঞি লাজ
বুধি তোর কীচ্ছু নাঞি জ্ঞান।।
করন্তীর মাঝত করি আনি আছাশ বিশহরি
শেই পৈদ্দা বধিলে মোর প্রাণ।
বোলে দেবি প্রার্ব্বতী ষনমায় পৈদ্দাবতী
শঙ্কটে করিলো মোর ত্রান।।
দেবি বোলে নাঞি রোশ পৈদ্দাবতীর নাঞি দোশ
জতকীচ্ছু শঙ্করের কাম[৪২]।
[৪৩]জগত জিবন পদ বিরচীল বিধগত
জত্র দেবি মনশারে নাম [৪৩] ।।

পাঠান্তর ঃ ।। চুরাশি।।

১ ত্রিপাদী, ২ বাপের, ৩ ব্রহ্মানী, ৪ মহাশয়ে, ৫ যে আজ্ঞা পাই, ৬ জিয়াইঞা...দেই, ৭ অন্য, ৮ জিয়াই নয়, ৯ যাও, ১০ সৃষ্টি সকল হইবে নাশ, এরপর অতিরিক্ত আছে - সকল দেবতাগণ বিষাদিত সর্বজন / অভিশাপে আমার তরাস, ১১ দুরাচারী বড়, ১২ কাঙ্গালে, ১৩ লাথি, ১৪ ভঙ্গিলে মোর কোমরখান, না জিয়াম্ব হয়ে - দেশীয় ভাষা ?, নোট - দিয়েছেন পুথির পাঠ কমরখান, ১৫ দারুন, ১৬ চক্ষতে অঙ্গুল, ১৭ চক্ষ করে মোর, ১৮ নাই, ১৯ বোলে দেব শূলপানি-শুন বাছা ব্রহ্মানী, ২০ বাক্য মোর, ২১ খাঅ, ২২ পার্ব্বতী জিয়াইঞা দেঅ, ২৩ রাখ, ২৪ জীবন, ২৫ শুনি, ২৬ জয় দেবী, ২৭ পদ্মা, ২৮ পাশে, ২৯ নানা পরকার, ৩০ দেবী, ৩১...কুট সমস্থ বিনাশে, ৩২ আনন্দ জগতময়, ৩৩ ত্রিনয়ানী, ৩৪ সব, ৩৫ সংসারের, ৩৬ সঙ্গে, ৩৭ নাই, বদলে...মনে হৈয়া আনন্দ/নাচে কার্ত্তিক গণপতি, ৩৮ জয়া, ৩৯ তারা, ৪০ নাই - চরনে নুপুর বাজে, ৪১ ক্রোধিত পার্ব্বতী, ৪২ অংশ নাই, ৪৩ এ ভণিতা দিয়ে গান শেষ - ঘোষাল রসাল বংশে - গুনান্বিত সর্ব অংশ / রূপরায় চৌধুরীর পুত/জগত জীবন নাম নানা গুনে অনুপাম/রচিল পাঁচালি অদ্ভুত

।।পঁচাশি।।

[১] বিধিমোরে এই হইল কোলের কলঙ্কনি
উমঞা শাগরে ভাশইল...[১] ধু

[২] হাশ্য পরিহাশ্য শে বোলে দেব ত্রিন এান[২]।
[৩] ক্রোধ মনে বোলে দেবি আতী খরশান[৪] ।।
[৪] মর মর ভাঙ্গারী[৪] তোর [৫] মুক্ষে নাহি লাজ।
[৬] বারে বারে দেয়েন দুখ[৬] করিয়া অকাজ।।
[৭]জদি তুঞি জানিশ বেটী[৭] হয়ে বিশহরি।
[৮]লুকিয়া আনিছিশ[৮] কেনে করন্তিত করি।।
[৯]তোমার জত ধন শব্বশ পানিতে [৯] ফেলাবো।
গঙ্গা দুর্গা দুইজন[১০] দেশান্তরি জাবো।।
শিবের গলার মালা [১১] মনুশের হাড়।
[১২] আগিনীতে আনি তোকে মারিলে[১২] আছাড়।।
[১৩] আছাড়িয়া ভাঙ্গে শিবের [১৩] নাহুকের থাল।

[১৪] পাক দিয়া ফেলায়ে [১৫] শিবের দয়া দশ পাল[১৫]।।
*শিঙ্গা ডমরু [১৬] দেবি [১৭] আনিলেন পাড়ি।।
লন্ড ভন্ড করে দেবি অঙ্গের ধুলার হাড়ি[১৮]।।
পাড়িয়া আনিলো শিবের [১৯] ভক্ষনের ঝুলি।
[২০] আঙিনাত ঢালিয়া ফেলায়ে জত ধুলি।।
[২১] শিবের ত্রিস্থুল বান গায়ের কাবাই।
মনে দুখি হৈল এখন ত্রিদেব গশাঞি[২১]।।
[২২]শিবের জত অলঙ্কার আনিলে আগিনাত [২২]।
[২৩]শোকল জড়াইয়া [২৩] অগ্নী [২৪] লাগাইল তাত[২৪]।।
[২৫] মহাদেবের অলঙ্কার [২৫] না পুড়ে অনলে।
তুলিয়া ফেলায়ে [২৬]তাক শমদ্রের [২৬]জলে।।
জলে শাজ ফেলাইয়া [২৭] পার্ব্বতী [২৮]আইল ঘর।
[২৯]নুকিয়া রাখিলে [৩০] তাক দেব মহেশের।।
দুর্গা বোলে সুন [৩১] কথা গঙ্গা ঠাকুরানি[৩১]।
[৩২] ঝিয়কে লইএগ ঘর করক [৩৩] সুলপানি।।
[৩৪]শঙ্কর শহিতে [৩৫] সুকে থাউক[৩৫] বিশহরি।
[৩৬]গঙ্গা দুর্গা[৩৬] দুইজন [৩৭]জাবে দেশান্তরি।।
জগত জিবন কোবি মনশার দাশ।
পদবন্দে পঞ্চালি করিয়া প্রকাশ...।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচাশি।।

১ ও আনন্দ হইয়া শিব জুড়িল নাচন/শিঙ্গা ডমরু জানান ত্রিলোচন, ২ মহারঙ্গ করি নাচে দেব পঞ্চানন, ৩ দেখিয়া পার্বতী দেবী ক্রোধে কম্পমান, ৪ মররে ভাঙ্গড়া, ৫ মুখেঁ, ৬ বারম্বার দুঃখ দিস ৭ মনেত জানিস কন্যা, ৮ লুকাঁয়া আনিস কেনে, ৯ তোর যত ঘরদ্বার ১০ জনে, ১১ মনুষ্যের হাড়, ১২ মবী প্রাঙ্গনাত দুর্গা মারিল, ১৩ সুবর্ণের, ১৪ পাকায়া, ১৫ দুর্গা দ্বাদশ কপাল, * আগে মহেশের আছে, ১৬ নাই, ১৭ আনে, ১৮ ভূমিত আছাড়ি ১৯ ভাঙ্গের (গ) পুথিতে পারি নিল তবে ভাঙ্গের ঝুলি, ২০ প্রাঙ্গনাত ২১ নাই, বদলে-পাকায়া ফেলায় শিবের পরিধান ছাল/দেখিয়া সমস্ত লোক হৈয়া গেল কাল, ২২ ফিরিয়া জড়ায় শিবের যত অলঙ্কার, ২০ ত্রকত্র করিয়া মাঝে, ২৪ দিল তার, ২৫ মহেশের আভরণ, ২৬ নিয়া সাগরের, ২৭ নাই, ২৮ অইলা, ২৯ লুকায়, ৩০ সাজ, ৩১ গঙ্গা আমার বচন, ৩২ ঝিউ ৩৩ ত্রিলোচন, ৩৪ বাপের, ৩৫ ঘর করোক, ৩৬ তুমি-আমি, ৩৭ যাই

।। ছিয়াশি।।

উ মায় বিশহরি তুমি ত রাইলে তার।
অরুন জঙ্গল চল্ জাই....ধু।।

শিববোলে সুন বাছা পদম কুমারি।
চল তুমি আমি জাই ইন্দের পুরি।।
পৈদ্দা বোলে সুন বাপু আমার বচন।

তোমার শঙ্গে জাবো আমি ইন্দের ভূবন।।
সুনিয়া শৈদ্দার কথা হর মহাসুক পাত্র।
পানহেন পৈদ্দাক লইঞ্চা লক্ষ চুমা খাত্র।।
আনন্দে লইল কোলে দেবি পৈদ্দাবতী।
অরুন জঙ্গলে গমন করিলো পদ্মাবতী।।
কোলে করি পৈদ্দাবতীক গমন করিল।
কতদুর জাইতে অরুন জঙ্গল পাইল।।
জঙ্গলের মইদ্ধে গেল দেব মহেশর।
জাইঞা ডান্ডাত্র শিব বট ব্রিখের তল।।
পৈদ্দা বোলে সুন বাপু আমার বচন।
এহি তরু চলে জিরাই এহিখন।।
মন্দ মন্দ নির্ম্মল দখিনা বহে বায়।
বট ব্রিখের তলে পৈদ্দার জুড়াইল গায়।।
পৈদ্দা বোলে বাপ মোক নিন্দ্রা করে ঘোর।
শিব বোলে নিদ্রা জায় ত্রহি তরুতল।।
পিতার অরূত নিদ্রা জায়ে পৈদ্দাবতী।
মনে মনে মহেশের করেছে জুগুতী।।
আঙ্গুলে পাইলে হর নাশিকার শর।
ধির করি অৱ্ধ টানিলে মহেশর।।
শিবো বোলো পৈদ্দাক আমি দিব অন্যবাশ।
পৈদ্দাক ছারীঞা আমি জাইবো কল্যাশ।।
পৈদ্দাক ছারীঞা হর করিল গমন।
জাইঞা পাইলো হর কল্যাশ ভূবন।।
জগত জীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ।

পাঠান্তর ঃ ।। ছিয়াশি।।

আশু পুথিতে এই বনবাস প্রসঙ্গ নেই, ৮৬-৮৭ গান দুটিও নেই ২ ভণিতাটি সংযোজিত।

।। সাতাশি।।

আনন্দে আনন্দে শিব গেইলেন ঘরে।
চইতন পাইল পৈদ্দা জঙ্গলের ভিতরে।।
চইতন পাইঞ দেবি কান্দে উচাশর।
ছারীয়া পলাইল মকে দেব মহেশর।।

মনে মনে ভাবে পৈদ্দা কান্দীয়া বিকল।
অন্যবাশ দিলে পিতা অরূন জঙ্গল।।
আনিয়া দিলেন পিতা পদ্বর শমাজ।
কেমতে দেখাইবো মুক্ষ মুক্ষে নাহি লাজ।।
কান্দিয়া ভাবিয়া পৈদ্দা কতেক দুর জায়ে।
মইধ্য পন্থে ব্রাহ্মণ গুরুর লাইগ পাত্র।।
শাক্ষাতে হইল পৈদ্দা ব্রামনের চেড়ি।
ব্রাহ্মনের শঙ্গে গেল ব্রামনের বাড়ি।।
ব্রামন বোলেন কন্যা কথা তোর ঘর।
কি কারণে আশিয়াছ আমার বাসর।।
পৈদ্দা বোলে ব্রামন ঠাকুর নমস্কার।
এক মুঠী অইন্য দিয়া কর প্রতীকার।।
ব্রামন বোলেন চেড়ি সুন বচন।
অইন্য বস্ত্র দিয়া আমি করিবো পালন।।
চেড়ি রূপে রহে পৈদ্দা ব্রামনের স্থানে।
ত্রিশালি দেবতাগণ জানিয়া পাইল মনে।।[১]
[২]জগত জীবন গায় মধু রস বানী।
করিবে করুনমাতা জয় ব্রহ্মানী।।[২]

পাঠান্তর ঃ ।। সাতাশি।।

১ এর পর ৪৪৪৪ লিখে পৃষ্ঠা শেষ হয়েছে ২ ভণিতা সংযোজিত।

।। অষ্টআশি।।

ক্রোধিত হইয়া দুর্গা ও হোও করিল গমন...ধুয়া

[১]ব্রামনের ঘরে থাকিল বিশহরি।
গঙ্গা দুর্গা দুইজন জাত্র দেশান্তরি[১]।।
গঙ্গা দুর্গা দুই[২] জন করিয়া জুকতি।
বিদেশে চলিয়া[৩] জাত্র হরের জুবতি।।
কতদুর[৪] জাইঞা পাত্র[৫] শরবরের তির।
[৬]কুল্বস্তুল [৭]বহে নদি গহির গম্ভির[৭]।।
গঙ্গা বোলে দুর্গা ভাঞা[৮] কি করি উপাই[৮]।
দুর্গা বোলে[৯] নদিখানি পার হৈঞা জাই।।
দুর্গার বচনে গঙ্গা না থাকিল[১০] বইঞা।
[১১]জলত লঙ্ঘিয়া নদি[১১] জাত্র পার হৈঞা।।

পাছে পাছে মহেশরি [১২] দুর্গা গঙ্গা জাত্র[১২] আগে।
[১৩] তপ করে[১৩] ব্রহ্মা [১৪] বর [১৫] শমদ্রর ভাগে।।
দুর্গার [১৬] মহন রূপ আতী [১৭] বিচইখন।
দেখিয়া ব্রমার মনে হানিল মদন।।
ব্রমার [১৮] খশিল কাম [১৯] শরিলের বল[১৯]।
জলে [২০] থলে ভাশে ব্রিন্দ করে [২০] টলমল।।
[২১]ভাশিয়া ব্রমার ব্রিন্দ দুর্গার লাইগ পায়ে[২১]।
[২২]শেহি দিনা রিতুবতী দেবি[২৩] মহাশয়ে।।
[২৪] ভাশিয়া ব্রহ্মার বিন্দু নিকটে গেইল।
জুনি দুয়ারে বিন্দু বিম্ব গম্ভে শমাইল[২৪]।।
[২৫] জোবন হৈল হুদু থুল গম্ভ [২৫] হৈল ভারি।
মনে [২৬] দুক্ষি হইল [২৬] হেমন্ত ঝিয়ারি।।
দুর্গা বোলে গঙ্গা দিদি [২৭] কহিতে উপি হাইশ্য[২৭]।
[২৮] কিবা দইত [২৯] দান মোর গম্ভে[৩০] লইল বাশ্য[৩০]।।
চমকিত [৩১] হৈল মোর [৩১] মক্ষে নাঞি রায়।
আজি কেনে দিদি মোর ভারি লাগে [৩২] গায়।।
গঙ্গা বোলে [৩৩] মন্দপন্থে কাকে দিব দোশ।।
কপালের [৩৪] লিক্ষন না [৩৫] কর অশন্তোষ[৩৫]।
গঙ্গা বোলে দুর্গা [৩৬] ভাঞী পেটে দেয় হাত[৩৬]।।
[৩৭] বালির উপরে তুমি গম্ভ কর পাত[৩৭]।
গঙ্গার বচনে দুর্গা [৩৮] পেটে দেয় [৩৮] হাত।।
বালুর উপরে দুর্গা[৩৯] গম্ভ করে [৩৯] পাত।
[৪০]শিনান করিয়া দুর্গা চলে [৪০] [৪১] বনবাশ্য।।
বালুর উপরে [৪২] বিন্দু হৈল[৪৩] দুবগাশ্য।
[৪৪]গঙ্গা দুর্গা দুইজন লইলে বনবাস।।
অরুন জঙ্গলে হৈল দুর্বার প্রকাশ।
বেলচন্ডি বনচন্ডি দুই দেব হৈল।।
জঙ্গলের মইদ্দে দেবি দুর্বা নিক্ষাইল।
পুজা করে বনমালি নানা পুস্পদিয়া।
গাইনের বনে রহে আনন্দিত হৈঞা।।
জবা ফুলে জেবা নর পুজিবে ভবানি।
শঙ্কটে উধার করিবে পান্ডিত তারিনি[৪৪]।।
[৪৫]এহি মতে গঙ্গা দুর্গা লইল বনবাশ।
জগত জিবন গাত্র মনশার দাশ[৪৫]।।

পাঠান্তর ঃ ।। অষ্টআশি ।।

*ধুয়াটি আশু পুথি থেকে নেওয়া - দ্বিতীয় একটি ধু আছে - ওমা আজি সমরে উনমত হঞাছো মা/হরের ঘরনী গো মা আজি সমরে, ১ নাই, ২ জনে, ৩ তবে, ৪ যায়া, ৫ সাগরের, ৬ হুলস্থুল, ৭ রহে সাগর গহিন গভীর, ৮ রহি এই ঠাঁই, ৯ সিন্ধু গোটা, ১০ বয়া, ১১ জলের সাগর দেবী, ১২ গঙ্গা তার, ১৩ তপস্যা করেন, ১৪ নাই, ১৫ সাগরের মধ্য, ১৬ মোহিনী, ১৭ বিচক্ষন, ১৮ স্থলিত, ১৯ শরীর পাতল, ২০...র উপরে ভাসেন, ২১ ভসিল ব্রহ্মার কাম সাগরের পানি, ২২ সেই দিন, ২৩ ত্রিনয়ানী, ২৪ নাই, বদলে গঙ্গা, দুর্গা দুইজনে পার হৈয়া যায় / ভাসিয়া ব্রহ্মার কাম দরশন পায়, ক) পুথিতে কাম বিত্ত ২৫ গর্ভ হৈল দুর্গার শরীর, ২৬ মনে ভয় পায়, ২৭ লাগে বড় ত্রাস, ২৮ কুন, ২৯ দানব, ৩০ নিল বাস, ৩১ দুর্গাদেবী, ৩২ গাঅ, ৩৩ মধ্যপথে, ৩৪ লেখন, ৩৫ করিহ্ রোষ, ৩৬ ভায়া মোর বাক্য ধর, ৩৭ গর্ভনাশ কর এই বালুর উপর , ৩৮ গর্ভে দিল, ৩৯ করে গর্ভ, ৪০ গঙ্গা দুর্গা দুই জনে গেল, ৪১ বনবাস, ৪২ গর্ভ, ৪৩ দুর্ব্বাঘাস, ৪৪ নাই, ৪৫ ভনিতা ভিন্ন-পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে/রচিল পাঁচালি কবি জগত জীবনে গ) পুথিতে বিরচিয়া গায়...

।। উর্নননব্বই।।

[১]ভাবেন ভবানীনাথ ওহোও।
বিষাদিত মনে ... ।।ধু।।[১]

শিব বোলেন আমি কেমন করিলু।
গঙ্গা দুর্গা বিনে আমি সঙ্কটে পড়িলু।।
গোসাঞিঃ বোলোন মোকে করিলে অনাথ।
ঝিউকে খুইতে আমি যাই[২] বনমাঝ[২]।।
দুর্গার শোকে হরের আকুল হৈল মন।
পদ্মাক লইয়া গেল বহিন যথা বন।।
রাখিল পদ্মাবতীকে গহিন বনবাসে।
ফিরিয়া আইল শিখর কৈলাশে।।
ব্রহ্মাণী গেল এক ব্রাহ্মাণের বাড়ী।
ব্রাহ্মণের[৩] ঘরে রহে হৈয়া নিজ চেড়ী।।
সকল দিনে দেবি কর্ম্ম কার্য করে।
এক মুষ্টি অন্ন পায় বাহ্মনের ঘরে।।
দুরতে যান দেবি সেই অন্ন নিয়া।
পুতিয়া রাখেন অন্ন গৃহান্তের যায়া।
নানা দুঃখে পদ্দাবতী রয়া গেল তথা।।
কপিলা মায়ের কিছু কবি তত্ত্ব কথা।
জগত জিবন কবি মনসার দাশ।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। উর্নননব্বই।।

আশু (গ) পুথিতে আছে ১ ধুয়া আলাদা — আমাকে ছাড়া যায় না মা / আমার নিরবধি আকুল পরান ২ বনবাস বাড়িতে ।

।। নব্বই ।।

[১]গহিন বনতে মা গয়ালনি
নন্দগোপের ঘরে থাকে পতীত তারিনি...ধু[১]

গঙ্গাদুর্গা দুইজন [২] শাগর হৈল[২] পার।
[৩] কপলি মঞ্চার[৩] গিত হৈল [৪] প্রচার।।
কপিলার জন্ম করিছে হরিহর।
প্রথমে আছিল শতীনন্দ গোপের ঘর।।
জক্ষন কান্যইঞা দেব গেল ব্রিন্দাবনে[৫]।
কপিলারা[৬] বশতী হৈল প্রর্ব্বত গহনে।।
[৭]কাপিলাকে আশির্ব্বাদ করিছে হরিহর।
গোঙ্গা দেবি থাকে শতীর গো মাঞার উপর।।
চাইর খুরে চাইর খানি কাপলার চরনে[৭]।
জার[৮] রাখ বালি [৮] করে [৯] আইদ [৯]দেবগনে।।
[১০]নিতে শতি[১১] শহস্র হৈঞা জায়ে পার।
[১২]শত শহস্র পার হৈঞা জায়ে চরিবার[১২]।।
[১৩] মইধ্য পন্থে[১৩] কপিলা [১৪]দেখিলে দুবগাশ্য[১৪]।
[১৫]সুন্দর দেখিআ [১৬]তাক করিলে [১৭] গবাশ্য।।
[১৮]শেহি দিনা কপিলা আছিল রিতুবতী।
যশ[১৯] খাইঞা কপিলা হৈল[২০] গন্তাতি।।
যশ[২১] খাইঞা কপিলা [২২]তুষ্ট হৈল[২২] মন।
আপন[২৩] মন্দিরক ফিরি[২৩] করিল গমন।।
[২৪]শেহিদিনা কপিলা হৈলেন গন্তাতি[২৪]।
দিনে দিনে দশ [২৫]মাশে হইল [২৬]পয়াতি*।।
দশ[২৭] মাশে দশ দিনে [২৮] গব্ব নড়িল।
[২৯]উতম সুন্দর পুত্র [২৯] [৩০] ভূমিস্ত পড়িল।।
[৩১]দেবলোকে বিচারিয়া বোলে ব্রহ্মার কাম[৩১]।
[৩২]বহল বুলিয়া তার রাক্ষিলেন নাম[৩২]।।
[৩৩]ব্রমপুত্র বহল বাছা বাড়ে দিবা রাত্রী।
ব্রহ্মা বিজ্জে জন্ম-গব্ভে না জানে তার মাত্রী।।
মায়ের খিরে দেবের বরে মহাবলি হৈল।
আজি আজি কালি কালি তিন দিবশ্য হৈল[৩৩]।।
[৩৪]গহন চরিবাক[৩৪] মহাশতী করিলে গমন।
[৩৫] বহলম ঝিঞ্জিরি দিয়া[৩৬] বান্ধে দেবগণ।।
[৩৭]লহার শিকালি গলে রহি বহল।

ঘরে বাকীল তবে দেবতা শোকল।।
জগত জিবন কবি বিরচীয়া গায়ে।
খিতাতুর হৈএগা শতী চরিবাক জাত্র।।[৩৭]

পাঠান্তর ঃ ।। নব্বই ।।

- ১ কপিলার উপাখ্যান ওহোও শুন সর্ব্বজন... ধু, ২ রহিলেন সাগরের, ৩ কপিলা মায়ের ৪ প্রচার, ৫ নাই, ৬ বাস মহা, ৭ নাই, ৮ রক্ষা, ৯ ইন্দ্র যত সুর, গ) পুথিতে দেব, ১০ নিত্য, ১১ সাগর, ১২ নাই, বদলে দ্বীপে-দ্বীপে তৃণ ঘাস করহ আহার, ১৩মধ্যপথে, ১৪ দেখিয়া দুর্ব্বাঘাস, ১৫ শুদ্ধতা, ১৬ তবে, ১৭ গ্রাস, ১৮সেই, ১৯ খায়া, ২০ গর্ভবতী, ২১ খায়গ I, ২২ আনন্দিত, ২৩ মন্দিরে কপিলা, ২৪ নাই, ২৫ মাস, ২৬ গর্ভবতী, * এখানে একটি লাইন পাই-মনে মনে ভাবিত হইল মহাসতী, ২৭ মাস, ২৮ গর্ভ, ২৯ পুত্র হৈয়া কপিলার, ৩০ ভূমিত, ৩১ নাই, বদলে দেবতা সব আসিয়া রাখিলেন নাম, ৩২ মনোহর বুলি নাম রাখে অনুপাম, ৩৩ নাই, ৩৪ চরিবারে, ৩৫ গলাত্র, ৩৬ রাখে, ৩৭ নাই, বদলে ভণিতা দিয়ে গান শেষ-জগত জীবন কবি মনসার দাস/পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ।

।। একানব্বই ।।

লাচারি[১]

[২] বোলে কপিলা উতর সুন বাছা [৩] বাইক ধর।
[৪]মঞিঞজাইম[৪] গহন চরিবাক।
[৫]আপত বুলিয়া তোক [৬]রাক্ষিবেক দেবলোক
পরম আনন্দে[৭] তুমি থাক।।
বাছার তুশিয়া মন [৮]গেল শতী [৯]গহন বন
[১০]গেল শতি শমুদ্র[১০] লোঙ্খিয়া।
[১১]দেবতা জুগুতী[১১] করি [১২]লহার ঝিঞিঞরি করি
[১৩] বহল বাছাক [১৪]রাখিলে বান্ধিয়া।।
হত[১৫] শমুদ্র [১৬]হৈএগা পার গেল[১৭] শতী চরিবার
[১৮]মইধ্য পন্থে দেখিলেন[১৮] বাঘ।
[১৯]বাঘ বোলে রহ[২০] গাই [২১]তোমাকে খাইতে চাই
[২২] ভাইগ সে পাইল তোমার [২৩] লাগ।।
[২৪]গাই বোলে [২৫] বাঘ হে ঘর মোকে জাইতেদে
[২৬]ভুকীল বাছাক দিয়া আইশ [২৬] খির।
ফিরিয়া[২৭] আশিম মঞিঞ [২৮]মোকে ধরি খাইশ তুঞিঞ[২৮]
[২৯]শইত কর শমুদ্রের[২৯] তির।।
[৩০]বাঘ বোলে [৩১]সুন গাই [৩২]তবে তোক জাইতে দেই
আমার কারণ আন জদি খির।
বাছার কারণ জাইব তুঞিঞ খিদায়ে রহিম মঞিঞ

শিগ্রে আইশ আমাক দেয় খির।।

কপলি বোলে সুন বাঘ খানিক মোরে বাইক রাখ

রহিয় তুমি বেলার এক পহর।

বিদই হইয়া কপিলা গাই বাছারে উদিশি জাই

চলে শতী আপনারে ঘর।।

মনের বিশে কপিলা গাই চলিল বাছাক চাই

ডাকিয়া ডাকিয়া বাছাক জায়ে।

জগতে শিবের বর কপিলা চলিল ঘর

জগত জিবন কোবি গাত্র।।৩২

পাঠান্তর ঃ ।। একানব্বই ।।

১ আশু ত্রিপদী আছে এবং ধুয়া নাই – তারিনী শখর জপ নিরন্তর তেমন/কাহোর মন কাহে শমন ভুয়ে ডরোরে, ২ কপিলা বোলে, ৩ বাক্যধর, ৪ আমি যাই, ৫ আপন, ৬ রাখিবেন, ৭ বাছা, ৮ চলে, ৯ মহা, ১০ গেলেন সাগর, ১১ দেবগণ যুক্তি, ১২ সুবর্ণের, ১৩ গাছে, ১৪ রাখেন, ১৫ সিন্ধু, ১৬ হৈয়া, ১৭ দেবী, ১৮ মধ্যপথে দেখা যায়, ১৯ ব্যায়, ২০ এই ঠাই, ২১ তুমাকে, ২২ ভাগ্যে, ২৩, পাইল আমি, ২৪ গাভী, ২৫ ব্যাঘ্র, ২৬ বাছাকে খুয়ায়াআসিব,২৭ আসিব আমি, ২৮ আমাকে খাইঅ তুমি, ২৯ সত্য কর সাগরের, ৩০ ব্যাঘ্র, ৩১ কপিলাহে ৩২ নাই বদলে —

ই-কথা পাতিয়ায় কে

'কপলি ডাকীয়া জাত্র মহন জানিয়া পাত্র...ধু'

তুমি মোর মুখের আহার

বচন কহিনে তুমি কেমতে প্রতীত আনি

সাতদিন মোর নিবাহার

গাভী বোলে ব্যাখ্যা মাঅ জানেন ধর্ম্মের পাঅ

স্বর্গে জানে আর দেবলোক

সত্য দিন সত্য করু সত্যতে বন্দিয়া মরু

যদি সাক্ষাৎ না করি তুমাক

জগতজীবন করি বন্দু মা মনসা দেবী

দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা

অষ্টনাগ অধিকারী জরৎ কার মুনির নারী

সেবকে হইবে বরদাতা

গ) পুথিতে যদি সাক্ষাৎ না করু

„ „ তোমার সত্য বন্দী করিও মোক

।। বিরানব্বই।।

১কপলি ডাকিয়া জাত্র বহল জানিয়া পাত্র... ধু১

বাঘের শহিতে২ বেলা হৈয়া গেল দুর।

ঘর৩ মাঝে বহল বাছা৩ হৈল খিদাতুর।।

৪ ছিড়িয়া ফেলায়ে৪ ৫বলে লহার শিকল।

৬ ত্রিশায়ে চুশিয়া খাইলে শাত শমুদ্রের জল।।

৭ বছাশিসু ঘড়িয়াল এ৮ মইছ মগর।

[৯]কইছক কুম্ভিরি পড়িয়া[৯] করে ধড় পড়।।
ফিরিয়া [১০] কপালি গাই[১০] শেই [১১]পন্থে জায়ে।
দেখিয়া শাগর[১২] খান করে হায়।।
[১৩] কপিলায়ে বোলে [১৪] ইকম্ম করিলে কুনজন।
[১৫]হেনকালে বহল [১৫] বাছা দিলে দরশন।।
[১৬]বহল বোলে [১৭] মাতা আমি [১৮] ত্রিশাত্র বিকল।
[১৯]শমস্ত [২০]চুশিয়া [২১]খাইল [২২]শাত শমুদ্রের[২২] জল।।
[২৩]গাই বোলে শাত শমুদ্র সুকাইল জল।
জিব শোকল মরিয়া জাইবে রশার তল।।
তবে আমি কপিলা গাই এম পাড়াই।
এক বাটের দুধে শাত শমুদ্র ভরাই[২৩]।।
এক [২৪] বাটের দুধ রাক্ষে [২৪] দেবের কারন।
আর বাটের দুধ রাক্ষে বাঘের ভজন[২৫]।
[২৬] আর বাটের দুধ বহল বাছাকে পিয়ায়ে[২৬]।
[২৭]আর বাটের দুধ দিয়া শাত সমুদ্র ভরায়ে[২৭]।।
কপিলার [২৮] দুধে শাগর হৈল [২৯]খির।
বাহিআ চলিল [৩০] বিন্দু গম্ভির হস্তির[৩০]।।
জগত জিবন কোবি মনশার দাশ।
পদোবন্দে[৩১] পঞ্চালি করিয়া [৩১] প্রকাশ।

পাঠান্তর ঃ ।। বিরানব্বই ।।

১ শিব নামে কেবল মধুরে ওহোও-ধু, ২ ব্যাঘ্রের সাক্ষাতে, ৩ মধ্যে মনোহর (গ) পুথিতে মনোরথ ৪ ছিড়ি ফেলে, ৫ নাই আছে মনোহর, ৬ তৃষ্ণাত শুষিল যত সাগরের, ৭ বোচা, ৮ মৎস, ৯ তটতে পড়িয়া সভ্রে ১০ চলিল ধেনুর, ১১পথে, ১২ তবে, ১৩ কপিলা, ১৪ এমন, ১৫ সেই কালে মনোহর, (গ) পুথিতে মনোরথ, ১৬ মনোহর (গ) তে মনোরথ, ১৭ নাই, ১৮ খিধায়, ১৯ নাই, ২০ শুষিয়া, ২১ খাইনু মাতা, ২২ সাগরের, ২৩ নাই বদলে কপিলা বোলে বাছা করিলে কুন কাম/সাগর শুষিলে তুমি রাখিলে কুনাম, ২৪ বেট দুগ্ধ রাখ, ২৫ এক বেট দুগ্ধ রাখ ব্যাঘ্রের ভোজন, ২৬ এক বেটের দুগ্ধ বাছা কয় তুমি পান, ২৭ এক বেটেরে দুগ্ধে ভরাঅ সাগর খান, ২৮ দুগ্ধে, ২৯ নীর, (গ) পুথি বহে সাগরের নীর ৩০ সিন্ধু গহেন গম্ভীর, ৩১... ছন্দে পাচালি করিল। আশুতে অতিরিক্ত এই লাইনগুলি আছে শুনিয়া কপিলার কথা ব্যাঘ্র মনে দুঃখ। ঘরে যাহ গাভী তুমি দেখ গা পুত্রসুখ। তুমার বচনে আমি হইলু আনন্দ। তুমি মোর আনিহ দেবী এক বাটের খির।

।। তিরানব্বই।।

* লাছারী

বহল বাছা বোলে বানি   সুন মাতা জননী
দে দে দে দে ননি খাই।
কপিলার অন্তরে খায়   কান্দিয়া বোলেছে মায়া
তোমার আমার দেখা নাই।।

গহন চরিতে মোকে মইধ্য পন্থে ধাইছে বাঘে
শেই বাঘের কারণে রাক্ষী খির।
শেই বাঘের কারণে ননি রাক্ষিয়াছি জাদুমনি
শইত কইছী শমুদ্রের তির।।
খির দিব বাঘের আগে প্রাণ জদি বাছে ভাইগো
না মানিলে হইবে মরন।
বলিছে কপলি গাই এই ননি লইঞা জাই
জাইঞা লইবো বাঘেরে শরণ।।
বইল বোলে সুন মাই চল দেক্ষি বাঘের ঠাই
কেমন বাঘ করিবো দরশন।
আমার শঙ্গে জালে বাঘ তবে হৈবো বাঘের আগ
না পারিলে বধিব জিবন।।
বোলে কপলি উতর সুন বাছা বাইক ধর...
মুক্ষে বন্দ আপনার বাশর।
আমি হৈব দুস্টের আঘ মোকে ধরি খাউক বাঘ
বালাই লইঞা মরি আমি তোর।।

সুনিয়া মায়ের কথা বহল বাছার মনে বেথা
বির ডপ্প করিবার লাগিল।

বহল বোলে সুন মায় আমারে তুমি মাথা খায়
দেখি বাগ কেমত শরিল।।
তুমি আগে আমি পাছে চল জাই বাঘের কাছে
আমি দুরে থাকি দেখিব তাহাকে।
জদি মনে লাগে ডর ফিরিয়া আশিবো ঘর
তবে আমি ছারীবো তোমাকে।।
পলাইঞা আশিম আমি বাঘের আগে জায়েন তুমি
তোমার ভাইগো কেমত হইবে।
বহল কপিলার শঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
বাঘ শঙ্গে দেক্ষা হৈল দইবে।।
বশিয়া আছেন বাঘ মনে বড় অনুরাগ
মইধ্য পন্থে হৈল দরশন।
দেখিয়া আনন্দ বাঘ ধরিয়া চাহে খাইবাক
ধরিয়া মারিবো দুইজন।।
দেক্ষিয়া বাঘেরে তবে বহল শাজিলি করে
শিঙ্গ দুইটা টাঙ্গয়া শমান।

শিঙ্গতে তুলিয়া বাঘ ঘুরাইল চারিপাক
হানিয়া করিলে জর জর।।
বাঘেরে বধিয়া প্রাণ শঙ্কটে হৈল ত্রান
ফিরিয়া চলে আপন ঘর।
মায়ে পুতে দুইজন করিলেন গমন
ভাভাইল আপনার ঘরে।।
জগত জিবন গাত্র কপীলা মন্দিরে জায়ে
জয়ে দেবি মনশার বরে।

পাঠান্তর ঃ ।। তিরানব্বই ।।
*আশু পুথিতে বহুল ও কপিলার এই কথোপকথন মূলক প্রসঙ্গ নেই। এই গানটিও অনুপস্থিত। ১ পদটি একক। হয়তো কোনভাবে বিচ্ছিন্ন।

।। চুরানব্বই।।

[১]লাচারী

[২]কপিলা চলিয়া জায়ে শঙ্কর ধিয়ানে পায়ে
অন্ত ধিয়ানে শদাশিব জানে।
একশিরে মহেশর প্রাণে পাইল ডর
গঙ্গা দুর্গা পড়িয়া গেল মনে।।
পাগল হইয়া হরে পার্ব্বতী না দেক্ষে ঘরে
নারদক ডাকিল সুলপানি[২]।
বোলে দেব সুলপানি [৩]সুন ওহে মহামনি[৩]
[৪]বাইক মোর কর অবধান।।
গঙ্গা দুর্গা ৫ দুইজনে [৬]রহিল জাইয়া কুনস্থানে[৬]
[৭]শতরে জাইঞা তাক[৭] আন।
শঙ্করের বচন[৮] সুনি [৯] শতরে চলিল মনি[৯]
[১০] শাজিয়া কতেক দুর জাত্র[১০]।।
[১১]চলিল মনিরাজ খাইবার লইঞা শাজ[১১]
বাশুয়া[১২] দোশের করি[১২] জায়ে।
[১৩]মইধ্য পন্থে মহামনি বাশুয়াকে বোলে বানি
বড় প্রমাদ হৈল শোর।।
গোপ্ত কথা কহ তোকে হাগা পিড়া হৈল মোকে
তুমি জদি না করিবো শোরু।
বিধি বিড়মিল পেট হিড় কিল

ব্রামনের বাহির হৈল ময়েদান[১৩]।।
শঙ্গে তার নাহি [১৪] জল [১৫]হৈলেন বিকল
[১৬] শঙ্কটে পরীল ব্রামন।
[১৭]প্রণাম করিয়া বাসুয়াখানি ব্রামনকে বোলে বানি
বাহির জায় সুন মহামনি[১৭]।।
আমি [১৮] জে তোমার দাশ [১৯]লইব তোমার তলাম[১৯]।
[২০] জায় জায় ভরিয়া দিবো[২০] পানি।
[২১]বাস্থুয়ার বচন সুনি ময়েদানে বশীল মুনি
হুহু শরদে বাইক বোলে[২১]।।
[২২]শঙ্গে তার নাহি জল হৈল মনি বিকল
বাসুয়া না সুনে বাইক বোল।
বাসুয়া পাইলে ছল আনিয়া না দেয়ে জল
ব্রামনকে করে অহংকার[২২]।।
[২৩] ছারীএগ্রা খাইলো মোক লাগিল গররিয়া রোগ[২৩]
[২৪] কুনখানে জাইএগ্রা পাইবো[২৪] জল।
[২৫]শমদ্রেতে আছে পানি[২৫] [২৬] বাইক সুন মহামনি[২৭]
[২৮]গুদ ছেচুড়া [২৮]চল।।
বামুয়ার বচন সুনি [২৯]ক্রোধে জলে মহামান
[৩০] ক্রোধে চলে[৩০] শমুদ্রের তির।
[৩১]গেল মুনি শমদ্রের তির[৩১] [৩২] শমুদ্রতে নাহিনির[৩২]
[৩৩]শমতে বাহিয়া চলে [৩৩] খির।।
[৩৪] শমদ্রতে নাহি পানি [৩৫] মহাদুক্ষি হৈল [৩৫] মনি।
ইন্দ্র [৩৬] রাজক করিলে[৩৬] হংকার।
[৩৭] ইন্দ্রে বরশিল[৩৭] পানি [৩৮] সুদ্ধ হৈল [৩৮]মহামনি।
[৩৯] অদ্যাবধি রহিল খঙ্কার।।
জগত জিবন কোরি বন্দ মনশা দেবি
[৪০] মহাদেব মহেশর বর।

পাঠান্তর ঃ ।। চুরানব্বই ।।

১ ত্রিপদী, ২ নাই, ৩ শুনহ নারদ মুনি, ৪ বাক্য, ৫ দুই রোষে, (গ) পুথিতে দুই বোসে, ৬ কেন তারা বনবাসে, ৭ যাইয়া বুঝায়া তুমি, ৮ নাই, ৯ চলে মুনি তপোবনে, * তপোধনে, ১০ যায়া পথ কত দুর পায়, ১১ লাডুয়া খাবার মন - নিল মুনি তপোধন, (গ) পুথিতে লাডুয়া মারুয়া, ১২ সঙ্গে লেয়া, ১৩ নাই, বদলে-কাঁকাল নড়িয়া গেল পেটের বেদনা হৈলে / শৌচে মুনি করিল গমন (গ) পুথিতে কপাল, ১৪ জন, ১৫ মুনি হৈল, ১৬ সঙ্কটেতে ১৭ নাই, বদলে-বোলে মুনি তপোবন-শুন আমার বচন/বিকল হইল মোর প্রাণ, (গ) পুথিতে মন ; জল আনহ সকাল প্রাণ হইল বিকল / হায় হায় করে তপোবন, (গ) পুথিতে অনে নীর, ১৮ নাই (গ) পুথিতে - তবনিজ দাস, পংক্তিগুলি কিছু পরে আছে; ১৯ না করি উপহাস, ২০ খানিক থাকহ আনি, ২১ নাই, বদলে - মহামুখে বামুয়া-বাক্য বোলে হাসিয়া / বাহ্যতে যান মহামুনি, ২২ নাই, বদলে বাসুয়ার বচনে বাহ্য বৈসে ব্রাহ্মণে/হুহুঙ্কার করি মারে ঠার, (গ) পুথিতে যায় মার, জল দেহ ওরে শুন -বাসুয়া বেটা দুর্জন/করে নানা মত অহঙ্কার, ২৩ ভোজনে যখন বৈস-ছাড়ি কেনে না খাইস, ২৪ কোথাতে পাইব আমি, ২৫

চল সাগরের তীর, ২৬ নাই, ২৭ বর (লাইন দুটি আগে পরে আছে), ২৮ কোচে মুছা দিয়া মুনি (গ) পুথিতে কচিমোছ, ২৯ চলিলা নারদ, ৩০ দায় গিয়া, ৩১ সমস্থ সে সাগর, (গ) পুথি সমস্তেক ৩২ নাই, বদলে দেখিলেন মুনিবর, ৩৩ রহে তাতে সমস্তেক, ৩৪ সিন্ধত্ ৩৫ দুঃখিত মহা, ৩৬ কে করেন, ৩৭ ইন্দ্র দিলেন, ৩৮ শৌচ কৈল (গ) পুথি শোচন করিলা, ৩৯ বাহ্যের, ৪০ অষ্ট নাগ অধিকারী...

।। পঁচানব্বই।।

[১] চলে মুনিগো চলে মুনি শিব দরশনে...ধু[১]

দেখিয়া শাগর[২] খান[৩] নারদের মন নহে থির[৩]।
দুধ ভরা শাগর[৪] খান [৫] শমস্ত থির[৫]।।
ফিরিয়া নারদ মুনি [৬] গোশাঞির কাছে জায়ে।
প্রণাম করিয়া[৭] বাইক চরনে [৭] জানায়ে।।
[৮]করিবাক গেনু[৮] মামা মামির তলাশ।
[৯] অদভূত দেখি [৯] এক [১০] কম্ম উপি হাশ্য[১০]।।
[১১]দেখিতে গেইনু মামা শমুদ্রের[১১] তির।
[১২] দুধ ভরা শাগর [১৩] খান শমস্ত [১৪] বহে খির।।
নারদের [১৫] বচনে হর [১৬] প্রতয়ে না [১৭] জায়ে।
[১৮]শিনানের ছলে[১৯] হর দেখিবাবে [১৯] জায়ে।।
জাইঞা পাইল[১৯] হর দেখিবার[১৯] জায়ে।
জাইঞা পাইল হর [২০] শমুদ্রের তির।।
শাতখান [২১] শমুদ্র শমস্ত [২২] বহে খির।
[২৩] গোশাঞি বোলে[২৪] ই কম্ম করিলে কুন জন।।
[২৫] ধিয়ান করিয়া [২৬] দেখে দেব তিলক চন্দ[২৬]।
বহল চুশিয়া খাইলে শাত শমুদ্রেব[২৭] নির।।
[২৮] কোপিলায়ে শাত শমুদ্র [২৮] ভরাইল খির।
ডাকিয়া [২৯] আনিবো আজি ত্রিশালি[২৯] দেবগন।।
[৩০] যুগ্বতা বিচারে বিন্দু [৩০] [৩১] করিবো [৩২] মথন।
জগতদিবন কোরি মনশার দাশ।।
[৩৩]পদবন্দে পঞ্চালি করিয়া প্রকাশ[৩৩]।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচানব্বই ।।

ধুয়া দেখিয়া সাগর মুনি ওহোও করিল গমন, ২ নাই, ৩ মুনি হৈল চমকিত, ৪ নাই, ৫ মুনি দেখে বিপরীত, ৬ শিবস্থানে, ৭ মুনি বচন, ৮ আনিবার গেলু, ৯ অদ্ভুত দেখিল, ১০ কথা উপহাস, ১১ যাইয়া পাইল আমি জলনিধির, ১২ জলনিধি, ১৩ নাই, ১৪ হৈল, ১৫ বোলে, ১৬ প্রতীত, ১৭ পায়, ১৮ স্নান করিবার, ১৯ ছলে শীঘ্রগতি, ২০ সাগরের, ২১ সাগর, ২২ রহে, ২৩ শিব, ২৪ এমত, ২৫ ধ্যান, ২৬ তবে দেখেন ত্রিলোচন, ২৭ মনোহর ছাপান কৈল সাগরের, (গ) পুথিতে মনোরথ, ২৮ কপিলা সমস্থ সিন্ধু, ২৯ আনিল হর যত, ৩০ যুক্তি করি সাত সিন্ধু, ৩১ করিল, ৩২ মন্থন, ৩৩ গ্রাম কুচিয়ামোড় যাহার নিবাস, (গ) পুথিতে.... ছন্দে পাচালি করিল পরকাশ

।। ছিয়ানব্বই।।

[১] আজি মহন মহিল রে...ধুয়া

[২]ডাকিয়া আনিল[২] হর জত দেবগন।
[৩]খির নদি[৩] শাগর খান[৪] করিবো মথন[৪]।।
[৫]ধরনি করিলে হর মথনের হাড়ি।
হিয়াগিরি প্রবত করে মথনের ডাড়ি।।
বাশুকি করিলে হর মহনের দাড়ি।
আশনে বশিল তবে ধড়মড় করি।।
মথান ধরিল হর করিল মন৫।
দুই [৬] দিগে ধরিয়া[৬] টানে [৭] ত্রিশালি দেবাগন[৭]।।
প্রথমে [৮] কুম্ভিরের নামে ঝুড়িল [৯] ময়ন।
লক্ষি [১০] শরেশতী জাম্মিল [১০] দুইজন।।
[১১]ইন্দ্র বুলিয়া পাছে [১২] জুড়িল মহান[১২]।
[১৩] উস্ট পুব্ব এক ঘোড়া জন্মিল তখন[১৩]।।
[১৪]চোঞ্জসর্জ উপজিল [১৪] লোকের করে হিত।
দেবতার [১৫] নামে [১৬] হৈল ঘ্রিত [১৬] অম্রিত।।
আপন [১৭] বুলিয়া পাছে মথন দিল ঈশ্য[১৭]।
জম্মিয়া উঠিল তাতে কাল[১৮] কুটী বিশ্য[১৮]।।
[১৯]শোকল শঙ্গশার [১৯] বিশ [২০] জিনিয়া শেজায়ে[২০]।
দেখিয়া দেবতাগন মহা [২১] ভোয়ে পাত্র [২১]।।
দেবতার বিকল দেখিয়া দিগবাশ।
গন্ডুশ[২২] বুলিয়া বিশ করিলে [২৩] গরাশ[২৩]।।
কাটকুটী [২৪] বিশ [২৫] জারিতে না পারে [২৬] মহেশরা।
[২৭]ভুলিয়া পড়িল [২৮] হর ধরনির [২৯] উপর।।
দেখিয়া দেবতাগণ করে [৩০] হায়ে হায়ে।
[৩১]নস্ট হৈল রাইজ ভার কি করি উপায়ে।।
শোকল দেবতাগণ জুগুতী করিয়া
গঙ্গা দুর্গাক ডাকিতে মুনিক দিলেন পঠাইঞা।।
জানাইতে চনিল নারদ মুনিবর।
শতরে জাইঞা মুনি দিলেন খরব[৩১]।।
সুন সুন মামি[৩২] তোমার [৩৩] গ্রিহের খরব[৩৩]।
[৩৪]বিশ [৩৫]খাইঞা [৩৬]ডরিয়া পড়িল মহেশর[৩৬]।।
[৩৭]কি কর গঙ্গা দুর্গা নিচন্তে বশিয়া।
তোমার প্রাণের পতী গেলেন ছারীয়া[৩৭]।।

[৩৮]জগত জিবন গায়ে মধু রশ বানি।
শিবের নিমস্তে একবার বোলো হরিধ্বনি[৩৮]।।

পাঠান্তর ছিয়ানব্বই ঃ

১ ও লোয় লোয়রে আমার রাঘবের নাম বদন ভরিয়া, গ) পুথিতে নাই,/সকল দেবতাগণ যক্তি করি যাইয়া (ক) পুথিতৈ করিয়া / মন্থত্র সাগরখান একত্র হইয়া, ২ যুক্তি করিয়া, ৩ দধি, ৪ জুড়িলেন মন্থন, ৫ নাই, ৬ জন ধার, ৭ সুরাসুর, ৮ কৃষ্ণের, ৯ মন্থন, ১০ আর সরস্বতী হইল, ১১ ইন্দ্রের, ১২ মন্থন জুড়িল, ১৩ নাই, বদলে নর্তকী অপ্সরাগণ তাতে উপজিল, ১৪ জন্মিল চন্দ্র, ১৫ নাই, আছে সমস্থ, ১৬ জন্মিল, ১৭ নামে মন্থন জুড়িল মহেশ, ১৮ কূট বিষ, ১৯ সকল সংসারে, ২০ জীর্ণ করি যায়, ২১ ভয় পায়, ২২ করিয়া, ২৩.... লেন গ্রাস, ২৪ কূট, ২৫ (গ) পুথিতে দাবিতে, ২৬ মহেশ্বর, ২৭ টলিয়া, ২৮ দেব, ২৯ র নাই, ৩০ হায় হায়, ৩১ নাই, বদলে গঙ্গা-দুর্গা দুইজনকে নারদে জানায়, ৩২ তুমার, ৩৩ ত্রিদশ ঈশ্বর, ৩৪ আগে, কালকূট, ৩৫ খায়া, ৩৬ টলিল মহেশ্বর, ৩৭ নাই, ৩৮ ভণিতা ভিন্ন - জগত জীবন কবি মনসার দাস/পদছন্দে পাচালি করিল পরিকাশ

।। সাতানব্বই।।

[১] লাচারী

সুনিয়া মুনির কথা গঙ্গার [২] মনে [৩] বেথা
দুর্গার মরমে [৪] মহা দুঃখ।
[৫] সুন সুন গঙ্গা বাই[৫] মরন কালতে জাই
[৬]জাইএ্রা দেখি ইশরের মুক[৬]।
চলে ৭ গঙ্গা ৮ সুবেধনি ৯ চলে দেবি৯ ত্রিনয়নি
গোশাঞির কাছে ১০ হৈল উপস্থিত১০।
দেক্ষিয়া শিবের ১১ মুক গঙ্গার ১২ মনে* দুঃখ
প্রাবতি১৩ ভাবে বিপরিত।
১৪ম্রিত্তু হইল সুলপানি কান্দে গঙ্গা সুরে ধনি
দুর্গা বোলে না হইবে ভাল১৪
কি কর্ম্ম ১৫ করিল ইশ ১৬ শিজ্জন করিল ১৬বিশ
১৭ নিস্মাইল আপনার কাল।
গঙ্গা আর প্রাবতী ১৮ এ দুই ১৯ জুবতী
২০ কান্দে বশি শিরে দিয়া হাত।
পৈদ্দার শঙ্গে করিয়া দন্দ শেই দোশে হৈল মন্দ
শিরে আমার পেল অবঘাত।।
কান্দে দেবি পারবতী বিকল আমার গতী
আজ মোকে করিল অনাত।
তোমার জতেক গুন মনে জলে মোর আগুন
কি দোষে ছারিল প্রাণ নাথ ।।
বোলে দেবি পার্ব্বতি কি হইল আমার গতি

হেলা তে হারাইল গুননিধি।
তুমি বিনে ঘর দ্বার শোরে দেক্ষু অন্ধকার
নিদয়া নিষ্ঠুর বড় বিধি।।
কান্দে দেবি পারবতী না পাইবো প্রাণপতী
তোমার শোগে আমার মরন।
বিনিয় বিনিয় কান্দে মুক্তা কেশ নাহি বান্দে
ধরি কান্দে শিবের চরন।।
চরন ধরিয়া পড়ে ভূমে দেবি গইড় পাড়ে
অস্টখানি চুর করে হিয়া ।
ধরনি লটাইয়া গায় কান্দিছে কাতীকের মায়
মস্তক ধাকুড়ে শেল দিয়া [২১]।।

পাঠান্তর ঃ ।।সাতানব্বই ।।
১ ত্রিপদী-কোল পুথিতেই ধুয়া নেহ, ২ র নাই, ৩ পায় ব্যাথা, ৪ হইল, ৫ চল গঙ্গা শিব ঠাই, ৬ দেকিতে শঙ্করের মখ,.৭ দেবী, ৮ সুরধুনী, ৯ চলিলেন, ১০ উপস্থিত, ১১ মুখ, ১২ র নেই, * হৈল, ১৩ ভাবেন, ১৪ নাই, বদলে - পার্ব্বতী বোলেন বানী - শুন প্রভু শূলপানি (গ) পুথি‍ে ওহে, কালকূট খায়া তুমি মেলে, (গ) পুতি‍ে খাও তুমি কেনে, মন্থনের পায়াদিন কেনে হৈলা মতিহীন/আমা সভার গতি এই কেলে ১৫ করিলেন, ১৬ ভুখলেন কেনে, ১৭ জন্মিল, ১৮ এই, ১৯ রূপবতী, ২০ নাই, বদলে, আমা সভার হবে কুন হাল, (গ) পুথিতে উপায়, ২১ ভনিতার শেষাংশেও আছে - অষ্টনাগ অধিকারী জয়ৎকার মুনির নারী/সেবকে হইবে বরদাতা

।।আটানব্বই।।

প্রানপিয়া কথায়ে ছারীএগ্র গেল গেল .... ধুয়া১

২ কান্দে পার্ব্বতি দেবি ৩ ধরিয়া শিবের ৪পায়।
বিনা দোশে ৫ প্রাননাত ৬ ছারীয়া পলায়৬।
তোমার ৭ য়ভাবে প্রভু আমার কিবা গতী।
৮অনাত হইল মোর৯ কাতী গনপতী।
১০ হিয়া মোর বিদরে ১১ সুহরিয়া ১২ জতগুন।
জেমত ১৩ ভাঙ্গীয়া পড়ে নদির ১৪ দারুন।
দেখিয়া তোমার রূপ ১৫ থির নহে মন১৫।
১৬ উজান ধরিল নদি ১৬ নয়ানের ১৭ জল।
১৮ত্রিশালি দেবতা কান্দে আর প্রেতভূত।
লহার নড়ি কান্দে করি কান্দে জমধুত।
গোঙ্গার কানুনে কান্দে ডাকুর মহানন্দ১৮।
১৯ ম্রিগ্য পইক্ষ ২০ লতাতরু ২১ শোবারে কন্দন২১।
২২দুর্গার বিকল দেখি ২২ বিষ্ণু পুরন্দর।
২৩শিরস্টী ২৪ বিনাশ জদি না জিয়ে শঙ্কর।
২৫ নারদে বোলেন ২৬ বাইক সুন ২৭ চক্রপানি।

ব্রামনের ঘরে আছে ২৮জয়ে ব্রহ্মানি২৮।
ব্রম্ভানি ডাকিয়া ২৯ আনহ ব্রমা বর।
৩১শোহিলে করিবে ত্রান জিয়াবে শঙ্কর৩১।

পাঠান্তর ঃ ।। আটানব্বই ।।

১ কান্দেন জগত মাতা ওহোও বিকল হইয়া - ধু, ২ কান্দেন, ৩ নাই, ৪ পাঅ, ৬ মোকে ছাড়্যা যাঅ, ৭ মরনে, ৮ অনাথ, ৯ কার্ত্তিক, ১০ প্রাণ, ১১ শরিয়া, ১২ তব, ১৩ ধ্বশিয়া, (গ) পুথিতে করিয়া, ১৪দোকল, (গ) পুথি দুকুল, ১৫ প্রাণ নহে স্থির, ১৬ যেমন সাগর বহে, ১৭ নার, ১৮ নাই, বদলে, দুর্গার ক্রন্দনে কান্দে যত দেবগন, ১৯ পশুপক্ষ, ২০ তরুলতা, ২১ সাগর রোদন, ২২ দুর্গা দেবী বোলে, ব্রহ্মা, ২৩ সৃষ্টি, ২৪ নাশ করি, ২৫ নারদন, ২৬ নাই, ২৭ আগে দেব আচে, ২৮ পদ্মা ঠাকুরানী, ২৯ আন, ৩০ শুন মহাশয়, ৩১ নাই, ভণিতা নেই, আশুতোষ দাশ একে "লিপিকরের অনবধানতা" বলেছেন । উল্লেখ্য আমাদের পুথিতেও ভণিতা নাই ও পদ শেষ হয় নাই। ভণিতাটি আশু পুথি থেকে নেওয়া।

।। নিরানব্বই।।

* চলিল দেবতাগণ ব্রাহ্মণের বাড়ি... ধুয়া

ব্রহ্মা বোলে সুন কোথা জায় মুনিবর।
ব্রহ্মানিক ডাকিয়ান জিয়াও মহেশর।।
ত্রিশালি দেবতার বাইকে চলে মুনিরাজ।
বিদাই হইয়া চলে দেবের শমাজ।।
শতর করিয়া চলিল মুনিবর।
শপন দেখিল পৈদ্দা ব্রাম্ভনের ঘর।।১
শিবের মরন সুনি ব্রহ্মানি বিকল।
ব্রাহ্মনের ঘরে পৈদ্দা দেখে কুমঙ্গল।।
দখিন লচন নাচে স্থির নহে ৪ মন।
প্রভাত বিকাশে পৈদ্দার বৈয়াকুল হয়ে মন।৫
৬ ধিয়ান করিয়া ৭ দেক্ষে পদম কুম্ভারি।।
বিশ ৯ খাইএগ্রা ১০ ডলিয়া পড়িল ত্রিপুরারি।
পৈদ্দা বোলে ব্রাহ্মণ ১১ বিদাই আমার।।
১৪ ব্রাহ্মণ বোলেন চেড়ি জায় কুন স্থানে।।
পৈদ্দা বোলে জাবো আমি পিতা দরশনে।১৪
বিশ ১৫ খাইএগ্রা ১৬ ঢলিয়া পড়িল মহেশ্বর।
১৭শতরে জাইবো আমি পিতার গোচরে।।১৭
১৮ব্রাহ্মন ১৯বোলেন ২০ শঙ্করের হয় তুমি ২০ কে।
২১ নিচয়ে করিয়া আমাক পরিচত্র দে।।
পৈদ্দা বোলে হই আমি ২৩ শঙ্করের ঝিয়ারি।
বাপে রাখিয়াছে নাম ১৪ পদম কুমারি২৪।।

কপালের ২৫ লিখন পুব্বের ২৬ অভিস্রাপ।
বিশম অরন ২৭ মইধ্যে খুইয়া গেল বাপ।।
ব্রামন বোলেন মায় না ২১ চানিনু ৩০ তোক।
ধনজন আশীব্বাদ দিয়া ৩১ জায় মোকো।।
পৈদ্দা বোলে ব্রামন তোমাকে দিনু বর।
পুত্ররাজ৩৪ হউক ৩৫ তোর ধনে ভরুক ঘর।।
৩৬ বিদাই হইয়া ৩৬ পৈদ্দা করিলো গমন।
৩৭ মইধ্য পন্থে মুনির শঙ্গে হৈল দরশন।
জাত জীবন করি মনসার দাস।
পদ হদে পাচালি করিল পরকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। নিরানব্বই ।।
১ নাই, ২ দেখি, ৩ বাড়ি (গ) পুথিতেও ঘরে, ৪ চিত্ত, ৫ সময়ে স্বপ্ন দেখে বিপরীত, ৬ ধ্যান করি, ৭ চহে পদ্মা, ৮ শিবের কমারী, ৯ যায়া, ১০ প্রলিয়া, ১১ (গ) পুথিতে কুমার, ১২ তুমার, ১৩ বিদায়, ১৪ নাই, ১৫ খায়া, ১৬ ইলিয়া, ১৭ নাই, তাহার উদ্দেশ্যে যাই এ দধিসাগর (গ) পুথিতে জাবো, ১৮ বিপ্র, ১৯ বোশে, ২০ তুমি শঙ্করের বট, ২১ নিশ্চয়, ২২ পুছি, ২৩ শিবের, ২৪ জয় বিষহরি, ২৫ লেখন, ২৬ মহাপাপে, ২৭ মাঝে, ২৮ বাপে, ২৯ চিহিলু, (গ) পুথিতে চিহিনু, ৩০ তোকে, ৩১ যাহ, ৩২ মোকে, ৩৩ দিলু, ৩৪ নাই, ৩৫ তুমার, ৩৬ আশীর্ব্বাদ দিয়া ৩৭ নাই *ভণিতা আশু পুথি থেকে নেওয়া ।

।। একশ ।।

মুনির শঙ্গে শতরে চলিল পদুমাই।
শমুক্ষে দেখিল জাইঞা ত্রিদেশের গোশাই।।
উক্র শিউরে শিব তেজিছে জিবন।
মনে মনে বোলে পৈদ্দা জিয়াবো এহিখন।।
জিয়ায় জিয়ায় পৌদ্দাকে বোলে দেবগণ।
পৈদ্দা বোলে জিআয় ত্রিশালি দেবগণ।
দেবগনে বোলে পৈদ্দা কেনে দেয় লাজ।।
জিয়াইতে না কারি দেবের দেব রাজ।
পৈদ্দা বোলে গঙ্গা দেবি সুনহ শতাই।।
জীয়াইতে পার নাকি তোমাক শদাই।
গঙ্গা বোলে নিস্টকথা সুন বিশহরি।।
তোমার পিতাক আমি জিয়াইতে না পারি।
পৈদ্দা বোলে পিতা মোক আনিছে জক্ষন বাড়ি।।
মার মার করিয়া ডাকে এই নিরাশি রাড়ি।
দোঙা তারি গঙ্গা তুঞি না পারিশ জিয়াবার।।
এই মক্ষে দুর্গাক বুলিশ মারিবার।।
হস্তরে শহিতে উঠিল তোমার খঙ্কার।।

য়হি পাপে মারিল ইশর শঙ্কর।
গঙ্গা বোলে পৌদ্দু মহি ধর দুই পায়।।
এমত অধিক না বোলো আর মায়।
পৈদ্দা বোলে গাল তোর বুঝিনু সুর ধনি।।
কে জানি জিয়াইতে পারে দেবি ত্রিনখানি।
পৈদ্দা বোলে সুন কথা পাব্বতী শতাই।।
বাপুকে জিয়াইতে পার তোমাক শদাই।
দুর্গা বোলে বাছা জদি জিয়াইতে পারি।।
তবে কেনে ডাকি তোমাক সুন বিশহরি।
পৈদ্দা বোলে জিয়াইতে না পার পার্ব্বতী।।
তবে কেনে কৈল আমার এতেক দুরগতী।
জত দুক্ষ দিল মোকে করিয়া অপমান।।
এহি দুক্ষ ঘুজাইব আজি শভা বিদ্বামান।
এহি কথা মনে মনে বোলে পদু মাই।।
জিয়াইতে না কারি সুন পার্ব্বতী শতাই।
পৈদ্দা বোলে মোর কোথা ধর পার্ব্বতী।।
তবে শে জিয়াইব দেব পসুপতী।
দিমাগ বরে নাচ জদি দেবের শমাজ।।
তবে শে জিয়াইব শকর দেবরাজ।
দিয়ামবরে হায়া দেবি গেইলো প্রব্বতে।।
শাতালির শাত ডাল আনিলো শাক্ষাতে।
দিমাগ বরে নাচে দেবি দেবের শমাজে।।
দুর্গা বোলে পৈদ্দাবতী না কর জঙ্গাল।
মোর লইজা হৈলে তোমার হয়ে ভাল।।
এক ত্রির লাজ হৈলে দশস্ত্রির লাজ।
দিমাগবরে রাক্ষ মোকে দেবের শমাজ।।
লইজা পাইএগ্রা পৈদ্দাবতী বুলিছে উতর।
বস্ত্র পইরিয়া বৈশ্য শভার ভিতর।
দুর্গা বোলে মনে দুক্ষ না ভাব ব্রহ্মানি।।
জিয়াইয়া দেহবাছা দের সুলপানি।
দুর্গা বোলে পদ্মবাই মিনতী আমার।
তোমার পিতার তুমি কর প্রতীকার।
জগত জীবন করি মনসার মাএগ্রা।
করিবে ব্রহ্মানী মাতা নায়েকেরে দয়া।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ।।

এই গানটি আশু পুথিতে নাই ।

।। একশ এক ।।

চিআঅ চিআঅ শঙ্কর মাতা প্রভু চিআয়
চিআঅ...ধুয়া

দেবতা ১ শোকল বোলে পদম কুমারি।
২ দেহ জিব দান তুমি ২ দেব ত্রিপুরারি।।
৩ শতরে মানিলো ৩ পৈদ্দা দেবের বচন।
মোহ্য মন্ত্রে ঝাড়িয়া জিয়াত্র ৪ তিলক চন্দ।।
৫ উতর শিওরে ৬ পৈদ্দা রাখিলেন ৬ ইশ।
৭ ততলা মন্ত্ররে ৭ পৈদ্দা ৮ ঝাড়িলেন ইশ।।
ব্রহ্মা৯ গ্যিনে পৈদা ১০ বতি ১১ মারিলে হুংকার।
কালকুট গরল১১ বিশ হৈল ছারখার।।
কালকুট গরল১৩ বিশ হৈয়া গেল নাশ।
উঠিয়া শঙ্করদেব চাহে১৪ চতুপাশ।।
আনন্দ হৈয়া নাচে জত দেবগণ।
শগ্য মও১৫ ত্রিভুবনে আছে ১৫ জত মন।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাচে আর শচী ১৬ পুরন্দর।
১৭অসুর অমর নাচে আর গোদাধর।।
ডাকুর মহানন্দ নাচে আর সুরপতী১৭।
গঙ্গা দুর্গা নাচে আর ১৮ কাতীক গণপতী১৮।
গন্ধর্ব কিন্নর ১৯ নাচে ২০ আর প্রেভভূত।।
পহ্যরলড়ি ২১ কান্দে২২ করি২২ নাচে জমধুত।।
জতেক দেবতাগণ ২৩ নাচে শরি শারি।
না নাচে শমাজ মধ্যে শঙ্কর ঝিয়ারি।
জগত জিবন কোবি মনশার দাশ।
পদবন্ধে ২৪ পঞ্চালি করিয়া প্রকাশ ২৪।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ এক ।।

** দুটি ধ্রুবপদ আছে - একটি আশু পুথি থেকে সংকলিত হল। আর ধ্রুবপদটি হল চৈতন্য হইয়া উঠদেব ঈশ্বর, (গ) পুথিতে এই ধ্রুবপদগুলি নেই এর পরবর্তী দুটি লাইন (গ) পুথিতে ধ্রুবপদ হিসাবে আছে -দেবের দেবতা তুমি উঠ ব্রহ্মজ্ঞানে। আপনা না চিহ্ন সুর মুনি না পায় ধ্যানে। আশু বাবু একে লিপিকর প্রমাদ বলেছেন। ১ সমস্ত, ২০ তুমি জিএগ্রাহ বাছা, ৩ সত্বরে পালিল, ৪ ত্রিলোচন, ৫ উত্তর, ৬ রাখে ত্রিদশের, (ক) পুথিতে ত্রিদশ ঈশ্বর, ৭ তন্ত্রে মন্ত্রে, ৮ বতী বিনাশিল (গ) পুথিতে বিনাশয়, ৯ জ্ঞানে, ১০ নাই, ১১ মারিল, ১২

নাই, ১৩ নাই, (গ) পুথিতে এই পদুটি নাই, আশু বাবু একে লিপিকর প্রমাদ বলতে চয়েছেন, ১৪ চারিপাশ, ১৫ পাতালে নাচেন, ১৬ সুরপাত, ১৭ নাই, ১৮ লক্ষ্মী সরস্বতী, ১৯ গণ, ২০ নাই, ২১ ডাঙ, ২২ লৈয়া কান্ধে, ২৩ মাঝে (গ) পুথিতে নানা মত করি নাচে শঙ্কর ঝিয়ারি, ২৪ ছন্দে পাচালি করিল পরকাশ

।। একশ দুই ।।

ও মায় বিশহরি তুমি তরালে তরি
এখন তরাইয়া লেয় বিশহরি......ধু

আনন্দে শমাজে নাচে ত্রিশালি দেবগণ।
দুক্ষ মনে রহে পৈদ্দা না করে নাচন।।
শিববোলে সুন বাছা ঝিউ ব্রহ্মানি।
আইশ দেক্ষি দেখ তোর চান্দ মুখ খানি।।
কোলে বশাইল হরে দেবি বিশহরি।
চুমন করিয়া বাইক পুছে শারি শারি।।
শিব বোলে পৈদ্দামকে কহ বিবরণ।
শভা মইধ্যে অভিমান কর কি কারন।।
কেবা মন্দ বুলিছে শভারু ভিতর।
এই খুনি আমি তার পাঠাই জমঘর।।
পৈদ্দা বোলে মন্দ মোকে কে বুলিতে পারে।
অরন বাশ দিল বাপু জঙ্গলের ভিতরে।
মাঙ্গীয়া চাহিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।
আমার শ্যামি নাহিজে রহি তার ঘরে।।
বিভা করি দেয় মোকে দেব ত্রিয়ান।
শঙ্কর নন্দনি দেবি এই য়ভিমান।।
শিবে বোলে সুন বাছ জয় ব্রহ্মানি।
শভা মইধে আছে জত শির শুঙ্গমনি।।
ত্রিশালি দেবতার শমাজ বশিয়াছে আজি।
শোভা মইধ্যে কর শ্যামি জাক তোমার রাজি।।
পৈদ্দা বোলে সুন বাপু ক্রমত নাকি হয়ে।
তুমি কন্যা কর দান জাক তোমার মনে লয়ে।।
হেনকালে বুলিলেন বাসুকি তইক্ষক।
বিভা দেয় পৈদ্দাবতীকে বুলিলে শিবক।।
বাসুকির কথা সুনি শিবের পরীল মনে।
জটতকার মুনিক ডাকিল তৎইক্ষনে।।
শরন্যের ঘট বারি থাপিলেন আগে।

বশিল জন্টতমনি পৈদ্দা বাম ভাগে।।
সুবই ক্ষনে মহেণ কোন্যা করে দান।
তার পাছে মহেশর শবন্য বস্ত্র করে দান।।
বিভা দিয়া মহেশর গ্রাম করে দান।
ময়নাবতী গ্রাম পৈদ্দাক করে দান।।
জামাতাকে দিল দান মএনাবড়ু রাজা।
শমতে করিবা তুমি পদুমাইর পুজা।।
মুনি পৈদ্দায়ে বিভা ত্রিজগতে সুনি।
সুরনারি গনে করে জয়ে ধুনি।।
দুইজনার কাপড়ে বান্ধিল লগন গাঢ়ী।
মস্তকে আশিয়া ইন্দ্র ছিটাইল পানি।
বেদ পড়ে বম্মা মন্ত্র পড়ে হরিহর।।
সুর নারিগনে করে উলুলু মঙ্গল।।
দান দিতে পাব্বতি করিলেন মন।
হস্তের খুলিয়া দিলে দুই মটা কাঙ্কন।।
গঙ্গা দেবি করে দান পরিধনের শাড়ি।
ডাকুর মহানন্দ দিলে লউকা চারি কড়ি।।
দিতে চাহিলে দান নারদ মুনিবর।

দিলে বা না দিলে দান কহিলে বিস্তর।
ত্রিশালি দেবতা জত আছিল ঠাই।।
শমস্তে জউতক দিলে লেক্ষা জক্ষা নাই।
তার পাছে দিলে দান মায় সুবচনি।।
এক ফোট শেদুর দিলে চক্ষের পড়ে পানি।
তার পাছে দান দিলে নিন্দ্রা দেবির ঘর।।
ধুকুড়ি চারি নিন্দ দিলে চক্ষের উপর।
জটত করি বোলে কন্যা সুন বিশহরি।।
মোর মত করে কম্ম তবে মোর নারি।
শিব বোলে সুন কথা বিঝউ পদু মাই।।
শভা বিদ্দমানে তোকে কি বুলে জামাই।
শিবের চরেন দুই করে নমস্কার।।
জিয় জিয় আশিব্বাদ বোলোয়ে লইক্ষবার।
বিভা দিয়া ঝিউ জাগুহিক করিলে বিদাত্র।।
জগত জিবন কোবি বিরচীয়া গাত্র।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ দুই ।।

১ ধ্রুবপদ নাই, ত্রিপদীতে লেখা, প্রসঙ্গ মনসার বিবাহ, আশু পুথির পাঠ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

।। একশ তিন ।।

১ চলে মুনিগো মুনিগো চলে মুনি শাগরের কুলে হে... ধু

২ বিভায় করিয়া মুনি না থাকিল রইয়া২।
৩ বিদাই হইয়া চলে শাগরক লাগিয়া৩।।
শাগরের কুলে ৪ বঞ্চে আনন্দীত হৈঞা।
৫শাগরের কুলে থাকে মন্দীরে শমাইঞা৫।।
শাগরের কুলে মনি ৬ বঞ্চে মহা সুকে।
শঙ্কর নন্দনির ৭ শঙ্গে ৮ হাশ্য ৯কোউতকে।।
রিতুবতী হৈল১০ এখন হরের ১১ নন্দনি।
সেইখানে ১২ রিতু রইক্ষা ডরে মহামনি।।
মনি বোলে সুন কথা ১৩ শঙ্কর ঝিয়ারি।
চলহ আমরা জাই আপনার ১৪ বাড়ি১৫।।
আগে আগে মুনি ১৬ জায়ে পৈদ্দা ১৭ জায়ে পাছে।
১৮জাইঞা বশিল মুনি ১৮ সরোবরের তির ১৯।।
ব্রমানি শহিতে মনি শেই খানে হৈল থির২০।।
মন্দ২১ নিম্মল দখিনা বহে বায়২১।
শেহি খানে মহামুনির জুড়াইল গায়২২।।
মুনি বোলে পৈদ্দবতী ২৩ রহি ত্রহি ঠাঞি।
তরূত২৪ তলায়ে ২৫ খানিক সুইয়া ২৫ নিদ্রা জাই।।
পৈদ্দার ২৬ অরূত মনি ২৭ করিলে শিখরু।
তরূ তলায়ে ২৮ নিদ্রা জায়ে ২৮ মনিবর।।
আশাড় শ্রাবণ মাশে ২৯ গাঙ্গাত বহে নিরু২৯।
৩০হুলুথুল বহে নদি গাহির ভম্ভির৩০।।
চেঙ্গ বেঙ্গ৩১ উজাত্র এ মইছ মগরু৩১।
৩১ তাক দেখিয়া পৈদ্দার মন ৩৩ শরর।।
৩৪ চেঙ্গ বেঙ্গ মাইচ উজাত্র করিয়া খন খন।
তাহাকে দেখিয়া পৈদ্দার স্থির নহে মন৩৪।।
৩৫ ধির করিয়া ৩৬ অরূ৩৭ ঠানিলে ব্রম্মানি।
৩৮শেহি খনে চইতন পাইলে ৩৮ মহামুনি।।
৪০চেঙ্গ বেঙ্গ মইছ মগর ধরিয়া সে খায়ে৪০।
দেখিয়া ৪১ মহামনি লাগিল ভাবিবার৪১।।
৪২ ত্রহি নারি ৪৩ করিবে ৪৪ মোর ৪৫ কুলত খঙ্কার৪৫।

৪৬চেঙ্গ বেঙ্গ খাইএগ পৈদ্দার তুস্ট হৈল মন৪৬।।
৪৭ শ্যামির কাছে পৈদ্দাবতী করিলে গমন৪৭।।
৪৮ শ্যামি শ্যামি ৪৯ করিয়া ডাকে শঙ্কর নন্দনি।
৫০ শন্ধ্যা শময়ে ৫০ হৈল উঠ মহামনি।।
৫১ মুনি বোলে সুন পৈদ্দা আমার বচন ৫১।
কেনেরে ৫২ চন্ডাধনি মোকে ৫৩ করিল চইতন৫৪।।
প্রথমে সুন্দরি মোকে ৫৪ দিলা মন শোগ ৫৪।
আঙ্গিকার ৫৫ করিয়া ছারীএগ জাইম ৫৫ তোক।।
৫৬ ততইক্ষনে ছারীয়া ৫৭ পলাইল মনিবর৫৭।
৫৮পৈদ্দা রহিল শেহি গহনের ভিতর৫৮।।
৫৯ পৈদ্দার আদেশ গিত পাইল শপন।
রোচিল পৈদ্দার বরে জগত জিবন ৫৯।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তিন ।।

১ ধুয়া ও জানকীনাথ আমার আসরে আস/তুমার বন্দনা করি রামহে, (গ) পুথির ধুয়া - চিন্তা করিল মহামুনি করল গমন, ২ বিভা করি সঙ্গে লৈয়া পঙ্কর তনয়া, ৩ নাই, ৪ বেসে, ৫ নাই, ৬ রহে, ৭ র নাই, ৮ সুরতি, ৯ কৌতুকে, ১০ দেবী, ১১ নন্দিনী, ১২ কালে, ১৩ শিবের, ১৪ র নাই, ১৫ পুরী, ১৬, ১৭-যায়, ১৮ যায়া পাইল এক, ১৯ সরোবর তীরে, (গ) পুথিতেউত্তম সে সরোবর তরছায়া ঘন, ২০ নাই, ২১ বহে, তথা মলয় সমীরে, ২২ নাই, ২৩ রহ, ২৪ তলে, ২৫ শুএগ আমি কিছু, ২৬ উরুতে, ২৭ করি, ২৮ নিদ্রাত পড়িল, ২৯ বহে নদীর জল, ৩০ নাই, বদলে চেঙ্গ বেঙ্গ মৎস্য সব করে ফলখল, ৩১ মৎস্য সব উজায় সকল, (গ) পুথিতে... করে খল খল, ৩২ নাই, ৩৩ করে কলবল, (গ) পুথিতে কলকল, ৩৪ নাই, ৩৫ ধীরে ধীরে, ৩৬ উর, ৩৭ টানি নিল, ৩৮ সেইকালে চেতন হইল, ৩৯ আনন্দিত মনসা, ৪০ ধরিয়া ধরিয়া সর্প চেঙ্গ বেঙ্গ খায়, ৪১ মুনির মেন হৈল চমৎকার, ৪২ এই, ৪৩ করিবেক, ৪৪ নাই, ৪৫ কুলের খাঁখার, ৪৬ নাই, বদলে, সর্পগণ চরায়া দেবী চাহে পাদু পানে।৪৭ নাই, বদলে, ফিরিয়া আইলা পদ্মা স্বামী যেই স্থানে, ৪৮ স্বামী, স্বামী, ৪৯ বোলি (গ) পুথিতেকরি, ৫০ সন্ধ্যা সময়, ৫১ নাই, বদলে চৈতন্য হইয়া মুনির ক্রোধ হৈল মন, ৫২ রে নাই, ৫৩ করলে চেতন, ৫৪ দিলে মহাশোক, ৫৫ করিলু ছাড়িলু আমি, ৫৬ সেইস্থান ৫৭ চলিলা মুনিরাজ, ৫৮ শিবের নন্দিনী রহে অরন্যের মাঝ, ৫৯নাই, বদলে-জগত জীবন কবি মনসার দাস/পদছন্দে পাচালি করিল পরকাল।

।। একশ চার ।।

১ দেবি রহিল গহিল বনে
দুক্ষিতা হৈএগ মনে... ধু

২ কান্দে মনশাদেবি কেশ নাহি বান্ধে২।
৩ছারী গেল প্রাণনাত কুন অপবাদে৩।।
৪কান্দিয়া ৫ মনশাদেবী ৬ ভাবিলেন মনে৫।
৭শমাইয়া রহিল৮ শেহি গহনে ৯ বনে।।
১০ অরনে বেড়ায়ে১১ মায় ১২ খাইএগ গাছ ১২ ফল।
১৩ পরিধন করে ১৪ পৈদ্দা গাছে বাখল।।
১৫দশমানে দশদিনে ১৫ ১৬ গব্ব নড়িল।
১৭উতম সুন্দর পুত্র ১৮ভূমিস্থ পড়িল।।

হইল পৌদ্দার পুত্র অতী অনুপাম।
অস্তীক বুলিয়া তার ১৯ রাক্ষীলেন নাম।।
মনে২০ আনন্দ চিত্তর হৈল২০ দেখিয়া পুত্রের মুক।
অরনে রহিয়া পৈদ্দা ২১ বোলে মনে ২২ দুক্ষ।।
২৩ অইনের ঘরের ছাইলা ২৩ হৈলে ২৪ দুধে ভাতে ২৫ খাত্র।
আমার ২৬বালক কেনে খিদাত্র ২৭ নালাত্র।।
পৈদ্দা বোলে হনু২৮মঞি ২৯শঙ্কর ঝিয়ার২৯।
৩০বাপে রাক্ষিয়াছে নাম পদম কুমারি৩০।।
৩১মহিমা করিয়া শিন্দাইব দাশ৩২।
পদ্দমার আদেশে গীত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় করি জগত জীবনে।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চার ।।
১ ধুয়া-কান্দে র মনসা দেবরী ওহেও অরন্যের মাছে ২ মাথে হাত দিয়া দেবী করয়ে ক্রন্দন, ৩ প্রাণনাথ ছাড়িল মোকে কিসের কারন, পরে আছে তুলিনে কি দোষ করিলু আমি কেমন অকাজে/ছাড়িয়া গেলেন মুনি অরন্যের মাছে/ ৪ দুবার আছে, ৫ পদ্মা, ৬ ক্ষেমা দিল, ৭ শমাইয়া, (গ) পুথিতেসন্ধ্যায় ৮ দেবী, ৯ কাননে, ১০ বনে বনে, ১১ নাই, ১২ গাছের খায়, (গ) পুথিতে আছে ১৩ পরিধান, ১৪ দেবী, (গ) পুথিতেও পাঠ পদ্মা, ১৫ দশমান পূর্ণ পদ্মার, ১৬ গর্ভ, ১৭ চতুর্মুখ, ১৮ ভূমিতে ১৯ কান্দিতে কান্দিতে রাখিলেন, ২০ মহা আনন্দিত দেখিয়া, ২১ ভাবে, ২২ দুঃখ, ২৩ অন্যের ছাআল, ২৪ দুগ্ধে, ২৫ খায়, ২৬ ছাআল, ২৭ লালায়, ২৮ আমি, ২৯ শিবের নন্দিনী, ৩০ নাই, বদলে আপনার মহিমা আমি আপনে না জানি, ৩১ নাই, বদলে পুত্র লৈয়া যাই আমি নরলোক পাশ, ৩২ নাই, বদলে, মুনুষ্য ভূবনে পূজা করি পরকাশ এবং ভণিতা দিয়ে পদ শেষ হয়েছে, পুথি খন্ডিত, তাই ভণিতা আশু থেকে নেওয়া

।। একশ পাঁচ ।।

পুত্র কোলে করিয়া চলিল পদ্মাবতী।
১ নিরানিকন্টতে পদ্মা চলে শীঘ্রগতি॥
গাই চরাইয়া রাখলে দূরে গায় গীত।
সেখানে ব্রহ্মাণী পদ্মা হৈল উপস্থিত॥
পদ্মা বলেন রাখাল কথা শুন ভাই।
তুমার বাপের পুণ্যে কিছু দুগ্ধ পাই॥
অধিক করিয়া আমি খাইতে নাই চাই।
কিছু দুগ্ধ পাইলে আমি শিশু পতিআই॥
রাখালিয়া বোলে দেবী অরণ্যের মাঝে।
আমা সভার ঠাই দুগ্ধ চাহ কুন লাজে॥
ক্রোধ হৈয়া বিষ হরি চলিল ফিরিয়া।
রাখালের যত২ গরু রাখিল লুকায়া॥
কান্দে সব রাখালিয়া হারাইয়া বাছা গাই।
কি বুলিয়া৩ উত্তরিব বাপমায়ের ঠাই॥

এক নহে দুই নহে হারাইলু পাল।
বিধি বিড়ম্বিল ভাই হৈলাঙ কাঙ্গাল॥
কান্দে যত রাখাল করিয়া হায় হায়।
বৃদ্ধরূপে পদ্মাবতী সেই দিগে যায়॥
একজন বোলে কথা শুন মোর ঠাই।
বুড়ি বা দেখিয়া থাকে ডাকিয়া শুধাই॥
বুড়ি বোলে কেনে কান্দ যতেক রাখাল।
রাখালিয়া বোলে মাগো হারাইল পাল॥
এক ৪ বেটি ব্রাহ্মণী চাহিল আসিয়া দুগ্ধ।
আমরা পাড়িলু গালি বড়ই নিব্বুদ্ধ॥
গালি খায়া ব্রাহ্মণী গেলেন কুন ঠাই।
তার অভিশাপে হারাইল বৎস গাই॥
বুড়ি বোলে কি করিলে ব্রাহ্মণী নহে সেই।
শঙ্কর ঝিয়ারী পূজ পাবে৫ তবে গাই॥
বনমধ্যে পদ্মার পূজা করহ এখানে।
এখানে পাইবে যত হারায়াছে গোধনে॥
শিশুগণ বোলে আমরা পরের রাখালে।
বিষহরি পূজিতে দ্রব্য পাব কোথা গেলে॥
বুড়ি বোলে কপোতের কর বলিদান।
বনপুষ্প দিয়া বাপু করহ পূজন॥
৬জগতজীবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ॥৬

পাঠান্তর ঃ ।।একশ পাঁচ ।।
১। আশু (গ) নিবাচ কচতে, মানে কি? কোথাও অর্থ পরিস্ফুট করেননি সম্পাদক ২ (গ) পুথিতে গাড়ী গরু পাঠই সমুচিত কারণ রাখালের ধন হল গরু যা লুকিয়ে রাখা সম্ভব। ৩ (গ) পুথি উত্তর দিব ৪ (গ) পুথি গোটা, অর্থের বিবেচনায় পাঠ বেটি হওয়াই সম্ভব ৫(ক) পুথিতে তুমি ৬ সম্পাদক বলেছেন ভণিতা পহক্তিময় (গ) পুথি হইতে গৃহীত - কিন্তু কেন তা তিনি বলেননি। (ক) পুথিতে কি ভণিতা ছিল না অন্য কোন কবির ভণিতা ছিল?

।। একশ ছয় ।।

গুণ তুমার কে জানে
মহিমা তুমার কে জানে ভবানী .... ।। ধৃ।।

বান্ধিল মন্ডপ শিশু খেড়ের কুড়িয়া।
বান্ধিলেক ঘরখানি মন্ডপ জুড়িয়া।।
পায়ে নপুর ঝিনাইর মন্দিরা বাজায়।

আনন্দিত হৈয়া যত শিশু ২ গীত গায়।।
দুগ্ধে পুরিয়া বারি কলস স্থাপিয়া।
পূজিলেক পদ্মাবতী বনপুষ্প দিয়া।।
কপোতের বলি তবে করিল ছেদন।
নমস্কার কৈল তবে যত শিশুগণ।
ব্রহ্মাণী পূজিয়া ঘট দিল বিসর্জন।।
হেনকালে যত গাভী দিল দরশন।
ধেনু পায়া রাখালের মনেতে আনন্দ।
প্রথমে হইল পদ্মার পূজার প্রবন্ধ।।
এক শিশু বোলে কথা শুন মোর ভাই।
হেন প্রত্যক্ষ দেবী কভু দেখি নাই।।
আর বার আমরা হারাইব যদি পাল।
এক দেবী বিষহরি পূজিব সকাল।।
ধেনু লয়া ঘরে গেল যত শিশুগণ।
মাতা পিতার আগে কহে যত বিবরণ।।
শুনিয়া শিশুর মুখে পূজে নরনারী।
পৃথিবীতে পূজা পায় শঙ্কর-ঝিয়ারি।।
ব্রহ্মাণীর২ মহিমায় গীত গাইল সপনে।
পদ্মমুখী প্রাণনাথ জগতজীবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।।একশ ছয় ।।
১ (গ) পুথির পাঠ গণ, ২ (গ) পুথির পাঠ কৃপায়

।। একশ সাত ।।

চলিল মনসা দেবী ওহোও জালো মালোর ঘরে ....।।ধূ।।

রাখালের পূজা খায়া তুষ্ট হৈল মন।
জালো মালোর ঘরে দেবী করিল গমন।।
জালো মালো মাছ মারে সাগরের তীরে।
সেই স্থানে পদ্মাবতী গেল ধীরে ধীরে।।
পদ্মা বোলে জালো মালো কথা শুন ভাই।।
খানি চারি মৎস্য বাছা শিশুর তরে চাই।
জালো মালো কথা কহে শুন ঠাকুরাণী।
মিথ্যা বচন মাগো বোলহ ব্রাহ্মণী।।
সাত দিন মারি মৎস্য করি পরবাস।

সপ্ত দিনে না পাই মৎস্যের ১ তলাস।
পদ্মা বোলে জালিয়া আমার কথা ২ মান।।
আমার নাম করিয়া ফেলাহ্ জালখান।
৩ পদ্মার বচনে৩ জাল ফেলাইল জালি।
জালে করিয়া তুলিল সুবর্ণের ঝারী।।
পদ্মা বোলে জালো মালো মোর বাকা ধর।
এই সুবর্ণের ঘট তুমি লৈয়া যাহ ঘর।।
সুবর্ণের ঘট জালো মালো লৈয়া যায় ঘরে।
নানা উপহারে পদ্মার পূজা করে।।
পুত্র হইল জালো মালোর মনসার বরে।
অচলা হইল লক্ষ্মী জালো মালোর ঘরে।।
জগতজীবনে কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাহ।।

পাঠান্তর ঃ ।।একশ সাত ।।
আশু পুথিতে ১০৭ পৃষ্ঠার কোন পাঠান্তর নাই। যা আছে তা ১০৬ পৃঃ, হিসাবে নথীবদ্ধ এবং সংখ্যাচিহ্নও দেওয়া আছে। ৩, ৪, ৫ আকারে। প্রথম সংস্করণেও একই ভ্রান্তি রয়েছে। ১ (গ) পুথির পাঠ পরকাশ, ২ (গ) পুথির পাঠ শুন, ৩ (গ) পুথির পাঠ পদ্মা নাম করিয়া

---

[১] পরিশিষ্ট :- দেবখন্ড

ত্রিপদী।।

আনন্দ মঙ্গল বাজে দুন্দুভি বাদ্য বাজে
নাচেন ত্রিদশ দেবগণ।
পদ্মার মন দুখী না হইল কৌতুকী
[২]না জানেন [২] দেব ত্রিলোচন।।
শিব বোলে বাণী শুন পদ্মা ব্রহ্মাণী
হের আইস দেখি তব মুখ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন [৩]নাচএ ত সর্ব্ব জন [৩]
তোমার মনে কেনে দুঃখ।।
পদ্মা বোলে ত্রিপুরারি মাঙ্গিয়া খায়া মরি
পরঘরে অন্ন বিনে মরি।
মোর প্রাণপতি নাই রহি আমি কার ঠাই

এই অভিমান আমি করি।।

শিব বোলে সুরাসুর আমি বুলি সত্বর
সকলে আসিবেন আজি।
আজ্ঞা দিলাঙ আমি তাকে দিব [৪] ধর স্বামী
[৫] যাহাকে হয় তুমার রাজি ।।[৫]
হেন কালে বাসুকী তক্ষক হইল সুখী
শুন কথা দেব শূলপাণি।
দেবগণ আন ডাকি মুণিগণ দেব দেখি
বিভা দেহ জয়ব্রহ্মাণী।।
জরৎকার মুনিরে বিভা দেহ মহেশ্বরে
মুনিতেজে জন্মিবে নন্দন।
অস্তিক হইবে নাম নানা গুণে অনুপাম
নাগ রক্ষা করিবে সে জন।।
জন্মেজয় [৬] যজ্ঞ করি যত নাগগণ মারি
মারিবে আহুতি যজ্ঞে দিয়া।
অস্তিক মহামুনি রাখিবেন আপনি
মিনতি [৭] আর ভিক্ষা করিয়া।।
নাগরাজবচনে শিবের পড়ে মনে
জরৎকারকে ডাকি আনে।
কন্যা তার হাতে আনি কন্যা সমর্পে শূলপাণি
সুরাসুর নাগ বিদ্যমানে।।
জরৎকার বোলে বাণী এই কন্যা ব্রাহ্মণী
পদ্মা স্ত্রী হইল মোর যবে।
মোর যদি গর্হিত করিবেক কদাচিৎ
এড়িয়া পলাইব তবে।।
নাগ ভূত নিকট স্থাপেন পূর্ণ ঘট
তাতে আম্রের পল্লব ফল।
করিয়া জয় জয় পদ্মার বিভা হয়
ব্রাহ্মণে পড়য়ে মঙ্গল।।
ময়নাবতী গ্রাম দান দি সেই গ্রাম
আর ময়না [৮] বড়ু রাজ্য।
বোলে দেব ত্রিপুরারি শুন বাছা বিষহরি

মর্ত্ত্যে পাইবে প্রজা সজ্জা।।

জগতজীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী

দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।

অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী

সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ পরিশিষ্ট

১এইটি আশু পুথি দেবখণ্ডের ৯২ সংখ্যক গান। আমাদের সম্পাদিত বইতে এই প্রসঙ্গের সঙ্গীত সংখ্যা ১০২ তবে তা পয়ারে লেখা। ২ (গ) পুথিতে জানেন ৩ নাচএ ত্রিভুবন ৪ নাই ৫ যে তুমার লয় মনে ৬ কুন্ড ৭ ও ৮ বহু।

সম্পাদিত মনসামঙ্গল

(গ) বাণিয়া খন্ড ২৮২টি গান ও পরিশিষ্ট

১শ্রীশ্রীরামজি

বানিয়া খণ্ড লিক্ষতে১

২লাচারি

৩দিসা

।। এক ।।

জমুনার জল খাইয়া শুখে থাকে ধেনু।
আর সিতল কদমের তলে বৈসে রামকানু।।
উর মাতা পদ্মাবতি রথে কর ভর।
জয় জয় দিয়া বৈস ঘটের উপর।।
ঘটে বসিয়া শুন আপনার মঙ্গল।
নাএকের করিবে তুমি কল্যান মঙ্গল।।৩
**৪বন্দিব বন্দিব য়হে দেব নারায়ণ।
শুনশুন শুন তোরা ছএরিপুগণ।।
ই তিন ভূবন মধ্যে জন্ত জন আছে।
পিত্রি গন মাত্রি গন বন্দিব তোমার পাছে।।
সঙ্কর নন্দিনি পদ্মার রচিতন গিত।
রশে পদে য়ক্ষরে হৈবে সমদিত৪।।
গৌর নগরে আছে মহারাজার ঘর।
সে হি শে রাজ্যের রাজা নাম ধনেস্যর।।
নরপতি রাজা বটে ৫বিক্রম কেসর।
শেহি রাজ্যে বৈসে বানিয়া ৬কুটিশ্যর।।
কুটিশ্যরের পত্নি-বটে নাম কলাবতি।
রূপে গুনে মোহা তেজা চাম্পালির সোতি।।
ঘরে পুত্র নাহি তার দুঃখিত য়ন্তর।
একান্ত হৈয়া দুখে সেবে মহেস্যর।।
তুশ্ট হৈয়া মোহাদেব দিল পুত্র বর।
পুত্র হৈয়া ভক্ত বাছা হৈবে য়ামার।।
এত বলি কৈল্বাসে চলিল পশুপতি।
কতেক বৎসরের পরে হৈল রিতুবতি।।
পতির সঙ্গে শ্রীঙ্গার ভুঞ্জিল কলাবতি।
সিবের কৃপাতে রামা হৈল গভ্ভবতি।।
দস দিগ দস মাস গর্ভ্ভ পুন্য হৈল।
জয় জয় দিয়া ছাল্যা ভূমতে পড়িল।।
জগত জিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। এক ।।
১ (খ) পুথিতে শ্রী গণেশায় নমঃ অথো পদ্মার পুরাণ লিখ্যতে। বাণিয়াখণ্ড পুথি লিখ্যতে, আশু পুথিতে ''অথ'' কথাটি আছে, ২ ত্রিপদী, ৩ নাই, আশু পুথির বাণিয়াখণ্ড এখান থেকে শুরু। (এক - তের পর্যন্ত গান এর পাঠ নির্মিত হয়েছে ব২ নং পুথি থেকে) ৪ প্রণমহু নারায়ণ - সুরমুণি বিপ্রজন/ত্রিভুবনে যত দেব আছে / পদ্মারচরিত্র গীত - রসেদশ পুল-কিত/পিতৃমাতৃ দুই বন্ধু পাছে, আশুতে গানটি ত্রিপদীতে লেখা হলেও বক্তব্য মোটামোটি এক। নাম এর পাঠ পার্থক্য আছে কিছু। ৫ বিক্রম কেশরী ৬ কোটীশ্বর।

।। দুই ।।

১মহন মরলি বাজে গো
শুনহে মধুর ধুনি... ধুয়া১

২দিনে দিনে বাড়ে বালা জেন ইন্দ্রের কান্তি।
এক মাসে নাম রাখিল চন্দ্রপতি।।
কলাবতির কোলে বালা বঞ্চে মোহাশুখে।
ছএ মাসে য়ন্য তার ছোয়াইল মুখে।।
দিনে দিনে বাড়ে বালা বণিকের ঘরে।
পঞ্চ বৎসরে তার কর্ন্য বেদ করে।।২
৩সপ্ত বৎসর হৈল সাধু চন্দ্রপতি।
সঙ্করের ৪পূজা করে একান্ত ভগতি।।
অন্য ৫দেবতা জদি করএ পূজন।৫
তার সনে ৬শাক্ষাত না করে দরশন।।৬
জুবক হৈল বালা৭ পাইয়া তপভোগ।৭
কুটিশ্যর করে তার৮ বিভার উত্তজোগ।।৮
সনক সাধুর কন্যা নাম তার সোনা।
৯কহিয়া বলিয়া ৯তার করিল জোটনা।।
১০বিভা দিল পুত্রকে য়ানন্দ মোহা১০ মনে।
ধনে১১ বংশে বাড়ে১২ বালা চাম্পালি ভূবনে।।
১৩কতদিনে কুটিশ্যর১৪ তেজিল জিবনে।১৪
১৫কম্ম কাজ্য করে চান্দ বিবিধ বিধানে।।
দান বিধি মোতে গাতি উৎজোগ করে১৬।
আনন্দে রহিলা শাধু চাম্পালি নগরে।।
জগত জিবন কবি মনসার দাশ।
পদছন্দে পাচালি করিল১৮ প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। দুই ।।
১ ধ্রবপদটি আশু (খ) পুথির ২ আশু এক নং গানের সঙ্গে প্রসঙ্গের মিল আছে ৩ যোল ৪ সেবা ৫ বেদগন যদি পূজে লোকজন ৬ বিবাদ করএ সর্ব্বক্ষণ ৭ খাএগ্র সুখভোগ ৮ বিবাহের যোগ ৯ বিচার করিয়া ১০ পুত্র বিভা দিল সাধু আনন্দিত ১১ পুত্রে ১২ চান্দো ১৩ কথোকদিনে ১৪ তেজিলেক প্রাণ ১৫ শ্রাদ্ধকর্ম্ম ১৬ ধ্যান বৃষোৎসর্গ করে বিধিমতে ১৭ চান্দো ১৮ পরকাশ।

।। তিন ।।

১ত্রিপদি

২চাম্পাই নগরে ঘর চন্দ্রপতি সদাগর
৩শম্ভু সেবে একান্ত ভকতি।
করে নানা পুন্য দান শঙ্করের পুজ্যমান
শিব বরে জন্মিল সন্ততি ।।
কৃপা ৪কৈল কৃপাময় জন্মিল নন্দন৬
গদাপানি আর চক্রপানি।
শুলপানি হলধর নীলকণ্ঠ শূর্য্যবর
৫রূপগুনে জগোতে৫ বাখানি।।
৬ছয় দিনে ছয় জন বিভা দিল পুত্রগন
ধনে ৭বংশে ৮বাড়ে সদাগর।
জগত জিবনে ৯ভুনে সরেস্বোতীর ১০সপনে
মোনুসা দেবির ১১পায়া বর।।

পাঠান্তর ঃ ।। তিন ।।
গানটি দেত নং পুথির । পাঠান্তর আশুর ১ কথাটি দেত এ নাই আছে আশুতে ২ চম্পলা ৩ দেত এ নাই, লিপিকর অনবধানতা ৪ কর ৫ রূপেগুনে জগত ৬ (খ) পুথিতে এক ৭ (খ) পুথিতে পুত্রে ৮ বাঢ়ে ৯ ভণে ১০ অধিষ্ঠানে ১১পাএগ্র (খ) পুথির ভণিতা ভিন্ন।

।। চার ।।

১লাচারি

২দিশা

৩বাশি বাজায় নারে নারে বাশি বাজাইয় না
য়বলা রাধার প্রাণ কান্দাইয় না৩

৪চাম্পালি নগরে শাধু রহে ভালে ভালে।
৫সিবের সাতে পদ্মা গেল ৬হেন কালে।।
জোড়৭ কর কড়ি৭ মনসা পিতা৮র সেবা কর৮।
তুমি মোর জন্মদাতা৯ ত্রিদেশের ইশ্বর৯।।

এক নিবেদন করি দেব ত্রিলোচন।
সংসারের১০ লোকে পুজে১০ জত দেব গন।।
১১মতে না হৈল মোর পূজার বিধান।
তোমার নন্দিনি আমি ১২এহি রভিমান।।১২
শিব বলে পদ্মা১৩ না ভাব অন্তরে।১৩
এক ভক্ত ১৪লেহ্ জে তোমার পূজা করে।১৪
১৫সিবের বচন শুনি বলে পদ্মাবতি।
চাম্পাই নগরে বৈসে শাধু চন্দ্রপতি।।
তার স্থানে পূজা লইতে মোর বর আস।১৫
১৬শেহিশে করিবে মোর পূজার প্রকাস।।
শিব বলে১৭ চান্দকে চাহিলে না জানিয়া।
আমা বিনে অন্য দেব না পূজে বানিয়া।।
মনসা বলেন১৮ বাপ ডাক দেখি১৯ তারে।
২০তুমি আজ্ঞা করিলে পূজা করিবে আমারে।।২০
২১পদ্মার আদেশে গীত পাইঞা সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগত জীবনে।।২১

পাঠান্তর ঃ ।। চার ।।
আশু আবলম্বনে ১,২ নাই, ৩ নাই, (খ) পুথিতেও নাই, (ক) তে আছে -চলিল মনসা দেবী ও হোও শিবের সাক্ষাতে ৪ চম্পলা, ৫ শঙ্কর ৬ সেই, ৭ হস্তে ৮ ... কে সেবে ৯ দেব আর দেবে, ১০ ... রতে পূজা পায়, ১১ মর্ত্তত, ১২ এই অভিমান, (খ) পুথিতে এই নিবেদন ১৩ দুঃখ না ভাবিহ মনে, (খ) পুথিতে অন্তরে ১৪ নেহ তুমার করিবে পূজনে, (খ) পুথিতে পূজার কারণ, ১৫ নাই, পদ্মা বোলে চন্দ্রপতি চাহি তোমার দাস, (ক) পুথিতে ... সেহো তোর দাস ১৬ সেই সে, ১৭ (খ) পুথিতে চান্দ কেনে চাহিলে জানিঞা, ১৮ বাপু, ১৯ তাক (খ) পুথিতে পদ্মা বোলে অহে বাপ ডাক দেখি তাক/তুমার আজ্ঞায় বাপু পূজে আমাক, ২০ তোমার আজ্ঞাতে চান্দো পূজে বা আমাক, ২১ ভণিতাটি আশু (খ) পুথি থেকে নেওয়া।

।। পাঁচ ।।

শিব বলে ১চল নন্দি চাম্পাই ২নগর।
ডাক ৩মোর বর৩ পুত্র চান্দ ৪সদাগর।।
শিবের ৫বচনে নন্দি চলে শিগ্রগতি।
৬শতরে ডাকিয়া আনে ৬শাধু চন্দ্রপতি।।
স্তুতি৭ করে চন্দ্রপতি জোর করে হাত।
শপ্ত প্রদক্ষিণ করি করে৮ প্রাণপাত।।
শিব৯ বলে শুন পুত্র কর অবধ্যান।
১০তোমাকে মনসা দেবি চাহে১১ আমার স্থান।।
আজি হৈতে পূজা তুমি কর মনশার।

১২প্রিথিবিতে পদ্মার পূজা হউক১২ প্রচার।।
১৩ক্রধ হৈয়া বলে চান্দ শুন শুলপাণি।
এক মোহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি।।
গঙ্গা জল১৪ বিনে অন্য জল নাহি১৪ খাই।
১৫বট ছাড়ি ১৬শহরার তলে নাহি১৬ জাই।।
লাজ ১৭নাহি পদ্মাকে এমন ১৭বলে বানি।
শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুলপানি।।
১৮শামি ছাড়িল ১৯জারে দেখি য়নাচার।
হেন ২০জনার পূজি বারে ২০ইছ্যা আছে কার।।
শুনিয়া লজ্যিত পদ্মা রহে ২১দুখ মনে।
পদ্মার য়াদেশে ২২গাত্র জগত জিবনে।।

পাঠান্তরঃ ।। পাঁচ ।।
১য়াও, ২নগরে, ৩ দিয়াখনা, ৪ সদাগরে, (খ) পুথিতে ডাকিয়া আনহ ৫ আজ্ঞাতে, (খ) পুথিতে যায় ৬ ভাঙ্গিয়া আনিল তবে, (খ) পুথিতে কেবল আনের বদলে আনিল আছে, ৭ করি ৮ প্রাণপাত, ৯ বোলে, ১০তুমাকে ১১ মোর, ১২ পৃথিবী মণ্ডলে পূজা করহ, (খ) পুথিতে আছে -৭করি ৮প্রণিপাত, ৯ বোলে, ১০ তুমাকে ১১ মোর, ১২ পৃথিবী মণ্ডলে পূজা করহ, (খ) পুথিতে আছে - পৃথ্বীতে হওক তার পূজার, ১৩ ক্রোধ, (খ) পুথিতে ক্রোধ, ১৪ থাকিতে কেনে অন্য জল (খ) পুথিতে গঙ্গাজল ছাড়ি নাকি অন্য জল খাত্র, ১৫বটবৃক্ষ ১৬কেনে সহড়াতলে (খ) পুথিতে বটবৃক্ষ থাকিতে নাকি সহবার তলে জিরাত্র ১৭ নাই পদ্মার এমত ১৮ স্বামীত্র ১৯ যাকে, ২০ জনা পুজিবার (খ) পুথিতে দেব, ২১ দুঃখ ২২ ভণে (খ) পুথিতে এর পরিবর্তে আছে —

সর্বদেব পূজিব আমি না পূজিব কাণি।
কানির নামে আমি না দি কড়াকে ফুলপাণি।।
পূজার কি কাজ যদি আপনে মরিব।
তথাপি পদ্মার আমি পূজা না করিব।
না পূজিত হৈল পদ্মা চান্দর বচনে।
পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপনে।।

।। ছয় ।।

১ভূমিকা

ত্রিপদি

২বানিয়া৩ দুরাচার   ৪করিলে য়হঙ্কার
৫এত দুখ৫খণ্ডিবে কেমনে।
৬শভাকার বিদ্যমান   ৭করিলে য়পমান
৮লজ্যা হৈল মনসার মনে৮।।
৯আমি তোরে কহি৯ সুন   বানিয়া১০ দুর্জ্জন
১১য়বশ্য তোকে করিমু নইরাস১১।
বানিয়া১২ বর্ব্বর   বলিশ দুরাক্ষর
১৩কহিল শঙ্করের দাস।।

১৪আমি পদ্মাবতি করিব দুর্গতি
সবংশে করিব সংহার১৪।।
চান্দ ১৫বলে শুন ১৫বানি ১৬মোরে শহাএ শুল পানি
১৭ডর নাহি ১৭তোর ১৮অঙ্গিকারে।।
প্রতিজ্ঞা শুনহ মোর শংসারের ১৯ মাঝে তোর
২০নাহি দিম২০ পূজা করিবারে।।
২১য়ন্তরে ক্রোধকরি চলিলেন বিশহরি
বানিয়া চলিল২২ নিজ ঘরে।।
২৩মনে উল্কাপাত পড়ে চিন্তা করে সাধুর কুয়রে
সাধু চলিল নিজ ঘরে২৩।
২৪জগত জিবন করিত্ব বিচক্ষন
মনসা দেবির পাইয়া বরে২৪।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছয় ।।

১ পদের শুরুতে ভূমিকা শব্দটি লিখে কি বোঝাতে চাইছেন করিব বোঝা গেল না। এটা কি কোন গায়েনের প্রতি নির্দেশ? ২ এর আগে অতিরিক্ত পাই - বোলে শিব নন্দিনী - বানিয়ার বাক্য শুনি - দুঃখিত হইল ব্রহ্মানী/ভাল বলে শিব বচনে ৩ সে দুরাচার ৪ করিলেন ৫ ই দুঃখ, ৬ দেবসভা ৭ করিলেক ৮ মনসা হোইল অনুরাগ (খ) পুথিতে অবাক্য - অর্থতাৎপর্য ধরলে মনসার মনে অনুরাগ বা অবাক্য না হয়ে "লজ্জা" হওয়াই স্বাভাবিক ৯ মনসা বোলেন ১০ অতিরিক্ত 'তুমি', ১১ দিবস দুই চারি থাক, ১২ অতিরিক্ত 'সে' ১৩ নাম পাড়াঅ, (খ) পুথিতে আছে বানিএগ দুরাচার বলিস অহঙ্কার/কহাইস শঙ্করের দাস, ১৪ নাই বদলে - তবে সে আমি ব্রহ্মানী - লইব পুষ্পপানি/ধনে পুত্রে করিব বিনাশ (খ) পুথিতে আছে ধনে বংশে করিএগ বিনাশ, ১৫ এ বোলেন ১৬ নাই, ১৭ কি ডর, (খ) পুথিতে অহঙ্কার ১৯ মধ্যে (খ) পুথিতে পৃথ্বী মাঝারে তোর, ২০ নাই দিব ২১ অন্তরের ২২ (খ) পুথিতে আপুন ২৩ নাই ২৪ ভণিতা ভিন্ন - জগত জীবন নাম করিত্ব সে অনুপাম / বিরচিল মনসার বরে।

।। সাত ।।

১লাচারি
দিশা১
২সামের মুরারি রে ...
বধিলে পরান রে মোরে ... ধুয়া২
৩পদ
কি ৪বুদ্ধি করিব৫ দিদি বল পদ্মাবতি৫
৬কান্দে মনসা দেবি ৭মন্দিরের মাঝে।
মনিশ্যে বলিবে মন্দ মরিব মহা লাজে৭।।
নেতা৮ বলে ৯চন্দ্রপতি হএ তোর৯ ভাই।
১০চড়ি হেঙ্গলিয়া ১০রথে ১১জাও তার ঠাই।।
আপনে সাজিয়া১২ গেইলে পাবে১২ ১৩বর লাজ।

পিরিতে পাইলে পূজা বিবা দের১৪ কি কাজ।।
নেতার বচনে পদ্মা রথে ১৫করে ভর।
১৬চাম্পাই নগরে১৭ গেলা জথা১৭ সদাগর।।
পদ্মা বলে দাদা১৮ কেন বাড়াইলে১৮ দন্দ।
সভার ভিতরে কেন১৯ বল মন্দ ছন্দ।।
২০দেবতার সঙ্গে ছন্দ নহে ভাল কাজ।
শোভার ভিতরে মোকে দিলে মোহা লাজ।।
তুমি পূজা করিলে দাদা তবে আমি পাই।
পূজা না করিলে দাদা না হবে ভালাই২০।।
২১এখনে য়ামাকে দাদা দেহ ফুলজল২১।
ঘরে ঘরে দন্দ২২ দাদা না হবে২২ কুশল।।
ক্রোধ হৈয়া বলে২৩ শুন ভাতার ছাড়ি।
জাচিয়া চাহিস২৪ কেন হেমতালের বাড়ি।।
পদ্মা বলে চান্দ তোর দুরন্ত হিদএ।
অবশ্য২৫ নাসিব আমি তোর ২৫পুত্র ছএ।।
২৬ছএ পুত্র নাসিয়া নাশিব তোর ধন।
তার পাছে করিব তোমার বিরক্ষন২৬।।
২৭ক্রোধে হেমতাল ধরে চান্দ শদাগর।
২৮পলাইল মনসাদেবি রথে করি ভর২৮।।
হেমতালের২৯ বাড়ি মারে হৈয়া ২৯কম্পমান।
৩০রথেত চড়িয়া পদ্মা ৩০হৈল য়র্ন্তধ্যান।।
৩১ঘরে জাত্র মনসা পাইয়া মোহা দুখ।
পূজানা পাইলে তার জিবনের কিবা শুক।।
৩২মোহা রভিমানে পদ্মা৩৩ রহে আপন ঘরে৩৩।
জগত জিবন গাত্র মনসার ৩৪বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। সাত ।।

১ নাই ২ ধুয়া আলাদা - বোল পাত্র নেতা দিদি কি করি উপায় কি রূপে বানিয়ার হাতে জল পুষ্প পাই - এটি ধুয়া নয়, বরং প্রসঙ্গের অনুসারী বক্তব্য (খ) পুথিতে এটি নাই ৩ নাই - অতিরিক্ত - মনে দুঃখ ভারি পদ্মা করিল গমন / সত্বরে পাইল গিয়া আপনা ভূবন / নেতাকে যাইয়া পদ্মা ডাকিল আনিয়া / কহেন সকল কথা দুঃখিত হইয়া/ নেতাকে পাইয়া পদ্মা বোলেন দুঃখ বাণী / অনেক প্রকারে চান্দ না দিল ফুলপানি / ৪ যুক্তি ৫ নেতা বোলহ বচন ৬ নাই, আছে, কিরূপে লোক পৃথিবীতে করিবে পূজন ৭ (খ) পুথিতে আছে, ৮ বোলেন ৯ পদ্মা চান্দো তোমায় (খ) পুথিতে নেতা বোলে শুন পদ্মা, ১০ চড়িয়া পুষ্পক (খ) পুথিতে হিঙ্গুলিয়া রথ এর কথা পাই, ১১ যাহ, ১২ গেলে পাইবেক, ১৩ নাই ১৪ কিবা (খ) পুথিতে পাঠ - প্রীতিতে হইলে পূজা দ্বন্দ্বের কিবা কাজ ১৫ করি ১৬ চম্পালি ১৭ যথা গেল ১৮ কত বাড়াইস (খ) পুথিতে কেনে বাড়াইস ১৯ বোল (খ) পুথি সভা বিদ্যমানে বলিস ২০ নাই ২১ (খ) পুথিতে এখন পূজহ দাদা দিয়া ফুলজল ২২ বাদ নহিবে (খ) পুথিতে না হএ ২৩ অতিরিক্ত চান্দো ২৪ নাকি, (খ) পুথিতে অতিরিক্ত - হেমতাল মারে চান্দ ক্রোধ করি মনে / রথেতে লাগিল পদ্মা হইল অন্তর্ধিঅনে / যদি কুন কালে লাগ তোর পাই মহীতলে / ভালমতে পূজা তোর করু ফুলজলে ২৫ বিনাশিব তুমার ২৬ নাই ২৭ কোপে ২৮ রথভরে পদ্মাবতী হইল অন্তর ২৯ হেমতাল মারে চান্দো ক্রোধে ৩০ রথে

লাগিল পদ্মা ৩১ নাই ৩২ নাই ৩৩ আপনার ঘর ৩৪ বর।

।। আট ।।

১লাচারি

ত্রিপদি

২বালির বচন পুরিল অকারন২
বিবাদ শাধিতেত৩ পদ্মা জাত্র।
সঙ্গে করি নাগগন রথে করি আরহন
৪চাম্পাই নগরে৫ জাইয়া পাএ।
নাগ রাখে ভাগে ভাগ ৬দারে রাখে ৬একনাগ
চারি নাগ রাখে৭ পদ্মা রথে৭।
একচ৮য়ন্তস পুরি পাঠাইল বিসহরি
মনসা রহিল৯ শুন্য পথে।।
বানিয়ার নন্দন ১০করিয়াছে শয়ন১০
অচেতন১১ য়াছে নিদ্রা১১ সুখে।
১২মনসার আজ্ঞা১৩ পাইয়া মন্দির ভিতরে ১৪জাইয়া
কাল১৫ নাগে কামড়াইল১৫ বুকে।।
১৬তাহার মরন শুনি ১৭জাএ তথা শুল পানি১৭
তাহাকে দংসিল কাল নাগে।
১৮চক্র পানি বাএা পাত্র১৮ ভাইকে দেখিতে১৯ জাএ
তাহাকে দংশিল২০ পদ্মার নাগে।।
২১পুছিতে গুরুর ঘরে ২২চলিলেন সদাগরে২২
২৩নিকট ঘরে গেল ধাইয়া২৩।
পথে দংশিল ২৪তারে ২৫জোন রোঝা ২৫য়ানি বারে
২৬তাহাকে দংশিল ২৭দারে জাএ২৭।।
একদিনে ছএজন মৈল২৮ চান্দের নন্দন
শুনি লোক করে হাএ হাএ।
২৯পদ্মার পাইয়া ২৯বর পদ্মমুখি প্রাণেশ্যর
জগত জিবন কবি গাএ।।

পাঠান্তর ঃ ।। আট ।।

১ নাই, ২ বালির কুবচনে- পদ্মার দুঃখিত মনে ৩ দেবী ৪ চম্পালি ৫ যায়া (খ) পুথিতে পদ্মা যায় ৬ দুয়ারেত ৭ চারি পথে ৮ আগে 'নাগ' ৯ পুষ্প রথে, (খ) পুথি 'আলগ রথে' ১০ গয়াপাণি একজন ১১ নিদ্রা যায় ১২ পদ্মার ১৩ পাএা ১৪ ঠেকিল ১৫ সাপে দংশিলেক ১৬ ভাইর ১৭ ধায়া যায় চক্রপাণি, (খ) চলে শূলপাণি ১৮ শূলপাণি ধায়া যায়, (খ) পুথিতে বার্ত্রার বদলে '[illegible]

'বাড়াত্র' আছে ১৯ চায় ২০ কাল ২১ পড়িতে ২২ দংশিলেক হলধরে ২৩ নীলকণ্ঠ যায় তার ঠাই ২৪ (খ) পুথিতে তাক ২৫ যায় ওঝা ২৬ তাহাক ২৭ সূর্যাই ২৮ মনসার পাঞা (খ) পুথিতে পদ অতি মনুহর, (গ) পুথিতে রচে পদ মনোহর।

।। নয় ।।

১লাচারি

২দিশা

৩বাছার চান্দ মুখ বিসে জারিল রে
আ এ রে দুখিনির বাছা আ এ রে কোলে করি রে৩

পদ

ছএ পুত্র৪ চান্দের খাইল ৫পদ্মার শাপে।
কান্দে কান্দে৬ শনেকা পাইয়া৬ মনশ্তাপে৭ ।।
৮জাগন্ত ঘরে৮ মোর ৯কে করিল চুরি।
১০অন্ধকার হৈল মোর চাম্পাবতি পুরি১০ ।।
কি কাজ্যে সেবিলাম১১ আমি ভোলা১২ মহেশ্যর ।।
শিবের ভরসা করি১৩ হৈলাম জর জর১৩।
না ১৪ সেবিলাক বিশহরি ১৫তাথে হৈল ১৬কক্ষা ।।
১৭বিপাকে পড়িলাম প্রভু তুমি কর ১৭রক্ষা।
কান্দে সোনা বানিয়ানি ১৮ধরনি লোটাইয়া১৮ ।।
১৯চক্ষে ২০পড়িছে পানি ২১চুন্ন করে হিয়া।
২২পুত্রের শোকেত ২৩রামা হৈল ২৩য়চেতন।
দুরে গেল ২৪সনেকার য়ঙ্গের ভূসন২৪ ।।
মশ্তক২৫ ধাকরে রামা হশ্তে২৫ শিলা ২৬লইয়া।
চান্দের ছত্র বধু কান্দে ২৭ ধরনি লোটাইয়া২৭ ।।
২৮পাড়া পরশি কান্দে নগরিয়া লোক২৮।
দাশ দাসি কান্দিছে ২৯পাইয়া মোহা শোক২৯ ।।
৩০রথে ৩১থাকিয়া ৩২পদ্মা ডাকিয়া বলে বানি।
৩৩অখন চান্দ ৩৪দাদা মোকে দেহ ফুলপানি ।।
চান্দ বলে ৩৫ তোড় লাগ্য পাও মহিতলে।
৩৬হেমতালের বাড়ি দিয়া ৩৬পুজ ফুল জলে ।।
চান্দ বলে ৩৭মিত্রগন ৩৮কি কর এহি ঠাই৩৮।
মৃতাকে লইয়া চল ৩৯গুঙ্গরিতে জাই৩৯ ।।
৪০পদ্মার আদেশে গীত পাইল সপ্পনে।
বিবচিয়া গায় কবি জগত জীবনে।।৪০

পাঠান্তর ঃ ।। নয় ।।

১ ত্রিপদী, ২ নাই ৩ (খ) পুথির ধুয়া - কি দুঃখ লিখিল বিধি - হারাইল পুত্র নিধি / আরে হাএ হাএ, আশু পুথিতে পদটি ত্রিপদীতে লেখা

৪, ৫ নাই ৬ কান্দে চান্দো ৭ এরপর - মস্তক উপরে দিয়া হাত ৮ জানি ৯ হৈল ১০ মজিল বানিয়া পুরী ১১ নাই ১২ নাথ ১৩ নাই ১৪ পুজিনু ১৫ দেবতা-মনুষ্যে ১৬ আশুর পাঠ কৈক্ষ্মা (খ) পুথিতে আছে কক্ষ্য, এরপর 'না জানি কি মোর দোষ - কি কারণে করে রোষ ১৭ শঙ্করে না করে মোর ১৮ নাই ১৯ আগে দুই ২০ পড়ে ২১ আগে আছে মুল্ল হানি ২২ নাই ২৩ নাই ২৪ পরিধান ২৫ মস্তক হানিল ২৬ দিয়া ২৭ মুক্ত কেশ নাহি বান্ধে / ধরিয়া স্বামীর চরণ ২৮ যতেক চম্পকপুরী কান্দে উচ্চ স্বর করি ২৯ সর্বজন ৩০ চড়িয়া-হিঙ্গুল ৩১ নাই ৩২ মনসা ৩৩ আগে -শুন চান্দো দুরাশয়- জিয়াবো তোর পুত্র ছয় ৩৪ যদি ৩৫ বিষহরি ফিরা রথে ভর করি যদি ৩৬ আগে, শুনরে ভাতার ছাড়ি, পরে, ভালমতে ৩৭, জ্ঞাতিগন ৩৮ কেনে কান্দ অকারণ ৩৯ ঘাটে, এরপর ভণিতা সহ এই লাইনগুলি আশু পুথিতে আছে —

আজি হৈতে বিষহরি কি করিবে মায়া করি
সত্বরে জ্বালাহ অগ্নি কাষ্ঠে।।
জগত জীবন কবি বন্দু মা মনসা দেবী
দ্বিজমুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগ অধিকারী জরৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

৪০ ভণিতাটি ব. সা. প. পুথি থেকে নেওয়া।

।। দশ ।।

কি বুদ্ধি করিব নেতা ও হো ও
বোল শীঘ্র গতি ... ধু

জতেক বানিয়া গন লইয়া১ মৃত কাশ্ট।
২ছএ মৃতো লইয়া ৩গেল গুঙ্গুরির৩ ঘাট।।
ছএ বধূ অনুমৃতা৪ শাজে ছত্র ঠাই।
ছএ চিতা৫ নির্ম্মাইয়া আনল৬ ভেজাই।।
পদ্মা বলে ৭নেতাই কথাতে দেহ মন।
অনুমৃত৮ য়ানিবারে জাএ৮ বানিয়ার বধুগন।।
জদি ছএ মৃতা পোরাইয়া৯ করে ছাই।
তবে কি বানিয়ার ১০হাতে ফুল জল পাই।।
১১নেতাই বলে ১২ছএ মৃতা তবে১২ কর চুড়ি।
তবে শে শাধিবে বাদ শুন বিসহরি।।
১৩নেতাই বচনে পদ্মা চলে রথ ভরে।
১৪রাক্ষস তারকা১৫ বলি ডাকিল সতরে।।
পদ্মা বলে১৬ রাক্ষশিনি মাএগ১৭ কর শ্তির১৭।
১৮চুরি করি আন ছএ মৃতার শরির১৮।।
সেই কালে তারকা১৯ মোহ মাএগ১৯ করে।
মাএগ করি ছএ২১ মৃতা আনিল সত্তরে।।
পদ্মা বলে ছএ২১ মৃতা রাখ তোমার ঠাই।
২২দিতে চাহ ছএ ২৩মৃতা ২৪জখন আমি চাই।।
২৫মশ্তক না দেখিয়া ২৬ভাবেন শমশ্ত।

ফিরিয়া ২৭ঘরকে চলে২৭ হৈয়া ২৮বিপ্রশ্ত ।।
পদ্মার য়াদেশে২৯ রহে চান্দের বধূগন২৯।
বিরচিয়া গাত্র করি জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। দশ ।।
ধ্রুবপদটি আশু পুথির ১তৃণ, (খ) পুথি অগ্নি ২ মরা ছয় ৩ জায় গগরির ৪ যায় (খ) পুথিতে লাইন দুটি আগে পরে আছে ... ৫ নিম্মাইল ৬ জ্বালাই ৭ নেতা পাত্র ৮ যাবে ৯ মৃত্যুকে পুড়িয়া ১০ হস্তে ১১ নেতা ১২ যদি ছয় মৃত্যু (খ) পুথিতে ছত্র মৃত্যুকে করিতে পার চুরি ১৩ নেতার ১৪ রাক্ষসী ১৫ জোগাইতে ২৪ যবে (খ) পুথিতে জোগাইঞা রাখি যখন আমি চাই ২৫ মৃত্যু সব ২৬ বানিয়া ২৭ মন্দিরে গেল ২৮ নিরস্ত (খ) পুথিতে ফিরিয়া চলিল ঘর হইঞা বিকাল ২৯ গীত পাইল সপনে, (খ) পুথির ভণিতা জগত ...। মনসার দাস ... করিল পরকাশ।

।। এগার ।।

১ভূমিকা ঃ ত্রিপদি

২চান্দের বধুগন আকুল৩ হৈল ছএজন
সমুখে ৪স্যামি না দেখিয়া।
৫নেহিলাম অনুমৃতা ৬নিম্ভাইয়া গেল চিতা
৭গ্রিহে শবে গেল বাহুরিয়া।।
চান্দ বলে হৈল ভাল ঘুচিল শব জঞ্জাল
পদ্মার৯ কর্ম্ম সব য়দভূত।
১০রহে বধু ছএজন১০ ১১কান্দে শদাএ ১০মোর মন
১২রহিল মোর সেহি ছএ পুত।।
সনেকা১৩ সুন্দরি ১৪কপালে ঘাও মারি১৪
১৫বিলাপ করি১৫ কান্দে নিরান্তর।
১৬মৈল পুত্র ছএভাই কোথা গেইলে লাগ্য পাই
পদ্মাএ সাধিল বাদান্তর।।
দেবতা মানিস্যে বাদ হৈল বর প্রমাদ
আর আমি না থাকিব ঘরে।
ক্রোধ করে বানিয়া হেমতালের নড়ি লইয়া
জাএ সনেকার বরাবরে।।
দেখিয়া চান্দের মতি কন্দেন তেজে রূপবতি
বিবাদিয়া বানিয়ার ডরে।
শাধু বলে রূপবতি কেন কান্দ নিরবধি
প্রাণ ফাটে তোমার কারণে১৬।।
১৭জগত জিবন কবি বন্দ মা মনসা দেবি
দেব মনি রাশ্তিকের মাত্র।
অশ্টনাগের অধিকারি জরৎকারু মুনিশ্যের নারি

সেবকের হৈল বরদাতা১৭।।

পাঠান্তর ঃ ।। এগার ।।

১ নাই, এখানে ভূমিকা লেখার অর্থ স্পষ্ট নয় ২ চান্দের ৩ নাই ৪ স্বামীকে ৫ না গেলাঙ ৬ নিভাইএগ্রা (খ) পুথিতে নিভাইল ছয় চিতা ৭ গৃহকে ৮ (খ) পুথিতে ঘুচে গেল ৯ কার্য (খ) পুথিতে কথা ১০ রহিলেন বধুগন ১১ রহিলেন ১৩ বানিয়ানী ৪ হৃদয়ে মুষ্টিকা হানি ১৫ বিনাইএগ্রা ১৬ নাই, আছে -

চান্দ বোলেন মোর কি হইল পাপ ঘোর
সদাই মোর দন্ধে অন্তরে।
সনকা প্রাণ সুন্দরী কেন কান্দ শোক করি
আমি তবে না রহিব ঘরে।

(খ) পুথিতে - শোকে সুন্দরী-রহিল চুপকরি/বিবাদিয়া বানিয়ার ডরে ১৭ ভণিতা ভিন্ন - দ্বিজ জগত জীবন কবিত্ব বিচক্ষণ/বিরচিল মনসার বরে।

।। বারো ।।

১লাচারি ঃঃ দিশা ঃঃ ১
২ঐ বিধি আর দুখের উপরে দুখরে
না শহে শরিরে বিধি আর রে২ ... ধুয়া
৩পদ
৪ছএ পুত্র মরনে ৫ চান্দের শ্তির নহে মন।
৬থাক থাক৬ শুন্দরি ৭ আমি জাইব পাটন।।
৮একেত বাঞ্চিত৮ বিধি পুত্র শোগ দিয়া।
৯শদাত্র দগধে প্রাণ১০ বিবাদ দেখিয়া।।
১১পরদেশে রহি গিয়া১১ ঘরের কিবা কাজ।
বিবাদে মরিল পুত্র ত্রিভুবনে লাজ।।
বাপের১২ রাজ্যধন জম্ম ভরি খাই।
আজ্ঞা দেহ বানি-আনি১৩ বানিজ্যেত জাই।
১৪সনেকা বলেন১৪ শুন প্রভু ১৫গুণমণি।
১৬এত ধন সম্পদ১৭ করি তোমার নিছনি।।
খাইবার কেহু ১৮নাহি ১৯আছে জত১৯ ধন।
কি২০ কারনে জাইবে২১ তুমি দক্ষিন পাটন।।
না ২২জাইয় পাটনে প্রভু বিবাদে২২ পদ্মাবতি।
২৩ভিনদেশে মরিবে২৩ প্রভু ২৪মোর কিবা গতি।।
চান্দ বলে আছে ২৫মোর মহেশ্বরের২৫ বর।
পদ্মার বিবাদে২৬ মোর কিছু নাহি ডর।।
ছএ ২৭বধু র সনে২৭ শোনা তুমি থাক ২৮ ঘর।
অবশ্য জাইব আমি দক্ষিন২৯ শহর।।
৩০পদ্মার আদেশে গীত পাইলাঙ সপ্পনে।
রচিল পাচালি কবি জগত জীবনে।।৩০

পাঠান্তর ঃ ।। বারো ।।

১ নাই ২ ভিন্ন- যম ভয়ে মন কাহে ডরোরে / গলায় বসন দিয়া দুর্গা ভজরে ৩ নাই ৪ নাই ৫ চান্দোর ৬থাকহে ৭ সনা ৮ এতেক বঞ্চিল ৯ দ্বিগুণে ১০ বিধ্বা (খ) পুথিতে দুর্গমে দগধে প্রাণ বিবাদ দেখিয়া ১১ বিদেশে যাইব আমি ১২ অর্জ্জিত ধন ১৩ বানিজ্যকে ১৪ সনকাএ বোলে ১৫ প্রভু শুন ১৬ ই ১৭ প্রভু (খ) পুথিতে দেখি ১৮ নাই ১৯ যত আছে ২০ কার্য্যে ২১ প্রভু ২২ কর পরাণে ডর নাই (খ) পুথিতে জাইহ প্রাণনাথ বিবাদী ২৩ বিদেশে মৈলে ২৪ আমার ২৫ মোকেমহেশের ২৬ মোকে (খ) পুথিতে মোক ২৭ বধু লৈয়া (গ) পুথি সহিত ২৮ ঘরে ২৯ সহরে এরপরই ভণিতা আছে একমাত্র আশু (ক) পুথিতে,আশু (খ), (গ) নেই,সম্পাদক একে লিপিকরের অনবধ্যনতা বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ আমাদের পুথিতেও ভণিতা নেই বা শেষ হয়নি। কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হওয়ায় আমরা গানটিকে এখানেই শেষ বলে বিবেচিত করলাম। ৩০ ভণিতাটি ব. সা. প. পুথি থেকে নেওয়া হয়েছে। আশুর ভণিতা- জগত জীবন কবির মনসার দাস / পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।

।। তেরো ।।

ও রূপ লাগ্যাছে মরমে।
ভাবিতে, রসের তনু জার‍্যা লৈল রে ঘুনে... ধুয়া১

চান্দ বলে লেঙ্খা মন্ত্রি শুনত৩ মোর ভাই।
৪শতরে ডাকিয়া আন ছুতার ৫কুশাই৬।।
৭আনিল ছুতার লেঙ্খা ৭শিশ্য গন সাতে।
৮বানিয়াকে প্রনাম করিল জোর হাতে।।
চান্দ বলে ৯কুশাই তাম্বুল১০ খাও ধর১০।
১১জাইব পাটনে চোদ্য-ডিঙ্গা১১ শাজন কর১১।।
চলিল ১২কুশাই সঙ্গে ১৩লইয়া শিশ্যগন।
নানা জাতি ব্রিখ্খ কাটে প্রবেশিয়া বোন।।
১৫সাল পিয়াল কাটে খরি য়ার তেতলি।
কাটিল নিমের গাছ গামারি পিরলি।।
আম্র কাঠাল কাটে বেল আর বকল।
চাম্পাখিরি কাইটে সব করিল নির্ম্মুল।।
জাম নাকিশ্বর কাটে অশোক বিসক।
তাল হিজল কাটে আর কাটে মহুক১৫।।
১৬গাছ সব কাটিয়া করিল১৬ সারি সারি।
চিরিয়া করিল ১৭ ফালি লক্ষ তিন চারি।।
বাছিয়া বশাএ ১৮ফালা কর্ম করে ভালো।
শারি শারি ১৯বসাইল লোহার ২০গেঞ্জাল।।
আসন বান্ধিয়া ২১আর বান্ধে২১ জলই পাট।
বান্ধিয়া ২২গোলা তোলে আর মালুস ঘাট।।২২
প্রথমে বান্ধিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
২৩বাউমোহা ভেড়িমোহা বাউরা ভ্রমর২৩।।

শিতল পাটি উভমুখি কোশা ২৪কোটবন্ধ।
বান্ধিল মোহনগিরি ২৫পরম আনন্দ।।
২৬ মরগিয়া জাহাদ ২৭আর গৌরা২৭ ২৮পালসই।
চোদ্দ ডিঙ্গা করে আগে বানিয়ার ঠাঁই।।
বুহিত দেখিয়া ২৯চান্দ বড় সুখ পাএ২৯।
৩০কৰ্ম্মিকে শন্তোশ করি করিল বিদাই৩০।।
৩১জগত জিবন কবি মনসার দাশ।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। তেরো ।।

১ ধুয়া আশু পুথি থেকে নেওয়া ২ বচন (খ) পুথিতে পাত্র ৩ নাই ৪ সত্বরে ৫ কুন্দাই ৬ এরপর অতিরিক্ত দুটি লাইন - চান্দোর মুখের লেঙ্খা শুনিয়া বান / কামিলা বাড়িতে লেঙ্খা করিল গমন ৭ আইল কামিলা লৈয়া ৮ সাধুকে (খ) পুথিতে - আইল সুতারগন শিশ্যগন সাথ/বানিয়াক প্রদক্ষিণ করে জোড় করি হাত ৯ কামিলা ১০ ধর খাঅ ১১ সজিঅ১২ কামিলা ১৩ লৈয়া ১৪ /বৃক্ষ ১৫ গাছের বিবরন ভিন্ন 'সরন সরিল কাটে পিয়লা পিয়লা পিপলি/ কাটিল খর্জুর শাল পিয়লি সিমলি/চাঁপা নাগেশ্বর কাটে বকুল কাঠাল /নিম নারিকেল কাটে জলপাই তাল। (খ) পুথির গাছ - শাল শিমল কাটে তমাল তেতুলি/ আম জাম কাটে নবরঙ্গ চেলি/নিম নারিকেল কাটে জলপাই তাল/চম্পলা নগরে বিসির কাটে বকুল কাঠাল ১৬ বৃক্ষ কাটি কামিলা রাখি ১৭,১৮ তক্তা ১৯ হারিলেখ ২০ গোজাল ২১ বান্ধিল ২২ ডিঙ্গার ঘোরা তোলে মাল কাট ২৩ বাঘ মুঁহা ভেরা মুহাঁ ধরির ভোমর (খ) পুথিতে বাঘ মুহা ভেরা মুহা ধাস্তুরা ভমর ২৪ কচ বন্ধ ২৫ সভার ২৬ সুবুদ্ধি ২৭ বান্ধে কোশা ২৮ পানসোই ২৯ সাধুর আনন্দিত মন ৩০ কর্মকার দিল তবে অমূল্য বতন ৩১ আশু পুথিতে গানটি শেষ হয়নি কিন্তু প্রসঙ্গ বদলে গেছে। আমাদের পুথিতে ভণিতা দিয়ে গান শেষ এবং ধ্রুবপদ দিয়ে নূতন গান শুরুর নির্দেশ আছে।

।। চৌদ্দ ।।

[১]দিশা

য় আ রে য় ও নিঠুর বংসি ধারি
আমি একা কুঞ্জে রইতে নারি আরে য়

পদ

জাইব পাটনে[১] *লেঙ্খা কর অবধান।
চূড়ামণি দৈবজ্ঞকে সত্বরে ডাকি আন।।
[২]শীঘ্র চলিল লেঙ্খা সাধুর বাক্য শুনি।
সত্বরে ডাকি আনিল দৈবজ্ঞ[৩] চূড়ামণি।।*
দৈবগ আশিয়া বলে শুভ বার[৪]দিন।
পাঞ্জি দেখি[৫]করিল নক্ষএ তিথ দিন।।
[৬]সাধু বলে দৈবগ তাম্বুল ধরা [৭]নেহ।
জাইব পাটনে শুভ লগ্ন করি[৮] দেহ।।
অঙ্ক খড়ি[৯] পাতিয়া দৈবগ্য [১০] কৈল শার।
[১১] জাইতে কুসল নাহি দেখি বানিয়ার[১২]।।

[১২] বুড়ামুনি বলে শুন বানিয়া গোসাঞিঃ।
শকল কুসল তোর [১৩] গ্রহ দোস নাই।।
এক অমঙ্গল [১৪] তোর মনশার সঙ্গে [১৪] বাদ।
দক্ষিন পাটনে [১৫] জাইবে আসিতে [১৫] প্রমাদ।।
[১৬]পদ্মা করিবে তোর নানা মোত মন্দ [১৬]।
[১৭]প্রথমে করিবে তোমার রাজার সনে দন্দ।।
শাগরে ডুবাবে তোর চোদ্য ডিঙ্গাধন।
তার পাছে [#]করাবে মস্তক মুন্ডন।।
চোর বলি [০]ধরিবে বধু ছত্র রাড়ি[০]।
টানিয়া তুলিবে [॥] তোর গোপ আর [॥] দাড়ি।।
মনসাকে তুমি জদি দেয় ফুল জল।
দক্ষিন পাটনে গেইলে হইবে মঙ্গল [১৭]।।
ক্রোধে বলে বানিয়া [১৮] দৈবগ বন্দি কর।
জাবত [১৯] না য়াসি যামি [১৯] চাম্পালি নগর।।
মিছা হইলে [২০] মাথা মুড়ি ফিরাইব নাম [২০]।
[২১] জদি কথা সত্য হএ[২১] দিব পঞ্চ গ্রাম।।
[২২]দৈবগে বন্দি করে বন্দি শালা ঘরে।
বন্ধনে পড়িয়া দৈবগ কান্দে উচ্যশ্বরে।।
শত্য বলিতে যামার বিধি হৈল বাম।
এহি বার ডুবিল য়ামার দৈবগের নাম।।
আমি হেন মোহা দৈবগ জানে শব্ব দেশে।
চান্দে র গননা এ আমি পড়িলাম কাল ফাশে।।
বন্ধনে পড়িলাম আমি প্রতিকার নাই।
আমার কপালে দুঃখ করিল গোশাঞিঃ।।
জগতজিবন কবি মনশার দাশ।
পদছন্দে পাচালি করিলে প্রকাশ[২২]।।

পাঠান্তর ঃ ।। চৌদ্দ ।।

[১] এই অংশের পাঠ ব্‌ পুথি থেকে নির্মিত। দিসা র আগে পুথিতে 'লাচারি' কথাটি আছে। *পাঠ আশু পুথি থেকে নেওয়া [২] আশু (খ) পুথিতে তুরিত্যে[৩] ব্‌ এ বুড়ামুনি [৪] তিন, আশু (খ) আসিয়া দৈবগয বলে শুভ দুইচার [৫] কহিল, আশু (খ) পাঞ্জি পুথি দেখিএঞা বলে নক্ষএ তিথিবার [৬] চান্দো [৭] খাও [৮] দেও [৯]পাড়িয়া [১০] গনে [১১] পাটনে কুশল আমি না দেখি তোমার [১২] দৈবজ্ঞ বোলেন, আশু (খ) চূড়ামণি, [১৩] কিছু, আশু (খ) পুথিতে দেখি তুমার গৃহদোষ নাঞি [১৪] দেখি পদ্মা সনে [১৫] তোমার হৈবে[১৬] আশু (খ) পদ্মায়ে করিতে তুমার নামেতে মন্দ, নাই, [১৭] আশু নাই (খ) পুথিতে [#]করিবে তুমাক [০]ধরিবেক ছয় বধু রান্ডি, [॥] গোপ উফড়াবে, এরপর অতিরিক্ত কটি লাইন — তুলিএঞা মারিবে কেহো বাঢ়নির বাড়ি/বুঢ়িসনকাএ তুমাক মারিবে লাথি গুড়ি দেবিকে তুমি দেহ পাটন গেলে তুমারনা হইবে কুশল [১৮] ব্রাহ্মণ, [১৯] ফিরিএঞা আসি এ [২০]তোমার করিব অপমান [২১] সত্য হইলে আমি, এই দুটি লাইন আগে - পরে আছে [২২] নাই, বদলে - ই কথা শুনিয়া লেঙ্খায়ে বন্দী রাখে ঘরে / জগতজীবন গায় মনসার বরে, (খ) পুথিতে দৈবজ্ঞ করি সাধু বন্দিশালা ঘরে, আশু. পাঠ লিপিকর প্রমাদ,

কারণ লেঙ্গা চাঁদের মন্ত্রী, তিনি দৈবজ্ঞ নন এবং তাকে বন্দি করার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। $ব_{৪}$ এর [১২] এর পাঠ সঠিক বলে বোধ করি।

।। পনের ।।

ত্রিপদী

[১]এ প্রভু প্রাণনাথ না জাহ দেশান্তবে রে না রে হয় ... ধুয়া[১]

দৈবগের [২]কথাশুনি — [৩]কান্দে সোনা মনে গুনি
অভাগিনির [৪] ডরে কাপে প্রাণ[৪]।
দাতা[৫] দিগাম্বরে — অমূল্য[৬] রত্ন ঘরে
ঘরে আছে পঞ্চ. রাজার ধন।।
মৈল পুত্র ছএ ভাই — ত্রিভূবনে কেহ নাই
[৭]কি কারণে পাটনে জাইবা[৭]।
[৮]পদ্মার সহিতে বাদ — [৯]সেই বর প্রমাদ[৯]
প্রাণের অধিক[১০] আর কিবা[১০]।।
চান্দ বলে [১১]শুন প্রিয়া — [১২]য়ামার দারুন [১২]হিয়া
হেন [১৩]বাক্য না বলহ [১৩]মুখে।
বানিয়া কুলেত [১৪]জন্ম — [১৫]করিব বানিজ্যের[১৫] কর্ম্ম
ঘরে তুমি থাক মোহ্য শুখে।।
[১৬]জগত জিবন কবি — বন্দ মা মনসা দেবি
দ্বিজমুনি য়স্তিকের মাতা।[১৬]

পাঠান্তরঃ পনের ।।

[১] ধুয়া আশু (খ) পুথি থেকে নেওয়া [২] বাক্যশুনি[৩] বোলে, ত্রিপদীর এই অর্ধাংশ আগে-পরে আছে [৪] প্রাণ কাঁপে ডরে, এরপর দুটি লাইন কেবল আশু. তেই আছে - শুন প্রভু প্রাণনাথ - যোড় করি বলি হাত/ বসি আ থাকহ মোর ঘরে [৫] দিগাম্বর বরে, অর্থ হয়না, বোধকরি লিপিকর প্রামদ [৬] রতন[৭] দেশান্তরে যাবে কি কারণ [৮] আশু বাপ্তড়িতে কিবা সাদ [১০] কিবা আর, আশু (খ) মনসাকে দেহ ফুল জল, পরের দুটি লাইন কেবল আশুতে আছে - বিদেশে মরিলে তুমি - বার্ত্তা না পাইব আমি/বৃদ্ধকালে কিগতি আমার [১১] প্রাণ [১২] তোমার কঠিন [১৩] কথা আন তুমি [১৪] ধর্ম্ম, [১৫] করিবে বাণিজ্য [১৬] ভণিতা ভিন্ন - জগত জীবন কবি — বন্দিয়া মনসা দেবী / সুখ মোক্ষ ভবের কারণ। / দুঃখ দুষ্ট সর্প্পভয় - ইসব করিতে ক্ষয় / বন্দুদেবী পদ্মার চরণ। আশু (খ) পুথির ভণিতাতে কবির ব্যক্তি পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে, যা বংশ পরিচয় অংশে উদ্ধৃত করেছি।

।। ষোল ।।

[১]লাচারি

[২]দিসা

[৩] য় রে প্রাণের নাথ নাজায় ছাড়িয়া
সঙ্গে জাব লইয়া চল জাব দাসি হৈয়া[৩] ..... ধুয়া

[৪]পদ

চান্দ বলে লেঙ্খা[৫] ভাই শুন মোর বানি।

ডিঙ্গাএ[৬] চড়ায় তুমি নানা দ্রব্য খানি[৬] ।।
ঘরে[৭] পরে কিনিতে চাহিতে জত পাও।
পাত [৮]ফুল ফল আনি ডিঙ্গাতে চড়াও।। [৮]
চান্দের বচনে লেখ্যা সিগ্রগতি জাএ।
চক্ষে জত[৯] দেখে দ্রব্য [৯] ডিঙ্গাতে [১০] চড়াএ।
প্রথমে তুলিল [১১] চাউল খাবার তুল্ব নুন [১১]।
খাবার [১২]তরে তোলে নুন লক্ষ দস মোন[১২]।।
তার পাছে ডিঙ্গাতে তুলিল মিঠাই জল।
ছত্র মাস খাত্র[১৩] জেন গাভুর শকল।।[১৩]
[১৪] আম জাম তাল বেল মিঠা নারিকল।[১৪]
জতন করিয়া লইল এহি সব ফল।।
পাটের মেখলা ধোকর আর নিল শারি।
জত্ন করিয়া লইল কাপর এরি সেরি।।
নানা রঙ্গের সারি লইল করিয়া জতন।
ইহার বদলে লইব পাটের বসন।।
থাল বগরি লক্ষে নেহ সরতের খার।
ইহার বদলে লইব নুন দশ ভার।।
[১৫] জাত্র ফল নিব আমি জাম বদলিয়া[১৫]।
গুয়ার বদলে নিব লক্ষ শারি গুয়া।।
[১৬] পাটের বদলে নিব শেত চামর।[১৬]
হরিদ্রার শোনা লইব করিয়া শমস্বর।।
জতন করিয়া লইল পুরানা শুকতা।
ইহার বদলে নিব প্রমাণ মুকতা।।
[১৭] জত্ন করি নিল তবে আর ফুল বরি[১৭]।
একগুণ বদলে নিব দশ গুণ কড়ি।।
চৌদ্য ডিঙ্গা ভরিয়া সাধুকে দিল জান।
ভান্ডারি কাণ্ডারি সব হৈল সাবধান।।
শুভক্ষনে জাত্রা করে [১৮] চান্দ শদাগরে[১৮]।
জগত জীবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ।। ষোল ।।
[১],[২] নাই, [৩] ভিন্ন, সাজরে কাণ্ডার ভাই ওহো ও যাইব পাটনে [৪] নাই [৫] পাত্র [৬] চাপাঅ ভাই দ্রব্য যত আনি, আশু (খ) ডিঙ্গাতে চাপাঅ ভার যত দ্রব্য আনি [৭] বাহিরে [৮] ফল মূল সব ডিঙ্গায়ে চাপাঅ, আশু (খ) জড়ে পাতেমূলে আনি ডিঙ্গা চাপাএ [৯] দ্রব্য দেখে [১০]চাপায় আশু (খ) যত কিছু ধন পাত্র [১১] নাত্র চাউল তৈল নোন [১২] কারনে নিল চিনি চারিমণ [১৩] যত চান্দোর প্রদল আশু (খ) খাইবে সাধু গাভুরিয়া এরপরবর্তী বর্ণনা এলো মেলো। তবে বস্তু-বদলের বিবৃতিতে মিল আছে যেমন — [১৪] নারিকেল তাল বেল আর কাঠাল আম [১৫] জামির বদলে নিব জায়ফল জাম [১৬] শ্বেত চামর নিব দিয়া পাট সন [১৭] যতন করিয়া নেহ কিছু ফুলবড়ি ইত্যাদি। এসব বিবৃতি পৃথকভাবে

আলোচিত হয়েছে। আশু (খ) পুথির বর্ণনাও পৃথক। [১৮] নাসিকার স্বরে, আশু পুথিতে গানটি এখানেই শেষ।

।। সতের ।।

[১] নানা জাতি বাদ্য বাজে শুনিতে শুন্দর।।[১]
*জোর কড়া বিনা বাশি মৃিদঙ্গ দোতরা।
মানিরাজ কাশি বাজে দামামা তম্বুরা।।
নানা জাতি বাদ্যে হৈল গন্ডগোল।
দেব গর্জ্জিয়া জেন করএ বাদল।।
সাধু বলে ধনাই মনাই শুন ভাই*।
[২] সাজ সাজ গাভর বিম্বলম্বে কাজ নাই।[২]
[৩] সাধুর আজ্ঞা পাইয়া সাজে সর্ব্বজন।[৩]
[৪]নাসিকা পরশ করি জাত্রা করিল তখন।।[৪]
[৫]জাত্রা কালে পুন্য ঘট পড়িল টলিয়া।[৫]
চরনে উঝুটি লাগে সগলি চলিল আগুদিয়া।।[৬]
[৭]শ্রীগাল গেল বাম ভাগে দক্ষিন দেশে কাল[৭]।
সোনা বলে প্রাণনাথ [৮] জাত্রা নহে ভাল[৮]।।
[৯] ধন জন শকল হৈবে তোর হানি[৯]।
প্রাণ লইয়া প্রাণনাথ হৈবে টানাটানি।।
দেবতা মনিশ্যেবাদ শে বর জঞ্জাল।
[১০]মনসার তরে প্রভু দেহ ফুলজল[১০]।।
সোনার মুখতে শুনে এতেক বচন।
[১১]শদাগরের ক্রোধ হৈল যগ্নির শোমান।।
চান্দ বলে কি বলিলে পাপ দুরাচারি[১১]।
[১২]শঙ্কর পূজিয়া না পূজিব বিসহরি[১২]।।
[১৩]শাধুর তজ্যনে শোনা হৈল তরাশ।
হেস্ট মুণ্ডে বাণিয়ানি ছাড়িল নিশ্যাশ[১৩]।
[১৪] জগতজিবন কবি মনসার মাএগ্রা।
করিবে ব্রাহ্মনি মাতা লাত্রকের দএগ্রা [১৪]।।

পাঠান্তর ঃ ।। সতের ।।

আশুর এইগানটি ত্রিপদীতে লেখা। কোন কোন লাইনের মিল আছে। [১] নানা বাদ্য বাজে সুমঙ্গল* নাই[২] শুভক্ষণ হৈল ভাল-বিলম্বের নাই কাল [৩] সাজে জন আজ্ঞা পায়া [৪] নাসিকা পরশ করি - যাত্রা করে অধিকারী [৫] সুবর্ন ঘট পড়িল টলিয়া [৬] চরণে উঝটি লাগে - সকুনি আশিল আগে [৭] শৃগাল যায় দক্ষিণ ভাগে [৮] করু প্রভু যোড় হাত / যাত্রায় অমঙ্গল সব লাগে [৯] ধন জনে নাই ভাল - বাদ কর কত কাল [১০] মনসাকে দেহ ফুল-জল [১১] শুনি সনার উত্তর-ক্রোধে বোলে সদাগর / কি বলিলে পাপিষ্ঠ পাপিনী [১২]যেই হস্তে পূজি হর -অখিলের ঈশ্বর / হেন হস্তে পদ্মাকে দিব পানি [১৩] শুনিয়া চান্দোর কথা - মনা করে হেট মাথা [১৪] জগত জীবন ভণে - সরস্বতী অধিষ্ঠানে / গগরিয়ার ঘাটে যায়া পায়।

।। আঠার।।

[১] লাচারি ঃ ঃ ত্রিপদি

মধুকরে বশিয়া [২]আদেশ করে বানিয়া
ডিঙ্গামেল গাভরিয়া ভাই[২]।
[৩]জাইব দক্ষিন [৪]পাটন বিলম্বের [৫]কন প্রয়জন।[৫]
[৬]চল কাণ্ডার কত দুরে জাই[৬]।।
[৭]আজ্ঞা করে চন্দ্রপতি[৭] [৮]শবে শাজে শিঘ্রগতি[৮]
কাণ্ডারিয়া [৯]ধরিল কাণ্ডার।
[১০]ডিঙ্গা মেলে গাভরিয়া[১০] [১১] গুঙ্গুরি বাহিয়া[১১]
[১২]ডোমরাদহ হৈল পার[১২]।।
[১৩]ডাহিন বামে জত গ্রাম তার কত লইব নাম[১৩]
[১৪]ডিঙ্গা পাএ ভাগ্যিরতি ধারা।[১৪]
[১৫]চান্দ বলে মনাই রহি আজি এহি ঠাই
বল দেখি গঙ্গার অবতার।।
শুনিয়া শাধুর বানি মনাই কহিছে বানি
কহি কিছু বিস্তার কাহিনি।
শুন বলি কইশ্বর কহি আমি উত্তর ১৫
[১৬]এহি গঙ্গা [১৬] পতিত পাবনি।।
[১৭]চান্দ বলে শুন কথা গঙ্গাকে য়ানিলে এথা[১৭]
স্থানে কতেক[১৮] ফল পাই[১৮]।
[১৯]জগতজিবন কবি বন্দমা মনসা দেবি
পদ্মাবতি বড় ক্রিপা মই[১৯]।।

পাঠান্তর ঃ ।। আঠার ।।

[১]শুধু ত্রিপদী আছে, লাচারি নেই। "অধিবস্তু-ন দোষায় ঃ অর্থে দুটোই রাখা হল[২] আনন্দিত মন হৈয়া / আদেশ করয়ে সদাগর, আশু (খ) পুথির পাঠ হুবহু এক, এর পর অতিরিক্ত দুটি লাইন — ডিঙ্গা মেল কান্ডারি- শুন এক মন করি। আমি যার দেশেঅন্তর[৩] চল যাই [৪] রাজ্য [৫] নাই কার্য্য চরন আগে পরে আছে [৬] আজি যায়া থাকি কত দূর [৭] সাধুর আদেশ পায়া [৮] ডিঙ্গা মেল গাবরিয়া, আশু (গ) সদাগরের [৯] করিল, অতিরিক্ত লাইন - আনন্দিত মন হৈয়া - ডিঙ্গা বাহে গাবরিয়া / আনন্দে চলিল কতদূর [১০] গগরিয়া ঘাট বায়া [১১] নাই[১২] ভ্রমরা দহতে গিয়া [১৩] নাই [১৪] পাছে পাল্য ভাগীরথীর ধার [১৫] নাই, বদলে - দেখিএঞা ধবল জল - পুছে তবে সদাগর / ধবল-বরণ কুন পানি/কাণ্ডার বোলে শুন কথা - না বুলি আমি অন্যথা [১৬] এই গঙ্গা [১৭] সাধু বোলে কথা জন্ম গঙ্গানীরে কিবা ধর্ম্ম [১৮] পূণ্য পায় আশু (খ) সাধু বলে জন্মিজে - ইখানে আনিশকে [১৯] বিররিয়া কহ কথা - না করিহ অন্যথা / জগত জীবন কবি গায়।

।।উনিশ।।

এ-ই হে বিশ্বে মোক্ষ পাবনি
এ বড় পোতিত পাবনি গঙ্গা স্বরন লৈনু তোরে ... ধুয়া

কর্ন্যাধার বলে সাধু কথায় দেহো মোন।
গঙ্গার মাহার্ত্য কোহী জন্ম বিরোবন।।
জার নামত স্বরনে তরয়ে জমপুরি।[৩]
দ্রব কৈইলা জাতে আপনি[৪] প্রভু হরি।।
একো[৫] দীন হোরি[৬] হর দুজনা এক স্থানে।[৬]
[৭]বিনা বার্দ্দে নারোদ করিলা দিব্য গানে।।[৭]
[৮]পীনাক ধোরিয়া হর গাইলেন[৮]গিত।
[৯]দ্রবো হৈলা নারায়ণ[৯]মগন হৈলো চিত।।
কমন্ডুল [১০] ভোরি ব্রম্মা [১১]রাখে সেই[১১] নির।
[১২]জখন হোইলা প্রভু বামন সোরির।।
[১২]বালি সে ত্রিপদ ভূমি কোরিলেন[১৩] দান।
তিনপদে[১৪] ভগোবান লোইলো ত্রিভুবন[১৪]।।
[১৫]ব্রম্মান্ড ভোজিলা গিয়া [১৬]প্রভুর চরন।
কমন্ডুল জলে ব্রম্মা পুজিলা[১৭] চরন।।
চরন বাহীয়া পড়ে, দেখিলেন হর।
সর্ত্তরে[১৮] ধোরিলা গিয়া মস্তকো[১৮] উপোর।।
[১৯]এই রূপে গঙ্গা রৈল জটার ভিতরে।[১৯]
[২০]বিধি বিনা অন্য দেব দেখিতে না পারে।।
শূর্য্য বংশে জোন্মিলা সাগর নরোপোতি।
বাহুবলে সীমানা সকল বোসুমোতি।।
কতো দিনে হৈলা তার হাজার সন্ততি।
বাহু বলে নিতে চাহে ইন্দ্রের বসোতি।।
পুত্র গন লয়া রাজা জুক্তী কৈল্য সার।
অশ্বোমেধ জগ্গো রাজা কোরিলা প্রচার।।
কতোদিনে হৈলা জোগ্গ পুন্য আহোতি দানে।
ইন্দ্র তার ঘোড়া চুরি কৈল্য মায়া বলে।।
ঘোড়া লইয়া ইন্দ্র রাজ ভাবে মোনে মোনে।
পাতালে রাখিলা ঘোড়া কোপীলের স্থানে।।
ঘোড়া হারাইয়া রাজা হোইলা ফাঁফর।
সাটী হাজার শুতো ফিরে হোইয়া বিহুল।।
সপ্ত সর্গে বিচারিলা আর ভূমন্ডল।

পর্ব্বত কানন আর সাগোরের জল।
ঘোড়া না পাইয়া আইলো বাপের নির্ণোয়।
শুনিয়া বিস্ময় - রাজা ভাবিল হ্রিদয়।।
রাজা বলে প্রিথিবি খান খুঁড় পুত্র গোন।
আজ্ঞা পায়া চলে সাটী হাজার নন্দন।।
প্রিথিবি খুড়িতে তবে লাগিল কুমার।
একো বারে খুঁড়ে তারা ই সপ্তো সাগর।।
খুড়ীতে খুড়ীতে গেলা পাতাল ভুবন।
দেখে তপ করে দেবো দুতির নন্দন।।
ঘোড়া পাছে বাধা মুনি আছেন ধেয়ানে।
অগোচরে বান্ধিলো ঘোড়া সহস্রো লোচনে।।
ঘোড়া দেখি সুখি হৈলা রাজার নন্দন।
ঘোড়া চোরা বোলি মুনিক কৈল্য অপমান।।[২০]
ধ্যান ভাঙ্গী[২১] মুনিবর মোনে কোপ করে।
[২২]মুনি কোপে[২২] ভস্য[২৩] সাটী হাজার[২৩] কুমারে।।
নারোদ[২৪] কোহীলা আসি রাজার বির্দ্ধমান।[২৪]
অংশুমানে পাঠাইলা পাতাল ভুবন।।
[২৫]স্তব কোরি ঘোড়া লইয়া আইলো অংশুমান।
[২৭]জোজ্ঞো[২৬] পুন্য কোরিলা[২৬] সাগোর মোতিমান।।
কতোদিন রাজ্য কোরি গেলা সর্গ্গবাস।
অংশুমান রাজা হৈলা ভুবোনে প্রকাশ।।
জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।[২৭]

।। পাঠান্তর উনিশ।।

(গানগুলির পাঠ দে,,নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত।) আশু, পুথি- ১কান্ডার ২ মহিমা ৩ লইলে শমন যাই তরি ৪ দিব্যরূপ আপনে হইলা ৫ কালে ৬ আইচলা আনন্দিত মনে ৭ নারদে বলিল প্রভু গান কর তপোবনে ৮ পুলকিত হৈয়া নারদে গায় ৯ দ্রবিত হৈল হরি ১০করি ১১ ধরিলেন ১২ পশ্চাতে ১৩ বলি রাজার স্থানে প্রভু ভূমি নিল ১৪ হইলা প্রভু পুরুষ প্রধান ১৫ ব্রহ্মায়ে ১৬ কৃষ্ণের ১৭ তখন ১৮ তুলিয়া নিল জটের ১৯ শিবের জটার মধ্যে গঙ্গার নিবাস২০পাঠ ভিন্ন ও সম্পূর্ণ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, অনেক প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। ব৬ নং পুথির পাঠান্তর - ২১ মুনির ২২ ব্রহ্মশাপে ২৩ হৈল সহস্র ২৪ বলিল, রাজাক সব বিবরন ২৫ তপবলে ২৬ পুন্যাদিল রাজা ২৭ নাই।

।। কুড়ি।।

[১]রাজা হৈয়া[১] অংশুমান ভাবে মোনে[২] মোনে।
ব্রর্ম্ম সাপে ধ্বংসো হৈলা[৩] সাগোর বংশগনে।।
[৪]গঙ্গা হেতু[৪] ব্রম্মলোকে [৫]গেলা নৃপবর।

ব্রর্ম্মার[৬]ভুবনে গেলা সহস্রো বৎসর।।
ব্রম্ম-লোক[৭] পায়া রাজা তেছিলো পরানে।[৭]
[৮]রাজ্য অরাজকো[৮] দেখি ব্রর্ম্মা ভাবে মোনে।।
নারোদে পাঠায়ে দিলা রাজার ভুবনে।
নিবির্ত্তে কোহীলা সব রানি বিদ্দমানে।।[৯]
কথা কোহী মুনিবর হৈলা অন্তধ্যান।
[১০]ভগে ভগে ভোগিরথের হোইল জনম।।[১০]
ভোগিরথ [১১]রাজা হৈলা[১১] অজোধ্যা ভুবনে।
পুত্রবৎ[১২] রাজা প্রজা করয়ে পালনে।।[১২]
বোশীষ্টের মুখে শুনি বংশো বিবোরন।
ব্রর্ম্ম সাপে[১৩] মোরিল তোমার পিতৃ গোন।।[১৩]
গঙ্গার[১৪] তরে ব্রম্মলোকে গেলা[১৪] অংশুমান।
[১৫]তথাতে জাইয়া রাজা তেজিলা পরান।।
এতেকো শুনিয়া রাজা মুনির বদনে।[১৫]
শুনিয়া[১৬] অশুভো রাজা ভাবে মনে মোনে।।
[১৭]ইন্দ্রবতী গেলা রাজা ইন্দ্র[১৮] বরাবর।
তথা জায়া [১৯]স্তব করে সহস্রো বৎসর।।
তুস্ট হৈয়া ইন্দ্র[২০] তারে দিলা দরসোন।
[২১]নিবেদিলা ভোগিরথ জতো বিবোরন।।
ইন্দ্র বোলে জাহ[২২] রাজা শিবের গোচরে।[২২]
তথায়ে পাইবেগঙ্গা[২৩] শুনু নৃপোবরে।।[২৩]
বিদায় হোইয়া গেল বালা ভোগিরথে।
কৈলাসে জাইয়া[২৪] রাজা দেখে[২৪] ভলানাথে।
[২৫]তপো আর মিলা[২৬] রাজা শিব[২৬] বির্দ্ধমানে।
কঠোর তপে[২৭] তুষ্ট হৈলা দেব ত্রিলোচনে।।
শিব বলে[২৮] রাজা তুষ্ট হোইলাম আমী।
মোনের[২৯] সন্তসে বর সাঙ্গী নেহ তুমী।।
[৩০]করো জোড়ে স্তব করে অজোধ্যা নিবাসি।
ব্রর্ম্ম সাপে ভস্মো হোইলো পুরুস[৩১] রাসি বাসি।।[৩১]
গঙ্গা দিয়া উদ্ধার করোহো[৩২] ত্রিলোচনে।
তবে সে সন্তোষ হয়[৩৩] আমার মোনে।।[৩৩]
জটা ধোরি ঝাড়িলেন দেব ত্রিলোচন।
একো বিন্দু পোড়ীলো জল গন্ধ মাদন।।
[৩৪]প্রফুল্ল হইলো গঙ্গা দেখি ভোগিরথে।
লক্ষ লক্ষ প্রনাম করিল ভোলানাথে।।[৩৪]

পৃথিবীতে আইল গঙ্গামায় ।
জগত জীবন করি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। কুড়ি।।

(ব৬ নং পুথি অবলম্বনে) ১ কতকালে রাজ্য করি ২ নাই ৩ সকল ৪ নাই ৫ অংশুমান ৬ মহলে ৭ পাইল তবে রাজ অংশুমানে ৮ অরাজ্য দেখিয়া ৯ নিশিথে কহেন মুনি নাহি সন্নিধানে, এরপর দুটি অতিরিক্ত লাইন- রিতুকালে ভগ জুগে করি ভগ খেলা/ পুত্র হৈলে নাম থুইবে ভগিরত বালা ১০ কতকালে পুত্র হৈল ভগিরথ নাথ ১১ রাজ্য করে ১২ প্রজাগন পালে দিনে দিনে ১৩ ভস্য হইল সাগর বংশগন ১৪ আনিতে গেল বির ১৫ নাই, বদলে - মুহুর্ত্তেক গেল পাটি সহস্র পরান/ব্রহ্মলোকে পাঠাইলে বার অংশুমানে ১৬ নাই ১৭ অমরা বতি ১৮ ভুবণ ১৯ তপস্যা ২০ রাজা ২১ নিবেদন করিল ২২ তুমি কৈলাশের স্থানে ২৩ লত্র মোর মনে ২৪ দেখে পাব্বর্তি ২৫ উদ্ধ তপস্যা ২৬ আরাধনে ২৭ সন্তুষ্ট ২৮ ভগিরথ ২৯ কাঙ্খিত ৩০ করপুষ্টে ৩১ আশি আশি ৩২ মোর বংশ ৩৩ মনের শনতুষ্ট হৈল গঙ্গা ভাগিরথ দেখে / দন্ডবত করে তবে শিবের সম্মুখে/ শিব বলে আগে জাহ রাজা ভাগিরথ/ বাহন করিয়া নিহ হেঙ্গুনিয়া রথ।

।। একুশ ।।

ঝঙ্ক[১] বাজাইয়া ভগিরথ আগে জায়।
হিমালয়ে[২] লুকায় গঙ্গা দেখিতে না পায়।।
বড়ই[৩] চিন্তিত রাজা কান্দিয়া বিকল।
গর্ব্ভের ভিতরে[৪] শুনে ঢেউয়ের কোলাহল।।
গঙ্গ বোলে শুন তুমী রাজার নন্দন।
ইন্দ্র স্থানে [৫]করো বাছা সর্ত্তরে গমন।।
ঐরাবত[৬] আনিয়া গর্ব্ভের[৬]ছেদ করো।
তবে[৭] সেই পথে[৭] জাই শুন[৮] পুত্র বরো।।
[৯]গহ্বরের মুখখান অর্ধ্য হইয়া জায়।[৯]
বিলম্ব না কর[১০] পুত্র চিন্তয়ে উপায়।।
আজ্ঞা পায়া গেল রাজা[১১] নায়ায়ণ স্থানে।
কোহীল সকল কথা গঙ্গার বিবরনে।।
ঐরাবত দিয়া করো বংসের উদ্ধার।
বিলম্ব[১২] হোইলে গঙ্গা জাইবেন পাতাল।।
ঐরাবত[১৩] আনিয়া বলেন বিবরন
[১৪]খনোকো শ্রম করো ভোগিরথের কারন।।
ঐরাবত লয়া জায় রাজা ভগিরথ।
কতো দুরে[১৫] পরা জায়া[১৫] হিমালয় পর্ব্বত।।
রাজা বলে পর্ব্বতো[১৬] সম উদ্ধ[১৬] কলেবর।
[১৭]সমস্বরে পুরে সোত সোরির ভিতর।।[১৭]
উরূপিত তাড় হৈয়া জাহো কতোদুর।
তবে সে জানিবে গঙ্গা আছে[১৮] জতো দুর।।

রাজার বচনে হোস্তী কোরিল[১৯] পয়ান।
উরূপীত আড় হৈয়া [২০]পুরিলে সন্ধান।।[২০]
একো দন্ত অধমুখে আর দন্ত উদ্ধ।
উধো দন্ত আড়ে ঠেকে হোস্তী [২১]হৈলো ক্রোধ।।[২১]
ক্রোধ হৈয়া[২২] সক্তি দেন হোস্তী বলবান।
সেই পথে হোইলো গঙ্গা দেবির পয়ান।।
[২৩]সঙ্গে গঙ্গাকে নিগেল পাতালে ভগোবতি।।
আইলা অলোকানন্দা সর্গ্গে ভাগিরোথি।[২৩]
সঙ্ক[২৪] বাজাইয়া রাজা আগে আগে জায়।
হিমালয় ছাড়ীয়া গঙ্গা জম্বু দিপ পায়।
এই মতে আইলা গঙ্গা পথ কতোদুর।
[২৪]আড়ার কাথরির[২৫] ভাঙ্গে শুনিতে[২৬] সুর সুর[২৬]।।
গঙ্গার মহিমা কহি শুন সর্ব্বজন।
পদ্মার আদেশে গায় জগত জীবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একুশ ।।
(বঙ নং পুথি অবলম্বনে) ১ বাজাত্র, ২ গেল ৩ ব্যাকুল ৪ মুনি ৫ চল ৬ আনি যদি গর্ত্ত ৭ বেগে ৮ নলপবর ৯ গর্ত্তে পহিল নাহি বাহিরাত্র ১০ বাছা ১১ সহস্র লোচনের ১২ না কর ১৩ আহিয়া ১৪ খানিক ১৫ জাইয়া পাইল এরপর অতিরিক্ত গর্ত্ত দেখিয়া বলা হৈল এক ভিত/গর্ত দেখিয়া হস্তি হৈল চিন্তিত ১৬ সমান ১৭ কেমতে প্রবেসিব হ্রদ এর ভিতরে ১৮ কতো ১৯ প্রণাম ২০ জাহ কতদূর ২১ ক্রোধয়ন্ত ২২ হ্রদ এছেদে ২৩ মর্ত্তে আইলা গঙ্গা আনন্দ ভাগিরথি/উর্দ্ধমুখে গেল গঙ্গা দেরি গভবতি ২৪ বাজাত্র ২৫ অরুণ সাগর ২৬ দুর দুর।

।। বাইশ ।।

হোরিদ্বার ছাড়ী গঙ্গা দোক্ষিণ[১] মুখে জায়।
প্রয়াগে মিশালা গঙ্গা দেখিতে না পায়।।
[২]রাজা ভগিরথ তবে আগে আগে [৩]জায়।
চিন্তাকুল ভোগিরথ[৪] চিন্তয়ে উপায়।।[৪]
জোমুনা অলোকানন্দা আর সরোস্বাতি।
তিনধার[৫] একোত্রে দেখোয়ে[৫] শুদ্ধমোতি।।
ত্রিবিনির মোহীমা শুনু সাধুর নন্দন।
সেই জলে নির্ত্ত[৬] কলয়া করে নারায়ন।।
প্রয়াগের দোক্ষিন[৭] দিকে করে[৮] সঙ্খধোনি।
একোধার হৈলো[৮] তথা পোতিতো পাবনি।।
[৯]স্বড় স্বড়[৯] কোরি গঙ্গা আহিসে পূর্ব্ব মুখে।
[১০]আসিয়া ঠেকিলো গঙ্গা কৌসিকি সোন মুখে।।[১০]

কৌসিকি গন্ডাকি মিশাইলা[১১] ধর্ম্ম কোসা।
কতো মুনির[১২] তপো ভাঙ্গে কতো মুনির বাসা।।
[১৩]গিরিরাজ পর্ব্বতো কোরিলা গোড় হেসে।[১৩]
জাহ্নু মুনির আশ্রম ভাঙ্গে জলে[১৪]গুল্ম ভাষে।।
সমাধি ভাঙ্গীয়া মুনি চাহে চারিপানে।
ধ্যানে জানিলেন ভোগিরথ গঙ্গা [১৫]আনে।।
বিষ্ণু[১৬] দ্রবো মোহী[১৭] গঙ্গা পোতিতো পাবনি।
ইহা বোলি গঙ্গা জল পান কৈল্য মুনি।।
মৎসো মগর সব করে ধড় ফড়।
ফিরিয়া[১৮] চাহিলা ভোগিরথ[১৯] মহাবল।।
[২০]মুনির আশ্রম জতো ভোগিরথ ফিরে।[২০]
শুকে মুনি বসিয়াছে দির্ব্য কলে বরে।।
ভুমে গোড়ী দিয়া রাজা কৈল্য[২১] জোড় কর।
[২২]নয়ান বুজিয়া[২২] তপে রহে মুনিবর।।
এই [২৩]রূপে তপ করে দাদোশ বৎসর।
[২৪]তুষ্ট হৈয়া বলে মুনি রাজা মাঙ্গবর।
রাজা বলে[২৫] ভুত ভোবিস্বো[২৫] তোমাতে গোচর।।
গঙ্গার উদ্দেশ মোকে দেহো মুনিবর।।
মুনি[২৬] রাজ বোলে গঙ্গা পোতিত পাবনি।
আমি খাইলাম মাত্র [২৭]গুন্ডুসেক পানি।।
রাজা বলে গঙ্গা [২৮]রোহিলা তোমার উদোরে।
[২৯]নহিলে না হবে মোর[২৯] বংশের উদ্ধারে।।
শুর্য্য বংশে জতো রাজা জে [৩০]কর্ম্ম কোরিলা।
তোমার নিকটে সর্ব নিবেদন [৩১]কৈর্ল্যা।।
মোর ভাগ্যেযে [৩২]কিছু লইলা[৩২] ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জস।
[৩৩]মুনির সাপে[৩৩] ধ্বংস হৈলা সাগরের বংসো।।
মুনি[৩৪] বর বলে গঙ্গা ত্রিপদ গামিনী।
আমি[৩৫] তো খায়্যাছি[৩৬] সব গোন্ড সেক পানি।।
কুন পথে[৩৭] হবে গঙ্গা [৩৮]দেবির পয়ান।
ভাবিতে লাগিলো মুনি কোরিয়া ধেয়ান।।
জানু চিরিয়া[৩৯] গঙ্গা দিলো জাহ্নু মুনি।
[৪০]সেই হৈতে জাহ্নবি গঙ্গা পোতিত পাবনি।।[৪০]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। বাইশ ।।

(বও নং পুথি অবলম্বনে) ১দিগে ২ রথে চড়ি ৩ ধাত্র ৪ না দেখি উপাত্র ৫ হৈল গঙ্গা ৬ ক্রিড়া ৭ গিয়া কৈল ৮ গঙ্গা ৯ দুর দুর ১০ নাই কর্মনাসা ১২ আশ্রম ১৩পর্বত দক্ষিণ করি গেল গৌর দেশে ১৪ পুষ্প ১৫ ভিতর ২১ দন্ডবৎ ২২ চক্ষু মুদিল ২৩ মতে ২৪সন্তুষ্ট ২৫ এতভাব ২৬ নাই ২৭ গন্ডুসের ২৮ রহে ২৯ কদাচিত না হইল ৩০ নাই ৩১ নিবেদিল ৩২ না লাভিল ৩৩ ব্রহ্মসাপে ৩৪ নাই ৩৫ এবে ৩৬ নাই ৩৭ হৈবেক ৩৮ নাই ৩৯ তবে ৪০ জাহ্নবি নাম গঙ্গার হইল তখনি।

।। তেইশ ।।

লাচারি

দিসা

বৃন্দবনে কে রে

মধুবনে কে রে

বাসরি বাজাএ য়

য়া রে হ্এ

[১]মুনিকে প্রনাম কোরি রাজা চলে পথে।
বেগে চলিলেন গঙ্গা তোক্তী পুরের পথে।[১]
রাজা বলে গঙ্গা মাগো[২] করো অবধান।
[৩]দোক্ষিনে থাকিলা পথ কোরিয়ে প্রনাম।।
গঙ্গা বলে ফিরো তুমি পথের সন্ধান।
আমি অন্তসিলা হৈলাম তোমার কারন।।
বেগে[৪] চলিলেন গঙ্গা নাম পদ্মাবোতি।
ভোগিরথের[৫] সঙ্গে জান[৫] নাম ভাগিরথি।।
দোক্ষিন মুয়েতে রাজার রথ [৬]চলি জায়।
[৭]পাছে জাইয়া গঙ্গা ঘর সিদা পায়।।[৭]
চুনা খালি বামে করি [৮]শুনি সঙ্খধ্বনি।
বিষ্ণুপুর[৯] জায়া হৈলো উত্তর বাহিনি।।
পোশ্চিম দিগ জায়া রাজা সঙ্খ বাজায়।
সেই পথে গঙ্গার শ্রতো বোহী জায়।।
[১০]কাটুয়া আদী কোরি সব পাছ কোরিলা।
সপ্ত গ্রামে [১১]জায়া তবে[১১] গঙ্গা উত্তরিলা।।
নদিয়ার লোক সব বড় পুন্যবান।
ব্রাহ্মন পোন্ডীত জতো[১২] করে স্নান দান।।[১২]
নদিয়া [১৩]পাছ কোরি গঙ্গা[১৪] চলিলো তুরিত।[১৪]
কতো দুরে পাইলা সাগোর [১৫]সলিল হিত।।[১৫]
গঙ্গা বলে ভোগিরথ[১৬] বোলহ নিশ্চয়।
কুনখানে হৈলো তোর বংসের [১৭]প্রলয়।।

[১৮]ভোগিরথ বলে মাতা এই খানে রহ।
সাগর সোহীতে তুমী সহস্র ধার হও।।
সহস্র ধার হৈয়া গঙ্গা সাগরে মিশায়।[১৮]
[১৯]ব্রর্ম্ম সাপ মুক্ত হৈয়া[১৯] সগ্গল লোক পায়।।
দেখিয়া সন্তাস হৈলা ভোগিরথ রাজা।
[২০]কেহ হোর্ব্ব[২০] দিয়া কৈল গঙ্গা দেবির পুজা।।
[২১]সুর্য্য বংসের জতো জস কি বোলিতে জানি।
জার বংসে জন্মিলেন নারায়ন আপনি।।[২১]
রাম রূপে প্রভু[২২] হোইলেন অবতার।
রাবন বাধিয়া কৈল সিতার উধ্যার।।
রাম নাম[২৩] নিলে নাহি জমের অধিকার।
গঙ্গা স্নান কোরিলে পাপ না রোহিবে আর।।
গঙ্গার মোহীমা শুনি সাধুর নন্দন।
[২৪]কর্ন্যধার গোনে[২৪] দিলা বস্ত্র আভরন।।
গঙ্গা স্নান কোরিয়া[২৫] জে তর্পোন কোরিলা।
সিব পুজা কোরিয়া[২৬]তো প্রনাম হোইলা।[২৬]
অবশেষে চিড়া[২৭] দোধী কোরিলা ভোজন।।[২৭]
ডিঙ্গাতে চোড়িয়া[২৮] সাধু চলিলা পাটন।।[২৮]
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ।। তেইশ ।।

(ব৬ পুথি অবলম্বনে) ১ নাই ২মাতা তুমি ৩ নাই ৪ গেলা জাহ ৫ পাছে গেল ৬ খান ৭ শুক ছারিয়া গঙ্গা সকছদা বাদ পাত্র ৮ কৈল ৯ জাইয়া ১০ কাটয়াদি ১১ নদীয়াতে ১২ সবে করে স্নান ১৩ ছাড়িয়া ১৪ জাত্র নগরিতে ১৫ পুত্র হিতে ১৬ কহত ১৭ খত্র ১৮ নাই ১৯ সাগর পুত্র খঞ্জ ২০ অনেক দর্ব্ব ২১ নাই ২২ করিলা ২৩ লইলে ২৪ মুনিকে দান দিল ২৫ প্রভু ২৬ সাধু গঙ্গাকে অর্চিল ২৭ কলা খাএ মহা সুখে ২৮ জাত্র পাটনের মুখে।

।। চব্বিশ ।।

[১]লাচারি
[১]দিসা
[১]জন্মিল জন্মিল গঙ্গা দিনে দিনে[১]
করিল তর্পন স্নান ত্রিবিনির জলে।
[২]যেখানে বহিছে[২] গঙ্গা সহস্রেক ধারে।
সে জল বাহিয়া ডিঙ্গা[৩] পরিল সাগরে[৩]।।
[৪]পাছে বাহিয়া পাইল মাক ড়ার জল।[৪]
জেখানে ডুবিবে সাধুর বুহিত সকল।।

নানা বাদ্য বাজাএ বাজন সঙ্ক সিঙ্গা।
শঙ্খ দহ উত্তরিল সাধুর চৌদ্দডিঙ্গা।।
সাধু বলে মনাই দহের বার্ত্রা কহ।
মনাই কহেন শাধু এহি সঙ্খ দহ।।
আছিল লোহার জাল ডিঙ্গার উপরে।
জাল দিয়া সদাগর শঙ্খ বন্দি করে।।
বালু চরে রাখে সঙ্খ জিয়ন্ত বানিয়া।
আসিবার বেলা সঙ্খ লইব তুলিয়া।।
তার পাছে ডিঙ্গা পাইল কড়ি দহ।
সাধু বলে মনাই দহের বাত্রা কহ।।
মনাই বলে হত্র কড়িদহ নাম।
এহি কড়ি পাইলে লোকের সিদ্ধ হয় কাম।
কড়ির সহিত কহে কান্ডার বুলন।
সাধু য়াছে সব শুনে জত গাভর গন।।
মনাই কান্ডারি কহে শুন চন্দ্রপতি।
এই কড়ি মাতা পিতা সহায় সঙ্গতি।।
জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। চব্বিশ ।।

(গানটির পাঠ ৬ নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত। পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে দে৩থেকে) ১ নাই, বদলে - রাত্রি দিনে চলে ডিঙ্গা মোঞ্জলি মোঞ্জলি, ২ তথা হৈতে হৈলা, ৩ চলে অন্য জল ৪ বদলে - রাখিয়া মগরা দোহ বামেসদাগর/ নিলাচলে জগন্নাথ দেখিলা সত্তর - এরপর ভণিতা দিয়ে পদ শেষ।

।। পঁচিশ।।

এইবার কড়ি শুন সর্ব্বজন
জগত মোহিনী নাম কড়ি মহামতি লো হো... ধুয়া

কড়ি দিতে পারিলে আসে পাড়ার জুবতি।
পর পতির সঙ্গে বঞ্চে এঙ্গোর শুরতি।।
জার কড়ি নাহি তার বিফল জিবন।
পয় নাহি পুত্র কন্যা নিজ নারিগন।।
কড়ি রাখিবার হিত করিল সগ্যান।।
কান্ডার বুলন বুদ্ধির বর শন্দি।
লোহার জাল দিয়া কড়িক কৈল বন্দি।।

কড়িতে ভরিল ডিঙ্গার অঙ্গখান।
বালিচরে রাখে কড়িক করিয়া সন্ধান।।
রাখিল জতেক কড়ি গত্তে ভরিয়া।
জাবার কালে কড়ি লইব তুলিয়া।।
কড়ি দহ পাছু করি করিল গমন।
এতকালে দেখিতে পাত্র দক্ষিন পাটন।।
বাদা বাদি করিয়া বাহিয়া জাত্র নাও।।
ছত্র মাসেত হুড়ুরু মাতুলে বাও।।
সমুখে পাটন পাইয়া আনন্দিত মন।
রচিল পাঁচালি কবি জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচিশ ।।

(গানটির পাঠ ব৬ অবলম্বনে তৈরী) আশু. পুথিতে সমভাবের গানটি ত্রিপদীতে লেখা। এই কড়িমাতা পিতা এই কোড়ি জন্মদাতা এই কোড়ি সংসার সংহৃতি/ এই কড়ি রহে যার - সংসারের পূজা তার /কোড়ি হেতু সব বশ ধন ইত্যাদি উৎকৃষ্ট উদ্ধৃতি আছে। পাঠান্তর ও বিপুল।

।। ছাব্বিশ ।।

লাচারি
দিসা

[১]নদির দুইকুলে কৈরাছে আল না এয়া ভাই
নাএয়া রি বাহ বাহ[১] ... ধুয়া

[২]পদ

[৩]সাধু বলে বাজন রাজাও বাজনিয়া।
নগসা [৪]হউক [৪]শব্দ বাজন শুনিয়া।।
সাধুর[৫] আজ্ঞাএ বাদ্য[৬] বাজাএ গন্ডগোল।
[৭]দামামা দগরা বাজে আর চাক চোল[৭]।।
বাদ্যের শব্দ শুনিয়া নগরে হৈল [৯]সোর।
পলাইল[১০] নগরের লোক আইল হাড়াম খোর।।
শুনিয়া[১১] পাটনের লোক[১১] হৈল চমৎকার।
শাজে[১২] চৌরঙ্গসেনা[১৩] গনিতে অপার।।
[১৪]রাজা বলে[১৫] কোতাল বার্ত্রা শুন সার[১৫]।
[১৬]কুন রাজ্যের রাজা আইল নগরে আমার[১৬]।।
বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য লইয়া জাও।
হারাম খোর [১৭]হৈলে তারে মারিয়া খেদাও।।
জদি কেহু আসিয়া আছে [১৮]শঙ্ক সদাগর।
জানিয়া আসিতে[১৯] দেহ নগর ভিতর।।

চলিল কোতাল সঙ্গে লইয়া[২০] সিস্যগন।
[২১]উত্তরিল কোতলিয়া সাধু বিদ্যমান।।
ব্যালিশ বাজন বাজে উপরে সম্পান[২১]।
জগত জীবন ভনে পদ্মার চরন।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছাব্বিশ ।।

(পাঠ বও পাঠান্তর আশু র) ১ধুয়া - য়ে হর হর নম নম নারায়ণ হর হর নম এরপর অতিরিক - নায়ের চৌরাটে বসি বানিয়া সজ্জন/সমুখে দেখিল সাধু দক্ষিণ পাটন ২নাই ৩চান্দ ৪জানুক লোক (খ) পুথি হউক মোর ৫ আদেশে ৬ বাজে ৭ আশি হাজার দামামা বাজাএ চৌরাশি হাজার ঢোল ৮নগরেতে ৯রোল ১০ সমস্থ (এই দুটি লাইন আগে পরে আছে) অতিরিক্ত লাইন-স্ত্রী পুত্র লইএগ সঙে করে গন্ডগোল ১১ পাটন পতি১২ চতুরঙ্গ ১৩অসংখ্য ১৪নরপতি ১৫শুন কোটাল মোর বাণী ১৬ কিহেতু পালায় লোক তবে আইম জানি ১৭ আইসে ১৮সাধু ১৯কহ ২০ সৈন্যগন ২১নাই ২২ ভণিতা ভিন্ন রচিল পাঁচালী কবি জগত জীবন।

।। সাতাশ।।

[১]শীতল কদম্বতলে বৈসনাল
সোই আ লো সোই
হিয়া রম রম কথা তোর
আগে কই ... ধুয়া[১]

[২]ঘাটে চাপাও ডিঙ্গা বোলে সদা গর।
সতরে [৩]চাপাও ডিঙ্গা নাএর গাভর।।
ঘাটে উঠি বসিল [৪]সাধু বিছানা[৪] কোরি ভাল।
সেহি[৫]-ক্ষণে আইল রাজার[৬] কোতোয়াল।।
নিশাচরে বলে [৭]তোমরা কুনজন।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজাও [৮]কি কারন।।
সাধু বলে শুন তুমি নহি অন্যজন।
চন্দ্রপতি নাম মোর বনিক নন্দন।।
রাজাকে বলিলে জদি রাজ আজ্ঞা পাই।
রাজ আজ্ঞা পাইলে আমি রাজ স্থানে জাই।।
কোতাল কহিল গিয়া রাজ চন্দ্রধরে।
কুটিশ্যরের বেটা আইল তোমার নগরে।।
[৯]তুমি আজ্ঞা কর জদি[৯] রান্ধি বাড়ি খাই।
রাজ আজ্ঞা পাইলে রাজা ভেটিবারে জাই।।
সাধুর বচন শুনি বলে নিশাচর।
সত্তরে জানাহ গিয়া রাজার গোচর।।
কোতাল বলেন রাজা কর অবগতি।

কুটিস্যরের বেটা আইল সাধু চন্দ্রপতি।।
[১০]নহে কুন হারামখোর[১০] সাধু মোহাজন।
আসিয়া করিতে চাহে রাজ দরসন।।
রাজা বলে কোতাল সাধুকে জাইয়া আন।
কি কাজ্যে আসিয়াছে মোর বিদ্যমান।।
রাজার আজ্ঞাএ তবে চলে নিসাচর।
নিশাচর বলে তুমি শুন সদাগর।।
তোমায় তলব করে রাজা দন্ডেশ্যর।
সত্তরে চলহ তুমি রাজার গোচর।।
শুনিয়া আস্যাস সাধু আনন্দিত মন।
[১১]তাম্বখানা টাঙ্গাইল সাধুর নন্দন।।
নিরিশান গারিয়া তাম্বু কৈল খাড়া।
চারিদিগে কান্ডার দিয়া করিল চোবেড়া।।
চান্দয়া পালঙ্ক পারে পুষ্পের দেয়ারি।
ঝাল করিয়া দিল নেতের সহচরি।।
দুলিচা পাড়িয়া গিদ্যা দেত্র চারিপাসে।
তাহাতে বসিল চান্দ মনের হরিসে।।
বিকিকিনি করিয়া আইল শর্ব্বজন[১১]।
সত্তরে[১২] করিল সাধু রন্ধন ভোজন।।
[১৩]পদ্মার আদেশে গিত পাইয়া শর্প্পনে।
বিরচিয়া গাত্র কবি জগত জীবনে[১৩]।।

পাঠান্তর ঃ ।। সাতাশ।।
(পাঠ ব৬ এর পাঠান্তর আশুর) ১ ধুয়াটি আশু পুথির ২ নিকটে ৩ চাপাইল ৪ দেরী না ৫ কালে ৬ কোতাল ৭ তবে তুমি ৮ কিসের, এরপরবর্তী লাইন গুলি সম্পুর্ণ পৃথক। প্রসঙ্গ নিকটবর্ত্তী। দু-এক জায়গায় কিছু কিছু মিল আছে ৯ তটতে উঠিয়া কিছু ১০ টগ টামন নহে ১১ প্রসঙ্গ নাই ১২ করহ ১৩ভণিতা ভিন্ন।

।। আঠাশ ।।

[১]লাচারি
ত্রিপদি[১]

শুভক্ষণ জানিয়া আদেশ করে বানিয়া
ধনাই মনাই শুন ভাই।
[২]ভেটি নেহ কিছু [৩]শাজ [৪]বিলম্বের নাহি কাজ[৪]
চল[৫] রাজা দরশনে জাই।।
[৬]নেহ কিছু আচার মিষ্ট ফল উপহার
খিরি খিরিসা নেহ আর।

মিঠাই আর প্রচুর শতেক নাড় চিনি গুর
নেহ দর্ব্ব বান্ধি দসভার।।
চিনি ভরা দধি নেহ আখন্ড সন্দেশ নেহ
তুলি নেহ মধু এক ভার।[৬]
আজ্ঞা করে চন্দ্রপতি [৭]মনাই জানে[৭] শিঘ্রগতি
[৮]ফলে মুলে বান্ধে দশ ভার।।
রাজকলা অনুপাম চম্পা কলা মর্ত্তমান
ভার দুই নেহ অমৃত ফল।
শঙ্ক রাজ কলা নিল আর য়াম কাঠাল
নারিকেল বেল জাম ফল।[৮]
[৯]দোলাএ চড়ে ধনেশ্বর ভেটিবারে[১০] দন্ডেশ্বর
[১১]জাইয়া পাইল রাজার [১২]দুয়ারি।
[১৩]দ্বারে আছে দ্বারোয়ান জানাইতে রাজাগন
ভারি রহে কান্ধে ভর করি।[১৩]
জগত জীবন কবি [১৪]বন্দ মা মনসা দেবী
দ্বিজমুণি আস্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারি জরৎকার মুণির নারি
সেবকে হৈবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। আঠাশ ।।
(পাঠ ব৬ এর পাঠান্তর আশু পুথির) ১নাই, বদলে একটি ধ্রুবপদ — সেব শম্ভু ভোলানাথ আর মহাদেব, ২ নাই ৩ মিষ্ট ফল, ৪ গোটা দশ নারিকল ৫ রাজা ৬ নাই ৭ সভে সাজে ৮ নাই ৯ সাধু ১০ দন্ডধর ১১ যাএগ ১২ দুয়ার ১৩ নাই ১৪ বন্দিয়া।

।। উর্নত্রিশ ।।

[১]লাচারি
দিসা[১]
[২]হের দেখ রায় রায়
কালিন্দী যমুনার কুলে নাগর কানাই[২]

রাজার দুয়ারি[৩] রাজাকে দিল জান।
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা বসিল দেওয়ান।।
[৪]দারি বলে শুন রাজা দন্ডের মদন।
দাড়াইয়া আছে কুটিস্যরের নন্দন।।
রাজা বলে সিগ্র য়ান আমার বরাবর।
দারে থাক তোরা হৈয়া সত্তর।।

সাধুকে আনিয়া বোলে সব কথা।
প্রণাম করিল শাধু নোয়াইয়া মাথা।।
[৫]বসিতে আসন দিল করিয়া আদর।
রাজা বলে[৬] কি নাম তোমার কুন[৬] দেশে [৭]ঘর।।
[৮]সাধু বলে মোর নাম চন্দ্রপতি।
[৯]চাম্পাই নগরে রাজা আমার বশতি।।
কুটিশ্যর পিতা [১০]আমার মহিমা অপার।
পাটনে আশিয়া ছিল এক [১১]শত বার।।
রাজা বলে চন্দ্রপতি আমি চন্দ্রবর।
তোমাতে আমাতে[১২] মিতা হৈলাম [১২]সদাগর।।
[১৩]শাধু বলে ভেটি দর্ব্ব আনহ মনাই।
রাজা বলে মিতা ভেটের কাজ্য নাই।।
দর্ব্ব আনি দিল মনাই হাত করি জোর।
দর্ব্বআনিয়া দিল রাজার গোচর[১৩]।।
রাজা বোলে[১৪] মিতা বড় শুন[১৪] কুন ফল।
[১৫]মোহা পিপাসা জাএ মিতা খাইলে ইহার জল।।
শাস খাইয় মিতা ইহার আতব চিড়া দিয়া।
পিত্ত নাশ হএ জদি খাত্র চিনি দিয়া[১৫]।।
রাজা বলে মিতা [১৬]জাইয়া কর [১৬]বাস।
প্রভাতে করির [১৭]জত দর্ব্বের তল্যাস।।
[১৮]চন্দ্রপতি জায় [১৮]বিদায় লইয়া।
জগতজীবন গায় মনসা [১৯]স্মরিয়া।।

পাঠান্তর ঃ ।। উনত্রিশ।।

(পাঠ ব৬ ও পাঠান্তর আশু পুথির) ১ নাই ২ দিসাটিআশু (খ) পুথির ৩ রাজাক ৪নাই, বদলে হেনকালে সভাতে আইল সদাগর ৫রাজাত্র ৬ পুছি তোর নাম ৭ থাক ৮ সদাগর ৯চম্পলা ১০মোর ১১সাত ১২মিত্রতা হৈল ১৩নাই — রাজার অগ্রেতে আনি দিল নারিকল ১৪বড় গোটা কহি ১৫ নাই, ভিন্ন পাঠে নারিকেলের গুণ বর্ণনা ১৬ আজি কর পর ১৭ আমি ১৮ চান্দো সদাগর ১৯ বরে।

।। ত্রিশ ।।

বিদাই হৈয়া১ জাত্র শাধু চন্দ্রপতি।
২শেখানে নাম্ভিল বিবাদের পদ্মাবতি২।।
মাএাতে৩ নাম্ভিল পদ্মা দেবি বিসহরি।
হাতে ৪পাঞ্জি পুথি দৈবগ রূপ ধরি।।
রাজার ৫সাক্ষাতে গিয়া ৫আসিব্বাদ করে।

শুভ শুভ আনন্দ ৬করিল উচ্যশ্বরে।।
৭রাজার কুশল হউক সংসারের শুক।
রাজার কুশল হউক খন্ডুক সব দুখ৭।।
রাজা বলে৮ দৈবগ বল তোমার৮ নাম।
৯কোথাতে নিবাস তোর৯ এথা কিবা কাম।।
দৈবগ বলেন মোর নাম সিরমান।
ভূত ভবিশ্য১০ আমি গানবাকে পারি১০।।
গনিয়া১১ বলিতে পারি ইতিন ভূবণ।
তোমার স্থানে১২ আইলাম ভিক্ষার কারন।।
রাজা বলে দৈবগ বুঝিব১৩ তোমার মন১৩।
কি দর্ব্ব পাইয়াছি আমি ১৪বুঝিব কারন১৪।।
১৫মিছ্যা মিচ্ছি ১৫দৈবগ ভূমিতে পাড়ে।
১৬মিছ্যা লেখে আর মনে১৬ মাথা নারে।।
১৭গনি-পড়ি দৈবগ চুপ হৈয়া থাকে।
ধিরে ধিরে দৈবগ মোহারাজাক ডাকে১৭।।
১৮গানলাম উত্তম শুন রাজা ১৯দন্ডের স্বর।
তোমার দেশে আসিয়াছে এক ২০সদাগর।।
নানা জাতি ২১মিষ্ট ফল দিয়াছে ২২বানিয়া।।
তার২৩ সঙ্গে বিশ ফল দিয়াছে ২৪আনিয়া।।
বড় বড় ফল গুলা সঙ্গে তার পাণি।
নারিকেল বোইলে ফল দিয়াছেন আনি।।
বিশ ফল খাইয়া তুমি তেজিবে জিবন।
সাধুএ লাইবে তোমার ভান্ডারের ধন২৫।।
শুনিয়া ২৬প্রত্যয় পাইল দন্ডের ইশ্বর২৬।
কোতাল কে আজ্ঞা ২৭করে সাধু বন্দি কর।।
২৮না জানিয়া দৈবগ কেমনে কহে কথা।
এহি কথা মিথ্যা নহে কাট সাধুর মাথা।।
এত শুনি কোতাল শিগ্র গেল ধাইয়া।
চন্দ্রপতি বানিয়াকে আনিল বান্ধিয়া।।
বন্ধনে পড়িয়া সাধু প্রতি উত্তর করে২৮।
জগত জিবন গাত্র মনসার বরে।।

পাঠান্তার ঃ ।। ত্রিশ।।

১চলে ২নাই ৩করিয়া আইলা ৪পুস্তক নিল ৫আসিয়া তবে ৬ কোলিল ৭ নাই ৮ ব্রাম্মান পুছি তোর ৯কুন দেশে থাক তুমি ১০বর্ত্তমান তিন আমি গণি ১১কহিতে ১২আসিয়াছি ১৩তোর গান ১৪বোলহ সকাল ১৫সত্য মিথ্যা ১৬ক্ষেনে ক্ষেনে মুছে অঙ্ক ক্ষেনে ১৭নাই

১৮গনিল ১৯লঙ্কেশ্বর ২০সাধু ২১নাই ২২আনিয়া ২৩নাই ২৪বানিয়া ২৫নাই ২৬প্রলয় কথা রাজা লঙ্কেশ্বর ২৭দিল ২৮নাই, বদলে — রাজার আজ্ঞায় কোতাল সাধু বন্দী করে।

।। একত্রিশ ।।

১লাচারি

ত্রিপদী

২জদি মিথ্যা ফল আন ২বধিহ্ আমার প্রাণ
ধম্ম বুঝি বধিহ্ আমার।
ই দেশে বিচার নাই চল রাজ সাক্ষাতে জাই
ধম্ম সব করিহ্ বিচার।।
পদ্মাত্র সাধিল বাদ নাহি মোর অপরাধ
লইয়া জাহ্ রাজা বিদ্যমানে।
শুনিয়া সাধুর বানি কোতাল মনেতে শুনি
চলিলেন নৃপতির ঠাই।
করহে অনুগতি শুনহে নরপতি
বানিয়ার কিছু দোস নাই।।
কোতালের বাক্য শুনি নরপতি বোলে বানি
সাধুকে আনহ্ সত্তর।।
বন্ধনে আছে চন্দ্রপতি আইল কোতাল শিগ্রগতি
লইয়া গেল রাজ বরাবরে।
জোর হাত করিয়া প্রনাম করে বানিয়া
নিবেদন শুন মোহাবল।
বানিয়া বলে নৃপতি মোর বাদে পদ্মাবতি
ত্রিভুবনে জানে নারিকল।
আন দৈবজ্ঞ গোসাঞিঃ তার আগে ফল খাই
ফল খাইয়া জদি বহে প্রাণ।।
তবে আমি দৈবগেরে চুন কালি দেব গালে
কাটিহ্ তাহার নাক কান।
জদি মরি খাইয়া ফল ধন লেহ্ সকল
উচিত করহ্ আমার।
রাজা বলে দৈবগ ডাক দৈবগ্যের নাহি লাগ
সাধু বলে দেখয় বিচার।।
আইলাম বানিজ্য পথ বিনা দোষে কর বধ
বিচরি না কর ভাগ্য দোস।

রাজা বলে সদাগর খাও দেখি এহি ফল
ফল খাইয়া খাও ইহার পাস।।
খাও দেখি ইহার পানি তবে তোমাক মিত্র জানি
না হএ পতিত আমার মনে।
পাইয়া রাজার ইঙ্গিত বানিয়ার সিরচিত
বিরচিল জগত জিবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একত্রিশ।।

১নাই গানে প্রসঙ্গগত মিল আছে, কিন্তু লাইনগত মিল খুব অল্প। দুই-এক স্থানে আছে। যেমন- ২বধিবে।

।। বত্রিশ ।।

১লাচারি
দিসা১

স্নান করি বানিয়ার ২গাত্র হৈল বল।
৩শভার ভিতরে ৩সাধু ভাঙ্গে নারিকল।।
৪সঙ্গে সঙ্গে ৪ভাঙ্গিয়া করিল দুই খান।
৫আগে খাত্র শাস পাছে করে জল পান৫।।
নারিকল ৬খাইয়া সাধু গুয়া পান খাত্র।
বসিয়া রহিল সাধু রাজার সভাত্র।।
দুই প্রহর বেলা গেল ৭ভালে ভালে।
ত্রিতিয় প্রহর ৮বেলা হৈল সন্ধ্যা কালে।।
তথাপি ৯না মরে সাধু রাজা পাত্র লাজ।
ধন্য ধন্য করে সব রাজার সোমাজ।।
দৈবগ পলাইয়া গেল রাজা বাসে ধন্ধ৯।
১০সর্বদা পদ্মাত্র লাগায়া গেল দন্দ১০।।
রাজা বলে মিতা১১ মোর খেম অপরাধ১১।
১২পদ্মাত্র করিয়া গেল এতেক প্রমাদ।।
চান্দ বলেন রাজা তোমার কিবা দোস।
সর্ব্বকালে পদ্মা মোকে করে অসন্তোস১২।।
রাজা বলে পাত্র মিত্র শুন মোর ভাই।
১৩ভাঙ্গা নারিকল ১৪ফল সভা সঙ্গে১৪ খাই।।
গোটা১৫ দস বিস চান্দ ১৬ভাঙ্গে নারিকল।
১৭এক ঠাঞি শাস রাখে আর ঠাই জল১৭।।
১৮বাটিয়া দিলেন চান্দ আনন্দিত মনে।
আগে রাজা খাএ পাছে ১৯পাএ মিত্র গনে১৯।।

নারিকল খাইয়া রাজা ২০মনে সাদ পাএ।
সাধুকে ২১প্রশংসা করি২১ করে হাএ হাএ।।
২২জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ২২।।

পাঠান্তর ঃ ।। বত্রিশ।।
১নাই, ধুয়া স্থানে - শিবনাম বোলরে নর বদনে ২অঙ্গে ৩সঙ্ক বিদ্যামানে ৪ মধ্যে মধ্যে ৫এক স্থানে জল রাখে শাঁস আর স্থান ৬খাএ্যা ৭ভাল ৮যাএ্যা ৯নাই আশু (খ) ও (গ) পুথির সঙ্গে পাঠের মিল আছে ১০ পদ্মায়ে সাধিল বাদ না করিহ রোষ ১১ক্ষেমা আমার দোষ ১২নাই ১৩ ভাঙ্গ ১৪ সবে মিলি ১৫ নাই ১৬ অতিরিক্ত আনি ১৭নাই ১৮অতিরিক্ত সভাকে ১৯ সর্বজন ২০ মহা ২১ প্রশংসে অরি ২২ ভিন্ন পুথিতে ভণিতা আলাদা রকমের।

।। তেত্রিশ ।।

সাধু বলে শুন রাজা কথা কহ শার।
সে দিবসে গিয়াছিল তোমার ভান্ডার।।
নারিকল ফল মাত্র হৈল বিচারে।
আর সকল দ্রর্ব্ব রহিল ভান্ডারে।।
আজ্ঞা কর সকল দ্রর্ব্ব আনুক মনাই।
একে একে আনিয়া মিষ্টান্ন দ্রর্ব্ব খাই।।
ভান্ডারে বান্ধা আছে সকল দ্রর্ব্ব শাজ।
অবিচারে তার পাছে শএ কুন লাজ।।
আজ্ঞা করিল রাজা দ্রর্ব্ব আনিবারে।
সত্তরে মনাই গেল ভান্ডার ভিতরে।।
ভান্ডারিকে জানাইল রাজার আদেশ।
ভান্ডারি কহেন বার্ত্রা কহিবে বিশেষ।।
মনাই বলেন শুন রাজার ভান্ডারি।
সে দিবসে ভেটি দিল চান্দ অধিকারি।।
সে সকল দ্রর্ব্ব আন য়ামার গোচর।
আমি সাজাই যা দিব রাজার বরাবর।।
শোনার মৌলতে আর ভিঙ্গারেতে জল।
আশে পাশে বসিয়াছে পাত্র সকল।।
সাধু বলে আদা খাও দেহের কর হিত।
চিনি পএয়ান খাও মিতা নষ্ট করে পিত।।
ফউরা উখুরা দিয়া দিলেন শন্দেশ।
শকর পানা মিঠাই খাইতে শুরস।।
আতব মিহি চিড়া দিল ঘন বগ্ন দুগ্ধ।
আম্র কাঠাল খাইয়া রাজা পাএ সুখ।।

মৰ্ত্তমান কলা দিল চাম্পা য়নুপাম।।
রাজা বলে কত খাব করহ বিরাম।।
খিরি খিরিশা দিল সন্দেশ চিনি দধি।
রাজা বলে হৈল মিগ্র ভোজন শুমারি।।
ডাবরে আচমন করি তাম্বুল দিল মুখে।
পদ্মার আদেশে জগত জিবন গাত্র মুখে।।

পাঠান্তর ঃ ।। তেত্রিশ ।।

আশুতে ত্রিপদীতে লেখা এই পদটির প্রসঙ্গ ও অর্থগত পার্থক্য আছে।

।। চৌত্রিশ ।।

ত্রিপদী

সাফল ধন্য নগর গ্রাম জাতে এত য়নুপাম
ধন্য ধন্য চাম্পালি ভূবণ।
তোমার দেশের নরে সাফল জীবন ধরে
উপহার করেন ভোজন।।
আম্রজাম এহি ফল তাল বেল নারিকল
বার মাসে বার ফল খাএ।
আমার দেশের হিরামণি কুন কাজ্যে নাহি জানি
শোনা রূপা গড়া গরি জাত্র।।
রাজা বলে শুন মিত এই কর আমার হিত
আনি দেহ এহি সব ফল।
জদি এই গাছ পাই আজিয়া তার ফল খাই
জত্ন করি য়ানিহ শকাল।।
শাধু বলে মোহাসএ উত্তম করিলে হএ
এই গাছ আমার দেশে য়াছে।
কৈলাস গিরিবর তাথে আছে মহেশ্বর
আট গাছ আছে তার পাসে।
বৎসরে দুই এক বার জাই শিব শেবিবার
তাথে পাই দশ পাঁচ ফল।
বিকাইয়া খাবার তরে জত্ন করি রাখি ঘরে
বহু মুল্ব মিঠা নারিকল।
জগত জিবন কবি বন্দ মা মনসা দেবি
দ্বিজ মুনি আস্তিকের মাতা।
অষ্ট নাগের অধিকারি জবৎকার মুনির নারি

সেবকে হৈল বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। চৌত্রিশ।।
আশু (ক) পুথির বাণিয়াখন্ডের ২৮ নং গানে সাধু সিংহল রাজ সদাগরের কাছে নারকেল গাছ চাইলে তিনিও সমতূল্য প্রসঙ্গ করেছেন। তবে নাম ও শব্দ পার্থক্য আছে সর্বত্র।

।। পঁয়ত্রিশ ।।

১লাচারি
দিশা১

রাজা বলে২ সদাগর কর অবধান২।
৩দ্রব্য লইয়া মোর আন বিদ্যমান৩।।
তারাজু লইয়া৪ বশিল সদাগর৪।
৫দৈব্ব য়ানিল সব নাএর গাভর।।
বিছানা করি বসিল চান্দ অধিকারি।
বদল করিব দর্ব্ব বিকাইতে নারি৫।।
৬রাজা বলে কিসের বদলে৬ নিবে৭ কি।
৮তাহার বদলে মিতা ৯শেহি দর্ব্ব দি।।
১০সাধু বলে নারিকেল১১ হৈল কলঙ্ক।
এক নারিকলে নিব দশ দশ সঙ্খ।।
রাজা বলে নারিকল জত১২ আমি নিব।
দশ সংঙ্কের কাজ্য কি পঞ্চাশ শংঙ্ক দিব।।
১৩তার পাছে দেখাইল ১৩পুরানা শুকুতা।
ইহার বদলে নিব১৪ প্রবাল মুকুতা।।
১৫আমার শুকুতা মিতা বর করে হিত।
চিনি দিয়া খাইলে মিতা নষ্ট করে পিত।।
দোল দোলে নিব বদলে আসি আসি।
এবার পাইলে মিতা আরবার আসি১৫।।
১৬গুয়ার বদলে নিব শুয়া পক্ষের ছাও।
শোবন্য ১৭পঞ্চারি ১৮মিতা নিব১৯ তার ফাও।।
২০খার দিয়া নিব মিতা বদলের দল২০।
এক ২১মোন বদলে নিব দশ দশ ২২মোন।।
২৩আমার নুন মিতা বর লোকে খাত্র।
রাজা বিনা য়ার কেহু দেখা নাহি পাত্র।।
দশ মোন বদলে তুলিয়া দিব গুনে।
ইহাতে কি জানি মিতা টুটি হএ মোনে।।

জাম বদলে মিতা দিবে জাত্র ফল।
দুগুন করিয়া দিলে করিব বদল।।
জিরার বদলে হিরা নিব নিক্তি ধরি।
শোমান করিয়া দিলে বদলিতে পারি।
হরিদ্রাত্র সোনা লব সোমান বদল।
ধোকোরা বদলে নিব ভোট কম্বল।।
শেত চামর নিয়া বদলিব শন।
ইছ্যা থাকে নেহ মিতা না করি জতন।।
আমার দেশের সাধু বেড়াএ শাতে শাতে।
শাউলাই চান্দয়া লাগাইয়া দিব তাথে।।
শানকি করয়া নেহ দেহ থাল ঝারি।
দিগুণ করিয়া দেহ বদলিতে পারি।।
আমার দেশের বস্ত্র য়ানিয়াছে সারি।
সে দেশে মহঙ্গা বর লাগিয়াছে কড়ি।।
তোমার দেশে পাট আমার দেশে পাটা।
এমত করি বদলিব জেন না হএ টুটা২৩।।
২৪আমার দেশের শারি অন্য নাহি পাত্র।
জেই জনে পরে রাজা শেই খার খাত্র২৪।।
২৫আমার দেশের রাজা জ্ঞাতি জত জন।
সেই সব লোকে মিতা করে পরিধ্যান।।
তোমার দেশে পাবি পানি পাইয়া জদি শরে।
বার বৎসর পড়ে জদি খেএে নাহি নরে।।
জে দর্ব্ব দিএ সাধু কথা কহে ছলে২৫।
অবধ পাটনের ২৬পাতি করিল বদলে।।
২৭দর্ব্ব বহিয়া সাধু চোদ্য ডিঙ্গা ভরে।
অবধ রাজার য়াগে সাধু মাএগ্রা করে।।
শোক্তাই সকল দর্ব্ব আমিনি পাইল সাজ।
গ্রামের মূল্ব দিলাম আমি শুন মোহারাজ।।
সোক্তাই সকল দর্ব্ব দিলাম তোমারে।
সদা লইয়া পাছে কিবা দোস দেহ মোরে।।
জত দর্ব্ব দিলাম মিতা কিছু আমার নত্র।
শাহুর মুল্ব শুজিলে মিতা তবে ভাল হএ২৭।।
২৮এক দর্ব্ব চাহি মিতা জদি দিতে পার২৮।
২৯দক্ষিনার শংক্ষ দেহ গোটা দশ বার।।
আমার৩০ গ্রামে আছেন ব্রাহ্মন সকল।

৩১গোসাঞিং কে দিবে তারা তুল্বসি গঙ্গা জল৩১।।
৩২তোমার মিতিন আছে গোটা আট দশ।
৩৩তা সভাকে জত দেহ তোমার পরস৩৩।।
৩৪বালক আছেন মিতা গোটা দশ বার।
তাহার কারনে তুমি জত দিতে পার৩৪।।
৩৫সাধু বলে ৩৬আমার অভাব কিছু নাই।
৩৬জত কিছু দিতে পার তোমার বরাই।।
রাজা বলে তোমার আমার অভাব কি।
জত ইছ্যা কর তুমি তত আমি দি।।
ছলে ছলে জতেক চাহিল সদাগর।
শমস্ত য়ানিয়া দিল লঙ্কার ইশ্বর৩৬।।
৩৭জগত জিবন গাত্র মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ৩৭।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁয়ত্রিশ।।

১ নাই বদলে ধুয়া - শিবনাম বোলরে নর বদনে ২ শুন মিতা বাণিয়া সদাগর ৩ নাই৪ বৈস আমার গোচর ৫ নাই ৬ কুন অন্য দ্রব্যে বিবিধ বর্ণনা আছে ১৬ গুয়ার ১৭ পিঞ্জরা ১৮ নাই ১৯ ইহার সে ২০ আর এক দ্রব্য আছে কদলি খার ২১ ভারে ২২ লোন ২৩ লাইনের মিল নেই, তবে কোথাও কোথায় দ্রব্যগত সামঞ্জস্য আছে ২৪ নানারঙ্গে শাড়ি আনি করিয়া যতনা ইহার বদল নিব পাটের বমন ২৫নাই ২৬ রাজা ২৮ চান্দ বলে এক কথা মনে যদি ধর ২৯ দক্ষিণাবর্ত্ত ৩০ দেশে ৩১ শিবের মস্তকে দেই ভাগিরথীর জাল ৩২ তুমার ৩৩ তাহার কারণে মিতা যত দিতে পার ৩৪ নাই ৩৫ চান্দ ৩৬ অতিরিক্ত মিতা ৩৭ ভণিতা - বিরচিয়া গায় কবি জগতজীবন।

।। ছত্রিশ ।।

১লাচারি
দিসা১

২অবধ পটনের রাজা ৩নাহি কিছু গ্যান।
৪রাজাকে ভান্ডিল ৪ভাল বানিয়া শুজান।।
৫শাড়ি পাইয়া রাজার আনন্দিত মন৫।
৬শর্বাঙ্গে পড়িল রাজা শারির বসন৬।।
৭শারির ইজার জামা পাগুরি৮ রাখে সিরে।
৯সারিময় হৈল রাজা সমস্ত শরিরে।।
দুলিচা কম্বল তুলি পড়ে পাটের সাড়ি ৯।
তাহার উপরে বৈশে১০ বেসাইয়া সড়ি১০।।
১১শুনিয়া পুরির জত মোহাদেবি গন।
শারির কারনে শোভার ব্যাকুল জিবন১১।।
শোভাকে বাটিয়া দিল দুই চারি খান।
১২সারি পাইয়া ১২রানি সব ১৩আনন্দিত মন।।

শারি ছাইরে শারি সভে কৈল পরিধান।
শাড়ি পড়ি বালি সব আগু পাছু জান১৪।।
এক রানি বোলে ১৫মোর য়ঙ্গ ১৫চুল কাত্র।
১৬আর রানি বলে য়ই কথা মিথ্যা নত্র।।
রাজা বলে শুন মিত আমার বচন।
তোমার মিতিনের অঙ্গ চুল্ব কাত্র কি কারন১৬।।
১৭শাধু বলে য়ই সারিরের নাহি মরে য়াস১৭।
বিস্তর না চুল্বকারে চুল্বকাবে ছত্র মাস।।
সড়িয়া পড়িয়া রাজা ১৮সিঙ্গাসনে বৈসে১৮।
চান্দের ১৯ভান্ডারি গন১৯ মনে মনে হাসে।।
চান্দ বলে ২০ভান্ডারি হাস কেন তোরা।
২১ভান্ডারি বলেন সাধু হাসি নাই আমরা২১।।
২২ধন পাইয়া সদাগরের ২২আনন্দিত মন।
২৩মোহা শুখে সদাগর করিছে ভোজন।।
পঞ্চ শব্দ বাদ্যে গাবর নাচে ঝাকে।
দেখিয়া চান্দের হৈল আনন্দ কৌতুকে২৩।।
সেই দেশে ২৪থাকে সাধু করে পরবাস।
জগত জীবন গায় মনসার দাস।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছত্রিশ।।

১ নাই ধ্রুবপদ দে নং পুথির ৩ ভাই- শব্দ গুলো এলোমেলো ৪ ছলে ভাড়িল ৫ নাই ৬ সড়িময় কৈল রাজা সমস্ত শরীরে উল্লেখ সড়িময় কোন অর্থ হয় না ৭ সড়ির ৮ বান্ধে ৯ নাই আগুতে পুনরক্তি আছে ১০ শোভে যেন ভাট ১১ নাই ১২ সড়ি দেখি ১৩ ব্যাকুল হৈল ১৪ কেশ টমকায় ১৫ বড় গায় ১৬ নাই ১৭ চান্দো বোলে নয়া সড়ি নাই খায় আষুস ১৮ বসিল সমাজে ১৯ ঘরের লেঙ্খা পাত্র ২০ লেঙ্খা পাত্র ২১ নাই বদলে সড়ি পত্থি বসি আছে সাক্ষাতে লঙ্কা পড়া ২২ দ্রব্য বদল করি সাধুর ২৩ নাই ২৪ তথা।

।। সাঁইত্রিশ ।।

১তথা পালঙ্ক পারি শুইল চন্দ্রপতি১।
২সনেকা রূপে সপ্ন ৩দেখাএ পদ্মাবতি৩।।
৪সিয়রে বসিয়া পদ্মা দিল আলিঙ্গন।
সর্প্পনে দেখিল সাধু সনেকার বদন।।
নিদ্রা তেজিয়া উঠিল সদাগরে৪।
রাজার ৫শোক্ষাতে জাত্র বিদাই হৈয়ারে৫।।
৫দেহত বিদাই ৬মোরে শুন প্রানের মিত৬।
শর্প্পনে ৭সনেকা দেখি শ্তির নহে৮ চিত।।

৯শর্প্পনে শুন্দরি শনে হৈল দরশন।
অবশ্য জাইব আমি চাম্পালি ভূবন।।
রাজা বলে মিতা জাইবে তুমি দেশ৯।
য়ামার কারনে পাঠাইবে মিতা১০ দেশের সন্দেশ।।
১১দেহ বালা দেহ মিত১১আর কুন ফল।
জতনে পাঠাবে মিতা ১২মিঠা নারিকল।।
১৩তোমার মিতিনের তরে পাঠাইবে সাড়ি।
জতনে পাঠাবে মিতা আর ফুল বরি।।
সাধু বলে জাইয়া আমি করিব জতন।
জত ১৪মুল্ব হত্র আমি দিব তত ধন১৪।।
১৫জতন করি পাঠাইব এই সব সাজ।
অবস্য পাঠাইয়া দিব শুন মোহারাজ।।
বিদাই হৈয়া সাধু নিজ দেশে জাত্র১৫।
জগত জিবন কবি বিরচিয়া গাত্র।।

পাঠান্তর ঃ ।। সাঁইত্রিশ।।
১শয়ণ করিয়া রহে চান্দো অধিকারী ২ সনা ৩ দেখান পদ্মাবতী ৪ নাই, পাঠ আলাদা ৫মিনতি সাধু করিল গমন ৫ করহ ৬ মিতা করহ বিদায় ৭চান্দোর ৮মন ৯পাঠ ভিন্ন ১০আনিহ ১১পঠাঅ না পঠাঅ মিতা ১২পঠাবে ১৩ নাই ১৪ ধন লাগে মিতা দিব ততক্ষণ ১৫ নাই বিবৃতি ভিন্ন।

।। আটত্রিশ ।।

লাচারি

ত্রিপদি

ধনাই কান্ডারি মনাই কান্ডারি
শুন শুন গাবরিয়া গন।
ডান্ডি লাও পাটন রাজ্য বিলম্বের নাই কাজ্য
চল জাই চাম্পালি ভূবন।।
আজ্ঞা করে চন্দ্রপতি শাজে সভে শিগ্রগতি
জাত্রা করে শুভ ক্ষণ বেলা।
ভান্ডারি কান্ডারি ধরে লক্ষ লক্ষ ডাক পারে
শাধু চোদ্দ ডিঙ্গা দিল মেলা।।
বাদ্য বাজে গন্ডগোল দামামা কাড়া ঢাক ঢোল
১জোড় কাড়া বাজে শঙ্ক শিঙ্গা১।
ঘোর মুখে সর্ব্বজন অতি আনন্দিত মন

কড়ি দহে ২উতরিল ডিঙ্গা২।।

সেহিত কড়ি দহে সাধুর চোদ্য ডিঙ্গা রহে

পোতা কড়ি ৩লইল তুলিয়া৩।

গাবরিয়া ঘোর মুখে ঘন বৈঠা বাহে শুখে

শঙ্খ দহে ৪উতরিল যায়া৪।।

শঙ্কদহে শঙ্ক তুলি চলে ডিঙ্গা জএ বলি

৫জাইয়া পাইল কাকড়ার পানি৫।

জগত জিবন কবি বন্দ মা মনসা দেবি

মাএঞা করে জত্র ব্রম্মানি।।

পাঠান্তর ঃ ।। আটত্রিশ।।

আশু র ৩১ নং গানের শেষও ৩২ নং গান দুটিই পয়ারে লেখা। তবু কোথাও কোথাও প্রাপ্ত পঙ্‌ক্তির মিল তুলে ধরা হল - অন্যত্র মিল নাই ১ নানা জাতি বাদ্য বাজে শঙ্খ আর সিংহা ২ উত্তরিল সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা ৩ আনি সাধু ডিঙ্গাতে চাপাও ৪ যায়া তবে পাইল বানিএঞা ৫যাএঞা পাইল কাঁকড়ার জল।

।। উনচল্লিশ ।।

১লাচারি

দিসা১

পদ্মা বলে নেতা ২মন্ত্রি কি করি উপাত্র।

পাটন ভাঙিয়া সাধু ৩নিজ দেসে৩ জাত্র।।

শুখে জদি বানিয়া আনন্দে৪ জাত্র ঘর৪।

৫না হবে য়ামার পুজা ৬সংসার ভিতর৬।।

৭নেতাই বলেন৭ জুক্তি শুন পদ্মাবতি।

৮মাকড়ার জলে মাএঞা কর সিগ্রগতি।।

জত নদ ৯নদি আছে উনপঞ্চাশ পবন।

ডাক ১০বির হনুমান ১১জল চর গন১১।।

কাকড়ার জলে জদি বুহিত ১২ডোবাও।

তবে সে ১৩বানিয়ার হাতে ফুল জল ১৪পাও।।

নেতাইর বচনে পদ্মা চলিল সত্তরে।

নদ নদি জত মেঘ ১৫ডাকে উচ্যশ্যরে১৫।।

প্রণাম করিল শবে ১৬পদ্মার চরনে১৬।

১৭আমাক সভাক তল্বব মাতা কর১৭ কি কারনে।।

পদ্মা বলে ১৮তোমোরা তাম্বুল ধর খাও।

মাকবার জলে ১৯চান্দের বুহিত ডবুাও।।

মনসার আজ্ঞত্র চলিল ২০মেঘগন।

২১পদ্মার আদেশে করে ২১ঝর বরিশন।।
২২আমত্য শামত্য ২২মেঘ ২৩দারন পুস্কর।
২৪একবার বরিশে মেঘ২৪ জল ২৫আর পাথর।
বরিসে ২৬পাহাড়া মেঘ বড় বড় ধারে।
শপ্ত ২৭সমুদ্দর শুখাইলে২৭ ২৮ভরাইতে পারে।
বরিসে ২৯হাড়িয়া মেঘ বর৩০ হৈয়া ধার।
হুডু হুডু দ্বডু দ্বডু ৩১গজ্যে এই মাত্রে শার৩১।।
৩২উনপঞ্চাস মেঘ নাগিল চারিপাশে।
প্রলয় কালতে জেন ইঝর বরিশে।।
জত নদ নদি আছে এহি মহি শ্তলে।
পদ্বা আদেশে জাত্র মাকড়ার জলে।।
লবন দধি ঘ্রিত দুগ্ধ রিক্ষ মধু জল।
মাকড়ার জলে গেল শমুদ্র সকল৩২।।
ব্রহ্মপুত্র দামদর গঙ্গা ভাগ্যরতি।
শরজু নম্মদা গোদাবরি সরেস্যতি।।
কালিন্দি ৩৩জমুনা গন্ডকি ৩৪তথা জাত্র।
কম্ম নাসা ৩৫সাগর শকল ৩৫মোহাশত্র।।
কশল্ব্য মহানন্দা ইছ্যা মহামোতি৩৬।
গকরাত জমুনা আর মন গুড়া ৩৮শক্তি।।
পুন্য ভবা ৩৯এইয়ার চলেন উপাঙ্গা৩৯।
ত্রিস্রোতা ৪০শোনকে য়ার চলে ৪১ব্রহ্মডাঙ্গা।।
৪২চরন খাগর শুত আর তার ভাই৪২।
৪৩ছটদ কাতক সাল তারা ৪৩মানসাই।।
কাকড়ার জলে জত নদ নদি হৈল জর।
হুল্ব শুল্ল হৈল ৪৪জল বেগ্য হৈল বর।।
৪৫আকাশে পাতালে জল বহে ঝড় রাত্র।
তথাপি না ডুবাত্র বানিয়ার নাত্র৪৫।।
৪৬তরাশে বানিয়া চান্দ করত্র কন্দন৪৬।
৪৭ডিঙ্গাত্র বসিয়া কান্দে শাধুর নন্দন৪৭।।
৪৮জগত জীবন কবি মনসার মাএগ্রা।
করিবে ব্রাহ্মানী মাতা নাত্রকেরে দয়া৪৮।।

পাঠান্তর ঃ ।। উনচল্লিশ।।
১ নাই ২ দিদি ৩ চম্পলাতে ৪ চলি যায় ৫ নহিবে ৬ কি করি ৭ হেতেলাত্র বলে ৮ কাঁকড়ার ৯ গনে ১০ মহা ১১ পবন নন্দন ১২ ডুবাই ১৩ চান্দের ১৪ পাই ১৫স্মরণ সে করে ১৬ জোর হস্ত করি ১৭ স্মরণ করিলে বিষহরি ১৮

মেখগন ১৯ সাধুর ২০ অতিরিক্ত যতেক, এরপর আশু তে ভণিতা দিয়ে গান শেষ তাই লাইনের পুনরুক্তি আছে ২১ কাঁকড়ার জলে চলে ২২ আবর্ত্ত সর্বত্রও ২৩দ্রোণ ২৪ মুষল ধারে ২৫ পড়ে ঢোল ২৬ পান্ডুর ২৭ সিন্ধু শুখাএল্রা ২৮ ভরি দিতে ২৯ ছাড়িয়া ৩০ বড় ৩১ গর্জুন অপার ৩২ নাই, মাত্র সংক্ষিপ্ত দুটি লাইন ৩৩কাবেরী ৩৪ পদ্মা ৩৫ গদাধর শুন ৩৬ নাই ৩৭ করতোয়া ৩৮ সতী ৩৯ অবত্রাই ধবলা আর পাঙ্গা ৪০ মালিকি ৪১ ব্রহ্মকুড়া ৪২ পানি ৪৫ নাই ৪৬ তাহাক দেখিয়া চান্দো কম্পিত তরাসে ৪৭ নাই ৪৮ ভিন্ন, জগত জীবন ... বরে।

।। চল্লিশ ।।

ভত্র১ পাইয়া কান্দে চান্দ১ ডিঙ্গার উপর।
রক্ষা কর ২সরেস্বতি গঙ্গাকে শস্তুতি কর।।
সিবের মশ্তকে দেবি ৩তোমার নিবাস।
শঙ্কটে ৪রাখহমুই শঙ্করের ৪দাস।।
সনেকা করিল মানা না শুনিলাম কানে।
পড়িলাম'পদ্মার হাতে ৫কেমতে বাচি ৫প্রানে।।
ই ঝর বাতাসে সে ৬ডিঙ্গা টলমল৭ করে।
ভত্র পাইয়া৮ বানিয়া ডিঙ্গার গুড়া ধরে৮।।
উপরে বাতাইশ বহে হেটে উঠে জল।
পর্ব্বত শোমান ঢেউ ডিঙ্গা না জাত্র তল।।
পদ্মা বলে হনুমান তাম্বুল ধর খাও।
৯তুমি জাইয়া বানিয়ার বুহিত ডুবাও৯।।
পদ্মার আজ্ঞাএ চলে বির হনুমানে।
উত্তরিল চান্দের ডিঙ্গার শন্যিধ্যানে।।
১০চান্দের ডিঙ্গা হনুমান ১০গাত্র দিল বল।
১১বানিয়ার বুহিত সকল হৈল ১১তল।।
পদ্মা বলে ১২দক্ত-গন কর অবধ্যান১২।
১৩বানিয়ার বুহিত রহুক তোমার স্থান১৪।।
বিবাদ সাদিলে ইহার ১৫করিব তল্বাস।
জগত জীবন ১৬গাত্র মনসার দাস।।

পাঠান্তর ঃ ।। চল্লিশ।।

১ পাইল সদাগর ২ সুরধনী ৩ তুমার ৪ উদ্ধার কর আমি তব ৫ গেল ধনে ৬ নাই ৭ অতিরিক্ত প্রাণ ৮ সদাগর নায়ের চৌরাটে আশু ব বানিয়া খন্ডের ৩৪ সংখ্যক এই গানটি অতি দীর্ঘ যাতে বাঙ্গাল জাতির কিছু নিছু পরিচয় পাওয় যায়। যা দেত নং পুথিতে নাই। স্বয়ং কবি বা কোন লিপিকর অথবা গায়েন বাঙ্গাল হয়ে থাকতে পারেন। আশুর পরবর্তী ৩৫ সংখ্যক গানটিতে এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভূক্ত, যার শেষ কয়েকটি লাইন এর মিল খুঁজে একে পাঠান্তররে ব্যবহার করা হল। ৯ সত্বরে ডুবাহ তুমি সাধুর চৌদ্দ নাও ১০ ততক্ষণে যায়া হনু ১১ সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা সমস্ত কৈল ১২ সাগর বচনশুন ভাই ১৩ ঠাই ১৫ হইবে ১৬ কবি।

।। একচল্লিশ ।।

লাচারি

কান্দে সাধু সদাগর য় হয় য়ারে য়দিশ্ট ভাবিয়া
কান্দে শাধু সগর য় হ য় ... দিসা

পদ

জলের উপরে য়ই টেপা মৎশ ভাসে।
চান্দ বলে জাইতে নারিলাম আমি দেশে।।
জলের উপরে চান্দ টেপা মৎস ভাসে।
রথে ভরে পদ্মাবতি মনে মনে হাসে।।
প্রলত্র কালতে জেন ইঝর বাতাইস বত্র।
খেনে ভাসে সদাগর খেনে তাল জাত্র।।
চোকে চৌকে পিয়ে পানি চক্ষু উল্বটাত্র।
চান্দ বলে কি করিব না দেখি উপাত্র।।
পদ্মা বলে বানিয়া ডুবিয়া জদি মরে।
কি বাদ শাধিব আমি চাম্পালি নগরে।।
পদ্মা বলে শাগর বচন মোর রাখ।
প্রানে না মারিহ্ মর গন্ধ বানিয়াক।।
জনের উপরে ভাসে শাহের সদাগর।
কাগ রূপে বৈসে পদ্মা মশ্তক উপর।।
মুখ মেলি ভাসে চান্দ বর দুশ্টমতি।
কাগ রূপে চান্দের মুখে বৈশে পদ্মাবতি।।
ভাসিতে ভাসিতে চান্দ কত দ্বরে জাত্র।
আইল সাগরের ঢেউ কাখরে চাপাত্র।।
উঠিয়া বসিল চান্দ মাথা করি হেট।
জল খাইয়া হাড়ির সোমান হৈল পেট।।
শাতদিন উপবাস শাধু চন্দ্রপতি।
চলিতে না পারে শাধু বড় অশকতি।।
বিদ্যারূপে গেল পদ্মা বানিয়ার ঠাই।
কতি জায় বাপু তুমি তোমাকে সোধাই।।
চান্দ বলে শাধু আমি শব্ব লোকে জানে।
বুহিত ডুবিল মোর কাকড়ার পানি।।
শাতদিন রূপবাসে মুখে নাহি রাও।
কুন পথে চাম্পালি জাব শুন মোর মাও।।
বিদ্যা বলে জা হৈতে প্রাণ হত্র বড়।
আনিয়া টানিয়া কিছু কর জড়।।

কুড়াইয়া আন হাড়ি সাগরের জল।
কাশ্টে কাশ্টে ঘোস তবে জলিবে অনল।।
শিদ্ধ করি প্রাণ রক্ষা কর সদাগর।
প্রছগত করিহ গিয়া চাম্পালি নগর।।
কুড়ির বচনে শাধু শাগ তুলিয়া আনে।
ঘাটের হাড়ি লইয়া সিজাত্র সেহি খানে।।
রান্ধিয়া বোনের শাগ বাড়িলেন পাতে।
কাগ রূপে মনসা বজ্যিয়া দিল তাথে।।
শিব শিব বলিয়া হৈল এক পাস।
হেশ্ট মুন্ডে সদাগর ছাড়িল নিশ্যাশ।
হাতে লাটি ধিরে ধিরে চলে সদাগর।
জগত জীবন রচে পদ্মার বর।।

পাঠান্তর ঃ ।। একচল্লিশ।।

কেবল দে ৩ নম্বর পুথিতে পেয়েছি। গানটি অন্যত্র নেই।

।। বিয়াল্লিশ ।।

১শিব শিব বলি চান্দো চলিল সত্ত্বর১।
সেই ২দিন পড়ে হাট ৩একেলা নগর।।
ভার থুইয়া ৪কুমার চাহিয়া ৪ফিরে ভারি।
৫সেহি পথ ৫দিয়া ৬জাত্র চান্দ য়ধিকারি।।
৭কুমার বলেরে৭ ৮বুড়া ভার নিতে পার।
চারি পোন কড়ি ৯নেহ মজুরি ১০ইহার।।
১১চান্দ বলে ভার নিলে জদি কড়ি পাও১১।
প্রাণ ১২রাখ হাটতে ১৩কিনিয়া কিছু খাও।।
১৪চান্দ বলে কি মজুরি দিবে ১৫দেওয়ান।
১৬চারি পোন কড়ি আনি দিল বিদ্যমান১৬।।
১৭কড়ি পাইয়া চান্দ ধুতিতে ১৮গাঠি বান্ধে।
শিব শিব বলিয়া ভার লইল কান্ধে।।
১৯তখনে মনসা মাত বেঘ্র রূপ ধরে১৯।
২০গর্জ্যিতে লাগিল বেঘ্র চান্দের গোচরে২০।।
২১বেঘ্র দেখি বানিয়া হৈল চমতকার২১।
২২পড়িল হাড়ির ভার হৈল চুরমার২২।।

২৩কুমার না দেখে বেঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল হাড়ি২৩।
চান্দের মশ্তকে মারে ২৪পজারের বাড়ি।।
২৫কাড়িয়া লইল কড়ি কুমার কুমতি২৫।
২৬হাড়ির বদলে নিল পড়িবার ধুতি২৬।।
২৭নাঙ্গটি হৈয়া শাধু ২৮রহে সেহি খানে২৮।
২৯ছিরিয়া গাছের ছাল বোন হৈতে আনে২৯।।
৩০শিকলি করিয়া ছাল ৩২কৈল পরিধ্যান।
হাটেকে লাগিয়া সাধু ৩৩করিল গমন৩৩।।
৩৪শেই খানে মায়া করে জয় ব্রম্ভানি৩৪।
৩৫পেদ্মার আদেশে গাত্র মধু রস বানি৩৫।।

পাঠান্তর ঃ ।। বিয়াল্লিশ।।

১ নাই আশুতে এটি পূর্ববর্তীগানের লাইন, আশু ৪২ নং গানে আছে - হাতে লাঠি করিয়া চলিয়া সদাগর ২ পথে ৩ শ্রীগো৷ ৪কুম্ভকার চাহি ৫তার আগে ৬চলে ৭কুম্ভকার বোলে ৮বৃদ্ধ ৯দিব ১০তুমার ১১নাই ১২রাখি ১৩কিনি ১৪চারিপেণ কড়ি ১৫ তুমার ১৬ নাই ১৭ আগে চারিপেণ ১৮ করি ১৯ সেই স্থানে পদ্মাবতী ব্যাঘ্র হৈয়া চায় ২০ আন্দোল করিয়া ব্যাঘ্র মহাশব্দ করে ২১ চমকি ফিরিয়া লেঞ্জ মাথার উপরে ২২ আছাড়ে পড়িল চান্দো ভাঙ্গে সব হাঁড়ি ২৩ নাই ২৪ পঝ্যারের ২৫মজুরি সমেত তার কাঢ়ি নিল ধুতি ২৬ নাই ২৭ দিগম্বর ২৮ সাধু চন্দ্রপতি ২৯ নাই ৩০ সেক্ ৩২ নাই ৩৩ যায় ধীরে ধীরে ৩৪ নাই ৩৫ ভিন্ন।

।। তেতাল্লিশ ।।

১লাচারি
দিসা১

২মাঞ্রাতে নাম্ভিল মাতা দেবি পদ্মাবতি২।
৩কোতাল সাক্ষাতে কহে দৈবগ মুরতি।।৩
৪কোতাল বলেন দৈবগ বচন মোর ধর৪।
৫গনি বারে পার জদি গনা পড়া কর।।
দৈবগ বলেন খই লহ অন্য জল।
ত্রি ভুবনে জানে মোকে দৈবগ রতন।।
জত কম্ম করে সর্গ্ন মর্ত পাতালে।
গনিয়া কহিতে পাড়ি গুরু জনার বলে।।
এত বলি দৈবগ হাতে কৈল খড়ি।
সোনার ঘর লেখিয়া পাতিল মিছ্যা খড়ি।।
গোনিয়া দৈবগ বলে শুনহে কোতাল।
তোমার নগরে এক আইল জঞ্জাল৫।।
৬এক চোর নগরে আসি করিল প্রবেস৬।
৭কাঙ্গাল করিবে এই ভূপতির দেশ।।
দিন হৈলে পড়িয়া বেড়াত্র গাছের বাকল।

মাঙ্গিয়া চাহিয়া বেড়াত্র দরিদ্র কাঙ্গাল।।
নগরে আসিয়া প্রবেশ নাহি করে।
এহি ক্ষণে ধর চোর শুন নিশাচরে।।
কোতাল বলেন চোর আছে কুন ঠাই।
গনিয়া বলিতে পার তবে শে বরাই।।
অঙ্গ জঙ্গ পারিয়া দৈবগ আর গনে।
লেখিয়া মোছে আর হাশে মনে মনে।।
দৈবগ বলেন চোর আশিছে কাছে।
পূর্ব্ব দিগে দাড়ায়া গাছের তলে আছে।।
এত শুনি কোতালের ফৌজ চলে ঝাকে।
ধরিয়া আনিল তবে গন্ধ বানিয়াকে।।
আজ্ঞা দিল কোতাল শতরে কাট চোর৭।
দৈবগ বলেন কোতাল ৮বাক্য শুন মর৮।।
৯ই চোর কাটিলে জদি রক্ত পরে ধারে।
মোহা দন্দ হবে এহি নগর ভিতরে৯।।
১০মুন্ডন করিয়া ঘোল ঢাল ইহার শিরে১০।
১১ডেন্ডরা ফিরাইয়া কর নগর বাহিরে।।
শুনিয়া কোতাল তবে দৈবগের রোল১১।
১২মুন্ডন করিয়া তার সিরে চালে খোল১২।।
১৩ডেন্ডরা ফিরাইয়া করে নগরের বাহির১৩।
১৪কান্দিতে কান্দিতে ১৪জাত্র চান্দ শদাগর।।
১৫রভিমানে যায় ১৫সাধু ১৬আপন ভূবণ১৬।
বিরচিয়া গাত্র কবি জগত জীবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। তেতাল্লিশ ।।

আশু ব্ ৩৭ সংখ্যক গানের শেষ্যংশের সঙ্গে এর প্রসঙ্গ গ মিল আছে - কিন্তু বাক্য বন্ধন পৃথক ১ নাই ২দৈবজ্ঞ মুরতি পদ্মা হৈল সেই কালে ৩ দৈবজ্ঞ বলেন কোতাশ কথা শুন মোর ৪ বক্তা ও শ্রোতার প্রসঙ্গ বিপরীত ৫ নাই ৬ তুমার হাটে আসিয়াছে এক.বেটা চোর ৭ নাই ৮ কর অব্যাহতি ৯ নাই ১০ চাল মুড়া মাথাতে ঢালি দেহ ঘোল ১১ নাই প্রাণে না মারিহ ইহাক করিহ দুর্গতি ১২ মস্তক মুড়িয়া তার ঢালি নিল ঘোল ১৩ ঢোল ফিরাইয়া বাহির করিল নগরে ১৪ কান্দি কান্দি ১৫ অভিমানে হৈয়া ১৬ করিল গমন।

।। চুয়াল্লিশ ।।

কান্দে চান্দ ১বানিয়া ২কপালে দিয়া হাত।
৩কি কথা কহিব গিয়া শনেকার সাক্ষাত৩।।
৪জাইতে করিল মানা রূপবতি৪।
৫ পাটনে না জাইহ্ প্রভুইহবে দুর্গতি।।

শনেকার বচন জে কভু নহে হানি।
ধন গভ্যে না শুনিলাম দৈবগের বানি।।
শে সব ফলিল মোর আপনার দোশে।
দৈবে সকল করে কি করে সর্ব্বসে।।
কি রূপে জাইব আমি চাম্পালি ভূবন।
মশ্তক পাচালি মোর নাহি পরিধ্যান।।
কি রূপে জাইব আমি আপনার পুরি।
চিনে কি না চিনে মোকে সনেকা শুন্দরি৫।।
৬হাম গুরি দিয়া চান্দ জাত্র নিজ ঘরে৬।
৭চলিতে না চলে পদ শিব শিব স্যরে।।
আইল রজনি গোজ দিন হৈল শেশ।
হেন কালে করে সাধু নগরে প্রবেশ৭।।
৮খাইয়া দাইয়া শনেকা শুইয়াছে ঘরে৮।
৯হেন কালে শদাগর প্রবেসিল ঘরে।।
ছয় বধু বলিয়া সনেকা ডাক পাড়ে৯।
১০হের দেখ চোর আসি প্রবেসিল ঘরে১০।।
১১অগ্নি জ্বাল চোর আসি প্রচেশিল ঘরে।
তথা গিয়া লাগ্য পাইল ঘরের ভিতরে১১।।
১২প্রচন্ড চাপর মারে বাড়ুনের বারি১২।
১৩মোচ্ছারি তোলে কেহ উফুরাত্র দাড়ি।।
১৪কেহ ধরে হাত পাও কেহ ধরে ঠেঙ্গ।
ঘর হৈতে বাহির করে জেন কোলা বেঙ্গ।।
মাঝিয়া হৈতে আঙ্গিনাতে বাহির করে।
বুড়ি সোনা আসি তার মুখে লাথ্যি মারে।।
চান্দ বলে বিবাদ করত্র পদ্মাবতি।
কত দুগ্গতি মোকে কর সনেকা জুবতি।।
শুনিয়া শোনেকা রামা ধাকরাত্র হিয়া১৪।
১৫প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আইল বিবাদিয়া১৫।।
১৬শোনা বলে বধুগন সবো হত্র দুর।
চোর নহে নহে তোমার শশুর।।
অন্যতর হৈল তবে বধু ছত্রজন১৬।
১৭রচিল পাঁচালি পদ জগত জিবন১৭।।

পাঠান্তর ঃ ।। চুয়াল্লিশ।।

আশু ব্ ধ্রুবপদ - ও দারুণ বিধাতারে কত দুঃখ লিখিছ কপালে ১অধিকারী - লাইনের শব্দ গুলো আগে পরে আছে ২ নাই ৩ নাই ৪

সনকায়ে দিল বাধা না করিনু মন ৫ প্রসঙ্গ সমার্থক কিন্তু বাক্য বন্ধন পৃথক ৬যাইয়া পাইল চান্দো আপনা ভুবণ ৭ নাই ৮শয়ণ করিয়া আছে সনেকা সুন্দরী ৯ নাই ১০ তুমার ঘরের মধ্যে সামাইছে চোর ১১ নাই ১২ চড় চাপড় মারে উপাড়ায় দাড়ি ১৪ ভিন্ন পাঠ ১৫ সনা বোলে ঘরে আইলে মোর শিরোমণি ১৬ পাঠ ভিন্ন ১৭ পদছন্দে পাচালি করিল পরকাশ।

।। পঁয়তাল্লিশ ।।

১ত্রিপদি

২স্যামির চরন ধরি কান্দে শোনা শুন্দরি
নএগানে পরত্র জল ধার।
জগ গভ্য অভিমানে বচন না শুন কানে
এবে কেন ই গতি তোমার২।।
৩ তপ্ত করি তৈল আনি শিরে দিল বানিয়ানি ৩
৪তপ্ত জলে করাইল শ্নান৪।
৪পড়িয়া উত্তম বাস৪ বসিলা শঙ্কর দাস
৫আদা-নুন করে জল পান৫।।
৬জাইয়া রন্ধন ঘরে শনেকা রন্ধন করে৬
ভোজনে বসিল সদাগর।
দুখের কথা সাধু কহে হেশ্ট মুন্ডে সোনা রহে
মোহা শুখে বঞ্চিলা বাসর৬।
৭এহি মোতে কত কাল রহে সাধু ভালে ভাল
পদ্মাবতির পড়িয়া গেল মনে৭।
৮পদ্মার পাইয়া বর পদ্মমুখি মনুহর
বিরচিল জগত জীবন৮।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁয়তাল্লিশ।।

১ নাই, আশু ৩৮ নং (বানিয়া খন্ড) গানের শেষাংশের সঙ্গে এই গানটির পাঠের মিল আছে যদিও আশুর পদটি পয়ারে লেখা ২ ভাষা ভিন্ন, তবে ভাবগত মিল আছে ৩ তপ্ত করিয়া বৈসায় তার শিরে ৪ স্নান করিয়া সাধু পহ্রিল বসন ৫ ভোজন করিয়া সাধু করিল শয়ন ৬ নাই ৭ এই মে রহে সাধু চম্পলা ভূবনে /হেনকালে পদ্মার পড়িয়া গেল মনে ৮ জগত জীবন কবি মনসার দাস / পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।

।। ছেচল্লিশ।।

[১]লখিন্দরের জন্মপালা, লিখ্যতে[১]

[৩]আর বিকোর সাধ নাই গো বড়াই বড়াই
জাবো রাজপথে হানিবা কানাই ..... ধু[৩]

কি বুদ্ধি করিবো [৪]পাত্র শুনহ[৪] নেতাই।

[৫]কেমনে বনিকের হাত[৫] ফুল জল পাই।।
ছয়-পুত্র মারিনু ধন[৬] কৈলান[৬] হানি।
তথাপি [৭]দারুন চান্দ না দেয় ফুলপানি।।[৭]
মস্তকের মুড়ায়ে [৮]দিনু অনেকো জন্ত্রনা।
তথাপি না পুজে মোকে কি কোরি মন্ত্রনা।।[৯]
[১০] নেতাই বলে জাহো[১০] পদ্মা চাম্পাই কার।
ধনন্তোরি রূপে ১১সনেকাক দেহো বর।।
উষা অনিরূদ্ধ আন ১২জারা ইন্দ্রের[১২] ঠাই।
সনেকার গর্ভে [১৩]জন্ম নেউকো[১৩] লখাই।।
মেনকার গর্ভে [১৩]হোউক বেহুলা শুদরি।
তবে সে সাধিবে বাদ শুন বিসোহরি।।
[১৫]ধনন্তরি রূপ সনাক বর দিতে চায়।
সকল নগরের লোক হিড়ী দিয়া চায়।।[১৫]
[১৬]চাম্পাই আইল রোঝা নামে[১৭] ধনন্তরি।
[১৮]মায়া করি আইল হে বিজয় বিসোহরি।।[১৮]
বর[১৯] মাঙ্গে নগোরিয়া বর [২০]দেহো গুণি।।[২১]
চান্দোর ঘরনি [২১]শুনে সনেকা আপনি।।[২১]
[২২]সনেকা বলেন [২২] রোঝা করো অবধান।
এ দেবা [২৩]পুজিলে পায় কুন [২৩]বরদান।।।
রোঝা বলে [২৪]এ দেবের[২৪] মোহীমা অদ্ভুত।
[২৫]অন্ধ হৈলে[২৫] চক্ষু পায় [২৬]হা পুতি পায়[২৬] পুত।।
[২৭]সনেকা বলেন রোঝা [২৭] মোকে দেহো [২৮]বর।
পুত্র হৈয়া হোক মোর [২৯]অক্ষয় অমর।।
[৩০]রোঝা বলে সনা পুত্র বর[৩১] নেই।
মোনুষা দেবিকে জায়া [৩২]ফুল জল দেহ।

পাঠান্তর ঃ।। ছেচল্লিশ।।

১৬৬৯ নং পুথিতেই কেবল এই পাঠ আছে[১] গল্পটির পাঠ ৪৫৫ নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত। পাঠান্তর আশ্রু পুথির ৩ কান্ধে পদ্মালো অঝোর নয়নে, (গ) পুথিতে ভুবন মঙ্গল হবি করে দেখি বনমালা ভরি ৪বোলো-মন্ত্রী, ৫ কেমতে চান্দোর হস্তে ৬জন কৈনু ৭না পুজে চান্দো সদাই বোলে কানি ৮দিলু ৯চান্দো কাক বিমন্ত্রণা ১০ নেতা বোলে যাও ১১ সনাক ১২ যাইয়া ইন্দ্র ১৩ হবে দুর্ল্লভ ১৪ হবে ১৫ নাই ১৬ চম্পশাতে ১৭ ওঝা ১৮ নাই ১৯ মাঙ্গ ২০ দেয় ২১ সনা আইলেন শুনি ২২ সনকায়ে বোলে ২৩ সেবিনে পাই কিবা ২৪ দেবতার ২৫ অন্ধজনে ২৬ হাপুত্রির ২৭ সনা বলে বাপু ২৮ পুত্রবর ২৯ অজর ৩০ধন্বন্তরি ৩১ পুষ্পপানি ৩৩ যদি ৩৪ বিভারাত্রিতে ৩৫ সাবধানে ৩৬ প্রতিজ্ঞা ইহার নাই ৩৭ কহিল ৩৮বর পায়া সনকা চলিয়া যায় ঘরে / জাতজীবন গায় মনসার বরে।

না করে পদ্মার পূজা [৩৩]সাধু অভিমানে।
[৩৪]বিভাহের রাত্রে[৩৪] পুত্রে রাখিবা [৩৫]জত্তনে।।
সোনা বলে [৩৬]অঙ্গীকাড়ে নাহী কোরি[৩৬] ভয়।
নাদিবো পুত্রের বিভা [৩৭]কোহিনু নিশ্চয়।।
[৩৮]পুত্র বড় দিয়া পদ্মা নিজ ঘরে জায়।

জাত জিবন কোবি বিরচিয়া গায়।।[৩৮]

।। সাতচল্লিশ ।।

বর দিয়া বিসোহরি [১]পরম আনন্দ[১] কোরি
[২]হিঙ্গলিয়া রথে দেবি[২] সাজে।
[৩]পট্ট বস্ত্র[৩] পোরিধান গায়ে নানা আভরণ
সাক্ষাত করিতে ইন্দ্ররাজে।।
[৪]সঙ্ক নিসঙ্ক[৪] হাতে [৫]কঙ্কনা কঙ্কন তাতে
[৬]খোরিস খোপার সোভা করি।[৬]
[৭]গোমোহা উঝোটী করে বাশুয়া বাহটী[৮] করে
[৯]গোখুরা হ্রিদয়ের কাচলি।।
খেড়ুয়াসর্পের তাড় [১০]ভেপোটা গলার হাড়[১০]
কুন্তলিয়া কর্ণের কুন্ডল।
বঙ্ক রাজে [১১]করে রঙ্গ[১১] নেপুর [১২]পরে পায় জঙ্গ[১২]
[১৩]খঞ্জলিয়া পয়ানের [১৪]কজুল।।
[১৫]ডাড়াটি হাতের লাঠি বোরা বসিবার পটি
[১৬]বাসুলা কোরিলা জলের ঝারি।
[১৭]বিমানের উপোরে[১৮] সর্প্পে গেল মোনু রঙ্গে
[১৯]খোপ লাগল[২০] সারিসারি।।
[২১]হংস রথেভর কোরি চলিলেন বিসোহরি
জায় দেবি ইন্দ্রের গোচর।[২১]
[২২]জগত বিজন পদ বিরচিলা বিদগদ
মনসা দেবির পায়া বর।[২২]

পাঠান্তর ঃ।। সাতচল্লিশ।।

১ আইলেন শীঘ্র ২ হিঙ্গুলা মন্দিরে পদ্ম ৩বস্ত্র কৈশ ৪ সম্খনীর সম্খ ৫ কঙ্কানীর ৬ খোপার উপরে খোপা তুলি ৭ দোয়মুঁহা *গোমোহা হওয়াই যথোচিত, কারণ দোয়মুঁহা সাপের নাম সোনা যায়না ৮ পহ্রেন কেরিয়া এরপরের দুটি লাইন পরে আছে ১০ ভেমটিয়া পহ্রে হার ১১ হয় বঙ্ক ১২ করে ঝঙ্ক ১৩ অগ্রনিয়া ১৪ অঞ্জুন ১৫ ডাঁড়াসি ১৬ ধামনা ১৭ রথের; ৪৫৫ নং পুথির 'বিমান' পাঠ অর্বাচীন ১৮ ঘর ১৯ মনোহর ২০.শোভে নানা গায়ে। আশু (গ) পুথিতে খোপা লাগাইল ২১ শুভষণে চড়ি-অষ্টহংস বহে মাথে / সত্বরে চলিলা যাত্রা করি ২২ নাই, পদ শেষ হয়নি। পরবর্তী পদটিও আশু. তে একই সঙ্গে আছে।

।। আটচল্লিশ।।

[১]চান্দ মেনে বাদ সাধিবো অনিরুদ্ধ উষা আনিবো[১]
[২]গেন্ধা পদ্মা ইন্দ্রের ভূষনে[২]।
কোরিয়া সম্পূট কর স্তুতি করে পুরন্দর
বসাইলো বিচিত্র আসনে।।

ইন্দ্র বলে পদ্মাবোতি [৩]ত্যাজি বড়[৩] সিগ্রগতি
[৪]হেথা অদে কুল [৫]প্ররোজোন।
বড়ই চঞ্চল [৬]চিত [৭]ঘর ভার্গে উপনিত[৭]
[৮]কহ কিছু ইহার[৮] বিবোরন।।[৯]
পদ্ম বলে[১০] মর্ত্ত দেশে চাঁন্দ সদাগর বৈসে
[১১]তার পূজা হৈলা মোকে সাধ[১১]
উষঅ অনিরূদ্ধ[১২] দেবো [১৩]মর্ত্তে তাকে জন্মাইবো[১৩]
তবে[১৪] পারি সাধিবাদ[১৪] বাদ।।
[১৫]জোড় কোরি ইন্দ্ররজ বলয়ে পদ্মার আগ[১৫]
অপোরাধি[১৬] নয় দুই জোনে।
[১৭]নাহী কর কুন দোস [১৮]কেমনে করিবো রোষ
পাঠাইবো[১৯] মর্ত্ত ভূষণে[১৯]।।
[২০]ইন্দ্রেক মোনসা[২১] বলে ডাকোহ নির্ত্তের [২১]স্থলে
নির্ত্ত কোরক দেবতার [২২]স্থানে।
তাল ভঙ্গ পায়া ছিদ্র অভিসাপ [২৩]দিও সিগ্র[২৩]
জনম[২৪] হোক মর্ত্ত[২৫] ভূষনে।।
ইন্দ্র বলে পদ্মাবোতি [২৬]ক্ষনেকো করোহ স্থিতি[২৬]
ডাকিয়া[২৭] আনিয়ে দুই জোন।
[২৮]পদ্মার পাইয়া বর পদ ওতি মোনহর
বিরাচিলা[২৮] জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। আটচল্লিশ।।

১ নাই ২ সেইখানে গেল বিষহরি ৩ আইলে কেগে ৪ এথা ৫ ৪৫৫ নং পুঁথিতে প্রভুজোন পাঠ আছে ৬ চিত্ত ৭ মোর ভাগ্যে উপস্থিত ৮ বোল যত আছে ৯ এরপর অতিরিক্ত দুটি লাইন আছে - ১০ মোর, ১১ মোর পূজা সে করে বাদ ১২ আর ১৩ পুত্র বধু কর তার ১৪ মে সাধিতে পারি ১৫ ইন্দ্র বোলে নহি ধার্য্য - ই বড় বিষম কার্য্য ১৬ নহে ১৭ নাই ১৮ কেমনে ১৯ এ মর্ত্ত্য ভূষণ ২০ শঙ্কর নন্দিনী ২১ ছলে ২২ আগে ২৩ কর ইন্দ্র ২৪ হউক ২৫ ভাগে ২৬ কিছু কর অব্যাহতি ২৭ আনুক ২৮ সপনে পাইয়া গীত-রচিলেন সুললিত-দ্বিজকবি।

।। উনপঞ্চাশ ।।

[১]পিরীতি রসের বড় জালা লো সজনি
সো রসের বড় জালা বা ..... ধু[১]

[২]ও সভা করিয়া বৈসেন ইন্দ্র সুরপতি।
উষা অনিরুদ্ধ ডাকে পদ্মার আরতি।।
দূত পাঠাইয়া দিল কপোট করিয়া।
উষা অনিরুদ্ধ নাচুকো আসিয়া।।

সয়ন বন্দিরে তথা অনিরুদ্ধ উষা।
লড়িল আসন সপনে ঘোর তর নিসা।।
অনিরুদ্ধ বলে উষা বিনোদিনী।
সপনে দেখিলাম আজি সঙ্কর নন্দিনী।।
অনিরুদ্ধ বলে জোদি এতেকো উত্তরে।
হেনকালে দূত আইলো লইবার তরে।।
চলোহ সুন্দরি উষা দেবো বিদ্যাধরি।[২]
[৩]ডাকিছেন তোমাকে দেবের উধ্যাকারি।।[৩]
[৪]নির্ত্ত করি এখনে [৫]আইনু একেডাবার।
ফিরিয়া[৬] ডাকোয়ে ঘরে একুন বিচার।।
না কর বিলম্ব নেহ নিত্ত্য অভরন।
বিলম্বেতে ক্রোধ হবে সহস্র লোচন।।[৭]
দেবের কপোট মায়া বুঝিতে না পারে।[৮]
[৯]ছল করি ঝাঁপীয়া[৯] পাঠাবে[১০] মর্ত্তপুরে।।
স্বামীর বচনে উষা[১১] সর্গের বিদ্যাধরি।[১১]
[১২]বাহির করিল উষা নাচের পেটারি।।
আসনে বসিলা উষা শয়নের ঘরে।[১২]
শুভক্ষণে যাত্রা[১৩] কৈল্য নাসিকার স্বরে।।[১৩]
দোক্ষিণ লোচন নাচে স্বর নহে ভাল।
চরণে উঝোট লাগে [১৪]মস্তকে ঠেকে[১৪] চাল।।
বাম[১৫] ভাগে সর্প[১৬] দেখে দক্ষিণে শৃগালী।[১৭]
[১৮]সোল মুখে রোহিয়া ডাকে গৃধানী শোকুনী।।[১৮]
স্থানে স্থানে বিদ্যাধরি দেখে অমোঙ্গল।
জগত জীবন গায় সুন্দরি বিকল।।

পাঠান্তর ঃ ।। উনপঞ্চাশ।।

১ নাই ২ নাই ৩ তুমাকে তলব করে সহস্রলোচন ৪ আগে, উষা বলে ৫ আলু ৬ তলব করে কেমন ৭ নাই ৮ নানা করে ৯ ক্রোধ করি শাপ দিঞা ১০ মহীতলে ১১ চলিল সত্বরে ১২ নাই ১৩ করে বসিয়া মন্দিরে — পাঠ অশুদ্ধ বলে বোধ হয় কারণ মন্দিরে বসে যাত্রা করা যায়না। আশু (গ) পুথির পাঠ যুক্তিযুক্ত। আছে — স্বামীর বচনে উষা চলে বিদ্যাধর / বাহির করিল জায়া লাসের পেটারি ১৪ সাথে লাগে ১৫ নাই ১৬ নাই ১৭ রঞা ডাকে ১৮ মণ্ডনি গৃধিনী শিরে ফিরে ঘন পাকে ১৯ আশু (গ) পুথির পাঠ করি শুধিয়া — আদল অনেকটা বৈষ্ণব পদের মত।

।। পঞ্চাশ।।

নানা অমঙ্গল দেবি চিন্তা করে[১] উষাবতি
ধোরি বলে স্বামীর চরনে।
জাত্রা প্রভু নহে ভাল মণ্ডকে ঠেকিল চাল

দোক্ষিণ[২] চক্ষু নাচে[৩] খনে খনে[৩]।।

[৪] নাকের না পাই[৪] স্তর   [৫]তনু কাপে থরে থর

দোক্ষিণে[৬] সিক বামে[৭] কাল সাপ।

[৮] শকুনী গৃধিনী সিরে   সদাই আসিয়া ফিরে

ত্যবশ্বো পাইবো মনস্তাপ।।

[৯]বিবাদিয়া বিসোহরি   না জানি কি বাদ করি[৯]

[১০] আনিয়াছে দেবোতার আগে।

না জানি[১১] সাধিতে বাদ   [১২]পড়ে কুন প্রসাদ

এই মনে বড় ভয় লাগে।।

বলে বালা[১৩] উচ্চ কোরি কেন কান্দ[১৪] সুন্দরি

কি করিতে পারে অমঙ্গল।

[১৫]ললাটে জা লিখা   [১৬]হোতে চায় এখন[১৬]

অবশ্বো ফলিবে সেই ফল।।

ঊষা বলে প্রাণপোতি   কিছু কর[১৭] অবগতি

পুজা কোরি গৌরির চরণ।

[১৮]পর্দার পাইয়া বর   [১৯] পর্দ অতি মোনুহত

বিরচিল জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঞ্চাশ।।

১ শশিমুখী, আশু (গ) তে চন্দ্রমুখী ২ চক্ষ ৩ সর্বক্ষণ ৪ নাকে না পাইলাম ৫ প্রাণ ৬ শৃগাল - অর্থবোধে এই পাঠই যথোচিত ৭ নাই ৮ সগুনি - শকুনী পাঠ যথোচিত ৯ বিষহরি বাদেশ্বরী - কথা বা বিবাদ করি, আশু (গ) তে বাদেলুরি - অর্থ স্পষ্ট নয় ১০ আসিয়াছে ১১ বিধির ১২ করে ১৩ ক্রোধ ১৪ বিদ্যাধর ১৫কপালের ১৬ খন্ডাইবে কুন জন ১৭ অব্যহতি ১৮ মনসার ১৯ পদ

।। একান্ন।।

[১] রাঙ্গা চরনে স্বরণ লইতে মোনে কোরি

আমি সাধ ভবানী গো মা ..... ধু[১]

ফিরিয়া প্রবেশে ঘর বানের কুমারি।

বিধিমতে [২]স্থাপীলা সুবর্ণ্য[২] ঘট বারি।।

[৩]একো চিত্তে বিদ্যাধরি করে [৪]আরাধন।

সিংহ পীঠে পার্বতির পড়ীলা আসন।।

সেই কালে[৫] জানিলেন[৬] দেবী পদ্মাবতি।

পার্বতীর স্থানে[৭] পদ্মা[৮] গেলা সিগ্রগতি।।

পদ্মা বলে[৯] বিমাতা আমার মাথা যায়।

আজি যদি আবার পূজার[১০] কাছে জায়।।

[১১]শুনিয়া জগোত মাতা পদ্মার বচন।

উষার[১২] ঘটেতে না কৈল্য [১৩]আরোহন।।
অসন্তোষে স্বামীরে [১৪]জানান বিনোদিনী।
নইীলা [১৫]সহায় দেবি ত্রিলোচনী।।[১৫]
বালা বলে বিলম্বের [১৬]নাহীকো প্রওজন।
সত্তরে সাক্ষাত[১৭] করো সহস্র লোচন।।
চোলিলা সুন্দরি [১৮]চোক্ষে পড়ে অশ্রুপাত।[১৮]
[১৯]দম্পোতি সোহীতে গেলা[১৯] ইন্দ্রের [২০]সাক্ষাত।।
ইন্দ্রের আদেশ হৈল নির্ত্ত কোরিবারে।
[২১]আনন্দেতে বেস করে বানের কুমারে।।[২১]
জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালী করিল [২২]প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একান্ন।।
১ মোরে দয়া কর নারায়নী, আও (গ) পুথিতে অতিরিক্ত - ভবানী গোমায় ২ স্থাপিলেন পূর্ণ ৩ একমনে ৪ অবধান ৫ অন্তরে জানিল ৬ নাই ৭ নাই ৮ চলে ৯ দুর্গা মায় (গ) পুথিতে সতাই মাও ১০ স্থানে ১১ শুনিল ১২ পূজাতে ১৩ গমন ১৪ জানায় ১৫ সদয় মোকে দেবী কাত্যায়নী ১৬ নাই ১৭ করি ১৮ কন্যা হইয়া মনদুঃখ ১৯ সত্বরে চলিয়া যায় ২০ সমুখ ২১ নাই, বদলে এক লাইন আছে - ইন্দ্রের সাক্ষাত যায়া নমস্কার করে ২২ পরকাশ।

।। বাহান্ন।।

[১]বাঁসিয়া লাগিলো রে ও রাধার বাহে লো
মুরারি লাগিল রাধার বাহে লো ... ধু[১]
আনন্দে সুন্দরি উষা করে নানা বেষ।
নাচিবো [২]ইন্দ্রের আগে [৩]দেবের আদেশ।।
বান্ধিলো [৪]চাঁচোর উষা [৫]ভিড়িলো মোকুল।[৫]
মাথায় মোকুট[৬]চিত্ত কর্ণে কর্ণফুল।।
কণক কঙ্কনী পরে বাহুতে [৭]কেউর।
[৮]অঙ্গলে অঙ্গুরি পরে চরনে নেপুর।।[৮]
নয়ানে কজ্জল [১০]সোভে সোথিতে[১০] সেন্দুর।
হিয়ায়ে কাঁচলি[১১] হাড় তাহার উপর।।[১১]
ক্ষিরোদ অম্বর [১২]পরে উষা বিনোদিনি।
উপোর অঙ্গেতে [১৩]দিলা কুসুমের উড়োনি।।
তার পাছে বেস করে কামের নন্দন।
সর্বাঙ্গে [১৪]লোপীলা বালা কস্তুরি চন্দন।।
নির্ত্ত করিবারে বালা মনে অনুরাগ।
[১৫]মাথায় বান্ধিলা বালা মনিময়[১৫] পাগ।।
মকোর কুন্ডল দুই [১৬]কর্ণমূলে দোলে।

[১৭]মাথার উপোরে মালা পারিজাত ফুলে।।
পোরিধান করে [১৮]চিত্র বিচিত্র বসন।
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নির্ত্ত করে দুইজোন।।
[১৯]সুবেশ কোরিয়া নির্ত্ত্য কৈল আরোম্ভন।[১৯]
রচিলা পদ্মার বরে জগত জীবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। বাহান্ন।।

১ ধুরা পূর্ব্ববৎ, (গ) পুথিতে - লাস করে সুন্দরি - বলি ওকি আরে হএ - ও বালি সাজে ওরে / ইন্দ্রের বিদ্যাধরি ভুবন ভুলাইতে পারি নানা সুমঙ্গল বাদ্য বাজে ২ দেবের ৩ ইন্দ্রের ৪ নটন ৫ করি সমতুল ৬ শোযে ৭ করে ৮ কেজুর ৯ পরে আছে - আঙ্গুলে অঙ্গুরি পায়ে বাজন্ত নুপুর ১০ আগের লাইনে - পত্রে সীমন্তে ১১ পত্রে বাহুতে কেজুর ১২ পত্রে ১৩ দিল ১৪ পহ্রিল ১৫ মস্তক উপরে কন্ধে মনিরাজ ১৬ গন্ডস্থানে ১৭ মস্তক (খ) ও (গ) পুথিতে গলার গাঁথিয়া ১৮ বালা ১৯ নাই, আও তে গান শেষ হয়নি, কিন্তু (গ) জনিতা দিয়ে গান শেষ হচ্ছে।

।। ত্রিপ্পান।।

[১]হোরিল রাধার সোল চিকোন কলা বা .... ধুয়া[১]

নির্ত্ত করে [২]সুন্দরি নানা মত ছন্দে।
পদ্মাবোতি সোহীতে ইন্দ্রের সভাবন্দে।।
নির্ত্ত করে বিদ্যাধরি ভূবন মোহিনী।
পাসোন্ত [৪]হোইলা তাতে সঙ্কর নন্দিনী।।
[৫]ভয় জুক্ত বিদ্যাধরি নির্ত্ত করে ভাল।
পদ্মার হুঙ্কারে তার ভঙ্গ হৈল তাল।।
অনিরদ্ধ নির্ত্ত করে বিবিধো [৬]বিধানে।
[৭]মোহন মুরতি পদ্মা [৮]ধারিলো তখনে।।[৮]
হ্রিদয়ে হৈল বালার [৯]মহন তরঙ্গ।
[১০]যাহার পদ্মার [১১]পানে তাল হৈল ভঙ্গ।।
ইন্দ্র বলে তোরা মেকে [১২] দিলি মনস্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া [১৩]দিলাম অভিসাপ।।
[১৪]চাম্পাই নগরে [১৫]জর্ন্ম হোইবে তোমার।।
বাপ বাছো সদাগর মেনকা উদোরে।
জোন্মীবে সুন্দরি উষা উজানি নগরে।।
মনিস্যের [১৬]গর্ব্ভেতে লভ্য জায়া [১৭]জর্ম্ম।
জোন্মিয়া কোরিবা [১৮]কিছু মোনসার[১৮] কর্ম্ম।।
খেম আপরাধ [১৯] প্রভু খেম অপরাধ।[১৯]
[২০]মুই সেবোকিনি [২১]কুমার সেবোকো [২২]তোমার।।
উষা বলে [২৩]ইস্বোর না [২৪]করো অসোন্তোষ।[২৪]

পদ্মা ছোলিলেন প্রভু [১৫]মোর নাহী [২৫]দোষ।।
[২৬]মর্ত্তপুরে গেল [২৬]প্রভু বার তিন চারি।
গর্ভের [২৭]জাতনা আর [২৭]সোহীতে না পারি।।
ইন্দ্র বলে বিদ্যাধরি [২৮]কান্দ কার তরে।[২৮]
বারো বৎসর থাকিবে [২৯]দোহে মুনিস্যের[২৯] ঘরে।।
সাধিয়া পদ্মার বাদ না থাকিবে আর।
রথ দিয়া [৩০]তোমাকে আবাবো পুনর্ব্বার।।

পাঠান্তর ঃ ।। তিপ্পান্ন।।

১ নাই ২ বিদ্যাধরী ২ বন্দে ৪ পাতিল ৫ সভামধ্যে (খ) ও (গ) পুথিতে ভয় পাইয়া ৬ বিধান ৭ মোহিনী ৮ করিল সন্ধান ৯মদন ১০ চাহিতে ১১ দিগে ১২ দিলে ১৩ দিনু ১৪ চম্পলা ১৫ চান্দো বানিয়া ১৬ বালা জনম তুমার ১৭ গৃহে হইবে তুমাদের ১৮ তোরা মনুষ্যের ১৯ দোষ ক্ষেম একবার ২০ আমি ২১ তুমার ২২ কুমার ২৩ ইন্দ্ররাজ ২৪ করিহ রোষ ২৫ আমার কি ২৬ মর্ত্ততে গেলাঙ ২৭ যন্ত্রণা দুঃখ এই লাইনের পর অতিরিক্ত দুটি লাইন আছে ২৮ দুঃখ কেন কর ২৯ অবশ্য থাকিবে নর ৩০ সত্বরে আনিব আর বার ৩১ সম্ভাষিয়া ৩২ পদ্মাবতী ৩৩ দুই ৩৪ কি কারণে আমাদিগে এর পর অতিরিক্ত তিনটি লাইন আছে যা এখানে হয়তো বাদ পড়েছে ৩৫ আসিহ ৩৬ সদয় হৈয়া করিবে উদ্ধার ৩৭ নাই ৩৮ সত্য সত্য বলিলাম ৩৯ নাই, ভিন্ন - জগতজীবন কবি মনসার দামন / পদছন্দে পাঁচালি করিল পরকাম।

শুনিয়া ইন্দ্রের মুখে নিষ্ঠুর বচন।
পদ্মা [৩১]সম্বদিয়া উষা কি বলে বচন।।
উষা বলে [৩২]পদ্মা মাতা ধোরি তোর পায়।
[৩৪]কিসের কারনে মোকে [৩৫]মর্ত্তে লয়া জায়।।
বিবাদ সাধিয়া তুমি আসিবা সর্ত্তরে।
উষা বলে সোর্ত্ত মোর্ত্ত করো তিনবারে।।
সমকটে [৩৬]উদ্ধার কোরি দিবে দরোসান।[৩৬]
[৩৭]স্বামীকে বলেন চলো মর্ত্ত্যে ভুবন।।[৩৭]
পদ্মা বলে [৩৮]সত্য আমি করিলাম[৩৮] বচন।
[৩৯]ব্রাহ্মনীর আদেশে গায় জগতজীবন।।[৩৯]

।। চুয়ান্ন।।

[১]তোমার নামের তরী ভিড়াও হে শখরী লো হো ও ... ধু[১]

[২]পাষান্ড মনসা [৩]তার বিষোম মন্ত্রনা।
খন্ডন না জায় [৪]প্রভু গর্ভের [৫]জাতনা।।
[৬]স্বর্গের উপোরে প্রভু হৈল বড় দুঃখ।
কতোদিন[৭] পরে না জানি দেখিবো তোমার মুখ।।
[৮]ছাড়িলো পরান [৮]প্রভু সর্গ পুরের আশা।
বিবাদ সাধিতে [৯]ল্যায় পাষন্ডী মনসা।।
[১০]পরম সুন্দরী[১০] প্রিয়ে বানের কুমারি।
অবস্বো [১১]প্রিয়ে ললাটের লিখন।[১২]

না জানি [১৩]যে কতো দিবে আসী নিকেতন।।[১৩]
[১৪]চলো প্রিয়ে চন্দ্রমুখি বিলম্ব না কর।
বিলম্ব হোইলে ক্রোধ কোরিবে পুরন্দর।।
জগতজীবন করি মনসার দায়।
পদছন্দে পাঁচালী করিল [১৫]প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। চুয়ান্ন।।

১ মোরে দয়া কর দক্ষসুতা দশভুজ ধরি গো মা, এরপর অতিরিক্ত দুটি লাইন ২ পাষন্ডী ৩ প্রভু ৪ আর ৫ যন্ত্রনা ৬ নিবেদন করি প্রভু এহি ৭ নাই, লাইনের কথাগুলি আগে পরে আছে ৮ ছাড় ছাড় ৯ লৈন ১০ শুন শুন অহে ১১ যাইব প্রিয়া মুনুষ্যের ১২ উষা কপালের লেখা ১৩ ফিরিয়া কত দিনে হবে দেখা ১৪ নাই ১৫ পরকাশ

।। পঞ্চান্ন।।

বিলম্ব না করো [১]বালা কামের কুমার।[১]
[২] না কোরিহো লঙ্ঘন ইন্দ্রের অঙ্গীকার।।[২]
বচন লোঙ্ঘিলে ইন্দ্র [৩]কোরিবে মনস্তাপ।
পুনরোপী কোরিবে দারুণ অভিসাপ।।
করিবেকো আভিসাপ মহাক্রোধ মোনে।
পশু [৪]পক্ষ জনম হোইবে মহা বোনে।।
উষা বলে [৫]খনেকো রোহীবে [৫] পদ্মাবোতি।
[৬]তিল একো পুজা করি হরের জুবোতি।।
হরের জুবোতি পূজা করে বিদ্যাধরি।
[৭] সনমুখেতে স্থাপীলো সুবর্ণ্য [৭]ঘট বাড়ি।।
খসায়া দিলেন উষা নয়ান নির্ম্মল।
হোইবে [৮]প্রফুল্ল প্রভুর চক্ষু কমল।।[৮]
নাসিকা কাটিয়া [৯]উষা পুজে ত্রিনয়ানি।
হোইবে প্রভুর [১০]নাক শুকো পোক্ষজিনি।।[১০]
কাটিয়া দিলেন উষা আপনার কান।
হোইবে প্রভুর [১১]কান গৃধিনী সোমান।।
আষ্টাঙ্গ কাটিয়া দিলে দেবির বরাবর।
মোর প্রভু হয় জেন সর্বাঙ্গ সুন্দর।।
চলে উষা অনিরদ্ধ [১২]মনির্শ্বের গরে।
জগত জীবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ।। পঞ্চান্ন।।

*ধুয়া আছে - আরে আমার মন মন-ও দুর্গা দুর্গা বোলো বে ১ উষা বানের কুমারী ২ শুনিলে ক্রোধিত হবে ইন্দ্র অধিকারী ৩ পাবে ৪ পক্ষী ৫ খানিক ৬ তিলেক, মাঝে আছে আমি ৭ সম্মুখে স্থাপন করে ৮ প্রভুর চক্ষ প্রফুল্ল কমল (গ) পুথিতে অদ্ভুত পাঠ - মুখ ক্রপলক

কুলি না কন্যা ১০ নামা দিব্য মুখখানি ১১ কর্ন ১২ মনুষ্যের

।। ছাপ্পান্ন।।

[১]কাহ্ন বিনে কার স্বরন নিবো হে .... ধুয়া[১]

ঊষা বলে কুমার বিলম্বের[২] নাহি কাজ।
সর্ত্তরে চোলিয়া [৩]জাহ মনিম্বো সমাজ।।
[৪] আসনে কুমার [৫] বোসীল সেই স্থলে।[৫]
দেবো তোনু ছাড়ীয়া [৬]চলিলো জোগ বলে।।
পতোঙ্গর সোরুপে বাসা চাম্পাইতে জায়।
[৮]অন্তরিক্ষে সনেকার গর্ব্ভেতে স্যানধ্যায়।।
সেই দিনে সনেকা ছিলেন রিতুবোতি।
রজনি সময়ে [১০]অ্যাসিলো নিজপতি।।
সনেকার গর্ব্ভেতে কুমারি নিলো বাস।
তার পাছে করে ঊষা স্বামীর তলাস।।
স্বামী স্বামী কোরিয়া বসিল সেই [১১]স্থলে।
তোনু ত্যাগ সুন্দরি কোরিল [১২]জোগ বলে।।
*প্রবেশ কোরিল [১৩]বাচ্ছুর বাড়ীর [১৩]ভিতরে।
[১৪]মেনকার গর্ব্ভে প্রবেসিল মায়াছলে।।[১৪]
সেই দিনে মেনকা [১৫]ছিলেন রিতুবোতী।
রজনি সময়ে [১৬]আস্বাদিলো নিজপোতি।।
মেনকার [১৭]উদোরে কুমারি [১৭] নিলো বাস।
জগত জীবন গায় মনসার দাস।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছাপ্পান্ন।।

১ নাই ২ পাঠ-নাই ৩ যাই ৪ আসিয়া ৫ তবে বসিলা সেখানে ৬ চলিলা যোগধ্যানে ৭ রূপেতে ৮ আগে আগে পদ্মাবতী দেখায় ৯ আছিল ১০ সম্ভাষিলা ১১ স্থানে ১২ সেইক্ষণ ১৩* আশু একটি অতিরিক্ত লাইন - পতঙ্গ হইয়া যায় মনুষ্য নগরে ১৩ বাচ্ছুগৃহের ১৪ নাই ১৫ আছিলা ১৬ সম্ভাষিলা ১৭ গর্ব্ভেত সুন্দরী

।। সাতান্ন।।

[১]বিধি মরে নিধি দিল আনিয়া বা .... ধুয়া[১]

[১]প্রথমে ধরিল গর্ব্ভ জানি বা না জানি।
দিত্তিও মাসেতে লোক করে কানাকানি।।[২]
[৩]ত্রিত্তিয় মাসেতে রামা ভুতলে সয়ন।[৩]
[৪]চারিমাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষন।।[৪]
পঞ্চমাসে [৫]পর্বত ভাজা খায় বানিয়ানি।

[৬]কুন খানে থাকে রহে কেহ নাহী জানি।।
দিনে দিনে সনেকার গর্ভ ছয় মাস।
লোক গনে বোনধু জনে হোইলো প্রকাশ।।
সাতমাসে সাদ খায় সাহের বানানি।[৬]
দশমাসে [৭]শুভক্ষণে জন্মীল[৭] পুত্রখানি।।
[৮]আনন্দে বাজায় চান্দ বিবিধ বাজন।
বৃদ্ধকালে বানিয়ার হইলো নন্দন।।
[৯]শুভক্ষণে চন্দ্রসাধু পোন্ডীতে ডাকায়।[৯]
[১০]বাছীয়া পোন্ডীতে নাম রাখিলো লকাই।।[১০]
[১১]এই মতে কন্যাখানি হৈল মেনকার।
[১২]সাত পুত্র একো কন্যা আনন্দ অপার।।
সাহের[১৩] ঘরেতে জোন্মীলেন[১৩] কন্যাখানি।
বাছীয়া রাখিল নাম বেহুলা[১৪] বান্যানি।।
[১৫]বান্যার নন্দন বাড়ে বানিআর ঘরে।
[১৬]পাঁচ বৎসর হৈলো দুর্ল্লভ লখিন্দরে।।[১৬]
সোনার গুলাল বাটুল হস্তের উপোরে।
একেলা খেলিয়া বেড়ায় শুন্দর লখিন্দরে।।
সপ্ত বৎসরের বালা হস্তে খোড়ী দিল।
দাদশ বৎসর তবে লখহি হইলো।।
নানা শাস্ত্র পড়ে বালা গুরু বরাবরে।
ব্যাকরণ্ আদী পড়য়ে একোস্বরে।।
বানেরো বৎসর বালা সোলতে দিল পা।
বিবাহের কথা নাহী কহে বাপ মা।।
গুরু গৃহে পড়ে বালা সিসু সঙ্গে কোরি।
ব্রাহ্মন কন্যা হৈল পর্দ্দা পরম সুন্দরি।।
সুন্দর বালার [২৩]পানে চাহে ঘনে ঘনে।
হাস্বো পরিহাস্বো করে বান্যা নন্দনে।।
ক্রোধি [২৪]করি কন্যা বলে [২৫] শুনহো লখাই।
আমাকে দেখিয়া হাসো [২৬]না হবে ভালাই।।[২৬]
আমার সঙ্গেতে হাস্বো করো কি কারনে।
বাছীয়া সুন্দরি বিভা করহ যতনে।।
বয়সো তোমার জুবা কেমনে প্রান ধরো।
পরম সুন্দরি দেখি পরিহাস করো।।
এতেক বচনে বালা লাজ্জিতো হৈলো মন।
আপন মন্দিরে বালা করিল গমন।।

কপাট দিয়া শুইলো শয়ন মন্দির ঘরে।
পরিল সোনার মনে এ দুই প্রহোরে।।
*তেমোতি চলিয়া গেল গুরু বরাবর।
কোথা গেল গুরু মোর দূর্লভ লখিন্দর।।
ভাসুন কোহিল ঘরে গেলা পুত্রখানি।
কপালে মারিয়া কান্দে সনেকা বান্যানি।।
জগোত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কোরিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ।। সাতান্ন।।

১ ভিন্ন-চল দেখি যায়ারে সনার গর্ভে চান্দ হৈয়াছে, (গ) পুথিতে ধুয়া - বানিয়ার বালা বাড়ে সাহেব বানিঞা ঘরে হয় ২ নাই দিনে দিনে সনকার গর্ভ তিনমাস নাই পর্বতামৃত নাই দশদিনে হইল (গ) পুথির পাঠ ভিন্ন ৯ ভিন্ন ছয়মাসে মুখে বালার অন্ধ পরশাই বিচারিয়া রাখিল নাম দুর্ল্লভ লখাই, ছাপা ভুলে পাঠ হয়েছে "ন-খাই" (গ) পুথিতে-বিচারে পণ্ডিত নাম হইল লখাত্র এমত ছয়-পুত্র বাছোর ঘরে হৈল কামিনী বানিয়ার ১৬ পঞ্চ বৎসরে বালা কর্নবেধ করে নাই, বদলে - পরিবারের দিল বালা গুরু বিদ্যামানে ; পাটিয়া আসয়ে-বালা আপনা ভবনে ১৮ পঞ্চাশ বৎসরে যোড়শে বিবাদ কারনে বিভা না দেয় গুরুস্থানে পাঢ় রূপে গেলা ভিষহরি কটাক্ষে ২৩ বানিয়ার হইয়া দুর্ল্লভ নাহিবে চিরহি, পাঠটি অর্থহীন, ভাষাহি পাঠ অর্থবহ নাই, বদলে - তুমার ধন আছে বান্ধিতে পরসেতু কন্যা বিত না কর কি হেতু হইল থুবড় তুমি কেনে পরের উপহাস্য ৩৩ নাই, বদলে - কন্যার বচনে বালা মনে অভিমান লাগি পয়ান মারিয়া রহে নাই এই * অতিরিক্ত দুই লাইন আছে ৩৯ তুরিত ব্রাহ্মনের ঠাই কতি পুত্র লখাই বোলয়ে শুনিয়া কপালে চড় মারে বানিয়ানী ৪৬ পরকাশ।

।। আটান্ন।।

[১]আয়রে অভাগিনির বাছা আয় রে আয়
কান্দিয়া আকুল হৈল মায় .... ধুয়া[১]

[২] কান্দিতে কান্দিতে[২] সোনা [৩]হৈল আকুল।[৩]
বুকে [৪]মুঠী মারি[৪] সোনা [৫]অতিদর চুল[৫]।।
[৬]অনধের নড়ী মোর [৬]দুর্ল্লভ লখাই।
কি জানি গিয়াছেন [৭]বেড়াতে কুথাই।।[৭]
[৮]সোন মুখে দেখিল [৮] তার পরিধান সাড়ী।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা [৯]তাম্বুলিনী বাড়ী।।
সনেকা বলেন ওহে [১০]তাম্বুলিনী সখি।
[১১]তোমার বাড়ীতে আমার পুত্র আছে নাকি।।[১১]
তাম্বুলিনী বলে শুন আমার বচন।
আজি [১২]নাহি দেখি আমি [১২]তোমার নন্দন।।
[১৩]খোসী পড়ে সনেকার পরিধান সাড়ী।[১৩]
কান্দিতে কান্দিতে গেলা [১৪] গেয়ালিনীর বাড়ী।[১৫]
উকোটিয়া [১৬]চায় সোনা সয়ন মন্দির পুরি।।[১৬]
কপাট মারিয়া আছে [১৭]দুর্ল্লভ লখাই।[১৭]

হয় বাছা বাহীর [১৮]তোমার মুখো চাই।।
কে তোরে বোলিল বাছা দারুন বচন।
[১৯]তারে শাস্তি [২০]কর বাছা রাখে কুন জন।।
ছয় পুত্র [২১]মরনে পুত্র পাইনু রতন।[২১]
তোমার নিছোনি [২২]করো কত আছে ধন।[২২]
বালা বোলে জনানি তোমার সর্ত্ত পাই।[২৩]
তবে স্নান কোরি আমি কপাট [২৪]ঘুচাই।।
সোনা বোলিলেন তুমি [২৫]সবে মোর ধর।
সোর্ত্ত সোর্ত্ত [২৬]করি বাছা [২৭]তোমার বচন।।

পাঠান্তরঃ।। আটান্ন।।

১ দুটি ভিন্ন ধুয়া - আর শুন্যাছ প্রানের সই নাকি লখাই আস্যাছে এবং ও সনার দুই নয়ানে বর ধারারে যেন মন্দাকিনীরে ২ পুত্র না দেখিয়া ৩ কান্দিয়া ঠিকল ৪ মুষ্ঠি হানে ৫ আউলায় কুন্তল ৬ গুয়া কিনিবারে বাছা ৭ তাম্বুলির ঠাই ৮ খসিয়া পড়িছে সনার ৯ তাম্বুলির ১০ বারোয়ানি ১১ আসিয়াছে পুত্র নাকি আন্দলের আখি (গ) পুথিতে আজি কি দেখিয়াছ অবলার আখি ১২ আনি নাই দেখি ১৩ পরে আছে ১৪ আপনার বাড়ী ১৫ আগে আছে গোয়ালিনী সভকে শুধায় ১৬ চাহে বালার শয়নের ঘরে ১৭ বালা লখিন্দরে ১৮ চান্দ ১৯ তাকে ২০ করি ২১ মরি আমি পায়াছি রতন ২২ করি যত ধন জন ২৩ সত্য পাঙ ২৪ ঘুচাও ২৫ প্রাণসব ২৬ বলিলাম ২৭ তো ২৮ ই কথা নাকরিয় বাপ ২৯ বাছা যাইবে কাশ সাপ ৩০ দ্বার ঘুচাহ ৩১ হয় ৩২ বিভাইয়া দিব বাছা কি আছে ৩৩ বালা ৩৪ ঘুচায় ৩৫ তবে বসিল খাই বার ৩৬ খেলিতে

বালা বলে বিভা দিতে করো অঙ্গীকার।
তবে [২৭]সে জননী আমি ঘুচাই দুয়ার।।
সনেকা বলেন [২৮] বাছা বিভা নাহী সাদ।[২৮]
বিভা রাত্রে [২৯]মনসা সাধিতে আপন বাদ।।[২৯]
[৩০]দুয়ার ঘুচায়া [৩০] করো স্নান ভোজন।
দাসি করি দিবো নারি এক শত জন।।
তবে তো তোমার জদি বিবাহের [৩১]থাকে সাদ।
[৩২]দিবো বাছা বিবাহো পোড়ীবে[৩২] প্রমাদ।।
মায়ের বচনে [৩৩]কুমার দুয়ার [৩৪] ঘুচায়।
স্নান করি [৩৫]লোখিন্দর অন্নজল খায়।[৩৫]
হাতেতে গুলাল করি [৩৬]খেলি বারে যায়।
জগোত জিবন করি বিরচিয়া গায়।।

।। উনষাট।।

[১] গোকুল নগরে কেন পিরিতি করে বালা বা .... ধু[১]

পদ্দা বলে[২] নেতাই পাত্র অবধান কর।
[৩]এখেল তক নাহী পুজে[৩] চান্দ সদাগর।।
অঙ্গীকার [৪]কৈল পুত্রেকো বিবাহ না দিবে।[৪]
[৫]কেমনে আমার পুজা মর্ত্ত পুরে হাত।।[৫]
[৬]নেতাই বলে কাম সোনাকো দেহো ডাকি।
কোসল্যার মুর্ত্তী ধরি ছোলুক বালাক।।

কোসল্যাকে সপন[৬] দেহো বানিয়া সিত্তরে।[৭]
[৮]স্নান কোরিবারে জাবে [৮]দিখি সরোবরে।।
[৯]মামী ভাগিনায়ে[৯] দোহে হবে দরেসন।
বলে ধোরি বানিয়া ভোঞ্জিবে আলিঙ্গন।।
শুনিয়াতো দান্দ কন্যা [১০]গনিবে প্রমাদ।
[১১]বিবাহ দিবেন[১১] বালা সাদীত্তি তুমী বাদ।।
শুনিয়া মোনুসা দেবি [১২]তাহার বচন।
কাম সোনা সুন্দরিকে কোরিল স্বরন।।
স্বর্গ হৈতে কাম সোনা নাম্ভীল স্বরনে।
[১৩]আমাকে ডাকিলে মাতা কুন প্রয়োজনে।।[১৪]
পর্দ্দা বলে কাম সোনা মোর বান্য ধর।
কোসল্যার [১৫]মুর্ত্তে ছলো চান্দোর কুমার।।
আত্তা পায়া কাম মোনা কোরিল গমন।
[১৬]জগোত জীবন করি করিল রচন।।[১৬]

পাঠান্তর ঃ।। ঊনষাট।।

১ শিবনাম বোলরে নর বদনে ২ নেতা ৩ একান্তে না পুজে মোকে ৪ করি পুত্র বিভা নাই দেয় ৫ অবিবাহিত থাকিলে নাকি বাদ মোর হয় ৬ নেতা ৭ দেখায় বাম হরে ৮ প্রভাতে ঘড়িক কন্যা ৯ মামীরে ভাগীনা ১০ চম্পলা পাও ১১ বিভা দিবে ১২ নেতার ১৩ অইল ১৪ প্রণাম করিল খাড়া চরণে ১৫ রূপে , (গ) পুথিতে মূরতি ১৬ রচিল পাচালি করি জগতজীবন।

।। ষাট।।

[১]পদ্দার বচন ধোরি কোসল্যা মুরতিধোরি
সিগ্র গেলা বালার সিত্তরে।
সপ্নে কোসল্যা সঙ্গে রোতি করে নানা রঙ্গে
ধোরি আতো কোসল্যা সুন্দরে।।
কোসল্যা ধোরিয়া কোলে হরসিত কুতুহলে
হৃদয়ে করিয়া আলীঙ্গন।
দোহে দোহার চন্দ্রমুখ চুম্বনে পরম সুখে
পান তাম্বুল করে নানা রঙ্গ।।[১]
[২]নবিন দোহার রাগ[২] [৩]মুখে দিল [৪]নানা দাগ
অধরে কোরিল দন্তাঘাত।
রোতি করে [৫] মোন নিত দুই জনে [৬]মহা প্রিত
নিজোপতি [৭]নহে কোন হিত।।[৭]
বলে বালি রুপোবতি আজ্ঞা কর [৯]প্রাণপতি
আজি করি [১০] গ্রিহেতে গমন।

প্রভাতে জাইবোজলে সরবর বট [১১]মুলে
তুমি আমি হবে দরসোন।।
সুন্দরি [১২]কোহীয়া জায় লখাই চেতন পায়
আকুল [১৩]কাম বানে।[১৩]
জগতজীবন ডুনে হোইলো [১৪]বালার মনে[১৪]
রজনি [১৫]পহায় কতেক্ষনে।।

পাঠান্তর ঃ।। ষাট।।
১ এই পর্যন্ত পদের ভাব এক, কিন্তু শব্দ-বন্ধ অন্যরূপ ২ অভিনব অনুরাগ ৩ কুচে ৪ নখ ৫ বিপরীত ৬ হৈল ৭ যুবতী সাক্ষাত, (গ) পুথিতে সুরতি স্যাতে ৮ কন্যা ৯ নিজ ১০ ঘরকে ১১ তলে ১২ চলিয়া ১৩ হইল মন ১৪ বালা রঙ্গ মনে, (গ) পুথিতে পড়িল বালার ১৫ পুহাবে

।। একষট্টি।।

[১]রাজনী প্রতি জোগে শুনগো বড়াই
কুনখানে আড়বাঁশী বাজায় কানাই .... ধু[১]

শয্যা সুখে কোসল্যা [২]শুইয়া নিদ্রা যায়।
সিত্তরে বসিয়া পর্দ্দা সপন দেখায়।।
উঠো উঠো [৩]সুন্দরি [৪]দিখি সরোবরে জায়।
সরোবরের স্নানেতে অনেকো ফল পায়।।
এতো দিন [৫]হৈল তোমার [৬]চাম্পাই নগরে।
স্নান নাহী করো তুমি দিখি সরোবরে।।
আজি জায়া করো তুমি সরোবরে স্নান।
স্বামীর [৬]সোগড়গি হবে ধন পুত্র বান।।
[৭]প্রভাত হৈল কন্যা পহিলো চেতন।[৭]
সাশুরির স্থানে [৮]কন্যা করে নিবেদন।।[৮]
সাশুরির [৯]পায় কন্যা নমস্কার করে।[৯]
আজ্ঞা [১০]কর [১১]জাই মাগো দিখি সরোবরে।।[১১]
সাশুরি বলেন বোধু বাক্য মর [১২]শুন।
দুরন্ত তোমার স্বামী জলন্ত [১৩]আগুন।।
শুনিলে প্রথমে তোর বোধিবেকো [১৪]প্রাণ।
তারপাছে করিবে আমার অপোমান।।

পাঠান্তরঃ।। একষট্টি।।
১ শ্যামরূপ লাগাছে মরবে ভাবিত রসের কঠে ঝারা নিলে ঘুনে (গ) পুথিতে বালা না দেরে ও সনা বন্ধু হে / ডাকিতে কেন না দেয়হ ২ সুন্দরী ৩ রূপবতী ৪ নাই ৫ বঞ্চ তুমি ৬ সংহাত, পাঠ অর্থহীন ৭ নাই, ভিন্নপাট ৮ সত্বরে ... হৈল উপনীত ৯ স্থানে কহে স্বপ্ন চিরবন

১০ দেহ ১১ ভিন্ন ১২ ধর ১৩ আনল ১৪ পরাণ ১৫ মোর ১৬ কৈলে আমি ১৭ কহো ১৮ লৈয়া ১৯ তবে ২০ সরোবর স্থানে ২১ সাঙ্গিয়া লাইনটি এক লাইন পরে আছে ২২ যতেক সখা ২৩ বিনোদ রঙ্গিয়া ২৪ জলে ২৫ ভিন্ন ২৬ জগত ২৭ তুলিয়া ২৮ গৃহের তরে ২৯ জগতজীবন .... করিল পরকাশ ভণিতা দিয়ে পদ শেষ।

কোসল্যা বলেন [১০]সুখে স্বামীকে নাহী ডর।
তুমী আজ্ঞা করো মাতা [১১]জাই সরোবর।।
সাশুড়ি [১২]বলেন জদি জাইবারে চাও।
তোমার জতেকো সখি সঙ্গে [১৩]লয়া জাও।।
ডাকিয়া আনিল [১৪]কন্যা করিল গমন।।
আকুল হইলো বালা সপ্ন দেখিয়া।
হাতের গুলাল বাটুল সঙ্গেতে [২১] কোরিয়া।।
সঙ্গের [২২]বান্ধবগোন [২৩]আনিলো ডাকিয়া।
সরোবরে জায় বালা [২৩]আনন্দিত হৈয়া।।[২৩]
কোসল্যা করয়ে স্নান সরোবর [২৪]কুলে।
[২৫]লখিন্দর গমন কোরিল হেন কালে।।[২৫]
স্নান কোরি উঠে কন্যা [২৬]পরম, রুপোসী।
কাঁকেতে [২৭]কোরিয়া নিল জলের কলসী।।
সর্ত্তরে [২৮]আপন গৃহে [২৮]কোরিল গমন।
পথে বানিয়ার সঙ্গে হৈল দরশন।।
[২৯] কন্যাকে দেখিয়া হৈল আনন্দিত মোন।
রচিল পর্দ্দার বরে জগত জিবন।।[২৯]

।। বাষট্টি।।

[১]নীল কমল দল খঞ্জন নয়ানি... ধু[১]
দেখিয়া [২]কোসল্যার কন্যা আছে এই ঠাই।।
সপনে [৪]করিল মোর[৪] সঙ্গে আলিঙ্গন।
[৫]তোমা না দেখিয়া চিত্ত নাজায় ধরন।।[৫]
সপোনে [৬]ভাঙিয়া মরে ছলো [৬]রুপোবতী।
পথে [৭]লাগী পাইলাম [৮] আজী জাবো কোতি।।
কমল [৯]নয়ানি কন্যা [৯]খঞ্জুন গমনি।
গমন [১০]মন্থরা তোর [১০]রাজ হংসোজিনি।।
কাহার সুন্দরী তুমি দেহো পরিচয়।
তোমার রূপ দেখি [১১]কন্যা হেলিছে[১১] হ্রিদম।।
[১২]নাম্ভাহ কলোসী কন্যা দেহো তো [১৩]সিঙ্গার।
[১৪]বিপদে জড়িত আমি করো প্রিতিকার।।[১৪]
হাতে ধরি বিদ্যাধরি রাখহ জীবন।
বিকল [১৫]হৈল বড়[১৫] বানিয়ার [১৬]নন্দন ।।
[১৭]জগোত জিবন করি বিরচিয়া জনয়।
নমদেরি মনসা রাখিহো রাঙ্গা পায়।।[১৭]

পাঠান্তরঃ।। বাষট্টি।।
১ কে তোরে পাঠালে জলে / নড়িল কদম্ব ডাল হালা হালা পড়ে ২ কন্যার ৩ ভাড়িয়া ৪ দিলেন মোকে ৫ ভিন্ন ৬ ভাড়িলে মোকে শুন ৭ লাগ ৮ পলায়া ৯ বদনী বামা ১০ সুন্দর যেন (গ) পুথিতে মধুর কন্যা ১১ মোর দন্ধে ১২ নামাঅ ১৩ আলিঙ্গন ১৪ নাই ১৫ হৈয়া বোলে ১৬ পুত ১৭ আশু. তে পদ শেষ হয়নি, কিন্তু (গ) পুথিতে বিরচিয়া জায় কবি জগতজীবন বলে পদ শেষে।

।। তেষট্টি।।

[১]মুই কি জানিবো পথে কাহ্ন দরবার।
তবে কি লইতো পথে দোধির পসার... ধু[১]

না বল [২] না বল হেন বচন [২]লখাই।
[৩]মুখে মন্দ বোলিতে উচিত [৪]তোকে নাই।।
[৫]চাম্পাইর মহাদানি সেই আমার স্বামী।
তোমার [৬]মাতুল হয় আমি তোমার মামী।।
[৭]বোলিল সপনে [৮]মোকে দিলে [৮]আলীঙ্গন।
ভাগিনা সম্বন্ধ [৯]ধোরি করো বিড়ম্বন।।[৯]
মামীকে হোরিল রামা দোস কিছু নাই।
[১০]কৃষ্ণের কে হয় রাধা কোভু শুন নাই।।[১০]
প্রীতে যদি সুন্দরি না দিবে আলিঙ্গন।
বলে ধোরি ভুঞ্জির [১১]কোরিব অপোমান।।
না [১২]বলো ভাগিনা না বল আনাচার।
[১৩]একে তো গোর্ব্বিতো আমি নারি বানিয়ার।[১৩]
[১৪]পরদারে পরলোকে পাইবে জন্ত্রনা।[১৪]
জগোত বিজনকোরি কোরিল রচনা।।

পাঠান্তর ঃ।। তেষট্টি।।
১ নাই ২ কুবোল মোরে দুর্ল্লভ ৩ মোকে ৪ তোর ৫ চাম্পালির ৬ মামা ৭ বালা বোলেন ৮ সপনে দিলেন ৯ বোল কিসের কারণ (গ) পুথিরপাঠ এর সাথে মেলে ১০ রাধাকে হরিল কৃষ্ণ দেখ শাস্ত চাই ১১ করিয়া ১২ বোলিহ ১৩ নাই, আছে, মামীকে হরিলে সাপ হইবে তুমার - আশু তে পদ শেষ হয়নি। (গ) পুথিতে আছে - একে মামী হুএ আর পরদার এবং ভণিতা দিয়ে পদ শেষ, ১৪ নাই।

।। চৌষট্টি।।

চাম্পাইতে মহা[১]ধোনি বানিয়ার সিরোমুনি
তারপুত্র তুমী[২]সে গোন্তিত।[২]
ভিন্ন কেহ[৩] নই আমী সহদর হৈ মামী
না [৪]বোলিহো বাক্য [৪]অনুচিত।।
জাতি কুলে নহে হিন ধনেজনে [৫]নহে খিন

কেনে তুমি [৬]হর পরসারি।[৬]
কেন[৭]মরো মহা পাপে কহো গিয়া [৮]মায়বাপে
বিভা[৯]দিবে একো [৯]সতো নারি।।
পরধন পরোদার জোদী করো আনাচার
তবে তোমার হৈলো কুমতি।
[১০]কামে ভরিয়াছে মন নাহি শুনে বচন
এই কথা নহে শুর্দ্ধমোতি।।[১০]
[১১]কামাতুর হৈয়া সোন[১১] জোদী হারোগুরুজোন
অল্পোদিন সংসার[১২]ভিতর।
[১৩]জগতজিবন কোরি পর্দ্দার চরণ সেবি
রচিল পদ্দার পায়াবর।।[১৩]

পাঠান্তর ঃ।। চৌষট্টি।।

*আশু. তে পূর্ববর্ত্তী পদের শেষাংশ পয়ারে লেখা। ত্রিপদীর এই পদটির সাথে ভাবের মিল আছে। পাঠান্তর (গ) পুথির - ১ দানী ২ অপন্ডিত ৩ নহে ৪ বুঝিয়া বল ৫ হইল ৬ কর পরদারী ৭ ডুবাব ৮ মাত্র ৯ দিক এত ১০ নাই ১১ কামতোর হয়া মন ১৮ বসতি ১৩ ভিন্ন

।। পঁয়ষট্টি।।

হেরিলো রাধার [১]মন চিকোন [২]কালা বা .... ধু
[৩]হেন বোল[৩] বিদ্যাধরি না বোলিহ আরি।
মদন অনলে দহে করো [৪]প্রিতিকার।।
মকে যদি সুন্দরী না দিবে আলিঙ্গন।
[৫]নানা ভাট [৫]কোরিবো রাখিবে কুনজন।।
কাচলি ছিড়িয়া [৬]তোর কোরিব ছারঘার।[৬]
বল [৭]কোরি বিদ্যাধরি ভুঞ্জিবো সিঙ্গার।।
ছিড়ীয়া ফেলিবো তোর [৮]গজো মোতির [৯]হাড়।
ধোরিয়া কোরিব বল [১০]ডর আছে কার।।
কোসল্যা, বলেন লখাই না কর [১১]বড়াই।
কান্দিয়া [১২]কাহিব তোর মা বাপের ঠাই।।
বালা বলে [১৩]মোরি আমি [১৪]মদনের তাপে।
আগে প্রাণ রাখি কি কোরিবে মায় বাপে।।
[১৫]কোসল্যাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলে লখিন্দর।

জগোত জিবন গায় মনসার বর।।[১৫]

পাঠান্তর ঃ।। পঁয়ষট্টি।।
১ প্রাণরে ২ কালিয়া ৩ বালা বোলে ৪ প্রতিকার ৫ লন্ডভন্ড ৬ আচুড়িব বক্ষভার ৭ ধরি ৮ গজমুক্তা ৯ হার, অর্থ ধরলে এটিই শুদ্ধ পাঠ ১০ ভয় ১১ দর্প বলিব ১৩ প্রাণ পোড়ে (গ) পুথিতে মুগ্ধ মুই ১৪ রাখ পাছে ১৫ আশুতে পদ শেষ হয়নি। (গ) পুথিতে শেষ হয়েছে। শেষে লখিন্দরে এবং বরে পাঠ আছে।

।। ছেষট্টি।।

[১]না বলো না বলো বালা রে ... ধু[১]

না বলো না বলো বাল্যা [২]বাল্যার দুলাল/
অধিকো বোলিলে বালা না বোলিবে [৩]ভাল।।
স্বামী মর ছোট নহে [৪]সবার অচীন।
বাজ দ্বারে সেবা করে [৬]থাকে রাত্রদিন।।
কাহার সকোতি মোকে [৭]করিবেক বল।।[৭]
[৮]তার কুলে কেহ নাহী-থাকিবে[৮] কুসোল।।
শুনিয়া ক্রোধীতো [৯]বালা মাধুর [৯]নন্দন।
কাঁচলি [১০]ছিড়ীয়া করে কুচো মর্দ্দন।।
[১১]স্তনের উপোরে বালা দিলো নখের রেক।
গিরিশৃঙ্গে দ্বিতিয়ার দন্দ্র পরোতেক।।
অধর চুম্বন করে বান্ধি [১২]নিজো পাসে।
পুন্নিমার চন্দ্র জেন রাহু গরাসে।।
লন্ড ভন্ড কোরিয়া ছাড়ীলো [১৩]সোনার হার।
বিবিধ প্রকারে বালা ভোঞ্জিলো শৃঙ্গার।।
[১৪]খুচিলো মদন জালা ওষ্ঠ হৈলো মন।
স্নান কোরি ঘরে চলে [১৫]বান্যার নন্দন।।
দানির ঘরনি লাচে কান্দিয়া [১৬]আকুল।
সনেকার আগে [১৭]গিয়া কহে বিবোরন।
রোচিলো পদ্মার বরে জগতজীবন।।

পাঠান্তর ঃ ।।ছেষট্টি।।
১ নাই ২ বানিয়ার ৩ মোকে না হইবে ৪ কাহার ৫ ঘরে ৬ রহে ৭ হরিবেক বলে ৮ অল্প তাল না করিহ নহিবে ৯ জান্ধবণিক ১০ ফেলিয়া ১১ কুচের ১২ ভুজ ১৩ গলার ১৪ টুটিল, এর আগে অতিরিক্ত চারটি লাইন আছে ১৫ বানিয়ার ১৬ বিকল ১৭ গেল করিয়া সত্বর (গ) পুথিতে আউলাইয়া চুল ১৮ যায়া

।। সাতষট্টি।।

[১]ও সনা দিদি শুন শুন তোর পুত্রের ব্যবহার .... ধু

[২]গেনু সরবর জলে   কলোসী ভাঙ্গিল বলে
ত্রিভুবনে রোহিলো খাঁকার।
কাচালি [৩]ছিড়িলো আর   ছিড়িল [৪]সোলার হার
অধর কোরিলো [৫]ছারখার।।
[৬]আউলিয়া মাথার চুল   ডুবাইলো জাতিকুল
কুন লোকে [৭]বোলিবেকো ভাল।
পুছিবে তোমার ভাই   কি কহিবো তার ঠাই
না [৮]বহিবে মোর [৯]গ্রামের ছাল।।
সনেকা বলেন [৯]ওটী   ঢেট [১০]অবধ নটী
[১১]সিশু তারে না বোলিহ [১১]মন্দ।
[১২]সিশু মোতি সর[১২]বালা   টেটো নহে আলা ভোলা
আজি [১৩]মুখে আছে দুগধের গন্ধ।।
কে তোরে কোরিলো বল   [১৪]ধোরিয়া শিশুর ছল
[১৫]ভান্ডিতে বেরায় মন সবার।
জে হৈলো সে হৈলো [১৬]মা   চুপে চুপে ঘরে যা
[১৭]দিগুন পোরিয়া অলঙ্কার।।[১৭]
সন্তোস করিয়া [১৮]তারে   বস্ত্র দিল [১৯]পরিবারে
[২০]অনেকো দিলেন[২০] অলঙ্কার।
জগতজিবন গায়   [২১] কোসোল্যা ঘরতে জায়[২১]
অদ্যবিধি রোহীলো খঙ্কার।।

পাঠান্তর ঃ।। সাতষট্টি।।

১ ধুয়া (গ) পুথির, আন্তর ধুয়া ভিন্ন ২ গেলু, আশু তে এর আগে লাইন আসে ৩ চিরিয়া ৪ গলার ৫ খন্ড খন্ড (গ) পুথিতে লন্ডভন্ড ৬ খসায়া, আগে অতিরিক্ত দুটি লাইন আছে ৭ কহিবেক ৮ রহে পুরান ৯ শুন বেটি ১০ মরুদারি ১১ না বোল শিশুকে কিছু ১২ গন্ধ বানিয়া ১৩ বদনে ১৪ করিম ১৫ বুঝিতে ১৬ মাও ১৭ পহ্রিয়া সুবর্ণ অভরন ১৮ তাক ১৯ পহ্রিবাক ২০ আর দিল সুবর্ণ ২১ মন্দিয়া মানমার পায়

।। আটষট্টি।।

[১]মোথুরার দিকে জাহিতে কহিল বিসোম দানি বা ... ধু[১]

কোসোল্যার[২] হাতে ধোরি কোরিলো বিদায়।
সিগ্রগতি সনেকা স্বামীর[৩] কাছে জায়।।
স্বামীকে কোহিলো জত বিবোরন কথা।

শুনিয়া [৫]চান্দ সদাগর[৫] হেট করে মাথা।।
সাধু বলে পুত্র যদি করে অনাচার।
বিভা দিবো [৬]পুত্রের করিলো [৬]অঙ্গীকার।।
মেড়ঘর বান্ধিয়া আনিবো ধনন্তোরি।
[৭]মেড়ের ভিতরে থুবো নেউল ময়ুরি।।
আপনে জাগিবো আর [৮]জতেকো প্রহোরি।
একরাত্রি গেলে কি করিবে বিষহরি।।
চান্দ বলে লেখা [৯]তুমি শুন একমনে।
জাইবো পুত্রের হেতু কন্যর [১০]কারণে।।
সিগ্রগতি [১১]বানায়া আন[১১] লোহার কালাই।
কন্যাখানি বরিলে পরীক্ষা নিতে [১২] যাই।।
জে কন্যা [১৩] সিজায়ে দিবে [১৩] লোহার কালাই।
সেই কোন্যা বিভা দিবো [১৪]সুন্দর লখাই।।
লেঙ্খা মন্ত্রি সাজেন [১৫]মাহের আজ্ঞা পাই।
সর্ত্তরে [১৬]বানায়া আনে লোহার কালাই।।
দ্রব্য জত [১৭]নিলো লেঙ্খা এ কো সতো ভারি।
[১৮]শুভ যাত্রা কোরি যায় [১৯]চান্দো অধিকারি।।
চাহিয়া বেড়ায় কোন্যা [২০] দিগ দিগন্তরে।[২০]
জগত জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ।। আটষট্টি।।

১ শিবনাম বোলরে বদনে ২ হস্ত ৩ আগে ৪ সনা ৫ চম্পলাপতি পুত্রকে করিলাম ৭ ঘরের ৮ সমস্ত ৯ পাত্র ১০ প্রজোটনে (গ) পুথি যতনে ১১ নেহ কিছু ১২ চাই ১৩ মিজাইবে ১৪ দুর্ল্লভ ১৫ চান্দোর ১৬ গড়িয়া ১৭ আনে ১৮ নাই ১৯ চম্পলা ২০ নগরে নগরে

উনসত্তর।।

[১]চলে চান্দ চন্দ্রপোতি[১] উত্তর নগরে।
উত্তরিলা জায়া সঙ্ক বানিয়ার ঘরে।।
[২] তার ঘরে কন্যা আছে ওতি মনুহর।
একো ডালি কুজো তার পীষ্ঠের উপর।।[২]
তার পাছে গেলা সাধু[৩] পূর্ব্বজ নগর।
উত্তরিল জায়া সাধু [৪]মুরারি বাস্যার ঘর।।
তাহার কন্যার গুণ কি কোহিবো আর।
[৫]অবিবাদে কলঙ্ক উঠিলো সাতবার।।
[৬]আসিয়া বোসিলো সাধু সরবর তিরে।
লেঙ্খাকে ডাকিয়া বাক্য বলে ধীরে ধীরে।।

কোন্যা উকোটিয়া না পাইনু কুন ঠাই।
চলো দেখি [৭]একবোর ফিরে দেশে [৭]যাই।।
[৮]পদ্দাবোতি বলে [৯]নেতাই কি হবে উপায়।
কন্যা না পাইয়া [১০]সাধু ফিরে ঘরে [১০]জায়।।
[১১]কতো দিনে আসিবে ছাড়িয়া কন্যাখানি।
কেমনে সাধিবো বাদ বলেন ব্রক্ষ্মানী।।
নেতাই বলে পদ্দাবতি উজানিতে জায়।
বেহুলার সিওরে বোসি সপন দেখায়।।
ধরো ভগ্নি নেতাই তাম্বুল লয়া খায়।
হিঙ্গলিয়া রথ খান আনিয়া জোগায়।।
পর্দ্দার বচনে নেতাই বিমান আনিলো।
জয়জয় দিয়া পর্দ্দা রথেতে চড়িল।।
জেখানে শুইয়া আছে বেহুলা সুন্দরি।
সিওরে দাঁড়াল জায়া জয় বিসোহরি।।
উঠো উঠো ওহে কন্যা পরম সুন্দরি।
বিভা নাহি হয় তোর এহেন সুন্দরি।।
তোর দোট সেহ হৈল ছয়া ছাত্তর মাও।
তো হেন সুন্দরি কন্যা বিভা নাহী হয়।।
সপন দেখায়া পর্দ্দা একো দিগো হৈলো।
সিংহো রাক্ষ রূপো ধরি ভয় দেখাইলো।
জগতজিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কবি করিলো প্রকাশ।।[১১]

পাঠান্তর ঃ।। উনসত্তর।।

১ভারীগন লইয়া চলে সাধু ২ তাহার কন্যার রূপ কহন না যায় / কাকড়ি সমান গোদ কন্যার দুই পায় ৩ দক্ষিণ ৪ মধু ৫ অবিবাহে ৬ এর আগে অতিরিক্ত চারটি লাইন আছে ৭ ইবার ফিরিয়া ঘরে ৮ পদ্মা ৯ নেতা পাত্র ১০ চান্দো ঘরে চলি ১১ আশু. পুথিতে এথ প্রসঙ্গ বা অংশগুলি নাই। (গ) পুথিতে বিবাহযোগ্যা শাস্ত্রোক্ত হস্তিনী, শঙ্খিনী, পদ্মিনী নারীর সুন্দর বর্ণনা আছে।

।। সত্তর।।

[১]সোনার হাঁড়ি সোনার পাতিল বেহুলা খোলায় ... ধু
রজনি প্রভাত হৈলো কোকিল ছাড়ে রা।
সোজ্যা ছাড়ি বেহুলা রানি তুলিলেন গা।।
চারি পাঁচ সখি লয়া বোকুলের তলে।
সোনার হাঁড়ি পাতিল লয়া বেহুলা খেলা খেলে।।
সোখি সঙ্গে বেহুলা বালি জেখানে খেলায়।
ব্রাক্ষনির রূপে পদ্দা সেখানে দাঁড়ায়।।[১]

[২]সর্ন্য হাড়ি [৩]লয়া খেলা খেলে বানিয়ানি।
[৩]দাঁড়ায়ে কৌতুক দেখে বিধবা ব্রাহ্ম নি।।
[৪]সোন মুখে কোহিয়া বলে ব্রাহ্মানের রমনি।[৪]
[৫]খাড় খেল [৬]সিন্দর খেল [৩]সাহের নন্দিনী।।
[৭]গুরুয়া নিতম্ব তোর হৈল পয়োধর।[৭]
[৮]বিভা নাহি হয় তোর একুন বেভার।।[৮]
তোর ছোট হৈল তারা [৯]ছ মাস পয়াতি।
[১০]তো হেন সুন্দরি তার নাহী মিলে পতি।।
এ মোত বয়সে [১১]তোর নাহী হয় বিভা।[১১]
স্বামী নাহি মিলে তোর [১২] বড়ই দুর্ভ্যাগা।।[১২]
ছাড়ী আতো খেলা বালি ভাঙ্গীলো [১৩]তখনে।
বিধবা ব্রাহ্মনীর আসি ধোরিলো [১৪]চরনে।।
বালি বলে ঠাকুরানি কর [১৫]অবোগতি।[১৫]
[১৬]কেমনে পাইব [১৬]আমি [১৭]পরানের পতি।।
ব্রাহ্মানি বলেন বালি ছয় ঘাটিতে জায়।
[১৮]তথা স্নান কোরিলে স্বামীর [১৯]লাগ্য পায়।।
ব্রাহ্মানির বোনে বালি চলিল সর্ত্তরে।
তেমতি চলিয়া গেলা মায়ের [২০]গোচরে।।
পর্দ্দার আদেশে গিত পাইলো সপনে।
[২১]বিরচিয়া গায় [২১]কবি জগত জিবনে।।

পাঠান্তর ঃ।। সত্তর।।

১ নাই, আশু, বণিকখড়ের সাতান্ন সংখ্যক গানের শেষাংশই আমাদের পাঠান্তরের ক্ষেত্র। ২ খুটি-চাটি (গ) পুথিতে চুকি মালই ৩ রহিয়া ৪ নাই ৫ ছাড় ৬ শিশুমেলা ৭ বয়ঃক্রম হৈল তার পয়োধর ভার ৮ এমন বয়সে বোল স্বামী নাহি করি ৯ ছাওয়াল (গ) পুথিতে ছোয়াতি ১০ তুমি ১১ তোকে বিভা না দেয় বাপে ১২ পূর্ব্বজন্ম পাপে ১৩পুতলী ১৪ পায়ে ১৫ মোর গতি ১৬ কি বুদ্ধি প্রকারে ১৭ নিজ ১৮ তাতে ১৯ বর ২০ বাসর ২১ রচিল পাচালি

।। একাত্তর।।

[১]জাবে সেখানে বেহুলা রে আরে হ-য়.... ধু[১]

মায়ের চরনে বালি [২]নমস্কার করে।
আজ্ঞা করো [৩]জাই মাগো দিখি সরোবরে।।
[৪]রাজপথ সরোবর বন [৫]ব গড় নহে।
নিরন্তর পথ দিয়া হাতি ঘোড়া বহে।।
[৬]চোর ঠগ [৩]সব বাছা সরোবরের আসা।
দোরিয়া [৭]লইবে তোকে রাখে কুনজনা।।

বেহুলা বলেন মাতা [৮] কাকো নাহী ভর।
সতেকো সখির [৯]মাঝে জাবো সরোবর।।
আমার[১০] বাপের ডরে [১১]জগো জিবন কাঁপে।
কেহ না ছুইবে মোকে তাহার প্রতাপে।।
শুনিয়া মেনকা [১২]রানি হেট কৈল্য [১২]মুন্ড।
সরোবরে আছে জোঁক যেন [১৩]হাতি শুন্ড।।
বেহলা বলেন [১৪] মাকে বুদ্ধি আছে ভাল।
আগে জলে [১৫]নাম্ভাইবো সব [১৫]সখির পাল।।
সোখিকে না ধরে জোঁকো [১৬]দেখি বিদ্যামান।
তরে জলে [১৭]নাম্ভিয়া কোরিবো স্নান দান।।
জোঁকো দেখি ফিরিয়ে আসিবো [১৮]নিজ ঘরে।
শুনিয়া মেনকা [১৯]তবে হায় হায় করে।।
মেনকা বলেন যদি জাইবারে চায়।
তোমার [২০]যতেকো সোখি সঙ্গে করি ন্যায়।।[২০]
আজ্ঞা পাইলা বালি [২১]ছয় ঘাটী জাই বারে।[২১]
জতো সোখি গনকে [২২]জানায় ঘরে ঘরে।।[২২]
পদ্মাবতি বলে তবে চান্দ বির্দ্ধমানে।
মনসার বরে গায় জগতজিবনে।।

পাঠান্তর ঃ।। একাত্তর।।

১ আমি কি জানিবরে কানায়া দুরন্তবার/তবে কেনে লব মাথে দধির পশার (গ) পুথির ধুয়া-চলনা ল অ সরোবর যাই জলে / দেখিব নাগর শ্যাম কদম তলে ২ প্রনীম ৩ খাব ৪ অতিরিক্ত দুটি লাইন ৫ ঝাড় ৬ ঠগটামন চোর (গ) পুথিতে বৈঠা চোরটা ৭ হরিবো ৮ তোর, মধ্যে ১০ পিতার ১১ ত্রিভূবণ ১২ তবে ধাকুরায় ১৩ হস্তী ১৪ মোর ১৫ নামহিব আমি যত ১৬ দেখিব ১৭ নাবিয়া ১৮ আমি ১৯ নারী-অর্থসম্বন্ধে রানী পাঠ হওয়া উচিত ২০ সঙ্গে সখী সকল লয়্যা যাও ২১ দীঘি সরোবরে পরে আছে লাইনটি ২২ ডাকিয়া আনিল সত্বরে

।। বাহাত্তর।।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মনির বেস ধোরি পদ্মাবোতি।
চান্দ বির্দ্দমানে দেখা দিলো সিগ্রগতি।।
কি কারণে চান্দ তোর বিসোরিল মন।
এখানে বসিয়া চান্দ ভাব কি কারণ।।
পূর্ব্ব পশ্চিম আমি আইলাম ভ্রমিয়া।
লখাই সমো কন্যা না পাই খুঁজিয়া।।
ছয় ঘাটীর উপরে বট বৃক্ষ তরুবর।
তার তলে বসি থাকো চান্দ সদাগর।।
নগর বাজার বসায় চান্দ সদাগর।

নানা জাতি কুলোম লাগায় থরে থর।।
এখানে দেখিবে কন্যা পরম সুন্দরি।
সে কন্যা বোরিবা তুমি চান্দ অধিকারি।।
ব্রাহ্মনির কথা শুনি চান্দ সদাগর।
ছয় ঘাটীর উপরে সাধু চলিলা সত্তর।।
লেন্ধাকে পাঠালা কারিকোর আনিবারে।
নগর বাজার কন্যা বসায় থরে থরে।।
জগোত জিবন করি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কোবি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। বাহাত্তর।।

আশু পুথিতে এই গানটি নাই।

।। তিয়াত্তর।।

ও মর ভায়া রে নগর বসি বাঁশি-বাজায়.... ধু

ব্রাহ্মান ক্ষেত্রিয় বৈসে চারি বর্ণ।
কুমার কামার আদি বৈসে জনে জন।।
কাপোড়া বোসিলা তারা কাপড় বিক্রি করে।
সেন্দুরিয়া বেসিলা আপন বৃত্তি করে।।
মালি জাতি বোসিলা লইয়া ফুলের মালা।
গোপগন বৈসে দোধি দুগ্ধ বেচে জারা।।
বারোই বোসিল জে বরজ রাখে জারা।
সঙ্ক বোনিক বোসিল সঙ্খ বেচে জারা ।।
শুউয়া তামানি বৈসে আপন বৃত্তী করে।
গনকো বোসিল পাঁজী লইয়া মহা ফিরে।।
নাপীত বোসিল কেশ সংস্কার করে।
মধুকি বোসিল তারা আপন বিত্তি করে।।
সর্ব্বজাতি বসাইলো চান্দ সদাগর।
পুষ্পগেল রূপীতে লাগিল থরে থর।।
জাতি জাতি মালোতি লাগালো বহুতরে।
মোল্লিকা মাধবি সোতা লাগল বিস্তরে।।
রঙ্গন অপরাজিতা ফুল মনোহর।

বোকুল গুলাব পুষ্প গন্ধে মনোহর।।
জবা করোবির পুষ্প অঙ্গের সুভাসী।
এমতি অনেকো পুষ্প লাগায় রাশি বাশি।।
তথা মায়ের পায়ে বালি নমস্কার করে।
জতো সখি লয়া জায় স্নান করিবারে।।
ছয় বোধু লইলা তবে সঙ্গতি কোরিয়া।
তোল আমলোকি লইলা টারা ভোরিয়া।।
উজানি আইলা বালি প্রস্থাত কোরিয়া।
ছয় ঘাটের উপরে কন্যা উত্তরিলা গিয়া।।
পূর্ব্ব ঘাটে উত্তরিলা বেহুলা সুন্দরি।
সেই ঘাটে মায়াপাতে জয় বিসহরি।।
জগোত জিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কবি করিলা প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। বাহাত্তর।।
আশু পুথিতে এই গানটি নাই।

।। চুয়াত্তর।।

[১]ঘাটে দাড়াইয়া রে কোন্যা নাকে দিলা হাত ... ধু[১]
[২]তিল কুশো ব্রাহ্মনি হাতেতে করিয়া।[২]
পূর্বঘাটে [৩]ব্রাহ্মনি তপো কোরিছে বসিয়া।।[৩]
[৪]পূর্বঘাটে জেই গেলা সাহের নন্দিনী।
দেখেন তপোস্যা করে বিধবা ব্রাহ্মনি।।
কপোট [৫]কোরিয়া পদ্মা যত[৫] তপো করে।
সে ঘাট ছাড়িয়া বালি চলিল উত্তরে।।
[৬]উত্তর ঘাটেতে [৭]গেলা সাহের [৮]কুমারি।
সেই ঘাটে [৯]মায়া করে জয় বিসোহরি।।[৯]
তিলকুশো নিল ব্রাহ্মনি হস্তেত কোরিয়া।
উত্তর ঘাটে ব্রাহ্মনি তপ কোরিছে বসিয়া।।
কপোট করিয়া পদ্মা জতো তপ করে।
[১০]ঘাট না পাইয়া বালি [১১]ভাবে ধীরে ধীরে।।
[১২]উত্তর ঘাট বিধবাকে দিলেন ছাড়িয়া।
চলিলা সুন্দরি কন্যা সব সখি লয়া।।
ঘাটে তারাইয়া কন্যা নাকে দিলা হাত।

উঘাট না পায়া বালি গেলা পশ্চিম ঘাট।।
তিল কুশ তুলি ব্রাহ্মনি হস্তেতে কোরিয়া।
পশ্চিম ঘাটে ব্রাহ্মনি তপো করিছে বসিয়া।
পশ্চিম ঘাটেতে গেলা সাহের নন্দিনী।
সেই ঘাটে বসি আছে বিধবা ব্রাহ্মনি।।
কপট করিয়া তপো করে বিসোহরি।
সেই ঘাট না পাইলা সাহের ঝিয়ারি।।
সেই ঘাট ছাড়িদিলা সাহের ঝিয়ারি।
এ ঘাটে করুক তপ ব্রাহ্মনের নারি।।
দক্ষিণ ঘাটেতে বালি জায় ধিরে ধিরে।[12]
বিধবা ব্রাহ্মনি তবে স্নান করে [13]জলে।।
[14]বেহুলা বলে ব্রাহ্মনিকে চারি ঘাটে দেখি।
কেমনে করিব স্নান শুন [15]সব সখি।।
সখিগন বলে [16]বালি শুন মন দিয়া।[16]
ব্রাহ্মনি করুকো [17]স্নান একো দিগ[17] হেয়া।।
খসায়া সবার বস্ত্র রাখো একো স্থানে।
[18]ঝম্প দিয়া নাম্ভ জলে শুন[18] সর্ব্ব জনে।।
[19]জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি কবি করিল প্রকাশ।।[19]

পাঠান্তর ঃ ।। চুয়াত্তর।।

আশু বানিয়া খন্ড ৫৮ সংখ্যক গানের মধ্যাংশের সাথে এর কিছু মিল আছে ১ নাই ২ নাই ৩ উঠিল বিহুলা যুবতী ৪ সেইঘাটে ৫ ব্রাহ্মনীর বেশে জপ ৬ পশ্চিম ৭ যায় ৮ নন্দিনী ৯ বসিয়া পদ্মা কপট ব্রাহ্মনী ১০ দক্ষিণ ঘাটেতে ১১ চলে ১২ এত দীর্ঘ বর্ণনা আশু পুথিতে নাই ১৩ তীরে ১৪ বালী ১৫ যত ১৬ বালি শুন মন দিয়া ১৭ দিয়া ১৮ ঝাপাঝাপি করিয়া নাবিল ১৯ নাই, গানটি এখানে শেষ হয়নি।

।। পঁচাত্তর।।

সখি সঙ্গে জল ক্রিড়া করে বানিয়ানি।
বিধবার [1]অঙ্গে লাগে[1] পায়ের [2]গড়ানি।।
বিধবা বলেন [3]ওটী শুন মোর বানি।[3]
কাহার [4]ঘরনি তুই[4] কাহার [5]নন্দিনী।।
[6]তোমার পায়ের পানি লাগে[6] মোর অঙ্গে।
বিভারাত্রে তোর স্বামী [7]খাইবে ভূজঙ্গে।।[7]
অভিসাপ শুনি বেহুলার প্রানে ডর।
জগত জীবন গায় [8]পায়া পদ্মার বর।।[8]

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচাত্তর।।

আশু পুথির বানিয়া খন্ড ৫৮ সংখ্যাক গানের শেষাংশের সঙ্গে এই গানটির মিল আছে। ১ গায়ে পড়িল ২ পানি ৩ বোলে ওঠে ঢেট মরুন্দারি ৪ ঝিয়ারি তুমি ৫ বৌহারি ৬ তোর পায়ের পানিতে ভরিল ৭ পড়িবেক ডঙ্কে ৮ মনসার বরে।

।। ছিয়াত্তর।।

ক্রোধিত বানিয়ানি বিধবাকে বলে বানি।
শুনহে বিধবা ঠাকুরানি।
মনে তোর [১]নাহি দয়া তোমার কপট মায়া
কিবা তুমি [২]বাড়ী চন্ডালিনী।।
আমরা [৩]তো নাহি[৩] জানি অজ্ঞানে লাগিল পানি।
বিনি দোষে [৪]পাপ দেহো তুমি।[৪]
কিছু দোষ [৫]নাহি মোর [৬]শাপ না লাগিবে তোর।
আমি [৭]শিশু সাহের [৮]নন্দিনী।।
বানি বলে ব্রাহ্মনী [৯]তুমি আমি সতী [৯] জানি
[১০]ডুব দিয়ে সরোবরের[১০] জলে।
মিছা [১১] কর গন্ডগোল [১২]এখনে বুঝিবো [১৩] তোর
কার ভাগ্যে [১৪]কিবা ফল ফলে।।
বিধবা বেহুলা [১৫]হোড় [১৬]দুই জনা হাত জোড়[১৬]
ডুব দিল সরোবরের পানি।
বিধবা [১৭]ডুবিয়া জলে তিল কুশ তাম্বি তোলে
সঙ্খ সেন্দুর তোলে বানিয়ানি।।
বেহুলা বোলেন বানি বুঝিলাম ঠাকুরানী
কি [১৮]ডর তোমার[১৮] অভিসাপে।
নহো তুমি [১৯] জাতি সতী [২০]তোমার কপট মতি[২০]
[২১]নরকে পড়িবে মহা [২১]পাপে।।
[২২]পদ্মা অভিসাপ দিয়া অন্তর্ধান হৈল গিয়া
তাহা দেখি ভাবেন বেহুলা।
ভান্ডিয়া আমারে নারি গেলা জয় বিসোহরি
একো ভাবে পূজেন বেহুলা।।[২২]
[২৩] নানা সুখে সখি সঙ্গে [২৪]স্নান দান কৈল রঙ্গে[২৪]
[২৫]তবে ঘরে করেন গমন।[২৫]
বন্দিয়া মনসার পায় জগতজীবন গায়
[২৬]হরি হরি বল সর্বজন।।[২৬]

পাঠান্তর ঃ ।। ছিয়াত্তর।।

আশু বানিয়া খন্ড ৫৯ নং গানের শুরুতে "ত্রিপদী" লেখা আছে ১ নাই ২ হাড়ি ৩ নাইক ৪ কেনে দেহ গালি ৫ নাই ৬ শাপ্য ৭ কন্যা ৮ দুলালী ৯ তোর সতীপনা ১০ তুমি আমি ডুব দিব ১১ করি ১২ এখনি ১৩ বোল ১৪ কুন ১৫ হোড়া ১৬ দুহে করে হস্তজোড়া ১৭ ডুবিল ১৮ করিবে তোর ১৯ ব্রাহ্মনী ২০ শুনহ আমার বানী ২১ স্বামী মরিবে কুন ২২ নাই, বদলে বেহুলা নিজের জীবন কাহিনীর পূর্বাভাষ দিয়েছে ২৩ পরে মহারঙ্গে ২৪ সভে বস্ত্র পহ্নে অঙ্গে ২৫ চলে বালী আপনার ঘরে ২৬ পাড়ে বসি দেখে সদাগর

।। সাতাত্তর।।

[১]কি কর কদম্বতলে বয়া হে নন্দের পো... ধু[১]

[২] চলো ঘরে জাই সোখি চলো ঘরে জাই।
বিলম্ব হোইলে পাছে নহিবে ভালাই।।[২]
[৩]বিধবা বেহুলার হেন[৩] বাক্য বানেশ্বর।
[৪]ঘাটেতে থাকিয়া[৪] দেখে চান্দ সদাগর।।
চান্দ বলে লেঙ্খাপাত্র শুনু মর বানি।
[৫]কি কৈল্য[৫] অদ্ভুত কর্ম্ম এই কোন্যাখানি।।
ইহার সোমান[৬] কোন্যা ত্রিভুবনে নাই।
এই কোন্যা বিভা দিবো দুর্লভ[৭] লখাই।।
সঙ্খ[৮] সেন্দুর তুলিলেন[৮] কোন্যা দিয়া ডুব।
[৯]এই কোন্যা বোরিলে হোইবে শুভাশুভ।।[৯]
[১০]এই কোন্যাখানি যদি ব্রাহ্মনের হয়।
জাতি কুল পাইয়া বিভা দিবোতো নিশ্চয়।।
এই কোন্যা খানি জদী নিচো জাতের হয়।
এ কোন্যার বিভা দিবো শুন্দর লখাই।।[১০]
[১১]একো সতো সোখি সঙ্গে বেহুলা সুন্দরি।
আনন্দে চলিয়া জায় আপনার পুরি।।[১১]
[১২]আগে আগে জায় কোন্যা পরম সুন্দরি।
তার পাছে পাছে জায় চান্দ অধিকারি।।
বির্দ্দকো হৈয়া পর্দ্দা সেই পথে আছে।
সেই তো বুড়ীর তরে চান্দ জিজ্ঞাসে।।[১২]
[১৩]এই কোন্যা খানি বৃর্দ্দ কারঘরের হয়।[১৩]
[১৪]বাছো বান্যার ঘরের কোন্যা কোহিনু নিশ্চয়।।[১৪]
[১৫] এই কোন্যা খানির সাধু বিভা নাহী হয়।
শুনিয়া তো চান্দ বান্যা আনন্দ হ্রিদয়।।[১৫]
সোখি সঙ্গে সুন্দরি মন্দির[১৬] জায়া পায়।
জগোত জীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। সাতাত্তর।।
১ আশু পুথি থেকে সংকলিত ২ নাই, আশু (গ) পুথিতে এইটিই ধ্রুবপদ, শুধু সোখি সই এবং শেষে ধ্রুব পদটি না হয় রেহাই" আছে ৩ বিহুলা বিধবা হৈল ৪ বৃক্ষ তলে বৈস্যা ৫ করিল ৬ রূপ ৭ নখাই ৮ সিন্দুর তোলে ৯ ইহার স্বামীর হয় সর্ব্বদায়ে সুখ ১০ নাই ১১ সখী সঙ্গে ঘরে চলে সাহের নন্দিনী ১২ নাই বদলে চাঁদ লেখ্যপাত্রকে কন্যার গৃহ পরিচয় জানতে বলেছে ১৩ কার ঘরের কন্যা হয় তার ঘরে যাই ১৪ এক সোখী বলে কন্যা বাছোর ঝিয়ারি আশু (গ) পুথিতে সাহের ১৫ নাই আশু পুথিতে গান শেষ হয়নি ১৬ যাইয়া। আশু (গ) পুথিতে গান শেষ

আটাত্তর।।

[১]কি রূপো দেখিনু সোই কি রূপো দেখিনু বা ... ধু[১]

অঙ্গুলে [২]পাইলো সাধু[২] নাসিকার স্বর।
উত্তরিলো জায়া বাদ বানি আর ঘর।।
বাহির হোইলো বাছো আনন্দিত মোনে।
বোসিতে[৩] আসোন দিলো বিচিত্র [৪]আসনে।।
বাছো বোলে সদাগর জাহ কুন ঠাই।
চান্দ বোলে দেখিবারে [৫]আইনু বেহাï।[৫]
বাছ বলে সর্ব্বকাল তুমি আমি ভাই।
কেমন কোরিয়া মোকে[৬] বোলিল বেহাই।।
চান্দ বোলে কোন্যাখানি আছে তোমার ঘরে।
আজ্ঞা করো[৭] বিভা দিবো বালা[৭] লখিন্দরে।।
বাছ বলে [৮]খাটী নহো জাতি কুল ধনে।
সর্ব্বথায়ে কোন্যা দিবো তোমার নন্দনে।।
চান্দবোলে জোৰ্দ্দপী কোরিল অঙ্গীকার।
[৯]একো পত্র তুলোসি[৯] দেহ প্রর্ত্তয় আমার।।
[১০]ব্রর্ম্ম সোর্ত্ত জোন[১০] [১১]চান্দ মহারঙ্গে বোসী।
চান্দর হাতেতে বাছ দিলেন তুলোসি।।
[১২]সমন্ধ করিয়া চান্দ[১২] [১৩]রঙ্গ হৈলা[১৩] মনে।
রোচিলা [১৪]পর্দ্দার বরে [১৪]জগোত জিবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। আটাত্তর।।
১ আশু (গ) তে গান শেষ ও নূতন ধুয়া - গুপ্ত কালার ভাবে প্রাণ নিলরে ২ দেখিল চাঁদ ৩ আনিয়া ৪ আসন ৫ আইলাঙ বিবাহ ৬ কহিলে ৭ দেও বিভা পুত্র ৮ ছোট ৯ তুলসী পত্রে ক (খ) পুথিতে আছে একপুত্র ১০ ব্রাহ্মন সজ্জন ১১ বাছো ১২ তুলসী পাইয়া ১৩ রঙ্গ হৈলা ১৪ আশু (গ) পুথিতে পাঞ্চালি কবি, আশু পুথিতে গান শেষ হয়নি, এই প্রসঙ্গের শেষ লাইন — অভরণ দিয়া করে কন্যা বরণ

।। উনআশি।।

[১]ভাল বিনোদিয়া রসের মরম জানে ... ধু[১]

চান্দ বলে বাক্য শুন বানিয়া বেহাই।
[২]বোধুখানি বোরিলাম পরীক্ষা নিতে চাই।।
জোদী সিজাইতে পারে লোহার কালাই।
তবে বিভা দিবো [৩]আমী [৪]পোন্ডীতো লখাই।।
শুনিয়া কোহীলা বাছ [৫]এমোত কি [৬]হয়।
[৬]মনিস্যে সিজায় লোহা কে জায় প্রত্যয়।।
লোকমুখে শুনিলাম [৭]বেহুলা বান্যানি[৭]।
আসিয়া বাপের [৮]আগে বলে দর্পো[৮] বানি।।
আনু[৯] তুমী কালাই না করো ভয় লাজ।
কালাই সিজাবো আমী কতো বড় কাজ।।
আনিয়া[১০] দিলেন বোছো সেই কালাই[১১] গুলি।
[১২]কাষ্ঠ খেড় দিয়া সিজায় বেহুলা শুন্দরি।।[১২]
পুড়িয়া সকল[১৩] কাষ্ঠ হৈলো [১৪]সব ছাই।
তথাপি না গেলা সিজা লোহার কালাই।।
[১৫]আকুল নয়ানে [১৬] রামা জুড়িলা ক্রন্দন।
রোচিল পর্দ্দার বরে জগোত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। উনআশি।।
১ ধ্রুব পদটি আশু (গ) পুথির ২ কন্যাখানি ৩ নাই ৪ দুর্লভ ৫ এই নাকি ৬ মনুষ্যে ৭ বাছোর কন্যাখানি (গ) পুথিতে বেলনী বানিয়ানি ৮ কাছে কহে প্রিয় ৯ বাপু ১০ দিল ১১ গুটি ১২ রন্ধন চড়ায় কন্যা খড়ি তিন মুঠি ১৩ খড়ি ১৪ গেল ১৫ অঝোর ১৬ কন্যা

।। আশি।।

[১]গোপেতে সামের পোরি বাদ হৈলো রে
আরে সাম সাম বোলে পরিবাদ হৈলো রে ... ধু[১]

কান্দে [২]বেহুল্যা বালি আকুল[২] নয়ানে।
কলঙ্ক রোহিলা মর এ তিন ভূবনে।।
[৩]সর্গে আছিলাম[৩] আমি ইন্দ্র বিদ্যাধরি।
পৃথিবীতে মনসা আনিলা [৪]সর্ত্ত কোরি।।
[৫]মনসা কোরিলা সত্য দেবতা বিদিত।
সঙ্কটে কোরিব রক্ষা জায়া পৃথিবীত।।
[৭]সঙ্কটেতে রক্ষা যোদী না করে[৭] ব্রার্ম্মানি।

[৯]আজি দিবো হত্যা বোলিলাম[৯] [৯]নিষ্ঠাবানি।।
[১০]শুনে বুকে মোনুসা[১০] কাতোর কন্যাখানি।
[১১]সিজাবো লোহার কালাই [১২]বলেন ব্রহ্মানি।।[১২]
[১৩]তিন গাছ বিন্যা খেড় আনোতো কাটিয়া।
ধিকি ধিকি কোরি জাল দিলতো ভেজায়া।[১৩]
পদ্দার আদেশে[১৪] খেড় আইলো[১৪] আপনি।।
সিজিলো লোহার কালাই [১৫]হাসিল বান্যানি।[১৫]
সোভা [১৬]বির্দ্দমানে কালাই দিলেন আনিয়া।।
ধোন্য ধোন্য [১৭]করে জতো গন্ধ [১৭]বানিয়া।।
[১৮]পর্দ্দার আদেশে গিত পাইল সপনে।
জগোত জিবন গায় পর্দ্দার চরনে।।[১৮]

পাঠান্তর ঃ ।। আশি।।
১ হায় বিধি কি হৈল কপালেরে রে বিধাতা ২ সুন্দরী কন্যা অঝোর ৩ স্বর্গপুরে ছিনু ৪সত্য ৫ পদ্মায়ে ৬ যাহ ৭ আজি সঙ্কটে রক্ষা করে না ৮ স্ত্রী হত্যা দিব আমি বোলিনু ৯ সত্যবানী ১০ মনে জানে মনসা এরপর পদ্মা অগ্নিকে ডেকেছেন ১১ সিজাহ ১২ রাখহ ১৩ নাই ১৪ অগ্নি জ্বলিল ১৫ হাসে বানিয়ানী ১৬ মধ্যে ১৭ বোলে দেখি সকল ১৮ জগতজীবন কবি মনসার দাস / পদছন্দে পাঁচালি করিল পরকাশ।

একাশি।।

[১]আজি বৃন্দাবনে নবীন কিশোর।
সয়ানিয়া বাসরে সামায় গো ... ধু[১]

[২]সমন্ধ করিয়া [৩]চান্দ হইল বিদায়।
[৩]সর্ত্তর গমনে সাধু[৩] [৪]চাম্পাবোতি জায়।।
চান্দ বলে শুনু[৫] ওহে সনেকা[৫] বান্যানি।
[৬]মনোহর রূপো[৬] পাইলাম সাহের[৭] কন্যাখানি।।
এমত সুন্দরি [৮]সতী ত্রিভুবনে নাই।
যে কন্যা সিজায়ে দিলা লোহার কালাই।।
[৯]সনেকা বলেন প্রভু কহিবে স্বরূপ।
কেমন দেখিল বধুর বদনের রূপ।।
চন্দ্র জিনি দেখিলাম বদন সুন্দর।
মুখো পরে চোক্ষ দেখিলাম মনুহর।।
দুইকর্ণ দেখিজেন গৃধীনি সোমান।
গরুড় সমান নাক কোহিলাম বিদ্দমান।।
তাতে নাক সেনা সোভে তুরিতো সুদাম।

আর কি কহিবো আমি দেহের বলন।।
গলার উপারে সোঙে হার মনহরে।
কৈলাশ সিখরে জেন সরেস্বোতি ধারে।।
মৃণাল মৃদঙ্গো হস্ত স্কন্ধে হোস্তী শুন্ড।
তাহাতে পোরিলা বালি সর্ন বাজুবন্ধ।।
দেখিলাম বালির বুকো আসিয়া চিয়ারি।
ত্রিভুবনে নাহী হেন রূপের মাধুরি।।
খঞ্জন নয়নে বালি খর্জোন রোচিত।
আর কতো কবো রূপ তোমার বিদিত।।
বাজল নেপুর পিতলের সোভা করে।
মর্ত্তভাবে হোস্তী জেন যায় সরবরে।।
কোটী ওঠে ঝাপিয়া পরয়ে পিতাম্বরে।
তার মধ্যে কতো জেন নিজোনি বিহোরে।।
গাইলা পর্দ্দার বরে জগোত জিবন।
হরি হরি বল সকোল বন্ধুগন।।[৯]

পাঠান্তর ঃ ।। একাশি।।

১ ধ্রুবপদটি আশু (গ) পুথির ২ বাছোর সাক্ষাতে ৩ শীঘ্র করিয়া পুরী ৪ চম্পলাতে ৫ শুনসনা ৬ সুন্দরী পাইলাঙ ৭ নন্দিনী ৮ কন্যা ৯ আশু পুথিতে বেহুলার রূপের এই বর্ণনা নেই এবং গানটিও শেষ হয়নি।

।। বিরাশি।।

[১]বাজাও না রে বাঁশি বাজাওনা
গোকুলে রাধার প্রাণ কান্দাওনা ... ধু

[২]পাথরের মেড় তো করিব বাসর ঘর।
তবে বিভা দিবো আমী দুর্লঙ লক্ষিন্দর।।
হনুমান কোরি চাঁন্দ কোরিল স্বহরন।
পর্ব্বতো আনিয়া দিলা বীর হনুমান।।[২]
চান্দ বলে লেঙ্খা তাম্বুল লয়া খায়।[৩]
[৪]কামীল্যা বিসাই মুকে আনিয়া জোগায়।।[৪]
[৫]এতেকো শুনিয়া লেঙ্খা কোরিলা গমন।[৫]
[৬]সিগ্র গোতি কামীল্যা আসি দিলা দরসোন।।[৬]
[৭]আসিয়া কামীল্যা তথা মস্তকো নোয়ায়।
কিসের কারনে সাধু ডাকিল্যা আমায়।।[৭]
চান্দ বলে [৮]শুনহো কামীল্যা বিশ্বম্ভরে।[৮]

[৯]সর্ত্তরে গড়ায় লোহা [৯]পাথোরের ঘর।।
[১০]ইহা শুনি কামিল্যাকে বোলিছে উত্তর।
নগরের কর্ম্মকার ডাকহ্ সর্ত্তর।।
বিশাই আসিয়া ডাকাইলা সর্ব্বজোনে।
ঘরের নির্ভয় কামিল্যা কৈল ততোক্ষনে।।
ছুতার কামার তারা রচে কারখানা।
লোহার দেয়াল ছায় বুঝিয়া আপনা।।
পাথরের ঘর করে লোহার কপাট।[১০]
[১১]সকোল সাজিয়া তার কৈল্য[১১] কাচ চাপ।
[১২]দিকুল মণ্ডিতো কৈল্য সব ঘর দার।
ধৈন্য ধৈন্য করে লোক চাম্পাই মাঝার।।
পর্দ্দা বলে পাত্র নেতাই শুনুহো বচন।
কেমতে হোইবে মোর বাদের প্রওজোন।।[১২]
সেই কালে মায়া [১৩]করে দেবি পদ্দাবোতি।
[১৪]বিসাইর সাক্ষাতে [১৪]গেলা ব্রাহ্মনি মুরতি।।
পদ্দা বলে [১৫] কামিল্যা বচন শুন সার।[১৫]
মেড় ঘরে রাখো পথ শুতার সঞ্চার।।
ত্রিভুবোনে জানে মকে বিবাদী ব্রাহ্মনি।
ধন পুত্র [১৬]সম্পদে কোরিবো তোর হানি।।
[১৭]এতো বলি [১৮]পর্দ্দাবোতি চলিলা রথোভরে।
[১৯]বিশাই রাখিলা পথ মনসার ডরে।।
[২০]নানা চিত্র করেন কামীল্যা বিশ্বোম্ভর।
দেবো লোক মর্ত্ত লোক জত চরাচর।।
সারিশুয়া পোক্ষ লেখে আদী বকো জতো।
চোখেয়া চোখিয়্যা লিখে হংস্বো পারবতো।।
রাম মানিক্যা লিখে ডালুকা ডালুকি।
সেতকাঙ্ক লিখিলেন আর গোরুর পাখি।।
উড়িয়া পোড়িয়্যা বৈসে খঞ্জনি খঞ্জন।
চাতোকি জতেকো জন মাঝে সুশোভন।।
ডাহীন ভাগেকামিল্যা লিখেন মুনিগোন।
কপালে চন্দন কোটা সোহিত বসন।।
দেবো যদুনাথ লেখে সানন্দ কুমার।
নীল লোহিত লিখে অনুজো তাহার।।
পোসা শুকো স্বোরি আর পুন্য আদিত্ত্য।
নারোদ দুর্ব্বাসা লিখে সবার পুজিতো।।

দন্ড কমন্ডুল জটা সবার বিচিত্র।
রামদেব জাম যোগিনী লিখে বিস্যামিত্র।।
সি গৌরী তরঙ্গ পাঁড়া সাহল্য বানর।
ভুনুকো লিখিলা আর জতো কোপিবর।।
অঙ্গদ শুগ্রিবো বালি নিল হুনুমান।
শুসেন কুমোদ আর লেখে জাম্ভুবান।।
বোন পোভু লিখে বিসাই হৈয়া সাভধান।
শুক্র সকল গাধা নেউল মেড়িরখান।।
জল পোক্ষ বিসাই লিখিলা সাবধানে।
চারিদিকে নানা পোক্ষ কামিল্যা নির্ম্মানে।।
টগর তুলসিদল লবঙ্গ সিত্তর।
রঙ্গন চম্পকো পারিজাত তোরুবর।।
নেহানি কন্ধ নিকর বির মহারঙ্গ।।
মাধবি মালোতি লতা লিখেন দোলাঙ্গ।।
রঙ্গ মধু সরে মেড় করিলা নির্ম্মান।[২০]
[২১]কামিল্যাকে বিদায় কৈল্য[২১] দিয়া [২২]বস্ত্রদান।।
[২৩]জগত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কোবি করিলা প্রকাশ।।[২৩]

পাঠান্তর ঃ ।। বিরাশি।।

১ ধ্রুব পদের আগে আরওকিছু অংশ আছে যা বানিয়াখন্ড পরিশিষ্টে সংযোজিত হল ২ নাই ৩ পাত্র বাক্য মোর ধর ৪ বিশ্বকর্মা আনি বান্ধ পাথরের ঘর ৫ আজ্ঞা পায়া লেখ্যামন্ত্রী হৈলে সাবধান ৬ বিশ্বকর্মা আনি করে সাধুর বিদ্যমান ৭ নাই ৮ বিশ্বকর্মা অবধান কর ৯ নিমন্ধি করিয়া বান্ধ ১০ বর্ণনা একই রকম হলেও শব্দ যোজনা পৃথক ১১ পাথরে মাঝিয়া বান্ধে করে ১২ নাই ১৩ করে ১৪ বিশ্বকর্মার আগে ১৫ বিশ্বকর্মা অবধান কর ১৬ সমস্ত ১৭ এই ১৮ মনসা ১৯ বিশ্বকর্মা ২০ নাই ২১ কর্মকার বিদার করে ২২ অভরণ, আশু (গ) পুথিতে বস্ত্রদান এর কথা আছে ২৩ নাই, আশু পুথিতে গানটি শেষ হয়নি।

।। তিরাশি।।

[১]মেড়ের ভিতরে চান্দ [২] উন্নিজানি দ্যায়।[২]
পথখানি [৩]মনুসা চাপীয়া ধরে পায়।।
[৪]নাহী দেখে মেড় ঘরে ধুমার আন্ধার[৪]।
নাচে চান্দ [৫]সদাগর আনন্দ অপার।।
ডাকিয়া আনিলো সাধু [৬]রোঝা [৭]ধনন্তোরি।
চাহিয়া আনিলো সাধু [৮]নেউল নেউরি।।[৮]
দৌবজ্ঞ আনিয়া সাধু শুভো লগ্ন করে।
কহিয়া পাঠায় বাছ বানিয়ার ঘরে।।
দুই [৯]কোনে দুই ঘড়ে হৈলো সাবধান।

দোধ্ব জাত করে [10]দোহে অন্য পরিমান।।[10]
[11]দুইজোনে আনন্দ উৎসো ঘরে ঘরে।[11]
[12]জগতজীবন গায় মোনুসার বরে।।[12]

পাঠান্তর ঃ ।। তিরাশি।।

১ ঘরের ২ আনল জ্বালায় ৩ ব্রাহ্মীনী ৪ না দেখিল মেড়ঘরে ধুয়ার সঞ্চার ৫ মহারঙ্গে ৬ ওঝা ৭ ধন্বন্তরি ৮ নেউল ময়ুরী ৯ ঘরে দুই জর্ণা ১০ দুহে উত্তম সম্মান ১১ নাই, আশু (গ) পুথিতে আছে — দুই ঘরে দুই ঠাই অধিবাস করে ১২ ভিন্ন জগত জীবন ... করিল পরকাশ

।। চুরাশি।।

কাপড় বুনে তাঁতিরে কাপোড়ের ধরে গুড়।
কাপড় গুন্যা লিখিলেন সারি শুয়ার জোড়।।
বকা বোকি জোড় চোখোয়া চোখিহ্ জোড়।
হংস হংসী ডাহুকো ডাহুকি।
শ্বেতকাক খঞ্জনে চাতোকা চাতকি।
কাপড় বুনে তাঁতিরা কৈল্য সমসার।
কাপড় লয়া গেলা তাঁতি যথা সদাগর।।
কাপড় লইয়া চান্দ আনন্দ হোইলো।
বেতোন দিয়া তাঁতিকে বিদায় করিলো।।
আনন্দ হৈয়া তাঁতি নিজ ঘরে জায়।
জগোত জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। চুরাশি।।

আশু পুথিতে এই গানটি নেই।

।। পঁচাশি।।

বড় রোসিয়া নাগর কালারে বড় কালা পড়ে মোর মনে ...... ধু
দেসে দেসে আছে জতো কুটেশ্বর গেয়াতি।
প্রতক্ষে সবাকে পত্র লিখে চন্দ্রপাতি।।
বেবোহার সমন্ধে করিলা নিমন্ত্রর্ণ্য।
ঘরে ঘরে কোহীলা মনাই বিচোক্ষন।।
বর্ধমান হৈতে আইলা কন্যা নিলাম্বর।
আদোর কোরিয়া আইলা চাম্পাই নগর।।
দুই ভাত্রিস পুত্র আর তিন সালা।
নয় ভাগিনা আইলা নয়খান দোলা।।
বোন্দুকের বান্যা আল্যা অলঙ্কর দর্ত্ত।

কুলে সিলে বেবোহারে জাহার মাহর্ত্ত।।
সহনার আল্যা সঙ্খ বানিয়ার বেটা।
আসনা বেটিতে জার করোতলে ঘট্যা।।
সৎজনার বান্যা আল্যা ছয় ভাই।
জাম্বসাধু হোরিহর শ্রীধর বলাই।।
কর্ত্তেপুর শুনি বড় গ্রাম মহাস্থান।
তাহার বোন্নিকো আল্যা চন্দ্রমোতি সান।।
ভর্ন্নেকির বানিয়া আইল্যা চারিজোন।
রাম রোঘু রাঘোব কেসোব জনার্দ্দন।।
হালি সত্তর হৈতে আল্যা হোরি হাস খাঁ।
কর্ত্তে পুর হৈতে আল্যা রাম দাস খাঁ।।
বিষ্ণুদত্ত আল্যা জার পামোরি আচলা।
গঙ্গাধর সহ জার গায়ের সহলা।।
মহানার বান্যা আল্যা সোনা তোল চান্দ।
তার দুই ভাই আইল্যা গোপাল গোবিন্দ।।
বিষ্ণুদাস আল্যা জার বাড়ী দাসপুরা।
সেখানের বান্যা আইলা শ্রীধর হাজরা।।
রামদর্ত্ত আল্যা জার বাড়ী নয় গাঁয়।
পাঁচড়ার বান্যা আল্যা যোত্তী দাস খাঁয়।।
আইলে সঙ্কদত্ত কাশুতির বান্যা।
রাত্রিদিন চলিলা বিভার আলোচন্যা।।
বলাসর হইতে আল্যা বান্যা মোধুদত্ত।
কুলো সিলে বেবোহারে জাহার মাহার্ত্ত।।
জগোত জিবন গায় মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কবি কোরিলা প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচাশি।।
আশু পুথিতে জ্ঞাতি নিমন্ত্রণ সূচক গানটি ত্রিপদীতে লেখা। উভয় পদে জ্ঞাতি-নাম ও পরিচিতির পার্থক্য আছে।

।। ছিয়াশি।।

রুসোল কুসোম মাগে ভরিয়া কনকো থালে
চলে সাধু বান্ধব গোচর।
আশীর্বাদ সতো কোল হৈলো বড় গন্ডগোল
ধুলিন্যায় কেহ দ্যায় কোল।।
বোসিলেন সর্ব্বজোন দিলো মালা চন্দন

দিয়া সাধু বোন্দিলো চরন।
জগোত জিবন গায় বোন্দিয়া পদ্দার পায়
তার পাছে সাজে রাহো গোন।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছিয়াশি।।

অতিথি আপ্যায়নের বিবৃতি সূচক এই গানটিও আশু পুথিতে নাই।

।। সাতাশি।।

[১]বান্যার বিভার[১] কাজে রহো পতিব্রতা সাজে
[২]ব্রাহ্মন সজ্জোন[২] নানা জাতি।
সাজে সবসারি সারি কার [৩]হাতে ঘট বারি
[৪]কার হাতে[৪] চালোন দিপোতি।।
সাজে [৫]রামা রেবোতি কোসোল্যা কাঞ্চনবোতি
জয়া বিজয়া সরেশ্বেতি।
খঞ্জন নয়ানি তোথি কলা তিলোত্তমা বোতি
স্যাম ভদ্রা সাজে জয়াবোতি।।
হিরা জিরা মহামায়া মালোতি গুজাতি রামা
সোর্ণ্যভামা সাজে ভার্গোবোতি।
রতনি জতোনি হিরা সাজে কোন্যা রোতি মালা
মনিমালা সাজে মেঘমালা।
জয়ন্তি উর্ব্বসি সিতা সোসিমুখি খঞ্জনত্তা
সিতোনি পাতোনি পুর্ণ্যকলা।।
শুভদ্রা, রূপোবোতি রূপোগুনে সরেশ্বোতি
হেটমুন্ড হৈয়া চলে লাজে।
কেতোকি উদ্যায় ভাবা বিদ্যাধরি অপ্সরা
রোতিগঙ্গা সোভে সোখির মাঝে।।
সাজে জতো কোন্যা গোন পরিনানা আভরন
নানা বর্ণে সোভে পঞ্চশাড়ী।
জয় জয় মঙ্গলধোনি চাম্পাই নগরে শুনি
রাহাও গোনে বেড়ে সাহের বাড়ি।।[৫]
[৬]উর্দ্ধ যৌবন মুনি ভার্গোব জাম যোগিনী
আপনার এ পঞ্চপ্রবর।
কুথোমী শাখার নাম বাছ গোত্র অনুপাম
গান করি মনসামঙ্গল।।[৬]

পাঠান্তর ঃ ।। সাতাশি।।

১ বালার বিবাহ ২ ব্রাহ্মানী সজ্জনী ৩ কাকে ৪ মাথার উপর ৫ এ পর্যন্ত যে সব এ রোতির কথা পাওয়া যাচ্ছে তাদের নাম পার্থক্য ঘটেছে ৬ আশু পুথিতে লক্ষ্মীন্দর হাতে দর্পন নিয়ে জননীর কাছে সখাসঙ্গে বিয়ের অনুমতি চাইতে গেছে এই বিবৃতি পাই।

।। অষ্টআশি।।

হোরি হোরি রাহোও গোন জানায় প্রতিঘরে
ব্রাহ্মান কুলের সতেকো রাহো
সাহুদের মন্দিরে জাও
আজি বালার হবে শুভোক্ষণ নারে ... ধুয়া

ঢোল বাজে সঙ্খ বাজে আর বাজে ঢাক।
দোসরি মোহরি বাজে ডিন্ডীমি বোলি জাক।।
রকব পথ আজ বাজে মন্দিরা শুনাদ।
দগোর মাদল বাজে সিংহার শুনাদ
মেঘের গর্জন করে এ বার্দ্দ বাজন।
কংসো করতাল সাজে দেবো অধিষ্টান।।
বংসো কো খমকো বার্দ্দ বাজে থরে থরে।
বার্দ্দের শব্দতে গোভিনির গর্জন পড়ে।।
রাজাগোন মুনিগোন সাধুর বাড়ী নড়ে।
সবা কারে আদর করয়ে সদাগরে।।
দেশে দেশে হৈতে আসে সাধুর যুবোতি।
ব্যাটে আনিবারে সাধু চলে সিগ্রগতি।।
আদাধর্বান কোরিলা কুলের পুরোহিত।
রামা গোনে জয় জয় হৈলা আনন্দিত।।
শুভক্ষণ কোরি বেদ পড়য়ে ব্রাহ্মান।
রোচিলা পদ্দার বরে জগোত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। অষ্টআশি।।

আশু তে-ও লোখিন্দরের বিয়ের নানা বাদ্যের কথা আছে। কিন্তু পুথি ভেদে সেইসব বর্ণনার পার্থক্য ঘটে গেছে।

।। উননব্বই।।

মোহী গন্ধ সিলা দূর্ব্বা পুস্পো মালা
ধান্য ঘৃত ফল দোধী।
স্বোত্তি কো সেন্দুর কম্বল কর্ণপুর
সঙ্কদিলা জথা বিধি।।

রজোতো দর্প্পন তাম্র গোর চোন
সিদান্য চামর রচনা।
হোরিদ্রা জুতো শুভ্র প্রশুস্ত দিলা পাত্র
কোরিলা আসী সো জোজনা।।
পুজিল সোন সোত্তি কেশুধারা দিলা তোত্তি
কৈন্যা নান্দিমুখের বিধান।
নান্দিমুখ সাধ্য কোরি বোসিলেন ওধি কারি
জগোত জিবন কোবি গান।।

পাঠান্তর ঃ ।। উণনব্বই।।
স্ত্রী-আচার ও নান্দিমুখের এই বিবৃতি আশু পুথিতে নাই।

।। নব্বই।।

ধবানি ধবানি বোলি পোড়ি গে গো বা
আর বিবোর সাদ নাই লো
বড়াই বড়াই জাবো রাজপথে দানিবাকেই হনাই ... ধু

জল সাদী লো ওরে সনেকা বান্যানি।
জয় জয় দিলো জতো বান্যার রমনি।।
ধবানি ডাকিয়া বালার খার ত্যাগ কৌর্ল্য।
নাপিত ডাকিয়া বালার কামান কামালো।।
সুবর্ণ্যের কুম্ভের জল জতো রাহো নিলো।
জয় দিয়া লখার মাথাতে ঢালি দিলো।।
স্নান করি লখিন্দর অঙ্গে হৈল শুচি।
ভিজ্যা বস্ত্র ছাড়িয়া পরিলো শুবেশ ধুতি।।
মোকুট আনিয়া পরে মাথার উপোরে।
নানা অলঙ্কার সাধু সোরিরেতে পরে।।
দসোন মুখেতে বালা ঝলমল করে।
হাঁড়ীয়া মেথের মোদ্যে চন্দ্র জেমোন জলে।।
গলাতে তুলিয়ে দিলো হার মোনহর।
দেখিয়া জুবোতি গোনের বিন্ধিলো অন্তর।।
কপালে তুলিয়া দিলো কুমকুম কস্তুরি।
অন্ধকার মাঝে জেন সোভিছে বিজোলি।।
কর্ণ্যেতে কুন্ডল দিলো পুর্ণ্য চন্দ্র জ্যোতি।
বদনে সোভিতজেন কতো মুকোতা পাত্তি।।

বাহাতে তুলিয়া দিলো সর্ণ্য বাজুবন্ধ।
দেখি সনেকার মনে হইলো আনন্দ।।
জগোত মহন রূপো পোরি আভরন।
সর্ণ্য অঙ্গুরি আঙ্গুলে হস্তেতে দর্পোন।।
জগোত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কবি করিলো প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। নব্বই।।

স্ত্রী আচার ও লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ সজ্জার বিবৃতি আশু. তে পৃথক

।। একানব্বই।।

[১]মাঁয়ে নিসেধয়ে ও ধন লখাই রে .... ধু[১]

[২]পান বটা লয়া গেলা জননির ঠাই।
আজ্ঞা কর মাঁতা আমী বিবাহেতে জাই।।
মায়ের দুলাল বাছা দুর্লোভ লখাই।
না জাই হো বিভাহেতে নইবে ভালাই।।[২]
মনসা না পুজে [৩]তোমার বাপ[৩] দুরাচার।
একোদিনে ছয় [৪]পুত্র করিলো সংহার।।[৪]
ধন জোন চৌদ্দ ডিঙ্গা [৫]ডুবাল সাগরে।
[৬]তোমারে বিভার রাত্রে[৬] কোরিবে সংহার।।
[৭]বিবাহ না কোরিহ [৮]পুত্র মর [৯]প্রাণখানি।
দাসি কোরি দিবো [১০]পুত্র সতেকো[১০] বান্যানি।।
[১১]বান্যা বলে মাঁতা তুমি না কোরিহো [১২]ডর।
[১৩]কপাল লিখন জার কে খন্ডাবে আর।।[১৩]
মেড়ের[১৪] ভিতরে নাই বড়ির সঞ্চার।
মেড়[১৫] মধ্যে থাকিলে [১৬] কি ভয় আছে কার।।
সর্বথায়ে মাতা তুমি না কর [১৭] বিবাদ।
বিবাহে জাইবো [১৮]মাতা করো আশীর্ব্বাদ।।
মায়ের চরনে বালা হইলো বিদায়।[১৯]
জগোত জীবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একানব্বই।।

১ ভিন্ন, বিভায়ে না যাঅ বাছা ওমোর দুর্ল্লভ লখাই ২ আশুর বানিয়া ৬৪ নং গানের শেষাংশের সাথে বক্তব্যের মিল আছে ৩ তোরপিতা ৪ ভাই মারিল তুমার ৫ ডুবিল, এরপর অতিরিক্ত তিনটি লাইন ৬ বিভা রাত্রিতে তুমাক ৭ বিভা ৮ বাছা ৯ পুত্র ১০ আমি একশত ১১ বালা ১২ ভয় ১৩ কপালের লেখা যত অযতনে হয় ১৪ ঘরেত ১৫ ঘরে ১৬ নাকি ১৭ বিষাদ ১৮ আমি ১৯ আশুতে গান

শেষ হয়নি, প্রসঙ্গ চলছে।

।। বিরানব্বই।

উজানি নগর জায়া পায় বিধি তাক মিলিল মেলা রে ... ধু[১]

[২]শুভক্ষনে জাত্রা [৩]কৈল্য সদাগরের [৩]পুত।
নানা জাতি [৪]কর্ম্ম না জে শুনিতে অদ্ভুত।।[৪]
আনন্দে [৫]লখাই চোতুর্দ্দলে [৬]জায়া চড়ে।
ব্রাম্মানে মোঙ্গল [৭]ভাটে রায় [৮]কর পড়ে।।
শুভক্ষণে [৮]বাজনা দামামার [৯]দিলা বাড়ি।
[১০]দোম্ভীর উপোরে[১০] চড়ে চান্দ [১১]অধিকারি।।[১১]
চান্দ বোলে বালার [১২]সঙ্গের সোঙ্গী[১২] গোন।
বালার সদৃসো রূপো [১৩] করো সর্ব্বজোন।।
[১৪]আন্ডে ব্যান্ডে অলঙ্কার পরে একো করি।
চিনিতে না পারে জেন কানি বিসোহরি।।
একো রূপে সমস্ত সাজিলো সর্ব্বজন।
চিনিতে না পারে কেহ্ কেবা কুন জোন।।[১৪]
চান্দ বোলে [১৫]পাক গোন নেহ্ [১৫] গুয়া পান।
[১৬]লোখিন্দরে রাখিবে হইয়া সাবোধান।।
চান্দর সাক্ষাতে [১৭]পাঙ্ক বলে দর্প্পো [১৮]কোরি।
আমরা থাকিতে কি কোরিবে [১৯]বিষোহরি।।
ঢাল তরোয়াল হাতে বলে [২০] মার মার।
[২১]জেই কাছে আসীবেকো [২১]রক্ষা নাহি তার।।
আপনে [২২]মেনকা হয় কে [২৩]বুঝে তার মন।[২৩]
[২৪]আসিতে কাটীয়া [২৫]তার লইবো জিবন।।[২৫]
রোহীয়া বালার [২৬]আগে বলে বিরজাটী।[২৬]
হানিবো পদ্দার বুকে [২৭]দারোন মুকোটী।।[২৭]
প্রণাম করিয়া বাক্য বলে [২৮]রায় দাস।।
[২৯]হানিবো পদ্দার বুকে মোর [২৯]রায় বাঁশ।।
[৩০]তর কিরা গর্ব্ব্য করে থাকি [৩০]বালার পাসে।
হানিবো পদ্দাকে জদি [৩১]দেখিম আকাশে।।[৩১]
আনন্দে সবাকে চান্দ দিলা গুয়াপান।
পুত্র লয়া চলে সাধু হৈয়া [৩২]রঙ্গ মন।।
ঘোড়া পীঠে আসো-আর চলে [৩৩]জুতে জুতে।
[৩৪]দোম্ভীগন চলিলা বিড়িয়া [৩৪]দাতে দাতে।।

ত্রিভুবোন [৩৫]কোম্পিতো ঘোড়ার হন হোনি।
ঘাখোর ঘুঘুরা [৩৬]বার্দ্দ শুনি ঝনঝোনি।।
পোরিয়া [৩৭]চাগোল ধরা [৩৮]পাকো গোন জায়।
ঢাল বাজে ঘুঙ্গরা নেপুর বাজে পায়।।
নির্ত্ত করে নাটুয়া গায়েনে গিত গায়।
ঢাল [৩৯]তরোয়াল পাক সিগ্রগতি জায়।।[৩৯]
চোলিল চাম্পাই পোতি [৪০]হোস্তীর উপোরে।[৪০]
টল মল করে মোহী সাগোর উথোলে।।
[৪১]মিথিল্যার পদধুনি অন্ধকার করে।
বার্দ্দের সব্দেতে গোন্তিনির গর্ভ্য পরে।।[৪১]
জাইয়া পাইলো উজানি নদির [৪২]পাহাড়।
[৪৩]ভাটীর সাজিয়া আলা লোক্ষ লোক্ষ গাভর।।[৪৩]
তিলেকে হৈল পার জতো সোর্ণ্যগোন।
[৪৪]রোচিল পদ্দার বরে [৪৪]জগোত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। বিরানব্বই।।

১ নাই ২ আগে একটা লাইন আছে - বিবাহ করিতে বালা সাজিয়া সে যায় ৩ করে বানিয়ার ৪ বাদ্য বাজে অযুত অযুত ৫ সুন্দর বালা ৬ নাই ৭ ভট্রে ৮ বার ৯ করিয়া দামাতে ১০ হস্তীপৃষ্ঠে ১১ মুখে পাকা দাড়ি ১২ সমস্ত সখা ১৩ ধর ১৪ নাই ১৫ পাইকগণ ধর ১৬ বালাকে ১৭ পাইক ১৮ করি ১৯ কানি ২০ সৈন্যসার ২১ আইলে বালার কাছে ২২ মনসা ২৩ কেহ নহে আন ২৩ তরোয়ালে ২৫ করিব খানখান ২৬ কাছে বীর ঝাটে কয় ২৭ নাহিক সংশয় ২৮ হরিদাস ২৯ লাগ পাইলে পদ্মাকে হানিব ৩০ ত্রিগুনীয়া দর্প করে রহিলা ৩১ পাশে আসে ৩২ সাবধান ৩৩ যুথে যুথে, আশু.র পুথি পাঠ ছিল যুতে যুতে, এরপর অতিরিক্ত দুটি লাইন আছে ৩৪ হস্তিগন চলে ভাই যেন ৩৫ কম্পমান ৩৬ শব্দ ৩৭ চালন ৩৮ পাইকগন ৩৯ খাড়া বান্ধিয়া পাইক করে নৃত্য ৪০ চতুরঙ্গ দলে ৪১ নাই ৪২ তীর ৪৩ লক্ষ লক্ষ আনে নৌকা গাবর মহাবীর ৪৪ আশু. (গ) পুথিতে আছে - কবি ভাটির সাজিয়া আইল অসংখ্য তার

।। তিরানব্বই।।

ও ব্রার্ম্মন শান্তি ধর
অলঙ্কার পরায় জায়া বাসর ভিতর রে ... ধু

বাছো বোলে শুনু বিপ্র আমার উত্তর।
বেহুলাকে অলঙ্কার পরাহ সর্ত্তর।।
চোলিলেন সান্তিবর মন্দির ভিতর।
বেহুলার রূপো দেখি মোহীত অন্তর।।
ব্রাহ্মন বোলেন শুনু বেহুলা শুন্দরি।
তোর রূপো দেখি স্থির হইতে না পারি।।
তোমার সমান রূপো ত্রিভুবনে নাই।
এ কন্যা করিবে বিভা দুর্ল্লভ লখাই।।
দেখিয়া তোমার রূপো বিধিল অন্তর।

আলিঙ্গন দিয়া কন্যা প্রাণ রক্ষা কর।।
সোখিগনের তরে বালি বলেন বচন।
বাসো হোরে কাজ নাই দুর্বুদ্ধী ব্রাম্মন।।
চোক্ষামুকি খুড়া জেটা বাপ ভাই গোনে।
বির্দ্ধ ব্রাম্মন থাকতে চেঙ্গরা ব্রাম্মন আনে।।
মোর্জ্যা পায়া বিপ্র তবে হইলো বিদায়।
জগোত জিবন কবি বিরচিয় গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। তিরানব্বই।।

আশু. তে এই গানটি নেই। বদলে হরসাধু মন্ডলের দেশে বরযাত্রী দলের প্রবেশ এবং সাধারণ মানুষের বিপদের আশঙ্কায় গ্রাম ছেড়ে পালানোর গল্পের কৌতুককর বিবৃতি আছে। স্বয়ং হরসাধু মন্ডলকে পালাতে দেখে দেবী মনসা তাকে রোধ করেছেন — এ প্রসঙ্গেরও একটি গান আছে আশু. পুথিতে।

।। চুরানব্বই।।

[১]চান্দ বলে লেখ্যা[২]বর [৩]আমার বচন [৩]ধর
তুমি জাহ হৈয়া আগুয়ান।
[৪]আজ্ঞা করে চন্দ্রপতি চলে লেখ্যা সিগ্রগতি
ঘোড়া পীষ্টে [৫]হইয়া সাজন।।[৫]
লক্ষপোতি দিল জান সাধু হৈলো সাবধান
[৬]লখাই আইলো [৭]বির্দ্ধমানে।
লোক্ষপোতি [৮]দিলো জান সাধু হোইলো [৯]সাবধান
[১০]সাজিয়া আইলো জনে জনে।।[১০]
ইষ্ট মিত্র জ্ঞাতি সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে
কাঁপে সর্গো মেদিনী মন্ডল।
[১১]গাড়ে রম্ভা[১১] সারি সারি স্থাপিলেন ঘটবারি
[১২]সোগুন প্রর্ণবে কুন জন।[১২]
[১৩]জামাই আনিতে[১৩] জায় [১৪]লোক্ষপোতি দেখা পায়[১৪]
[১৫] হ্রীষ্ট চিত্ত [১৬]ব্রাম্মন মঙ্গল।
দামা [১৬]কাড়া ঢাক ঢোল [১৭]ভুরঙ্গ মন্দিরা [১৭]খোল
সঙ্খ সিংহা [১৮]ভেরু করতাল।
জোড়াপড়া বিনা বাঁসী [১৯]মৃদোঙ্গ মন্দিরা [১৯]কাসী
[২০]কুদোল মাদল[২০] করো তাল।।
সাধু [২১]জায় কুতুহলে জামাতা বরিতে চলে
[২২]আইলো সর্ন্যের নাহী লেখা।
জগোত জিবন গায় [২৩]কটোক জাইয়া পায়
বেহাই বেহাই হৈলো দেখা।।

পাঠান্তর ঃ ।। চুরানব্বই।।
১ আশু. তে এর আগে আরও ৮টি অতিরিক্ত লাইন আছে ২ চর ৩ শুন মোর বাক্য ৪ আগে আরও ২টি লাইন ৫ হই আসোয়ার ৬বালা ৭ বিভা করিবার ৮ পায়া ৯ আগুয়ান ১০ সাজে বাজীগজ পরদল ১১ গাড়ি কলা ১২ নোতুন সুন্দর ফলজল, আশু. (গ) পুথিতে লোতন পলব পাঠ আছে ১৩ জামাতা বরিতে ১৪ মহা আনন্দিতে চায় ১৫ পড়ে ভাট ১৬ বাজে ১৭ তরঙ্গ ভেমচা ১৮ ভেউর ১৯ দগড় মান্দল ২০ মৃদঙ্গ মন্দিরা ২১ সাজে ২২ অসংখ্য ২৩ কতদূর

।। পঁচানব্বই।।

[১]আসো বাছ সদাগর [২]চান্দ বরা[২]বর
[৩]জামাই বারিতে জায়[৩]রঙ্গে।
হাতি ঘোড়া আসো আর [৪]পাটের পাটোআর
দেখাইলো [৫]বেহাইর সঙ্গে।।
বানি আর নন্দন বালার সঙ্গীগন
একো রূপো [৬]বিসোহরি ডরে।[৬]
জামাতার দেখি মন আনন্দিতো সর্ব্বজোন
[৭]মোনসাকে চিনিতে না পারে।।
বাছ বলে লেখ্খা ভাই জামাতা দেখিতে চাই
আমার জামাতা কুন জন।
দেখি জামাতার মুখ মনে মোর [৮]হোকো সুখ
সর্ত্তরে করাহ্ দরসোন।।
লেখা বলে অঙ্গে জার মানিয়া অলকার
নকপালে জার কুমকুমের [৯] ফোটা।
বাছ বলে সর্ব্বজন অহঙ্কারে সুশোভন
সভার কপালে সোভে ফোটা।।
লেখ্খা বলে সিরেজার [১০]সোভে পাক শশীদর[১০]
[১১]জলে মুখ[১১] চন্দ্রের আকার।
তোমার জামাতা হয় করো গিয়া পরিচয়
চোদ্দ দিকে ঘোরার[১২] সয়ার।।

পাঠান্তর ঃ ।। পঁচানব্বই।।
১ সাজে ২ চলিল বরিতে ৩ পরম আনন্দে মন ৪ চারিলক্ষ ৫ সৈন্যসব ৬ হৈল নিরর্ত্তরে ৭ সৈন্য মাঝে ৮ হয় ৯ ভালে শোভে কুসুমের, এরপর অতিরিক্ত ২টি লাইন ১০ পাগ আছে কাশিদার ১১ মুখ যেন ১২ আসোয়ার ১৩ শিরে পাগ কশিদার ১৪ সত্বরে ১৫ সখা ১৬ চৌদলে ১৭ সৈন্য ১৮ আশু. ত্রিপদীতে লেখা গান শেষ হয়নি

।। ছিয়ানব্বই।।

আরে আরে পাটনের রাহো লখিন্দরের রূপ .... ধু
লোক বলে ধোন্য ধোন্য কুন ভাগ্যন্তির পুত্ত রে .... ধু

দেখিয়া আনন্দ সাহের সদাগর।
অন্তরে পরম সুখ জামাতা সুন্দর।।
[1]রূপোগুনে মোনহর চন্দ্র কলেবর।[1]
প্রনাম করে সোত্তরে দুর্লভ লখিন্দর।।
আসিব্বাদ দিলেন সাহের সদাগর।
লক্ষলক্ষ চুম্ব[2] দিলেন বদন উপোর।।[2]
মোর কন্যাখানি হোক[3] সোহাগে আগোল।[3]
বদনেতে চুম্ব দিয়া বলে সদাগর।
তোমার সমান, রূপ নহী দেখি আর।।
ধোন্য তোমার [4]পিতা-মাতা ধোন্য তোমার দেস।[4]
ধোন্য জীবন তোমার নটবর বেষ।।
ধোন্য বেহুলা বালি কুন তপো কৈর্ল্যা।
এমতো সুন্দর বর তাহাকে মিলিলো।।
জেন বর তেন কোন্যা বিধি মিলাইলো।
এমত মোহন রূপ কভুনা দেখিলো।।
চন্দ্র বদন রূপ পর্দ্দের মৃণাল।
তুলনা দিবারে নাই সংসার মাঝার।।
দেখিয়া বালার রূপ যতেকো যুবতি।
একে একে নিন্দা করে আপনার পতি।।
দেখিয়া লখার রূপ যুবতি আকুল।
বাহিরায় উজানির লোক নাহি বান্ধে চুল।।

পাঠান্তর ঃ ।। ছিয়ানব্বই।।
এইগানের অর্ধাংশ আশু পুথির ত্রিপদীতে লেখা একটি গানের শেষাংশ। ভাব উভয় ক্ষেত্রেই এক ১ রূপ জ্বলে অতি মনোহর ২ খায় জিয়জিয় দীর্ঘ পরমাই ৩ সোভাগিনী ৪ মাতা, ধন্য তুমার জন্মদাতা ধন্য রাজা চাম্পালি নগর।

।। সাতানব্বই।।

[1]সর্বাঙ্গে সুন্দর বালা অতিসুবেশ।
মুখো মধ্যে নাহি দাড়ি নবীন বয়েস।।[1]
দেখিয়া জুবোতিগন করে হায় হায়।
[2]না জানি সৃজিলো তোমার কুন বিধাতায়।।

[৩]আমা সবার[৩] বাপ মায় চোক্ষ [৪]নাহি ধরে।
কোড়ী [৫]লইয়া বিবাহ দিলা মড়া পচার ঘরে।।
একো যুবোতি বলে [৬]আমার কপাল পোড়া।
মুই হেন সুন্দরি [৭]আমার পোতি[৭] খোঁড়া।।
লাঠি ধরি উঠে খোঁড়া লাঠি ধরি [৮]হাটে।
[৯]কড়ার ভাজান নহে [১০]কথায় পাথর[১০] ফাটে।।
আর যুবতি বলে সখি [১১]আমার কথা শুন।
মর ঘরে[১২] কানা ভাতার[১২] চক্ষের [১৩]আগুন।।
লোকে বলে ছাড় [১৪]কানা মনে[১৫] লাগে দুখ।
তৈল [১৬]কুন্ডে ঘুসিলে পাতিল [১৭]হেন মুখ।।
সেরে সেরে মাথে তৈল [১৮]ডোলে ডোলে[১৮] খোল।
[১৯]দুগ্ধ ঘৃতে ধুনে অঙ্গার [২০]নাহী ছাড়ে মোল।।
আর যুবতি বলে কথা মিথ্যা [২১]নহে তোর।
মুই হেন সুন্দরি নারি কুজা [২২]ভাতার মর।।
কর্ম্মের [২৩]ভাজন নহে কথার নাগর বুড়া।
উবোর হৈয়া [২৪]গুয়া থাকে জেন কাষ্ঠের মুড়া।।[২৪]
[২৫]সর্ব্বদিন বসিয়া থাকে খাবার বেলা নড়ে।
চিতোর হৈয়া[২৬] গুয়া থাকে কাত[২৬] হৈয়া পড়ে।।
আর যুবতি বলেন তোমার না পুন ভাল।
আমার ঘরে গদা [২৭]ভাতার সে বড় জঞ্জাল।।
[২৮]মুই সুন্দরি [২৮]নারি একে ভাতার [২৯]বুড়া।
দুই পায়ে দুই গোদ জেন ধানের পুঁড়া।।
[৩০]ভাদ্র পদ মাসে গোদে লাগায়ে পাকোই।
গোদে তৈল দিতে আমি প্রানে সরা হৈ।।[৩০]
আর যুবতি বলে [৩১]সখি তোমার [৩২]সেহ ভাল[৩১]।
[৩৩]খর্ব্ব ভাতার আমার সরির কৈল্য কালো।[৩৩]
[৩৪] সাগের মধ্যে নটীয়া মাছের মধ্যে পুটি।[৩৪]
লোকের মধ্যে[৩৫] আমার ভাতার জেন মাচার খুটি।।[৩৫]
হাটে জাই বাজারে জাই [৩৬]বায়না জায় মরসাতে।[৩৬]
[৩৭]হাঁটু খানেক[৩৭] জল হৈল ডুবে মরে তাতে।।
[৩৮]পদ্দার আদেশে গিত পাইল সপনে।
বিরচিয়া গায় কবি জগোত জিবনে।।[৩৮]

পাঠান্তর ঃ ।। সাতানব্বই।।

১ উজানির নারীগন বালার চাহে মুখ / দেখি নারীগনের মনে লাগে সুখ ২ কি রূপে ৩ আমার ৪ দুই ৫খোয়া ৬ মাও মোর ৭ মোর স্বামী

৮ বৈসে ৯ কর্ম্ম কার্য্যে ১০ বোলে প্রাণ ১১ মোর ১২ কালুয়া স্বামী ১৩ ঊন ১৪ ছার ১৫ বাসি ১৬ খৈলে ১৭ যেন ১৮ দলাদলা ১৯ সতত ঘসিলে নাকি ২০ নাই ২১ নাই ২২ স্বামী ২৩ কিছু ২৪ সুতে কুজা যেন নায়ের গুড়া ২৫ সকল দিন ২৬ সুতে যদি পাথাল ২৭ স্বামী ২৮ আমি হেন ২৯, রামা গোদা স্বামী ৩০ গোদের উপর আচুল গোটা গোটা বেল / নিত্য মাথাতে লাগে সের সের তেল ৩১ দিদি ৩২ তুমার কথাসহি ৩৩ নাই ৩৪ শাগ মৎস যত আনি সকল খায় পুড়ি ৩৫ স্বামী মোর বনবুড়ি ৩৬ আমি যাইসাথে সাথে পাঠই সমুচিত ৩৭ আধ হাটু ৩৮ আশুতে গান শেষ হয়নি এবং এরোতির দুঃখ বর্ণনার আরওকিছু দীর্ঘ বিবৃতি আছে। এ যেন মঙ্গলকাবের "নারীগনের পতি নিন্দা "প্রসঙ্গ"।

।। আটানব্বই।।

[১]সাহের দুয়ারে লোক [২] হৈল উপোস্থিত।[২]
নিত্ত করে নাটুয়া গায়েনে গায় গিত।।
বেদ পড়ে ব্রাহ্মনে মঙ্গল পড়ে ভাটে।
নানা বাদ্য বাজনে [৩]শুনিতে কর্ণ ফাটে।।[৩]
লক্ষ লক্ষ ঘোড়া হাতি [৪]লক্ষ আসোয়ার।
[৫]হাওই পুছোন্দরি সব ছাড়য়ে অপার।।
গুঞ্জ জুই চাম্পা সব ছাড়ে তার পর।
সিতহার ছাড়িলা লিখন নাহী তার।।[৫]
পলায় চান্দোর সেনা [৬] উন্নির আতসে।
চৌদোলে[৭] থাকিয়া বালা লখিন্দর হাসে।।
বালা বলে [৮]বড়াই তোরা করো কতো [৮]বড়।
আগুন দেখিয়া [৯]সব পাকো দিলা নড়।।[৯]
[১০]বান্যার সকল লোক হৈলো [১১]চমৎকার।
আইলো বানিয়া বাছ বড় বরিবার।।
জামাই বোরিয়া [১২]অন্তপুরে লয়া[১২] জায়।
জগোত জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। আটানব্বই।।
১ বাছোর ২ হুড়াহুড়ি করে, এরপর আশু. (ক) ও (খ) তে অতিরিক্ত চারিটি লাইন আছে ৩ বাজে শব্দে হয় হাট, (গ) পুথিতে আছে - শব্দে কর্ণ ফাটে ৪ ফোজ ৫ নাই, বদলে ১৯ টি অতিরিক্ত লাইন আছে যেখানে বরযাত্রীদের সঙ্গে কনে যাত্রীদের প্রতিযোগীতামূলক আনন্দের বিবৃতি আছে। ৬ অগ্নির ৭ চড়িয়া ৮ সৈন্যগণ-গাল মারে বড় ৯ সকলে ছিলেন লড় ১০ পলাএগ্রা ১১ ফারাক ১২ সাধু অন্তসপুরে

।। নিরানব্বই ।।

১বালা বানিএগ্রার রূপে গুণে ভুলাইল জতেক নরনারী১ ... ধু

মেনকা পরম রঙ্গে জুবোতি সকোল সঙ্গে
আইলো জামাতা বোরিবারে।
২রাহাগোন সঙ্গে করি আইলে মেনকুমারি

মহানন্দে আনন্দ অপার।।২
কাঞ্চনি কেতোকি রোত্তি কোসোল্যা কলাবোতি
কেকোই ৩কমলা সরেস্বোতি।৩
কামিনী কুমারী সাজে চরনে নেপুর বাজে
কুরোঙ্গ নয়ানি মহাস্বোতি।।
চন্দ্রমুখি চিত্ররোখা ৪চোণ্ডিকা চিত্তিনি চাঁপা৪
৫সিগ্র চলে ৬খঞ্জন নয়ানি।
৭চন্দ্রকলা চন্দ্রমুখি৭ দেখিয়া দেবোতা শুখি
৮চাতোকো জিনিয়া জার৮ বানি।।
৯জানকি জতোন৯ জোতি চলে জায়া জসোমতি
জসোদা জাহ্নবি১০ আর জোতি।
জমুনা জয়ন্তি সাজে সকোল সখির মাঝে
হিরাজিরা মহন মুরতি।।
১১মাধবি মালোতি১২ কণারতি চলে মণিমালা
১৩মোধুমোতি চলে ১৪সোন রখা।
১৫অন্যপুন্যা সস্তিকা চলে ১৬সভে জায়১৬ কতুহলে
১৭অজয়া অঞ্জনা অনুপামা।।
রূপোসি ঊর্ব্বসি তারা সাজে কোন্যা মোনহরা
রোতি সাজে সখি গোন সঙ্গে।
জতেকো জুবোতি গোন ১৮পরি নানা আভরণ
১৯বর বোরিতে জায়, রঙ্গে।।
জগোত জিবন গায় বোন্দিয়া২০ পর্দ্দার পায়
২১দেবো মুণি অস্তীকের মাতা
অষ্টনাগের অধিকারী জরোৎকার মুণির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

।। পাঠান্তর নিরানব্বই ।।
১ধুয়াটি আশু (গ) পুথির, এরপর আশু পুথিতে অতিরিক্ত চারটি লাইন আছে, ২ নাই, ৩ কনক কলাবতী ৪ কনকা কমলী কঙ্কা, ৫ পম্পা ৬ চঞ্চল ৭ চন্দ্রমুখী চিত্রলেখা, ৮ যতেকো বানিএগ বোলে, ৯ যশোদা জাহ্নবী ১০ নাই মাধুরী ১২ মালা ১৩ রতিচলে ১৪ মনোরমা ১৫ অপর্ণা অম্বিকা ১৬ চলে কন্যা ১৭ পাঠটি আহ থেকে পুনগঠিত ১৮ পহ্নি ১৯ লখাই ২০ মনসার ২১ দ্বিজ।

।। একশত ।।

১আগ্রসার জলের ধারা জয় জয় দিয়া রে
জয় মেনকা জামাই পরছীতে না রে রে
সতেকো রাহোতি মেনকা সঙ্গে বা কোরিয়া রে ... ধু

২বানিয়ার রূপেতে ৩বিকল জতোও নারি।
চোক্ষে চোক্ষে সোখি গোন করে ৪টারাটারি।।
নয়ান কটাক্ষ করে মন্দ মন্দ হাঁস।
কুন কুন সুন্দরি দেখায় আসপাস।।
ফিরিয়া ঝাড়িয়া বান্ধে মস্তকের চুল।
৫দেখিয়া জুবোতি গোন মদনে আকুল।।
মেনকা সুন্দরি করে বিবিধো৬ সন্ধান।
বালার সন্তকে৭ রানি দিলা দুর্ব্বাধান।।
৮বালার কপালে চন্দন দিতে চায়।
চন্দন দেখিয়া বালা তরসে পলায়।।৮
৯নয়ানেতে বালার কজ্বল৯ দিতে চায়।
১০কজ্বল দেখিয়া বালা তরাসে পলায়।।
বালা বলে কর্জ্যাল দেখিয়া উঠে১১ কাঁপ।
কাজোল১২ দেখিতে যেন লাগে কালো সাপ।।১২
কালো১৩ সাপে ছয় ভাই খাইলো১৪ আমারে।
মেনকা১৫ বলেন বাছা না পালাহো ডরে।।
বিবাহের রাত্রেতে কর্জ্যাল সর্ব লোকে১৬ পরে।
১৭ইহাতে কিছুই দোস নাহি লোখিন্দরে।।১৭
ধোরিয়া বালার চোক্ষে ১৮কর্জ্যাল পরায়।।১৮
মন্দাকিনি ধারা জেন১৯ চোক্ষে জল বয়।।১৯
বিধিমতে২০ জতেকো কোরিলা বালার অঙ্গে।
মেনকা২১ গেলেন ঘরে২১ সখি২২ গেল সঙ্গে।।
২৩পর্দ্দার আদেশে গিত পাইলো সপনে।
রোচিলো পাঁচালি কবি জগত জীবনে।।২৩

পাঠান্তর ঃ ।। একশত ।।

১ শ্যামের রূপ লাগিল মরমে/ ভাবিতে রসের তনু ঝারা লৈলে ঘুনে, পুথির ধ্রুব পদটি অতি দীর্ঘ যা পরিশিষ্টে রাখা হয়েছে ২ বালার, এর আগে দুটি লাইন আছে ৩ দেখিয়া ভুলিল সব ৪ ঠারাঠারি ৫ দেখিএগা ৬ বন্ধান ৭ তুলি ৮ নাই ৯ বানিয়ার চক্ষতে কাজল ১০কাজল ১১ কম্প ১২ দেখিএ আমি যেন কালসর্প ১৪ মোর ১৫ বোলে ১৬ পন্থে ১৭ নাই ১৮ পন্থায় অঞ্জন ১৯ বহিল নয়ান ২০ হস্ত তার ২১ চলিএগা গেল ২২ গণ ২৩ জগত জীবন... করিল পরকাশ।

।। একশত এক ।।

১নীল কমল দল খঞ্জন নয়ানি ... ধু১

দর্পোন ধোরিয়া বালি করে ২দিব্ব বেস।
বান্ধিলো বিচিত্র খোপা৩ আচাড়িয়া কেশ।।
চাকিকোড়ী মকর কুন্তল কর্ণ্যামূলে।
নাসিকায় বেসোর ৪মুকোতা ফুল ৫চুলে।।
কপালে সেন্দুর৬ বেড়ী চন্দনের বিন্দু।
উরুন (অরুণ)৭ জিনিয়া জেন সতো সতো ইন্দু।।
৮বিচিত্র কাচলি৯ পরে উপোমা ১০নাহি তার।
গলায় ১১পরেন মালা ১২মুকোতার হাড়।।
১৩করেতে কঙ্কণ পরে ১৪বাহুতে কেউর।
আঙ্গুলে অঙ্গুরি১৫ পায়ে সোনার ১৫নেপুর।।
গুজরাতি১৬ অসার করিলা পরিধান।
উপোরে উড়োবি দিলা ১৭বিচিত্র নির্ম্মাণ।।১৭
১৮চন্দনের পিড়িতে রূপোবোতি।
পুন্নীমার চন্দ্র জেন কোরিলো উদিতি।।
বাহীর হোইলা বেহুলা জগোত মোহীনি।
অন্ধকার রাত্রি জেন কোরিলো উজানি।।১৮
১৯চোতুর্দিকে ধোরি১৯ বাহির করে চারিজোনে।
মুখ সোভা করে জেন চন্দ্রের কিরোনে।।
২০কিসোরি জিনিয়া রাখা সুন্দরিতো ভাল।
কোবিবর জিনি বাহু সুন্দর মৃর্ণাল।।২০
২১জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদ ছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।২১

পাঠান্তর ঃ ।।একশত এক ।।

১ নানা বেশ করে কন্যা ওহো দপনি লৈয়া হাতে ২ নানা ৩ আচুড়িএগ ৪ আগে, গজ ৫ দোলে ৬ পহ্রে ৭ বেড়িএগ ৮ হৃদয়ে৯কি ১০দিবে ১১প্রবাল ১২ আগে গজ আছে ১৩ কঙ্কণ ১৪ বাহেতে - সঠিক পাঠ বাহুতে হওয়া উচিত ১৫ পহ্রে চরণে ১ অম্বর ১৭ কুসুম বসন ১৮ নাই ১৯ চৌদলে বসাএগ ২০ নাই ২১ আশু পুথিতে - বিরচিয়া গায় কবি জগত জীবন বলে পদ শেষ হয়েছে।

।। একশত দুই ।।

জিনিয়া চকোর১ ২পিয় পয়োধর
দিতিয়ার ৩চন্দ্র কপাল।
তিল ৪ফুল জিনি নাসা ৪পিজসো সোপীত৫ ভাসা
চামরি৬ মৎসো জিনি৬ চুল।।

ভুরু ভোঙ্গী কামধোনু ৭চঞ্চল রতন৭তোনু
৮শুন্দর অধর ৮বিম্ব ফুল।
শুন্দর ৯অঙ্গন বালি জেন১০ দেখি চাপা কোলি
নখরাজে১১ দেখি চন্দ্র১২ রেখা।
দন্ত১৩ সোভা গজোমোতি হাস্বো করে রূপোবোতি
জেন পড়ে বিজোলির ছটা।।
১৪উলোটীয়া দিলো১৪ জঙ্গমনোহর সর্বঅঙ্গ
কমল জিনিয়া পদতল।
১৫নতুনের তেরুছে১৫ ১৬কটোকো গোন মরুযে১৬
১৭চাম্পাইয়া দেখিয়া বিকল।।
১৮বিরনারায়ণ নাম লোক্ষ্মী১৯ নাথ ২০উনপাম
তার ২১শুত প্রাণ নারায়ণ।
তার দেসে ২২প্রাণ বায় তাহার নন্দন গায়
দিজো কোবি জগোত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।।একশত দুই ।।
১ বর ২ দেখি দুটি ৩ চন্দ্রত ৪ পুষ্প ৫ পীত শ্যাম চক্ষ ৬ সদৃশ যেন ৭ কাঞ্চন বরণ ৮ সিন্দুর বিন্দু জিনিয়া ৯ অঙ্গুলি ১০ নেই ১১ জিনি ১২ ঘটা ১৩ জিনি ১৪ উলট কদলি ১৫ নয়ানের ঠমকে ১৬ সৈন্য সব তাকে দেখে ১৭ চাম্পালিয়া ১৮ শিব ১৯ নারায়ণ ২০ অনু ২১ ভাই ২২ রূপ।

।। একশত তিন ।।

১ আমী দেখিবো নাগোর বর কহো মোর তল বা ... ধু১

২যেদিকে আইলো বালি ৩কোরিয়া উজ্বোলা।৩
রূপো দেখি সর্ব্বজোন চমৎকার হৈলা।।
কেহ বলে ভাই আজি নহে পুর্ন্যামাসী।
তবে কেন আকাসে৪ উদিতো পুর্ণ্য৪ সোসি।।
কেহ বলে ৫আইলো ইন্দ্রের বিদ্যাধোরি।
দেখিতে আইলো রঙ্গে রথে ভর কোরি।।
চান্দ বলে লেখ্যা৬ পাত্র শুনহো৭ বচন।
৮চোতুর্দ্দলে চোড়ীয়া আইলো কুন জোন।।
লেখ্যা বলে৯ শুনুহো সাহের৯ সদাগর।
এই কোন্যা বিবাহ কোরিবে লোখিন্দর।।
বোধু১০ কে তো দেখিয়া আনন্দ ১০সদাগর।
জগোত জিবন গায় ১১মোনুসা কিঙ্কর।১১

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তিন ।।
১ ও তোর রূপে আকুল কৈলে হিয়া হে রামা, দ্বিতীয় আর একটি ধুয়া ও পুথিরও পৃথক ধুয়া আছে ২ চৌদলে ৩ মোহিনী আকার ৪ উদয় হৈল ৫ ভাই যেন ৬ নাই ৭ আগে আমার আছে ৮ চৌদলতে ৯ বাক্য শুন চান্দো ১০ দেখি আনন্দিত হৈল ১১ মনসার বর।

।। একশ চার ।।

স্বামীর১ সাক্ষাতে ধোনি১ ২সাহেব নন্দিনী২
৩আসরে কোরিয়া সাজনি৩।
দেখিয়া দোহাব মুখ ৪মরমে পরম সুখ
৫দেখে সাধু কুরঙ্গ নয়ানি।।৫
ফিরিয়াতো সপ্তবার করে কোন্যা নমস্কার
৭দোহে দোহার হোইলো ছায়ানি৭।।
শুবণ্য কলোমো আনি গঙ্গা সাগরের পানি
৮রাহো গন জয় দিল তাতে।৮
ডুবাইয়া ঘটের জলে ৯রাজ বার্দ্ধ ১০মলে
ছিটাইল দুই জনের মাথে।।
ধোরিয়া পুষ্পের১১ ঘটি ১২দোহে করে১২ ছিটাছিটি
মঙ্গল উৎসব১৩ মহা রঙ্গে।
সেই কালে বিসোহরি দির্ব্ব রথে ভর কোরি
আইলেন সর্প্পো১৪ গন সঙ্গে।
পদ্দা বলে অহিরাজ করো কিছু হিত কাজ
বালার মস্তকে ধরো ছাতি।
ওহিরাজ বলে১৫ বানি ১৬আমি সব সর্প্পের১৭ মুনি
কেমতে১৮ সোহিবে নরজাতি।।১৮
পদ্দা বলে১৯ মুনিবর নর নহে লোখিন্দর -
অনিরুদ্ধ কামের কুমার।
সর্প্পো২০ পুরে সোর্ত কোরি ২১আনিলাম মনু স্বোপুরি
চান্দর২২ বিবাহ সাধিবার।।
শুনিয়া পদ্দার কথা ওহিরাজ তোলে মাথা
ছত্রোধরে বালার উপোরে।
পাইয়া বিসের তাপ ফিরিয়া দেখিলো সাপ
টোলিয়া পড়িল লখিন্দরে।।
ঘোষাল ব্রাহ্মণের২৩ বাড়ি কুচিযা২৪ মড়তে বাড়ী২৪
২৫মহারাজা নারায়ণের২৫ দেশে।

জগোত জিবন গায় বোন্দিয়া পদ্দার পায়

২৬পুরান কোরিলো অবশেসে।।২৬

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চার ।।

১ প্রদক্ষিণ করি ২ বাহিরায় সুন্দরী ৩ কুন্দ পুষ্প নিঞা চলে করি ৪ দুহার ৫ দুহে দেখিল নয়ান ভরি ৬ ফিরি ফিরি ৭ সমুখে মুখানি নাই তুলে, এরপর অতিরিক্ত দুটি লাইন ৮ মহুকার ডাল লৈল হাতে ৯ বাদ্য বাজে ১০ সুমঙ্গলে ১১ মুঠি ১২ দুইজনে ১৩ মাজে আছে করি ১৪ লৈঞা ১৫ আমি ১৬ যতেক ১৭ স্বামী ১৮ সেবিব নরপতি ১৯ অহিবর ২০ হৈতে ২১ আনিলু ২২ বিবাদ ২৩ মোড়ে বসতি ২৫ প্রাণ মহামহি পতির দেশে ২৬ কবি দুর্গাচন্দ্রপতির আদেশে।

।। একশ পাঁচ ।।

১সাপ সাপ কোরি লখাই টোলিয়া তো পড়ে।
বিবাদীয়া পুত্রকে তুলিয়া নিলো কোলে।।১
সর্পো নহে লখাই ২টোলিল্যা কিসের ডরে।
৩কেমতে দেখিযল সর্প্পো লোকের ভিতরে।।৩
চমৎকার হৈলো ৪জতো ইছানী৪ সমাজ।
৫টোলিয়া পোড়িল জেন আকাশের ৬রাজ।।
চান্দ বলে উঠো বাছা দুর্লভ লখাই।
৭মিছা দেখিলে সপ্ন ৮আছে কুন ঠাই।।৮
বানিজ্যে আসিয়া মর৯ মনে হৈলো হানি।
কি ১০বোলিয়া প্রবোধিবো১০ সনেকা ১১বান্যানি।।
চান্দোর১২ কান্দনে কান্দে জতো সৈন্যগন।
রোচিল পদ্দার বরে জগোত জিবন।।১৩

পাঠান্তর ঃ ।। একশো পাঁচ ।।

১ নাই, আশুতে একটি ধুয়া সূচক লাইন আছে, তারপর - কিনা হৈলেরে বাছা দুর্ল্লভ লখিন্দরে ২ টলিল ৩ নাই ৪ দেখি সমস্ত ৫ খসিয়া ৬ বাজ ৭ মিথ্যাএ ৮ কুন ঠাই নাই ৯ জীবনে ১০ বলি পতিয়ার ১১ বানিয়ানী ১২ ক্রন্দনে ১৩ আশুতে গানটি শেষ হয়নি, তাই ভনিতা নাই।

।। একশ ছয় ।।

১ আর না জাইবো জলে শুনুহো বড়াই
তোরুয়া কদোম্ব তলে নাগোর কানাই ... ধু১

কান্দে ২চান্দ সদাগর হায় হায় করে।
মেনকা সুন্দরি কান্দে ৩ঘরের ভিতরে।।
মেনকার সঙ্গে কান্দে জতো৪ সোখি গোন।
দাস দাসী৫ কান্দে ইছানির৫ সর্ব জোন।।
বেহুলা বলেন৬ পর্দ্দা৭ কি কোরিল৮ সোতি।

বিভার সময়ে মর৯ মারিল প্রাণপোতি।।
বাসি রাত্রি মর১০ না রোহীলো১১ সেন্দুর সঙ্ক।
১২ভূবোন ভরিয়া১২ মর রোহিলো কলঙ্ক।।
কালি দহে১৩ জাই মুই ১৩ সোখি সঙ্গে কোরি।
একান্ত ১৪কোরিয়া পূজা ১৫প্রাণের ইস্বর।
তবে ১৬জোদী নাহি পাবো১৬ প্রাণের ইস্বর।
স্ত্রী হত্যা দিবো ১৭আমী পদ্দার উপোর।।
বালি বলে না ১৮কান্দিহ সোসুর সদাগর।
অপেক্ষা১৯ করহ মর ২০দিতিহো প্রহোর।।
জোদী২১ জিএগ্র২২ না হী উঠে ২৩নন্দন তোমার।
তবে সে কোরিহো২৪ তুমি সেদের২৫ বিচার।।
ধুপো দিপ২৬ নিলো বালি নানা২৬ উপোহার।
কালি দোহে চলে বালি পদ্দা পুজিবার।।
সখি সঙ্গে বিদ্যাধরি কোরিলো গমন।
রোচিল পদ্দার বরে জগোত জিরন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছয় ।।
১ নাই কারণ আশুতে নূতন গান নয়। আছে একটি লাইন - হায় হায় উত্তরোল বোলে সর্ব্বজন ২ বাছো ৩ বধূ ৫ বেড়িয়া কান্দে, আশু (গ) পুথিতে কান্দে নগরিআ ৬ বালী বোলে ৭ মোর ৮ দুর্গতি মারে ১০ সঙ্গে ১১ নাই ১২ ইতিন ভূবনে ১৩ যাব আমি ১৪ ভকতি ১৫ করি ১৬ না জিএগ্রইয়া দিবে ১৭ আজি ১৮ কান্দ ১৯ করিহ ২০ এদুই ২১ জিইএগ্র ২২ না ২৩ কুমার ২৪ পাছে ২৫ ব্যবহার ২৬ গন্ধ পুষ্প ... তৈল।

।। একশ সাত ।।

উত্তম১ পবিত্র স্থল ২স্থাপে ঘট ৩পুষ্প জল
গন্ধ পুষ্পে পুজে ৪ভক্তি করি।৪
দুই ৫হস্ত নবির্দ্ধ কোরি জির্ভ্যা কাটি অর্ঘ্য ধরি
কেস কাটী চামর দোলায়।।
দুই চোক্ষ৭ কমল ফুল পুজে সাগরে কুল
৮মস্তকে ধুপোচি৮ জালায়।
জয় জয় শব্দ কোরি পুজা করে বিসোহরি
৮রথো ভরে পর্দ্দা বোতি ৯জান।।
চড়িয়া ১০হিঙ্গল্যা রথে ১১আইলেন শুন্য১১ পথে
১২কোহিল্যা কালির বিদ্দমান।
পদ্দা বলে ১৩ফোনিবর কালিদহে তোর ঘর
বালিকে১৪ দেখায় ভয়ঙ্কর।।১৪
১৫পাইয়া সর্পের ডর ফিরিয়া ১৬জাউকো ঘর

১৭খন্ডিবে কে ১৭আমার জঞ্জাল।
জগোত ১৮গোবিন্দ বলে ১৯কানি ও মস্তকো তোলে
দেখিয়া ২০বেহুলা পাইলো ২০ডর।
বেহুলার সখিগন পলাইল সর্বজন
২১বেহুলা রোহিলো একে শ্বোর।।
জগত জীবন কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ মুনি অস্তিকের মাতা।
অষ্ট নাগ অধিকারী জয়ৎকার মুনির নারী
সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাত ।।
১ করিল ২ স্থাপিলেন ৩ নাই ৪ বিবহরি ৫ স্থানে ৬ ধরে ৭ পদ্ম ৮ স্তন কাটি প্রদীপ ৯ শঙ্কর নন্দিনী মনে ১০ উত্তম ১১ আসিঞা আকাশ ১২ কহিল ১৩ বিষধর ১৪ দেখাহ চমৎকার ১৫ পানিঞা ১৬ যাইবে ১৭ খন্ডিবেক ১৮ জননীর ১৯ কালিয়ে ২০ দেখিয়া বেননী, পাঠ হওয়া উচিত বেলনী ২১ সুন্দরী।

।। একশ আট ।।

১আগো জানিলাম জানিলাম
শঙ্কর নন্দিনি পর্দ্দা জানিলাম ... ধু১

কতো মায় ।করো২ মাগো সঙ্কর ঝিয়ারি।
তোমার মোহিমা৩ মাগো বুঝিতে না পারি।।
বিবাদে মোরিলো৪ পতি প্রাণের ইশ্বোর।
প্রাণ ত্যাগ কোরিবো৫ সর্পের কিবা৬ ডর।।
৭অকেল্যা হোইবো৭ আমি স্বামীর দোসর।
স্ত্রী হোর্ত্তা দিবো ৮আমি তোমার গোচর।।৮
৯কাটারি ধরেন৯ বালি মহা তির্যন ধার।
১০গলাতে কাটারি ১১দিয়া চাহে মোরিবার।।
১২কাটারি দেখিয়া বিসোহরি পায়১২ ভয়।
কালি দয়ের১৩ জলে পর্দ্দা হোইলো সদয়।।
১৪জাহ ঘরে শুন্দরি ১৫ চলো হো ঘর১৫ বোলে।
স্বামী তোর জিঞিয়া১৬ উঠিলো পিতৃকোলে।।
মহামন্ত্র পদ্দাবোতি কোরিলো১৭ হুংঙ্কার।
উঠিয়া বসিলো বালা ১২ বানিয়া কুমারি।।
আনন্দ হিদয়ে নাচে উজানি নগর।
১৯বেহুলা পর্দ্দাতে হৈলো বাক্য বানেশ্বর।।
বেহুলা বলে পর্দ্দা২০ মাতা প্রর্ত্তয় না পাই।

তোমার বচনে মাতা গ্রিহেতে না ২১জাই।।
সর্গো হৈতে সোর্ত্ত করি আনিলে দেবোতি।
বিভা রাত্রে প্রথমে মারিলে নিজপতি।।
পর্দ্দা বলে সোর্ত্ত সোর্ত্ত২২ চলো তুমি ঘর।
২৩জিএ্যাইলাম নিশ্চয় বালা লোখিন্দর।।
বালি বলে শরীর ২৪কোরিলাম খান খান।
২৫শেরীরে নাহীকো বল কোহীল বির্দ্দমান।।২৫
ব্রহ্মমন্ত্র২৬ জপিয়া মস্তকে দিলো নীর।
নৌতন হৈল জেন বালির শরীর।।
আনন্দে২৭ পুলকো তনু হৈল পুরস্কার।২৭
২৮ঘরে চলে বালি দিয়া জয়-জয়াকার।।২৮
বেহুলাকে২৯ দেখি সব২৯ ধোন্য ধোন্য করে।
আনন্দিতো সর্ব লোক উজানি নগরে।।
৩০পিতা মাতা৩০ বেহুলাকে লক্ষ চুম্ব খায়।
৩১আনন্দিতো সর্ব লোক করে হায় হায়।।
আনন্দে অপ্সরি নাচে বানিয়ার পুরি।
মরা স্বামী জিএ্যাইলো বেহুলা সুন্দরি।।
জগত জিবন করি করিলো বচন।
বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্বজন।।৩১

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আট ।।

১ কত মায়া জানলো ও মায়াধারী/তুমার কপট মায়া বুঝিতে না পারি ২ দেবী ৩ মাতা বলিতে ৪ মোর ৫ অতিরিক্ত আমি ৬ নাই ৭ অবশ্য যাইব ৮ আজি পদ্মার উপর ৯ কাতি ধরিল ১০ গলায়ে ১১ দিএ্যা ১২ স্ত্রী হত্যা দেখিয়া মনসা পাইল ১৩ কূলে ১৪ চল ১৫ বিহুলা আমার ১৬ বসিল ১৭ হাঙ্কার ১৮ বনিক ১৯ বেননী ২০ মাগো ২১ যাণ্ড (২০ ও ২১ সূচক দুই লাইনের অর্ধেক আগুতে আগে-পরে আছে) ২২ রাহ ২৩ জিএ্যাই দিনু ২৪ করিনু ২৫ কেমতে যাইব ঘরে কর অবধান ২৬ মনসা ২৭ পদ্মার পায়ে নমস্কার করি ২৮ উজানি নগরে গেল পরম সুন্দরী ২৯ দেখিয়া লোক ৩০ বাপ মাএ ৩১ নাই, বদলে 'জগত জীবন করি বিরচিয়া গায়' ভনিতা, দিয়ে গান শেষ হয়েছে।

।। একশ নয় ।।

১আরে ভাল, রঙ্গের রাজ বাজে রে
ব্যালি ল গো বাজন বাজে বানিয়ার বাড়ী ... ধু১

চান্দ বলে২ বাছো বেহাই২ করো অবোধান।
৩শুভোক্ষনে শুভ লগন৪ কোন্যা করো দান।।
সিঘ্র উঠে৫ সদাগর বেহাইর বলে।
পোশ্চিম মুখে বোসিলেন৬ কোর্ন্যা লাইয়া কোলে।।

ঘটের উপোরে বালা দিলো করতল।
৭বেহুলার হস্তো দিয়া তাতে দিলো ফল।।
পুরোহিত মন্ত্র৮ পড়ে বিবিধ বিধান।
শুভক্ষনে বানিয়া দুহিতা করে দান।।
জত৯ দান দিলো১০ তার নাহী লেখা জোখা।
একো লক্ষ১১ গাভি দান কোরিলে কো তথা।।১১
১২পান বাটা দিলো আর১৩ কতো জাতি১৩ ঝাড়ি।
জতো১৪ দান করে তাহা১৪ লিখিতে না পারি।।
১৫কতো সতো দাসী দিলো কতো নিবো১৫ নাম।
ভূমি দান ১৬কৈর্ল্য সাধু ১৭একোসতো গ্রাম।।
বান্যার কুটোম্ব জ্ঞাতি১৮ বোন্ধু মিত্র ভাই।
১৯জতেকো জৌতুক দিলো লেখা জোখা নাই।।
মেনকা২০ দিলেন দান২০ হস্তের কঙ্কন।
হিরা চুনি২১ দিল্যা সব সোনার২১ গঠন।।
চান্দ বলে তোমরা কতেকো করো দান।
শিবের প্রাসাদে আমি বড় ভাগ্যবান।।
২২ঘরে ঘরে হিরা ২৩মনি গড়াগড়ি যায়।
২৪ঘুচায় জঞ্জাল বালা ২৫ভোকে দুঃখ পায়।।
মেনকা আইলো২৬ সঙ্গে সতেকো বনিতা।
বোরিয়া লইলো২৭ ঘরে জামাই২৭ দুহিতা।।
লখাই বেহুলা প্রবেসিলো ২৮বাসর ঘরে।২৮
জগত জীবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ নয়।।
১কাল মানব জন্ম কর‍্যাছো সাফল রে, দ্বিতীয় আর একটি ধুয়াও আছে সঙ্গে ২ লক্ষপতি কর ৩ নাই ৪ কন্যাখানি ৫ লক্ষপতি সমাধান ৬ দুহিতা ৭ বেননীর ৮ পড়ে ৯ দ্রব্য ১০ দান ১১ করে দান দুগ্ধবতী গাই ১২ থালখুরি ১৩ আর দিব্য ১৪ দ্রব্য দিল দান ১৫ দাসদাসী দিল তার কেবা জানে ১৬ দিল ১৭ সহস্রক ১৮ নাই ১৯ মেনকা ২০ যৌতুক দিল ২১ মনিময় সুবর্ণ ২২ মোর ২৩ মতি ২৪ ঘুচাহ ২৫ বড় ২৬ লৈয়া ২৭ রঙ্গে জামাতা ২৮ বাস হরে
উল্লেখযোগ্য ৭ অংশে কেবল একটি মাত্র শব্দ পাঠান্তরিত অবস্থায় পেয়েছি। কিন্তু (গ) পুথিতে বৈদিক ব্রাহ্মণ সংস্কার লালিত বিবাহের বিস্তৃত পদ্ধতির বর্ণনা আছে। পাঠান্তরে (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৩৩ এ) আশুতোষ বাবু একে 'প্রক্ষিপ্ত' বলেছেন । হতে পারে এটি যোজনা কিন্তু এই বিবৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজমূল্য আছে, যা অবশ্যই বিবেচ্য।

।। একশ দশ ।।

১সাহের সুন্দরি২ রূপো ৩বিদ্যাধরি
জামাতা আদর ৪করে।
৫কোরিলো রন্ধন ৬পঞ্চাগো ব্যঞ্জন
৭তাহাতেও পর্দ্দা ছলে।।

পরমার্ন্য রান্ধিলো মনসা জানিলো
খির পুড়ীয়া লাগিল।
জতেকো ব্যাঞ্জন কোরিলো রন্ধন
ভোজনে শুরস নইলো।।৭
৮দম্পতি সোহিতে ভোজন কোরিতে
লখাই বোসিল্যা রঙ্গে।
পরম উল্যাসে করে পরিহাসে
৯সাল্যাকো পত্নীর সঙ্গে।
১০আগে দিলো আনি ১১সাহের বান্যানী
১২সালি অর্ন্য ১২উত্তম ঘুতো।
১৩কোরিয়া ভোজন ১৪সাধুর নন্দন
পাইলো পরম ১৫পৃত।।
সাশুড়ির১৬ ডরে পরোস মাত্র করে
১৭খির মধু দিলো পাছে।১৭
১৮বান্যার নন্দন না কৈল্য ভোজন১৮
রাখিল থালের কাছে।।
হাতে১৯ কোরি বাড়ী ২০জতো সাধুর নারী
চলিলো পরম রঙ্গে।
ধারা কোরি পানি ২১চলে বানিয়ানি
দুর্লভ ২২লখার সঙ্গে।২২
সঙ্খাইর নারি বলে ২৩হাস্যো কোরি
২৪কৌতুকো করে বানিয়ানি।২৪
জগোত জিবন কোবি বিচক্ষন।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ দশ ।।
১ বাছার ২ নারী ৩ গুনে ৪ বড় ৫ করিঞা পঞ্চাশ ৭ নাই, শেষে বালি অন্ন রান্ধে ঘরে, কিন্তু আশু (গ) পুথিতে প্রায় একই বিবৃতি লিপিকর প্রমাদে ছন্দো বিপর্য্যয়ে সজ্জিত অবস্থায় পাই (দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠান্তর পৃষ্ঠা ৪৩৫) ৮ বেননী, লাইনটি আগে পরে আছে ৯ বালা নিজ ১০ খাইতে ১১ সাহের ১২ অন্ন আর ১৩ করিল ১৪বনিক ১৫ আগুতে প্রীত, এটিই নির্ভুল পাঠ, আমরা পুথির পাঠ অবিকল রাখতে চেয়েছি। এরপর আছে - তাহার অন্তর/দিলেন সুন্দর-সুকুতার বড়ি ভাজা ১৬ তরে ১৭ দ্রব্য যত ১৮ নাই, আছে ঔষধের তর করিল অন্তর ১৯ লৈয়া ২০ শঙ্খ ২১ ঢালে ২২ লখাইর অঙ্গে ২৩ সত্য ২৪ নাই, একটু বিস্তৃত আকারে কৌতুকের ছয় লাইনের বিবরণ আছে ২৫ প্রণীতি মনসার পায় এবং শেষে সেবকে হইবে বরদাতা দিয়ে গান শেষ হয়েছে।

।। একশ এগার ।।১

১

২মরোহে নিলর্জ্যা৩ বোধু তোকে নাহী লাজ।৩
৪কুন মুখে আমাকে৪ করহ পোরিহাস।।
সহজে অনেকো দিন স্বামী নাহি৫ পাস।
পর পুরুস৬ দেখিয়া করোহ্ পরিহাস।৬
আমাকে৭ কোরিয়া জোদী তোর৮ থাকে মন।
৯বেহুলার সোতিন তোরা১০ হয় ছয়জন।।
আমি কি সোহিতে পারি১১ তোমার মত গর্ভ্য।।১১
১২এ মতোক জাক তোর চুর্ন্য কোরি দর্প্য।।১২
১৩এতেকো শুনিয়া রামা জায় বাম১৩ পাশে।
১৪মুখেতে কাপড় দিয়া লখিন্দর১৪ হাসে।।
ভোজন করিয়া ১৫দোহে করে আচমন।
বাসরে বোসিলো ১৬জায়াবানিয়ার ১৬নন্দন।।
মুখ১৭ সদ্দি করে বালা মহারঙ্গ মনে।
রোচিলো পঁচালি কবি জগোত জিবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ এগারে ।।
১ ধ্রুবপদ (গ পুথিতে) মর মর শালজ বধূ তোরা নারে হয় ২ মরমর ৩ বালায়ে বোলে বানী, অতিরিক্ত দুটি লাইন ৪ কিবা লাজে কাঢ় বাঅ ৫ ঘরে ৬ দেখি তোর প্রাণ আকুল করে ৭ লাগিয়া ৮ লাগে ৯ বালীর ১০ হও ১১ তোর এত অপমান ১২ আগেত কাটির নাক পাছে দুই কান ১৩ পালায় সমস্থ বধূ ছিল বালার ১৪ হেটে মাথা করি বালি মনে মনে ১৫ বালা ১৬ গিয়া বনিক ১৭ শুদ্ধ।

।। একশ বারো ।।

১মহন মুরারি বাঁশি বাজায় ধীরে ধীরে ... ধু১

২সিঘ্র কহো গিয়া২ লেঙ্খা সোশুরের পায়।
বলে ৩তোমার জামাই৩ বিদায় হৈতে চায়।।
৪লেঙ্খা বোলিলেন৪ জায়া বানিয়ার ঠাই।
বিদাই হইতে চায় ৫তোমার জামাই।।৫
শুনিয়া বাহির হৈলো৬ সাধু সদাগর।
আজি রাত্রি৭ রহো বাছা দুর্লভ লখিন্দর।।
৮হেথা রাত্রি৯ থাকোহ্ প্রভাতে জাও১০ ঘর।
১১কালি প্রাতে পাবে জায়া চাম্পাই নগর।।১১
বালা বলে১২ সদাগর না করো অসোন্তোস।
১৩রোহিলে সোসুর ঘরে১৪ কিবা আছে১৪ দোষ।।
বিবাদ কোরিলো পদ্দা দৃঢ় অঙ্গীকার।

১৫বিভা রাত্রে আমাকে তো ১৬করিবে সংহার।।
জতনে বান্ধিলো পিতা১৬ লোহার মেড়১৬ ঘর।
সেই ঘরে১৭ রোহিলো সর্পের১৮ নাহি ডর।।
১৯শুভ রাত্রি যদি২০ আমার জায় আজিকার।
২১ফিরিয়া আসিবো২২ তবে একো২১সতো বার।।
শুনিয়া বালার মুখে নিষ্ঠুর বচন।
২৩আরুড় নয়ানে সাধু২৪ জুড়িলো ক্রন্দন।।
বুকে২৫ ঘায় দিয়া২৬ কান্দে মেনকা সুন্দরি।
ছয় বধু কান্দে আর বানিয়ার পুরি।।
জগোত জিবন কোরি মনসার দাস।
পদ ছন্দে পাচালি কবি করিলো প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বারো ।।

১ শ্যাম রূপ লাগিল মরমে/ভাবিতে রসের তনু ঝারা নৈলে ঘুনে ২ বালা বোলে... জানাহ ৩ তুমার জামাতা ৪ লেঙ্খাত্র বোলিল ৫ দুর্ল্লভ লখাই ৬ বাছো ৭ থাক ৮ আজি ৯ রহি ১০ কালি ১১ বেললী যাইবে মোর কোল করি খালি ১২ শ্বশুর ১৩ থাকিলে ১৪ আছয়ে কুন ১৫ বিবাহ রাত্রিতে মোরে ১৬ পাথরের ১৭ থাকিলে ১৮ নাই ১৯ শুভে শুভে ২০ নাই, লাইনের শব্দগুলি আগে-পরে আছে ২১ আসিবো আমি ২৩ অঝর, এইটিই শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত ২৪ করিছে ২৫ ঘাঅমারি।

।। একশ তেরো ।।

১ও ঝি বেহুলা সুন্দরি
স্বামীকে ভকোতি কেলে হোইবে দুল্যালি
মায়ে বুঝাইছে বাছা রে ... ধু১

তুমি ঝি ২বেহুলা জাবে সোসুরের ঘরে।
৩তোমা না দেকিয়া আমি ঝাপ দিবো জলে।।৩
মুনিস্বো করিলাম বাছা৪ পুসিয়া পালিয়া।
৫কোচার মানিকো মোর কে নিলো কাড়িয়া।।
মেনকা৬ বলেন বালি৬ শুন, রূপোবতি।
স্বামীরে৭ কোরিবে সেবা একান্ত ভোকোতি।।
৮সেবা করে পোতির নারির এই ধর্ম।৮
৯ধোন্য সে জুবোতি রাখে আপনার৯ ধর্ম।।
সোসুর১০ সাসুর তোমার১০ হয় গুরু জোন।
জতনে কোরিবে১১ সেবা ধোরিয়া চরন।।১১
রাড়ী ছয়১২ জায় সঙ্গে না কোরিহো দন্দ।
দাস দাসীর১৩ তরে বাছা১৩ না বোলিহো মন্দ।।

চান্দ বলে পুত্র বোধু করোহ বিদায়।
বিলম্ব না করো আর রাত্রি১৪ হোয়া জায়।।
বাপের বচনে বালা১৫ উঠেন সত্তরে।
সোশুরের পায়১৬ জায়া নমস্কার করে।।
চোতুর্দিগে১৭ সেনা গোন বলে হোরি হোরি।
চৌদোলে১৮ চোড়িয়া বালা১৯ বেহুলা শুন্দরি।।
চৌদোলে চোড়িয়া২০ বালা চাম্পা বোতি২০ জায়।
উজানির সর্ব লোক করে হায় হায়।।
জগোত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল প্রকাশ।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তেরো ।।
১ কান্দে, রামা লো কি হৈল কি হৈল ২ বেলনি, কেবল (গ) পুথিতে আছে ৩ নাই ৪ মানুষ করিনু আমি ৫ কোছার ৬ বলে বাছা ৭ করিহ ৮ করিহ স্বামীর তুমি মনহিত কর্ম্ম ৯ শাস্ত্রে কহে স্বামীর সেবা যুবতীর ১০ শাশুড়ী ... মহা ১১ রাখিহ বচন ১২ জাঅ ১৩ মিছ্য দোষে ১৪ হৈয়া ১৫ উঠিল ১৬ শাশুড়ীর ১৭ সৈন্য ১৮ চড়িল ১৯ দোসর ২০ বাছা চাম্পালিকে।

।। একশ চৌদ্দ ।।

১ঘুচায় ঘুচায় প্রভু নেতের অছাড় প্রভু ঘুচায় ঘুচায় ... ধু১

চৌদোলে চোড়িয়া ২বর কন্যা যায়২ রঙ্গে।
চন্দ্রমা ৩রোহিনী জেন৪ চলে একো সঙ্গে।।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিলো জতো ঠাট।
প্রথমে পাইলো ৫জায়া উজানির ঘাট।।
বালি বলে প্রাননাথ৬ দেখি জল৬ খানি।
বালা বলে৭ ইহা কেবল নদী৭ উজনি।।
নৌকাতে৮ বান্ধিলো নদি উজানির জল।
তিলেকো৯ হোইলো পার জতো পায়৯ দল।।
বানিয়ার১০ লোক সব১০ উজানি হৈলো পার।
প্রথমে পাইলো জায়া১১ সাণ্খারি বাজার।।
১২বেহুলা বলেন, প্রভু১৩ কহো এই ঠাই।
১৪ই দোর্ব্ব কি১৫ কাটে ঘুনে১৫ তোমাকে সোধাই।।
বালা বলে১৬ শুন তুমি১৬ প্রাণ পিয়া১৭ মর।
এই১৮ সাঁকারির সঙ্ক হাতে১৯ দেখি তোর।।
২০বান্যা হাটী জায়া বালি করে জোড় হাত।
কি দোর্ব্ব বিকায় এই২১ বলো প্রাণনাথ।
বালা বলে বিদ্যাধরি অবোধ অবলা।

তুমি আমি ২২পরি আছি২২ এই পুষ্পের মালা।।
২৩গোপ হাটী জায়া বলে বানিয়ার ঝি।
পসারে পসারে২৪ বেচে এই দোব্ব কি।।
বালা বলে জ্ঞান তোর ২৫নাহি অদ্যাবধি।২৫
সকল কর্ম্মে লাগে ২৬প্রিয়া দুগ্ধ আর দোধী।।
২৭সেন্দুর হাটী২৮ দিয়া চৌদোল২৯ লয়া জায়।২৯
চরনে ধোরিয়া বালি বালাকে ৩০সোদায়।।
রাঙ্গা রাঙ্গা কি দর্ব্ব ৩১বোলিও মর তরে।৩১
বালা বলে৩২ সেন্দুর কপালে৩৩ দেখি তোরে।।
বানিয়া কাঁসারি ৩৪হাট বায়ন্য৩৪ বাজার।
একে একে সকল নগর হৈলো পার।।
৩৫বাহির দুয়ারে জায়া দিলো দরসন।
৩৬বিরচিয়া গায় কবি ৩৬জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চৌদ্দ ।।

১ ও প্রাণ যায় রে যে বালী তোর বদন দেখিএগ ২ দুহে যায় মহা ৩ চকোর ৪ জলে ৫ গিয়া ৬ গিয়া ৬ কুন নদী ৭ এই দহ শুনহ ৮ য়ে ৯ উত্তরিল সব চান্দের প্র ... ১০ প্রদল ১১ শঙ্খাই ১২ বেননী ১৩ রহ ১৪ এ ১৫ কার্য্যে ঘসে ১৬ শিশুবুদ্ধি ১৭ তোর ১৮ শঙ্খাইর ১৯ দেখ ২০ মণি ২১ শুন ২২ প্রহ্নিয়াছি ২৩ গোয়াল ২৪ প্রভু ২৫ নাই বিদ্যাধরী ২৬ এই ২৭ সিন্দুরিয়া ২৮ যাএগ ২৯ রহায় ৩০ শুধায় ৩১ কহিবে প্রভু মোরে ৩২ সিন্দুর ৩৩ দেখ ৩৪ হাটি বায়ান্ন ৩৫ বাড়ির ৩৬ পদ্মার আদেশে গায়।

।। একশ পনের ।।

১নানা পাটের পাটের বেলোল খোপা
বিনদ আইলো মর ঘরে ... ধু১

বিভা করি আইলো বালা বোধু২ আইলো ঘরে।
আনন্দে সুন্দরি সোনা সুমোঙ্গল করে।।
মাথায়৩ চালোন বাতি সোখি গোন সঙ্গে।
৪রাহো গোন লইয়া চলিল মহা৪ রঙ্গে।।
৫দম্পোতি সহিতে বালা৫ ৬করে নমস্কার।৬
চিরজীবি হয় সোনা বলে৭ লক্ষ বার।।
পুত্র৮ বোধু মস্তকে৯ তো দিলো৯ দুর্ব্বা ধান।
আগে১০ পাে নিছিয়া১১ ফেলিলো গুয়াপান।।
আগে আগে১২ টানি জায়১২ ভিঙ্গারের পানি।
পুত্র বোধু১৩ পরছীয়া লইলো১৪ বান্যানি।।
১৫পিড়ায় বোসিয়া সোনা ১৬পরছোয়ে বধু।

অঙ্গুলে বোধুর মুখে১৭ পরছায় মোধু।।
পাটিতে বসিয়া বর কন্যা খেলে জুয়া।
দোহার১৮ বদনে দুই জনে দেয় গুয়া।।
১৯চান্দ বোলে সনেকা১৯ কি ২০করি মোর রঙ্গে।
বিসম বিবাদ২১ মাথে মনসার সঙ্গে।।
২২আজিকার রাত্রি২২ কুসলে পোহায় জাগরণে।
প্রভাতে করিহ রঙ্গ জত যাছে মনে।।
২৩সুন প্রাণ পৃয়ে২৩ ঘুচাও২৪ উলা মেলা।২৪
পুত্রবধু ঘরে২৫ নেও সুভক্ষণ বেলা।।
স্যামির বচনে সোনা চলিল সত্তরে।
পুত্রবধূ রাখিলো২৬ কাচের মেড় ঘরে।।
ডাকিয়া আনিল সাধু রোঝা ধনন্তরি।
ঘরের ভিতরে রাখে নেউল২৭ মুসুরি।।
চোতুর্দিগে২৮ প্রহার রাখিল সারি সারি।
আনন্দ হৈয়া নাচে চান্দ অধিকারি।।
জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি২৯ করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পনের ।।
এই গানটির অর্ধাংশের পাঠ ৪৫নং পুথি থেকে নেওয়া। বাকি অর্ধাংশের পাঠ ৫২নং পুথি থেকে তৈরী। পাঠান্তর ১৮ থেকে পরবর্তী পাঠ তুলনা করা হয়েছে ৪৫নং পুথি-পাট -এর সঙ্গে। ১ বিধি মোরে মিলাইল ওহো ও অমূল্যের নিধি ২ লৈল ৩ চালুন ৪ পুত্রবধূ বরিতে সনকা যায় ৫ শাশুড়ীর পায়ে বালি ৬ শব্দ দুটি আগে পরে আছে ৭ জিয় জিয় সনকা কহিল লক্ষ ৮ বধূর ৯ অর্পিল ১০ পাশে ১১ ফেলায় ১২ ঢালিয়া ফেলে (গ) পুথিতে পাঠ ঢালি যাত্র ১৩ বরিএগ ১৪ বানিয়ানী ১৫ পিড়িতে ১৬ পরিচয় ১৭ পরশায় ১৮ মুখেতে ১৯ বলেন চাম্পাইর পোতি ২০ বা ২১ মর ২২ আজি মর ২৩ সাধু বলে সনেকা ২৪ দেখি খেলা ২৫ নেহ ২৬ গোদার ২৭ মোউরি ২৮ চৌকি ২৯ কবি করিল।

।। একশ ষোল ।।

১চলো সুবদনি গমন করো গমন করো
কাঞ্চনের মেড় ঘরে কড়ার নাহী ডর
চলো সুবদনি রে ... ধু১

*ধীরে ধীরে সুন্দরি বাড়ায়ে দিল পা।
পায়ের নেপুর কাড়ে সুলোলিত রা।।
মেড়ের ভিতর জায়া দিল দরসোন।
মেড় দেখি বেহুলার প্রফুল্ল বদন।।
পালঙ্ক সোর্য্যা পাড়িতে বান্যালী ভালো জানে।
ঝাড়িয়া পাড়ীলো রামা নেতের বসনে।।

ঝাড়িয়া পাড়েন রামা নেপো নেহানি।
তাহার উপোরে পাড়ে পাটের পাথহরি।।
জুতি মালোতির পুষ্প পাড়িলো বিস্তর।
তাহাতেই বোসিলো দুর্লোভি লোখিন্দর।।*
বালা বোলে সুন প্রিয়ে ২সুলক্ষনি নারি।২
তুমি যামি ৩কৌতুকে খেলিব পাসা সারি।।
লজ্জা৪ পরিহর কর ৫খেলাতে দেহ ৬চিত।
বিবাহের রাত্রে খেলা খেলিতে৭ উচিত।।
৮বালি বলে প্রভু৯ মুই না১০ খেলাডি খেলা।
হারিলে তোমাকে আমি কি দিব অবলা।।
বালা বোলে আমি১১ হারিলে দিব অষ্ট অলঙ্কার।
তুমি হারিলে১২ দিবে সুরতি শিঙ্গার।।
পাতিয়া পাসার১৩ ছক১৪ রচিলেক সারি১৪।
দুই জনে১৫ দান ফেলে দস দুয়া১৫ চারি।।
১৬সাত বাজি জিনে১৭ বালি বালার১৭ হয় হারি।
মদন তরঙ্গে বালা১৮ হারিল পাসা সারি।।
কাড়া কাড়ি করতি১৯ পরসা গেল১৯ অঙ্গ।
হৃদয় উঠিল বালার মদন তরঙ্গ।।১৬
তুলিয়া ফেলায় পাসা২০ চাহে আলিঙ্গন।
রচিল ২১ পদ্মার বরে ২১ জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ষোল ।।

১ ব১ নং পুথির ধুয়া - ও কানাইর বাসি রাধা রাধা বলি ডাকে / রহিতে না পারি ঘরে পড়লি বিপাকে লো ই ও * তেকে * চিহ্নিত অংশের পাঠ দে৩ নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত। আশু, বা ব১ এ এই অংশ নেই। পরবর্তী অংশের পাঠ ব১ পুথি থেকে নেওয়া। পাঠান্তর আশু বা দে৩ নং পুথির। ২ বচন আমারি ৩দুইজনে ৪ পরিহরিয়া ৫ কোথাতে ৬ চিত ৭ সর্বজোন ৮ বেহুলা ৯ আমি ১০ জানি, আশুতে খেলিব ১১ হো আশু তে নাই ১২ দেহো ১৩ সাজ, আশুতে ঘর ১৪ বান্ধিলো চয়ারি ১৫ আশু, খেলে পাশা বার তিন ১৬ আশু তে এই অংশ নাই ১৭ বালা বালি ১৮ জিনে ১৯ পরসো হৈলো ২০ মাঙ্গে ২১ পাঁচালি কবি

।। একশ সতোর ।।

বালা বেলে প্রাণ প্রিয়া দেহো আলিঙ্গন।
বিরহ বেদনার প্রান না জায় সহোন।।
দেখিয়া তোমার রূপ মদনে হানে মোন।
প্রাণ রাখো বানিয়ানি দেহো আলিঙ্গন।।
তোমার বচন জেন কোকিলের ধোনি।
বিরহে পুড়য়ে অঙ্গ শুনু সুবদনি।।
চাম্পার পাথোরি জেন তোর হাত পায়।

নাইনি যৌবপৃিয়ে তিলেকো দেখায়।।
একান্ত কোরিয়া মনে রূপো নিরোক্ষন।
দিবা, রাত্রি ভেদ কিছু নাহী আমার মোন।।
কতো জর্ম্ম ভোরি আজ তপোস্যা কোরিলাম।
তোমা হেন রূপোবোতি প্রাণ প্রিয়া পাইলাম।।
জগোতজিবন কোবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি কোবি কোরিলো প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সতের ।।
১১৭ সংখ্যক এই গানটি কেবল দেত (৪৫৫ নং পুথি) তেই আছে। আশু বা ৫২৪ সংখ্যক পুথিতে এ গান নেই ফলে পাঠান্তর দেওয়া গেলনা।

।। একশ আঠার ।।

ত্রিপদী

বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া　　কোলে ১আইস বৈস সিয়াঁ
　　ছাড় পাসা কিসের ধামালি।
দেখিয়া২ তোমার ঠান　　মদনে হানিল৩ প্রাণ
　　প্রাণ রাখো বাঞ্রার বালী।।
কুনবিধি বিচক্ষণ　　একান্ত ৪করিয়া মন
　　৫তোমার রূপ নিরমিল ৬বিধি।
আমি কত জন্ম ভরি　　৭কঠুর তপস্যা করি
　　তোমা হেন ৮পাইলাম রূপশি।।
মুখতোর মনোহর　　সরতের সসোধর
　　৯দাড়িম্বের বিচি জিনি দন্ত।
তিলফুল নাসাখানি　　১০কুকিল জিনিয়া রানি।
　　দেখিয়া দেবতা মুরছিত।।
১১ভুরূর ভঙ্গিমা১২ ঠান　　কামের কামান খান
　　১৩তুল দুই নয়নের কোল।১৩
কটাক্ষ১৪ ইঙ্গিত শর　　হানি কৈল জর জর
　　মৃগরূপে বানিঞার মন।।
এ দুই সুন্দর চক্ষু　　১৫জেমত ক্ষঞ্জন পক্ষ
　　অধর জিনিয়া বিম্বু ফুল।
১৬ফুটিল করবি ভার　　চামর উপমা তারা
　　বাহু জুগপখে যে ১৭ মৃনাল।।
মধ্যে কেসরি রাজ　　দিয়াছে আপন মাঝ

১৮কমল কোটার দুই স্তন।
১৯হস্তে কিবা অগ্নি আছে   সিতল২০ বহিছে কাছে
২১দুর হৈতে দেখি২১ পোড়ে মন।।
ধন্য২২ তোমার জন্মদাতা   সফল তোমার মাতা
তোমাকে২৩ উদরে দিল স্থান।
তুমি হেন রূপবতী   ২৪তুমি সে আমার পত্নি২৪
২৫তুমি সে অধিক ভাগ্যবান।।
২৬এক নিবেদন করি   শুন শুন প্রাণেশ্বরি২৬
মদন২৭ দহনে দুঃখ২৮ পাহি।
দেহ২৯ মধু পান দান   রাখহ আমর প্রাণ
ঘোঙ্গট৩০ ঘুচাহ মুখ৩০ চাই।।
জগত জিবন কবি   বন্দোমা মনসা দেবি
৩২সুক্ষ্য মুখ্য বরের কারণ।
দুখ দুষ্ট সর্প্পভয়   সব করিতে ক্ষয়
বোন্দ দেবি পদ্মার চরণ৩২।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আঠার ।।

১ আসি ২ তুমার ৩ বার ৪ করিঞা ৫ তোর ৬ বসি ৭ কঠোর ৮ পাইনু ৯ ডালিম্বের ১০ কোকিল ১১ ত্রিভঙ্গ ১২ ঠান ১৩ স্তন দুই কমলের কলি১৪ ইষৎ ১৫ যেমন ১৬ কুটীল ১৭ যেমন ১৮ কনক ১৯ তাতে কিবা নিধি ২০ বহিল ২১ দূরত দেখিলে ২২ তোর ২৩ গর্ভতে ২৪ আমি সে তুমার পতি ২৫ আমি ২৬ লাইন দুটি আগে পরে আছে ২৭ জ্বালায় ২৮ পাঅ ২৯ আলিঙ্গন ৩০ ঘুচাহ ৩১ চাঅ ৩২ দ্বিজবর অস্তিকের মাতা / অষ্ট নাগ অধিকারী-জরৎ কার মুনির নারী / সেবকে হইবে বরদাতা

।। একশ উনিশ ।।

ত্রিপদী

রচিত কাঞ্চন ঘরে   বালা বোলে উচ্চশ্বরে
প্রাণ রাখ সাহের নন্দিনি।
মুকুর কিঙ্কিনি   করে সুমধুর ধ্বনি
বালা বোলে গদ মদ ভাসে।।
দেখি তোর রূপটান   ধরিতে না পারে প্রাণ
কাতরে বলিয়ে বালি।
হেরি মুনি ময় বান্ধে   মনোরথ বান বিন্ধে
মরমে দংসিল মৃগ মনে,
তুদধি দহিতাপতি   তারা কর্ম্মে জারস্থিতি
হেন বির নিধনের আসে।
তাহার বাণ হানিয়ে   গতি চার অতি মন্দ
কনকরব মঞ্জুর প্রকাসে।।

হার সুত মার জায়া আরোহন বিড়ম্বয়া
রাম রম্ভা জিনি উরূভার।
দেখিয়া তোমার রূপ ধরিতে না পারে বুক
রাখো প্রাণ কঙ্কন আমার।।
জেহর মানল ঐরি প্রেসঙ্ক প্রধান করি
প্রকাশিত জাহার প্রভায়।
তোরগিরি উদয়াস্ত কুচকুঠা করে প্রাপ্তি
মধ্য দিবা পাদুকা শোভায়।।
সুগ্রিব অগ্রজ সুত হেমহিরা সুনিশ্চিত
বুক সুতে য়ধিক বিরাজে।
তিল ফুল জিনি নাসা, কোকিল জিনিয়া ভাসা
কবরিতে মাল্ব করি মানে।।
সুন সেন নৃপ সুতা তাহার তনয় জাতা
তার মুনি জনকর ছটা।
উপরে বিমান পদ রজত ভুসন হৃদ
কেস মেঘে সাদা মিনি ঘটা।
সকট বাহন সখা ঐরিসহে করে দেখা
তারাপতি তাহার মিসানে।
উপবাস সেই কালে অপরূপ ক্ষিতি তলে
বানি তোমার বদন মন্ডলে।।
তোমার পদতল ফুটিল কমল দল
প্রিয়ে মাথা তুলিয়া কত্ত কথা।
হৃদয়ে মদন দয়া কর মোরে পরিচয়
মনের ঘুচুক মন কথা।।
বিচিত্র কবারি মাল ফিরে তথায় নিজান
মনি চাঁদ তথি দোলে।
রত্নময় কন্যপুর তোমার করমে দুর
চঞ্চল বিহ্বল কোপনে।।
বদন সারদ ইন্দু তথি ঘাম বিন্দু বিন্দু
সুধাংসু মন্ডলে জেন তারা
রাহু তোর কেস পাশ আইসে করিতে গ্রাশ
পুন্যের সময় হই পারা।।
নাহি লখি অনুমানে অপাঙ্গ ধরসি উলে
কজ্জল গরল নিকেতন।

তোর কান্ড কার ফান্দে মোর মনমৃগ বান্ধে
করি তরে ধইর‍্যা ইসন্দান।।
জিনিঞা প্রভাত রবি কপালে সিন্দুর ছবি
তার কোনে চন্দনের ছান্দা।
এরূপ মাধুরি তোর আমার লোচন চোর
হরিয়া মানস নিলে বান্ধা।।
অপাঙ্গে কটাক্ষ বালী মুখে মৃদু মৃদু হাশি
চামরির পুছ জিনি কেস।
সুক্রের ধনুক জিনি নয়নে পলকদি
কেসরি জিনিয়া মধ্য দেস।।
আহুঅতি ক্রোসোদরি ভার দুই কুচাগার
বাম রম্ভা জিনি উরুভার।
তোর কুচ অনুপাম মনিমুকুতার দাম
মেরু ভৃঙ্গে মন্দাকিনি ধার।।
পদ্মার চরনেচিত রচিল নৌতনগিত
দ্বিজ করি জগত জিবন।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ উনিশ ।।

গানটি আশু. বা দে৩ নং পুথিতে নাই

।। একশ কুড়ি ।।

১ও কুঞ্জ বনে ফুলের ঘরে
স্যাম কানা ধামান করে
রাধার সহেল ও ওই ... ধুয়া১

লখাইর বচনে বালি না দিল উত্তর।
ফিরিয়া২ উত্তর করে২ বালা লখিন্দর।।
৩আকুল হ্রিদয়ে বোলে দুল্বভ লখাই।
মুখ তোল সুন্দরি বদন৪ তোমার চাই।।
তোমার৫ বদন দেখি৫ প্রাণ নহে স্থির।
৬জিনিয়া মদন৭ অগ্নি দহিল সরির।
সেই৮ ধন সাফল৯ সংসারে বোলে ভাল।
১০দিন দস করিলাঙ জেন১০ রহে১১ চিরৎকাল।।
বোন মধ্যে হরিণ না১২ পায় তির্ণ্য ঘাস।
১৩কুসুমের মধ্যে জেন ভ্রমর প্রকাশ।।১৩

১৪পুরুস পাগোল কামে যুবতি আছে পাস।
এইসব জুবোতি করায় উপোহাস।।১৪
তোমার মিলন মুখে১৫ দুখ লাগে১৫ মনে।
প্রাণ রাখ বিদ্বাধরি মধুর বচনে।।
স্যামির বচনে বালি১৬ প্রত্যয় করে।
জগত জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ কুড়ি ।।

১ দেও ধুয়া - কালাগুণ মুনি মর কালাগুন মোনিরে ২ বলয়ে পুন, আশু, তে ফিরিয়া উত্তর করে ৩ আনন্দ ৪ তোর, আশু বদনখানি ৫ যৌবন ৬ জ্বলিল ৭ রাগে ৮ নারী ৯ লোকে ১০ হেন কার্য কর যস ১১ আশু, তে চিরকাল ১২ আশু খায় ১৩ কুম্ভ মেরু মধ্যে কেলি করে পরকাস, আশু অলি পাড়ে উপবাস ১৪ এই লাইন দুটি দে ৩নং পুথির, আশুতে করায় = কহিলে ১৫ স্বপ্নো বড় ১৬ প্রত্যুত্তর

।। একশ একুশ ।।

১ত্রিপদী

শুনিঞা সযামির বানি   মনে কন্যা অভিমানি
বাক্য২ বোলে গদ্যভাসে২।
পণ্ডিত হইঞা নাথ   বাক্য বোলে ৩অজুহাত
প্রাণমোর কম্পিত ৪তবাসে।।
বিভার রাত্রে৫ নিজপতি   কিবা জানি ৬রঙ্গরতি
৭ভয় মোর প্রাণ নহে স্থির।৭
জেমত জেমত ৮নারি   ৮বৎসর ছয় মাস পালি
তুমি কর সাস্ত্রের বাহির।।
১০সুন্দরি হেনা বল   না বল কিছু আর।
সুন সুন প্রাণ প্রিয়ে   মদনে দহয়ে হিয়া
দেহ মোরে সুরতিশিঙ্গার।।১০
১১সুন সুন দুর্জ্জন মুর্খ পণ্ডিত   তোমাকে কহিয়ে হিত
দেখ পসু পতঙ্গ বিচারিয়া।
সুন্দরিহে কিছু না বলহ প্রাণ প্রিয়া।।১১
১২সকলের হৈল জ্ঞান   টলমল করে প্রাণ
বিসম মদন তরঙ্গ।
অখিলের পতি হর   মদনে দিগম্বর
তার ধ্যান করে ভঙ্গ।।
তপস্যা করিয়া পতি   পাইল পার্বতি
মনিশ্বের কতেক গিয়ান।
প্রিয়া স্থির নাহি হয় প্রাণ।।

আনন পরসিলে কমল নঞানী
তরল হৈয়া জায় ঘ্রি।
মরতি পরশনে পুরুস চঞ্চল মনে
সুন সুন বানিঞার ঝি।।
জখন ফুটিল ফুল গন্ধে উড়েয়লিকুল
পাইলে মকরন্ধ যায়।
বিলম্ব সমিরণ করে সুমঙ্গল গান
অরূণ কিরন সুখায়।।
বান্ধিয়া রাখে মন নিদ্রায় অচেতন
সেজন মরিলে কিবা দোস
ধনি নাকর না কর অশোন্তোষ।
১৩চতুর্বির্দ রূপরায় ১৪সর্ব দেশে গুন গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র১৫ অনুপম তার১৬ পুত্র ঘনেশ্বাম
১৭বিরচিল জগত জিবন।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একুশ ।।

১আশু অর্দ্ধেক নয়ানে বসবতী ... ইত্যাদি সূচক একটি ধ্রুবপদও আছে ২ কহে গদ গদ স্বোরে ৩ আশু অযথার্থ ৪ প্রাণ অন্তর ৫ প্রাণ ৬ পুথি পাঠে রঙ্গ রতি আছে ৭ নাই ৮ বালি পালহ আশু না হইল ১০ নাই ১১ পণ্ডিত জানিয়া তোকে বাপ মায় দিল মোকে মুর্খের নিন্দিত কর কর্ম ১২ নাই আশু তে দুই একটি পাঠের মিল আছে ১৩ চিত্রবুদ্ধী আশুতে চৌধুরী ১৪ শাস্ত্রে ১৫ ঘনশ্যাম ১৬ শুত উনুপাম, আশু তে কনিষ্ঠ অনুপাম ১৭ রচিলেন

।। একশ বাইশ ।।

ত্রিপদী

পিয়ে সহচরি য়ামি তোরে বলি
পদতলে ফুটিল কমল।
হানে পঞ্চবান আকুল পরান
চিত্ত করে টলমল।।
মন মত্ত হাতি ছোটে দিবারাতি
নেবারি শান্তি অঙ্কুসে।
সুন সহচরি সাস্ত্রে কৈলাচুরি
হস্তি নেবারিব কিসে।।
অনেক নগর ভ্রমি নিরন্তর
তোমা হেন নাহিক রূপসি।
রম্ভা তিন উমা সচি সত্য ভামা।

কমলা কিবা উর্ব্বসি।।
দেবাসুর গণে অমৃত বন্টনে
শ্রিহরি হৈলামহিনি।
তাহা দেখি সুনি হইলা ব্যান্ধনি
সঙ্গেত ছিলেন ভবানি।।
দেখিয়া মহিনি দেব সুলপানি
আকুল হৈল মনে।
নারির চরিত্রে লেখিল ভারথে
অস্থির হব কাম বানে।।
রূপসি কমল কামে টলমল
গগনে উড়িত জেন তারা।
খলন হৈল রেত ভুবন বিদিত
ধরনি উপরে হৈল পারা।।
বাসুকি করিয়া দড়ি সুমেরু করিয়া নড়ে
মথিয়া ছিল সাগর খিরোদ।
পিএ্যাছেন সেহিকাল তুমি এথাবিত জাল
বানিগজ কুর্ম্ম দেখি চার পদ।।
বিবিধ সুনকথা হবিল দুহিতা
মহিনিজার আক্ষান।
এ কোমল কেতু ধর্ম্ম নাসহেতু
করিলা তার তার সন্মান।।
দেব সুরপতি তার সুনগতি
হরিল গৌতম দ্বারা।
মদন আরথি ভজে নিসাপতি
গুর জায়া হরে তারা।।
সাধুর ভীরথি সুনি মধু বতি
বালি করে জোড় কর।
পণ্ডিত জানিয়া তোকে বাপ মায় দিল মোকে
হাড়ি চণ্ডালের কর্ম্ম ধর।।
সুন সুন প্রারপতি আজি বিবাহের রাতি
না করিহ কর্ম্ম বিপরিত।
বন্ধিয়া পদ্বার পায় জগত জিবনগায়
বিরচিল মধু সনগিত।।

৩

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বাইশ ।।
এই গানটি দে৩ পুথিতে নাই। আশু তে ত্রিপদী সূচক এই রকমই একটা গান আছে যার শব্দ বন্ধন আলাদা। গানটি "না বোল কুবানী" দিয়ে শুরু হয়েছে। কিন্তু সেখানে এই রকম শাস্ত্র উদ্ধৃতির উল্লেখ নেই।

।। একশ তেইশ ।।

১লাচারী

২আরে মন প্রাণ মোর হরিযা
চিত মোর হরিযা নৈলরে নয়নে
নঞান রে দিয়া২ ... ধু

বানিঞার বচনে৩ বালির কাপে হিয়া।
চন্দ্রমা কম্পিত জেন রাহুকে দেখিয়া।।
৪পুরুষ চতুর জাতি জুবতি সর্ম্পাস।
এসব যুবতি গান করিতে উপহাস।।
তোমার মলিন মুখ দেখি সুখ বড় মনে।
প্রাণ রাখো বিদ্বাধরি মধুর বচনে।।
বালি বোলে প্রভু না বল হেন বানি।
তোমা ডরে অবলার হানে প্রানখানি।।
তোমার বচনে প্রভু কাপে মোর হিয়া।৪
৫চন্দ্রমা কম্পিত জেন রাহুকে দেখিয়া।৫
হরিনি৬ ত্রাসিত জেন সমুখে দেখি৬ বাঘ।
হস্তিনি বিকল জেন সিংহ ৭প্রায় নাগ।।৭
সঙ্কটে৮ ঠেকিঞা বালি৯ জোড় করে হাত।৯
১০আজি রাত্রে রক্ষা করহ প্রাণনাথ।।
চরণ ধরিয়া বালি করে হাত্র হাত্র।১০
জোড় হস্তে বিদ্বাধরি সযামিকে বুঝায়।।
১১প্রভু বিভাররাত্রে সুরতি না কর মন্দ কাজ।
ত্রিভুবনে কলঙ্ক১২ রহিবে মহালাজ।।
কাচা বেল ডালিম্ব খাইলে১৩ মুকে লাগে১৪ কসা।
কলিকা কমলে কি ভ্রমরে পায়১৫ বাসা।।
কাচা দুগ্ধ১৬ পিতু প্রভু১৬ পানির সমান
১৭অবর্ত্তিয়া খাইলে১৮ দুগ্ধ মধু করে পা।।
কাচা ঘায় কাটা দিলে ১৯বড় দুঃখ পায়১৯।।
পাকা ঘায়ে কাটা দিলে ডালিয়া২০ সুকায়।।

২১সুকায়া পোড়াইয়া২১ ২২খাও জাবত২৩ দড় নহে।
কাচা হাড়ি কিনিয়া২৪ আসিলে লাকে বহে২৪।।
কাচা খেড়২৫ কাটে না হায় কেহো২৫ চাল।
২৬তরনা বাসের২৭ ধনুক রহে কত কাল।।
২৮পাকিয়া ফুলিয়া বাস থোপে হয় ঝুনা।
সুজান ধনুকে হৈলে টিপেত চড়ায় গুনা।।২৮
প্রথমে২৯ রূপে গাছ নিচে৩০ দেই জল।
জত্ন করিলে৩২ গাছের পাছে খাই৩২ ফল।।
৩৩ঝুটতে জত্নন নাহি৩৩ অজতযন করে।
কি ফল ফলিবে গাছ ডাল *সুনে মরে।।
তুমি বিদগদ প্রভু আমি সিসু নারি।
৩৪তোমার বিক্রম* আমি সহিতে না পারি।।
হাতে৩৫ ধরো প্রাননাথ৩৬ পাও ধরো৩৬ তোর।
আজি৩৭ নিসি ক্ষমা দিয়া৩৭ প্রাণ রাখ মোর।।
জাগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তেইশ ।।

১ নাই ২ কদোম্ব মুঞ্জরিলো ও দিয়া কালেবে লোইলো প্রাণ মুরারির সরে বা, আশু র ধুয়া ভিন্ন এবং অতিরক্তি দুটি লাইন - না বোল প্রারের নাথ ... ইত্যাদি ৩ বিহুলার ৪ আশু তে নাই ৫ লাইনটি দু-বার আছে - লিপিকর প্রমাদ হওয়া সম্ভব ৬ কাতর দেখিয়া বনের ৭ পাইলে লাগ ৮ পড়িয়া ৯ করে হায় হায় ১০ নাই ১১ নাই ১২ পাইবে ১৩ নাই ১৪ কম ১৫ রস ১৬ খায় যেন ১৭ অডিটিয়া ১৮ যেন ১৯ শুখাএগ পোড়াএগ ২২ নাই, এই শব্দটি না থাকায় আশু র এই লাইনের অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে ২৩ দঢ় ২৪ আনিলে নাকি রহে ২৫ কাটিয়া কেহ না ছাহে - অর্থ স্পষ্ট তর হয়েছে - ২৬ তরলা ২৭ ধনু ২৮ নাই, ব১ নং পুথিতে পাকিয়া শব্দটি দু বার আছে ২৯ রোপিলে ৩০ দিয়ে ৩১ নাই ৩২ তার ফল ৩৩ রোপন করিয়া গাছে ৩৪ তুমার ৩৫ ধরি ৩৬ পায়ে পড়ি ৩৭ রক্ষা কর দে ৩ নং পুথিতে বেল ও ডালিম্ব আলাদা দুটি লাইনে আছে ২২ দে৩ নাই ২৫ দে৩ ছায় ২৬ দে৩ এ একলা * দে৩ এ মূলে সাধু ৩৭ দে৩ এ রাত্রি

।। একশ ছাব্বিশ ।।

১সুন সুন২ প্রাণপ্রিয়ে সাহের ঝিয়ারি
৩হানিল মদন৪ বাণ সহিতে না পারি।।
৫দেকিয়া তোমার রূপ প্রাণ নহে স্থির।
জলিএগ মদন য়গ্নি দহিল সরির।।৫
৬জৌবন জানিবে৬ কনর্যা ৭ভাদ্র মাসের৭ তাল।
৮বরুনার জল পুয়ে৮ না রহে সর্ব্বকাল।।
জিবন জৌবন৯ পুয়ে গোউরর্ব্ব৯ কিছু নহে।
সফল জিবন কন্যা১০ জার জস১০ রহে।।
সফল জিবন কন্যা১০ জার জস১০ রহে।।

জতেক কাতর কথা১১ কহিলি কামিনি।১১
১২সকলি উত্তম কথা মিথ্যা নাহি জানি।।১২
১৩নারিকেল ওয়া আর১৪ পান তাল।
১৫কাটিতে উত্তম১৬ য়তি পাকিলে১৭ ও ভাল।।
সাক্ষাতে সুন্দরি তুমি মহাকালের ফল।
ভিতরে ১৮কুচ্ছিত কাল১৯ কান বাহিরে উর্জ্জল।।
২০সিরি সুন্ধ মুখ২০ তনু অতি সুসভিত।
২১কাটিল পাথরে২২ কন্যা নিস্মাইল চিত।।
দেখিয়া তোমার রূপ২৩ স্থির নহে২৪ মন।
২৫রতি দিয়া প্রাণেশ্বরি রাখহ জিবন।।
সুন প্রিয়ে সহচরি প্রাণ নহে স্থির।২৫
কাষ্ঠের সরির হইলে হৈত চৌচির।।
আজি যদি সুরতি না দিবে বিদ্বাধরি।
লাগিবে পুরুস২৬ বর২৭ কহিল নিষ্ঠা২৭ করি।।
২৮স্যামির বচনে বালি প্রতি উত্তর২৮ করে।
জগত জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চব্বিশ ।।
১ বাখে কেন ২ আশু তে রাখহ জীবন ৩ হানিলে ৪ বাণে ৫ নাই ৬ নারীর যৌবন ৭ ভাদরের ৮ জীবন যৌবন কন্যা ৯ প্রিয়া স্থির ১০ স্বামী যার ১১ কহে বানিয়ানা ১২ সমস্থ উচিত মিথ্যা নহে একখানি ১৩ আগে আছে নারী আর ১৪ নাই ১৫ কাঁচায় ১৬ নহে ১৭ হয় ১৮ কুৎসিত ১৯ অতিরিক্ত পাঠ আশু তে নাই, লিপিকর প্রমাদ হওয়া সম্ভব ২০ সিন্দুর কমল ২১ ফটিক ২২ দিয়া ২৩ প্রাণ ২৪ স্থির ২৫ নাই, কাষ্ঠের শরীর হৈলে হয় চারি ২৬ সহ্যা ২৭ কহি নিষ্ঠ ২৮ জোড় হস্তে বিদ্যাধরি প্রত্যুত্তর দেত নং পুথির পাঠ ৫ নবিন যৌবন প্রিয়া স্থির কিছু নহে / সফল জিবন তবে জার জসো রহে ১৩ নারির যৌবন ১৫ ১৬ কাঁচায়ে উত্তম জাতি *নারির জৌবন দেখি ফল মহাকাল ১৮, ১৯ উপোরেতো শুরঙ্গ ভিতরে ছারখার ২০ সোরিরেতে মন ২৬, ২৭ হত্যা, কোহিলাম ২৮ জোড় হাতে রূপবতী প্রিতি উত্তর

।। একশ পঁচিশ ।।

১আজি কালিয়া কনবোনে রে সাজে
চুড় ধড়া মটুক বান্ধা মু রলি করে লও১ ... ধু

২পদ্মার বিবাদে প্রভু ৩বড় লাগে৩ ডর।
কালচক্র ফিরে তোমার ৪মাথার উপর।।
আজিকার রাত্র জদি সুভা৫সুভে জায়।
রজনি প্রভাতে রতি৬ দিবত নিশ্চয়৬।।
আজি৭ কার রাত্রি৭ জদি পদ্মা সাধে বাদ।
৮সভে নষ্ট৮ হৈলে প্রভু৯ হইবে বড়৯ প্রমাদ।।
তুমি পতি য়ামি১০ পত্নি বিধাতার লিখিত।

আজিকার রাত্রি প্রভু ক্ষেমা কর চিত।।
১১হাতে ধর প্রাণনাথ পায়ো ধরো তোর।১১
আজি১২ রাত্রে ক্ষেমা দিয়া প্রাণ রাখ মোর১২।।
১৩বেললির মুখে১৪ শুনি নিষ্ঠুরে বচন।
নিশ্বাষ ছাড়িল১৫ গন্ধ বানিঞার১৫ নন্দন।।
১৬পালঙ্কে বালিষ১৭ দিয়া করিল১৭ ১৮সয়ন।
১৯বাম পাসে সুয়ে বালি হরসিত মন।।১৯
২০জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।২০

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঁচিশ ।।

দে৩ নং পুথির পাঠান্তর - ১ আমি চরনে স্মরণ লইলাম না ছাড়ীও দয়া ২ অতিরিক্ত দুটি লাইন - তেজো বর নাগো সুরোতি অভিলাস / আজি রাত্রি শুভে স্বামী বড় প্রিতিয়াস ৩ প্রাণে নাহী ৪ মস্তকো ৫ মাত্র ৬ দিবো সর্ব্বথায় ৭ বজোনিতে ৮ সত্য নাশ ৯ পড়িবে ১০পোতিন, আগে পরে আছে ১১ পায়ে ধোরি মিনতি করিয়ে বারে বার ১২ আজিকার রাত্রি রাখো বচন ১৩ সুন্দরী ১৪ শুনিয়া ১৫ তবে বান্যার ১৬ শোয্যাতে ১৭ বালা বাম ১৮ শুইল ১৯ নাই ২০ দে৩ নং পুথিতে গান শেষ হয়েছে আশু তেও তাই। কিন্তু ব১ নং পুথি গান শেষ হয়নি।

।। একশ ছাব্বিশ ।।

১পিরিতি রসের বড় জাল্যালো সজনি
সোই রসের বড় জালা বা ... ১ ধু

২পদ্মার সোহিতে বাদ প্রমাদ বড় হৈলো।২
কুসুম সোর্য্যাতে৩ দোহে সয়ন কোরিলো।।
জাগিএগ্রা দেখিল৫ বালি নানা কুমঙ্গল।
স্যামিকে৬ জাগাইল বালি মন্তরে৬ বিকল।।
জাগ জাগ প্রাণনাথ হওনা চেতন।
৭সর্ম্পনে দেখিল আমি নানা কুমঙ্গল৭।।
বিপরিত দেখি প্রভু নানা অমঙ্গল।
৮বড় ভয় লাগে প্রভু মন্তরে বিকল।।
না জানি কি আছে প্রভু লালাটে লিখন।৮
দক্ষিন নয়ন তনু কাপে সর্ব্বক্ষন।।
নিরন্তর১০ ধকধকি করে মোর মন।
১০আনন্দ রাত্রিতে দেখি নানা কুসর্ম্পন।।১০
১১ওষ্ঠ মুখ সুখায় অন্তরে লাগে ভয়।
১২ক্ষেনে ক্ষেনে থাকি প্রাণ১২ চমৎকার হয়।।

বিবাহের রাত্রিতে আনন্দ১৩ ব্যাস মনে।
আপনি১৪ চক্ষের জল ঝুরে সর্ব্বক্ষনে।১৪
সয়নি মান্দর১৫ দেখি সোসানের ঘাট।
১৬মর্চান মষান দেখি সুবন্যের খাট।।
নৃত্ত গিত ১৭বাদ্য করূণা১৭ শুনে ১৮বোল।
তুমি মরা আমি সতি ১৯দেখি গণ্ডগোল।।
২০নানা ভয় লাগে প্রভু গায় উঠে ২০কাপ।
জথা২১ পৃষ্ঠ কার২১ তথা দেখি কাল স্বার্প।।
২২আনন্দের নিসিতে দেখি নানা ২২অদ্ভুত।
দুয়ারে দাড়াএগ আছে ২৩কাল দণ্ডদুত।।২৩
২৪স্থির নাহি হয় প্রাণ সদ্য উচাটন।২৪
২৫চামের দড়ি লোহার ডাঙ্গ ২৫দুতের মাজন।।
২৬সাজন করিল দুত লোহার ডাঙ্গ ২৫দুতের মাজন।।
তোমাকে২৭ লইতে দুত আইল সারি সারি।।২৭
২৮ইকড় উকড় হৈতে ২৮চক্ষে নিদ্রা নাই।
২৯না জানি প্রাণের নাথ কি করে২৯ গোশাএগী।।
জগত জীবন কবি মনসার মায়া।
করিবে ব্রহ্মানী মাতা নাত্রকেরে দয়া।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছাব্বিশ ।।

১ ধ্রুবপদটি দে৩ নং পুঁথির সংগ্রহ ২ একমাত্র দে৩ নং পুথিতেই পাঠটি আছে ৩ আশু পাঠ বালা ৪ জাগিতে ৫ সুন্দরি ৬ আশু জানায় কন্যা অন্তরে দে৩ এ - স্বপ্নন দেখিয়া বালি চিন্তে মনে মন ৭ নাই ৮ নাই ৯ আকুল-বযাকুল ১০ নাই ১১ উটি ১২ থাকিয়া থাকিয়া চিত্ত ১৩ বাসো, আশুতে জঞ্জাল পাঙ ১৪ আপন চক্ষের পানি পড়ে মনে মনে, আশুতে পড়ে ১৫ যেন ১৬ মৃর্ত্তকো ১৭ বাজন ক্রন্দনের ১৮ রোল ১৯ করি ২০ বিভিষিকা দেখিয়া সোরিতে হয় ২১ দিষ্টো চলে ২২ থাকিয়া থাকিয়া প্রভু দেখি আশুতে যেন দুত কাল ২৩ দে৩ এ জমকালো দুত ২৪ নাই ২৫ লোহার সোড়ী চামের দোড়ি আশুতে তাহার জঙ্গ ২৬ নাই ২৭ বোধিতে জেন দুতের সাজন ২৮ চক্ষু বুজি প্রাণনাথ ২৯ সাজয়ে বিধবা বুঝি দরিলো, আশুতে সদ্য এ বিধবা দেখি করিবে।

।। একশ সাতাশ ।।

১বালা বোলে পৃয়ো কছনা করিবে ভয়।১
২আনন্দে মোর কোলে সুএগ ৩ঘুম জাও
৪পাসানে নির্ম্মিত ঘর দ্বারে ধনন্তরি।৪
চতুর্দিগে লক্ষ লক্ষ ৫জাগিছে প্রহরি।।৫
৬পসানে নির্ম্মিত৬ ঘর ৭মাছঝা কাচ চাল।
চতুর্দিগে ৮লাগিএগছে লোহার ৯গজাল।।
পরনের ১০গতি নাহি ১১মেড়ের ভিতরে।।১১
ভয় না করহ প্রিয়ে ১২ বোলিলাঙ তোমারে।।১২
নেড়িল ময়ুর দুই ১৩সিত্তরে আমার।১৩

১৪পাইলে সর্পের লাইগ করিবে সংহার।।১৪
১৫দুয়ারে জাগয় ১৬বোঝা ধনন্তরি রায়।
ছয় মাসের১৭ ডস্ক জিঞায় জদি লাগে পায়।।
স্যামির বচনে বানিযানি১৯ আনন্দিত মন।
২০রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।২০

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাতাশ ।।
১ ভয় নাহী করো প্রিয়া সাহেব ঝিয়ারি আশু করিহ, ঝি ২ নাই ৩ যমকে ভয় কি ৪ পাথরের ঘরে কি করিবে বিসোহরি ৫ আশু জাগে সেনাপতি ৬ এক পাথরের ৭ আর, দেও এ তাতে ৮ বেড়ি আছেন জাল, দেও এ চারিদিকে বেড়ি ১০ সঞ্চার ১১ লোহার সব ঘর ১২ সাহের ঝিয়ারি ১৩ আশু সহজে অমর - কিন্তু অর্থগত দিক থেকে এই পাঠ উপযুক্ত নয় ১৪ আশু লাগ পাইলে সর্পকে করিবে আহার দেও এ লাগি ১৫ দ্বারতে, দেও এ দুয়ারেতে ১৬ মোর ১৭ মরা দেও এ জিয়য়ে ১৮ আশু বালী, ১৯ দেও এ রঙ্গ হৈলো ২০ দেও - আনন্দে কৌতুকে রহিছেন দুই জোন - দেও পুথিতে শেষ হয়নি গান।

।। একশ আঠাশ ।।

১রঙ্গসের প্রতি জোগে হারালাঙ বড়াই
কোন দিগে আড় বাসি বাজাল কাঞাই১ ... ধ্রু

২বালা বোলে সুন্দরি ক্ষুদায় দুখ্যো পাই।২
রান্ধ অন্য বেঞ্জন সন্তোষ ৩মনে খাই।।
বাসরের ৪ঘরে ভোজন না করিলাঙ ডরে।
লোকে বোলে৫ বিভার রাত্রে৫ কিবা৬ জোগ করে।।
বালি বোলে এতো রাত্রে ৭কোথাব সাজ্জ।৭
কেমতে৮ রান্ধিব মচ্ছ মেড়ের সমাঝ।।৮
৯বালা বোলে সর্জ্জ পাইলে রান্ধিবারে পারো।
কেমতে সুন্দরি তুমি সতি নাম ধরো।।৯
১০তিনগোটা নারিকেল১১ তিহড়ি করিয়া।
অন্য রান্ধ সুন্দরি মঙ্গল১২ চাউল১৩ দিয়া।।
ভ্রিঙ্গারের জলে রান্ধ ১৪জেমত তেমন।
১৫দুখ্খ সুখে বিদ্বাধরি করিব ভোজন।।
বালি বোলে১৬ পদ্মামাতা পাইলাঙ ১৬বড় ভয়।
সঙ্কট সময়১৭ মাতা হবেন১৭ সদয়।।
অর্ন্যপূর্ণা১৮ স্বরনে মনসা১৮ দিল বর।
নানা দ্রব্য ১৯পায় বালি মেড়ের ভিতর।
২০দ্রব্য পাইয়া বিদ্যাধরি চড়ায় বন্ধন।
রচিল পর্দ্দার বরে জগোত জিবন।।২০

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আঠাশ ।।

১ আশু ও চারিবেদে বোলো গো মা শঙ্কট তারিনী তব নাম ২ লাইন দুটি দে৩ নং পুথির ৩ আশু, করি ৪ নাই ৫ বিভা রাত্রি ৬ বাটনা ৭ কতিপাব সাজ, দে৩ কোথা ৮ রন্ধন করি মেড় ঘর মাঝ ৯ নাই ১০ বালা বোলে ১১ তেডরি আশু (গ) পুথিতে তেহরি খাচিএগ্র ১২ চাল ১৩ আশু দিএগ্র ১৪ আশু এবং দে৩ যেমন ১৫ মহাসুখে দে৩ এ সুখে ১৬ অভয়া পাইনু দে৩ এ পাইলাম ১৭ মতো হইয়, দে৩ এ কেন না হয় ১৮ রূপে পার্ব্বতী, দে৩ স্বরূপে ১৯ হইল, দে৩ এ পাইল ২০ এটি দে৩ নং পুথির পাঠ, ব১ এ গান শেষ হয়নি।

।। একশ উনত্রিশ ।।

১বাঙ্গা চরণে স্বরণ লৈতে মনে করিয়াছ সাদ
ভবানী গো মা ... ধুয়া

২বেহুলা সুন্দরি বান্ধে২ মনে হৈয়া সুখি।
বান্ধিয়ে স্বামীর ৩তবে ৪বেহুলা চন্দ্রমুখী।।
চন্দন চিরিয়া বালি করিলেন খড়ি।
তিন গোটা নারিকেল৫ খিচিয়া তিহড়ি৫।।
মঙ্গলের৬ তন্ডুল ভৃঙ্গারের পানি।
৭অর্ন্যপূর্ন্যা ৮স্বরিয়া অন্য রান্ধে বানিয়ানি।।
প্রথমে বান্ধিল ৯সাখ ফুল৯ বড়ির ভাজা।
হারিত্রা১০ মিসায়া তোলে১০ কদলির মাজা।।
ভাজিল১১ পোহাল মৎস চিতলের কোল।
১২সুকলি সুকুতা দিয়া মাগুরের১২ ঝোল।।
১৩পোনচারি করই মৎস দিয়া বাসের গাজা।।
সুকুতায় কুসান্ড বাজে সাখ দিয়া ছিল।
সড়া মাৎস দেয় লাউ বার্ত্তিকিত নিম।।
কৈ মৎস ভাজে আর কবুতরের ছায়।
বোহিত মৎসর ঝোল বান্ধিয়া সাজায়।।
বাপের ঘরে থাকিয়া বন্ধন ভালো জানে।
চেঙ্গ মৎস পড়িয়া জামির দিয়া সানে।।
বেসার বেঞ্জন রান্ধে আর ভাজে বড়া।
তার সাতে মাৎসর ছড়া ছড়া।।
আম্রদিয়া রান্ধে বালি পুরান কাত্তন।
ঘৃত কুসান্ডে তায় করিল অম্বল।।১৩
১৪পঞ্চাষ বেঞ্জন অন্য করিল রন্ধন।
১৫নিদ্রাতে পড়িল১৫ গন্ধ বানিএগ্রার নন্দন।।
মাস১৬ পক্ষ না হইল ১৬বিবাহের বাসরে।

কেমতে বলির প্রভু ১৭জাগ প্রানেশ্বরে।।
১৮রান্ধিলাম বাড়িলাঙ অন্য তার১৮ কিবা গতি।
কেমরে জাগাঞা দিবে১৯ অভাগিনির পতি।।
অন্য বেঞ্জন ২০সুন্দরি রাখিল ২১স্থানে স্থান২১।।
ভৃঙ্গারের জলে ২২করে পদ পাখালন২২।।
চন্দন ঘুসিয়া বালি কোটর২৩ পুরায়।
চন্দন ছিটাঞা দিল বানিঞার গায়।।
সর্ব্বাঙ্গে লাগিল ছিটা আগর চন্দন।
২৪চৈতন্য না পায় ২৫বালা বনিক নন্দন।।
২৬নিলজ হইঞা বালি স্যামিকে চিঞায়।
জগত জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ উনত্রিশ ।।
১ ধ্রুবপদ সহ দুটি লাইন দেও নং পুথির ২ আশুতে রন্ধন করিল বালী ৩ বোলে ৪ বালী ৫ আহ খিচিল দেও করিলো তেউরি ৬ চাল, আহ চাউল ৭ চান্ডকা ৮ স্বরণ করি ৯ বালী শাগ ১০ মাখিয়া রান্ধে আশু ভাজে এরপর আশুতে অতিরিক্ত দুটি লাইন ১১ দেও পহান ১২ আহ সউলে শিকড় রান্ধে মরিচের দেও এর রন্ধন বিবৃতি অতি সংক্ষিপ্ত ১৩ আশু পুথির রন্ধন বিবৃতি ও বিশাল, তবে পদগুলি সর্বত্র এক নয় ১৪ আশু পঁচিশ ১৫ কেমতে উঠাবো আর লখিন্দর নিদ্রিত হয়েছে এ বিবৃতি নেই ১৬ ছয় মাস নহে ১৭ উঠ ১৮ রান্ধিয়া বাটিল আমি ১৯ প্রাণের নিজ ২০ রান্ধিয়া ২১ সেই স্থলে ২২ দিয়া চরণ পাখালে ২৩ ভরায় ২৪ চেতন ২৫ গন্ধ ২৬ নিলাজ। আশু (ক) পুথিকে - চন্দন ছিটাইয়া দিল বাণিয়ার গায়।

।। একশ ত্রিশ ।।

১আমি রাজকুমারী হৈঞা
রাখাল ভজিব জাঞা
বন্দুয়া বলিব কুন লাজে১ ... ধ্রু

২বালি বোলে জাগ প্রভু স্বাহের২ নন্দন।
উঠিয়া ভোজন কর৩ করিলু রন্ধন।।
৪উঠি প্রাননাথ হওগা চেতন।
উঠিয়া করহ প্রভু মৌন ভোজন।।৪
অন্য জদি না৫ খাও অম্বুল ধর খাও।
পুস্পের পালঙ্ক পাঞা৬ কত নিদ্রা জাও।।
এত দুখ্যে ৭রান্ধিলাম বেঞ্জন আর ভাত।
৮অভাগির কর্ম দোসে পড়িলা নিদ্রাত।।
৯চৈতন্য না পায় বালা১০ ললাঠের বিপাকে১০।
অন্য বেঞ্জন১১ সুঙ্গরি পালা১১ ভরি রাখে।।
ভৃঙ্গারের জলে১২ বালি চরন পাখালি।১২
হস্ত বোয় সুন্দরি হস্তের ১৩ধোয় কালি।।

১৪ভোজন না কইল প্রভু মনে যভিমানি।১৪
পালঙ্কে চড়িল১৫ বালি সাহের নন্দিনী।।১৫
পুষ্পের পালঙ্ক১৬ পাএগ্রা আর সামের১৬ কোল।
নিদ্রাতে পড়িল বালি হইএগ্রা ১৭বিভোর।।
১৮বানিএগ্রার পুরিখান আনন্দ আপার।
বাদ্য নৃত্তগিত হয় বিবিধ প্রকার।।১৮
পুষ্পের পালঙ্কে বালা বালি নিদ্রা জায়।
জগৎ জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ত্রিশ ।।
১ কেমরে জাগায়ে দিবে অভাগিনির পোতি বা, আশু, পুথির ধুয়া ভিন্ন ২ উঠ উঠ প্রাননাথ বণিক ৩ করিল ৪ নাই ৫ খাহ ৬ সুখে ৭ বান্ধিনু ৮ অভাগিণীর ৯ চেতন ১০ বানিয়ানী ডাকে ১১ বালি পাতিল ১২ দেত এ হস্ত এবং পাখালে ১৩ তোলে ১৪ নাই ১৫ যাএগ্রা বানিয়ার বালী ১৬ আর স্বামীর নিজ ১৭ বিভোলে ১৮ নাই দেত নং পুথিতে ২ কান্দে রামা চন্দ্রমুখি কোরিয়া রন্ধন/ক্ষঠিয়া ভোজন কর করিলু রন্ধন ৪ তুমি ভোজন করিলে সুস্থির হয় মোন ৫ খায় ৭ রান্ধিলাম ৮ পড়িলে ১১ পাতিলে ১৩ হস্তো ধুয়া সুন্দরি হস্তের তোলে কালি ১৬ আরও স্বামীর।

।। একশ একত্রিশ ।।

১য়ারে বন মনস্বা করুণা কর মন্দির মাঝে
পুত্র বিভা দিয়া চান্দ আনন্দ আপারে লভ ইও ... ধু

পদ্মা বোলে২ নেতা দিদি বলিয়ে তোমাক২
কেমতে৩ সাধিব বাদ৩ ৪বধিব বালাক৪।
নেতা বোলে ৬পদ্মা জদি মোরে কর যন্ধি।৫
৬নানা মত প্রকারে আমি তোরে কহি বুদ্ধি।।
আমার বচনে তুমি সিঘ্রগতি জাও।৬
নিদ্রা৭ বতির তরে তুমি চাপালি৭ পঠাও।।
নিদ্রাতে৮ পুরিখান করুক৮ অচেতন।
ডাকিয়া আনহ পাচ্ছে জত৯ সপ্পর্ন গন।।
এক সর্প্প পঠাহ ১০জাহাকে তোমার মন।
১১ডঙ্কারে বানিএগ্রার বালা কুন প্রয়োজন।।১১
নেতার বচনে পদ্মা ১২কুন কর্ম করে।১২
১৩সত্বরে চলিলা১৪ পদ্মা নিদ্রালির গোচরে।।
১৬মাসি মাসি বলি পদ্মা ডাকে ঘনেঘনে।

ডাক মধ্যে নিদ্রাপতি দিল দরসন।।১৬
১৭নিদ্রাবলে১৮ কুন কার্য্যে১৯ তোমার আগমন।
শ্বরনে২০ জহিতাঙ এথা কুন২০ প্রয়োজন।।
পদ্মা বোলে২১ মাসি ভৃন্য২১ নাহি জানি।
কেমতে ডাকিব মাসি আহিনু আপনি।।
২২চান্দোর সহিতে বাদ ত্রিভুবনে জানে।
কিছু কিছু গোচর আছে তোমার চরনে।।
বিদে রান্ধিল চান্দো পাথরের ঘর।
পুত্রবধু রাখিলেন তাহার ভিতর।।২২
চান্দোর সহিতে মোর২৩ নিতি হয় দন্ধ।
পুত্রবিভা দিয়া২৪ সাধু পরম আনন্দ।।
তুমি জাএগ্রা পুরি খান২৫ করগা অচেতন।
২৬ডাক্কিব বানিয়ার পুত্র মোর আছে মন।।২৬
পদ্মার২৭ ভারথি সুনি মোহা দুষ্টা২৭ বুড়ি।
২৮বগলে করিয়া লইল জত নিদ্রার ধুকড়ি।
সপ্ত ধুকড়ি নিদ্রা নিল কাকাঁলে করিএগ্রা।
চাপালি নগরে নিদ্রা উত্তরিল জাহিএগ্রা।।
চন্দুপতির পুরে গেলেন দুষ্ট বুড়ি।২৮
২৯ঝাড়িয়া ফেলিল জত নিদ্রার ধুকড়ি।।
নিদ্রাতে পড়িল চান্দো সনেকা সুন্দরি।
৩০নিদ্রাতে পড়িল রায়৩০ ৩১বোঝা ধনন্তরি
৩২ঘরে অচেতন হইল৩২ নেঙিল মহরি।
নিদ্রাতে পড়িল জত ৩৩প্রহরি সারি সারি।।৩৩
নিদ্রা৩৪ গত হৈএগ্রা পড়ে জত সন্যগন।৩৪
৩৫অচেতন হৈএগ্রা পড়ে চাপালি ভুবন।।৩৫
৩৬আপন মন্দিরে পদ্মা৩৬ করিল গমন।
রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একত্রিশ ।।

১ দেও ধুয়া বাঁসি যা লাগিলো রে ও রাধার বাহে মুরারি লাগিল রাধার বা, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ নে তাই বোহিল বড় পরমাদ ৩ রোহিল বিবাদ ৪ আগে আছে ৫ আশু, মনসা আমার বাক্য ধর ৬ নাই ৭ লিকে ডাকিএগ্রা ... মেড়ঘর ৮ সমস্থ পুরী হবে ৯ নাগমন ১০ যাকে ১১ মেড়ঘরে যাএগ্রা দংশুক চান্দের নন্দন ১২ রথে করি ভর ১৩ আনন্দে ১৪ গেল ১৫ নগর ১৬ নিদ্রালি বসি আছে ঘরের দুয়ারে / পদ্মা যাইএগ্রা তাকে নমস্কার করে ১৭ নিদ্রালি ১৮ কি ১৯ নাই ২০ যাইব যথা ২১ মাও মাসী ২২ নাই ২৩ নত্য লাইনটি আগে আগে ২৪ চান্দোর ২৫ কর ২৬ না ২৭ বচনে চলিল দুষ্ট ২৮ নাই ২৯ কাড়িএগ্রা ৩০ বাণিয়ার পুরী ৩৪ তে পড়িল সভে হৈয়া অচেতন ৩৫ নাই, নিজপুরী পদ্মাবতী আশু, তে একটি লাইন - নাগ না করি পদনমা করিল স্মরণ (দেও নং পুথিব ভিন্ন পাঠ পরিশিষ্টে থাকল) (দেও নং পুথির ১৩১ খ গানের সঙ্গে তুলনা করা হল) ১৩ রথোভরে ১৫ ঘরে ২৪ চান্দ হৈয়া ২৬ বধিব বান্যার ২৭ চান্দোর পুরির মধ্যে গেলা ৩৫ নিদ্রাতে পড়িল সবে হৈয়া অচেতন ৩৬ নিজপুরি পর্দ্দা দেবী, গান শেষের দুটি লাইন - স্বরণ করিলো পর্দ্দা জতো নাগগোল।

বিরচিয়া গায় কবি জাগোত জিবন

।। একশ বত্রিশ ।।

।। ত্রিপদী ।।

১সঙ্কর নন্দিনি বিবাদের কারনে২
স্বরন৩ করিল ফনিগনে।
চলিল জত নাগ করিয়া অনুরাগ
চলিল পদ্বা৪ দরসনে।।
ধরনি৫ না ধরে ভার মনিষ্য আকার
৬চলি বাসুকি ৭রাজ।
পরম ৮আনন্দে পদ্বার ৯চরন বন্ধে
১০জতেক সর্প্পের১১ মাঝ।।
পুর্ব্বে মহাভাগ উদয়গিরি নাগ
পদ্বাঁ দরসনে চলে।
জাহার বিসের তাপ্পে ১২দেবতাগন১২ কাপে
সুমেরু১৩ মন্দকিনি টলে।।
১৪উত্তর দেসে ঘর বিসম বিসোধর
পদ্বা দরসনে চলে রঙ্গে।।
অর্ব্বাদ কালি সঙ্গে চলিল মহারঙ্গে
বসতি কালিন্দির জলে।
দক্ষিণ দেশে ঘর চলিল অজগর
সঙ্কমোহাসঙ্কনড়ি।।
জাহার বিসের তাপে ধরনি হ্রিদয় ফাটে
আকাশের তারা খইশ্যা পড়ে।
হেঙ্গুশিয়া হরিতাল চলি মহাকাল
পান্ডুর চলি শিগ্রগতি।।
চলিল মঙ্গল আইল দুই জন
দেখিয়া যুকি পদ্বাবতি।
ধর্ম্ম ধমাক্ষ চলিল বিরুপাক্ষ
কালমোহাকাল ফণি।
জত নিসাচর সর্ব্ববিসধর
আনন্দিত সঙ্কর নন্দিনি।।
জাহার জতেক ফনি মাথায়ে ধরে মনি
পর্ব্বত বনিতা জত আছে।
পদ্বা দরসন করিল রঙ্গমন
প্রণাম করিল পাদে।।
পদ্বা দরসনে চলে বোড়া গনে

মডলি করিয়া সাপ।
এলুয়া তেল্লুয়া	আর বিগতিয়া
জার ঘনঘন লাফ।।
চলিল কুন্তলিয়া	নড়িল পুন্ডরিয়া
সফরিয়া জত বোড়াজায়।
জাহারে করেন রোশ	পেটাজায় চারিক্রোশ
অবশ্য কামড় তাখে খায়।।
আনাদ তিল জাতি	চলিল লঘু গতি
মাছুয়া কাছারিয়া কাল।
জাহারে করে ঘাও	চলহিতে নারে পাও
টলিয়া মুখে বহে নাল।।
ভাড়া চিয়েনি চলে	ঢেমনা কুতুহলে
জাহার জলে তলে বাস।
কটুয়া তেখটিয়া	চলে খনতিয়া
জাহার বিশ্বের নাহি প্রকাশ।।
বোড়া বিসধর	চলে গিরিবর
আপনার মনে সেই হাটে।
জাহার অঙ্গের ভরে	অবশ্য চুরমারে
ধরণি খানে খানে ফাটে।।
চলিল গোয়ালিয়া	নড়িল বিগ্যতিয়া
সরির হেঙ্গুশির বঙ্গ।
দোমুহা চলে আর	সরিরে নাহিক হাড়
কেবল রক্ত চর্ম মাংস অঙ্গ।।
বাসুয়া চলে চিতি	ডাবুগি চলিল সিগ্রগতি
খরিস গৌর গোখুর।
চলিল জলসুই	আর চলে চল গুহি নই
জয় জয় উত্তরিল পদ্মার দোসর।।
উদয় গিরি নাগ	আইল মহাভাগ
কতেক লেখা নাহি জায়।১৪
১৫পরম আনন্দে	পদ্মার চরন বন্দে
জগত জিবন কবি গায়।।১৫

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বত্রিশ ।।

আশু ১ সঙ্করের ২ ত্রিজগতের বন্দিনী ৬ চলিলেন ৭ অতিরিক্ত তক্ষ ৮ বিষম বাদে ১০ করিএগ ১১ সমাজ ১২ দেবগ ডরে ১৩ মন্দার গিরি ১৪ বিস্তৃত আকারে সর্প সমাজের বিরতি, জীষণত্য ও কার্য করিতার বর্ণনা আছে। নাম, স্থান নাম ও পরিচয়ে যাদের মধ্যে মিল ও পার্থক্য দুই-ই আছে। এই বিকৃতি দেবখন্ডে মনসার পর্সসঙ্থা বিকৃতির সঙ্গে সমতা যুক্ত ১৫ ভর্বিতা ভিন্ন – জাত জিবন কবি ... সেবকে হইবে বরদাতা ৩ নং পুথি অবলম্বনে) ২ জগত বান্ধনি ৩ ৪ অতিরিক্ত পদ ৫ নাই ৯ পদ ১০ সমাজ ১২ ডরে ১৩ পর্ব্বতো

।। একশ তেত্রিশ ।।

ওরে ও চল জইল ও বিবাদ সাধিবারে
রজনি পোহাইলে বাদ নারিব সাধিতে লও।।১ ... ধু

২মোরে সাধিব বাদ বোলে বিশহরি।
৩রজনি প্রভাতে৪ বাদ সাধিতে না পারি।।
বিবাদে বান্ধিল৫ সাধু পাথরের ঘর।
পুত্র বধু৬ রাখিলেন তাহার ভিতর।।
কুন সর্প্পে ৭আমাকে সাধিঞা দিবে বাদ।
আগু হৈঞা৮ লহু বাপু পান৮ প্রসাদ।।
বড় বড় সর্ম্প বোলে সুন৯ দেবি১০ মা।
পর্ব্বত সমান১১ দেখ বড় বড়১২ গা।।
সুতার সঞ্চার পথ১৩ চলিব কেমনে।১৩
১৪কেমতে দংশিব মাত্রা সাদুর১৪ নন্দন।।
ছুট ছুট সর্ম্প বোলে১৫ সুন পদ্মাঁবতি।
বিবাদ সাধিতে১৬ নাহি আমার সকতি।।
বড় বড় সর্ম্পগণ১৭ জগ্য ভাগ পায়।১৭
নরলোকের পুজা লইতে সভে চায়।।১৮
১৯দেসে দেসে অধিকার বড় বড়২০ গন্ড।
বিবাদের কথ শুনি হেট২১ মুন্ড।।
চেঙ্গ বেঙ্গ খাই২২ মোরা অরণ্যে বসতি।
২৩বিবাদ সাধিতে২৪ নারি আমার সকতি।।
২৫ডারাচি ঢেমনা যিনি২৫ বোলে ২৬ভেমটিয়া
২৭আমার সভার২৭ বিষ নাই দংসিব কি দিয়া।।
বোরা বোলে বাক্য ২৮ আমার পদ্মার গোচরে।
আমরা দংসিলে মরা২৯ ছয় মাসে২৯ মরে।।
৩০আমরা দংসিলে রোঝা৩১ মৃতু হয় তার।।
ভাল রোঝা৩৩ লাগে পাইলে করে প্রতিকার।
৩১দসে পাচে মাসে পক্ষে৩২ মৃতু হয় তার।।
ভাল বোঝা৩৩ লাগে পাইলে করে প্রতিকার।
৩৪মন্দো বোঝা হইলে মৃত্তু হয়তো তাহার।।
সর্প্পের বচনে পদ্মা হেট মুন্ড করে।
জগত জিবন গায় মোনসার বরে।।৩৪

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তেত্রিশ ।।

*পাঠ আছে কে মোরে ১ আশু, ধুয়া - কালা বড় নিদারন ওহো দয়ার লেশ নাই ২ নাই ৩ নাই ৪ অতিরিক্ত হইলে, ৫ চান্দ ৬ রাখিয়াছে ৭ দেত - আমার ৮ নেহ মর তাম্বল ৯ আশু পদ্মা, ১০ মাও দেত মাঁ ১১ অঙ্গ ১২ পা ১৩ আশু বড় কলেরব ১৪ দেত এ উৎসিতে নারি বো আমরা বান্যার নন্দনে ১৫ শুনু ১৬ নারির ১৭ দেত রাজা হৈনু জানি ১৮ পুজা পানি লাইনের কথা গুলো আগে পরে আছে। ১৯

দৌবে দৌবে ২০ জোত্ত ২১ মুভু ২২ মহা ২৩ বাদ ২৪ নারিবো ২৫ দারসো ধামনা ২৬ এই যে মোরিয়া ২৭ আমাদের ২৮ মর ২৯ বিসোমেতে, আশু (গ) পুথি সাজই না ৩০ আশু - ভাল রোজা পাইলে ৩১ ছয় ৩২ আশু অতিরিক্ত যদি, দেও দিনে ৩৩ লাগ্য, আশু নাই ৩৪ নাই, অতিরিক্ত অংশ দেও পুথির পরিশিষ্টে থাকল।

।। একশ চৌত্রিশ ।।

১ ত্রিপদি

কান্দে২ জয় ব্রহ্মানি২ ৩য়শ্চিক্রে জননি৩
৪অধোর বহিয়া পড়ে পানি।
পদ্মা বোলে৫ পরমাদ ৬কেমরে সাধিবে বাদ্য
৭খানিক হইলে পোহাবে৭ রজনি।।
৮এহিজত সর্প্পগন ৯পুসিলাঙ য়কারন
কেহু১০ না য়হিল মোর হিত১০ কাজে।
সভামধ্যে বড়১১ মুন্ড কার্য্যকালে১২ হেটমুন্ড
সংসার১৩ ভরিল মোর১৩ লাজে।।
পদ্মার১৪ করুণা সুঝি বোলে কাল নাগিনি
কেন মাতা কান্দ য়কারণ।
কেন বা হইবে লাজ এহি বড়১৫ কত কার্য্য১৫
আমি বধি১ সাহেব নন্দন।।
সুনিএগ১৭ নাগিনির বানি১৭ ১৮আনন্দিত ব্রাহ্মনি১৮
১৯নাগিনিকে তুলিয়া লইল কোলে।
চুম্বন২০ করিল মুখ মনমধ্যে মোহাসুখ
২১তাখে কাল নাগিনি বোলে।।
২২জগতে জিবন কোবি বোন্দিয়া মনসা দেবি
শুক্ষ মোক্ষ বরের কারণ।
দুখো দুষ্টো সর্পোভয় এসব কোরিতে ক্ষয়
বন্দ দেবি পদ্মার চরন।।২২

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চৌত্রিশ ।।

১ আশু পুথিতে ধুয়া আছে। আশু গ) তে লিপিকরের ভুলে গানের লাইন ধ্রুবপদে উন্নীত হয়েছে ২ দেও এ নয়ানে দেবি মনসা ৪ নয়ান ৫ কিনা হৈলো ৬ কেমতে সাধিবো, আশু কিমতে৭ খনেক পরে পোহায় হায় হায় করে পদ্মমনি ৮ এই ৯ পুসিনু মুই ১০ আজি না কোরিল ১১ মুন্ড ১২ হেট ১৩ রহীল বড় ১৪ ক্রন্দন ১৫ কুন কাজ ১৬ চান্দের ১৭ আশু শুনিয়া নাগের কথা ১৮ আশু আনন্দ অস্তিক মাতা ১৯ বাছা বোলি ২০ করিএগ ২১ আনন্দিতো ২২ ভণিতাটি দেও নং পুথির, আশুর ভণিতা ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ি ইত্যাদি।

।। একশ পঁয়ত্রিশ ।।

১গোরার গোলে ফুল করবি রে রখালা
প্রিয়ে সখি সহে শ্যাম কালা লও১ ... ধু

নাগিনি বোলেন২ মাতা সুন পদ্মাবতি২।

সাধিব তোমার বাদ৩ প্রাণের শকতি।।
সুতার সঞ্চার৪ পথে চলিব কেমনে।৪
৫কেমতে দংশীব আমি বানিএগার নন্দনে।।৫
পদ্মা বোলে নাগিনি তোমাকে৬ দিনু বর।
সুতার৭ অধিক৮ ছুট৯ হউক কলেবর।।
পদ্ম হস্ত মনসা১০ দিলেন সাতবার।
নাগিনির তনু হৈল সুতার সঞ্চার।।
নাগিনিকে১১ লইল পদ্মা রথের উপর।
অনন্দে চলিএগা গেলা১২ চাপালি নগর।।
১৩বাণিএগার পুরে গেল আনন্দিত মন।
মেড়ের দুয়ারে জাএগা দিল দরসন।।১৩
১৪নাগিনিকে মনসা ধরিল সধয করে।১৪
প্রবেশ১৫ করাইয়া দিল মেড়ের১৬ মাঝারে।।
নাগিনি১৭ পড়িল জদি মেড়ের ভিতর।
দেবগন১৮ বোলে১৯ আজি২০ মরিল লখিন্দর।।
২১দুর্জ্জন নাগিনি২২ বালা পাড়ে২৩ নিন্দ।
২৪অর্ন্য কার ঘরে জিনি চোরা দিল সিন্ধ।।
পুষ্পের পালঙ্কে২৫ বালি বালা২৫ নিদ্রা জায়।
দেখিয়া নাগিনি২৬ সোকে করে হায় হায়।।
নাগিনি বোলেন কর্ম্ম২৭ করিনু দারুন।২৭
২৮বালাকে দেখিয়া মোর জলিছে২৮ আগুন।।
সতচক্ষ হয় বালার দেখি২৯ রূপখানি।
কেমতে দংসিব৩০ আমি কর্ম্ম দুচারিনি।।৩০
মুখ৩১ জ্যোতি চন্দ্রমা খঞ্জন দুই চক্ষ।
৩২অধরমৃনাল বাহু নাসিকা৩৩ সুসু পক্ষ৩৩।।
৩৪কদর্ম্প সমান রূপ দেখি লাগে দয়া।
কেমতে দংশিব বালাক নিদারুন হৈয়া।।
বালা৩৫ সর্ব্বরিয়া বাক্য বলিছে নাগিনি।
জগত জিবন গায়৩৬ মধু রস বানি।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঁয়ত্রিশ ।।

১ আশু রধুয়া ভিন্ন, দেত এ আরে বিবাদে লাগিলো পদ্দাবোতি গো ২ পর্দ্দা করো অবগোতি ৩ পরান আশু আপন ৪ পথো বড় কলেবর ৫ কুন রূপে বেসিবো তাহার ভিতর আশু যাইব মা মেড়ের ভিতর ৬ দিলাম, আশু দিল৭ হইতে ৮ আশু মেহি ৯ হোকো ১০ বুলায় ১১ করিলো, আশু নিল ১২ চাম্পাই আশু চাম্পালি ১৩ নাই ১৪ মুন্ডেতে কোরিয়া পদ্দা নাগিনিকে ধরে, আশু হস্তেতে ১৫ করায়া আশু করিএগা ১৬ ভিতর ১৭ সেন্ধালো, আশু সন্তোইল ১৮ মুনি ১৯ নাই ২০ আশু এখন মেল ২১ স্বঙ্গীন ২২ সাধু ২৩ আশু কাল নিন্দ ২৪ অন্ধকার। আশু আন্ধার ২৫ বালা বালি ২৬ আশু তবে ২৭ করি নিদারুণ - এইটিই শুদ্ধ পাঠ হওয়া সম্ভব ২৮ বালার রূপ দেখি মনে দোহিছে ২৯ চান্দমুখ ৩০ বালা মনে লাগে দুঃখ ৩১ যেন ৩২ বাহু জুগো ৩৩ পোক্ষ সুখ ৩৪ গন্ধব আশু কন্দর্প ৩৫ সিয়রে আশু সম্ভাযিয়া - এই দুটির মধ্যে একটি শুদ্ধ পাঠ ৩৬ মধুর ধোনি।

।। একশ ছত্রিশ ।।

ত্রিপদি

১বলিছে নাগিনি উঠ বান্যার পুত্রখানি২
৩উঠিএগ্রা বোসহ সাধুর বালা।৩
দেখিয়া তোমার৪ রূপ ধরিতে না পারি বুক
৫চক্ষে বহে কালিন্দির ধারা।।৫
৬বাছা, পিতা তোর সদাগরে বিসম বিবাদ করে
৭জবনে না মারে পঁদ্মাতাক।
দোস৮ নাই একরতি বিনি দোশে পদ্মাবতি
তোমার৯ জিবনের হইল১০ কাল।।
১১মুইমহা দুচারিনি চুকিয়াছে সতাবানি
দেখিয়া বিকল করে প্রাণ।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তোর দেখি প্রাণ পোড়ে মোর
ঘাও চড়াইতে ফাটে প্রান।।১১
নাগিনি বোলেন বানি ১২মনদ্বগ্খে আমি গুনি১২
বড় নিদয়া পদ্মাবতি।
১৩বালার অঙ্গে-কথুহিল১৩ নয় কেমতে দংসিতে কয়
কাম জিনি বালার মুরতি।।
পদ্মার১৪ করুণা শুনি মুই মহা দ্বুচাবিনি
সত্যবন্ধি১৫ হৈনু তার সঙ্গে।
১৬দেখিয়া সুন্দর১৭ কায় ১৮প্রাণ বিদবিয়া জায়১৮
১৯খাও চড়াইমু কুন তাকে।
২০জেমতি য়ুন্দর বালা তেমতি হোভিছে মালা২০
২১তেমতি সুন্দরি শোভে কোলে।।২১
বিভার২২ আনন্দ রঙ্গে স্যামি পত্নি এক সঙ্গে
অচেতন২৩ নিদ্রায় বিভোরে।২৩
চান্দো না দেয় ফুলপানি ধনে২৪ জনে করে হানি
মস্তক মুড়িল একবারে।।
জেমতি২৫ অঙ্গের ঠান তেমোতি পালঙ্ক খান
২৬কোলে শোভে কুরঙ্গ গামিনি২৬।
২৭দেখি তোমার রূপঠাম২৭ ২৮মদন জিনিএগ্রা কাম২৮
২৯বাছা আমি হইলাম২৯ দুচারিনি।।
জমি মনে ক্রোধ থাকে ৩০কেনে বা না মারে৩০ তাকে
৩১আমি কোন দোশে কংসিব কুমার।
নাহি কুন দোশ পাপ নাহি কুন য়াভিসাপ

নাহি করে কর্ম্ম্য দ্বরাচার।।৩১

উঠরে৩২ বানিঞার৩২ ঝি নিদ্রাসুখে করকি
৩৩উঠিঞা স্যামিকে রক্ষ্যা কর।
৩৪পদ্মাঁবতি সাধে বাদ হইল বড় পরমাদ
মরিল তোমার প্রাণেরশ্বর।।
উঠবে বানিঞামায়্যা কত নিদ্রা জাও যুয়্যা
নিদ্রাতেজি উঠহ সত্বরে।
উঠিয়া করহ বোল দদ্বা সুনুক বোল
আমি ফিরাজাই পদ্মার গোচরে।।৩৪
উঠ উঠ বিদ্বাধারি ৩৫উঠহ চৈতন্য৩৫ করি
৩৬আমি হইলাঙ ৩৬পরের য়বিন।
এতেক ৩৭সবদ মোর ৩৮চৈতন্য না হল৩৮ তোর
৩৯সর্ব্বথা লাগিল কুদিন৩৯।।
জগত জিবন কবি বন্দোমা মোঁনসা দেবি
৪০তোমার চরনে পরিহার।
আমি নর কিঙ্কর কি বলিতে জানি মাঁ
সকলি পদ্মাঁর অবতাঁর৪০।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছত্রিশ ।।

১ বলে কাল ২ বাছা কামিনী ৩ রাখোহো দুর্লভ লখিন্দার ৪ মুখ ৫ আখি দুটি ভোরি আছে জলে ৬ নাই ৭ প্রাণেতে ৮ নাহী ৯ জিয়ের ১০ পাক ১১ ১২ আত্ম মনে উন মানি ১৩ কুন অঙ্গে হীন ১৪ ক্রন্দন ১৫ হৈলাম ১৬ বাঙ্গে ১৭ তোর ১৮ দেখি প্রার পুড়েমর ১৯ যায় ২০ নাই ২১ পরে আছে ২২ রজনী ২৩ আছে নিদ্রা ভোলে ২৪ পুত্রে ২৫ সুন্দর ২৬ নাই ২৭ কাম জিনি বালার মুরতি ২৯ মুই মহা ৩০ যে কবি সে কোবি তাকে ৩১ নাই ৩২ উঠোহো বান্যার ৩৩ মুই বাছা ৩৭ বচনে ৩৮ চেতন না পাইল ৩৯ সোর্ত্ত তবে লাগিলো দুর্দ্দীন ৪০ ভণিতা ভিন্ন স্বাদ ... অষ্ট লগের অধিকারী / জরৎকার মুনির নারি / সেবোকে হইবে বরদাতা আশু পাঠান্তর ১ বিষাদ ভরিয়া বাণী ২ বোলে কাল নাগিনী ৩ বণিকানন্দন ৫ দুই চক্ষ ভরিছে ক্রন্দনে ৭ পরানে না মার তাকে কোনে ২৪ পুত্র ৩৪ আশুতে আছে প্রাণের শ্বর = পরমেশ্বর, বিদ্বাধরি = বিদ্যাধর ৩৫ উঠিঞা চেতন কর ৩৯ আমি বাছা পরের অধীন ৪০ ভণিতা প্রথাগত জগত জীবন কবি ... সেবকে হইবে বরদাতা।

।। একশ সাইত্রিশ ।।

১ও মোর মনে তোর কিনা বাদ হৈল
গো মোনসা মা পাইইলে মেরের ভিতর লোও ... ধুয়া

রথ ভরে মোনসাঁ ডাকিয়া বোলে বানি।
কার মুখ চাহ বাছা ও কাল নাগিনি।।
জতেক কহিলে মিথ্যা হইল২ সব বোল।
এতোক্ষণ না উঠিল ক্রোন্দনের রোল।।

বালাকে দংসিতে জঙ্গি মনে রালো দুখ।
৩কেমতে সর্প্পের আগে দেখাইবে মুখ।।
৪পদ্মার বচনে নাগিনি কোঁপে জলে।
ফিরিয়া বসিল৫ গিএগা বালার পদতলে।।
লেজ দিয়া নাগিনি মারিল তিন বাড়ি।
চেতন না৬ হন বালা না পাইল সাড়ি।।
৭গাও মোরা৮ দিয়া বালা৯ নাগিনি ঠেলিল৯।
১০বালার বামপদ১০ নাগিনির মস্তকে লাগিল।।
১১নাগিনি১২ বোলেন১৩ বানিএগা ছাঁর১৩ জাতি।
বিনি১৪ অপরাধে আমার মস্তকে মারে লাথি।।
সাক্ষি১৫ হেয়ো১৬ ধম্ম কার্ম্ম১৬ জত দেবগন।
মোর দোশ নাহি বালা না১৭ পায় চেতন।।
হিত১৮ বাক্য বলিতে১৮ লাথি মারে মোর সিরে।
এই ক্রোধে১৯ করো মাও১৯ বালার সরিবে।।
বালার২০ কনি অঙ্গুলিতে খাইল কামড়।
২১চৈতন্য পাইয়া বালা করে ধড়ফড়।।
২২চৈতন্য পাইয়া বালা উঠিল সত্তরে।
জগত জিবন গায় মোনসার বরে।।২২

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাইত্রিশ ।।
১নাগিনি কোরিলা অনাথিনি গো/সাপীনি কোরিল অনাথিনি, আশু ধুয়াও ভিন্ন ২ সর্ব্ব ৩ কেমনে ৪ মনসার ৫ জায়া ৬ পার্ল্য ৭ পাস ৮ দিলো ৯ কর্ম্ম ফের ফলে ১০ পদতলে লোহনে শব্দগুলি আগে পরে আছ্যে ১১কাল নাগিনি ১২ বলে ১৩ অধম বান্য ১৪ দোসে ১৫ হয় ১৬ চন্দ্র সূর্য ১৭ পার্ল্য ১৮ কোরিবারে ১৯ কোরি যায় ২০ কোড়ী ২১ চেতোন ২২ নাই, জগোত জীবন ... করিল প্রকাশ ভাণিতা দিয়ে গান শেষ পাঠান্তর আশু ঃ ১ ধুয়া ভিন্ন ২ প্রথম তিনটি লাইনে - ডাকিএগা, তুমিএ, কহিনু শব্দের প্রবেশ পরের দু-লাইনে না উঠিল নাই, বালাকে বালক ৩ আগে মাঝে ৫ নাই, পরের লাইনে লেজ ৬ পাইল, পরের শব্দ পাইল দিলেক ৯ বুদ্ধি হৈল তল ১০ নাই ১৩ ছার নীচ ১৮ বুঝাইতে, সিরে মস্তকে করি ২০ কাণি ২২ ভণিতা দে৩ এর অনুরূপ

।। একশ আটত্রিশ ।।

ত্রিপদি

নাগিনি করিল১ ঘাও ২ছাড়ে বালা৩ কাল রাও৩
৪রথভরে৪ নাচেন ব্রহ্মানি।
পুরিল মনের৫ সাধ ৬সাধিলে বিসম বাদ৬
সংসারে৭ রহিল৮ পুষ্পপানি।।
৯তোরে করি আসির্ব্বাদ লহ পান পরসাদ
ত্রিভুবনে পাবে পুষ্প পানি।

তেজিয়া মেড়ের ঘর আইশ বাছা সত্ত্বর
তোকে সংসারের দুল্বভ জানি।।৯
১০ব্রাহ্মানি বোলেন বানি ষুন বাছা নাগিনি
বাহির১১ হও সত্ত্বর গমনে।
সাধিলে বিসম বাদ ১২লহ আসি১২ প্রসাদ
১০জাই তবে ১৩আপন ভুবনে।।
ধন্য১৪ তোমার জর্ম্মদাতা সাফল তোমার ১৫মাতা
জার গর্ব্ভে১৬ তোমার জর্ম্ম১৬।
১৭সর্প্পগনের য়হঙ্কার ১৮সর্ব ১৯কেলে ছারখার
২০সাধিলা দারুন মোহাকর্ম্ম।।
২১কহি কর জোড় করি২১ ২২ঘরে জাও২২ বিসহরি
ছাড়২৩ মাতা আমার আশ।২৩
২৪ভাগ্যে জিই জবে চরন দেখিব তোবে২৪
২৫জইব তোমার২৫ পাস।।
২৬মনস্য পরসে ভারি যুত পথে চলিতে নারি
রহিলাম বালার সয্যাতে।
প্রভাতে হারীনি তুলিবে লজ্জাখানি
ভাগ্য থাকে বাচিব তাহাতে।।
আশা ছাড় দেবি মা নিজ ঘরকে জা
হরিস বিসাদ পদ্মার্বাত।২৬
২৭জগত জিবন কবি বিচক্ষন
রচিল মধুর ভারযি।।২৭

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আটত্রিশ ।।
১ ঘাঁয়, আশু ঘাও ২ কাড়ে, আহু কাঢ়ে ৩ দারুণ রায় ৪ আশু রথের পরে ৫ সাদ ৬ সাধিলাম বিবাদ আহু সাধিলাম ৭ আশু পাইব ৮ ফলপাণি ৯ নাই ১০ মনসা ১১ হয় ১২ নেহসিয়া, আশু নেহ আসি ১৩ জাহ বাছা আশু চল যাই ১৪ আশু তোর ১৫ দেও এ স্বতোনাসিক্যী ভবনের ফলে মাঁতা ১৬ হোইলো জনম আশু হৈল তোর জন্ম ১৭ আশু বানিয়ার ১৮ তুমি ১৯ আশু হৈল ২০ সাধিলে আশুতে ভণিতা দিয়ে গান শেষ এখানেই ২১ নাই ২২ চলো ঘরে ২৩ অভাগিনীর পুরি ২৪ নাই ২৫ জিএগ তবো কোবির বেকো দেও নাই পুথিতেও ভণিতা দিয়ে গান এখানে শেষ, দেও ও আশু দুই ক্ষেত্রেই পরবর্তী গানটি পয়ারে আছে যার প্রসঙ্গ ১৩৮ নং গানের অনুকুল ২৭ ভিন্ন ভণিতা দিয়ে পদ শেষ হয়েছে

।। একশ উণচল্লিশ ।।

১আমি কেন বা আইল রে এথা
পড়িলাম বিপাকে গো মা মোনসা ল-ও১ ... ধু

*২চল মাতা মনসা২ ছাড়৩ মোর আস।

৪ভাগে পুন্বে৪ বাচি জাদ৫ করিহ তলাশ৫*
মানিসয পরসে তনু হইএগ্রা গেল ভারি।
সুতার সঞ্চার৬ পথে চলিতে না পারি।।
বালার৭ সাজাতে আমি রহিলাম৭ পড়িয়া।
প্রভাতে৮ ছাড়িলে সয্যা লইবে তুলিয়া৮।।
ভাগ্য থাকে ফিরিয়া দেখিব৯ তোমার পাত্ত।
১০আশা ছাড়১১ দেবি১২ মাও নিজ১৩ গ্রিহে জাও।।
১৪হরিস১৫ বিশ্বাদ হইল ১৬ মোনসার মন।
১৭বচিল পদ্মার বরে১৭ জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ উনচল্লিশ ।।
১ আশু ধ্রুবপদ ভিন্ন, দে৩ এ ধ্রুবপদ নাই, এখানে মোনসা, পাঠ আছে মোশা এই দুটি লাইন দে৩ পুথিতে নাই ২ পদ্মা ঘরে যাত্র ৩ অভাগিণীর ৪ ভাগ্যে প্রাণ ৫ যার তোর পাশ ৬ আশু পথ ৭ সোয়্যার থাকিলো আশু থাকিব ৮ ডাহীন উরে থুইবে চিরিয়া আশু হাড়িনী ৯ আশু দুই ১০ আমা ১১ দে এ ১২ মাতা ১৩ ঘরে ১৪ হরিসেতো অর্থ হয়না, সম্ভবত লিপিকর প্রমাদ এটি ১৫ বিষাদ ১৬ পদ্মার ১৭ আশু বিরচিয়া গায় কবি ... বস্তুত এই গানটি পূর্ববর্তী ১৩৮ নং গানের প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি কিন্তু সব কটি পুথিতেই পয়ারে গানটি থাকায় সম্পাদিত হল।

।। একশ চল্লিশ ।।

বিসম১ কালির খ্যয়ে বানিএগ্রা২ চৈতন্য পায়ে
উঠে বালা৩ গুনিএগ্রা প্রসাদ।
উঠউঠ প্রানেশ্বরি ডাকে বালা নাম ধরি
পদ্মাবতি৪ সাধিল বিবাদ।।
কাচে৫ মন্দির পুরি৫ ৬দ্বারে বোঝা৬ ধনন্তরি
৭মিছায় প্রহরি সব জাগে।
দেবতা৮ মনিস্বে কক্ষ সর্ব্বথায়ে নাই রক্ষা
৯খহিল পদ্মার কাল নাগে।।
সরির১০ জিনিল বিসে১০ প্রাণ মোর১১ ভাগ্যে রহে
বিসম বিসের মহাতাপে।
উঠ মাসি মুখি হে ১২ওসদ১৩ আনিএগ্রা দে
জানাহ আমার১৪ মা রূপে।।
১৫সিরের বন্ধন১৬ ঘটে ১৭থাকে থাকে বিস উঠে
১৮সরির মোর হইল১৯ য়বস।
আজি২০ বিবাহ করিল তোরে২০ বিধাতা২১ বঞ্চিত মোরে২১
না ভুঞ্জিলাম২২ আর২৩ রঙ্গরস।।
২৪জানাও রোঝা২৪ ধনন্তরি আছে কুন কর্ম্মকরি।
২৫থাকে রোঝা২৫ কুন ২৬দিবসের তরে২৬।

বিসে তনু হইল২৭ কানা সহিতে না২৮ পারে জানা২৮
ঔসদ২৯ আনি করহ প্রতিকার।।২৯
৩০উঠিয়া সুন্দরি জাও ডাকি য়ান বাপ মাও
অসিঞা করুক প্রতিকার।
ফেনা বার সন্ধালি সখি ডাক দিয়া আন দেখি
আজি প্রান না রহে আমার।।
দেবতা জাহার বৈরি কি করিবে ধনন্তরি
মিথ্যা প্রহরি জাগে অকারন।
দেবতা মনুশ্বে কথা রক্ষা নাই সর্ব্বথা
মিথ্যা নেউল মহরি দুইজন।।
সরিরে আনল দহে আজি প্রান নাহি রহে
উঠহে প্রানের সহচরি।
প্রান নাহি বাচে আর দেখা কর একবার
বারেক জানাহ ধনন্তরি।।
সিরের বন্ধন ছুটে থাকে থাকে বিস উঠে
অঙ্গ মোর হইল অবসেস।।
বিবাহ করিনু তোক বিধাতা বঞ্চিত মোক
না ভুঞ্জিলু জৌবন রক্ষা রস।৩০
উঠ উঠ বানিয়ানি দেখো তোর মুখখানি
আজি প্রাণ৩১ নাহি রহে মোর।
চামরে করহ বাও সিতল হউক৩২ গাঁও
বদন৩৩ দেখিয়া মরি তোর।।
৩৪জগতজিবন কোঠি বোন্দিয়া মনসা দেবী
শুক্ষ মোক্ষ বরের কারণ।
দুখ্যো দুষ্টো সর্পোভয় এসব করিতে ক্ষয়
বন্দ দেবী পদ্মার চরণ।।৩৪

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চল্লিশ ।।

আশু ১ সর্পের ২ চেতন ৩ গনিয়া ৪ সাধিলে ৫-র দুয়ার কলি ৬ দুয়ারে ৭ মিথ্যায়ে ৮ মনুষ্যে ৯ খাইলে ১০ আনল দহে ১১ পুণ্যে ১২ ঔষধ ১৩ বটিঞা ১৪ মাঅ ১৫ শরীরে ১৬ ছুটে ১৭ থাকি থাকি ১৮ অঙ্গ ১৯ অবল ২০ বিভা কৈলু তোকে ২১ বঞ্চিল মোকে ২২ নাই ২৩ রস সকল ২৪ জানাঅ ওঝা ২৫ ওঝা আছে ২৬ দিন বাধে ২৭ কালা ২৮ পারি জ্বালা ২৯ আনিয়া কেনে না দে ৩০ নাই ৩১ ভাগ্যে, লাইনের শব্দগুলি আগে পরে আছে ৩২ গাঅ ৩৩ দেখিঞা

দে৩ নং পাঠান্তর — ২ বালা সচেতন ৫ কাঞ্চন ৮ সর্ব্বথায়ে নাই ১১ স্থির নহে ১৩ আনিয়া দেহ মোরে — এর পরের অংশ নেই, ৩১ থেকে আবার আছে, চামর = চামুরে ৩২ করহ, তারপর ভণিতা দিয়ে গান শেষ ৩৪ ভণিতাটি দে৩ নং পুথির

।। একশ একচল্লিশ ।।

১আরে ও না উঠিনু সুন্দরি হে
ও বাপ মায় না জানাঁলু বোঝা ধনন্তবিরে
তনু জারিল ও বিসে হে সুন্দরি১ ... ধুয়া

বালা বোলে২ জাগ পৃয়ে২ সাহের ঝিয়ারি।
বিসম বিসের জালা সহিতে না পারি।।
তনু মোর বিসে৩ দগ্ধে মুখে বহে নাল।
নিশ্চয়৪ জানিলাঙ আমার৪ উপস্থিত কাল।
৬এই বড় মনে দুখ্খ রাত্রে হইলে বাড়ি৬।।
৭এহি দুখ্খ৮ দারুন মনে৮ রহিল ৯আমারে।
সুঝিতে১০ নারিল ধার১০ ধাবুয়া১১ হইলাঙ তোরে।।
না ভুঞ্জিলাম এরূপ১২ নবিন জৌবন অনুরাগ।
১৩কেমতে সুন্দরি১৪ বোলে কুড়াইবে১৫ সাখ।।
১৬রাত্রেবিভা বিধবা১৬ তোরে করিল গোসাঞিঃ।
কপালে লিখিত১৮ তোমার আমার দোশ নাঞিঃ।।
১৯ত্রিষ্ণলাগে সুন্দরি উঠিয়া দেহ পানি।
মূর্ত্তকালে২০ দোখো তোমার চন্দ্র২০ মুখ খানি।।
২১নিদ্রায় আকুল বালা বানিএগার কুমার।
অনাথ জননি সুহে দেয়া হইল য়ার।।২১
উচ্যস্বরে কান্দে গন্ধ২২ বালিএগার নন্দন।
রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একচল্লিশ ।।
১ ধ্রুপদটি অতিদীর্ঘ, পরিশিষ্টে থাকলো, ধ্রুবপদও ভিন্ন ২ উঠো প্রিয়া ৩ এই বড় ৮ অন্তরে ৯ মর ১০ না পারিলাম ১১ হৈন ১২ না শব্দগুলি আগে পরে ১৩ এ মোত ১৪ বোনের ১৫ সাকো ১৬ সত্য দিনে বাড়ী ১৭ লিখন ১৮ না অর্থ আরো স্বল্প ১৯ তিষ্ণা ২০ দেখি তোর চান্দ ২১ নাই ২২ বান্যার আশু পাঠান্তর - তৃতীয় লাইনে নাল লাল ৫ আনিল ৬ বিভারাত্রিত বিবাদে হইলে বিষম ৮ মরমে ১০ পুষিতে না পারিনু ১২ নর ১৪ খাইবে বনের ১৫ শাগ ১৬ আজি তুমাক ১৯ তৃষা ২০ দেখি তোমার চান্দ ২২ বণিক।

।। একশ বিয়াল্লিশ ।।

১ত্রিপদী

২আরে প্রাণশ্বোরি পুন ডাকে নাম ধোরি
উঠিয়া সমমোতি না দেয় কেনে।২
বিসম বিসের৩ তাপে ৪প্রাণ মোর ৪ডরে কাপে৪
কাল নিন্দে বেড়িল কিক্ষেনে।।
উঠিয়া সুন্দরি জাও দাকি আনো বাপ৭ মাও
আসিএগা৮ করুন প্রকিকার।
জতেক৯ সঙ্গের সখি ডাক দিয়া১০ আন দেখি
আজি প্রাণ না রহে আমার।।
মুখে১১ নাহিশ্বরে বোল দুই চক্ষ হইল১২ ঘোর

প্রাণ আছে কণ্ঠা১৩ গত মার।
এতো ডাকি১৪ নাম ধরি১৪ না উঠ১৫ চৈতন্য করি
তুমি আমি দেখা নাহি আর।।
১৭এতোকো বচন বোলি নাহী জাগো বিদ্যাধরি
পুর্ণবার বলেন বচন।
দুখো দুষ্টো সর্পোভয় এসব করিতে ক্ষয়
বন্দ দেবি পর্দ্দার চরণ।।১৭

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বিয়াল্লিশ ।।

১ আশু তে একটি সুন্দর ধুয়া আছে ২ এই অংশটি দে৩ অবলম্বনে নির্মিত আশু কান্দে বালা খেদ করি হইলো এবং সনমোতির জায়গায় উত্তরনা দেয় আছে ৩ দাহে ৪ স্থির নহে ৫ পড়িল আশু, পড়িলে ৬ জায় ৭ মায় আশু মাঅ ১৪ প্রাণে শোরি ১৫ চেতোন ১৬ আশু নাই ১৭ এটি দে৩ থেকে নির্মিত আশু র ভণিতা জগত জীবন করি ... বরদাতা ইত্যা বি১ এর ভণিতা হল জগতজিবন গায় বন্দিয়া পদ্মার বায় পদ্মার চরনে পরিহার

।। একশ তেতাল্লিশ ।।

১আরেও সুন্দার হে জাগ জাগ
আমার মনের মাঝে বড় দুখ্খ রৈল
স্যাম বন্ধু আর সঙ্গে তোর আর দেখা নইলো রে জাগ জাগ১ ... ধুয়া

২বালা বোলে জাগ পৃয়ে সাহেব ঝিয়ারি।
বিসম বিসের জালা সহিতে না পারি।।২
জাগ জাগ৩ বিদ্বাধরি জগহে অখন।৩
৪চৈতন্য হইএগ্রা প্রাণের৪ করহ ৫জেত্যন।।
৬জত্ন করিলে৬ রয়ে প্রাণ বিসে দহে।৭
হেন৮ জন্য নাহি৮ ৯আমার১০ মায়র আগে কহে।
কেহো জচি১১ বোঝা ধনন্তরি কে১২ জাগায়।
তবে১৩ নাকি প্রাণ আমর১৪ অপমৃর্ত্তে জায়।।
সরিবে১৫ আনল দহে১৫ ১৬পাও নাহি চলে।
ডাকিলে না উঠে কেহো১৭ মোর কর্ম্ম১৭ ফলে।
হাটু তে উঠিল বিস পাইল চেতন।
কমরে উঠিল বিস১৮ বলিলাঙ বচন।।
বুকে উঠিল বিস চক্ষ হইল১৯ ঘোর।
২০কণ্ঠায়ে উঠিল বিস তেজিলেন বোল।।
চক্ষে বিস উঠিল অন্ধকার সকল ভুবনে।২০
মশতকে উঠিল বিস২১ তেজিল জিবন২১।।
২২তেজিলেন প্রাণখানি বাণিএগ্রার২২ নন্দন।

রচিল পদ্মার বরে জগত জীবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তেতাল্লিশ ।।

১ আর বিকোর সাধ নাই লো বড়াই বড়াই ... আশু ধুয়া ভিন্ন ২ দেত বা আশুতে নাই ৩ আশু প্রানেশ্বরী কর সুচেতন ৪ প্রাণ রাখ বিদ্যাধরি ৫ করিএগ ৬ যদি কর যতন ৭ এখন রহে ৮ কেহ নাইকো আশু নাই ৯ নাই ১০ মায়ের ১১ ওঝা ১২ জানায় ১৩ কি ১৪ অগোতিতে ১৫ আশু অবল মোর ১৬ প্রাণ ১৭ কর্মক্ষের আশু কপালের ১৮ কহিল ১৯ আশু ঘোল ২০ নাই ২১ দেত নং তেজিলেকো বোন এটি লিপিকর প্রমাদ, আশু বাহিরায় বোল ২২ টৌলিয়া পড়িল গন্ধবান্যার আশু তেজিল পরানখানি

।। একশ চুয়াল্লিশ ।।

ছাড়িল১ সরির২ গন্ধ বালিএগর পুত।
৩চারিদিগে বেড়িয়া লইল জমদুত।।
পদ্যাবোলে সুন দুত বচন আমার।
ইহার উপরে নাহি ৪তোমার জমের অধিকার।।
বিবাদের মরা ৫আমার ৬জমে কিনা জানে।
হেন মরা৭ লয়িা জারে৭ মোর বিদ্বমানে।।
দুত বোলে মোনসা ৮তোমাকে কেরা৮ ডর।
জম রাজার অধিকার মন্তের উপর।
১০সর্প্পে খায় ব্রঘ্রে মারে জলে ডুবে মরে।১০
১১ভুত প্রেত দাত্তে মারে জেবা অগ্নিতে সংহারে।।১১
১২এ সকল লইএগ জাই১২ জম১৩ বিদ্বমান।
কর্ম্মা১৪ রূপ বিচারিএগ জমে দেন স্থান।।
সত্তসারে১৫ মরে জত১৫ জম তার পতি।
১৬মরাকে রাখিতে পারো ১৭তোমার সকতী।।
পদ্মা বোলে দুষ্ট দুত ১৮বড়াই না১৮কর।
তোর জম রাজা১৯ হয় আমার১৯ নফর।।
হরের নন্দিনি আমী দেবি পদ্মাবতি।
মোর২০ মরা লইতে পারে২০ জমের সকতি।।
বোল২১ গিএগ জমেক২২ কতেক আছে দুত।২২
২৩সাজিএগ আসুক দেখি মরদের পুর্ত।।২৩
কাড়িয়া লইল পদ্মা বানিএগর জি।
সাপুড়া২৪ ভরিয়া রাখে সঙ্করের ঝি।।
আপদার২৫ মন্দিরে পদ্যা করিল গমন।
রচিল পদ্যার বরে জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চুয়াল্লিশ ।।

দেত এ ধ্রুবপদ নেই, আশু (ক) পুথিতে দুটি সুন্দর ধ্রুবপদ আছে ১ জীবন ২ নাই ত চোত্তুর্দিকে ৪ নাই ৫ মর ৬ জম ৭ লয়া জায় ৮ তোমার কিবা ৯ মিত্তুকো ১০ সাপে বাঘে সংসারে ডুবিয়া পরে জলে ১১ দেবো দুতে ভুলে মারে পড়ে রণস্থলে ১২ সবাকে ধোরিয়া করাই ১৩ দরসোন ১৪ দোষ ১৫ মির্ত্ত মরে ১৮ গর্ভ্যনাহী ১৯ মর ঘরের ২০ মির্ত্তুক লয়া জায় ২১ জায়া ২২ কোরুক সিয়া রণ ২৩ একো লাগে জম রাজার বোধীবো জিবন ২৪ পুরায়ে ২৫ স্থানে আশু পাঠান্তর ঃ ২ বালা তৃতীয় চতুর্থ লাইনের পাঠ পরে আছে ৪ নাকি যমের প্রহার ৯ সবার ১০-১১ সাপে-বাঘে সংহারে ডুবিয়া মরে জলে / দেবদূতে ভুতে মারে পড়ে রণস্থলে ১৫ যত মৃত্যু ১৮ গর্ব্ব ২৩ এর পর জি-জিউ, ঝি = ঝিউ

।। একশ পঁয়তাল্লিশ ।।

১ ন হার ডাঙ্গভুমে থুয়া কান্দে জম দুতো হে... ধু১

কান্দিঞা ২বলিছে দুত৩ কাল দণ্ড ধরে৩।
সমুখে রহিয়া বাক্য বোলে ধিরে ধিরে।।
দুত বোলে৫ রবিসুত কর অবধান।
মিথ্যায়ে তোমার৭ কার্য্যে পাই অপমান।।
জাহার উপর তোমার অধিকার নাই।
কি কারনে৮ আমার তরে৮ পাঠাহ্ গোথাঞি।।
৯জিব লইঞা৯ আশি বাণিঞার পুত্রখানি।
কাড়িয়া লইল পথে সঙ্কর নন্দিনি।।
১০তোমার তরে১০ গালি১১ পাড়ে১২ বোলে দুরাক্ষর।
১৩বোলে১৪ তোমার জম রাজা ১৫আমর কিঙ্কর।।১৫
আর বোলে জমকে ১৬কহিও জমদুত।
সাজিয়া আশুক১৭ দেখি ১৮মরদের পুত।।১৮
১৯সুনিঞা ক্রোধিত জম সাজ সাজকরে।
জগত জিবন ভুণে মনোসার বরে।১৯

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঁয়তাল্লিশ ।।

ধ্রুব পদটি দে নং পুথির ব এ প্রথম দুটি লাইনই ধ্রববপদ হিসাবে উদ্ধৃত ছিল। আশু ধুয়া ভিন্ন ২ বলেন ৩ ধর্মরাজ গোচরে ৪ জয়ের সোন মুখে ৫ ধর্মরাজ ৬ মিথ্যাই ৭ বেবালে ৮ আমা সবায় ৯ মিত্তু লয়া ১০ তোমাকে অনেকো ১১ দিলো ১২ নাই ১৩ নাই ১৪ তোর ১৫ মর ঘরের নক্ষর ১৬ বোলিও ১৭ অতিরিক্ত রণে ১৮ দেখিতার মুখ ১৯ এতেকো শুণিয়া জম দুতের বচন / পদ্দার মোঙ্গল গান জগোত জিবন আশু পাঠান্তর ঃ ২ জানাত্র ৪ জোড় করে ৮ আমা সভাক ৯ পুত্রখানি, পরের লাইনে পথে পদ্মা ১৯ যমরাজ সাজ, ভণিতা - ভুণে = গায়

।। একশ ছেচল্লিশ ।।

ত্রিপদি

১সুনি সেবকের১ বানি ক্রোদ্ধে২ জলে দণ্ডপানি
আজ্ঞা করে সাজ৩ সাহজ দুত।

মোনসার অহঙ্কার ৪সব করো৪ ছারখার
তবে৫ মুই কালিন্দির পুত৫।।
আজ্ঞা করে জমরাজে জমের কিঙ্কর সাজে
৬নাড়িদড়ি চামের বসন।
মোহা ৭তনু ভয়ঙকর জেন তাল তরুবর
৮বিবিধ বদন৯ দরসন।।
সাজিল বিতাল তাল সাজে কাল মহাকাল
কালিয়া কাজলা দুইভাই।
লেঙ্গা পেঙ্গা১০ বেড়াভাঙ্গা১০ ১২জয় চেঙ্গা১২ পিপিড়াঠেঙ্গা
১৩নিসা চোরানি গুড়ান লই।।১৩
সাজে দুত দণ্ড ধার হস্তি১৫ জেন দন্ত জার
১৬সুনা দণ্ডা১৬ তার সহোদর।
বিজুরি১৭ সঞ্চার নড়ে১৭ চলিতে১৮ বিহুলি পড়ে
অঙ্গ রাঙ্গা জেন জলধর।।
সোসান মোসান হুড়া ভেড়া১৯ সুড়া দুরচুড়া১৯
২০তেল সুরা ভাঙ্গলা১০ দুইজন।
২১আন্ধার সরা আচাভা চর্ম্মধাঙ্গারি নাই সুহা২১
২২বিরাল চক্ষা২৩ বিটাল নন্দন২৩।
আন্ধার সুতা আচাভুয়া ২৪চকর ধাঙ্গা বিজিমুহা
২৫ভেঙ্গোড়া ভাঙ্গা দুইজন।
জত জমের কিঙ্কর বিভিস্কার ভয়ঙ্কর
ভত্র গজ খরিটা নন্দন।।২৫
লোহা লসু তাল ২৬জঙ্গ পর্ব্বত জিনিএগ অঙ্গ
২৭ইকট বিকট দুই চর।
২৮জমদুত কাল বরে দেখি লাগে বড় ডরে
চলে সভে করিতে সমর।।
সহিয়া সঙ্গতি খোজ সপ্ত বন্য মাল গোজ২৮
চারি জন জমের নফর।
২৯সবে হইএগ রঙ্গমন অগ্রেসাজে সেনাগন
সেনা সাজয় বহুতর।।
হইএগ সভে আগুশার লেখা জোখা নাহি আর
অনেক সাজিল হস্টদুত।২৯
এক একত৩০ জন সঙ্গে লক্ষে লক্ষে৩১ সাজে রঙ্গে
ঘোর রূপে সরির৩২ অর্ব্বুদ।
মহিস উপরে জম সাজে মোহা৩৩ পরা ক্রোম

সাজিএগ চলি ক্রোধর্ব্বমনে।

সঙ্কর নান্দিনি ঘরে আপন সাজন করে

বিরচিল জগত জিবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছেচল্লিশ ।।
১ শুনিয়া ২ হৈল ৩ যত ৪ কার আমি ৫ আমি তপনের সুত ৬ লড়ি ৭ দুত ৮ কুৎসিত ৯ দশন ১০ বেঢ়া ভাঙ্গন ১১ সাজে ১২ পিপি ১৩ নিশাচর নিমুণ্ডা নিলাই ১৪ মার ১৫ হেনে ১৬ মূল দ্বাতা ১৭ চঞ্চল লড়ে ১৮ বিজুলি ১৯ মুণ্ডা মহাচণ্ডা ২০ তেমুণ্ডা ভাঙ্গড়া ২১ নাই ২২ বিড়াল ২৩ বিকট দশন ২৪ চরক ২৫ নাই ২৬ জন্থ ২৭ কিকট ২৮ নাই ২৯ নাই ৩০ জনার ৩১ চলে ৩২ অদ্ভুত ৩৩ বিক্রম দে ৩ নং পুথির পাঠান্তর - ১ সেবকের দূতের ২ করে ৩ সাজিবার ৪ কোরিবো ৫ জন্ম শালিন্দির উদোরে ৮ বিস্তারিত বিকট ১১, ১২ সাজিলেন মহারাজা ১৩ জার ঠেঙ্গ সোরসো মোহ বাকি অংশে মিল কম হওয়ায় তা পরিশিষ্টে রইল

।। একশ সাতচল্লিশ ।।

ধ্রু

১বিবাদে নামিল্ব বিসহরি
জম সহে করিতে সমর১ ... ধুয়া

২সঙ্কর নন্দিনি সাজে জম জিনিবার।
সাজ সাজ বোলে পদ্যা বোলে বারে বার।।২
পদ্বা বোলে অষ্ট নাগ সাজ মোর পুত।
৩জুঝিতে আইল জম লইএগ৪ সব দুত।।
আসি কুটি নাগ সভে সাজ৫ জনে জনে।
৬যুঝি কারর সাজে৬ জম রাজার সনে।।
বেথ্যা নাম ধরি আমি বিবাদের ব্রহ্মানি।
বুঝিব জমের৮ মাজে কেমন৮ ৯মদ্দানি।।
পদ্বার আজ্ঞায় নাগ১০ সাজিল অর্ব্বদ১০।
এক নাগে১১ খাইতে পারে সব১১ দুত।।
ব্যালিস কুটি১২ নাগ সাজে তক্ষ কের সেনা।১২
১৩ইতিন ভুবন কাপে জার বিসের জনা।।
সাজে স্থানে স্থানে নাগ সাজে স্থানে স্থানে।১৩
সাজিল তক্ষক নাগ সভার প্রধানে।।
১৪ত্রিসকুটি নাগ সঙ্গে১৫ সাজিল গম্ভির১৫।
পর্ব্বত জিনিএগ জার প্রকাণ্ড সরির।।
১৬সজিল উদয়ে গিরি তক্ষকের ভাই।১৬
১৭জাহার নিশ্বাসে পর্ব্বত হয়১৮ ছাই।।
অরূণ বরুণ ১৯সর্প্প পর্ব্বত আকার।
২০আসি হাজার হস্তিজার দিবসে আহার।।

পদ্দঁ মোহা পদ্দঁ সাজে তারা দুই২২ সাপ।
২৩ব্যালিস কুটি নাগ সাজে অখণ্ড প্রতাপ।।২৩
কুলিস কর্কট২৪ সাজে দ্বই সহদর।
২৫দস ক্রোটি নাগের সঙ্গে করিল সাজন।।২৬
২৭সঙ্ক নাগ সাজিল দক্ষিণ দেখে ঘর।
সপ্ত ক্রোটি২৮ নাগ তাহার দোসর।।
২৯অজাগর সাজিলেন নিবাস দক্ষিণে।
বিংসতি ক্রোটি নাগ সহে করিল সাজনে।।
সাজিল জক্ষনা পদ্মা দুই সর্পবতি।
ত্রিস ক্রোটি নাগ সংঙ্গে কাপে বয়ুমতি।।২৯
৩০ত্রিস ক্রোটি৩১ নাগ লইএগ্রা কালি চলিল৩১ সত্তর।
৩২শ্রীহরির পদ৩২ চিহ্ন জার মস্তক উপর।।
তিমিঙ্গি বা ৩৩ নাগ মৎস সতেক ভোজন।
তাহাকে ৩৪গিলে হেন আছে ৩৫মকর গন।।
৩৬সেই মগর ৩৬গিলে মোহা মৎস রাখব, বোহালি।
রাখব বোহালি গিলে হেন সর্প্প কালি।।
ব্যালিস কুটি নাগ৩৭ জঙ্গি করিল৩৭ সাজন।
রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।৩৯

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাতচল্লিশ ।।

১ বিবাদে সজীল্যো গো ও পদ্দাবোতি গো বিবাদে সাজীলো পদ্দাবোতি, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ কোন পুথিতেই নাই পর্যন্ত অংশ কেবল আশুতে আছে ৩ সাজিয়া ৪ যম ৫ প্রতি ৬ যুঝিতে যাইব আমি ৭ব্যর্থ ৮ আজকত ৯ মরদানি ১০ সাজে স্থানে স্থানে ১১ সমস্ত খাইবে ১২ সর্প যদি করিল সাজন ১৩ নাই দে নং পুথির পাঠান্তর - লাইনগুলি আগে পরে আছে, কিন্তু প্রসঙ্গ সমার্থক ১৪ তিন ১৫ কারিলো গমন ১৬ সেইজে তোক্ষকো সাজে মনসার সাতে ১৭ তোক্ষকের ১৮ চির ১৯ তোনু ২০ আঠাসী ২১ জাহার ২২ জোন ২৩ নাই ২৪ আর ২৫ তিন কোটি সপ্লো নয়া ২৬ পাঁচ কোটি সর্প সঙ্গে সাজে সিগ্রগতি ২৭ বঙ্ক নাগ ২৮ সোন্য জার সঙ্গের ২৯ নাই ৩০ তিন ৩১ সর্প নয়া সাজিলো ৩২ হরিপদ ৩৩ মৎসো আছে ৩৪ গিলিতে পাবে ৫ জন ৩৬ তাকে ৩৭ জার হোইলো সাজন ৩৮ দেখিয়াতো পদ্মাদেবী ৩৯ ভণিতা ভিন্ন জগোত জিবন ... করিল প্রকাশ

।। একশ আটচল্লিশ ।।

ত্রিপদী

হংস রথে ভর করি সাজিলেন১ বিসহরি
বিবাদে২ বান্ধিএগ্রা নাগের বালা।
সর্প্পগন লএগ্রা সঙ্গে জুঝিব পরম রঙ্গে
৩আজি বুঝিব জমের ৪মরদানা।।
ক্রোধে কাপে কলেবর ওষ্ঠ কাপে থরে থর

দুই চক্ষু অরুণ বরণ।
৫সর্প্প মোহা সন্ধে চলে৫ কাপে মহি৬ মণ্ডলে
ত্রাসিত হইল বেদগণ।
সর্প্পের ভুসন বস্ত্র সর্প্পের জতেক অস্ত্র
৭সর্প্পে বেষ্টিত রথখান।
সর্প্প৮ অভরন করি৮ সাজি নিল বিসহরি
৯অঙ্গ মুখে করিল১০ পয়ান।।
মোনসার ক্রোর্দ্ধমন ১১জানিঞা দেবগন
নারদকে বোলে তুমি১২ জাও।
সঙ্কর নন্দিনি সনে জুদ্ধ করে কি কারণে
তুমি জাঞিা১৩ জমেক বুঝাও।।
১৪বেগনের আজ্ঞা পাঞা মুনি১৫ সিঘ্রে গেল১৫ ধাঞা
১৬জথা আছে রবির নন্দন।১৬
১৭নারদ বোলেন জম জুদ্ধি কর অকারণ
চল জথা আছে ত্রিলচোন।।
জমেক সম্মাতি করি চলিল কৈলাস গিরি
জথা য়াছে প্রভুত্রিনয়ান।১৭
১৮মনসার পাঞা বর পদয়তি মনহর
আজ্ঞা রূপে মনসা পুরান।।১৮

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আটচল্লিশ ।।
১ জগোত গৌরি ২ আশু নামিল ৩ নাই ৪ বির পোনা মহাশব্দে চলে জল ৫ রসতিল ৬ রসাতল ৭ সর্পেতে ৮ অলঙ্কার পোরি ৯ জুদ্ধ ১০ গমন ১১ জানিল ১২ জায়, যাঅ ১৩ জমেকে, আশু যমকে ১৪ দেবোতার ১৫ সিগ্রগোতিজায় ১৬ হোরি হর জম বিদ্দমান ১৭ নাই ১৮ ভণিতা ভিন্ন, আশু জগত জিবনপদ চিলেন বিদগদ, দেত নং পুথির ভণিতার শেষ লাইন - হোরি ধোনি করো করো সর্ব্বজোন।

।। একশ ঊনপঞ্চাশ ।।

১আরে বন চলে জম সিব বেটি বারে
নারদ সমগতি গেল কৈলাস সিখরে লো ও ... ১

মুনি বোলে২ কুথা জাহ২ শুন জমরাজ ।
কি কারণে সাজিয়াছ৩ এতেক সমা।।
জম বোলে মোহামুনি কর অবধান।
সঙ্কর নন্দিনি ৫পদ্মা করে৫ অপমান।।
৬ছাড়িলেন দেহা৬ চান্দ বানিঞার পুত।
তাহাকে ৭আনিতে গেল মোর জমদুত।।

কাড়িয়া লইল জিব৮ বোলে মন্দ৯ ছন্দ।
১০এ বেসে পদ্মার১১ সহে বাড়াইলাঙ১১ দন্দ।।
১২নারদ বোলেন জম সুন নিষ্ঠাবানি।১২
বিবাদে১৩ মারে পদ্মা তার পুত্রখানি।।
ইহার কারণে তুমি না কর জঞ্জাল।
সঙ্কর সুনিলে পাছে১৪ নহিবেক ভাল।।
মুনির বচন ষুনি ফিরে দণ্ড ধরে।
১৫মহিসে চড়িয়া গেল১৬ জথাতে সঙ্করে।।১৬
১৭মোহাদেবের স্থানে জম করিল উত্তর।
নারদ চলিয়া গেল পদ্মার গোচর।।১৭
মোনসার১৮ তরে বোলেন মোহা১৮ মুনি।
কি কারনে সাজিয়াছ সঙ্কর নন্দিনি।।
তোমার সাজনে পাপাইল দণ্ডধর।
আপনে১৯ ফিরিঞা জাহ হেঙ্গুনয়া ২০ বাশর।।
মুনির বচনে পদ্মা নিজ পুরে জায়।
জগত জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ঊনপঞ্চাশ ।।
১ ধুয়া ভিন্ন আশু দেও এ কালা বড় রোসিকোও জানু হে ২ কতি যাঅ এদূতের ৪ দেও এ শুন ৫ করে শমোর ৬ দেও ছাড়িলেকো দেহ ৭ দেও ধরিতে ৮ অতিরিক্ত আরন নাই ১০ তে কারনে, দেও - এতেকো ১১ বাঢ়াইনু দেও সনে ভাড়াইলো ১২ নাই দেও চান্দয়ে পদ্দায়ে বাদ ত্রিভুবোনে জানি ১৩ মারিল ১৪ না বলিবে ১৫ এই মতে, দেও তেমোতি ১৬ শিবের গোচর, দেও সিব বরাবর ১৭ নাই ১৮ সাক্ষ্যাতে চলিয়া যায়। দেও মহা = গেলা ১৯ চোলিয়া ২০ ঘর

।। একশ পঞ্চাশ ।।

১আরে বন মহিসে চাপিয়া জম কান্দিদে কান্দিতে
হাতের দণ্ড ভুমে থুইঞা কান্দে সিবের আগেলা ... ধুয়া১

কান্দিয়া সিবের আগে কহে৩ জমরাজ ।
জম অধিকারে প্রভু৪ মোর নাহি৪ কাজ ।।
স্থানে স্থানে৫ জায় জিব জার জেই স্থান।৫
কিছু গোষ্ঠী জিব লয়া মর জম নাম।।৬
৭বিষ্ণুর জতেক৭ লোক বৈকুণ্ঠেত জায়।
তোমার জতেক সেবক কৈলাসেত৮ রয়।।
গঙ্গা ৯গঙ্গাবলি৯ জেবা প্রাণ ত্যাগ করে।

সেজন চলিয়া জায় বৈকুণ্ঠ নগরে।।
১০কিছুমাত্র জিব১১লইএগ অধিকার করি।
তাহার কারণে দন্দ করে বিসহরি।।
অধিকারে১২ কার্য্য নাইকরি নিবেদন।
রচিল পদ্মার বরে১৩ বেরতির নন্দন১৩।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঞ্চাশ ।।
১ আশু র ধুয়া ভিন্ন ২ বোলে ৩ দেত ধর্ম্মরাজ ৪ আমার নাই, দেত মর কিবা চিহ্নিত অংশের পাঠ দে থেকে গৃহীত ৫ জীব.দোষ করে যেবা যার ৬ করি অধিকার ৭ আশু বৈষ্ণব সমস্ত ৮ আশু যায়, দেত পায় ৯ গোবিন্দ বলে ১০ জতোকিছু, আশু অন্য অন্য পাপী ১১ নাই ১২ দেত কাজ ১৩ জগোত জিবন আশু. র গান শেষ হয়নি

।। একক একান্ন ।।

১আরে ও চলে মোন সালো
হংসের বিমানে চড়ি সিব ভেটি বারলোও১
শ্বরন করিল১ হর জানিল পদ্মাবতি২।
হংসরথে চড়িয়া অহিল৩ সিগ্রগতি।।
সিব বোলে সুন৪ পদ্মা বচন আমার।
জিবের উপরে ৫ কেন কর অধিকার।।
পদ্মা বোলে সুন বাপু ত্রিদেশের গোমঞি।
মিথ্যা কথা কহে জম মোর দোস নাই।।
চান্দোর সহিতে বাদ ত্রিভুবনে জানে।
কিছু গোচর আছে৬ তোমার চরনে।।
বিবাদে বধি লাভ আমি তার পুত্র কানি।
মধ্য পথে জম দুতে করে টানাটানি।।
৮পছচাতে চাহিএগ লইল৮ জিব খানি।
ক্রোধ করি তোমাকে জানাইল দন্ডপানি।।
সিব বোলে৯সুন পদ্মা আমার৯ ঝিয়ারি।
জয় রামা১০ বটেন ১১আমার আত্মাকারি।
জম১২ স্থানে জিব তুমি করগা সমাপ্পন।
যখন হিরে১৩ জিব জোগাবে১৩ ততক্ষন।।
কি কারনে১৪ জমের করহ মন দুখি।১৪
সেই১৫ কর্ম কর জাতে ১৬জম হয় সুখি।।
বাপের বচন রাখে সঙ্করের ১৭ঝি।
জম ১৮স্থানে দিল ১৯পদ্মা বানিজ্জার ২০জি।।
২১ব্রহ্মানি বোলেন জম ২২জিব লইএগ জাও।

জখন চাহিব২৩ জিব জোগাইতে চাও।।
জম বোলে জিব ২৪ সম্পিনে পদ্মাবতি।
২৫স্বরন মাত্রে আনি২৫ দিব ২৬জিব সিগ্র গতি।।
২৭জম স্থানে জিব করিল সমার্পন।
জিব লইঞা জম রাজা করিল গমন।।
জিব লইঞা জম রাজ জমালয় জায়।২৭
আনন্দে ২৮মনসা দেবী ২৯ দুন্দরি বাজায়।।২৯
৩০বেললি চৈতন্য ৩০পায় মেড়ের ভিতরে।।
৩১ জগত জিবন গায় মনসার বরে।।৩১

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একান্ন ।।

১হরের চরনে মেখর লাগ আর সিবের বিনে মোন লাগ যরে ২ পদ্দা জানিলেন মনে ৩ ততোক্ষনে ৩ বাছা ৫ কেনে ৬ তত্তো আছে বাপু আশু কিছুবা ৭ মারিনু, আশু মারিল ৮ পাছে আমি চাহিয়া লইনু ৯ বাক্য মর রাখহ, আশু বাছা ১০ নহে কি ১১ আশু তুমার ১২ অতিরিক্ত রাজা ১৩ চাহিবে তুমি দিবে ১৪ কর মোন দুখা দুকী ১৫ কাজ ১৬ সমন ১৭ আশু ঝিউ ১৮ সাক্ষাতে ১৯ নাই ২০ আশু জিউ ২১ পদ্মা, ২২ অতিরিক্ত তুমি ২৩ আমি ২৪ আশু সমর্পিলে ২৫ আশু স্মরনে আনিএগ্য ২৬ অতি ২৭ নাই ২৮ পদ্মা ২৯ জায় নিজ করে ৩০ বেহুলা চেতন ৩১ আশু এবং দে৩ নং পুথির ভণিতা ভিন্ন।

।। একশ বাহান্ন ।।

।।ধ্রু।।

১ও বালি মরা স্যামের কোলে আছে রঙ্গা ভোলে
অচেতনে আনন্দ বাশ ঘরে১
২জিবন লইঞা জম রাজা গেলেন সত্তরে।
বেললি চৈতন্য পান রঙ্গ বাস ঘরে।।৩
জমস্থানে জিব জখন হইল সমর্প্পন।
নিদ্রা৩ ভঙ্গ হইল বালির৩ পাইল চেতন।।
৪স্যামের ৫সেরিরে বালি হস্ত দিয়া চায়।
দেখে অচেতন তনু পাথরের প্রায়৬।।
প্রদিপ জালিয়া৭ বালি বদন নেহালে।
নিশ্চয়ে জানিশ৭ বালাক খাইলেন কালে৭।।
কাষ্ঠের সাদৃশ হইল সুকমল অঙ্গ।
৯সোনার সাদৃশ ছিল হইল আঙ্গারের বর্ণ্য।।৯
হায় হায় করিয়া বালি ১০কপালে মারে১০ চড়।
ভূমিতে পড়িয়া বালি করে ধড় ফড়।।

১১হায়েরে দারুন বিধি কি হইল কপালে।
অনাথিনি করি প্রভু গেনা কোথা কারে।।১১
১২শ্রাবনের ধারা জেন চক্ষের পড়ে পানি।।১৩
আকুল হ্রিদয়ে বালি কান্ধে উচ্চশ্বরে।
জগৎ জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বাহান্ন।।
১ আশু ধুয়া ভিন্ন দেও এ — কে মোর হরিয়া নিল অভাগিনির পতি হে ২ নাই জীবন ভেজিলো গন্ধ বানিয়ার নন্দন, আশুতে প্রাণত্যাজিল ৩ ভাঙ্গি বিদ্যা ধরি ৪ স্বামীর ৫ চরন ৬ পাথরে মিলায় আশু পাষানের ৭ প্রভুক লাগিনি খাইল ৮ আশু মুখমর ৯ নাই ১০ গানে খায় ১১ নাই স্বামীর ১৩ নাই।

।। একশ তিপ্পান্ন ।।

।।ধ্রু ।।

১আরে বিধি মুই নারি অভাগিনি নিন্ধের কাতর
কাল মুখে হরিহনু ও স্যাম সুন্দর১
কেমরে মারিল ২স্যামে মহোন মুরতি।
অন্ধকার হইল৩ জে নগর৩ ৪চাপাবতি।।
কাষ্ঠের সাদৃশ হইল ৫সুকমল তন৬।
৭পড়ি আছে প্রাণ নাথ ৭হৈএগ্রা কাল৮ বন্য।।
৯কাক কিহ না বলি লাগু এমন এ বয়সে।
কেন মোর ১০বুহ্চি ভুবিল বিনি দোশে।।
কার১১বা কাড়িয়া লইনু ঘর আর বাড়ি।
তার ১২অভিসাপে বিভার রাত্রে ১২হইলাঙ রাড়ি।।
১৩কাহার কাড়িয়া খাইনু১৩ মুখের১৪ গরাস।
সে ১৫মোরে পাড়িল গালি ১৫হৈলাঙ হিরাস।১৬
উচ্চ নহে কপাল বদন নহে ঘোর।
চিরন দন্ড খড়ম ১৭পাঙ কিছু নহে মোর।।
১৮জন্তর প্রসংনাহি পরনের গতি।
কুন পথে বিবাদ সাধিল পদ্মাবতি।।
বাসি হস্তে বিধাতা মোর না রাখিল সঙ্খ।
ভুবন ভরিএগ্রা মোর রহিল কলঙ্ক।।
সংসার ঝুড়িয়া মোর রহিবে খিয়াতি।
স্যামকে খাইল বালি বিবাহের বাতি।।
হায় হায় পদ্মা মোকে দিল মন স্তাপ।
বিবাদ করিয়া করিল মোহা পাপ।।

সোনার বরন তনু মদন আকার।
তাহাকে দেখিয়া দয়া নহিল তোমার।।
মুখ জেন চন্দ্রমা খঞ্জন দুই চক্ষ।
অধর মৃনাল বাহু নাসিকা জুহ পক্ষ।।
কন্দর্প সমান রূপ দেখি লাগে দয়া।
কেমতে দংসিলে বালক নিদারূন হইএগা।।১৮
১৯জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি করিল পরকাস।।১৯

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তিপ্পান্ন ।।
১ দেত ধুয়া কি খানে পিরিতি কৈল্যাস চিকোন কালার সনে হে, আশুর গান শেষ হয়নি ২ স্বামী ৩ আজি পুরি ৪ চাম্পাবোতি, আশু চম্পাবতী ৫ মুখ সব ৬ অঙ্গ ৭ প্রভুর মুখ চন্দ্র ৮ অঙ্গ ৯ কার কিছু হিংস্যানা কোরিনু এ ১০ কর্ম্মদোষে, আশু কলিমিসে শব্দটার অর্থ জানা নেই ১১ আমি ১২ সাপে বিভাহের রাত্রে আশু বিভারাত্রি হৈনু বিষম ১৩ কাক গামী কাড়িয়া না লইনু, আশু কাড়িএগা খাইলাম ১৪ গ্রাস ১৫ মোরে ১৬ হৈলো সবনাশ, অশু করিয়া নৈবাশ ১৭ পায় আশু পাঅ ১৮ নাই ১৯ দেত নং পুথিতে গানটি শেষ হয়নি।

।। একশ চুয়ান্ন ।।

অনাথ ১করিলে মোচে১ বানিএগার দুলাল।
সোনার ২বরন তন্নু মুখে বছে নাশ।।
৩কালি সুনিলে কথা৩ কি বলিবো লোকে।
আইজ বিভা৪ করিয়া ছাড়িয়া গেল৪ মোকে।।
কেমরে করিল চুরি ৫অঞ্জলের সোনা।
৬চিহ্নিএগা ধরিব ৭কাক চোর কুনজনা।।
৮কার বা কাড়িয়া খাইলাঙ বাটার পান।
সে মোরে কাড়িয়া লইন পবানের পরান।।
কার বা কাড়িয়া লইলাঙ কোথা হৈতে গুয়া।
তেকারনে উড়্যা গেল পরের সুয়া।।
স্যামি বিলাসিনি বলি কেবা দিল গালি।
নরিল সঙ্কতে মোর না পড়িল কালি।।
অখন্ড কলার বালি কার কেনা উজানি।
নহে গজ কন্ধ মোর ৯দির্ঘ্য নছে কেস।
বিধবা লক্ষ্যণ আমার কিছু নহে লেস।।
করিলো মিনতি প্রভু ১১না দিলাঙ সুরতি।
১২সেই দোসে ছাড়িল ১৩প্রাণ অভাগিনির পতি।।
১৪প্রভু গাঁতোল সুরতি ১৫দেঙ মনে ১৬হউক সুখ।
উঠিয়া ১৭সুমতি দেও হ্রিদয়ে ভরুক।।
ক্ষমা কর ১৮ গোমাঞি করিন জত ১৮ দোস।

মারিলে কে রাখে প্রভু ১৯কেন করো রোম।।
নাহি ২০প্রাণ বানিয়া ২০বেহুলা বালি কান্ধে।
ঘটে প্রাণ ২১থাকিলে উত্তর ২১কিবা নাদে।।
কুনক্ষনে ২৩কুন্দকিনি কুনে নহো হিন।
২৫কি দোসে ছাড়িলে ২৪প্রান বিবাহের দিন।।
২৫প্রভু কামিনি করিয়া কোলে বঙ্গবাস ঘরে।
অঝর নয়নে বালি কান্ধে উচ্চশ্বরে।।
জগৎ জিবন ভণে মনোসার মায়া।
করগো করুনা মই সেবকের বদয়া।।২৫

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চুয়ান্ন।।

১ নাথ, অশু কৈলে, গুরুতে ও নাথ আশু ২ সোদৃশো, আশু সুন্দর ৩ আশু পরে আছে— সংসারে শুনিয়া প্রভু ৪ করিঞা ছাড়িঞা যাও — আশুতে আছে ৫আচলের আশু আগের ১২২ নং গানে আছে— চাহিয়া ৭ কাকে ৮ নাই ৯ দিখোল ১০ মর ১১ নাইলাম ১২ এই ১৩ গেলা ১৪ নাই ১৫ দেই ১৬ হয় ১৭ সুরোতি ভঞ্জ প্রাণের অধিপতি ১৮ পায়ে পোড়ি প্রভু মর ১৯ ক্যানে ২০ আশু আর বলিয়া ২১ থাকিতে ২২ কেনে ২৩ কুলোটা ২৪ প্রভু ২৫ আশু ও দেও পুথির পাঠ ভিন্ন অতিরিক্ত অংশ পরিশিষ্ট থাকল।

।। একশ পঞ্চান্ন ।।

ত্রিপদী

২বালি চরণ ধরিঞা কান্দে — ৩প্রভু উচিঞাও সুমতি না
কান্দে বালি ৪পাইঞা মোহা সোক।
হায় হায় প্রাণপতী — কি হবে আমার গতি
অনাথ করিঞা গেলা মোক।
তুমি বিনে প্রাণেশ্বর — ৫বাপ মাও সেহ পর৫
বন্ধু বান্ধব জত আছে।
৭সকলে পাড়িবে৭ গালি — ৮বেললী বিসম বাড়ি
বসিতে না দিবে কেহো কাছে।।
৯আমি অনেক জনম ভবি — ১০কঠুর তপস্বা করি
১১তোমা পাইলাঙ ১১সুন্দর গুননিধি।
আজি ১২বিবাহের রাতে — প্রাণ দিলে নিজপাত
১৩নির্দয় নিষ্ঠুর ১৪কেলে বিধি।।১৪
১৫নাহি কোন দোস ১৬পাপ — ১৭নাহি রোগ তাপ১৭ অভিসাপ
আছিলাঙ ১৮কাচের মেড় ঘরে।
দুষ্ট খাট বাট ১৯ উপরে — ২০ কারু নাহি পরস্কারে২০
২২জগত জিবন গায় — বন্দিঞা পদ্মার পায়
বিরচিল মধুরশ্বরে।।২২

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঞ্চান্ন ।।
উত্তরবঙ্গীয় প্রয়োগ ১ সঙ্গে করুনা লেখা আছে, সোও ছন্দের সাথে রাগ এর উল্লেখ খুব কম জায়গায় আছে ২ নাইত লথাই ৪ পাএগ্রা ৫ আশু মাও বাপ সহোদর ৬ অতিরিক্ত ইতি ৭ সবে মোকে দিবে ৮ বোলিবে আশু বোলিএগ্রা ৯ নাই ১০ কঠোর ১১ পাইনু ১২ তো বিভার ১৩ নিদয়া ১৪ তোমার মোতি ১৫ নহে ১৬ ধোরি ১৭ কেবা ... কোবি ১৮ নাই, শুয়া, আশু আছিল ১৯ আর ২০ জাতে কেহ নাহী আর আশু নাই কারো পরকার ২১ কে মোর ২২ আশু ভণিতা জগত জীবন ... বরদাতা। দেও র অতিরিক্ত পাঠ পরিশিষ্টে থাকল।

।। একশ ছাপান্ন ।।

।।ধ্রু ।।

১ ওরে বিধি বধিল পরানেরে
ওইনা বিধি বড় নিদারনরে১
২কেমোর মারিল ৩স্যাম মোহন মুরতি।৩
স্যামের অভাবে ৪মোর কিবা হবে গতি।।
৫বায়ের সঞ্চার নাহি৫ মোড়ের ভিতর।
কমন৬ উপায়ে চোরা প্রবেসিল ঘরে।।
প্রদিপ ৭জালিএগ্রা বালি চাহে৮ চতুপ.সে।
৯জন্তুজিব পালঙ্কেত৯ না পাইল১০ প্রকাসে।।
১১মাথে হাত দিয়া কান্দে ১২বেললি সুন্দরি।
১৩কাক না ১৪দেখিয়ে ঘরে১৪কে করিল চুরি।।
চলিল ১৫ঝারির যল বালিসের তুলা।
নেহালি প্রানের বাট্যা দেখিল বেহুলা।।
একে একে সপ্তবার প্রদক্ষিন কৈল১৬।
জিব জন্তু ১৭মেড় ঘরে প্রসঙ্গ নহিল১৭।।
বালি বোলে মন্দিরে না দেখি কুনজন।
কেমতে মরিল গন্ধ ১৮বানিএগ্রার নন্দন।।
ডাকিনি যুগিনি সরে ১৯কহিবেন মোকে।
২০বালি খাইল বালাক বলিবেন লোকে।।২০
২১দিষ্টতে পড়িল দুষ্ট পদ্মার নাগিনি।।
নাগিনি দেখিয়া বানি করে হায় হায়।
জগৎ জিবন কবি ২৪বিরচিএগ্রা গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছাপ্পান্ন ।।
১ ধুয়া নাগিনি কোরিল অনাথিনির সাপিনি করিল অনাথিনি বা আশু ধুয়া ভিন্ন ২ আগে, বানী বোলে ৩ প্রাণপতি ৪আমার ৫পবনের গতি নাই আশু বায়ুর ৬প্রকারে ৭ধোরিয়া ৮চারি-পাশে ৯খাট পাট কুনটাই আশু না পাইল ১০কাহার তলাসে ১১শিরে ১২ বেহুলা ১৩ কাহাকো ১৪মানিক ১৫ভৃঙ্গারের ১৬প্রদক্ষিন করে সাতবার ১৭কাহারো না পায় পরিষ্কার ১৮বান্যার ১৯বোলিবেকো, আশু, ডাইনী, সভে, বুলিবেকো ২০কাশ নিন্দে স্বামী মর গেলো অবোহেলে, আশু আমি সে খাইল স্বামী বলিবেক লোকে ২১ শুনিয়া, আশু মেলিয়া ২২ ঝাড়ে ২৩ভূমিতে ২৪বিরচিয়া।

।। একশ সাতান্ন ।।

১নাগিনি করিল অনাথিনি
রে বিধাতা করিল অনাথিনি১
মুই নারি অভাগিনি নিন্দেতে কাতর।
কাল নিন্দে হারাহনু স্বামী য়ে শুন্দর।।২
সর্প্প দেখি কান্ধে বালিত সিরে দিয়া হাত।
এই সর্প্পে খাইল অভাগির প্রাণ নাথ।।
কি দোস করিলাঙ তোর নাগিনি ৫দুষ্টমতি।
বিবাহের রাত্রিতে মারিলি৬ প্রানপতি।।
মোর স্বামি ারিয়া বুসনে ৭জারি ঘর।
৮তোমারে করির ৯প্রান নাথের দোশর।।
হায় হায় ১০পদ্মাবতি দিশ মন স্থাপ।
১১বিবাহ সাধিতে দড়াইলে মোহা পাপ।।১১
সত্য করি আনিঞা করিলে ১২এহিগতি।
কি ১৩জানিঞা জন্ম তোকে দিল পসুপতি।।
কোথা গেলেপাব আমি হেন ১৪বসময় নিধি।
পুর্ব জন্মের পাপে ১৫বিড়ম্বিল বিধি।
কান্দে বালি সুন্দরি কপালে মারে চড়।
উচচস্বরে কান্দে বালি করে ধড় ফড়।।
মরিল১৬ প্রাণের নাথ১৬ তাকে ১৭না ডর।
আমি১৮ হইর প্রাণ ১৯নাথের দোসর।।
সংসার২০ জুড়িয়া মোর ২১রহিলেন খ্যাতি।
স্যামিকে খাইল বালি বিভাহের রতি।।
অসুরের বিবাদে মরিল গুনমনি।
ত্রিভুবনে ২২বলিবে কেলশি ২২কুলক্ষনি।।
বালি বোলে তবে আমী বেলশি সুন্দা
মরা স্বামি লঞা জাব সঙ্করের পুরি।।
সভাতে পদ্মার ২৪সঙ্গে করিব ক্রোন্দন।
জিঞাইব প্রাণনাথ ভাসুর ২৫সকল।।
ফিরিঞা আসিব ২৬আমি পুরি চাপাবতি।
ত্রিভুবনে ২৭কহিবে বেললি২৭ ২৮মোহাসতি।।
২৯সর্প্পেক মারিয়া কেনে হইব পাপিনি।
সাপুড়াবে৩০ বান্ধি রাখোঁ ৩০পদ্মার নাগিনি।।
আমান করিবে পদ্মা দেবের সমাঝে।
৩১সর্প্প দেখাইলে৩১ পদ্মা ৩২পাবে মোহা লাজে।।৩২

গুয়ার সাপুড়া বালি হস্ত দিয়া টানে।
নাগিনির মুন্ড ৩৩ধরে মোহা অভিমানে।।
সাপুড়ার মধ্যে সাগিনি বন্ধি করে।
৩৪জগত জিবন গায় মোলসার বরে।।৩৪

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাতান্ন ।।
১ আশু ধুয়া ভিন্ন এই ধ্রুব পদটি দে৩ নং পুথির পূর্ব্ববতী ধ্রুব খুব কাছাকাছি, শুধু বিধাতী সাপিলী আছে ২ লাইন দুটি দে৩ নং পুথির ৩ আশু সাথে ৪ আমার ৫কুমোতি ৬ অতিরিক্ত আমার, আশু নিজ পতি ৭যাবে ৮অবশ্য ৯তোকে স্বামীর, দে৩ এ তোরে স্বামীর ১০ বিসো হরি ১১ বিবাদ, আশু আছে বিভা রাত্রে স্বামীকে খাইল কাল সাপ ১২ দুগতি আশু হেন গতি মুত্ত অমান্য ১৪ ধন ১৫ অতিরিক্ত মোকে ১৬ আশু যে প্রাণনাথ ১৭নাই ১৮অতিরিক্ত হো ১৯ পোতির আশু হইলাণ্ড প্রাণনাথের ২০ ভোরিয়া ২১ রোহীবে ২২ কহিবেক বানী ২৩ মুই বেহুলা ২৪ সোনে, আশু আগে ২৫আশু ছয়জন ২৬তবে ২৭জানিবেক বানী বোলিবেক ২৮ সোত্যবতি ২৯ নাগিলী ৩০বোন্ধি কেরি ৩১ সাপীনি দেখিয়া ৩২ পোড়ীবেকো ৩৩ ধোরি ৩৪ অতিরিক্ত লাইন উরাতো চিরিয়া থুইল তাহার ভিতর।

।। একশ আটান্ন ।।

।।ধ্রু ।।

১আরে ও দুটি নয়ন ঝুরে রে বহে প্রেমধারা
দুটি নয়ন১
২বেললি করনা করে বমনি৩ পোহায়।
৪চৈতন্য পাইএগ সোনা৫ স্যামিরে৬ চিএগয়।।
উঠিছে প্রাণনাথ রাত্রি হইল সেষ।
সত্তরে৭ করহ পুত্র বধুর৭ উদ্দেশ।।
৮অমঙ্গল দেখি ৯প্রভু ১০প্রাণ নহে স্থির।
আপনে ক্রোন্দন উঠে চক্ষে বহে নির।।
১১মেড়ের ভিতর দেখো১১ কান্দে বধুখানি।
বিবাদ সাধিল ১২বুঝি বিসহরি কানি।।
চান্দো বোলে সনেকা নিদ্রাতে ১৩কেনে তোলে।১৩
এমত নিষ্ঠুর ১৪বাক্য কি কারনে বোল।।
পাথরের মন্দির দুয়ারে ধনন্তরি।
চতুর্দিগে লক্ষলক্ষ জাগিছে প্রহরি।।
১৫পামানে নির্ম্মান ঘর মারিয়া কাটাএগল।
চোর্ত্তদিগে লাগি আছে লোহার গজাল।।
নেউল মহার দুই সিত্তরে বালার।
সর্প্পের উদ্দেস পাইলে করিবে সংহার।।
দ্বারে জাগায় রোঝা ধনন্তরি রায়।
ছয় মাসের মৃর্ত্তজিএগয় লাগে পায়।।১৫

জিবের সঞ্চাব ১৬নাহি পবনের গতি।
কুনপথে বিবাদ সাধিবে পদ্মাবতি।।
১৭বুড়ি পাগলি ১৭তোর কিছু ১৮নাহি জ্ঞান।
পুত্র বধু১৯ ছড়া করে তাতে দেহ কান।।
২০স্যাম্রির বচনে সোনা২০ স্থির নহে মন।
২১হস্তে ভিঙ্গযর করে করিল২১ গমন।।
মেড়ের ২২সর্প্পসেজ্জাএগ্রা কর্ন্য দিয়া বুনে।
২৫বেললি করুনা করে স্যামির মরনে।।
হস্তের ভৃঙ্গার সোনা মারিলেন পাক।
২৬হায় পুত্র বলিএগ্রা সোনা ২৮ছাড়ে তিন ডাক।
মেড়ের দুয়ারে সোনা চলিল ২৯সত্তরে।
জগত জিবন কবি মোনসার ৩০বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আটান্ন ।।

১হোরি বেসন বলো সভে ধর্ম্মের সবায়/কে মর হরিয়া নিল অভাগিনির সোনা বা আশু ধুয়া ভিন্ন ২বেহুলা আশু বিহুলো ৩পহায়, অশু পুহায় ৪চেতন ৫স্বামীকে ৬চিয়ায় ৭করোগা জায়া পুত্রের ৮আশু কুমঙ্গল ৯আশু মোর ১০মোন ১১মোড় ঘরে দেখি জেন আশু শুনি ১২জেন ১৩নাহি আশু ছিলা ভোল ১৪কথা ১৫নাই ১৬আশু নাই ১৭বুড়া পাগোল, আশু বুঢ়ি ১৮আশু নহে ১৯কৃয়্যা আশু ক্রীড়া - প্রচলিত বানানের নিকটবর্তী এই সংশোধন কি সম্পাদকের ? ২০ সোনার মরমে দুখো ২১ ঝারি হাতে কোরিয়া তো আশু ভৃঙ্গার লইএগ্রা হাতে ২২দুয়ারে ২৩জায়া, আশু সনা ২৪পাতি ২৫বেহুলা, আশু বিহুলা সুন্দরী ২৬হা হা ২৭ আশু করিয়া ২৮আশু ছাড়িন, ডাকে তিন ২৯ সর্ত্তর ৩০কিঙ্কর।

।। একশ উনষাট ।।

।।ধ্রু ।।

১শ্রীশ্রী রাম আরে বল কান্দ্যা লখাই রমা
বোলিবে রতন মা ল... ১ধু

২হস্তের ভৃঙ্গার সোনা মারিলেন পাক।
পুত্র পুত্র বলি সোন ছাড়ে ঘন ডাক।।২
৩দ্বার খুচাও বধু দ্বার৫খুচাও।
৬খাইল্ব সুন্দর ৭বালা কার মুখ৮ চাও।।
অতি কুল ক্ষনির ৯বেটি১০ আট কপালি১০।
মারিল যুন্দর বালা১১ নেবাপ্ত করিলি।।১১
দন্ত তোর১২ চিরন দিঘল ১২মাথার চুল।
কুলক্ষনে ১৩ডুবাইলে বানিএগ্রাব১৩ কুল।।
না হইল ১৪বিভার তোমার ১৪বৎসর ছয়মাশ।
১৬সয্যাতে সুন্দর১৭ বালকি করিল গরাশ।।

১৯ভাই খাকি গরবাসুকি হুডুকাঘুচাহ।
খাইয়া সুন্দর বালা কার মুখ চাহ।।
দন্ত তোর চিরন চাচর মাথার চুন।
অলক্ষিনি নারি বৎসা করিলে নমূল।।
না হইল পুত্র বিভা বৎসর ছয়মাশ।
সুন্দর দেখিয়া তুমি করিলেন গ্রাশ।১৯
বালি বোলে স্বাসুড়ি না২০ কর অপযস।
কাটা যায় ২১কতো দেও ২১জামিরের রশ।।
২২মরিল আমার স্যামি মোর ২৩কুলক্ষনে।
আর ছয় পুত্র তোমার মরিল কেমন।।
দেবতা মনিশ্যে ২৪তোমার নিরন্তর বাদ।
কুসলে থাকিতে ২৫মামনে কর সাদ।।
আমি ২৬না মারিল সযামি ২৬মারিল ব্রহ্মানি।
সা প্পবার মধ্যে দেখ ২৭বিসম নাগিনি।।
উঠিয়া সুন্দরি ২৮বালি কপাট ২৮ঘুচায়।
আকুল ২৯হ্রিদয় সোনা ৩০মোড়েতে সামায়।৩০
৩১হায় পুত্র বলিয়া শোনা কপালে মারে ঘাও।
বাছা অভাগি জননি ডাকে পুত্র চিয়াইএ্যা চাও।।৩১
মরিল সুন্দর বালা ৩২হইয়া গেল৩২কাল।
দেখিয়া সুন্দরি সোন ৩৩ধাকড়ে কপাল।।
জগত জিবন কবি সনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী কবি করিল প্রকাশ।।৩১

পাঠান্তর ঃ ।। একশ উনষাট ।।

১ আশু ধ্রুবপদ ভিন্ন ২ নাই ৩দুয়ার ৪ঘুচায় আশু ঘুচাহ ৫ আশু ঘুচা অ ৬ খাইলো ৭ পুত্র ৮ চায় আশু চাঅ ৯বোধু আশু বেটি ১০কপালিনি আশু মটুক ১১বিহার রজোনি, আশু, নিরাশী বিড়ালী ১২ আশু দীঘল চিরণ ১৩ হইল বিভা মজাইলি ১৪বিবাহো আশু পুত্রের বিভা ১৫আশু মাস ১৬আশু সত্বরে ১৭পুত্র মৈল আশু অতিরিক্ত মোর ২৪ দেখি আশু হইব ২৫নাকি ২৬নাই মারি বালাক ২৭একাল আশু পদ্মার ২৮ কোন্তা দুয়ার ২৯ হোইয়া ৩০ স্যানধায়, আশু মেড়ঘরে যায় ৩১ নাই ৩২ বিসে হৈলো ৩৩মুর্ছিত হোইয়া, আশু সনকা রামা।

।। একশ ষাট।।

আইস প্রাণ বলিয়া পুত্র কোলে তুলি লইল।
ভুমিতে পড়িয়া সোনা মুর্ছিত হইল।১
পুত্র কোলে কান্দে২ শোনা দ্বারে তরসিএ্যা।২
দুই হাতে ৩আঘাতে বুক ৪স্থির নয়ে৪ হিয়া।।
সোনা বোলে পুত্র না পাইব আর।

অন্ধকার কেলে বাছা সকল সংসার।৫
অন্ধকার৬ কৈল মোর৬ চাপাবতি পুরি।
৭কোছার মানক মোর কে করিল চুরি।৭
৮হারানিঞার ধন মোর অকুলের নড়ি।
তিনে দণ্ডি না দেখিলে প্রাণ ফট্যা মরি।৮
৯অভাগিনির এক পুত্র ১০অধিকেপু নাই।
কি ১১দেখআ ১২পাসরিলে দুস্থর লখাই।।
১৪বিবাহ করিতে পুত্র সিদেলাঙ তোরে।১৪
১৫মায়েরে ছাড়া য়া বাছা গেলা কুথা কারে।১৫
১৬অভিমানে মা সুনিলা গুরুজনের ১৭বোল।
সুর্ন্য ১৮করিলে বাছা কালনিমার১৮ কোল।।
জগত জিবন কবি মনসার মায়া।
করগে করনা মই নায়কের দয়া।১৯

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ষাট ।।
১ নাই ২ করি... মুখে মুখ দিয়াও ধাকোড়ে ৪ দুর্ন্য করে ৫ নাই, বিনা বাতাসে মর নিভাইল বাতি, আশু বাত্র, নিভাক্ত ৬হৈল বাছা ৭কেমর হোরিয়া নিলো অঞ্চলের নিধি ৮নাই ৯ একোত্তির ১০আর কিছু ১১কিবা দিয়া ১২পাসোরির ১৩দুর্লোভ ১৪বিভা কোরিবারে মানা কোরিলাম তোমাকে ১৫নাই ১৬অহঙ্কারে ১৭ডাক ১৮হৈলো ঘরবাড়ী শুন্য হৈলো - দে৩ নং পুথিতে গানটি শেষ হয়নি। পরবর্তী গানের সাথে জোড়া অবস্থায় আছে লাইনগুলি। প্রায় সবগুলি পুথিতেই পরবর্তী গানটি সমভাবের শোকাত্মক। পরিশিষ্টে কিছু দেওয়া হল ১৯ভণিতা ভিন্ন। উল্লেখযোগ্য আশু পুথিতে ভণিতা ছাড়াই গান শেষ হয়েছে। আশু দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ২৪৫।

।। একশ একষট্টি ।।

।। ধ্রু ।।

ও বাছারবোল কত্তি গেলরে
বাছা কেমন প্রাণ কেমন কেমন করে হিয়া রে বাছা
ও বাছার বোল কত্তি গেলরে
মরিল সুন্দর পুত্র হইয়া জোগ্য কাল।
পুত্র পুত্র কবি সোনা ধাকড়ে কপাল।।
পুত্র কোলে করি কান্ধে মুখে মুখ দিয়া।
দুহাতে ধাকড়ে মুক চুর্ন্য করি হিয়া।।
বিনি বাতাসে মোর নিভিয়া গেল বাতি।
অন্ধকার কৈল্যা মোর পুরি চাপাবতি।।
সোনার বরণ তনু হইয়া গেল কাল।
উঠিয়া ঘুমতি দেহ অভাগির দুলাল।।
প্রাণ পুত্র বলি সোনা ধাকড়ে কপাল।
সোনার বরণ তনু মুখে বহে নাল।।

ছয় পুত্র বিবাদে মারিল বিসহরি।
তোমা পুত্র পাইলাঙ কঠুর ব্রত করি।।
কে মরে কাড়িয়া লইল আচলের শোনা।
কে জিএগ্রা ইএগ্রা দিবে মোর পুত্র একজনা।।
কেমরে হরিয়া লইল অঞ্চলের নিধি।
পুর্ব্ব জর্ম্মের পাপে বিড়ম্বিল বিধি।।
এক পুত্র হইয়া কেন ছাড়িলে মাতা পিতা।
কত জর্ম্মের পাপে জাড়িল বিধাতা।।
বিবাহ করিতে মানা করিলাঙ তোমাক।
অহঙ্কারে না শুনিলেন গুরুজনের ডাক।।
হাতে হাতে ফলিল বাছা জননির বোল।
সুন্য হৈল ঘর বাা সুন্য হৈল কোল।।
পড়িল সাগরে মোর আচলের সোনা।
কেদিবে তুলিএঃ বন্ধু আছে কনজনা।।
বানিএগ্রার দুলাল বাছা উত্তর না দেত্ত কেনে।
প্রাণ মোর ফাটে বাছা তোমার বিহনে।।
না পাইব প্রাণ পুত্র না পাইব আর।
এ জন্মে পুত্র তোমার না পাইব আর।।
বাছা তোমার পিতার দোশে হারানু এবার।
অভাগি মায়ের প্রাণে চাহ এক বার।।
জগত জীবন কবি নমসার বর।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একষট্টি ।।

গানটি অন্যত্র নেই

।। একশ বাষট্টি ।।

১একাশ্রু একপুত্র একবধু বিনে ২আর ৩কেহ নাই
৪কি দেখিয়া ৫সেরিলে দুল্বব লখাই
মর ৬মর পদ্মা৬ ৭তোর হউক ৮বিনাশ।
অন্তকালে ৯করিলাঙ তোর কি ১১করিলাঙ হানি।
কি দোসে মারিলে ১২মোর সুন্ধর পুত্র খানি।।
১৩বাছার মুখ পদ্ম চন্দ্রমা খঞ্জন দুই চক্ষ।
বাহু যুগ মৃনাল নাশিকা দুহু পক্ষ।।১৩
১৪কন্দর্প্প সমান রূপ দেখি লাগে দয়া।

কেমতে দপসিলে বালাক নিদারুন হৈএগ।।১৪
সোনার ১৫বরন তনু মদন আকার।
১৬ইহাকে দেখিয়া দয়া নহিল তোমার।।১৬
বিবাদে মারিলা পুত্র ত্রিভুবনে লাজ।
বৃদ্ধকালে আমার জিবনে কিবা কাজ।।
১৭চৈতন্য পাইএগ উঠে ১৮চাপালির পতি।
হায় হায় করিয়া উঠেন শিঘ্রগতি।।
১৯পুত্রকে দেখিল সাধু উপস্থিত কাল।১৯
পুত্রা পুত্র ২০করি সাধু ২০ধাকড়ে কপাল।।
চৈতন্য পাইএগ উঠে চাপাবতি পুরি।
হায় হায় করিয়া কান্ধে উচ্চশ্বর করি।।
পুত্র সোকে বিবদিয়া কান্ধে উচ্চশ্বরে।
জগত জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বাষট্টি ।।
১একোতির একোপুত্র ২ নাই ৩কিছু, আশু, কেহো ৪কিবা দিয়া আশু কি দেখিয়া ৫পাসরিলে, আশু পাশরিব ৬পদ্দাবোতি ৭আশু তুমি হইঅ ৮নৈবাশ ৯তোমার আশু তুমার ১০কোরিনু আশু করিল ১১ কৈনু আশু করিল ১২দেঙ এ নাই ১৩ নাই ইহা এবং না হইল ১৪ নাই ১৫সুন্দর ১৬আশু, ইহা এবং না হইল ১৭ চেতন ১৮ চাম্পাবোতি পুরি চিহ্নিত লাইনগুলি একাধিকবার আছে ১৯ নাই ২০ বোলি চান্দ।

।। একশ তেষট্টি ।।

১ওরি কান্ধেরে কান্ধে বিশ্ব পাইএগ মোহা শোক
ও বিশ্ব কান্ধেরে ... ধু১

পুত্র ২সোকে বিঝাদিয়া২ কান্ধে ৩উচ্চশ্বরে।
৪নাই বুলি কান্ধে সাধু বিকল অন্তরে।।৪
কোছার মানিক সোর৫কে করিল৫ চুরি।
অন্ধকার হইল ৬দেখি চাপা৬বতি পুরি।।
৭পসান মন্দিরে হইল পুত্রের মরনে।
বৃদ্ধকালে আমার জানি কি হয় জিবনে।।৭
পুত্রের মরনে চান্ধে কান্ধে ৮উচ্চারায়।
কপালে মারিয়া চড়৯ করে হায় হায়।৯
১০প্রদিপ নিভাইলে জেন অন্ধকার ঘর।১০
চন্দ্রমা বিহনে জেন রাত্রি১১ ভয়ঙ্কর।।

১২বিবাহের রাত্রে ১৩জানি পুত্রের মরন।
জানিএগ্র পুত্রকে বিভা ১৪না সুনিলাঙ কানে।
হেলায় ১৭করিলাঙ নষ্ট অমুল্য রতনে।।
বিবাদে মরিল পুত্র জানে ত্রিভুবনে।
বৃদ্ধকালে ১৮করন নহে জিউ কি কারনে।।১৮
১৯জগত জিবন কবি মোনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি গিত করিল প্রকাশ।।১৯

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তেষট্টি ।।
১হোরিল রাধার মন চিকোন কালিয়া বা আশু ধুয়া ভিন্ন ২মরনে চান্দ ৩উভরায় ৪ নাই ৫কেবা কৈল্য ৬মর ৭নাই ৮উভরায় ৯কান্দেন সদাই লাইন দুটি দে৩ নং পুথিতে আগে আছে ১০ নাই ১১অন্ধকার ১২তেমত বিভার ১৩নাই ১৪দিনু ১৫দিলেকো ১৬কোরিনু ১৭করিনু ১৮হৈলো জীবন অকারনে - এই শব্দ বন্ধনের অর্থ হয়না সম্ভবতঃ লিপিকার প্রমাদ আছে এখানে ১৯ দে৩ এ গান শেষ হয়নি।

।। একশ চৌষট্টি ।।

।।ধ্রু ।।
আরে ও বাপু ধনন্তরি রে
জিএগ্র দেও মোর দুগ্ধের দুলাল ও বাপু ধনন্তরিরে
চান্ধে বোলে ধনন্তরি সুন ২প্রানের ভাই।
তোমার সাক্ষাতে ৩কেনে মরিল লখাই।।
ধনন্তরি বোলে সুন সাধু চন্দ্রপতি।
দেবা জিনিতে পারে ৪নরের সকতি।।
৫নিদ্রাবতি আনি ৫পদ্মা দিল সর্ব্বজনে।
নিদ্রাতে ৬পড়িল সবে জানিব কেমনে।।
চান্দো বোলে ৭জিজ্ঞাদেহ ৮আমার দুলাল।
পুত্র পৌত্রে ধনন্তরি করিবো নেহাল।।
ধনন্তরি বোলে বাক্য সুন মহাশয়ে।
৯জিয়ন্তো থাকিলে বালাক জিএগ্রাইনু জমে।
১১জিএগ্রাইতে নারিব ১২আর মন্ত্র পরাক্রোমে।।১২
সাতালি পর্ব্বত হইতে ১৩মোহা উমদয়ানি।
তবে ১৪জিএগ্রাইবো তোমার পুত্রখানি।।
১৫সাধু বোলে ধনন্তরি সিঘ্র১৬গতি জাও।
ঔসাদ আনিএগ্র মোর ১৭পুত্রকে জিএগ্রাও।।
চান্ধোর বচনে ধনন্তরি জায় রঙ্গে।
১৮বনদে আসল করি১৯ সত দিস্য সঙ্গে।।
ঔসদ আনিতে জায় রোঝা ধননরি।

মধ্য পথে ২০নাম্বিল বিবাদে২০ বিসহরি।।
পদ্মা বোলে ২১রেঝো তুমি২১ কোন ২২স্থানে জাও।
বিবাদের মরা তুমি জিঞাইতে ২৩চাও।।
যদি জিঞাবে তুমি ২৪সাহেব কুমার।
২৫সর্ব্বংস সহিতে নষ্ট কবিব তোমার।।
রোঝা বোলে পদ্মা তোমাক কিবা ২৬ডর।
২৭জাত দেবগন মোর ২৮মন্ত্রের নফর।।
২৯জিঞাইব মৃত্ত আতী ২৯রাখিবা খিয়তি।
কি করিতে পারিবে পদ্মা তোমার সকতি।।
ইহা বলি ধনন্তরি করিল গমন।৩১
৩২রচিল পদ্মার বরে জগৎ জিবন।।৩২

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চৌষট্টি ।।

১ধ্রুবপদ আলাদা ২মর ৩কেন ৪দেবতাকে জিনে নাকি ৫নিদ্রানি আনিয়া ৬পড়িলাম ৭জিঞাইয়া ৮মর ৯জিঞাইতে নারিবো আমি কোহিনু নিশ্চয় ১০ জিবন লয়া ১১জিয়াতে ১২আমি শুনুহো বচনে ১৩জোদী ১৪তবে সে জিঞাতে পারি ১৫ চান্দ ১৬ চোলি ১৭ পুত্রেকো ১৮ বলোদে ১৯ সিম্বোগোন ২০ নাম্ভে বিবাদিয়া ২১ ধনন্তোরি ২২ দেশে ২৩ নাকি জিঞাবারে ২৪ সাধুর ২৫ সর্ব্বসো ২৬ মনসা না করি মুই ২৭ জতেকো দেবোতা ২৮ঘরের ২৯জিয়্যাবো মিত্তুকো আমী ৩০ পারো ৩১কতো দুর জায় ৩২ জগত জিব কবি বিরচিয়া গায়।

।। একশ পঁয়ষট্টি ।।

।। ১ত্রিপদি ।।

গোয়ালিনি রূপ ধরি ২চলে দেবি বিসহরি
বিসদবি ৩সাজাঞা পসার।
থমকে থমকে নড়ে ৪হাসিতে বিজুরি পড়ে
ত্রিভুবনে ৫মেহনি আচার।।
জযা ৬রোমা ধনন্তরি সিসগন সঙ্গে করি
৭গোয়ালিনি চলে সেহি ৮দিয়া।
নয়নে কটাক্ষ করে ৯তপশীর তপহরে৯
সিষ্যগন ১০ব্যাকুল দেখিয়া।।
সিস্যগন বোলেন বানি শুন১১শুনগোয়ালিনি
কড়ি নেহ দধি দেহ খহি।
দেখিয়া তোমার ঠান ১২আকুল হৈল প্রান
১৩তিলেক দাড়াহ রূপ ১৩চাই।।
গোয়ালিনি বোলে নেহ দধি ১৪খাইঞা কড়ি দেহ
আজাড়িয়া দেহ দধির ঘড়ি।

ঘরে ১৫আছে গুরজন　　　　নিজপরি দ্বর্জ্জন
　　সর্প্তরে জহিতে ১৬চাই বাড়ি।।
ধনন্তরির সিস্যগন　　　　দধি খাএ্যা ১৭রঙ্গেমন
　　পদ্মা ১৮ইহ্ল অন্তধ্যান।১৮
মোহ্য কাল কুল বিস　　　　ধন্ধ দেখে চৌদিগ
　　২০সকলে টলিল ২০স্থানে স্থান।।
বোলে রোঝা ধনন্তরি　　　　মধ্যপথে বিসহ্রি
　　বিসম বিবাদে দিল ২১মন।
মন্ত্র বোলে ২৪পরমাদ　　　　কেমতে সাধিববাদ
　　রোঝাক ২৫না পারি ২৫দিনিবার।
মন্ত্রপড়ে দ্বরাসয়　　　　কাহ্যক না করে ভয়
　　কুন বুদ্ধে করিব সংহ্যর।।
২৬যগত জিবন কবি　　　　বন্ধে মা মোন সান্দেবি
　　তোমার চরনে পরিহ্যর।
আমি নর হ্নি বুদ্ধি　　　　কি জানি তোমার সুদ্ধি
　　সকল তোমার যবতার।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঁয়ষট্টি ।।
১ নাই, আশু ধুয়া ও দেবী বিবাদে নাবিল বিষ হরি ২ চলিলেন ৩ কোরিয়া ৪ আকাশে ৫ মোহিনি ৬আছে ৭জায় পর্দ্দা ৮ অতিরিকপথো ৯তপোসিয়্যা তপ ছাড়ে ১০ আনন্দ ১১তুমি ১২ব্যাকুল ১৩খনেক রহ্ তোর মুখ ১৪খায় ১৫ মর ১৬ চাহী ১৭রঙ্গ ১৮চলে অন্তর ধেয়ানে ১৯লাগে ২০টনিয়া পড়িল ২১মরে ২২উঠে ২৩শেষে সকলে ২৪প্রসাদ ২৫নারিলাম ২৬ভিন্ন সাজিল মনসা দেবি অষ্টনাগের অধিকারি ধনন্তোরি জিনিবার তরে। জগত জিবন কবি পদ্মরি চরন সেবি বিরচিল মধুর অক্ষরে।

।। একশ ছেষট্টি ।।

১আরে ও করুনা প্যাক্ষ্যালো
মারি লর্ষে ভব ভঙ্গে১　　… ধু

সাজিল মোনসাঁ স্বহায় অষ্টনাগ।
ধনন্তরি জিনিবারে মনে২ অন্দুমোহ্যতাপ।।২
সর্প্পেরি৩ আসন পদ্মার৩ সর্প্পের ভুসন।
সর্প্পের উপর দেরি করিল আসন।।
সর্প্পের সাপুরা৪ করে সর্প্পের পিকদানি।
মাথায় ধরিল পুত্র অহিরাজ ফনি।।
৫পদ্মার অজ্ঞায় নাগ সাজে স্থানে স্থান।
সাজিল তক্ষক নাগ সভার প্রধান।।
সপ্তক্রোটি নাগ সঙ্গে সাজিল গম্ভির।

পৰ্ব্বত জিনিএগা জাহার প্রকান্ড সরির।।
সাজিল উদয়ে গিরি তক্ষকের ভাই।
তক্ষরে নিস্বাশে পৰ্ব্বত হয় ছহি।।
অরুন বরুন দ্বই পৰ্ব্বত আহার।
আশি হাজার হস্তি জার দিবসে আহার।।
পদ্ব মহাদদ্ব সাজে তারা দ্বহ সাপ।
৪২ ব্যালিষ ক্রোটি নাগ সাজে অখন্ড প্রতাপ।।
৩০ ত্রিশক্রোটি নাগ সঙ্গে কাঁপে বসুমতি।
সাজিল জষনা পদ্বা দ্বই সর্প্প য়তি।।
সাজিল ৫৬ ছাপণ্য ক্রোটি নাগের পরদল।৫
৬বাসুকি সহিতে মহি করে ইলমল।।
কুলিম কুক্কট তক্ষক কুমলা।
ত্রিভুবন৭ কাপে জাহার ৭বিসের জালা।
পদ্ব মোহা পদ্ব কালি সঙ্ক মোহা সঙ্ক সাপ।
সাজিলেন অষ্টনাগ৮ অক্ষয়ে প্রতাপ।।
সাজিল ৫৬ ছাপন্য ক্রোটি ৯নাগের প্রধান।৯
মহিধর১০ সমুখে জাএগা হইল উপনিত।
দেখি রোঝা ধনন্তরি হইল ১২সচকিত।।
ধনন্তরি বোলে বাক্য সুন পদ্বা বতি।
এত সর্প্প সঙ্গে করি কি করিবে১২ গতি।।১৩
পদ্বা বোলে বোঝা যদি১৪ জিএগাবে লখাই।
মোর সর্প্পে তোমাকে খাইবে এহি ঠাই।।
জেবিসে টলিল১৫ হর দিগাম্বর।১৫
সেহি বিশে১৬ তোমাকে পাঠার জমযর।।১৬
টলিল মোহাদের সাপ১৭ ব্যেকুল।
সেই বিসে তোমাকে করিব নির্ম্মুল।।
রোমা বোলে সর্প্পলএগা১৮ গর্ভ করিস।
তোমার সাক্ষাতে১৯ খাও দসমন২০ বিস।।
বিস খায় ধনন্তরি যেন পিয়ে পানি।
দেখি২১ মোহা চমৎকার হইল ব্রহ্মানি।।
রোমা বোলে সর্প্প লএগা কর অহঙ্কার।
দেখি মোর আগে সর্প্প রহুক তোমার।।
মোহামন্ত্র ধনন্তরি করিল ২২টালন।
পলায় সকল সর্প্প চমৎকার মন।।
মোনসারি ২৩অগ্রতে ছিলেন জত সাপ।

২৪সকল পলাঞা গেল মন্ত্রের প্রতাপ।।
বিসাদ ভাবিয়া পদ্মা চলে নিজ ঘরে।
জগৎ যিবন গায় মোনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছেষট্টি ।।
১সাজিলোরে রসে সঙ্কর নন্দিনি মা, আশু ধুয়া ভিন্ন ২অনুরাগ ৩বসন দেবির ৪দেবির ৫এই সর্প বিবৃতি সর্বত্র নাই ৬ সাজিল বাসুকি নাগ তোক্ষকো কমলা ৭ কম্পমান জার ৮ এখন্ড ৯ সর্পের পয়দশ ১০ সনে মোহী করে টলমল ১১সোনুখে ১২ চমকিত ১৩লয়া করিলা জুবোতি ১৪জিঞায় ১৫সিব সাগোরের কুলে ১৬ধনে প্রাণে করিবো নির্মুল ১৭ বেয়াকুল ১৮ অতিরিক্ত এতো ১৯ খাই ২০ সের ২১ য়াতো ২২ চালান ২৩ আগেতে আছিল ২৪ সমস্ত।

।। একশ সাতষট্টি ।।

।।ধ্রু ।।

১আজি মুররি কাজে মনে মনে
হরিল রাধার প্রান দিয়া বাসির সানে... ধু১

২পদ্মা বোলে নেতা দিদি বড় পরমাদ।২
কেমতেও সাধিব বাদ৪ বধিব রোঝাক।৪
৫নেতা বোলে পদ্মা যদি মোরে কর যান্ধ।৫
নানা৬ মত প্রকারে তোমাকে কহ৬ বুদ্ধি।।
৭আমার বচন সুনি সিগ্রগতি চল।৭
৮রোঝা গৃহিনির বহিনি মুর্ত্তি ৯ধর।।
দধি দুদ্ধ সন্দেস নানা উপহার।
১০বোল তাকে প্রান দিদি করি নিবেদন।
বিবাদের স্থানে রোঝা জায় কি কারন।।
গৃহিনি কহিবে তার আদ্য অন্তকথা।
আদ্য কথা শুনি ছেদহ রোঝার মাথা।।
এতেক যুনিঞা পদ্মা করিল গমন।
আপন মন্দিরে উর্ত্তরিল ততক্ষন।।
বিস্বাদ ভাবিয়া মনে রয় বিসহরি।
কেমতে জিনিব আজি রোঝা ধনন্তরি।১২
১৩বিবাদে ব্রহ্মানি১৩ নানান বুদ্ধি করে।
ধনন্তরির ভাষার বহিনির রূপ ধরে।।
দধি দুগ্ধ সন্দেস নানা উপহার।
সাজিঞা চলিল পদ্মা দুইচারি ভার।।
১৪বহিনির ঘরে জাঞা দিল দরসন।১৪
দেখিয়া রোঝার নারি আনন্দিত মন।।

অনেক দিবসে১৫ ঘরে আইল বহিন।
বদন১৬ ধরিয়া চুম্ব খায় বারতিন।।
রন্ধন করিয়া দিল করিল ভোজন।
মোহা মুখে ১৭বসিল বহিনা১৭ দুইজন।।
পদ্মা বোলে প্রান দিদি১৮ কহ নিষ্ঠা করি।১৮
কুথা গেল স্যামি১৯ তোমার রোঝা ধনন্তরি।১৯
ধনন্তরির ভায্যা২০ কহেন বিবরন।
বিবাদে মারিল পদ্মা চান্দোর নঙ্গন।।
চান্দো২১লঞা গেল২২ রোঝাক বড়২৩ জত্ন করি।
২৪পদ্মাবতি রখিল জিঞাবে২৪ ধনন্তরি।।
পদ্মাবতি রখিল জিঞাবে২৪ ধনন্তরি।।
পদ্মাবোলে২৫ প্রান দিদি২৬ যুনহ বচন।
বিবাদের স্থানে রোঝাজায় কি কারন।।
বিবাদ ব্রহ্মানি ২৭বিসম মায়া জানে।
এক তিলে ধনন্তরির ২৮বধিবেন প্রানে।।২৮
রোঝারি ঘরানি বোলে ২৯ভাল বোল বাও।২৯
কাহার৩০ সকতি৩১ রোঝা নাম ধনন্তরি।
কি ৩৪করিতে পারে৩৪ তাকে ৩৫বিবাদের বিসহরি।।
৩৬সুন সুন ৩৭প্রান দিদি ৩৮করি নিবেদন৩৮।
কমন উপায় হয় রোঝার মরন।।
রোঝার ঘরনি ৩৯কহে শুন৪০ মোর মাঁ৪০।
রোঝার মরন কথা শুনিবারে চাও।।
চক্ষে দেখিতে ৪১পায় জে সকল স্থান।
৪২তাহাতে দংসিলে রোঝার নাহি৪৩ বশত কাল।।
দেখিতে না পায় রোঝা নাম মুলকন্ধ।
তাহাতে দংসিলে হয় মৃর্ত্ত অন্ধবন্ধ।৪৫
৪৫রোঝার ঘরনি কহে এত বিবরন।
শুনিঞা পদ্মার মোহা আনন্দিত মন।।৪৫
পদ্মা বোলে ৪৬থাক দিদি ৪৭জাও নিজ ঘরে।
৪৮বহিন জামাতা তোমার৪৮ ক্রোধ ৪৯ জানি করে।।
৫০কর্পুর বাসিত পান করিল ভক্ষন।
দুই ভগ্নি করিলেন প্রেম য়ালিঙ্গন।।৫০
বিদায় হইঞা পদ্মা৫১ করিল গমন।৫১
৫২রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।৫২

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাতষট্টি ।।

১ আশু. ধুয়া ভিন্ন, কিন্তু দেত নং পুথির ধ্রুবপদ খুবই নিকট বর্ত্তী। শুরুতে আছে — মহন, মুরোধ আজি এবং 'দিয়া' কথাটি নেই। ২প্রমাদ ভাবিয়া মনে ভাবে বিসোহরি আশু বাবে স্থানে 'দেবী' আছে ৩জিনির ৪রোঝা ধনন্তোরি ৫নাই ৬বিসোম্বাদে বিসোহোরি... করে ৭নাই ৮ধনন্তোরির ভাষার ৯ ধরে ১০ আশু সাজায়া ১১লইল পদ্দা ১২ নাই চিহ্নিত কোন কোন লাইন একাধিক বার আছে ১৩ বিসোম্বাদে বিসোহরি ১৪ভোগিনির ঘরেতে বোলি কোরি আগমন ১৫ঘর ১৬ভোরিয়া ১৭রোহীলো বোহীন ১৮কহ বিবোরন ১৯তোর মর প্রান ধন ২০ কহে কথা ২১ অতিরিক ডাকিয়া ২২ নাই ২৩ জতন ২৪ পদ্দায়ে মারিল জিয়্যাইবে ২৫ শুন ২৬ আমার ২৭পদ্দা বিস ২৮ বোধিবে পরানে ২৯ শুন দেবি মাঁ ৩০ অতিরিক্ত প্রানে ৩১ নাই ৩২ ঘা ৩৩রোঝার ৩৪ করিবে ৩৫বিষ দিয়া ৩৬পদ্দা বলে ৩৭শুন ৩৮বচন আমার ৩৯ বলে ৪০তুমি মাও ৪১না পায় ৪২ সেখানে ৪৩ পোরিত্রান, আশু বস্তুজ্ঞান ৪৪ দেত নং পুথিতে নাই ৪৫ নাই ৪৬ আশু ৪৭ জাবো ৪৮ রেহিতে তোর স্বামী আশু জামাই ৪৯ জোদী, আশু, না জানি কি ৫০ নাই ৫১ জায় নিজ ঘরে ৫২ জাগত জিবন গায় মনসার বরে।

।। একশ আটষট্টি ।।

।।ধ্রু ।।

১না জাব নাজাব সখি জমুনার জলে
বিসম বিবাদ আছে স্যান কালার সনে লোও ...১ ধু

ভাল মায়া ২ জানে দেবি সঙ্কর ঝিয়ারি।
বিবাদ সাধিতে ৩পদ্দা জায় তরা তরি।।৩
আনন্দে তক্ষক নাগ ৪লইল সঙ্গে করি।
ঔসদ আনিতে৫ রঙ্গে জায়৫ ধনন্তরি।।
আশু পথে৬গেলা পদ্দা ভেদ কথা সুনি।
গাছের মুপর থুইনা তক্ষক নাগনি।।
মধ্যপথে তক্ষক চড়িয়া৭ থাকে ৮অশ্বগাছে।
আপনে মোনসা ৯থাকে ধনন্তরির পাছে।।
হেষ্টমুন্ডে ১০চলে রোঝা পরষ১০ আনন্দে।
বিক্ষডালে তক্ষক দংসিল ১১মুলকন্ধে।।
রোমা বোলে সিন্যাগন শুন ১২মোর বানি।
এতদিনে১৩ বিবাদ সাধিল ব্রহ্মানি।।
১৪কেমতে পাইল পদ্দা১৫ ভেদ উপদেস।।
কন্ধেত দংসিল মোরা ১৬পরমায়ুসেস।।
১৭রোঝা বোলে সুন মোর জত মিস্যগন।
এ দুই প্রহর ১৮রহি আমার মরন।।
১৯সালি বিসালি ২০আছে সাতালি পর্ব্বতে।
২১সিগ্রগতি আনিএঞা করহ সর্মগতে।।২১
সিস্যাগন বোলে গুরু অউসধ২২ না চিহ্নি।২২
কেমত প্রকারে জাএঞা২৩ মোহা ঔসদ আনী।।

২৪ধনন্তরি বোলে সিস্য সিগ্রগতি চল।২৪
২৫কুথুড়া পক্ষকে মারো খাওাইএ্যা গরল।২৫
পর্ব্বতে ২৬চাহিএ্যা ফির প্রতি গাছের তল।২৬
২৮গুরুর বচনে চলে একসত সিস্য।
২৯কুথুড়া পক্ষকে মারো২৯ খাওয়াইএ্যা বিস।।
সাতালি পর্ব্বত খান৩১ ভ্রমিএ্যা বেড়ায়।৩১
প্রতি৩২ গাছের তলে৩২ ৩৩কথুড়া রহায়।।৩৩
৩৪কথুরা পাইল প্রাণ ঔশদের গন্ধে।
সেই গাছ তোলে সিস্য গরম আনদে।।
ঔসধ লইএ্যা সিস্য করিল গমন।
৩৫রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।৩৫

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আটষট্টি ।।

১দেও ধ্রুবপদ ভিন্ন — মুররি লালিলো, রাধার বাহেলো/বাঁসিয়া লাগিল রাধার বাহেবা আশুর ধুয়াও আলাদা ২করে ৩চলে জয় বিসহরি, আশু দেবী ৪নিলো, আশু, চলে ৫জায় রঝা, আশু, চলে মহাগুনী ৬জায় ৭আশু রহে ৮নাই ৯চলে ১০ধনন্তোরি চলেন ১১রঝার কান্ধ ১২ আমার ১৩বিসোম্বাদ ১৪কিমতে ১৫এতো, আশু এই ১৬পরমাই ১৭আশু ওঝা ১৮ বোই আশু রহি ১৯ সার্লো বিসার্লো লাইন টিতে সালির আগে ১ বিসালির পর ২ এবং সাতলির আগে ৭ সংখ্যাটি লেখা আছে — কথায় ও সংখ্যায় লিখে ভাষা প্রকাশের এই রীতি অনেক জায়গায় পাই ২০ আশু গাছ ২১ আনিয়া ওশুদ দেহো আমার জোগ্যতে আশু ঔষধ আনিয়া বাপু দেহ মর হাতে ২২ না চিনি, আশু নাহি জানি ২৩ মরা ২৪ নাই ২৫ রঝা বলে পায়েরা মারিয়া লয়া গায়, আশু কুকুড়াক খুযাঅ ২৬ জতেকো বৃক্ষ তাহাতে ঠেকায় আশু নিয়া ২৭ দেও লেখা আছে ২৯ পায়রা মারিয়া লইল ৩০ আশু ধু আইএ্যা ৩১ উকোটিয়া যায়, আশু উদ্দেশিয়া ৩২ আশু গাছে গাছে ৩৩ মা পায়রা ঠেকায়। আশু কুকুড়া ছোয়ায় ৩৪ আশু কুকুরা দেও পায়ক ৩৫ পদ্মার আদেশে গায় জগত জিবন।

।। একশ উনসত্তর ।।

।। ধ্রু ।।

১ও মায়া ধারি কত মায়া জান বিসহরি গোমা
দেবের দেবতি তুমি অখিল ইশ্বরি
এতো মায়া জান মাগো সঙ্কর ঝিয়ারি১
পদ্মাবোলে২ নেতা দিদি কি করি২ উপায়।
ঔশদ৩ পাইএ্যা সিস্য৪ মোহা রঙ্গে৪ জায়।।
ঔসদ ৫পাইয়া ৬রোঝা পাইবে জিবন।
কুন৭ বুদ্ধে ছলিব রোঝার সিস্য গন।
৮নোতা বোলে পদ্মাবতি চলহ সত্তর।
রোঝার ঘরনি রূপ পথে জাএ্যা ধর।।
নেতার বচনে পদ্মা করিল গমন।
জেপথে ঔসদ লইএ্যা আইলেন শিস্যগন।।৮
মধ্যপথে মায়া কর সঙ্কর নন্দিনি।
সাক্ষাতে আঝতি হৈল৯ রোঝার ১০ঘরনি।।

২৪ধনন্তরি বোলে সিস্য সিগ্রগতি চল।২৪
২৫কুথুড়া পক্ষকে মারো খাওাইএ্যা গরল।২৫
পর্ব্বতে ২৬চাহিএ্যা ফির প্রতি গাছের তল।২৬
২৮গুরুর বচনে চলে একসত সিস্য।
২৯কুথুড়া পক্ষকে মারো২৯ খাওয়াইএ্যা বিস।।
সাতালি পর্ব্বত খান৩১ ভ্রমিএ্যা বেড়ায়।৩১
প্রতি৩২ গাছের তলে৩২ ৩৩কথুড়া রহায়।।৩৩
৩৪কথুরা পাইল প্রাণ ঔশদের গন্ধে।
সেই গাছ তোলে সিস্য গরম আনদে।।
ঔসধ লইএ্যা সিস্য করিল গমন।
৩৫রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।৩৫

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আটষট্টি ।।

১দেত ধ্রুবপদ ভিন্ন — মুররি লালিলো, রাধার বাহেলো/বাঁসিয়া লাগিল রাধার বাহেবা আশুর ধুয়াও আলাদা ২করে ৩চলে জয় বিসহরি, আশু দেবী ৪নিলো, আশু, চলে ৫জায় রঝা, আশু, চলে মহাগুনী ৬জায় ৭আশু রহে ৮নাই ৯চলে ১০ধনন্তোরি চলেন ১১রঝার কান্ধ ১২ আমার ১৩বিসোম্বাদ ১৪কিমতে ১৫এতো, আশু এই ১৬পরমাই ১৭আশু ওঝা ১৮ বোই আশু রহি ১৯ সার্লো বিসার্লো লাইন টিতে সালির আগে ১ বিসালির পর ২ এবং সাতলির আগে ৭ সংখ্যাটি লেখা আছে — কথায় ও সংখ্যায় লিখে ভাষা প্রকাশের এই রীতি অনেক জায়গায় পাই ২০ আশু গাছ ২১ আনিয়া ওশুদ দেহো আমার জোগ্যতে আশু ঔষধ আনিয়া বাপু দেহ মর হাতে ২২ না চিনি, আশু নাহি জানি ২৩ মরা ২৪ নাই ২৫ রঝা বলে পায়েরা মারিয়া লয়া গায়, আশু কুকুড়াক খুযাঅ ২৬ জতেকো বৃক্ষ তাহাতে ঠেকায় আশু নিয়া ২৭ দেত লেখা আছে ২৯ পায়রা মারিয়া লইল ৩০ আশু ধু আইএ্যা ৩১ উকোটিয়া যায়, আশু উদ্দেশিয়া ৩২ আশু গাছে গাছে ৩৩ মা পায়রা ঠেকায়। আশু কুকুড়া ছোয়ায় ৩৪ আশু কুকুরা দেত পায়ক ৩৫ পদ্মার আদেশে গায় জগত জিবন।

।। একশ উনসত্তর ।।

।।ধ্রু ।।

১ও মায়া ধারি কত মায়া জান বিসহরি গোমা
দেবের দেবতি তুমি অখিল ইশ্বরি
এতো মায়া জান মাগো সঙ্কর ঝিয়ারি১
পদ্মাবোলে২ নেতা দিদি কি করি২ উপায়।
ঔশদ৩ পাইএ্যা সিস্য৪ মোহা রঙ্গে৪ জায়।।
ঔসদ ৫পাইয়া ৬রোঝা পাইবে জিবন।
কুন৭ বুদ্ধে ছলিব রোঝার সিস্য গন।
৮নোতা বোলে পদ্মাবতি চলহ সত্তর।
রোঝার ঘরনি রূপ পথে জাএ্যা ধর।।
নেতার বচনে পদ্মা করিল গমন।
জেপথে ঔসদ লইএ্যা আইলেন শিস্যগন।।৮
মধ্যপথে মায়া কর সঙ্কর নন্দিনি।
সাক্ষাতে আঝতি হৈল৯ রোঝার ১০ঘরনি।।

হায় হায় সন্দ ৫করি কান্দে চান্দো ৬অধিকারি
কান্দে সাধু৭ অড়িদড় চুল।।
৮উদর ধরনি৯ মা ১০ভুমিতে লোচাঞা১১ গা
মশ্তকে তুলিয়া ভাঙ্গে হাড়ি।
ইষ্টমিত্র ১২ বাপ ভাই কান্দে ১৩সব ঠাই ঠাই ১৩
আর কান্দে বধু ছয় রাড়ি।।
বালার১৪ সঙ্গেতে সখি কান্দে বালার মুখদেখি
১৫কান্দে ১৬জত নগরিয়া লোক।
কান্দে ১৭জত দাশদাশী ১৮কান্দে ১৯পাস পরসি
২০সকলের হৃিদয়২০ ২১মোহা শোক।।
জগত জিবন ২১কবি ২৩বন্দোমা মোনসা দেবি
তোমার চরনে পরহার।
আমি নর কিঙ্কর কি বলিতে জানিনা
সকলি তোমার অবতার।।২৩

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সত্তর ।।

১ আশু বা দেত ধ্রুবপদ নাই ২ বধে আশু মরে ৩ আশু চন্দ্রপতি ৪ অন্তরে ৫ করে ৬ উচ্চস্বরে ৭ অড়িলিয়া আশু অড়িলাএগ ৮দেত এ নাই ৯ ধোরিয়া আশু. মাঅ ১০আশু ধরনী ১১ দেত এ নাই, আশু গাঅ ১২ বোন্ধ গোন ১৩ প্রিতি গোনা গোন আশু প্রতি জনে জন ১৪ জতেকো, আশু সমস্ত ১৫অতিরিক্ত আর ১৬ নাই ১৭ আর ১৮ আশু অতিরিক্ত আর ১৯ নাই, আশু যত আশপাশি ২০ সবার অন্তরে আশু সভার ২১ বড় ২২ গায় ২৩ বোন্দিয়া পদ্দার পায়। কান্দে জতো চাম্পাইর লোক আশু ধুয়া ভিন্ন।

।। একশ একাত্তর ।।

[১]আম্র ডালে ককিল বোলে
কত সত পক্ষ ঝুরেরে
সেত পরার বসে
কুন খানে ডুবালুরে
নিঠুর হরি
সেত পারার বশে[১]... ধু

[২]বালার মরনে কাদে নগরিয়া সর্ব্বজন।
পদ্দা বোলে নেতা দিদি কি করি অখন।।
নেতা বোলে পদ্দাবতি সুনহ বচন।
হংশের রিমানে জাহ চাপালি ভূবন।।
হংস রথে মোঁনসা চড়িল ততক্ষণে।
চাঁপা বতি চলে পদ্দাঁ আকাশ গমনে।।[২]
[৩]আলগ রথে[৩] মনসা ডাকিয়া বোলে বানি।

[৪]অখন বিবাদিয়া চান্দো পুজহ ব্রহ্মানি।।
[৫]ব্রহ্মানির মাথে[৫] তুমি দেহ[৬] ফুল জল।
ধন [৭]জন [৮]পুত্র বধু পাইবে সকল।।[৮]
[৯]হারাবার ধন জন বাহুড়িবে ঘরে।
মরা পুত্র[১০] পাইবে দুল্বব লক্ষিন্দর।।
চান্দো বোলে পদ্মা তুমি বড় দুরাচারি।
[১১]দুখ্খের উপর না দিস দুখ্খ ঢেমনা ভাতারি।।[১১]
[১২]পুত্রের কিবা কার্য জদি আপনে মরিবো।[১২]
[১৩]তভূ পদ্মাবতি তোর পুজা না করিব।।[১৩]
চান্দো বোলে [১৪]না কান্দিহ[১৪] নগরিয়া লোক।
[১৫]আমার পুত্র মরিল তোমার কি বা সোক।।
[১৬]মৈল মৈল পুত্র মোর সভার নিছানি।
[১৭]কি করিবে আর[১৭] বিসহরি কানি।
চান্দো বোলে জ্ঞাতিগন সুন মোর ভাই।
পুত্র বধুলএগ চল [১৮]গোঙ্গড়িয়া যাই।।
[১৯]সংহার করিলা পুত্র[১৯] দুল্বভ লখাই।
[২০]মোনসার মুখে [২১]দেঙ মাটি আর ছাই।।
[২২]জোড় হস্ত করিয়া বেললি বোলে বানি।
জগত জিবন গায় মধুরস বানি।।[২২]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একাত্তর ।।
১ ধ্রুবপদ জিবনে মরনে গো ও সাম শুনহে প্রভু বিনে কুন গুনে তোরিবা, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ নাই ৩ শূন্যপথে আশু বথ ভরে ৪ এ আশু এখন ৫ পদ্দার নামেতে ৬ পুষ্পো ৭ পুত্রে ৮ সাধু তুমি পাইবা সকোলি আশু তুমার হইবে কুশল ৯ হারাইছে আশু হারাএগছে ১০ জিএগবে ১১ এইতো করিলে তোর ছাড়ীলো ভাতার আশু দুঃখ দিস ১২ শব্দগুলি আগে পরে একই আছে ১৩ তথাপী তোমার পুজা কোরিতে না পারি আশু তথাপি পদ্মার ১৪ আশু কেনে কান্দ ১৫ মোর ১৬ আশু মরিল মরিল ১৭ কি করিতে পারে মকে আশু আর ১৮ গঙ্গরিকো আশু গগড়িএগ ১৯ সংস্কার করহ গিয়া, আশু কর যায়া ২০ বিসোহরির ২১ দেহো আশু দেই ২২ দেত এ গান শেষ হয়নি আশু ভণিতা জগত জীবন কবি ... করিল পরকাশ।

।। একশ বাহাত্তর ।।

[১]ও সসুর বাপ না মারিহ পোরাইএগ আনলে
ভাসাএগ দেহ মোরে সাগরের জলে[১] ... ধুয়া

[২]ভাসাও সমুর বাপ আমি অভাগিনি।[২]
ফিরিএগ জিএগবো আমি স্বামি গুনমনি।।[৩]
চান্দো বোলে [৪]বাছা একা জাবেন [৪]কাত।
কেমনে জিএগবে বাছা আর মরা নিজ পতি।[৫]

[৮]বালি[৮] বোলে স[৯]সুর বাপ বাক্য না করিহ হেলা।
[৯]জেমতে পাইলে পুত্র বিবাহের বেলা।।
[১০]চন্দ্রপতি বোলে[১১] জ্ঞাতি সুন সর্ব্বজন।[১১]
[১২]সুলক্ষান বধুখানি কি বলে বচন।।
[১৩]পোড়াইলে হবে ভষ্মো ভাসাইলে[১৩] তাই।
ভাসাইয়া[১৪] দেহো পুত্র দুর্লভ লখাই।।
সহজে মরিল পুত্র দুল্বব লখাই।
[১৫]আইসে সুলক্ষনি বধু ন[১৬]নায়াইশে বালাই।।
[১৭]ভালমতি সুন্দরি [১৮]কহিল জ্ঞাতিগন।
রচিল পদ্মার বরে জগৎ জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বাহাত্তর ।।

১ আশুর ধুয়া ভিন্ন কান্দে, রামা লো ইত্যাদি আশুর প্রথম দুটি লাইন এখনকার ভণিতার নিকটবর্ত্তী দে৩ নং এর পাঠ তাই, আশু (গ) পুথিতেও দুই লাইন ধ্রুবপদ এর মত। সম্পাদক একে "লিপিকর প্রমাদ" বলেছেন ২ ভাসাইয়া দেহো মোকে অভাগি দুঃখিনী আশু বিষম সাগরের জলে ভাসিবত পতি শিরোমতি ৪ বেহুলা একলা জাবা, আশু অতিরিক্ত তুমি ৫ আপনার পতি ৬ বেহুলা বলেন আশু বেননী ৭ নাই ৮ কর ৯ কেমতে ১০ চান্দ ১১ শুনহো তোমরা জ্ঞাতিগন আশু শুন শুন ১২ শুন্দর আশু সুন্দরী ব্যাকরণের নিয়মে স্ত্রী লিঙ্গই সঠিক পাঠ ১৩ আশু পুড়িলে না পাই আর ভাসাইলে পাই ১৪ আশু দিব ১৫ আইসে তো, আশু আসিবে ১৬ আশু না আসিবে ১৭ ভাল যুক্তি ১৮ বোলিল

।। একশ তিয়াত্তর ।।

ত্রিপদি

মহনমুরারি বাঁসি বাজায় ধিরে ধিরে বা ... ধু

সসুর বাপ আজ্ঞা কর পঞ্চ গাছি কলা।
তোমার পুত্রের সঙ্গে অন্নমৃতা জার রঙ্গে
আসরে সাজাএগ্রা দেহ ভেলা।।
সুনিএগ্রা বধুর বানি চন্দ্রপতি বোলে বানি
কুন কলা চাহ কাটিবার।
আইঠা কলা মৃত পান চাপাঁ কলা প্রধান
মর্ত্তমান আর মোন হর।।
প্রথম বএসের বেলা আমি রুলাঙ কলা
মাটি কাটিলাঙ গুড়ি গুড়ি।
বৃিথা হইলাঙ পৈল দাত কলা বেচ্যা খাব ভাত
কলার ছিড়ি বেচিব চৌদ্ধবুড়ি।।
বালি করে জোড়হাত সুনহ সসুর বাপ
তোমার বড় নিদারুন হিয়া।

পুত্র জাহিতে তোর   কলা হইল ধন
ভাল আছ ছয় পুত্র খায়া।।
বালি করে উত্তর   লখ্যা পায় সদাগর
আজ্ঞা কৈল পঞ্চ গাছি কলা।
পঞ্চগাছ হইতে   এক গাছ কাটিলে
বাগানে ছেদিব গলা।।
জগৎ জিবন কবি   বন্দমা মোনসা দেবি
দেবমনি আস্তিকের মাতা ।
অষ্টনাগ অধিকারি   জরৎকার মুনির নারি
সেবকে হইবে বরদাতা।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তেয়াত্তর ।।

কলার বিবরনাত্মক এই গানটি আশু বা দেও নং পুথিতে পাইনি। মনসা গান নিশ্চয়ই এমন অঞ্চলের গল্প, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির ভাল কলা উৎপন্ন হত। কবি জগজ্জীবন এই বরনের মধ্য দিয়ে নিজের সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ধ্রুবপদটি দেও পুথির সংগ্রহ

।। একশ চুয়াত্তর ।।

১দারুন সেল মোর বুকে বাজিয়া
পৃিষ্ঠে হইল রে পার
বিধি অন্তকালে কি গতি আমার রে ... ধুয়া১

[২]সাধুর বচনে লেখ্যা আইল সত্তর।
চল লেখ্যা পাত্র বিলম্ব নাহি কর।।[২]
সত্তরে লেখ্যাকে [৩]আজ্ঞা দিল[৩] চন্দ্রপতি।
কদলি কাটিয়া [৪]ভেলা বান্ধ সিগ্রগতি।।
[৫]চলহ লেখ্যা মন্ত্রি কর অবধান।
কদলি কাটিয়া কর ভু-রার নির্ম্মান।।[৫]
[৬]পাইট সঙ্গে করে লেখ্যা [৭]চলিলেন ঝাটে।
[৮]বাগানে সামাইএগ বাছিয়া কলা[৮] কাটে।।
আটিয়া দক্ষিনা[৯] কাটে চাম্পা মনু হর।
ভরত[১০] উল্বাস কাটে দেখিতে সুন্দর।।[১০]
মত্তমান মধুভাস [১১]কাটে কুলপাই।
[১২]বাগানে কাটিল [১৩]গাছ লেখা জোখা নাই।।
দস হাত [১৪]দাখে পরস্তে[১৪] হাত দস
ভিড়িয়া বান্ধিল ভেলা করিয়া চৌরস।।
[১৫]গোড়া আগাল করি গাথিলেন [১৬]হালি।

[১৭]হানিএগ্রা বাসের গোঞ্জ গাথিল [১৭]কদলি।।
[১৮]গড়াগড়ি করি করে ভুরার গাথনি।[১৮]
[১৯]হানিল বাসের[২০] গঞ্জ কুসের বান্ধনি।।[২০]
[২১]বুক সমান উচ্চ করিল অতি [২১]বিচক্ষন।
জলের উপর ভাসে [২২]ভুরা জেন [২২]রাজ সিংহাসন।।
[২৩]ভেলা সাজাএগ্রা বার্ত্তা দিল [২৩]সদাগরে।
[২৪]চন্দ্রপতি দিল আজ্ঞা মালি আনি বারে।।[২৪]
চান্দ বোলে লেখ্খা [২৫]মন্ত্রি কর অবধান।
সত্তরে ডাকিয়া আন কর্মিক নরসান।।
[২৬]সাহের বচনে লেখ্খা পঠাইল দুত।
ডাকিয়া আনিল মালি চিত্রকরের পুত।।
জোড় হাতে [২৭]চিত্রকর করিল [২৭]প্রণাম।
[২৮]চান্দ বোলে কর [২৯]বাপু মঞ্জুসের কাম।।
চান্দোর আজ্ঞায় জায় চিত্র নরসান।
সত মিশ্য সঙ্গে করে মঞ্জুসের নির্ম্মান।।
মঞ্জুস নির্ম্মান করে অতি বিচক্ষন।
[৩০]রচিল পদ্মার বরে[৩০] জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।।.একশ চুয়াত্তর ।।
১ আশু ধুয়া ভিন্ন ২ নাই ৩ আশু ডাকি বোলে, দেত করে ৪ ভুরা বান্ধি ৫ নাই, আশু পাঠ ভিন্ন ৬ মালাকার ৭ চলে ৮ বাছিয়া বাছিয়া কলা মালাকারে আশু কার্টিল কলা পাই মনোহর ৯ আর ১০ আশু তুলসী যেন সাক্ষাৎ শর্করা ১১ কাটিয়া দেত কাটিলো ১২ মালিতে ১৩ কলা ১৪ প্রসার দীঘল দেত দীঘল প্রোরোস্তে ১৫ ভুর ১৬ সোনা আনিয়া একে একে বান্ধে ১৭ সোনা দিয়া বান্ধে ভুর সোবিত্যে আশু তে এই দুটি লাইন নাই ১৮ নাই ১৯ হানিয়া ২০ গোজ কোরা আড়া খানি ২১ চৌদিকে কাটিয়া ভেলা করে দেত এ বুঝিলাম মোজ্জুসো কোরিনো ২২ নাই ২৩ সর্ত্তরে কোহীলো জায়া চন্দ্র ২৪ নাই ২৫ পাত্র ২৬ সাধুর ২৭ জায় ২৭ নরসান করত্র ২৮ আশু সাধু বোলে ২৯ বাছা ৩০ পদ্দার আদেশে গায়

।। একশ পঁচাত্তর ।।

ত্রিপদি

মঞ্জুস নির্ম্মান করে নরসান
ধরিয়া মনিময় কাতি।
[১]সুক্ষ্য করিয়া হাত[১] [২]সোলা করে[২] পাত
[৩]চিত্র করে নানা জাতি।।
করিল তিন থরে [৪]তৎ ভিতরে করিল[৪] [৫]ঘর
কতেক কাটিল৬ তার ৭জুলি।
হেঙ্গুল হরিতাল পুত্তালি [৮]লেখিলভাল

[৯]সুকর্ম্মিক নরসান মালি।।
[১০]লেখে দেব সুরনর[১০]   গন্ধর্ব্ব [১১]কির্ন্নর
পাতালের[১২] দুরন্তম সুর।[১২]
[১৩]জতেক চরাচর   প্রিথিবি [১৪]ভিতর
অমরাবতি সুর পুর।।
লেখিল [১৫]নদি জত   [১৬]গইন্য পরর্বত
জলে মৎস[১৭] মগর জত আছে।
লেখিল জদু বির   কালিন্দি জমুনারতির
[১৮]হিম্বল কদমের গাছে।।
[১৯]রাধা আছে[১৯] গপিগন   হৈএরা[২০] নির্ব্বসন
[২১]নাম্বি আছে সাগরের [২১]জলে।
[২২]তাহা দেখি নন্দের বালা   বস্ত্র লইল তুলিয়া
চড়িল কদর্ম্বের গাছে।।[২২]
[২৩]হইএরা দিগাম্বর   [২৪]চলিল সর্ত্বর[২৪]
-সরির [২৫]ঢাকত্র কর দিয়া।।[২৫]
[২৬]হৈএরা বিবসন   লর্জ্যা পায়া গুপিগন
কৃষ্ণপানে চলে নিরক্ষিয়া।।[২৬]
[২৭]লেখে রঘুর[২৭] নন্দন   শ্রীরাম লক্ষণ
[২৮]লিখিল ভরথ সক্রুঘন।।
লেখিল লক্ষি সিতা   জনক[২৯] দুহিতা
লেখিল অজধ্যা ভুবন।।
লেখিল দসসির   [৩০]রাক্ষস মহাবির
লেখিল রানি মন্দ দরি।।
মায়ামৃগি সাত   ধাইল রঘুনাথ
রাবনে সিতা কৈল চুরি।।
লক্ষন করি সাথে   [৩১]বোনে ফিরে [৩১]রঘুনাথে
বানর [৩২]সহে করিল [৩৩]মিত্রতা।
[৩৪]করিল সেতু বন্ধ[৩৪]   [৩৫]ছেদিল দস কন্ধ
উদ্ধার করিল [৩৬]লক্ষ্মি সিতা।।
গোবিন্দ অবতার   [৩৭]করিল [৩৮]দসবার
[৩৯]বধিল [৪০]দুরন্ত অসুর।
[৪১]অবসেস নরসান   করিল নির্ম্মান
লেখিল[৪২] চাঁপাবতি পুর।।[৪২]
[৪৩]লেখিল মেড় ঘর   [৪৪]দুল্বভ লক্ষিন্দর
বিবাদে [৪৫]বধিল ব্রহ্মানি।

[৪৬]মৃত্ত স্যামি [৪৬]কোলে করি বেললি সুন্দরি
ভাসিল [৪৭]সাগর পানে।।[৪৭]
মঞ্জুষ হইল ওড় লিখিল হংস জোড়
[৪৮]উড়িয়া পড়ে সরবরে।
মঞ্জুস [৪৯]করিল সাজ[৪৯] বানিঞা মোহাভাগ
উচিত [৫০]দক্ষিনা দিল তারে।।[৫০]
[৫১]কামিলা বসাইল[৫১] গুয়াপান [৫২]খাইল
চলিল আপনার ঘরে।
জগত জিবন[৫৪] পদ বিরচিল বিদ্গাদ[৫৪]
[৫৫]শঙ্কর নন্দিনির পায়াবরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঁচাত্তর ।।

১ দেত সোয়ু, আশু স্মরিএগ, রঘুনাথ ২ আশু সোনার কাটে ৩ বিচিত্র ৪ ভিতরে জার ৫ আশু মোর পাঠটি প্রাসঙ্গিক অর্থ দেয় না ৬ নাই ৭ জালি ৮ লিখেন ৯ সুকর্মিন, আশু সুকর্ম্মী ১০ লিখিলো অমুর, আশু লেখিল সুরনর ১১ বিদ্যাধর ১২ লিখে বাসকি আশু অনন্ত অসুব ১৩ আশু লেখিল ১৪ সাগর ১৫ নিপী ১৬ গহন আশু গহিন ১৭ নাই ১৮ হেলনি আশু হেল্লেন ১৯ যতেক ২০ বিবসোন ২১ বসি আছে কালিন্দির ২২ নাই ২৩ হৈলাম আশু দেব হরিহর ২৪ দেহো প্রভু অম্বর ২৫ ঢাকে করতলে আশু ঢাকিল ২৬ নাই ২৭ দহোরথো ২৮ লিখে আশু বাজা ২৯ রাজা পীতা আশু তার ৩০ রাবন ৩১ ধাইলো ৩২ সঙ্গে ৩৩ মিত্তালি আশু কবি মিতা ৩৪ সাগোর করি বন্ধন আশু বন্ধ ৩৫ কাটিলো দশানন ৩৬ নারি, আশু লক্ষ্মী নাই ৩৭ লিখিল ৩৮ সাতবার ৩৯ বার্ণর ৪০ আশু অনন্ত ৪১ স্যামে আশু সেসব ৪২ চাম্পাবোতি পুরি ৪৩ লেখেন ৪৪ শুন্দর ৪৫ আশু মারিল ৪৬ মৃত্তু আশু স্বামী ৪৭ সাগরের পাণি ৪৮ উঠে আশু উড়ে ৪৯ কোরি আগ ৫০ বিদায় করে আশু দক্ষিনা ৫১ কর্ম্মী নরসান ৫২ খায়া ৫৩ আপন ৫৪ কবি বিচক্ষণ ৫৫ বোচিল পদ্দার আশু মনসার

।। একশ ছিয়াত্তর ।।

[১]আরেও বাছাক বাইর কররে
জ্ঞাতি তোরা নিদারুন হৈয়া
বাছাক বাইর কররে ... ধু[১]

উঠ বাছা [২]লখাই [৩]আর না দেখিব [৪]তোমার মুখ
বৃদ্ধ [৫]কালেত বাছা [৬]দিলে [৭]দারুণ দুঃখ[৭]।।
চান্দো বোলে [৮]জ্ঞাতিগন সুন সর্ব্বজন।[৮]
[৯]বিলর্ম্ব করিয়া আর কুন প্রয়োজন।।
চল চল জ্ঞাতিগন সিগ্রগতি জাই।[৯]
পুত্র বধু [১০]লএগ চল সাগরে ভাসাই।।
যেজন [১১]মরিল তার কিবা [১২]দয়ামযা
বাহির কর পুত্র বধুক নিদারুন হৈএগ।।
পালঙ্ক উপরে বাহির করে লখিন্দরে।

[১৩]বেললিক বাহির করে চৌদল উপরে।।
[১৪]কড়াকের তৈলে জালিল [১৫]রত্নবাতি
[১৬]সন্য প্রদিপ জলিবে দিবা[১৭] রাত্রি।।
[১৮]তাজা পঞ্চ সোম্বো রামা রাখিলো পুতিয়া।
অঙ্কর মেলিহো জখন আসিবো জিয়্যায়া।।
মঙ্গল কলোসি বৃক্ষ কোরিলো রূপোন।
মেড়ঘর দেখিরামা জুড়ীলো ক্রন্দন।।
তোমা হেন মেড় ঘর ভুগিতে না পার্ল্য।
ইহা বোলি মেড়ের কপাট লাগাইলো।।[১৮]
[১৯]সর্প্পের সাপুরা বালি [২০]কাঙ্কালে লইল।
সুবর্ন্য কাটারি বালি [২১]সর্ব্ব করে নিল।।
চৌদলে চড়িয়া [২২]বালি মৃত্ত পথে [২২]জায়।
[২৩]চাপা বতির লোক সব[২৩] করে হায় হায়।।
সিসু বৃদ্ধ যুবক সকলি [২৪]আইসে ধাঞা।
[২৫]মরিতে চলে [২৫]বালি চল দেখি [২৬]জাঞা।।
বুকে [২৭]হস্ত দিয়া কেহো করে হায় হায়।
[২৮]মৃর্তু সঙ্গে বা [২৮]কেন জিয়ন্ত [২৯]হঞা জায়।।
[৩০]গুঙ্গড়িয়ার ঘাটে [৩১]যাঞা হৈল উপস্থিত।
জগত জিবন গায় মধুর সংঙ্গিত।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছিয়াত্তর।।

১ ধুয়া কে মব হোরিয়া নিলো আঁচলের সোনা হে, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ ও পুত্র ৩ নাই ৪ তোর ৫ কালে অতিরিক্ত আরে ৬ দিলি ৭ বড় দুখ আশু তে এই গানের প্রথম দুটি লাইন ৮ বসিয়া কি কর এই ঠাই ৯ নাই ১০ লয়া, আশু লৈয়া ১১ মারিয়া গেলো, আশু মরিবে ১২ শুধু মায়া, আশু আর দয়া ১৩ বেহুলা আশু বেননীকে ১৪ কড়াটেকের ১৫ বতন বাতি ১৬ সন্যের ১৭ বাতি ১৮ চিহ্নিত অংশটি কেবল দে৩ নং পুথিতেই আছে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ কেবল 'জাখ' পাঠ আছে ১৯ সাপের ২০ হস্তে ২১ হস্তে কোরি ১৪-২১ পর্যন্ত অংশ আহ ৩ নাই ২২ আশু বিহুলা সুন্দরী ২৩ দে৩ চাম্পাই নগরের লোক ২৪ আশু যায় ২৫ মরিবারে যায় ২৬ গিঞা ২৭ হাত ২৮ মৃত্যুর সঙ্গতি ২৯ নাই ৩০ গগড়িঞা, দে৩ গঙ্গাতিরে ৩১ আশু বালী, দে৩ জাইয়া

।। একশ সাতাত্তর ।।

মরিব স্যামেরে না দেখিয়া
বন্ধু রে না দেখিয়ালো সখি ... ধু[১]

[১]চাপিয়া বসিল[২] বালি[৩] গোঙ্গড়িয়ার ঘাটে।
নাপিত আনিঞা[৪] বালি দস নখ[৫] খোটে।।
[৬]শোধন করিয়া বস্ত্র করে [৬]পরিধান।
[৭]সুর্য্যকে দেখিয়া বালি করিল প্রনাম।।

[৮]হস্তে তুলি লইল[৮] বালি[৯] মানিক দর্প্পন।
দর্প্পন ধরিয়া বালি[১০] নেহালে বসন[১০]।।
[১১]দর্প্পন দেখিয়া বালি বোলেন বচন।[১১]
[১২]অবস্য পাইবো[১২] স্যামি যুন সর্ব্বজন।।
[১৩]পুনর্ব্বার জলে নাম্ভি দিল জলে ডুব।
[১৪]জল মধ্যে সুন্ধরি দেখিল[১৪] শুভাশুভ।।
[১৬]ব্যালি বোলে প্রাণে মোর কিছু[১৭] নাহি ভয়।
অবশ্য পহিবো স্যামি [১৮]কহিলাঙ নিশ্চয়।।
উত্তম বসন বালি[১৯] পড়ে আরবার।
জোড় হস্তে[২০] সুর্য্যকে করিল নমস্কার।।[২০]
সসুর [২১]সাসুড়িকে বালিদন্ডবৎ [২১]করে।
জগত জিবন গায় মোনসার বরে।[২২]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাতাত্তর।।

১ আশু ধুয়া ভিন্ন, দেও এ ধুয়া আরে মোরিয়া জাই স্যাম নাগোরের রূপের বালাই লয়া-চূড়ার বালাই লয়া/মোরিয়া জাই স্যাম নাগোরের ... ২ উত্তরিলো জায়া আশু নাম্বিএগ বসিল ৩ গঙ্গরির আশু গগড়িএগর ৪ তবে আশু কন্যা ৫ কাটে ৬ যুগন পট্ট সাড়ী একো কৈল্য ৭ নাই ৬ ও ৭ আশুতে নাই ৮ হস্তেতে কোরিলো ৯ কনক ১০ কোহীছে বচন আশু বলিছে ১১ দেও নাই আশু বিহুলাএ বোলে বাক্য শুন সর্বজন ১২ নিশ্চয় জিঞিবে ১৩ নাই আশু লাইনের মাঝে আছে বিদ্যাধরী দেও সুন্দরী ১৪ জলের ভিতরে কোন্যা দেখে ১৫ আশু সর্বশুভ ১৬ বালি ১৭ আশু নাই ১৮ কোহিলাম আশু কহিল ১৯ পরে আশু পহ্রে ২০ দেও এ সোশুবেকে ২১ আশু শাশুড়ীর পায়ে নমস্কার ২২ এর পর ভণিতা দিয়ে গান শেষ হয়েছে

।। একশ আটাত্তর ।।

গোঙ্গাড়িয়া নদিরতিরে
সনেকা করুনা করে
বাছা লখাই ফির ফির ... ধু[১]

[২]কান্দিল সনেকা রামা ধুলায় লোটায়া।
[৩]বোললি বোলেন বাক্য জোড় কর হৈঞা[৩]।।
ঘরে [৪]জাও সসুর [৫]বাপ ফিরিয়া ঘরে জাও।
সাসুড়িকে [৬]লঞা তোরা জাও [৬]ছয় জাও।।
ঘরে জাও তোমরা [৭]জ্ঞাতি সর্ব্বজনে[৭]।
বিদায় [৮]লইলাঙ বাপু [৯]তোমার চরনে।।
[১০]তোমরা বুঝাইও মোর সসুর [১০]সদাগরে।
অনাত না হয় জেন [১১]চাপাঁলি নগরে।।
[১২]বালি বোলে ছয় জাও তোমরা জাহ্ ঘরে।
[১৩]বুঝাইও সাসুড়ি [১৪]মাওঁ [১৫]কান্দিয়া না মরে।।

আপনার [১৬]সাদ্য নহে কপালের লেখা।
ভাগ্য থাকে ফিরিয়া[১৭] হইবে পুন [১৭]দেখা।।
[১৮] আর ছয় পুত্রের শোক সহিলা জেমতে।
ইহো পুত্রের শোক সোহিবা তেমতে।।
জোম্মীলেতো মরণ আছোয়ে একোবার।
আগে পাছে মরন আছোয়ে সবাকার।।[১৮]
[১৯]আমার কারণ অপেক্ষা করিহ্ ছয় মাশ।
সাতমাশ হইলে ছাড়িবে আমার আশ[১৯]।।
[২০] ধর্ম্ম সাক্ষী কোরি[২০] চড়ে [২১]মঞ্জুসো উপোরে।
[২২]জগত জীবন গায় মনসার বরে।।[২২]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আটাত্তর।।
১ আশু বা দেও নং পুথিতে গান শেষ হয়নি ফলে কোন ধ্রুবপদ নেই ২ নাই ৩ আশু সভার সাক্ষ্যাতে বাক্য বোলে ধীরে ধীরে ৪ চলো ৫ নাই আশু লাইনের শুরুতে অহে আছে ৬ লইয়া ... জাহ আশু সহিতে ঘর যাহ ৭ সকল জ্ঞাতিগন ৮ হোইনু ৯ সবার ১০ মন দিয়া শুনুহো আশু মন দিএগ বুঝাবে ১১ চাম্পাই আশু চাম্পালি ১২ নাই মাঝে আছে ফিরিয়া আশু তুমরা ১৩ রাখো যেন ১৪ নাই ১৫ কান্দি নাই ১৬ সাধ্য সেইটিই সঠিক পাঠ ১৭ আইলে পাবে আশু আর ১৮ এই অংশটি দেও নং পুথি থেকে নির্মিত। আশুর পাঠে ভেদ আছে ১৯ নাই ২০ আশু লাফ দিয়া চড়ে ২১ ভেলার ২২ ভণিতা ভিন্ন

।। একশ উণআশি ।।

[১]আরে দারুণ বিধি
লিখিল কপাল বা ... ধু[১]

কান্দে [২]গন্ধ বানিএগ দারুন পাইএগ সোক।
[৩]সাধুর ক্রোন্দনে কান্দে [৪]নগরিয়া লোক।।
[৫]বেললিয়ে বোলে[৬] তোরা কান্দ[৬] কি কারণ।
আমাকে [৭]ভাসাইএগ দেহ[৭] নিদারুন মন।।
তোমা সভার ক্রোন্দনে [৮]আমার উপাজিল[৮] দয়া।
[৯]আমাকে ভাসাএগ দেহ নিদারুন হৈএগ।।
[১০]জ্ঞাতির তরে চন্দ্রপতি বোলে সকরুন[১০]।
[১১]ভাসাহ পুত্রবধু হইএগ নিদারুন।।[১১]
[১২]চান্দোর বচনে জ্ঞাতিগন দুঃখ ভাবি মনে।[১২]
স্থান করাইএগ বালাক [১৩]পড়ায় বসনে।।
সর্ব্বাঙ্গে[১৪] লোপিল বালা রকস্তার [১৪]চন্দন।
[১৫]জলের উপরে ভেলা বিচিত্র গঠন[১৫]।।
বিচিত্র [১৬]বিছানা করে[১৭] ডুরার উপর।
তার [১৮]মধ্যে সোয়াইল [৯]বালা লখিন্দর।।

কাখেঁত করিল বালি সাপের সাপুড়া।
সিত্তরে বান্ধিল [২০]বালি বাকয়াল কুখুড়া[২০]।।
সুবর্ণ্য কাটারি [২১]বালি হস্তে চাপি ধরে।[২২]
চাপিয়া বসিল বালি [২৩]স্যামির সিত্তরে।।
উপরে [২৪]মঞ্জস দিয়া [২৫]ভুরা কৈল[২৫] ঘোর।
হরি[২৬]ধ্বনি করিয়া [২৬]কাটিয়া দিল ডোর।।
[২৭]জত জ্ঞাতি বরিয়া[২৭] [২৮]মারিল এক[২৮] ঠেলা।
খর শ্রোতে পড়িয়া ভাসে [২৯]সুন্দরির ভেলা।।
খরশ্রোতে পড়িয়া [৩০]সুন্দরি ভাসিজায়।[৩০]
[৩১]জত নগরিয়া লোক কান্দে উভরায়[৩১]।।
[৩২]পুত্র পুত্র বলি [৩২]চান্দো করে হায় হায়।
ছয় বধু সহিতে সোনা ধরনি লোটায়।।
[৩৩]সকল চাপালির লোক ঘাটে[৩৪] রইএগ্রা চায়ে।
ভাসিয়া [৩৫]সুন্দরির ভেলা[৩৫] কতদুরে জায়।।
[৩৬]দেখিতে দেখিতে ভুরা [৩৬]গেল কতোদু।
ফিরিয়া [৩৭]চলিল সবে আপনার [৩৭]পুর।।
স্নান করি সর্ব্বলোক ঘরাঘরি জায়।
জগৎ [৩৮]যিবন করি [৩৯]বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ঊনআশি।।

১ ধ্রুবপদটি দে৩ নং পুথির ২ বুদ্ধ, দে, চান্দ মনে কা৩ সাহের আশু চান্দোব ৪ চাম্পাইব ৫ বেহুলা আশু. বেননী ৬ তোমরা কান্দহো ৭ ভাসায় আগে ৮আশু. মোর উপজে ৯আশু সত্বরে ১০ চান্দ বোলে জ্ঞাতি গেন শুনু বোন্ধু তাই, আশু মোর ১১ সর্ত্তর কোরিয়া আগে বালাকে ভাঁসায় আশু ভাসাই ১২ নাই ১৩ পরায় আশু. পট্টায় ১৩ লেপিয়া দিন আগোর আশু. পট্টায় বালাক কস্তুরি ১৫ নাই ১৬ শয্যা ১৭ মঞ্জুসো আশু ভেলার ১৮ পরে ১৯ দুর্লভ ২০ অশু এক উত্তম কুকুড়া ২১ আশু কন্যা ২২ করি নিল ২৩ বালার ২৪ বসন ২৫ ভেলা কোরি ২৬ হরি বলিয়া ২৭ সকোশ কুটোম্ব গোনে আশু সমস্থ জ্ঞতিগণ ২৮ মারিলেকো ২৯ দে৩ বেহুলার ৩০ বেহুলার ভাসে ভেলা ৩১ নাই ৩২ মস্তক ধাকুড়ায় ৩৩ যতেক ৩৪ রয়া ৩৫ কন্যার ভুরা ৩৬ না পায় ভেলা ৩৭ সমস্থলোক গেল নিজ ৩৮ জীবন ৩৯ বিরচিএগ্রা ।

।। একশ আশি ।।

[১]চান্দোর করুণা
ত্রিপদি ছন্দ[১]

[২]ভাশে পুত্র [৩]বধু খানি   অসার সংসার [৪]জানি
সোকে [৫]চান্দো কান্দে উচ্চশ্বরে।
হায়রে দারুন বিধি   সাগবে[৬] ভাসাইয়া[৬] নিধি

[৮]কি নিঞা বঞ্চিব গিঞা[৮] [৯]ঘরে।।

ধিক মোর ধনযন প্রান[১০] ধরো অকারণ
[১১]অকারন গৃহতে বসতি।
একে একে সপ্তজন [১৩]মৈল মোর পুত্রগন
অন্তকালে [১৪]কিবা হএ [১৪]গতি।।
[১৫]ভাসাইয়া বধু পুত্র ধরন না যায় চিত্য
এ প্রান না রাখি সংসারে।
বঞ্চিল দারুন বিধি সাগরে ভাসালো নিধি
ছাড়ি প্রান ভক্ষিয়া গরলে[১৫]।।
[১৬]বানিঞার বিলাপ যুনি সর্ব্ব জ্ঞাতি [১৭]মনে গুনি
কান্দে জত ইষ্টমিত্র গন।
কেহ্ মোছে মুখ গাও কেহো ধরে হাত [১৯]পাও
লঞাগেল[২০] চাপালি ভুবন[২০]।।
জায় সাধু নিজ ঘরে নিরান্তর সোক করে
জ্ঞাতি[২১]গন গেল [২১]ঘরাঘরি।
জগৎ জিবন গায় বন্দিয়া পদ্মার[২২] পায়
[২৩]ঘাটে কান্দে সনেকা সুন্দরি।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আশি ঃ
১ নাই একমাত্র আশু তেই ধ্রুবপদ আছে ২ ভাঁসাইয়া আশু ভাসাইএগ ৩ নাই ৪ গণি আশু গুণি ৫ সাধু ৬ বঞ্চিল ৭ ভাসাইলাম আশু ভাসাল ৮ কেমনে থাকিব জাযান আশু একেশ্বরে ১০ ধরি ১১ অনাশুত্যে ১২ সাত ১৩ মরে ১৪ কিবা হবে আশু আমার কি ১৫ নাই ১৬ বান্যার ১৭ জতো লোক ১৮ গা ১৯ পা ২০ নিজ নিকেতন ২১ সব জায় ২২ আশু. মনসার ২৩ আশু. সেবকে বর দিবে বিষহরি।

।। একশ একাশি ।।

[১]সনেকার করুনা
ত্রিপদি
হরি হরি সব্দ করি কান্দে সোনা সুন্দরি[১]
কান্দে সোনা [২]বসিয়া নদির [২]ঘাটে ।
[৩]কান্দে সোনা[৪] উভরায় মরা [৫]আর যিয়ন্তে যায়
দেখিয়া[৬] মায়র প্রান [৭]ফাটে।।
বিবাদে আমার ঘরে মৈল পুত্র লখিন্দরে
সহজে[৮] ভাসাঞা[৯] দিলাঙ জলে।
জাচিঞা যিয়ন্তে মরে [১০]সেকে মতে প্রানে [১০]ধরে
আমি মরি [১১]পশিয়া আনলে[১১]।।
[১২]ধিক্ মোর ধন যন প্রান মোর আকারন

অকারন গৃহের বসতি।
একে একে সাতযন মৈল মোর পুত্রগন
অন্তকালে কিবা হবে গতি।।[12]
পুত্রবিনু ঘর দ্বার সব দেখি অন্ধকার
বধূ বিনে ষুর্ন্য দেখি বাড়ি।।
রহিব [13]নদির কূলে[13] মোকে খাউক শ্রিগালে
মৈলে যেন না ফেলায় হাড়ি।।
ধরে বাড়ি ছয়জা [14]কেহ ধরে [15]মাথাগা
[16]কেহ কেহ ধরিলেন হাত।
অবশ্য মরন য়াছে [17]মরিবেন আগে পাছে
[18]আজি আমাক [18]না কর অনাথ।।
কাকুতি মিনতি করি লঞা গেল নিজপুরি
মরা যেন [19] ফেনাইল ঘরে।
[20]রহে শোনা নিয ঘরে নিরান্তর সোক করে
বালি ভাশে সাগরের যলে।।[20]
[21]জগৎ যিবন কবি বন্দো মোনসা দেবি
তোমার চরনে পরিহার।
আমি য়তি হিন নর তবপদের কিঙ্কর
সকলি তোমার অবতার।।[21]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একাশি।।

১ নাই ২ আশু নদীয়ার - এই লাইনটি ধ্রুবপদ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে ৩ আশু করে ৪ হায় হায় ৫ লৈয়া ৬ আমার ৭ দেত ঝুড়ে ৮ ভাঁসায়া ৯ দিলো ১০ কেমতে পরান ১১ কি আর জিবনে ১২ নাই ১৩ আশু, নদীয়ার জলে জলে কি মানুষ থাকতে পারে ? পাঠে কোথাও ভ্রম আছে ১৪ কেহ ১৫ হাত পা ১৬ মিনতি কোরিয়া বোলে ১৭ মরিবাগো ১৮ এবে মরে ১৯ আশু. ফেলাইলো ২০ নাই ২১ ভণিতা ভিন্ন।

।। একশ বিরাশি ।।

কোকিল্যা মোরে উজানি ওরে
উজানি লাগিয়া জায় কি
কোকিল্যা মাঁয়েরে জালায় ... ধু

বেহুলা বোলেন শুনু আমার বচন।
সর্ত্তর কোকিল্যা চলো উজানি ভুবন।।
উজানিতে জাইয়া পোড়ীবে বাছোর চালে।
নিভৃতে কোহীবে কথা আমার মাঁয়েরে।।
রাত্রিকালে নাগিনি খালো লোখিন্দরে।

বেহুলা ভাসিয়া জায় মঞ্জুসো উপোরে।।
লোখিন্দরে জিঞাবে জাইয়া দেবপুরে।
দয়া থাকে এই কথা দেওগা সর্ত্তরে।।
একথা শুনিয়া পোক্ষ উড়িয়া চোলিলো।
সিগ্র করি বাছো বান্যার চালেতে পোড়িলো।।
মেনকার আগে বলে বোলা দুই চারি।
তোমার কোন্যার কিছু শুনু বোল চারি।।
দেখিনু বেহুলা ভাঁসে সাগোরের জলে।
লোখিন্দর মোরি আছে এই অব্দ সোনে।।
এই বার্তা বোলি পোক্ষ সর্ত্তরে উড়িলো।
মেনকা সুন্দরি তথা ক্রন্দন জুড়িলো।।
শুনিয়াতো বাছো বান্যা আইলেন ঘরে।
পোরে সংস্বাদ শুনি হাঁসিলেন অন্তরে।।
মেড় ঘর বানাইলো চান্দ সদাগর।
কুন পথে আসিবে সর্পো তাহার ভিতর।।
জগত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদ ছন্দে পাঁচালি কোবি কোরিলো প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বিরাশি।।
এই গানটি কেবল দেও নং পুথিতে পেয়েছি। অব্দ, হাঁসিলেন, সংস্বাদ ইত্যাদি শব্দ ও বানান প্রয়োগের রীতি এখানে অভিন্ন রাখা হয়েছে।

।। একশ তিরাশি ... ।।

মেনকার করুনা
লাচারী

[১]পিতা হইয়া বলিলেরে তোরে
মা হৈঞা ভাসাইলে জলে
ওরে জননি হৈঞারে ... ধুয়া[১]

[২]চান্দো বোলে লেঙ্খা[৩] মন্ত্রি কর অবধান।
বাছ[৪] বানিঞার [৫]ঘরে [৬]সিগ্র সিগ্র দেহ জান[৬]।।
[৭]সাধুব[৮] আদেশে [৯]লেঙ্খা সিগ্র গতি[১০] ধায়া।
বাছো [১১]বানিঞার[১২] পুরে বার্তা [১৩]সত্বরে [১৪]যানায়।।
লেঙ্খার[১৫] মুখেত [১৬]সুনি কুমঙ্গল বোল।
বাছো [১৭]বান্যার পুরে উঠে ক্রোন্দনের রোল।।[১৭]
ক্রোন্দনে [১৮]পুরিল বাছ [১৮]বানিঞার বাড়ি।

[১৯]সরিরের উপরে[১৯] মেনকা [২০]ভাঙ্গে হাড়ি ।।
[২১]বুকে ঘাঁ দিঞা [২১]মেনকা হায় হায় করে।
মোহা দুখে [২২]পাড়ে গালি [২৩]সাহ সদাগরে।।
[২৪]হেন বুঝি দুই চক্ষু নাছেন বুড়ার।
দুগ্ধে দুলালি প্রান গেল কোথাকার।।[২৪]
[২৫]চক্ষু নাহি ছিল [২৬]বুড়া তোমার কপালে।
কি দেখিয়া কন্যা দিলে সাপ [২৭]খড়িকার ঘরে।।
[২৮]সপ্নেতে জাহার বংস করিল সংহারে।
সপ্নেতে তাহার পুত্র খাইল সকলে।।[২৮]
কি দেখিয়া দিলে কন্যা [২৯]এ হেন[২৯] ঘরে।
জগত জীবন গায় মনসার বরে।।[৩০]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তিরাশি ।।

১° ধুরার দিকে জাইতে কাহু বিসোম দানিবা, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ চান্দ্র সাধু ৩ পাত্র ৪ বান্যার ৫ বাড়ী ৬ দেহোগা জানান ৭ সাহের আশু চান্দোর ৮ আশু বচনে ৯ মন্ত্রি ১০ আশু জায় ১১ বান্যার ১২ ঘরে আশু যায়া ১৩ আশু নাই ১৪ আশু জোগায় ১৫ মুখে ১৬ শুনিয়া ১৭ আশু মন্দিরে হৈল মহা গণ্ডগোল দেও ঘরে হৈলো ১৮ ভোরিলো গন্ধ ১৯ সিরে শুনি ২০ ভঙ্গিল ছুত্তা ২১ ধাকড়ে বুক ২২ দেয় ২৩ সাহেব ২৪ নাই ২৫ আগে দুই ২৬ নাই ২৭ খাকার ২৮ নাই ২৯ সাপ খাকার ৩০ নাই ১৯-৩০ পর্যন্ত অংশ আশু. তে নাই।

।। একশ চুরাশি ।।

[১]ও আমি কতকাল ভাঁসিবো
একাকি ল গঙ্গার জলে ...ধুয়া[১]

কন্যার বার্তা [২]পাঞা কান্দে মেনকা [৩]বানিয়ানি।
ধরিতে না পারে প্রান [৪]উদব ধরনি।।
গর্ব্ভেত [৫]ধরিলাঙ বাছা পাঞা [৬]মোহা দুখ।
আর না দেখিব বাছা [৭]তোমার চান্দ মুখ।।
স্থল[৮]স্থল নাহি [৯]বাছা দুরন্ত সাগর।
কেমতে ভাসিবে বাছা [১০]জলের উপর[১০]।।
সুসু ঘড়িয়াল মৎস জল মধ্যে চরে।
দুগ্ধের দুলালি[১১] বাছা মরিবেক [১১]ডরে।।
[১২]এক কন্যা ছয় পুত্র ছয় ভাইয়ের দুলালি
সুন্য হৈল ঘর ছার কোল হৈল খালি।।[১২]
মেনকার ক্রোন্দনে কান্ধে মরা তরু [১৩]কাষ্ঠে।
পষুপক্ষ কান্দে [১৪]মর্মে মহিধর ফাটে।।
মেনকা [১৫]করুণা করে নিশ্চয় জানে।[১৫]

বেললি [১৬]ভাসিঞা [১৭]জায় সাগরের [১৮]পানে।।
[১৯]ভাসিঞা সুন্দরি যায় বিসম সাগরে।[১৯]
[২০]জগৎ যিবন গায় মোনসার বরে ।।[২০]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চুরাশি ।।

১ ধ্রুবপদ দেত নং পুথির আশু. র গান শেষ হয়নি ১৮৩ ও ১৮৪ র অর্ধাংশ নিয় আশুর একটি গান সম্পূর্ণতা পেয়েছে ২ শুনি ৩ সুন্দরি ৪ বুক ৫ ধরিল ৬ বড় ৭ তুমার ৮ কুল ৯ দেখি ১০ হৈয়া একেশ্বর ১১ প্রাণ তেজি বেক ১২ নাই ১৩ কাঠ ১৪ আর ১৫ সুন্দরি কান্দে আপনার ঘরে ১৬ সুন্দরী ভাসে ১৭ নাই ১৮ জলে ১৯ নাই ২০ ধুয়া ভিন্ন।

।। একশ পঁচাশি ।।

[১]আজি স্যাম বাসুরি ঘন ফুকে ।
কুধেল্যা বাজে রাধা রাধা ডাকে ... ধু[১]

[২]আকাশ [৩]উপরে হৈল [৪]প্রহারেক বেলা।
[৫]বাক দস ভাশেয়া [৬]জায় সুন্দরির ভেলা।।
থমকে থমকে [৭]ভেলা নদি[৭] মাঝে চলে।
অরুন মন্ডল [৮]যেন জল মধ্যে হেলে।।
হালিতে [১০]দুলিতে [১০]ভুরা চলে ধিরে ধিরে[১১]।
[১২]শোঙ্গাড়িয়া বাহিঞা [১২]পড়ে ভাগ্মরতির [১৩]ধারে।।
[১৪]টলমল করে ডুরা চলে বাকে বাকে।[১৪]
ভার্গ্মরথির জলে জায় থমকে থমকে।।
সেই স্থানে [১৫]মায়া করে সঙ্কর নন্দনি।
গঙ্গাতিরে হইল [১৬]পদ্যা ঘাটেত [১৬]পাটনি।।
[১৭]গঙ্গারতিরে রহিঞা [১৭]পাটনি [১৮]পাড়ে ডাক।
[১৯]কোথাকার সুন্দরি[২০] ভুরা এই খানে রায়।।
[২১]গঙ্গা আমার পুত্র [২১]গঙ্গা আমার ধন।
গঙ্গার প্রসাদে খাই [২২]নানা উপার্জ্জন।।
[২৩]বালি বোলে পাটনি [২৪]হের কর [২৪]অবধান।
[২৫]মৃতু ফেলিলে [২৫]তুমি কত [২৬]পাও দান।।
পাটনিয়ে বোলে জদি [২৭]দিবসে জল নাড়ে।[২৭]
[২৮]একখানি বস্ত্র পাই[২৯] দস বুড়ি কড়ি।।
[৩০]পরম সুন্দরি তুমি [৩১]মৃতু লঞাজাও।
পঞ্চাশ [৩২]কাহন কড়ি তুমি [৩২]দিয়া জাও।।
[৩৩]বালি বোলে [৩৪]জেবা জন [৩৫]মরিবাকে জায়।

তার স্থানে [৩৬]ধন কড়ি [৩৭]কিরূপেত পায়।।
উজানি নগরে মোর [৩৮]বাপ বাহ সাধু।[৩৮]
[৩৯]চাপালী নগরের হই চান্দোর পুত্রবধু।।[৩৯]
মোর নাম করিয়া [৪০]তুমি জাও তার স্থান।[৪০]
[৪১]দন্য দসার দোশে পাবে বহু মুল্যধান।।[৪১]
[৪২]পাটনিয়ে বোলে কন্যা রহ এহি ঠাঞি।[৪৩]
[৪৪]ছাড়িয়া না দিব দান জাবত [৪৫]না পাই।।
মঞ্জুস ভাঙ্গিব তোর কদলির ভুর।
[৪৬]বস্ত্র কাড়িয়া লবো দর্প্প করিব [৪৬]চুর।।
বালি বোলে অহঙ্কার না কর পাটনি।
সঙ্কটে [৪৭]করিব রক্ষা [৪৭]সঙ্কর নন্দিনি।।
একেলা পাইঞা [৪৮]মোকে দেখাইস [৪৮]ডর।
হের দেখ কাটারি আছে [৪৯]প্রানের দোসর।।
[৫০] ভাল চাহ পাটনি ফিরিয়া জাহ ঘরে।
নহে তো স্ত্রী হেত্তা দিবো তোমার উপোরে।।[৫০]
নিষ্ঠুর বচনে [৫১]পদ্যা করিল গমন।
[৫২]রচিল পদ্যার বরে জগত জিবন[৫২]।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঁচাশি ।।

আশু. ধুয়া ভিন্ন ২ আকাশেতে ৩ নাই ৪ এ দুই প্রহর ৫ খরস্রোতে পড়িয়া ভাসে দে৩ পাঠ খরশুতে মঞ্জুস ৭ মোধ্যে আশু. জনমধ্যে ৮ মঞ্জুস ৯ ভাসে ১০ চোলিয়া মঞ্জুস ১১ বাঁকে বাঁকে আশু. ধারে ধারে ১২ গঙ্গার ছাড়ীয়া ১৩ জলে আশু পাঠ গগড়িয়াও ভাগীরথী ১৪ অন্যত্র নাই ১৫ আশু ঘাটে ১৬ দেবী ঘাটের আশু ঘাটের উপরে ১৭ মধ্য পথে থাকিয়া ১৮ ছাড়ে - আশু. ঘাটের উপরে ১৯ কাহার ২০ মঞ্জুসা - আশু সুন্দরী কন্যা ২১ গঙ্গার পুত্র ামি আশু. গঙ্গার পুত্র আমরা ২২ নাম আশু. নাই — অর্থ করলে নাম নাই কোনটাই সদর্থক বলা যায় না ২৩ কন্যা ২৪ করহ আশু. 'হের' নাই ২৫ মরাকে লইতে ২৬ পায় আশু. পাবে ২৭ হয় দরিদ্রের মোরি আশু. মোরা দরিদ্র হেন জানি ২৮ একোখানি ২৯ একো কাহন - আশু শব্দ সজ্জা আগে পরে হওে পাঠ একই ৩০ সাধুর ৩১ মরা ৩২ টাকার সোর্য্যা মকে আশু. সাজ - ওখানে টাকার বদলে কড়ির কথা থাকায় তা অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ ৩৩ বেহুলা ৩৪ জে ৩৫ মোরিবারে ৩৬ সঙ্গে ৩৭ হয় কি উপায় আশু. হবে ৩৮ মাঁ বাপের ঘর আশু. বাছো সদাগর ৩৯ চাম্পাই নগরে মোর সোশুরের ঘর আশু সদাগর ৪০ বাপু চলোহ সত্তর আশু. করি যাএগ্রাচাহ ৪১ অমুলয রতন নিধি পাবে দানিবর ৪২ পাটানি ৪৩ ঠাই ৪৪ জাইতে ৪৫ নাহি আশু যাবারে ৪৬ বলে ধোরি নিবো দান গর্ভ্য কোরি চুর আশু বসন কাড়িএগ্রা ৪৭ রাখিবে মকে আহ মোরে ৪৮ আমাক দরসায় আশু. দেখিয়া মোরে না দেখাঅ ৪৯ আমার ৫০ অংশটি দে৩ নং পুথির আশু ঘর ... তো নাই ... তুমার ৫১ দে৩ এ আছে পাটনি ৫২ পর্দ্দার আদেশে গায় জগতজীবন।

।। একশ ছিয়াশি ।।

[১]বল নদির কিনারে নানা জাতি পক্ষ চরে
সকলের স্যামি বাচে মোর স্যামি মরে কেন রে।।[১] ... ধুয়া

[২]ভাসিএগ্রা সুন্দরির [৩]ভেলা চলে বাকে বাকে।
ঘাটে [৪]বএগ্রা [৫]ব্রহ্মানী মেনকা রূপে ডাকে।।

[৬]কাথড়ে চাপাও ভেলা দুখ্খের [৬]দুলালি।
ছাড়িয়া না যাও বাছা [৭]কোল করি খালি[৭]।।
এতো দুখ্খে পুসিলাঙ নিষ্ঠুর তোমার [৮]প্রান
মৃতু পথে [৯]না জাও [৯]তুমি না দিয়া বোলান।।
নিদারুন [১০]জানিনাও বানিঞা [১১]নিচ জাতি।
পুত্রকে ভাসাঞা [১২]জলে না দিল [১২]সানতি।।
[১৩]ফিরিয়া আইলাঙ [১৩]বাছা পাঞা বড় দুখ।
ভাগ্যে লাগি [১৪]পাইলাঙ দেখিলাঙ তোমার [১৪]মুখ।।
[১৫]মৃতু সঙ্গে ভাসিঞা পাইবে কুন ফল।
বিসম সাগরের জলে [১৬]ভুরা হবে তল।।
সুসু ঘড়ি আল মৎস [১৭]স্থানে স্থানে চরে।[১৭]
বাছা [১৮]তাহা দেখি[১৮] প্রাণ তুমি [১৯]ছাড়িবেন ডরে।।
গয়া [২০]প্রাগ বানারসি [২১]ত্রহি গঙ্গা [২১]যল।
স্যমিক ভাসাঞা [২২]বাছা আমার ঘরে চল।।[২২]
বালি বোলে মেনকা আমার হয়ে[২৩] মাও।
[২৪]ত্রিবেনি পুরশে[২৫] না দেখি দুই পাও[২৫]।।
[২৬]ভাসিলাঙ বাক কত দুর [২৬]নিশ্চয় না যানি।
এত দুরে [২৮]কেমতে আইল একাকিনি।।
[২৯]বেললি বোলেন [৩০]আমার জদি হও মাও।
ছয় বধুর নাম [৩১]তুমি কহিবারে [৩১]চাও।।
[৩২]পদ্যাবতি না পারে কহিতে নামারে [৩৩]স্থিত।
মোনে মোনে হাশে বালি [৩৪]মহা আনন্দিত।।
বালি বোলে কত মায়া [৩৫]কর পদ্যাবতি।
আমাকে ছলিতে পারে কাহার সকতি।।
সে ঘাট ছাড়িয়া পদ্যা ভাটে [৩৬]বাকে যায় ।
জগত জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছিয়াশি।।

১ মায়ের দুলালি বাছারে বেহুলা সুন্দরি আশু. ধুয়া ভিন্ন ২ ভাসিলো আশু. ভাসিয়া বেননীর ৩ মোজ্জুস ৪ রোহা আশু থাকি ৫ বিসোহরি ৬ উপোরে চাপায় মঞ্জুস সাহের আশু. তটেত চাপাঅ ভেলা ৭ খনেক কোলে কোরি আশু. খালি ৮ মোন আশু. পুষিনু নিষ্ঠুর হৈলে কেনে ৯ জাহ বাছা ১০ বড়ই ১১ আশু. ছার ১২ নাহীলো আশু. রাখিলে ১৩ শুনিয়া আইনু ১৪ পাইনু দেখিনু চাঁন্দ ১৫ মিত্তুক ১৭ গিলিবে তোমারে আশু. পালে পালে ১৮ আশু তাহাকে দেখিয়া ১৯ ছাড়ি বাখে আশু। ছাড়িবেক ২০ প্রয়াগ আশু গঙ্গা ২১ স্নান করো গঙ্গার জলে আশু. ত্রিবিনীর ২২ আসো চলো মর ঘরে ২৩ মাঁও ২৪ স্ত্রী পুরুসে ২৫ জাহার দেখোয়ে নাহী পায় ২৬ ভাসিনু কতেকো দুর আশু. ভাসিয়া আইশ ২৭ নির্ণয় ২৮ কিমতে আইল্যা আশু মাও তুমি ২৯ বেহুলা ৩০ তুমি ৩১ আজি কোরিবারে আশু তবে বলিবারে ৩২ মনসায় ৩৩ আশু. হিত ৩৪ আশু. হৈয়া ৩৫ আশু. ধর ৩৬ ঘাটে।

।। একশ সাতাশি ।।

[১]বালি বাহর কুমারি শোনার ভুসরি
স্যামির লাগ্যা কান্দিছে গুন্তরি গুন গুন করিয়ারে ... [১]ধুয়া

ভাসিএগ সুন্দরির [২]ভেলা কত দুরে জায়।
[৪]বাঘিনি [৩]মরতে পদ্যা ভয় দরসায়[৩]।।
[৪]বাঘিনি ফিরায়ে [৫]নেজ মস্তক [৫]উপরে।
[৬]আমন্য করিএগ[৬] ব্যাঘ্র মোহা সন্ধ করে।।
দুই চক্ষু[৭] উলটাএগ মারে ঘন[৭] [৮]লাফ।
দেখিএগ [৯]বালির মনে উপজিল কাপ।।
বালি বোলে কত মায়া কর পদ্যাবতি।
আমাকে[১০] করিএগ দয়া নাঞি একরতি।।
বালি বোলে পদ্যা যদি স্যামি নিবে[১১] বলে।
গলায়ে কাটারি দিয়া ঝাপ দিব জলে।।
[১২]গলায় কাটারি[১৩] ধরে অতি [১৪]খুর ধরে।
গলায় কাটারি দিয়া চাহে মরিবার।।
স্ত্রী হত্যা দেখিয়া [১৫]বাঘিনী ভয় পায়।
[১৬]সে ঘাট ছাড়িয়া পদ্যা অন্য ঘাটে যায়।।
জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।[১৬]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাতাশি ।।

১ আশু তে ধ্রুবপদ ছাড়াই পৃথক গান আরম্ভ হয়েছে দেত নং পুথির ধুয়া - কে জায় কে জায় কন্যা নেতের আহাড় দিয়া রে সুন্দরি না হয় গুণ শব্দটির পরে ২২ লেখা আছে ২ মঞ্জুস আশু. ভুরা ৩ রূপেতে পর্দ্দা সভায় দেখায় আশু। সেই স্থানে মনসা বাঘিনী রূপ হয় ৪ আশু চরখি ৫ আশু লেঞ্জ মাথার ৬ আস্থালন করে আশু. আন্দালন ৭ উলোটিয়া আশু. উলটিয়া ছাড়ে ৮ ফাল ৯ কন্যার আশু. সুন্দরিরর ১০ দেখিয়া ১১ ভুলে ১২ ধরিল ১৩ বালি ১৪ তিখ ১৫ অতিরিক্ত তবে ১৬ আশু পাঠ ভিন্ন।

।। একশ অষ্টআশি ।।

ভাসিয়া[১] ভাসিয়া কন্যা[২] কতক দুর যায়।
গয়ালিনি রূপো[৩] ধোরি সাক্ষাতে দারায়।।[৩]
[৪]কে জায় কে জায় কোন্যা নেতের অছাড় দিয়া।
উত্তম দোধী আনি আছী খোরিদ করো সিয়া।।
কি দোধী কিনিবো মাঁ আমার কোচায় নাহী কোড়ী।
রাত্রে বিভা হোইলো প্রভাতে হোলাম রাড়ী।।
এ দুই প্রহোর ভাসি জলে একো স্বোরি।
জলে ফেলিয়া দেহো খাউক বিসোহরি।।

ডাকিয়া বলেন তবে গয়ালের নারি।
মঞ্জুসো লাগায় কুলে পরম সুন্দরি।।
কাহার সুন্দরি কোন্যা কোথা তোমার ঘর।
মরা সঙ্গে বাসো কোন্যা প্রাণে নাহি ডর।।
তোমাকে দেখিয়া দয়া উপোজীলো মর।[4]
দোধি [5]কোবি নাহী নিবো তোর।।
দোধী দুগ্ধ [6]নাহী খাবো[6] বলে বিদ্যাধরি।
[7]বুঝিলাম তোমার মায়া শুনু বিসোহরি।।
[8]আর কত দুর চলে পরম সুন্দরি।৮
রাজ কোন্যা রূপো[9] ধরে জয় বিসোহরি।।[9]
সতেকো সুন্দরি সঙ্গে স্নান করে জলে।
ভাসিয়া [10]সোতির মঞ্জুস [10]চলে সেই পথে।।
কোন্যা বলে বিদ্যাধরি কাছে আনু[11] ভুর।
[12]কহো কন্যা বিদ্যাধরি ঘর১২ কতো দুর।।
[13]মরার কারনে প্রাণ ছাড়[13] কি কারোনে।
[14]মর ঘরে[14] চলো কোন্যা জোদী[15] লয় মনে।।
সোখোর্ত্তা কোরিবো দুই জন।
মরার কারণ প্রাণ ছাড় কি কারণ।।
নানা অলঙ্কার দিবো মানিকো রতন।
জেইবো সেইবো বোল কোরিব পালন।।[16]
স্বামী চাহ স্বামী দিব যদি[17] লয় চিত।
দিব্ব ঘর বাড়ী দিবো [18]সুবর্ন্য রোচিত।।[18]
বালি বলে[19] স্বামীকো মারিলো ১৯একো জোনে।
ঢেমনা ভাতার দিতে সাধ আছে[20] মনে।।
[21]বুঝিলাম বুঝিলাম কতো করো মায়া।[21]
[22]অনাথিনি দেখিয়া তোমার নাহী দয়া।।
তোমার প্রসাদে আমার কিছু নাহী ভয়।
সঙ্কট সময়ে মাঁতা হোইও সদয়।।
জাত জীবন কবি মনসার মাএগ।
করিবে ব্রাহ্মনী মাতা নাত্রকেরে দয়া।।[22]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ অষ্টআশি ।।

পুথির পাট দে৩ নং থেকে নেওয়া, পাঠান্তর আশুর ১ সুন্দরী ২ কত ৩ সেইখানে পদ্মা ... হয় ৪ প্রসঙ্গ এক তবে আশুর বিবৃতি অতি স্বল্প সাত এক লাইনের ৫ দুগ্ধ খাও ৬ না খাইবো ৭ বুঝিল ৮ ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা কত দূর যায় ৯ পদ্মা ধরিল কপটে ১০ সুন্দরীর ভেলা ১১ জলে রাখ ১২ কাহার যুবতী তুমি থাক ১৩ মৃত্যু সঙ্গে বিদ্যাধরি ভাস ১৪ আমার গৃহেতে ১৫ আছে ১৬ নাই ১৭ আছে ১৮ অমূল্য বিচিত্র ১৯ স্বামী মোর মৈল - দে৩ নং এর পাঠই সঠিক অর্থ বোধক ২০ তুমার মন ২১ বালি বলে ... পাত বিষহরি ২২ নাই এক লাইনের ভণিতা দিয়ে গান শেষ।

।। একশ উণনব্বই ।।

[১]ভাসিয়া কোন্যার মঞ্জুস কতো দুর জায়।
কাপোড়া মুণ্ডেতে পর্দ্দা সেখানে দারায়।।
কে জায় কে জায় কোন্যা নেতের আছাড় দিয়া।
উত্তম বস্ত্র আনি আছী খোবিদ করো সিয়া।।
কি বস্ত্র কিনিবো মাঁ আমার কোচায় নাহী কোড়ী।
রাত্রে বিভা হোইলো প্রভাতে হেঁলাম রাড়ী।।
এ দুই প্রহোর ভাঁসি জলে একোশ্বোরি।
জলেতে ভাঁসায়া দেহো পোরুকো বিসোহরি।।
সাঁকারির রূপে সেন্দুরার রূপে সোনারিয়ার রূপে।
বেহুলাক ছলে পদ্দা নানান স্বরূপে।।
সে ঘাট ছাড়ীয়া কন্যা দানির ঘাট পায়।
জগোত জীবন কবি বিরচিয়া গায়।[১]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ উণনব্বই ।।
১ গানটি অদ্বিতীয় আশু তে নাই, ব১ নং পুথি ছিন্ন হওয়ায় একমাত্র দে৩ নং পুথিতেই মনসা বেহুলাকে কাপড় পসারিনী, সাঁকারি, সেন্দুরা ও সোমারিয়ার রূপে ছলনা করে ছিলেন জানতে পারি।

---

[১]।। একশ নব্বই ।।

[১]জোমুনার জলে জাইতে কালা পরোমাদ
ননদি খুবের ধার পাতিলো বিবাদ ... ধু[২]

ভাসিলো[৩] কোন্যার মঞ্জুস[৩] বাঁক দসো পানি।
[৪]ঘাটেতে বোসিয়া আছে নারায়ণ[৪] দানি।।
[৫]দানি বলে শুনি আছী মৈর্ল্য লোখিন্দর।
বেহুলা ভাসয়ে এই জলের উপোর।।
দুর্জোন বান্যার পুত্র হোরিয়াছে মামি।
সেই দুখে সন্তাপ খণ্ডাবো আজি আমী।।
দানি বলে মোঞ্জুসের মাঝে জায় কে।
নিকোটে আসিয়া মোকে পরিচয় দে।।
বানি বলে চাম্পাই দেশের অধিপোতি।
তার পুত্র বোধু আমী বেহুলা জুবোতি।।[৫]
বিভা রাত্রে স্বামীকে খাইলো [৬]বিসোহরি।
[৭]ভাসিনুন অভাগি মুই মৃর্ত্ত কোলে কোরি।।[৭]
দানি বলে[৮]বিদ্যাধরি ভেলা[৮] রাখ জলে।

তোমাকে [৯]পাইনু আমি বড় কর্ম্ম ফলে।।
[১০]মর নারির্কো সোন্যা ছয় ঘাটীর পাহারে।
বল কেন তোর স্বামী মোর্ল্য অনাচারে।।[১০]
জানিয়া হোরিলো[১১] মামী দুস্টো দুরাচার।[১১]
[১২]সে দুখ দেখাও জিবো আমী কিসের বিচার।।[১২]
[১৩]বালি বলে সঙ্কট জিনিলো এতদুর।
স্বামীর মাতুল হয় আমার সোশুর।।
মোর্ধ্য পথে দুর্জোন হোরিতে চাহে বলে।
রোক্ষা করো পর্দ্দা নহে ঝম্প দিবো জলে।।[১৩]
নৌকাতে চোড়ীয়া [১৪]দানি চলে প্রিতি আসে।[১৪]
দেখিয়া সুন্দরি কোন্যা কোম্পিত তরাসে।[১৪]
দেখিয়া সুন্দরি কোন্যা কোম্পিত তরাসে।।
[১৫]স্বোরনে নাভীলো[১৫] পর্দ্দা [১৬]কোরিয়া মন্ত্রনা।[১৬]
নৌকাতে [১৭]থাকিতে দানির চোক্ষ হৈলো [১৮]কানা।।
[১৯]মা বোলিয়া ডাকে দানি [২০]ভাবিয়া প্রমাদ।
চোক্ষ দান দেহো [২১]মাতা করো আশীর্ব্বাদ।।
বালি বলে[২২] দানি আমী তোরে দিলাম বর।
চোক্ষ দান পাবে[২৩] জাহ ঘাটের উপর।।
[২৪]ঘাটেতে উঠিয়া[২৪] দানি চোক্ষ দান পায়।
[২৫]ভাসয়া সুন্দরির ভেলা কত দুর জায়।।
দিবা রাত্রি ভাঁসে মোঞ্জস নাহী অবসর।
ভাসীতে ভাসীতে গেলা দোক্ষীন সহর।।[২৫]
[২৬]জগত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি কোবি কোরিলো প্রকাশ।।[২৬]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ নব্বই ।।

১ গানটির পাঠ দে৩ নং পুথির পাঠান্তর আশুর ব১ এ পাতয ছিন্ন হওয়ায় এই অংশ নেই ২ ধুয়া ভিন্ন ৩ সুন্দরী গেল ৪ সেই ঘাটে সাধে মধুসূদন ৫ প্রসঙ্গ সমতূল্য, তবে ভিন্ন বাক্য বন্ধনে বেহুলা আত্ম পরিচয় দিয়েছে ৬ কাল সাপে ৭ শঙ্কর নান্দনী পদ্মার যথা লাগ পাঙ ৮ অহে কন্যা ভুরী ৯ পাইল ১০ পাঠ পৃথক ১১ বালো সহোদর মামী ১২ সেই দুঃখে তুমাক হরির আমি ১৩ নাই ১৪ যায় সুন্দরীর পাশে ১৫ সেইখানে আইশ ১৬ কন্যা সন্নিধান ১৭ উপরে ১৮ কাণ ১৯ মৈলু বলি ২০ গণিয়া ২১ সতী ২২ মহাদানী কর অবধান ২৩ উঠ ২৪ ঘাটের উপরে ২৫ নাই, আছে গোদা প্রসঙ্গের লাইন ২৬ এক লাইনের ভণিতা ।

।। একশ একানব্বই ।।

[১]না চেরে রসোনিয়া গোদা রে ... ধু

দানির বাঁক নিলো কোন্যা প্রশ্চাত কোরিয়া।

গোদার বাঁকেতে মোঞ্জুস উত্তরিলো গিয়া।।
পরম সুন্দর গোদা বিনোদি রোসিয়া।
ত্রিবিনিতে মারে মৎসো আনন্দে বসিয়া।।[১]
[২]আনিস্বো নগরে রে গোদার বাড়ী ঘর।
ত্রিভুবোনে জানে গোদা বিনদ নাগর।।
কাহার জুর্গোতা[৩] কে গোদাকে [৪]বলে বুড়া।
দুই পায়ে দুই গোদ জেন ধানের পুড়া।।
সত্বর গমনে গোদা জদি চলে ফেরে।
আকুলা হশ্তি জেন [৫]চলে ধিরে ধিরে।।
দুই সাঞ্জে দুইশের ভাঙ্গের গুড়[৬] ভক্ষ।
আকাশে[৭] ঝড়িছে জেন বাঙ্গা দুই চক্ষ।।
জেন [৮]রাঙ্গা দুই চক্ষ
গোদার[৯] ঘরনি দুই কাল জমদুত।
[১০]গ্রাসে পলায় [১১]বোনের ব্যাঘ্র গোন্ধেপলায় ভুত।।
গোদার গৃহিনি দুই [১২]বড় কুলক্ষোনি।
একযন জর্ম্মেব[১৩] খুড়ি আরি যনা কালি।।
[১৪]তপস্যার ফলে গোদার দুই খানি পুত।
একজনা [১৫]হনুমান আদযনা ভুত।।
[১৬]ঘর মধ্যে [১৬]গোদার প্রধান মাও বুড়ি।
দুই চক্ষ অন্ধ [১৭]বেড়ায় দিএগ্রা হামাগুড়ি।।
গোদার ঘরে মধ্যে[১৮] আছেন সর্ব্বস।
[১৯]মোতিএক ভান্ডার মুকুতা মোন দস।।
গোলার উপর কেহো নাহি চড়ে ডরে[১৯]।
বাতাসে আলগ মাচা[২০] কুল কুল করে[২০]।।
গোদার ঘরের[২১] মধ্যে বস্ত্র একখানি।
[২২]খুড়ি পক্রি হাটে যায় উদামের হেকানি।।
খুড়ি আইশে হাট করে কানি [২৩]ফোতা পক্রে।
ধরি উদ্ধার করিতে জায় [২৪]পরশের ঘরে।।
[২৫]গোদার ঘরের এই হাল গোদার বড় ঠাট।
মরার বিছানা তার মরা ফেলা খাট[২৫]।।
মৎস মারে বেচে তবে[২৬] অন্য হয় ঘরে।
যেদিন না মারে মৎস অনাহার [২৭]করে।।
জেদিন না করে হাট কানি আর খুড়ি।
[২৮]ক্রিয়ার হেতু গোদা[২৮] পাগুড়ি
[২৯]ভাঙ্গা ধুতুর খাইএগ্রা তেরা করে পাগ।

ভাস্য রিরি করিএগ চেচাএগ তোলে রাগ।।
এহি সব নাট গোদার এহি সব ঠাট।
মৃর্ত্তু ফেলারি হানা আর মৃতু ফেলা খাট।।
ছয় বুড়ি ছিপ গোদার এক ছালা পুন্ড যুতা।
ছয় পোন বরঝি তার নতুপোন কাতা।।
ডুলি হেন দস গোটা খলই লইএগ ফেরে।[২৯]
[৩০]মহারঙ্গে মারে মৎস ত্রিপিনির [৩১]জলে।।
মৎস [৩২]মারিতে হইল প্রহরেক [৩২]বেলা।
[৩৩]তখন শেই স্থানে গেল [৩৩]সুন্দরির ভেলা।।
মঞ্জুস দেখিয়া গোদা করে হায় হায়।।
[৩৪]মঞ্জুস মাঝারে কিবা মোহা বস্তু [৩৪]যায়।।
ভাসিএগ আইল [৩৫]ভেলা ঘাটের [৩৬]বরা বরি।
[৩৭]দুর হৈতে ভেলা মধ্যে দেখিল যুন্দরি।।
দুই বাহু তুলিএগ গোদায় গায়গিত।
দেখিয়া যুন্দরি গোদা মহা আনন্দিত।।
হও গো ব্রহ্মানী মাতা পরম পিরীত।
জগত জিবন [৩৮]গায় মধুর সংগীত।।[৩৮]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ একানব্বই ।।

১ গানটির প্রথমাংশের পাঠ দেও নং পুথিতেই কেবল আছে, আশু. ধুয়া ভিন্ন ২ আলিস্য ৩ নাই ৪ কহে ৫ আন্ধ লাগাইসে ৬ দেও থেকে নির্মিত ব১ এ বাদ পড়েছে ৭ তারা ৮ গোদার ৯ মুরোতি যেন যম কাল ১০ তরাসে ১১ নাই ১২ অতি সুলোক্ষণি ৫-১২ পর্যন্ত অংশ আশু. তে নাই ১৩ খোড়া ১৪ গোদার ঘরেতে আছে দেও এ জোর্গ জন্মি আছে ১৫ আহ। পোড়া মুহা ১৬ আশু. গোদার ঘরেতে আছে ১৭ দেখিতে না পায় চোক্ষে আশু বেড়াইতে না পারে তাই পিঠে ১৮ আশু আছএ ১৯ নাই ২০ টনমল ২১ সেওট ২২ খোড়া মাগি পরে বস্ত্র উদাস রহে কানি ২৩ তবে ২৪ পাড়া পরিসির ২৫ দেও নং পুথির অংশ ২৬ ভাত ২৭ মরে ২৮ মাগের ছেউটে করে ২৯ আশু বর্ণনা ভিন্ন ৩০ আনন্দে ৩১ সাগর ৩২ মারি গোদার যাবার হৈল ৩৩ হেন কালে ভাসি আইসে ৩৪ ইহার ভিতরে না জানি কুন দ্রব্য ৩৫ ভুরা ৩৬ উপরে ৩৭ নাই ৩৮ মনসার বরে।

।। একশ বিরানব্বই ।।

ত্রিপদি

রহিয়া বোলানদে পরম যুন্দরিহে
ডাকে গোদা ঘাটের উপর।
কথাকার[১] যুন্দরি নারি [২]যলে ভাসে[৩] একাসুরি
কি [৪]তোর পরানে [৫]নাহি ডর।।
বালি বোলে মৎস মার কেন বাপু ডাক পাড়
[৬]হলাম বাড়ি বড় অভাগিনি।
পুর্বের জর্ম্মের পাপে স্যামীকে খাইল সাপে

মুর্তুলএগ ভাসি একাকিনি।।

গোদা বোলে [৭]রূপবতি [৮]মৃর্তুলএগ জাবে কতি
কেতোরে করির প্রতিকার।

তর স্বামীর শরীর পচিবে বড়ার ভিতর
কুন দেসে এমতিবে ভার্য্য।।

ইষ্টমিত্রবাপ ভাই রহিবারে নাহি ঠাঞি
এবে কন্যা সুরিলা গোসাই।

মৃতুরে ফেলায় যলে উঠ কন্যা কুতু হলে
আমার মন্দিরে চল যাই।।

মৃতু আশ পরিহর আইসহ আমার ঘর
কি কারনে ভাশ একাকিনি।

খাইরে পরম ষুখে কেন মর এত দুঃখে[৮]
[৯]ঘরে আমার হইবো গৃহিনি।।[৯]

[১০]আমিহেন নিয়পতি না পাইবে রূপবতি
ত্রি ভুবনে জানে বোকে রাঙ্গ।[১০]

আমার বচন ধর [১১]চল কন্যা মোর [১১]ঘর
[১২]দ্বারে বান্ধিয়া দিব টাঙ্গ।।

বাক্য না রাখিবে মোর মঞ্জুস ভাঙ্গিব তোর
নাহিএগ ভাঙ্গিব কলার ভুর।

মুতুকে ভাসএগ জলে ধরিএগ লইব বলে
পলায়ন করিরে কতদূর।।

বলিবোলে গোদাপুন পাইলাঙ তোমার গুন
গুদি তোমার আছে কয়জন।

কয় পুত্র কয় লোক সর্ব্বম আছে নাক
ঘর ছার তোমার কেমন।।[১২]

[১৩]গোদা বোলে [১৩]বিদ্যাধরি আছে [১৪]আমার দুইনারি
[১৫]বড় যন ঘরের গৃহিনি।

ধামনা বসন্তের বেলা দুই চক্ষে বাবাইল চেলা
নাম তার সুলক্ষনি কানি।।

ছট জন আছে আর কিনা বেচা কর্ম্ম তার
আমি বড় ভল বাসি তাকে।

ছোটতে হইল ঘা খোড়া হইল দুইপা
খুড়ি বলি সর্ব্বলোকে ডাকে।।

গেল এহি অক্রান পোষ দুই যনার হইল খেস
অদ্যাবিধি নাহি ষুকায় ঘা।

আমার উপার্জ্জনে আর কিছু দুখ্খ নাহি তার[১৫]
ঝিনাই দিয়া [১৬]চুল্বকায় গাঁ।।[১৬]
বৃদ্ধ[১৭] মাতা আছে [১৮]আর [১৯]ভরসা নাহিক তার[১৯]
আর আছে দুই খানি পুত।
[২০]এমন পন্ডিতের কাম বাছিঞা রাইখাছে নাম[২০]
হনুমান [২১]বান্দর [২২]পোড়া ভুত।।
শুনিঞা গোদার বানি [২৩]হাশে কন্যা [২৪]বানিয়ানি
[২৫]হাশে কন্যা ভেলার উপর।
জগৎ যিবন [২৬]পদ [২৭]বিরচিল বিদগদ
পদ্যাবতির পাঞা বর।।[২৭]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ বিরানব্বই ।।

গানটি দে৩ নং পুথিতে নাই, আশুতে 'ও গোদা মারে মৎস্যরে ত্রিবিনির ঘাটে' বনে একটি ধুয়া ও 'ত্রিপদী' কথাটি লেখা আছে। উল্লেখ্য আশু (গ) পুথিতে এ সব নাই, ১ বিদ্যা ধরি ২ কেনে ৩ একেশ্বরী ৪ যু ৫ নাই ৬ আমি নারী ৭ বিদ্যাধরি ৮, ১০ নাই। প্রসঙ্গ অভিন্ন কিন্তু কথা ভিন্ন ৯ মোর ঘরে হবে ঠাকুরানী ১১ চলহ আমার ১২ নাই ১৩ রূপে গুরে ১৪ ঘরে ১৫ নাই, প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত ১৬ চুলুকায় গাঅ ১৭ মাও ১৮ ঘরে ১৯ এখন তখন মরে ২০ নাই ২১ একজন ২২ শ্মশানের ২৩ মনে ২৪ অভিমানী ২৫ ঝুরে ২৬ নাই ২৭ কবিত্ব বিচক্ষণ - বিরচিল মনসার বরে।

।। একশ তিরানব্বই ।।

[১]কহি ঘরের কানিয়া (শোলা) আন্ধার ঘরের মাঝে
চা হিয়া আনিয়া দিব বিদ নপুর বজেলো ও ইও [১] ... ধুয়া

[২]বালি বোলে ঠেকিল মুহ দুর্যনের ঠাঞি।
পদ্মা না করিলে রক্ষা প্রতিকার নাঞি।।[২]
[৩]চোড়ায়া ধুতুরা ঠেকিলাম উপায় নাহি যার।[৩]
[৪]সেই বুদ্ধি দেহ জাতে হয় প্রতিকার।।
[৫]বিদ্যাধরি বোলে গোদা সুন একমনে
[৬]ভাসিলাঙ মরার সোনে পরার [৭]বচনে।।
[৭]মৃত্যুনাকি জিয়েঁ আর কে করে প্রত্যয়।
অবশ্য তোমার [৮]পুরে করিব আলয়।।[৮]
[৯]তোমা হেন [১০]যুন্দর স্যামি আর পাব কতি।
তুমি রূপমান [১১]গোদা আমি [১২]মহা সতি।।
তুমি রূপমান [১৩]গোদা আমি রূপবতি।
[১৪]নিশ্চয় তোমার ঘরে করিবো বসতি।।[১৪]
এক [১৫]নিবেদন করি যুন দড়র্ত্তর।

কেমতে [১৬]বঞ্চিব দুই সতিনের ঘর।।
আমার বচনে তুমি সিগ্রগতি [১৭]জাও।
স্ত্রি পুত্র জত আছে মারিয়া খেদাও।।
[১৮]পুরে অগ্নি দিয়া তুমি [১৯]আইস আমা ঠাঞি[১৯]।
তুমি আমি দুই যনে একদেসে জাই ।।
গোদা বোলে এহি খানে রহ বিদ্যধরি।
জাবত করিয়া আশী [২০]তোমার মনহারি।।
[২১]ফিরিঞা চলিল [২১]গোদা আপনার বাড়ী।
[২২]বাড়ি দিঞা ভাঙ্গিল ভাতের জত হাড়ি।।
দুই [২৩]স্ত্রিকে বোলে তোরা [২৪]এক দেসে জাও[২৪]।
দুইপুত্র লঞা তোরা ভিক্ষা [২৫]কৈর‍্যা খাও।।
তরাসে [২৬]পলাঞা যায় [২৬]কানি আর খুড়ি।
[২৭]ছেচড়িয়া পলায় গোদার মাও বুড়ি।।
[২৮]ঘরদ্বার পুড়িঞা করিল [২৮]ছারখার।
[২৯]কন্যার উদ্দেসে[২৯] গোদা চলে [৩০]পুনর্ব্বার।।
আসিতে জাইতে হইল প্রহরেক বেলা।
[৩১]বাকদস ভাঞিসা গেলেন [৩১]সুন্দরির ভেলা ।।
কন্যাকে না [৩২]দেখি গোদার উপজিল [৩২]তাপ।
কন্যার উদ্দেসে গোদা যলে দিল ঝাপ।।
মহা [৩৩]হরি নামে গোদা সাতারিয়া জায়[৩৩]।
[৩৪]একপায় মারে ঠেলা দসহাত জায়।।
[৩৫]নিকটে দেখিল [৩৫]গোদা সুন্দরির ভুর।
গোদা বোলে [৩৬]সুন্দরি [৩৭]পলাবে কতদূর।।
দেখিঞা [৩৮]সুন্দরি কন্যা মনে পাইল [৩৯]ত্রাস।
জগত জিবন গায় মোনস্বার দাস।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ তিরানব্বই ।।

১ আশু. ধুয়া ভিন্ন - তাতে এমন সুন্দর কবিত্ব নেই ২ নাই ত ব১ ছিন্ন হওয়ায় দেত থেকে পাঠ গঠিত হয়েছে আশু কন্যা বোলে কিছু ৪ আশু হেন বুদ্ধি করি যেন ৫ বেহুলা আশু বালী ৬ পাঠটি দেত নং পুথির আশু. পাঠান্তর - ভাসিনু মৃত্যুর সঙ্গে লোকের ৭ মার ৮ ঘর আশু ঘরে যাইব নিশ্চয় ৯ তুমি ১০ নাই ১১ যেন ১২ রূপবতী ১৩ যেন ১৪ নাই ১৫ কথা কোহী তোরে এই বড় ডর আশু মনে করি ধর ১৬ করিবো ১৭ জায় ১৮ ঘরে ১৯ আসো মর ঠাই ২০ তব ২১ আশু শীঘ্রগতি গেল ২২ লাথি ২৩ ভার্য্যাকে ২৪ বাহিবাঞা যাঅ ২৫ আশু মাঙ্গি ২৬ পলায়ে গেল ২৭ আশু শয্যা হৈতে মাগো ছেচোড়ে ২৮ আশু. ঘরেতে আনল দিঞা করে ২৯ ত্রিবিনির ঘাটে ৩০ আর বার ৩১ বাক চারি পাছে গেলা আশু ভাসি গেল ৩২ দেখিয়া গোদা পায় মহা আশু. মনে বড় ৩৩ অভিমানে আশু. মন দুকে গোদা সোতে গড়ায় গায় ৩৪ আশু গোদা পায়ে ৩৫ ততক্ষণে দেখে ৩৬ আশু. বিদ্যাধরি ৩৭ পলাবি আশু. যাইবে ৩৮ আশু গোদাকে ৩৯ তরাস।

।। একশ চুরানব্বই ।।

ত্রিপদি

[১]ও দেবতি মা নিদয়া নিষ্ঠুর তোমার হিয়া[১] ... ধুয়া

[২]তোমার নিঠুর মতি কপোট পরম জ্যোতি
পদ্দা দেবি বড়ই নিদয়া[২]।
[৩]অভয় সাগরে [৩]ভাসি [৪]আমি তোমার [৪]দাসের দাসি
সঙ্কটে উদ্ধার কর সিয়া।।
দুর্জ্জন গর্জ্জন করে প্রাণ [৫]আমার কাঁপে ডরে
তুমি দেবি অগতির গতি।
ইষ্টমিত্র বাপ ভাই [৬]ত্রিভুবনে কেন নাই[৬]
আজি রক্ষা কর পদ্মাবতি।।
[৭]কাটারি ধরিয়া করে বানি বোলে উচ্চস্বরে
কে আমার প্রাণে আছে ডর।
সঙ্কটে উদ্ধার করি না রাখিবে বিশহরি
স্ত্রি হত্যা দিব তোমার উপর ।।[৭]
[৮]বালির করুনা শুনে [৯]নাম্বি জয় ব্রহ্মানি
[১০]ভেলার নিকটে পদ্মা জায়।
[১১]মোনশ্বার পাএগ্র বর পদয়তি মনহর
জগত জিবন কবি গায়।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ চুরানব্বই ।।
১ গানটি আশু তে নাই পাঠান্তর দেও নং পুথির ২ ব১ ছিন্ন হওয়ায় এই অংশ দেও পুথি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ৩ জনের উপোরে ৪ উহা কর্ম্মের ৫ মর ৬ রহিবার নাহি ঠাই ৭ নাই ৮ কোন্যার ৯ নামে ১০ মোঞ্জুসো ১১ পাইয়া পদ্দার।

।। একশ পঁচানব্বই ।।

[১]কি কর করুনা মাই কর্ম্ম ভুলি দিয়ারে
সেবকে শ্বরন করে মাঁ পার কর সিয়ালো ও ইও ... ধু[১]

[২]নাম্বিল ব্রহ্মানি দেমি সতির শ্বরনে[২]।
কুম্ভিরিনি রূপে পদ্দা[৩] নাম্ভিলো ততক্ষণে[৩]।।
মঞ্জুস ধরিতে গোদা মনে করে আশ।
[৪]মধ্যপথে কুম্ভিরিনি করিল গরাস।।
বাপ বাপ করে [৫]গোদা প্রাণের তরাসে।
[৬]ভেলার উপরে কন্যা মনে মনে হাসে।।

ক্ষনে ক্ষনে [৭]ভাসে [৮]ক্ষনে তল যায়।
চোকে পানি [৯]পেয়ে চো উলটায়।।
গোগা বোলে [১০]কন্যা [১১]মাও তুমি বড় সতি।
[১২]না যানিঞা[১২] হইল [১৩]আমার এতেক দুর্গতি।।
কৃপা কর [১৪]মহাসতি মোকে দেহ বর।
সঙ্কট সময় [১৫]আমার প্রাণ রক্ষা কর।।
বালি বোলে [১৬]পদ্যাবতি মিনতি আমার।
দুর্য্যন গোদার তুমি কর প্রতিকার।।
[১৮]সতির বচনে পদ্যা [১৮]ছাড়িলেন [১৯]গ্রাশ।
[২০]কাথড়ে উঠিঞা গোদা [২১]ছাড়িল নিশ্বাশ[২১]।।
[২২]ডাক দিয়া[২২] বোলে গোদা[২৩] সুনোঁ সতি [২৩]মাও।
[২৪]দাবি এক ধন যন [২৪]বর দিয়া জাও।।
[২৫]বেললি বালে গোদা জাও [২৬]নিজ ঘরে।
দুর্গতি[২৭] করি য়াগে পাচ্ছে দিলাঙ [২৭]বরে।।
অমুল্ব [২৮]রত্নেতে তোমার [২৮]ভরিবে ভাণ্ডার।
২৯অঞলি ব্রহ্মানি দিবে ধরিব কণ্ডাব।।[২৯]
[৩০]মহারঙ্গ মনে [৩০]গোদা চলে নিয পুরে।
পাইল অমুল্ব নিধি সতি কন্যার বরে।।
[৩১]ভেলার উপরে কন্যা জল মধ্যে ভাশে।
[৩২]জগত জিবন কবি মনসার দাবে[৩২]।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ পঁচানব্বই ।।

১ আশু. ধুয়া ভিন্ন দেত এ - বাঙ্গা চরণে স্বোরন লৈতে মনে কোরাছী সাদ - ভবানী গোমাঁ ২ আশু এর আগে অতিরিক্ত আটটি লাইন আছে, যা অন্যত্র নেই, কন্যার সাক্ষাতে পদ্মা গেল সেইখানে দেত এ মনসা দেবী এ আশু ধরে সেইখানে দেত এ তখনে ৪ মধ্যখানে ৫ মনের আশু জীবন ৬ আশু ভুরার ৭ আশু উঠে ৮ অতিরিক্ত গদা ৯ যায় আশু. খাঞা ১০ আশু অহে ১১ মাতা ১২ আশু তুমাকে ধরিতে ১৩ মোর ১৪ সতি মাতা ১৫ মর ১৬ আশু মনসা দেবী ১৭ গোদাকে ১৮ গোদাকে ১৮ শুনিয়া মনসা দেবী আশু বালীর স্বতনে ১৯ আশু গরাস ২০ উপরে ২১ আশু ছাড়ে খন শ্বাস ২২ আশু আই মতি ২৩ তুমি মর ২৪ আশু অধম দরিদ্রকে, দেত দরিদ্রকে ২৫ আশু কন্যা ২৬ আশু তুমি ২৭ হেড়িক দুর আমি দিলাম, আশু নাই ২৮ আশু রত্নে তোর ২৯ কোথাও নাই ৩০ আশু আনন্দিত হৈয়া ৩১ মঞ্জুসো উপরে কন্যা কত দুর জায় ৩২ দেত ও আশু ভণিতা ভিন্ন গানটির শেষে ৭ সপ্তম ঘাট লেখা আছে। গায়েন বা লিপিকর এখানেও রক্ষা করেছেন।

।। একশ ছিয়ানব্বই ।।

[১]সতির করুনা

[২]ও কাল বাতি হইল রে
কাল বাতি হইল

জলন্ত আগুনি আরে হয় মাঁ মোনসাঁ
কবে স্যামি পাব অভাগিনি আরে হয় [২] ... ধুয়া

গোদা গেল মন্দিরে [৩]বেললির ভুবাসে[৩]।
[৪]সেই কালে নিসাপতি উদয় হইল [৪]আকাসে।।
৫নিসিতে হইল [৫]রাত্রি মহা য়ন্ধকার।
দেখিয়া সুন্দরি [৬]হইল মনে [৬]চমৎকার।।
সিসু ঘড়িয়াল মৎস[৭] মহা কুম্ভির[৭]।
লাফালাফি দেখিয়া [৮]বেললি নহে স্থির[৮]।।
[৯]গন্ডা মহিস ব্যাঘ্রমহা সব্ধ করে।[৯]
ভয় পাএ্যা সুন্দরি স্যামিকে [১০]কোলে করে।।[১০]
জেই [১১]স্থান ধরে বালার খশে সেই স্থান।
স্বামিকে দেখিয়া [১২]বালি মনে অভিযান।।[১৩]
অভিমানে ঝুরে কন্যা [১৪]ভুরার উপরে।
জগত যিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ ছিয়ানব্বই ।।
১ নাই ২ আশু. র দুটি এক লাইনের ধুয়া ভিন্ন দেও এ - আমার নয়ানে কান্দে সাহের ঝিয়ারি বা ৩ বেহুলা জলে ভাসে আশু সুন্দরী ৪ হেন কালে চন্দ্রমা উদিতো আকাশে আশু. সেইখানে সূর্য্য অস্ত হইল ৫ চন্দ্রমা লুকায়ে আশু নিশি ভাগ ৬ কন্যা হইল ৭ বেড়ায় পাশে পাশে আশু. কম্ভীর মগর ৮ বেহুলা পাইলো ডরে আশু সুন্দরী পাইল ডর ৯ আশু নাই ১০ চাপি ধরে ১১,১২ ধান ১৩ কোন্যা কান্দে অনুক্ষন ১৪ মোঞ্জুসো ৯ এর পর থেকে আশু তে নাই - সেখানে স্বামীর প্রতি বিলাপ সূচক ১৩ টি লাইনের পর ভণিতা দিয়ে গান শেষ হয়েচে। গানটির শুরুতে সতির করুণা লেখা আছে। গায়েন বা লিপিকর সংকেত রক্ষা করে দেন।

।। একশ সাতানব্বই ।।

[১]বিধি জন্ম যায় কি হয় লিখিলরে আমারে[১]... ধু

দেখিয়া স্বামীর অঙ্গ সুন্দরি অসুখি।
[২]ভেলাতেবসিএ্যা [৩]রূপ দেখে [৩]চন্দ্র মুখি
[৪]মৃর্ত্যু সঙ্গে ভাসে বালি সাগরের যলে।।
টলমল করে [৫]ভেলা জলের হিল্বলে।।
[৬]চোক্ষু মেল [৬]প্রাণনাথ বোল প্রিয় বানি।
[৭]নয়ন ভরিয়া [৮]দেখো চন্দ্র মুখখানি।।
তোমার[৯] বিহনে [১০]আমার [১০]বিবাহ বিগতি

ফিরিয়া না যাব আর পুরি[১১] চাপাবতি।।
[১২]খসিলো কমল আখি মুখ সোসধর।
সুন্দর নাসিকা খশে[১৩] সুন্দর অধর।।
[১৪]খসিল সুন্দর তনু নরিল মুরতি।
খসিল মৃনাল বাহু য়জান লর্ম্বিত ।।
যুন্দর সরির প্রভুর গলি গলি জায়।[১৪]
একলা ভাসিব [১৫]জলে কমন উপায়
[১৬]ছয়দিন ভাসিলাঙ জলে বাকি ছয়মাস।
পচিল কদলির ডুর দেখা দিল বাস।।
অভিমানে [১৭]ঝুঝেকথা [১৭]ভেলার [১৮]উপর।
[১৯]প্রভাত হইল নিসি উঠে দিবাকর।।
বুহিত উজাইঞা আইসে সঙ্ক সদাগর।
দুর হইতে দেখিয়া বেললি পাইল ডর।।
সযনে গাবরিয়াগন বোলে হরি হরি।
ফাত জিবন গায় কম্পিত যুন্দরি ।।[১৯]

পাঠান্তর ঃ ।। একশ সাতানব্বই ।।
১ গানটি আশু তে নাই পাঠান্তর দেত পুথির সেখানে ধুয়া - দেখিতে দেখিতে হারা হৈনু গুন নিধিহে ২ মোঞ্জুসো ৩ ঝুড়ীছেন ৪ মিত্তুকি ৫ মোঞ্জুসো ৬ উঠো প্রভু ৭ বদন ৮ দেখিন পুথি ছিন্ন পাঠটি দেত থেকে নির্মিত ১০ প্রভু আমর ১১ চাম্পাবোতি ১২ পুথি ছিন্ন, পাঠটি দেত থেকে নির্মিত ১৩ আর ১৪ কোথাও নেই ১৫ আমি ১৬ নাই ঝুরে বানি ১৮ চলি যায় ১৯ নাই - অতিরিক্ত অংশ দেত নং পুথির পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

।। একশ আটানব্বই ।।

ও মিতা সিত্তরে বিদায় মুই জাবো দেসেকো ও মিতা রে ...ধু

আজিকার রাত্রে দেখিলাম সপোন।
সর্পন দেখিলাম মোর হৈলো উচাটোন।।
পিতা মৈর্ল্য মাতা সপ্নে উন মৃতা গেল।
রাজা বল কোরিয়া তো ঘর নটু কৈল্য।।
ওর স্থানে বিদায় হোইলো জাই ঘর।
পুনস্বো আসিবো মিতা তোমার নগর
এতেকো বচন জোদী বলে সদাগর।
শুনিয়া নৃপোতি তবে হোইলো কাতর।।
বিদায়ের কথা শুনি বিসাদিতো মোন।
সদাগরের তরে কিছু বলেন বচন।।
একোবার মুনিস্বো পাঠায়া দেহ ঘরে।

বার্ত্তা শুনি জাও মিতা দণ্ডের মদন।
মোন উচাটোল হৈলো কোরি নিবেদন।।
রাজা সাধু দুই জোন কৈল্য আলিঙ্গন।
বিদায় হোইলো সাধু আনন্দিত মন।।
জগত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি কোবি কোরিলো প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ আটানব্বই ।।

ই গানটি কেবলমাত্র দেত পুথিতেই আছে। তাই পাঠান্তর প্রদান সম্ভব হয়নি।

।। একশ নিরানব্বই ।।

ও তোমারা দেখবে নগোরিয়া লোক
সঙ্ক জায় মাল্যানি ভেটি করে ...ধু

পঞ্চ রতন নিলো সাধু অঞ্চলে বান্ধিয়া।
খেদুয়া নফর মৈলো সংহোতি কোরিয়া।।
দোলাতে চোড়ীয়া সাধু গোড়াই লোগাও।
ডাইন বামে পড়ে সেত চামড়ের বাও।।
আস গাড়ু পাস গাড়ু সিত্তরের মাছনা।।
পত্তিনি পাতিলো জেন পায়ারি আচনা।।
চোলিলেন সঙ্ক সাধু মাল্যানির ঘর।
দেখিয়া মাল্যানি হৈলো হোরিসো অন্তর।।
উত্তর আসোন দিলো বোসিবার তরে।
তাহাতে বোসিলো তবে সঙ্ক সদাগরে।।
মাল্যানি বলেন আজি দিবসে গমন।
সাধু বলে দেসে জাবো শুনু বিবোরোন।।
সাধুর মুখেতে শুনি এতেকো বচন।
পদছন্দে পাচালিকোবি কোরিলো প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। একশ নিরানব্বই ।।

গানটি কেবলমাত্র দেত নং পুথিতেই পেয়েছি। তাই পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

।। দুইশত ।।

১আউলাইল মাথার রে কেস
কেউ নাইরে বান্ধে
মৃর্ত্ত স্যামি কোলে লঞা
ভুরায় বৈস্যারে কান্ধে লইও ... ধুয়া

২রজনি প্রভাত হৈল উদিতদিবাকর।
বোহিত বাহিয়া আইসে সঙ্ক সদাগর।।
দুর হৈতে দেখি ডর পাইল সুন্দরি।
সদাই গাভর গর্ন বলে হরি হরি।।২
কি ৩হইল কি হইল কান্ধে বালি ৫ভেলাতে বসিয়া।
দুয্যন বিপও ৬মোকে মিলিল আসিয়া।।
সড়িয়া পচিয়া গেল অভাগিনির পতি।
পড়িলাঙ ৭দুষ্টের হাতে কিবা ৮হয় গতি।।
ডিঙ্গা উজাইঞা আইসে কোন মহাজন।
না জানি কি গতি ৯হয় জানিব কেমন ।।
মামা সসুর হয় ১০আমার ১১নারানি দানি।
তথাতে করিল রক্ষা ১২যয় ব্রহ্ম্যনি।।
গোদায় হাতেত ১৩পদ্যা করিল উদ্ধার।
সঙ্কটে ১৪পড়িল মাগো কর প্রতিকার।।১৪
সুজন হইলে মোকে করিবে ১৫ভগতি।
১৬দুজন হইলে আমার কিবা হবে গতি।।
নিকটে কানন নাহি তাহাতে লুকাইব।
দুর্য্যন দুষ্টের হাত কেমতে এড়াব ।।১৬
১৭সর্ন্য না ছাড়ে চোর ১৮পাপন্তনি মনে।
মিনতি করি১৯লেকি ২০মর্যা ব্যাঘ্র ছাড়ে বোনে।।
২১চোর নাহি ছাড়ে হেমের পসান মিললে।
যুবর্ন্য গঠন আমার নবিন জৌবনে।।২১
নর নারি ২২পাইলে পুরুসে ছাড়ে যুখে ।২২
২৩বিপাকে পড়িলাঙ আজি দুষ্টের সনমুখে।।
পানির মৎস দেখিয়া বগার হইল ধ্যান।
দুরান্তরে নারি পাইলে কেমতে ধরে প্রান।
কৃপা কর পদ্মাবতি কর প্রতিকার।
বিপদ সময় আসি হও কর্ন্যধার।।
পদ্দ্যা না রাখিলে আর প্রতিকার নাঞিং।

এই গঙ্গা জলে মোকে জে করে গোসাঞি।।
জগত জিবন কবি মনোঁসার দাস।
পদছন্দে পাচালির করিল প্রকাশ।।২৩

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশত ।।

১ দে৩ এ ধুয়া নাই, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ এই অংশ ব১ এ নাই, পাঠটি দে৩ নং পুথির আশুতে অতিরিক্ত কটি লাইন ও পাঠে তারতম্য আছে ৩ হবে ৪ বলে ৫ মঞ্জুসে ৬ মর ৭ দুর্জোনের ৮ হবে ৯ হবে ১০ নাই ১১ নারায়ণ - নাম অর্থে এটিই সদর্থক ১২ বিজয় — আশুতে এই সব প্রসঙ্গ নাই ১৩ মনসা ১৪ পোড়িনু আজি নাহিক নিস্তার ১৫ ভকেসত ১৬ নাই ১৭ সুবর্ণ্য ১৮ প্রত্তয় নাহি ১৯ নাকি ২০ নাই ২১ নাই ২২ পাযা কেবা দুষ্টো জন ছাড়ে ২৩ নাই - আশুতে অতিরিক্ত কিছু লাইন সহ পরবর্তী গানটিও কেই অঙ্গীভূত।

।। দুইশ এক ।।

[১]ভাসান করুনা পুর্ন্য
সঙ্ক সাধুর ধামালি... [১]

[২]আমি প্রভাতে ছাড়িলাঙরে খেও
রবি গেল রে বইওাঁ
বাহিয়া না পাইলাম
আমি অভাগিনি লো ওইও... ধুয়া

[৩]গগন উপরে হইল প্রহরেক বেলা।
সাধু আইসে উজাঞা ভাঞিস্যা জান ভেলা।।[৩]
মঞ্জসের কান্তি যেন [৪]জলে দিবাকর।
দুর হইতে [৫]দিষ্ট করে [৬]সঙ্ক সদাগর।।
সাধু বোলে মঞ্জুস আদ্ভুত অনুপাম।
কুন জন করিয়াছে [৭]মঞ্জুসের কাম।।
এতোদিন [৮]আমরা বেড়াই দেসে [৯]দেসে।।
এমন মঞ্জুস [১০]নাঞি দেখি[১১]য়াপন বয়োসে
সিকাটেকের রঙ্গ আর আনা টেকের সোলা।
ইহার কর্ম্মের মুর্ল্য [১২]সর্ন্য দস তোলা।।
[১৩]বিচিত্র গঠন ভেলা রাজ সিংহাসন।
সুবর্ন্য গঠন ভেলা উয্যল বরন।।
অরুন মন্ডল ভুরা করে ঝলমল।

তরঙ্গ হিল্লোলে ভেলা করে থর থর।।[১৩]
ধন্য [১৪]তার যননি সকল [১৫]তার বাপ।
[১৬]যার কম্ম দেখিয়া [১৬]চক্ষের [১৭]খন্ডে পাপ।।
[১৮]যাহার মঞ্জসের রূপ [১৯]এমন যুন্দর।
কিবা নিধি[২০] যায় এই মঞ্জুসের [২০]ভিতর।।
[২১]তিলেকে ভাসিএগা ভেলা আইল সত্বরে।
জোলা পথে কন্যাকে দেখিল সদাগর।।
সন্ধাকালে পুন্যিমায়ে জেন মেঘে করে ঘটা।
তাহার উপরে যেন বিজুলির ছটা।।
দেখিয়া কন্যার রূপ বানিএগা আকুল।
অলি যেন আকুল দেখিয়া পদ্যঁফুল।।
সাধু বোলে দুলাই বচন মোর ধর।[২১]
চতুদিগে ডিঙ্গাদিয়া ভেলা বন্ধি কর।।
আজ্ঞা পাএগা দুলাই সাহের আজ্ঞা ধরে.।
চতুদিগে ডিঙ্গা দিএগা ভুরা বন্ধি করে।।
[২২]ডিঙ্গার হিল্লোলে ভুরা টলমল করে।
ভয় পাএগা যুন্দরি স্যমিকে[২৩] চাপ্যা ধরে।।[২৩]
তরাসে সুন্দরি কন্যা থর থর করে।।
সাধুকে দেখিএগা বালি চিন্তেন অন্তরে।[২৪]
[২৫]জগৎ যিবন কবি মোনসার মাযা।
করগো করুনা মই না একের দয়া।।[২৫]

পাঠান্তরঃ ।। দুইশ এক ।।

১ কোথাও নেই এটি গায়েন বা লিপিকরের কৃত সংকেত ২ আশু তে ধ্রুবপদ নেই। কারণ গানের কিয়দংশের মিল থাকলেও আশুতে এটি ভিন্ন গান নয়, দেত এ এই গান নেই ৩ নাই ৪ জ্বলে বস্তুতঃ সেইটিই শুদ্ধ অর্থবোধক পাঠ। কিন্তু ব১ যে বানানা পেয়েছি সম্পাদনায় তা অক্ষুন্ন রেখেছি ৫ দৃষ্টি দিল আহুতে এরপর অতিরিক্ত দুটি লাইন আছে ৬ রাজা ৭ হেন ভাই ৮ আমি ৯ বিদেশে ১০ নাহি ১১ ই ১২ রতি ১৩ নাই ১৪ কন্যার ১৫ কন্যার জননি বানানে পুথিতে প্রাপ্ত পাঠ যননি রাখা হয়েচে ১৬ যাহাকে দেখিলে ১৭ পালায় ১৮ ভাই ১৯ পরম ২০ আছে ভাই ইহার ২১ নাই ২২ জলের ২৩ করে কোলে ২৪ নাই ২৫ ভণিতা ভিন্ন ।

।। দুইশ দুই ।।

[১]আবে বল প্রান হোরিয়া লইলরে
নয়নে নএগানরে দিয়া[১] ... ধুয়া

[২]দেখিএগা কন্যার রূপ বাণিএগা আকুল।
আলি যেন বিকল দেখিয়া পদ্দঁ ফুল।।
সাধু বোলে সুর ধ্বনি কোথা তোমার ঘর[২]।

[3]কেন ভাস বিদ্যাধরি [3]জলের উপর।।
[4]কিবা দেব কন্যা তুমি [5]কিবা নরনারি।
পরিচয় দেহ কন্যা [6]চিহ্নিত না পারি।।
মুখ [7]তোমার চন্দ্রমা নাসিকা তিলফুল।
[8]প্রবাল মুকুতা [9]চুনে অধর বিম্বুফুল।।
খঞ্জন জিনিএগ তোমার[10] দুইচক্ষ ভাল।
[11]রাধা রম্ভা জিনি উরু বালু পঙ্কজ মৃণাল।।
তোমার সমান রূপ ত্রিভুবনে নাই।
কুন ক্ষেনে [12]জর্ম্মদিল বিধাতা গোসাই।।
[13]ইরূপ জোবন ধরি আইলে সংসারে।
তোমার রূপ দেখিয়া মুনির মনোটলে ।।[13]
[14]জলের উপর কন্যা ভাস কুন দোশে।[14]
[15]কহ কহ বিদ্বা ধরি আপন বিসেশে।।
সরূপে জিঙ্গাঁস তুমি করহ কন্যাকে ।
কাহার সুন্দরি কন্যা পরিচয় দেঁ।।[15]
[16]জগত যিবন কবি মনসার মায়া।
করগো করুনা মই সেবকের দয়া।।

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ দুই ।।

১ আশু ধুয়া ভিন্ন ২ অন্যত্র নাই ৩ কি কারনে বাস কন্যা ৪,৫ ২য় - ৬ চিনিতে ৭ তোর - আশুতে এ সব বিবৃতি নেই ৮ প্রসন্ন ৯ তোর ১০ ইন্দ্র নিশ্চিতো তোর - বও এর এই পাঠ ভ্রান্তিযুক্ত ১১ অতি সুলোলিত ১২ নির্ম্মাইলো ১৩ নাই ১৪ কি কারনে ভাস জলে শুন সুললিত্য ১৫ নাই ১৬ ভিন্ন দেও জলের উপোরে তুমি ভাসো কুন দোসে/জগোত জিবন গায় মনসার দাসে।

।। দুইশ তিন ।।

[1]ত্রিপতি বনান[1]

[2]ভেলা আমার না হইও
পাপি দুরন্ত হিৃদয়হে ... ধু[2]

[3]মোঞ্জম পরোমিণ্ড পাপ দুরোন্ত হিদত্ত
আমি নারি প্রতিব্রতা সতি।
নহি [4]দেব কন্যা [5]সুরনারি নাই য়ামি বিদ্বাধরি
নরকুলে আমার [6]উতপতি।।
পুর্ব্বজর্ম্মের পাপে স্যামিক খাইল সাপে
[7]মৃর্ত্ত সঙ্গে লএগ[7] জলমধ্যে ভাসি।

[৮]কে আছে এমন[৮] জন [৯]জিএ্রা দেয় [৯]স্যামি ধন
তার ১০আমি হব দাসের দাসি।।
ঘুচাহ্ নৌকার [১১]মেলা টলমল করে ভেলা
[১২]আমার স্বামি যেন নাহি পড়ে [১২]জলে।
স্যামি[১৩] পড়িবে জদি [১৪]কি হবে আমার গতি[১৪]
[১৫]তনুত্যাগ দিব গঙ্গা জলে।।[১৫]
নৌকা সব কর দুর [১৬]ভাসাহ্ আমার ভুর
ভাসি [১৭]আমি জলের উপর।
ভুরা টল মল করে কন্যা [১৮]কাপেন ডরে
[১৯]বাক্য বোলে সাহেব কুঙর।।[১৯]
[২০]জগত জিবন কবি বন্দোমা মনসা দেবি
তোমার চরনে পরিহার।
আমি নর কিঙ্কর কি বলিতে পারি
সকলি পদ্মার অবতার।।[২০]

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ তিন ।।

১ নাই ২ কোন পুথিতেই ধ্রুবপদ নাই ৩ অংশটি দে৩ পুথি থেকে নির্মিত ৪ আমি ৫ আশু নরনারী ৬ আশু বসতি ৭ মরা লয়া ৮ আশু কোথা পাব হেন ৯ জিয়াইএ্রা দেবে, দে৩ জিএ্রাইবে ১০ দে৩ পাঠ আছে আমরা, পাঠটি বোধ হয় লিপিকর প্রমাদ ১১ খেলা ১২ স্বামী ঘর পড়ে পাছে আশু যদি ১৩ আশু জলে ১৪ আশু হইবে আমার বধী দে৩ বাম আমারে বিধি ১৫ জিবন তেজিবো এই স্থলে আশু. স্ত্রী হত্যা দিব ১৬ আশু ভাসুক কলার ১৭ আশু মুঞি ১৮ কম্পমান আশু তে এই লাইনগুলি নাই ভিন্ন পাঠের চারটি লাইন আছে দে৩ এ গায় জগোত জিবন কোবি বরে — ভণিতা দিয়ে গান শেষ ১৯ নাই ২০ আশু ভণিতা ভিন্ন।

।। দুইশ চার ।।

[১]প্রাণ রাখো বিদ্যাধোরি[১] শুনু মোর[২] কৈল।
[৩]তোর রূপ দেখিয়া হোইয়া গেনু ভোর।।[৩]
[৫]বাক্য বোলে সুন্দরি আকুল পঞ্চ বানে।
তোমাকে দেখিয়া চিত্ত না জায় ধরনে।।
রতন মঞ্জুরি দিবো সর্ন্যের কঙ্কন।
নিরোবোধি আজ্ঞা তোমার কোরিবো পালন।।
তোমা বোই না জানিবো আর কুন জোনে।[৫]
জগত জিবন গায় পর্দ্দার চরনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ চার ।।

গানটি ব১ নং পুথিতে নাই, এই পাঠ দে৩ নং পুথি অবলম্বনে নির্মিত। পাঠান্তর আশুর। আশুর গানটি তুলনায় বড় এবং অতিরিক্ত কিছু প্রসঙ্গ সমৃদ্ধ, ১ সাধু বোলে অহে কন্যা ২ মোর ৩ প্রাণ ব্যাকুল হৈল রূপ দেখি তোর ৫ নাই ৬ ভণিতা আলাদা।

।। দুইশ পাঁচ ।।

[১]ত্রিপদি কস্ত্র[১]

[২]শুনিঞা কন্যার বোল   বানিঞা পড়িল ভোল
রহ রহ বোলে গদ গদ হৈঞা।
দেখিঞা কন্যার রূপ   মরমে পরম সুখ
সুন কন্যা নিকটে আমিঞা।।
কি কারনে বিদ্বাধরি   জলে ভাস একাশ্বরি
[৩]মিথায় মৃত্তুর প্রতি [৩]আশে।
দুর্জ্জনে [৪]পাইবে যলে   ধরিয়া লইবে বলে[৪]
জাতি কুল করিবে বিনাশে।।
আমি [৫]সাধু সঙ্ক ধর[৫]   [৬]দেবের বরে ধনেশ্বর
রূপে গুনে জাতি কুলে ভাল।
[৭]আমার বচন ধর   চল কন্যা মোর ঘর
[৮]সুখে বঞ্চ জৌবনের কাল।।
আমি হেন [৯]নিযপতি   না পাইবে [১০]রূপবতি
কলি কালে সহ্য আছে কার।
[১১]এক পাপের এহি [১১]ফল   দুর্য্যনে করিবে বল
[১২]অন্ত দুখ্খ না পাইবে আর।।
[১৩]মুত্তু আশ পরিহর[১৩]   চল কন্যা মোর ঘর
[১৪]ঘরে আমার হবে ঠাকুরানি
সত্য সত্য বিদ্বাধরি   হব [১৫]তোমার আজ্ঞাকারি
[১৬]হোকুমে পাইবে ফুল পানি।।[১৬]
[১৭]আমার নৌকাতে চড়   সোনা রূপার পদ্যঘর
পুষ্কের পালঙে গড়াঙ গাঁ।
একসত বানিঞার নারি   দেব তোমার দাসি করি
দোস পাইলে না কাড়ির রাও।।[১৭]
[১৮]আমার জত [১৮]দাশিগন   [১৯]সর্ন্যের অভিরন
নিরান্তর বদলায় সাড়ি।
তুমি হেন রূপবতি   দুখ্খ পাইঞা জাবা কতি
ফির কন্যা চল [২০]আমার বাড়ি।।
মড়াগন্ধ পরিহর   [২১]কশ্তুরি চন্দন পর
বস্ত্র পর আপনার সুখে।
সয্যাতে [২২]গড়াঙ গাঁও   কর্পুর তাম্বুল [২৩]খাও
কেন কন্যা মর এতো দুখে।।

[২৪]দক্ষিনে চাপাবে গা		বাটমারে করি করিবে ঘা
সকল ধন কাড়িয়া লবে বলে।
ধনের সন্তাপে কন্যা		ষনে ঝাপদিবে হে
মুত্তুক জিয়াবি কত কালে।।
জতেক গরিব লোক		ছাড়িয়া বৈঠার কোপ
সবে আছে তোমা পানে চাএগা।
উজানি নগরে জায়া		তোমার নাম করিব
বারেক সাধুরে কর দয়া।।[২৪]
[২৫]সাধুয়ে বচন [২৫]বোলে		বিদ্যাঁধরি কোপে জলে
ক্রোধ মুখে [২৬]বলিছেন উত্তর।
জগতজিবন পদ		বিরচিল বিদগদ
[২৭]সঙ্কর নন্দিনির পাএগা [২৭]বর।।

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ পাঁচ ।।

১ কোথাও নেই, কবির নিপুন ছন্দগুলি তার পরিচয় 'কস্ত্র' শব্দটি ২ দেত এ নাই ৩ নিজপতি জিজ্ঞাবার ৪ ধোরিবে বলে মরা ফেলাইবে জলে ৫ সঙ্ক সদাগর ৬ দেবোবরে ৭ মৃর্ত্ত আশা পোরিহর ৮ শুকো বড় ৯ রূপোবোতি ১০ নিজোপতি ১১ একোপাপে এই ১২ অল্পো ১৩ আমার বচন ধর ১৪ মর ঘরে হবে বড় রানি ১৫ তোর ১৬ সোর্ত্ততো জাগাবো পান পানি ১৭ নাই ১৮ মর ঘরে ১৯ সুবোর্ন্যের ২০ মর ২১ সুন্দরি ২২ গোড়ায় ২৩ খায় ২৪ নাই ২৫ সদাগর বাক্য ২৬ কোবিছে ২৭ দেবির পায়া, আশু তে গানটি নাই, বদলে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া ত্রিপদীতে একটি গান আছে।

।। দুইশ ছয় ।।

[১]তোর মন ভাল নয়রে সাধু
জানিলাঙ সরূপে
পরনারি পাইএগা সাধু চাওরে পরো সিতেল ইও[১] ...ধুয়া

[২]বালি বোলে সাধু তুমি বড় দুরাচারি।
উনমর্ত্ত [৩]হইলে কেন দেখ্যা [৩]পরনারি।।
সুর্জ্জনের [৪]বুদ্ধি নহে দুর্জ্জেনের মন।
[৫]কি জানিএগা [৫]বিধাতা [৬]তোকে দিল [৬]এত ধন।।
[৭]কুলের গর্ব্ব কর সাধু কুলিনের নাহি চিহ্ন।
জেজন কুলিন হয় বুদ্ধি তার ভিহ্ন।।[৭]
রূপে গুনে গর্ব্ব কর মোর বিদ্যমান।
[৮]আমার স্যামির যুগ্ম৯ নও[৯] তুমি নফরের সমান।।
[১০]পরদ্বার পরধন জেবা জন হরে।
[১১]মহাপাপে নরকে পড়য়ে১২ জম ঘরে।।[১২]
একে পর নারি আমি [১৩]আর মহাসতি।

[১৪]আমাকে পরসিতে চাহ ১৫কেমন সুমতি।।[১৫]
মৃর্ত্তু সঙ্গে [১৬]জাই আমি [১৭]মৃর্ত্তুর সমান।
[১৮]আমা পরসিতে চাহ সাধু [১৯]কমন তোমার [১৯]জ্ঞান।।
সুবুদ্ধি সুজন জদি[২০] হৈতা ধনেশ্বর।
পতিব্রতা [২১]নারির ঠাঞি ম্যাপিএগ্রা লইতা[২১]বর।।
[২২]সড়া মৎস দেখিএগ্রা বগার উনমতি।
পাকা আম্র দেখিএগ্রা কাগার কলবলি।।
সাধুর ধন দেখিএগ্রা চোরার পৈলমতি।
পুরুষ জাতি ভোলে পৈল দেখিএগ্রা যুবতি।।
ইটা মারিলে সাধু পাথর হইএগ্রা পড়ে।
তোমার নিয় নারি লএগ্রা কেবা কোল করে।।[২২]
[২৩]উনমর্ত্ত হইএগ্রা জদি কর উপহাস।
মহাপাপে [২৪]ডুবিয়া হইবে সর্ব্বনাষ।।
ফিরিয়া উত্তর করে সঙ্ক সদাগর।
[২৫]রূপে মর্ত্ত হইএগ্রা বোলে সাধুর কুঙর।।
যগত যিবন কবি মনসার মায়া।
করগো করুনা মই সেবকের দয়া ।।[২৫]

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ ছয়।।

আশু. তে গানটি নাই, পাঠান্তর দেও নং পুথির ১ ধুয়া ভিন্ন রাম বলোরে বাই হোরি বল এইবার অনাথা বেহুলাক পারকরো ২ কোন্যা ৩ হৈলা তুমি দেখি ৪ মন ৫ না জানি ৬ তোরে দিলা ৭ নাই ৮ মোর ৯ হয় তুমি ১০ পরনারি ১১ মহাঘোর ১২ থাকোয়ে চিরোৎকালে ১৩ তাহে ১৪ মোকে ১৫ পাপীস্টো দুর্ম্মতি ১৬ ভাসি ১৭ মির্ত্তুকো ১৮ মকে ১৯ তোর নাহী ২০ হয় ২১ নাবীকে মাঙ্গীয়া লয় বর ২২ নাই ২৩ কুমোতি ২৪ ডুবিবে ২৫ নাই, জগোত জীবন গায় মনসার বরে ভণিতা দিয়ে গান ।

।। দুইশ সাত ।।

[১]পাহাড়ি রাগ
[২]সুন্দরিহেনা বল নিষ্ঠুর কিছু য়ার[২]।
সড়া পচা নাড়ো চাড়ো বিনি দোসে গালি পাড়ো
না বুঝিয়া কর য়হঙ্কার।।
[৩]কন্যা হে সহন না জায় কুকথা।[৩]
জদি [৪]তোমাক আছে বর[৪] কেন [৫]মৈল প্রাণেশ্বর[৫]
[৬]বিধবা হইলা প্রতিব্রতা।।
[৭]সুন্দরিহে সতির শ্বামি কি মরে।[৭]
[৮]না যানি কি অভিসাপ[৮] কি তুমি করিলে পাপ
লর্জ্জায় ভাস [৯]জলের উপরে[৯]।।
[১০]কন্যাহে নারি হইএগ্রা সহ্য আছে কার।
অহল্যা [১১]ছিলেন সতি[১১] সিশ্য পুত্র সুরপতি

কপটে করিল অনাচার।।
কন্যাহে দ্রপতির পঞ্চ ভাতার।
[12]এক সতি মন্দ দরি দেওরের ঘর করি
ত্রিভুবনে রাখিল খাঁকাঁর।।[12]
সুন্দরিহে মিতা সতিক হরিল রাবনে
তারা [13]বানরি সতি সুগ্রিব হইল পতি
ত্রি ভুবনে জানে সর্ব্বজনে।
[14]কন্যাহে পরিহার করি তোরে।
হানে পঞ্চবানে আকুল পরানে
সুন্দরিহে জিউ টলমল করে।।
কন্যাহে আর এক সুনহ বিসেসে।
মন মত্তা হাতি ছুটে দিবারাতি
নেবাবে সাস্তি অঙ্কুসে।।
কন্যাহে আর না করহ পরিহাসে।
আসিয়া সুন্দরি তুমি সাস্তি করিনা চুরি
আমি হস্তি নেবারিব কিসে।।
কন্যাহে বিনয় তোমারে জিজ্ঞাসে।
অনেক সফর ভ্রমি নিরন্তর
তোমা হেন নাহিক রূপশি।
কন্যাহে মনেত না ভাবিহ আন।
বিধির সুন কথা হরিনা দুহিতা
মোহিনি জার আক্ষান ।।
কন্যাহে আরনা করিহ প্রত্তুত্বরা
মদন আরথি ভজোন সাপতি
গুরুজায়া হরে তারা[14]
[15]কন্যাহে কলি কালে তুমি এক সতি[15]
[16]যদি মোকে দিবে বর[16] কামে তনু জ্বর জ্বর
[17]আসিঞা মিলহ রূপতি।[17]
সুন্দরিহে জদি [18]তুমি কর অহঙ্কার।।
[19]মৃর্ত্তুক ফেলিয়া জলে[19] নৌকাতে[20] তুলিব বলে
[21]মহাসুখে ভুঞ্জিব শ্রিঙ্গার[21]।
[22]কন্যাহে যদি বলহ পুনর্ব্বার।।
ছিড়িব গলার হার কাচুলি চিরিব আর
কন্যা জৌবন কবির ছার খাঁর।[22]
সুনিঞা সুন্দরি কম্পবান।।

[২৩]বন্দিয়া পদ্দাঁর পায়ে রেবতির নন্দনে গায়[২৩]
[২৪]বালি বাক্য বোলে [২৫]কতি রস জ্ঞান ।।

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ সাত ।।

গানটি জগজ্জীবনের অসামান্য সঙ্গীত পারদর্শীতার নিদর্শন। আশু. তে ১৬১ নং গ্যানের সঙ্গে এর কিছু মিল আছে, কিন্তু আশু র গান ত্রিপদীতে লেখা। মিল বোধে পাঠান্তর নেওয়া হল ১ নাই ২ নাই, আশুতে গান শুরু হয়েছে 'দেখিয়া তোমার রূপ' - বলে ৩ নাই ৪ তুমি মহাসতী ৫ মরে প্রাণপতি ৬ কেমনে ৭ নাই ৮ স্বামীকে খাইল সাপ ৯ হৈএগ্রা পতিব্রতা ১০ নাই ১১ সে মহাসতী ১২ নাই ১৩ অতিরিক্ত সে ১৪ আশু তে নাই, পরিবর্তে গঙ্গা দুর্গা রাধা ইত্যাদির সতীত্বের বর্ণনা আছে ১৫ কলিকালে তুমি সতী ১৬ তুমি মোকে দেহরতি ১৭ আমি মিল রূপবতী ১৮ দেত এর পাঠান্তর নাই ১৯ শুনু কোন্যা দুরাচার ২০ তুলিয়া নিবো ২১ ভুঞ্জিকে আমী সুরোতি ২২ ভণিতা ভিন্ন জগোত জীবন গায় বন্দিয়া পদ্দার পায় ২৪ নাই ২৫ কাতোর বয়ান।

।। দুইশ আট ।।

[১]রে সুরোতি কন্যা রে ... ধুয়া[১]

[২]সাধু[৩] না কর না কর পাপ [৪]পাইলাম বড় মনশ্তাপ
ক্ষমা কর ৫জর্ম্মদাতা বাপ।[৫]
[৬]তোকে দেখি নাহি দয়া[৬] মঞি অভাগিনি হৈএগ্রা
[৭]দুঃখের উপরে মনশ্তপ[৭] ।।
সড়া পচা [৮]অঙ্গ মোরে কিবা সুখ হইব তোরে
[৯]না করিহ মহা পাপ ঘোরে।[৯]
[১০]যদি মোকে হরিবে বলে[১০] ঝাপ দিব [১১]গঙ্গা যলে[১১]
[১২]স্ত্রি হত্যা দিব [১৩]তোমার উপরে।।[১৩]
[১৪]সুনি ক্ষমা করে [১৪]চিত [১৫]সেহিজন সুপণ্ডিত[১৫]
[১৬]সাধু হে আজি রক্ষা করহ আমাকে।[১৬]
[১৭]করি পার হরি তোকে[১৭] আজি ক্ষমা কর মোকে
[১৮]সাধু হে ভর্চ্চিবেন সংসারের [১৮]লোকে।।
ইষ্টমিত্র বাপ ভাই [১৯]রাখিবার কেন নাই
[২০]তোমার পুন্যে ছাড়ি দেহ[২০] মোরে।
ছাড়মোকে ধনেশ্বরে প্রানমোর কাপে ডরে
[২১]সাধু হে আমা হেন দাসি তোমার [২১]ঘরে।।
বাক্য না করহ হেলা ভাসাহ আমার ভেলা
সাধুহে ঘরে জাহ [২২]গমন সত্তর[২২]।
[২৩]আছে তোমার [২৩]রূপবতি তার সঙ্গে কররতি
[২৪]অভাগিনি ভাসাএগ্রা দেহ জলে[২৪] ।।
[২৫]ভেলা টলমল করে কন্যা কম্পমান ডরে
[২৬]বানিএগ্রা বোলে প্রত্যুত্বর।

জগত জিবন পদ   বিরচিল বিদগদ
পদ্মাঁবতির পাএগ বর।।

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ আট ।।

গানটি আশু. পুথিতে নাই। পাঠান্তর দেও নং পুথির ১ ধ্রুবপদটি দেও নং পুরি বিরাট ধ্রুবপদের শেষ লাইন ২ নাই ৩ না বলো ৪ পাবা বড় ৫ আপনার মোনে ৬ নাই, এখানে অতিরিক্ত - শুনু শুনু সদাগর তোরে বোলে যোজ্ঞেস্বর মরা কোলে দয়া নাহী মোনে ৭ নাই, অতিরিক্ত জলে ভাসি মরা হলয়া গোলিত গন্ধে রহা নাহী জায় ৮ তনু ৯ নাহী করো পাপের সঞ্চয় ১০ শুনহো আমার বোল ১১ এই স্রোতে ১২ নাই ১৩ তোর পর ১৪ পাপ করি ভয় নাহি ১৫ সেইজন পণ্ডিত ১৬ নাই ১৭ কর্ম্মদোসে স্বামী মোরমরে ১৮ শুনি ভোৎসিবে ১৯ রাখে হেন ২০ আজি রক্ষা কর তুমি ২১ আমি দাসী কত আছে ২২ হোই বোকো বাতি ২৩ তোর ঘরে ২৪ আমাকে ভাসায় শুর্দ্দ মোতি ২৫ ভুর ২৬ নাই, জগত জীবন কবি গায় ভণিতা দিয়ে গান শেষ।

।। দুইশ নয় ।।

[১]বল নদির কিনারে দেখরে রঙ্গ
চাইয়া দেখরে ঝিলিমিলিরে রঙ্গ
কুল বতির কুল নষ্ট ব্রত হৈলরে ভঙ্গ[১] ... ধুয়া

সাধু বোলে বিদ্বা ধরি কিসের মিনতি।
ধরিএগ করিব বল ভুঞ্জির সুরতি।।
[২]বালি বোলে ত্রিভুবনে [৩]আমার কেহ নাই
[৪]ঠেকিলাঙ তোমার হাতে জে করে গোসাই।।
তুমি [৫]আমার মাতা আজি তুমি [৬]আমার পিতা।
তোমার স্বরণ [৭]লইলাঙ পাপিনি দুঞ্খিতা।।
স্মরণ লইলে ব্যাঘ্র না করে আহার।
স্মরণ [৮]লইলাঙ তোমার কর প্রতিকার।।
সাধু বোলে বার বৎসর [৯]হইল প্রবাস।
সুন্দরি দেখিএগ [১০]মনে বড় অভিলাস।।
দেখিএগ তোমার রূপ স্থির নহে মন।
হ্রিদয় ছানিল কন্যা দারুন মদন।।[১১]
নিষ্ঠুর না[১২] হইয় কন্যা না[১৩] বুলিহ পিতা।
রতি দান দিয়া প্রান রাখ [১৪]সুচরিতা।।
বালি বোলে জাত কুল না রহিল আর।
পদ্মা না রাখিলে মোর নাহি প্রতিকার ।।
[১৫]সর্গ্বেতে আছিলাঙ আমি ইন্দ্রের বিদ্বাধরি।
প্রিথিবিতে মোনসা আনিল সত্যকরি।।
মনোঁসা করিল সত্য দেব বিদ্বমানে।
সঙ্কটে করিব রক্ষা কৈহাছেন আপনে।।

আজি সঙ্কটে রক্ষা না কর ব্রহ্মানি।
স্ত্রি হত্যা দিব মোনঁসা কহিলাঙ নিষ্ঠাবানি।।[১৫]
রক্ষা কর [১৬]সিএগ্রা মাতা আশুক জননি।
সঙ্কটে পড়িএগ্রা ডাকে অনাথ দুখ্খিনি।।
অন্তরে জানেন পদ্মাবতির বানিয়ানি।
অগ্নিকে ডাকিএগ্রা পদ্মা বোলে নিষ্ঠাবানি।।
পদ্মা বোলে [১৭]অগ্নি আমার বাক্য[১৭] ধর।
তুমি জাএগ্রা [১৮]সতি কন্যার সত্য [১৮]রক্ষা কর।।
রহে [১৯]জাএগ্রা অগ্নি ভুরার [১৯]চারি পাশে।
[২০]জান সদাগর কন্যাকে ধরিবার আশে।।
[২১]হস্ত বাড়াইতে অগ্নি হইল উর্জ্বল।
সর্ব্বাঙ্গে [২২]দগধে সাধুর দারুন আনল।।
সহিতে না পারে সাধু অগ্নির [২৩]ত্রিতাপ।
নৌকা [২৪]হৈতে সদাগর জলে দিল ঝাপ।।
জলে নিভাইল অগ্নি পুড়িল বসন।
টানিএগ্রা তুলিল

পাঠান্তর ঃ ।। দুইশ নয় ।।

গানটির পাঠান্তর দে৩ নং পুথির ১ ধুয়া ভিন্ন ওভি রথো তারিনি ভবানি বোলে ডাকি মাঁ মাঁ বোলিয়া ২ কন্যা ৩ মোর ৪ পোড়ীনু ৫,৬ মর ৭ লৈলা ৮ লইলাম ৯ করিলাম ১০ আমার ১১ এই লাইনের শেষে লেখা আছে ছুট চৌকুলি হৈতে - এটি লিপিকর বা গায়েনের রক্ষিত সংকেত বলে মনে করি ১২ না হয় ১৩ নাহী বলো ১৪ অতিরিক্ত শুনু ১৫ নাই ১৬ আগো ১৭ অনল বচন মর ১৮ বেহুলার সোতি ১৯ গিয়া অনল ভুবের ২০ চলে ২১ হাত ২২ দোহীলু ২৩ প্রতাপ ২৪ ছাড়ী।

।। দু'শ দশ ।।

কেমনে ভাসিবে জলে ছয় ভায়ের দুলালি ... ধু

নিদারোন না হো ও নাথ নিদারন না হোত্ত।
মোরিবো তোমার আগে কাণ্ডার ধোরিও।।
তুমিতো রুস্বামী লতা রোহিবো জোড়িয়া।
সঙ্কট সময়ে নাথ না জাও ছাড়ীয়া।।
দেহো পরিচয় কন্যা বলে সদাগর।
জল মধ্যে কি কারনে ভাসো একেশ্বর।।
মোহিমা না জানি তুমি পোতিব্রতা সতি।
কার কুল বোধু তুমি কেবা নিজপতি।।
কেবা তোমার জর্ম্মদাতা সহদর ভাই।
কার কুল উৎপোতি বিবো হৈলো কুন ঠাই।।

মোহিমা না জানি তুমি পোতিব্রতা সতি।
কি কারনে মোরিলো তোমার নিজপতি।।
কি কারনে ভার্সো তুমি জলের উপোরে।
জিঞাইবে স্বামী তুমি গিয়া কুন স্থলে।।
মোর আগে কহো তুমি জতো বিবোরোন।
জলের উপোরে তুমি ভাসো কি কারোন।।
ডিঙ্গা লয়া চলো সাধু আমাকে ভাঁসায়।
জনম দুখিনি আমি কি কথা সোধায়।।
বাপের পরান আমি মায়ের দুলালি।
অভাগিনি ভাসি জলে খণ্ড কপালিনি।।
উজানিতে লোক্ষপতি মর জর্ন্মদাতা।
পোতিব্রতা সোতি সে মেনকা আমার মাতা।।
স্বামীর সৌভাগ্যে মাতা সুখে বঞ্চে ঘরে।
ছয় পুত্র মহাবির মহাদেবের বরে।।
ছয় পুত্রের পশ্চাতে জোন্মীলো অভাগিনি।
দেবের দুর্লভ করি পুসিলো জননি।।
সঙ্কপোতি বড় ভাই মহা ঘুনবান।
ছয় ভাই করে দয়া প্রানের সোমান।।
চাম্পালি নগরে আছে চান্দ সদাগর।
পদ্দার সহিতে বাদ করে নিরন্তর।।
বিবাদে মারিলো পদ্যা ছয় পুত্র তার।
তথাপি না পুজে চান্দ দুষ্ট দুরাচার।।
জতো পুত্র হয় তার ততো পুত্র মারে।
জানিয়া শুনিয়া বিভা দিলা তার ঘরে।।
বিভা দিয়া নন্দন দুর্লভ লখিন্দর।
মদন জিনিয়া তোনু সর্বাঙ্গ সুন্দর।।
রূপে মোজিয়া তারে বিভা দিলো বাপে।
বিভারাত্রে বালাকে খাইলো কালসাপে।।
স্বামী সঙ্গে অভাগিনি জলে ভাসি জাই।
সঙ্কর নন্দিনি পদ্দাক জথা লাগ্য পাই।।
জোদি বা জিঞিয়ড়া না দিবে প্রাণেস্বর।
স্ত্রী হোর্ত্তা দিবো আমি তাহার উপোর।।
এই বড় সন্দেহো রোহিলো মর মনে।
দেখা নাহী হৈলো মর বড় দাদার সোনে।।
আজি কালি গেলো দাদা এবারো বৎসবর।

দেখা নাহী পাইলাম দাদা কেমন সুন্দর।।
জেই দিন আমার জনম হৈয়াছীলো।
সেই দিন দাদা মর বাণিজ্যতে গেলো।।
একে একে মরে জার এ ছয় নন্দন।
হেন জোলার ঘরে কন্যা দিলা কি কারন।।
কি দণ্ড লাগিল কিবা মহা দুখো ঘরে।
চোক্ষ খায়া বিভা দিলা সাপ খাকার ঘরে।।
একেলা ভাসিছে ছয় ভায়ের দুলালি।
শুন্য হৈলো ঘর দ্বার কোল হৈলো খালি।।
অনাথিনি হৈয়া ভাসো জলের উপোর।
কেমতে ধোরিবে প্রান বাপ সহোদর।।
কান্দিতে কান্দিতে সাধু অচেতন হৈলো।
ডাক দিয়া জতো কাণ্ডার গাভরে কোহিলো।।
সাঁড়াসি আনিয়া মর নয়ান খসায়।
এই মুখে পাপ কথা কোহিনু হেথায়।।
কি কাজে আনিলাম শাড়ী পোরিবেকো কে।
কে আর বোলিবে দাদা শাড়ী খান দে।।
ভাই হৈয়া আমা সোবার প্রান কাটি জায়।
কেমনে ধোরিবে প্রাণ পেট পুরি মায়।।
মোরি আছে জননি পাইয়া শোক দুখ।
জরে জায়া না দেখিবো জননির মুখ।।
জরে জায়া না দেখিবো জননির মুখ।।
এ বার বাহরো বোহীন কিবো একোবার।
মোরিলো তোমার স্বামী না পাইবা আর।
মরা কে জিয়ায় হেন আছে কুন জোন।
দুর্গোম সাগোরের জলে ভাসিবে কেমন।।
সোসুরের ঘরে গেলে পাড়ীবেকো গালি।
আমা সবার ঘরে চলো মায়ের দুলালি।।
সমস্ত গাভর কান্দে আর কান্দে ভাই।
এমোত নিষ্ঠুর তুমি চোক্ষে পানি নাই।।
স্বামীকে ফেলায় গঙ্গা জলের উপোরে।
নিদয়া নাহোও বোহীন চলো নিজ ঘরে।।
জগোত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালি কোরি কোরিলো প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ দশ ।।

ব্‌ নং পুথি ছিন্ন হওয়ায় গানটি নেই।

।। দু'শ এগার ।।

ও বোহীন বাহড়োরে
ও দাদা সন্ধ্যাই ফিরিয়া না জাবো আর ঘরে
কি বল ভালো বাহড়িয়া না জাবো ঘরে ... ধু

শুনিতে শুনযাছো জে বেহুলা বড় রোঙ্গী।
তোমার তরে আনিয়াছি সন্যের কাঁকোই খানি।।
আন্যাছো কাঁকোই দাদা লয়া জাহ্ দেস।
বড় ভাহের ঝিকে দিও আচোড়িবে কেশ।।
জাদ খানি আন্যাছো দাদা লয়া জাহ্ ঘরে।
বড় দাদার স্ত্রীকে দিও সেই জেন পরে।।
সৌঁতিখানি বাঁকাই হাড় খানি বাঁকাই তাড় খানি দুরাই।
সঙ্খ দুরাই বাহু কেসাই কঙ্কন কোসাই।।
স্বামীর অভাবে দাদা কেহ নহে কার।
ধিক তার জর্ম্ম আর নিস্ফল জিবন।।
সোনা রূপা পরাইবে দেখিবারে শুক।
খণ্ডাতে নারিবে দাদা সাক কুড়া দুখ।।
খণ্ডাতে নারিবে দাদা সাক কুড়া দুখ।
দিনে দসোবার দাদা আমার আহার।
কতো কাল থাকিবো দাদা মাঁরাপের ঘর।।
ছয় বোধুর সঙ্গে আমি ছয় বার বোসী।
কতো না কোরিবো নিরাধার একাদোসী।।
না জারো না জাবো দাদা সবার দুলালি।
ছয় ভাজের কতো খাইবো জে গালি।।
দুষ্টো স্বামী হোক দাদা তবো এই ঘর।
প্রাণনাথ দয়া করে তবো ভাই পর।।
আনিবে আর্জন কোরি দেশ দোশান্তরে।।
রাখিবে তোমার স্ত্রী আপনার ঘরে।।
মুখ চাহে থাকিলে পাইবে মোনে লাজ।
তিন ঠাই পরাণ থুয়া দিবে কোড়া টেকের সাজ।।
দেখিলে তোমার স্ত্রীর পাড়িবেকো গালি।

থাউকো তোমার বোহিন সোবার দুলালি।।
তোমার সোবার আগে দাদা না বোলিবে মন্দ।
দয়া মায়া ছাড় দাদা তুমি শুন মোন্ত।।
ভাসাইয়া দেহো মকে জলের উপোরে।
জগত জীবন গায় মোনস্যার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ এগার।।

ব, নং পুথি ছিন্ন হওয়ায় গানটি নেই।

।। দু'শ বারো ।।

ভোগ্নির বচন শুনি কান্দে সাধু গুনমনি
কাণ্ডারিয়া করে হায় হায়।
পুসিনু পালিনু জাকে বাক্য মর নাহী রাখে
নিদয়া নিষ্ঠুর হৈয়া জায়।।
জননি কোহিবে মরে বেহুলা ভোটলো তোরে
কি কোহিবো মায়ের সনমুখে।
ছাড়িয়াতো আইনু হেন কথা বোলিনু
ওখনে সোরিবে লোক মুখে।।
ওভি রথো জননি কান্দিরে ইহা শুনি
শুনিয়া কান্দিরে পঞ্চ ভাই।
জাহ বোহীন চুর হৈয়া মর বুকে সেল দিয়া
ঘরের বসোতি আর নাই।।
বোসি ডিঙ্গা মোধু করে সভ্বাই কোরুনা করে
কান্দে জতো গাভরিখা গোন।
পদ্দার পাইয়া বর পদ ওতি মনহর
গায় কোবি জগত জিবন।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ বারো ।।

গানটির পাঠ কেবল দেও নং পুথিতে পাওয়া যায়। ব, বা আশু. পুথিতে গানটি নাই

।। দু'শ তেরো ।।

১শুনগো বেহুলা সোতি লো ... ধু

সাধু বোলে বোহিন ছাড়িলে তুমি দয়া।
নিশ্চয় জানিন তোমার নিদারুন হিয়া।।

২বাপ৪ শোধা ইলে২ আমি কি ৩কহিবো বানি।
কি মতে ভাণ্ডিবো আমি৪ উদোর ধরনি।।
৫বেহুলা বোলেন দাদা জাই তুমি ঘরে।
সে কর্ম্ম কোরিহো জাতে মা নাহী মরে।।
সঙ্খাই বলেন তুমি নিদয় নিষ্ঠুর।
একালা ভাসিয়া তুমি জাবা কতো দুর।।৫
শুশু ঘড়িয়াল মৎস ৬সাগরেতে বাস।৬
৭দেখিয়া আমার মনে উপজয়ে ত্রাস।।৭
৮দুষ্টো ঘাট জতো পথ মিলিবে এখন।৮
৯তাহার হাতেতে৯ জাতি রোহিবে কেমন।।
১০বেহুলা বলেন১১ আমি তাহাতে নাহি১১ ডরি।
১২সঙ্কটে রাখিবে মোকে সঙ্কর ঝিয়ারি।।১২
কি করিতে পারে১৩ মকে দুর্জনের বাপে।
১৪কি দুখ্যো পাইলে তুমি১৪ ১৫অনল প্রতাপে।।১৫
১৬নিশ্চিন্তে তোমরা দাদা রহ ছয় মাস।
সাত মাস হৈলে ছাড়ো অভাগিনির আস।।
সোতির বচন তুমি না কোরিহো আন।১৬
১৭লয়া জাই১৭ সুবর্ণ্য অঙ্গুরি ১৮নিরোসান।।
১৯জে দিনেতে নষ্ট হবে১৯ সুর্বণ অঙ্গুরি।
২০তবে সে জানিহো মৈল্য বেহুলা সুন্দরি।।
ভগ্নির মুখেতে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
অঝর নয়ানে সাধু কোরিছে ক্রন্দন।।
শুনিলনা ভগিনি সবার বারন।২০
২১গাইছে পর্দ্দার বরে জগত জিবন।।২১

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ তেরো ।।

গানটির আশু বা ব১ এ নাই। আশু ব বাণিয়া ১৬৮ নং গানের পাঠের কিছু অংশের সাথে এর মিল থাকায় পাঠান্তরে ব্যবহার করা হল। ১ নাই ২ বাপে ওধালিও বলির ৪ বোলিঞা পতি আর ৫ পাঠ অন্য ৬ পালে পালে চরে ৭ পাঠ অন্য ৮ ধড়িড়াত নীচ লোক ফিরে সর্ব্বজন ৯ তা সভার হাতে ১০ বেননী ১১ দাদা তাকে নাই ১২ আপনে করিবে রা দেবী বিষহরি ১৩ দুষ্ট ১৪ পাঠ অন্য ১৫ আনলের তাপে ১৬ পাঠ অন্য ১৭ নেহত ১৮ নিমান ১৯ যদদিন হারাইবে ২০ পাঠ অন্য এবং গান শেষ হয়নি ২১ গুণিতা ভিন্ন।

।। দু'শ চৌদ্দ ।।

১দাদা ছাড়হে দয়া মায়া
প্রাণ দাদা ছাড়হে অভাগির দয়া
মার মার করি মরিয়া জহিরে আমি প্রভুর বালাই লইয়া ... ধু১

[১]কান্দে সাধু সদাগর পাইঞা মনস্তাপ।
না চিহ্নিঞা অধর্ম্ম করিলাঙ মহাপাপ।।
না যানিঞা অধর্ম্ম করিলাঙ উপহাস।
অন্তকালে গতি নাই নরকে হোবে বাস।।[২]
[৩]বেললি বোলেন দাদা [৪]না করিহ তাপ।[৪]
[৩]তুমি কি না যান দাদা জার যেই পাপ।।
বাঞ্চিত পাপের মধ্যে করিহ বিচার।
সে পাপ কর্তিত হয় জ্ঞান আছে জার।।
বাঞ্চিত পাপের পাপী হন গ্রিহ পতি।
সে পাপে পাতকি হন কত সত সতি।।
কতেক বাঞ্চিত পাপ আর মানসিক।
কাচা দড়িম্ব নারিকেল সুক্তার অধিক।।
অজ্ঞানে খাইলে বিস আনন না দহে।
জ্ঞানে খাইলে বিস প্রাণ নাহি রহে।।
অজ্ঞানে করিলে পাপ নাহি তার দোস।[৫]
প্রায়শ্চিত করিহ দাদা [৬]না করিহ অসোন্তোস।।[৬]
[৭]অজ্ঞানে করিলে পাপ জ্ঞান হৈল তোরে।
জ্ঞানে করিলে পাপ পিছে পিছে ফিরে।।[৭]
উচ্চ [৮]দেহ সরবর নিচে [৯]দেহ য়ানি।
ব্রাহ্মনেক ধেনু[১০]দান দেহ উত্তম [১১]দোহালি।।
[১২]ভুকিলকে [১২]অন্য[১৩]দিয় [১৪]ত্রিষ্ণায় দিয় [১৪]পানি।
বস্ত্র দান [১৫]দেহ দাদা হিন [১৫]জন য়ানি।।
[১৬]বামুনকে আনি [১৭]তুমি করাবে ভোজন।
[১৮]তাহলে তোমার[১৮] পাপ হবে বিমোচন।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালী করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ চৌদ্দ ।।

পাঠান্তর আশু. পুথির ১৬৮ নং গানের শেষাংশের ১ নাই ২ পাঠ অন্য ৩ বালী ৪ শুন সদাগর ৫ নাই ৬ উজানি নগর ৭ নাই ৮, ৯ দিনঅ ১০দিহ ১১ দুধালি ১২ নাই ৩ দেহ ১৪ গ্রীষ্মকালে ১৫ করিহ বিবস্ত্র ১৬ ব্রাহ্মণকে ১৭ দাদা ১৮ তবে সে তুমার। এরপর অতিরিক্ত দুটি লাইনের শেষে ভণিতা দিয়ে গান শেষ হয়েছে। দেত নং পুথিতে প্রাপ্ত শেষাংশের ক'টি অতিরিক্ত লাইন পরিশিষ্ট থাকল।

।। দু'শ পনের ।।

[১]আগো পোতিত পাবনি গঙ্গা
স্মোরন লেনু তোরে ... ধুয়া[১]

সাধু বোলে ভগ্নি নিষ্ঠুর [৩]হইলে এমন।[৩]

বিলম্ব করিয়া আর কুন প্রয়োযন।।
ডিঙ্গা বাহ ডিঙ্গা বাহ [৪]গাবারিয়া ভাই।
ভাসাহ বালির [৫]ভুরা চল ঘরে জাই।।
[৬]ভাসাহ বালির ভেলা বোলে সদাগরে।
অঝর নয়নে সাধু কান্দে উচ্চশ্বরে।।
হরি হরি বলিয়া ঠেলিয়া দিল ভুর।
দেখিতে[৭] দেখিতে ভুরা[৭] গেল কতদুর।।
[৮]জতক্ষণ দেখিল ভুরা[৮] সঙ্ক সদাগর।
[৯]তৎক্ষন ছিল [৯]সাধু [১০]নৌকার চৌরাঠ[১০] উপর।।
দেখিতে না পায় ভেলা গেল দুরান্তরে।
[১১]মন দুঙ্খে সঙ্ক [১১]সাধু চলে নিজ ঘরে।।
সাধু বোলে ডিঙ্গা বাহ [১৩]গাবরিয়া ভাই।
সত্তর [১৪]গমনে চল উজয়ানি জাই।।
রাত্রি দিবা বাহে ডিঙ্গা [১৫]নাই অবসর।[১৫]
সপ্তদিনে পাইল [১৬]গিএগ্রা উজানি নগর।।
লোক মুখে সুনিয়া মেনকা [১৭]আইল বাইএগ্রা।[১৭]
[১৮]আনিবেক পুত্রমোর বেললির লাগ্য পাএগ্রা।।
[১৯]জননির চরনে সাধু [২০]করে নমস্কার।
মেনকা বোলেন [২১]বাপ বেললি [২১]আমার।।
সাধু বোলে দেখা হৈল জলের উপরে।
ফিরিএগ্রা না [২২]য়াইল ভগ্নি [২২]কহিল বিশতরে।।
[২৩]জদিবা [২৩]ধরিয়া আনিতে চাহি বলে।
[২৪]ঝাপ দিতে চাহে মধ্য সাগরের জলে।।
বেললির অপেক্ষা করিহ ছয়মাস।
সপ্ত মাস হইলে ছাড়িবে আমার আস।।[২৪]
[২৫]সুবর্ন্য অঙ্গুরি দিয়াছে নিরিসান।
কহিল বেললি [২৬]জিবের পরিমান।।[২৬]
জে [২৭]দিবসে হারাইবে [২৭]সুবর্ন্য অঙ্গুরি।
[২৮]সেদিনে জানিহ মইল বেললি সুন্দরি।।
কহিল [২৯]বেললি ভগ্নি এহি সব [২৯]কথা।
[৩০]ফিরিয়া আনিবে স্যামি হইয়া [৩০]পতিব্রতা।।
[৩১]এতেক কহিয়া বালি সাগরে ভাসিল।
[৩২]ফিরিয়া আইল পুন অনেক কহিল।।[৩২]
[৩৩]পুত্রের বচনে [৩৩]মেনকা কান্দে [৩৪]উচ্চশ্বরে।
জগত জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ পনের ।।

১ ধুয়া দেত নং পুথির ২ বোহিন ৩ এই সোন ৪ দেত এ গাভরিয়া ৫ ভেলা ৬ ভাসায় ৭ না পায় ভেলা দেত এ মঞ্জুস ৮ জাবোত দেখিলো ভেলা ৯ তাবোত তলায় ১০ ডিঙ্গার আশু বহিএগ্রা দিল ১১ কান্দিয়া ১২ সদাগর ১৩ গাভারিয়া ১৪ করিয়া ১৫ নৌকার গাভর আশু ছ'কুড়ি গাবর ১৬ আহু। দেশ ১৭ আহু গেল ধাএগ্রা দেত জায় ১৮ আনিল আশু আনিলেক ১৯ মায়ের ২০ কৈর্ল্যা ২১ কোথা বেহুলা আশু. কথা বেননী ২২ আসিতে আমি দেত বহিন ২৩ আশু. যদি তাকে দে, তবে জদি ২৪ নাই আশু তে ২৫ হস্তের ২৬ জিবন প্রমান ২৭ দিনেতে নষ্ট হবে ২৮ তবে সে ২৯ বেহুলা একো অসম্ভব ৩০ জিএগ্রায়া আনিবে পোতি বলে ৩১ এই কথা ৩২ এতেকো বোলিনো বালি পুনু না আইলো তত আশু ইকথা শুনিয়া ৩৪ আশু উড়রায় – এরপর আশুতে অতিরিক্ত তিনটি লাইনের পর ভণিতা দিয়ে গান শেষ হয়েছে।

।। দু'শ ষোল ।।

সনেকার করুনা

সনেকায়ে বোলে বাপ পাইলাঙ মনস্তাপ বাছারে হ য়
ও বাছা কেন আইলা বেললিকে ছাড়ি ... ধুয়া

অমুল্ব নিধি [৪]মোরে [৫]ডুবাইএগ্রা সাগরে[৫]
কি [৬]ধন লইএগ্রা আইল্যা [৬]বাড়ি ।।
[৭]জলেত ফেল [৭]ধন [৮]সকল অকারন
[৯]কুঠারে চিঁরো [৯]তোর নাঅ।
অমুল্ব [১০]রত্ন মোরে[১০] ভাসাইএগ্রা [১১]সাগরে
[১২]বাছা এধনে না জুড়ায় মোর গাঁ ।।
[১৩]বাপের প্রাণ ধন মায়ের জিবন
ভাইয়ের সোহাগিনি বালি।
একলা সিন্ধুতিরে কেমতে একাশ্বরে
ভাসিবে দুখের দুল্বালি ।।
বাপের দুলালি মায়ের আগলি
ভাই বধু সঙ্গে থাকে কুতুহলে।
মানিক জে ধন মোরে সেই ভাসাইলে সাগরে
বাছা নানা জন্তু বৈসে তার জলে ।।
হেন মোর মনে লয় বিধি যদি পাখা দেয়
দুই বাহে লাগাইতাঙ সর্ব্বথা।

ফিরিনি কৌতর হৈয়া ঝিয়েরে বেড়িতাঙ জাঞা
বদন ভরিয়া কৈতাঙ কথা।।
জলে ঝাপ দিয়ে জদি সুখায় য়গাদ নদি
বাছা অভাগিরে ব্যাঘ্রে নাহি খায়।
দজবী করি কোলে সেহ নাহি সুখ মেলে
বাছা নিদারুন প্রাণ নাহি জায়।।
ঝিয়ের সুনি বানি মেনকা বানিয়ানি
সিলাতে আছাড়ে বুক।
বাছারে লাইগ পাঞা আইলে ছাড়িয়া
আর না দেখিব চান্দ মুখ।
কত সব সুসু ঘড়ি আল জলে চরে পালে পাল
উঠিতে মৃতু খাহবার আসে।
দেখিয়া বিপরিত হইবো চমকিত।
বাছা প্রাণ ছাড়িবেক তরাসে।।[১৩]
গেলজে[১৪] নিধিয়ার না পাইব পুনর্বার
আমার [১৫]অবসেস কাল।
[১৬]চক্ষের পড়ে পানি জেন ঝরে মন্দাকিনি
দুই হস্তে ধাকড়ে কপাল।
ঝিয়ের কারনে ঝুঝে রাত্রি দিনে
দড় করি না বান্ধে কুন্তল।[১৬]
কবিত্ব বিচক্ষণ জগত জিবন।
বিরচিল মনসামঙ্গল।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ ষোল ।।

দেও এ সমভারের গান পয়ারে আছে। পাঠান্তর আশুর ১ অন্য এ নাই, লিপিকর প্রমাদে সেখানে কখনো কখনো 'সনেকা' হয়েছেন ২ মেনকা বোলেন ৩ পাইল -এইগুলি ধ্রুবপদ হিসাবে আশুতে পদ হিসাবে লিখিত হয়েছে ৪ আমার ৫ ভাসাইঞা আল্যা কতি ৬ আনিয়াছে পানিযে ৮ সমস্ত ৯ চিড়িয়া ফেলাঙ ১০ নিধি জলে ১১ আইলা বলে ১২ নাই ক্ষত নাই ১৪ মোর ১৫ হইল সে ১৬ নাই ১৭ ভণিতা ভিন্ন আটনাগ অধিকারী ইত্যাদি।

।। দু'শ সতের ।।

[১]সনেকা করুণা করে
ও মোর প্রান ধন ভাসে জলেরে
বিধাতা এমন নিষ্ঠুর হইলে কেন .... [২]ধুয়া

[২]পুত্রের মুখে সুনিঞা ঝিয়ের সমাচার।
কাষ্ঠের সরির হইলে না সহিত আর।।

কাচা সোনা ভাসে মোর অগাধ সলিলে।
পাতাল গভীবে জাই মৃত্তিকা ফাটিলে।।
মেনকা করুণা করে ভালে ভালে যানি।
শুনে অচেতন হইয়া থাকে উঠে বানিয়ানি।।
উচ্চশ্বরে কান্দে রামা নিশ্চয় না যানি।[২]
[৩]বালি ভাসিয়া জায়[৩] সাগরের পানি।।
ভাসিএগ সুন্দরি জায় ত্রিবেনির জলে।
টলমল করে[৪] ভেলা জলের হিল্লোলে।।
[৫]সুসু ঘড়িআল মৎস চরে সর্ব্বক্ষনে।
দেখিয়া সুন্দরির [৬]হইল চমৎকার [৬]মনে।।
বালি বোলে [৭]ভাসিএগ আইলাঙ [৭]এতদিন।
[৮]না দেখিল প্রাণ নাথেক[৮] জিএগবার চিহ্ন।।
দুষ্টজন[১০] মিলে মোরে না মিলে সুজন।[১০]
কুমার সহিতে মোর নহিন দরসন।।
সর্গোতে আছিলাঙ আমি ইন্দ্র বিদ্যাধরি।
প্রিথিবিতে মনসা আনিল সঙ্গে করি।।
জতেক কহিল পদ্মা সব মিথথ্যা কথা।
[১১]সর্গো হৈতে আনি কৈলা[১২] এতেক অবস্থা।।[১২]
গয়া গঙ্গা বারানসি ত্রিপিনি সাগর।
স্ত্রি হত্যা দিব[১৩] পদ্মা তোমার [১৩]উপর।।
[১৪]অস্থি ধোয়া ঘাটে মোঞ্জুস দিলো দরোসোন।
গাইল পদ্দার বরে জগত জিবন।।[১৪]

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ সতের ।।

গানটি আশু তে নাই। ব এ গানটি অতি বৃহৎ। দেত নং পুথি অনুসারে ভণিতা দিয়ে গান শেষ করা হয়েছে। ১ দেত এর ধ্রুবপদ - ও আসি কতোয়া ভাসিকো একাকিনী গঙ্গার জলে ২ নাই ৩ বেহুলা ভাসয়ে তথা ৪ মঞ্জুস ৫ গুপ্ত ৬ বড় ভয় পাইলো ৭ ভাসিয়া আইনু ৮ কোথায় না দেখি প্রভুর চিহ্ন ১০ ঘাট এড়িলাম জতোয়ে দুর্জোন ১১ তথা ১২ এ পঞ্চ আবাস্তা ১৩ আমি পদ্দার ১৪ দে্ এর ভণিতা

।। দু'শ আঠার ।।

[১]আরে দারুণ বিধি লিখিলো কপালে বা ... ধু[১]

[২]খানে খানে খোসিয়া পোড়িছে কলেবর।
কান্দিতে লাগিলো বালি মোঞ্জুসো উপোর।।
তোমার বিহোনে প্রভু আমার কি গোতি।
ফিরিয়া না জাবো আর পুরি চাম্পাবোতি।।

খোসিলো কমল আঁখি মুখো শসোধর।
শুন্দর নাসিকা আর বিম্বুকো অধর।।
খোসিলো মৃণাল বাহু, অজান লোম্বিত।
বেহুলা ভাবেন একি দেখি বিপোরিত।।
মোনুরথো জিনি তোনু গোলি গোলি জায়।
একালা ভাসিবো আমি কেমন উপায়।।
[১]ওস্তি সব ধুয়া বালি কোঁচাড়া ভোরিলো।
জতো রক্ত পুঁজ আপন সোরিরে মাখিলো।।
এই ভাগিরথী গঙ্গা ত্রিবিণি সাগোর।
এখানে স্ত্রী হত্যা দিবো পদ্দার উপোর।।[২]
[৩]আত্যহত্যা করে বালি ভুরার উপরে।
জেন দেব লোকে তোকে পরস না করে।।
ঝাড়য়ের গাছেত বালি ভুরাটি বান্ধিয়া।
উপর পাড়ে উঠে বালি পদ্মা শ্বরিয়া।।[৩]
ঘাটে উঠিল বালি[৪] মহা অভিমানে।
নদির তিরের কাষ্ঠ [৫]কুড়াইঞা আনে।।
[৬]বোঝা দস খড়ি লইল বালি কুড়াইয়া।
চিতা নির্ম্মাইঞা কাষ্ঠ দিলেন বিছাইঞা।।[৬]
কাষ্ঠে[৭] কাষ্ঠে ঘুসি[৭] বালি জালিল [৮]আগুনি।
স্নান [৯]করে বিদ্বাঁধরি মনে অভিমানি।।[৯]
স্নান করি উঠে বালি [১০]মরিবার তরে।[১০]
[১১]গলায় কটারিয়া চাহে মরিবারে।।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মনি রূপ ধারণ করিঞা।
সতির অগ্রেত মাতা উত্তরিল জায়া।।[১১]
ব্রাহ্মনি মুরতি পদ্মা [১২]নাম্ভিল তখনে[১২]
[১৩]কাহার সুন্দরি তুমি মর কি কারনে।।
কিবা হেতু আত্যহত্যা করগো রূপশি।
কার কুন বধু হও তোমারে জিজ্ঞাসি।।
বালি বোলে বিবাদ সাধিল বিসহরি।
ভাসিলাঙ অভাগিনি মৃতুকোলে করি।।
মৃর্ত্তু স্যামি লঞা আমি জলে ভাসি জাই।
সঙ্কর নন্দিনি দেবির জথা লাইগ্য পাই।।[১৩]
ছয়মাস ভাসিঞা [১৪]আইলাঙ এতদুর।
লাগ্য[১৫] না পাইল [১৬]আমি দেবতার পুর।।
দুষ্টজন মিলে মোরে না মিলে সুজন।

অদ্যপি পদ্মার সহে না হয় দরসন।।
স্ত্রি হত্যা দিব আজি পদ্মাঁর উপরে।
জেন দেব লোকে তাক পরস না করে।।[১৬]
ব্রহ্মানি বোলেন [১৭]বাছা, সুনহ বচন।[১৭]
[১৮]এক দন্ড গেলে [১৮]পারে দেবতার ভুবন।।
খানিক [১৯]ভাসিঞা জাহ[১৯] ত্রিবিনির পানি।
ভাটি[২০] বাকে বস্ত্র [২০]ধোয় নেতেলা ধুবিনি।।
[২১]ধোবানির সঙ্গে জাহ দেবের ভূবণ।
আপনাকে হোর্ত্তা তুমি করো কি কারণ।।[২১]
[২২]বালি বোলে তিন ধার সাগরের পানি।
কুন ধারে জাবমাতা বৃদ্ধ ঠাকুরানি।।
সত্য সত্য বোল মোকে বোল নিষ্ঠা বানি।[২২]
কুন [২৩]ধারে জাব [২৪]মাতা নিশ্চয় [২৪]না যানি।।
ব্রাহ্মনি বোলেন বাছা পুর্ব্ব [২৫]ধারে জাও।
এই পথে গেলে [২৬]পদ্মার লাগ্য পাও।।
ব্রাহ্মনির চরনে বালি [২৭]করে নমস্কার।
[২৮]ভুরার উপরে [২৯]কন্যা চড়ে [২৯]পুনর্ব্বার।।
[৩০]পুর্ব্ব-ধার দিয়া ভেলা দিলেন ছাড়িয়া।[৩০]
বিসম সাগরে [৩১]ভুরা চলিল [৩১]ভাসিয়া।।
[৩২]জগত জিবন কবি মনসার মায়া।
করগো করুনামই নাত্রকের দয়া।।[৩২]

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ আঠারো ।।

১ ব১ এ নাই ২ অংশটি দে৩ নং পুথির * পুথিতে পাঠ আছে 'উজানু' অস্তি হওয়া উচিত ৩ নাই ৪ মন ৫ অতিরিক্ত খড়ি ৬ নাই ৭ খড়ি সনে ৮ অনল ৯ সরোবরে গেলা বালি কোরিবারে ১০ হাতে কড়ি নিয়া ১১ নাই ১২ দেয়া দিল সিয়া ১৩ নাই কেবল দুটি লাইন বালি বোলে পদ্মার ভঙ্গে সে আমি জাই/এতো দিন ভাসি জলে লাগ্য নাহি পাই ১৪ আইন ১৫ নাহি পাই ১৬ নাই ১৭ বালি মরো কি কারণ ১৮ খনেক আগে জাহ ১৯ ভাঁসয়ে আর ২০ ঘাটে কাপড় ২১ অংশটি দে৩ নং পুথির ২২ নাই ২৩ পতে ২৪ আমি নির্ণয় ২৫ দিকে ২৬ নেতেলার এইটিই বোধ হয় শুদ্ধ পাঠ ২৭ কৈল্য ২৮ভেলার ২৯ বালি উঠে ৩০ নাই ৩১ সুন্দরীর ভেলা ৩২ ভণিতা এক লাইনের

।। দু'শ উনিশ ।।

[১]ও হিয়া জর জর ও পাঞ্জর জর জর
প্রভু মাংস খসিঞা পড়ে হে জলে ... [১]ধুয়া

[২]ভাসিল সুন্দরির ভুয়া বিসম সাগরে।
থমকে থমকে ভেলা নদি মারে চলে।।[২]

ত্রিপিনি [৩]ছাড়িয়া ভেলা গেল ভাটি [৩]ঘাটে।
[৪]নেতেলা বসন [৪]ধোয় [৫]কনকের পাটে।।
উপরে সোনার গ্রাম মদ্ধেত ত্রিপিনি।
সোনার ঘাটে বস্ত্র ধোয় নেতেলা ধুবুনি।।
দুর হৈতে দৃষ্ট করিছে বানিয়ানি।
জে জে চরিত্র করে নেতেলা ধুবুনি।।
ধনাই নন্ধন [৬]তার আইসে[৭] ঘনে ঘন।
[৮]বস্ত্র ধুইতে না দেয় সদা চাহে স্তন।।[৮]
পুত্রকে মারিয়া নেতা রাখে [৯]সেহি স্থানে।
[১০]গোসাঞির বসন[১০] ধোয় [১০]পরম জর্ত্তনে।।[১১]
পাখালিয়া তোলে নেতা দেবের বসন।
পুত্রকে জিয়াইএ্যা নেতা[১২] পাছে দিল দুই[১৩] স্তন।।
[১৪]দুর হৈতে সুন্দরি করিছে নিরক্ষণ।
মারিয়া জিএ্যাইল পুত্র য়তি বিচক্ষণ।।[১৪]
বালি বোলে মারিয়া জিএ্যাই আর বার।
[১৫]এহি জন[১৬] প্রাণনাথ জিএ্যাবে [১৬]আমার।।
[১৭]ঝাড্ডয়ের গাছেত ভুরা রাখিল বান্ধিয়া।
উপর পাড়ে উঠে বালি পদ্মা শ্বরিয়া।।[১৭]
[১৮]নেতার সাক্ষাতে জায় [১৮]পরম আনন্দে।
জোড়[১৯] হস্তে নেতার[১৯] চরন দুটি বন্দে।।
[২০]নেতার অগ্রেতে বালি করে জোড় কর।
মাসি তোমার সহিত আমি ধুইব কাপড়।।[২০]
নেতা বোলে [২১]দেখি তোকে [২১]মনুস্বের নারি।
কেমতে আইলে [২২]তুমি দেবতার পুরি।।
বালি বোলে বিবাদ সাধিল পদ্মাঁবতি।
বিবাহের রাত্রিতে মারিল প্রাণপতি।।
ভাসিএ্যা [২৩]আইলাঙ আমি ত্রিপিনির পানি।
কপট না [২৪]কর মাতা [২৪]সুন ঠাকুরানি।।
পুত্রকে মারিয়া তুমি দিলে জিবদান।
ত্রিভুবনে নাহি কেহো তোমার সমান।।
তুমি [২৫]জিএ্যা দেহ আমার প্রাণের ইশ্বর।
জগত জিবন গায় মনঁসার বর।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ উনিশ ।।

১ ধুয়া ভিন্ন - চিকোন কানিয়া বিনে কার স্বোরন লৈবো হে ২ নাই ৩ জলছাড়ী বালি গেলো ৪ নেতাই কাপোড় ৫ সুবর্ণ্যের ৬ কান্দে ৭ উভোরায় ৮ তিলে তিলে স্তন চাহে ধুতে নাহী পায় ৯ পাটের তলে ১০ আনন্দে কাপড় ১১ ত্রিবিনির জলে ১২ পিরাইল ১৩ নাই ১৪ নাই ১৫ এই ১৬ জিএগয়া দিবে স্বামীতো ১৭ নাই ১৮ উপোরে উঠিলো বালি ১৯ হাতে জাইয়া ২০ নাই ২১ দেখিলাম ২২ বাছা ২৩ আইনু ২৪ কোরিহ তুমি ২৫ জিএগইয়া

আশু পাঠান্তর ঃ ৯ অষ্টনাগ তলে ১৫ এই সতী ১৯ কর ২০ সঙ্কটে তরাহ মোর ২৫ নেতেলার আগে কন্যা কহে বিবরণ। আশুতে গানটির অর্দ্ধাংশের পাঠ ভিন্ন।

।। দু'শ কুড়ি ।।

[১]ওগ আমি আসি ঃ ছয় মাশ জলে ভাসি
মাসি গো মাসি
জিএগ দেহ প্রাণ নাথ য়ামী তোমার দাসি কিনো ও[১] ... ধু

[২]নেতা বোলে [৩]বিদ্বাধরি কর অবধান।
[৪]অকারনে আইল তুমি আমার বিদ্ধঁমান।।[৪]
অবধান কর[৫] কন্যা সাহের[৫] ঝিয়ারি।
বিবাদের [৬]মৃত্যু আমি জীএগইতে নারি।।
জদি [৭]জাহ বিদ্বাধরি সিবের গোচর।[৭]
[৮]সঙ্করে জিএগবে [৮]তোমার প্রাণের ইশ্বর।।
জোড় [৯]হশ্ত করিয়া [১০]বেললি বোলে বানি।
সগ্নেত [১১]আছিলাঙ আমি ইন্দ্রের নাচনি।।
নৃত্ত্য [১২]জানি অভাগিনি [১২]পরম সুন্দর।
নিত্ত্যকি বলিএগ [১৩]লহ সিব বরাবর।।
[১৪]তোমার চরণ বিনু অন্য নাহি গতি।
স্যামি জিএগ দেহ মোরে কর অব্যাহতি।।[১৪]
[১৫]নেতা বোলে বিদ্বাধরি প্রত্যয় না[১৬] পাই।
[১৭]কেমন নৃর্ত্ত জান[১৭] [১৮]করহ দেখিবার চাই।।[১৮]
[১৯]তোমার নৃর্ত্ত দেখি জদি লয় আমার মনে।
অবশ্য লইএগ জাব মোহাদেবের স্থানে।।[১৯]
[২০]নেতার অগ্রতে[২১] বালা নৃর্ত্ত করে ভাল।
মুখে[২২] গায় [২৩]মুখে বাজায়[২৩] [২৪]পায় ধরে [২৪]তাল।।
[২৫]নেতা বোলে বিদ্বাধরি নৃর্ত্ত ক্ষেমা কর।
কহিব[২৬] তোমার কথা সিবের [২৭]গোচর।।
[২৮]একদন্ড এইখানে রহ বিদ্যাধরি।[২৮]
[২৯]পাছে লএগ জাব [৩০]তোমাক [৩১]মোহাদেবের পুরী।।[৩১]

জগত জিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালির করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ কুড়ি ।।
১ ধ্রুবপদ ভিন্ন ও চরনে স্বরণ লইলাম না ছাড়ীবে দয়া ২ নেতাই ও তুমি ৪ কেমতে আইলা তুমি দেবতার স্থান ৫ বাছ্য সাধুর ৬ মরা ৭ জাইবারে পারো সিব বরাবরে ৮ সিব জিঞাইঞা ৯ হাত ১০ বেহুলা ১১ ছিলাম ১২ ভাল জানি আমি ১৩ নেই ১৪ নাই ১৫ নেতাই ১৬ যাই১৭ নৃত্য কর বিদ্বাধরি ১৮ দেখি এই ঠাই ১৯ নাই ২০ নেতাই ২১ বালি ২২ অতিরিক্ত গীত ২৩ হস্তে বাজায়েন ২৪ নাই ২৫ নেতাই ২৬ তোর ২৭ বরাবর ২৮ নাই ২৯ পশচাতে ৩০ নাই ৩১ সিবের গোচর আশু তে বেহুলার সুবেশ ধারণের কয়েকটি ছত্র আছে। কণ্ঠ ও নৃত্য সহযোগে নেতার সামনে বেহুলার দক্ষতা প্রদর্শনেরও কয়েকটি লাইন পাই। এ প্রসঙ্গে একটি ছিন্ন পুথিতে যে অতি মনোহর বিবৃতি পেয়েছি তা পরিশিষ্টে সংযোজন করেছি দে৩ এ গান শেষ হয়নি

।। দু'শ একুশ।।

১আরে ও ও চল জাইল হ ওই ও বালি সিব ও ভেটিবারে
বিলম্ব হইলে সিব সাপ দিব মোরে কি লো ইও ইও ... ধু১

নেতা বোলে ২বিদ্যাধরি রহ এহি ঠাঞি।
৩সর্ত্তরে তোমার বার্ত্তা সিবকে জানাঞি।।
মশ্তকে ৪করিল নেতা ৪কাপড়ের আটি।
নেতেলা চলিয়া গেল ঘাটে ৫রইল নটি।।
জোড় ৬হশ্তে রন্ধে নেতা সিবের চরন।
সিব বোলে ৭নেতা বিলম্ব কি কারন।।
৮নেতা বোলে৮ গোসাঞ ৯কহিতে সঙ্কা করি।৯
১০আমার ঘাটে আসিয়াছে এক নির্ত্তকি যুন্দরি।।১১
১২নির্ত্ত জানে বিদ্যা ধরি ১২অতি বিচক্ষণ।
১৩তার নৃত্ত দেখিতে ১৩বিলম্ব এতক্ষন।।
সিব বোলেন ১৪নেতা সর্ত্তরে জাঞা আন।
আসিঞা ১৫করান নৃর্ত্ত ১৬আমা বিদ্বমান।।
১৭সর্ত্তরে চলিল নেতা সিবের য়ারতি।
নৌচন নিমিস্যে জায় জথা, রূপবতি।।
নির্ত্তকি আনিতে জদি কহিল গোসঞি।
তুরিত গমনে গেল নির্ত্তকির ঠাঞি।।
নেতা বোলে বিদ্বাধরি সুনহ বচন।১৭
তোমাকে ১৮তলপ করে দেব ত্রিলোচন।।১৮
১৯দেবের সমাঝে তুমি চলহ সত্তরে।
অবস্য পাইবে স্যামি সুনহ উত্তরে।।১৯

নেতা বোলে সিগ্র চলহ বানিয়ানি।
জগত জিবন গায় ২০মধু রমা বানি।।২০

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ একুশ।।

১ আশু ধুয়া ভিন্ন ২ অহে কন্যা ৩ অবত ৪ করিয়া নিল ৫ রহে ৬ হাত ৭ নাই, হইল ৮ একো কথা ৯ তোমার চরনে ১০ নাই আশু ঘাটে আসি কান্দে এক পরম ১১ একো জলে ১২ পরম সুন্দরী কন্যা ১৩ দেখিবারে তাহাকে ১৪ তাহাকে ১৫কোরুকো ১৬ মর ১৭ নাই ১৮ ডাকোয়ে প্রভু দেব শুলপানি ১৯ তোমাকে হোইলো আজ্ঞা দেবের সম্মানে ২০ মনসার দাসে

।। দু'শ বাইশ ।।

ত্রিপদি ১ছন্দ

সম্পুট করিয়া পানি ২বাক্য বোলে বানিয়ানি
৩মাশী না জাব না জাব ৩দেবপুর।
৪ও মাসি না জাব না জাব দেবপুর
আমি তোমার সঙ্গে জাইব পরম রঙ্গে
৫মাশী কে মরে রাখিব ৬মড়ান্তর।।
তোমার দেবের ভাও বুঝিতে না পারি মাও
মোরে ৭লইয়া জাবে দেব পুরি।
মনোঁসার বাক্য ৮ধর নিদারুন রক্ষা ৯কর
পাছে আমার ভেলা কর চুরি।।
করিয়া ১০দারুন আশ ভাসি ১১আসি ছয়মাশ
১২ভেলা খানি আমার ১৩হস্ত দাও।
রহিতে সঙ্কচ লাগে সত্য কর মোর আগে
তবে লঞা দেব পুরে জাও।।
১৪আছে দেবি বিসহরি আমার সঙ্গে বাদ করি
লঞা জায় আমার ভুরাখানি।
করিয়া আমার দয়া দেহ মোরে পদছায়া
মায়া না করহ ঠাকুরানি।।১৪
১৫রাম রাম রাম১৫বালি ১৬সত্য সত্য১৬ বানিয়ানি
১৭জদি চিন্তহ তোমার মনহিত।১৭
হাড়ের ১৮বুকানি করি নেতার ১৯অঞ্চল ধরি
জায় বালি ২০হইয়া আনন্দিত।।
জায় ২১বালি কতদুর ২২জাইঞা পাইল ২২সিবপুর
২৩সঙ্কর সাক্ষাতে ২৪বালি জায়।
২৫মনসার পাঞা ২৫বর পদয়তি মনুহর
জগতজিবন কবি গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ বাইশ ।।

আশু তে ছন্দ কথাটি নাই ২ কিছু ৩ আমি না জাইব ৪ অন্যত্র নাই, অংশটিবোধ হয় ধ্রুবপদ হিসাবে গাওয়া হত। এই লাইনটির ব্যবহার তার স্পষ্ট সংকেত রক্ষা করছে ৫নাই। অতিরিক্ত আবেগের চিহ্ন এই সম্বোধন ৬ কলার ভুর ৭ লয়া ৮ ধোরি ৯ কোরি আশুতে অতিরিক্ত দুটি লাইন ১০ মরন ১১ আছি ১২ মঙ্গল ১৩ হাত ১৪ নাই১৫ নেতাই কহেন ১৬ সত্যকহি ১৭নাই, ভুর তোমার থাকুকো হেথাতে ১৮ মোট ১৯ সঙ্গ ২০ মহা ২১ কোন্যা ২২ জায়া পায় দেবপুর ২৩ সিবের ২৪ কোন্যা ২৫ পর্দার পাইয়া আশু তে 'নেতেলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'কিনারে চাপায়া ভুর' বলে বিবৃতি দেওয়া আছে।

।। দু'শ তেইশ ।।

১বোসান

২ধবল খাটে বসি আছে ত্রিজগতের নাথ।
প্রনাম করিল ৩বালি করি জোড় হাত।।
কুলের সুন্দরি হইএগ্র তেজে ভয়লাজ।
একে একে ৪প্রণমিল দেবতা৪ সমাঝ।।
৫সোনার সমান ৬তনু জলে চন্দ্রমুখি।
দেখিয়া ৭কন্যার রূপ মহাদেব সুখি।।
৮ভুবন মোহিনি রূপ জেন বিদ্বাঁধরি।
চরনে কমল ফুটে যেন বিভাবরি
মুখ যেন সসি জলে বাহু পঙ্কজ মৃনাল।
মধ্য দেস সিংহ জিনি চৌরষ কপাল।।
রূপেতে মহিত হইএগ্র পুছে পশুপতি৮
৯জগত জিবন ভণে মধুর ভারথী।৯

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ তেইশ।।

১ কথাটি কোন সংকেত রক্ষা করেছে। তবে এর অর্থভেদ করতে পারিনি ২ আশু তে এর আগে দুটি লাইন আছে ৩ কন্যা ৪ বন্দে কন্যা ৫ সুবর্ণ ৬ কান্তি ৭ কোন্যার দে৩ নং পুথিতে এরপর আর গানটি নেই ৮ আশুতে নাই ৯ ভণিতা ভিন্ন

।। দু'শ চব্বিশ ।।

ত্রিপদি ১কন্ত্র ছন্দ

২সোনার বরণ বালী রূপার গঠন, ওহে বালী সুন্দরিক
মলিন্য এ গঠন সম্পট মনে ভাবে ত্রিপুরারি ... ধু২

৩দেখিয়াতো বানিয়ানী ভোলে পৈল শুলপানি৩
বার্ত্তা পুছে ত্রিজগতের পতি।
আগমন দেবতার পুর ৪একেশ্বরে এতদুর৪
৫কেমনে আইলে ৬রূপবতি।।

(৭ও হাসি হাসি বোলে ত্রিপুরারি।)

ঘর তোমার কতদুর য়াগমন দেবপুর

কুন মথ্যে আইলা সুন্দরি।।৭

সসুর সাসুড়ি মাতা ৮বাপ্পর জন্মদাতা

কেবা ৯তোর প্রাণের ইস্বর।

১০তেজিএগ্রা কুলের ১১নাম ১২না জানি বা কুন১২ কাজ

১৩আসিএগ্রাছ ১৪আমার নগর।।

বালি করে জোড় হাত ১৫শুনু ত্রিজগতের ১৫নাথ

১৬চাপাবতি পুরি আমার ১৬বাড়ি।

১৭সাধুর চন্দ্রপতি মহাসয়ে তোমার সেবক হয়ে

১৮আমী তার ১৯কুলে ২০হৈয়াছিলাম রারী।।

উজানি নগরে ঘর ২১পিতা বাছ সদাগর

স্যামী ২২মোর দুহ্লব ২২লক্ষিন্দর।

সসুর২৩ করে পরমাদ২৩ ২৪পদ্মাবতি সাধে ২৪বাদ

বিভার রাত্রে ২৫মারিল ২৫লক্ষীন্দর।।

ভাসিএগ্রা২৬ কদলির ভুরে ২৭আইলাঙ ২৮তোমার পুরে

তুমি সিব ২৯অগতির গতি২৯।

তুমি সংসারের সার কর মোর প্রতিকার

৩০জিয়া দেহ অভাগিনির ৩০পতি।।

৩১বাক্য বোলে ৩২সুলপানি নৃর্ত্তজান ৩৩বানিয়ানি

নিত্যকর ৩৪আমার গোচর৩৪।

আমার ঝি ৩৫ব্রহ্মানি ৩৬জায়া পুছিয়া ৩৭বাণি

৩৮কেন মারিল তোমার ৩৯প্রাণেশ্বর।।

জগত জিবন কবি বোন্দ মা মনসা দেবি

৪০তোমার চরনে পরিহার।

আমি নর হিন বুদ্ধি কি জানি তোমার সুদ্ধি

সকল পদ্মার অবতার।।৪০

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ চব্বিশ ।।

১ অন্য এ নাই, সংকেত রক্ষা করা হয়েছে ২ আহু ধুয়া আকোবত্মক ৩ অংশটি দেও নং পুথির, আশুতে বালির রূপ মরমেত মহাসুখ আছে ৪ ঘর তোমার কতপূর ৫ কেমতে ৬ ব১ এ ভুল বশ। এর রূপতি পাঠ আছে ৭ অন্যত্র নাই, অংশটি অতিরিক্ত ৮ কেবা তোমার ৯ তোমার ১০ দেও তেজিয়া ১১ লজি, এইটিই উচিত পাঠ মনে হয় ১২ আশু কিবা আছে হিত ১৩ কেনে আল্যা ১৪ দেও দেবের ১৫ অহেশুনে ত্রৈলোক্যের ১৬ চাম্পালা নগরে মোর দেও চাম্পালি ১৭ চান্দো ১৮ নাই ১৯ অন্যত্র গুনে ২০ হইয়াছি আশু শুনে ত্রৈলোক্যের ১৬ চাম্পালা নগরে মোর, দেও চাম্পালি ১৭ চান্দো১৮ নাই ১৯ অন্যত্র গুনে ২০ হইয়াছি আশু হইএগ্রাছি ২১ বাপ ২২ দেও শুন্দর ২৩ কৈল্য প্রসাদ ২৪ ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আশু পদ্মার সহিতে ২৫ মারে প্রাণেশ্বর আশু. মারিল ২৬ কলার ২৭ আলি দে আসিয়াছি ২৮ দেও দেব ২৯ জগতের পতি ৩০ জিআইএগ্রা দেহ প্রাণ আশু দেঅ ৩১ বলে দেব ৩২ আশু ত্রিপুরারি ৩৩ আশু বিদ্যাধরী ৩৪ সবার সাক্ষাতে আশু দেবের ৩৫ আশু পদ্মমরি ৩৬ ডাকিয়া সোধাকো ৩৭ আশু. আনি ৩৮ কি দোসে৩৯ নাথে ৪০ দেও নৃত্য করে দেবের নাচনি আস্তিক মুনির মাতা সেবকের বরদাতা সর্ব্ব লোকে বলো হোরিধ্বনি আশু ধুয়া ভিন্ন

।। দু'শ পঁচিশ ।।

১ও বেস বান্যানি লো
তোর দেব সনে কথা লো হি ও
ও সরূকা কাইল বায় হেলে
গোড্ডর বরণ খোপা ল ই ও ... ধু১

বালি বোলে কেমতে নাচিব একাশ্বরি।
২ডাকিঞা আনহ প্রভু ইন্দ্র ২বিদ্বধরি।।
বিদ্বধরি ৩করিয়া করিল শ্বরণ।
৪আসি উপস্থিত জত বিদ্বাধরি৪ গন।
সিব বোলে ৫তোমরা বাজাও ৫গাও গিত।
বেললি ৬করুন নৃর্ত্ত সভার বিদিত।।
বেললির কাছে জত বিদ্বাঁধরি জায়।
কথায় কথায় ৭সভে পরিচয় পায়।।
৮কোলাকুলি করেন জতেক ৮বিদ্বাঁধরি।
বালি বোলে আন সখি ৯নাসের পেটারি।।
১০আনিল পেটারি ১১তার ঘুচাইল ১২ঝাপুনি।
হস্তে ১৩করি নিল ১৩বালি কনক দর্প্পনখানি।।
১৪চিরনি ধরিয়া বালি আচড়িল চুল।
বান্ধিল বিচিত্র খোপা তিড়িয়া মকুল।।১৪
নাস করে ১৫বিদ্বাধরি বেস করে ছন্দে।
পৃষ্ঠে দেসে আনিঞা ১৬চালুয়া খোপা বান্ধে।।
১৭কর্ন্যেত কুন্ডল পঢ়ে করে ১৭ঝলমল।
নাসিকাতে বেসব ১৮পঢ়ে মুকুতার ফুল।।১৮
১৯দুইবাহে পঢ়েল তাড় সুবর্ন্য বাহুটি।১৯
গলায় ২০পঢ়িল বালি দ্বির্ন্নাতুলা খুটি।।২০
২১প্রতি অঞ্চলে ২১পঢ়ে ২২জোড়া অঙ্গুরি।
২৩কোটি মাঝে খুদ্র ঘন্টা সভে সারি সারি।।
দুই হস্তে সভে সঙ্ক শ্রীরাম লক্ষন।
গজ বাহুটি আর বিচিত্র কঙ্কন।।
গজ মুকুতার পঢ়ে প্রবালের মালি।
কবরিতে আরপিল মল্বিকার ফুলি।।
গলে সভে চন্দ্ররিয়া সুবন্যের হার।
সুমেরু ত্রিশে সোভে চারি ধার।।
উপরে পঢ়িল বাক নামতে পাসুলি।

হ্রিদয় করিল সোভা বিচিত্র কাচুলি।।
সুবন্য পদুকা সভে হ্রিদয়ের মাঝে।
দুইপদে নুপুর ঝুনুরু ঝুনুরু ছন্দে বাজে।।
হ্রিদয় কাচুলি সঢ়ে অতি বিচক্ষন।
চরনে নপুর করে অতি সোসভন।।২৩
মেঘ ডুম্বর ২৪খান করি পরিধান।২৪
উপরে ২৫উড়নি দিল সর্ন্যের নির্ম্মান।।২৫
২৬করিয়া মোহন বেস চলে বিনোদিনি।
পদে পদে সুনি যেন সুমধুর ধ্বনি।।
কুরঙ্গ গামি চলে হংস গমন।২৬
মোহা দেবের স্থানে চলে আনন্দিত মন।।
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ।। দু'শ পঁচিশ।।

১ নাচনি রে মর বেহুলা সুন্দরি নাচ নাচ, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ ডাক দিয়া আন যত ৩ বোলি শিব ৪ স্বর্গ হইতে আইলা ৫ বিদ্বধরি ত্বরা ৬ করুক ৭ তবে ৮ গলাগলি করি কান্দে যত ৯ নাচের ১০ আনিয়া ১১ বালি ১২ ঢাকুনি ১৩ ধরিল ১৪ নাই ১৫ দেও বেহুলা বালি ১৬ টানিয়া ১৭ নাসিকায়ে বেসর ফুল ১৮ ফুল করে ঝলমল ১৯ কনক কঙ্কন হার বাহুতে কেজুর ২০ দেও তুলিয়া পরে গজোয়াতি হার ২১ দে হাতের আঙ্গুলে ২২ সোনরি ২৩ আশু তে নাই আশু র বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত ২৪ শাড়ি তবে পরে বানিয়ানী ২৫ অঙ্গতে দিল কুসুম উড়ানি ২৬ নাই ২৭ শিবের সাক্ষাতে যাএগ লমস্কার করে পরে বানিয়ানী ২৫ অঙ্গতে দিল কুসুম উড়ানি ২৬ নাই ২৭ শিবের সাক্ষাতে যাএগ নমস্কার করে পরে বানিয়ানী ২৫ অঙ্গতে দিল কুসুম উড়ানি ২৬ নাই ২৭ শিবের সাক্ষাতে যাএগ নমস্কার করে

।। দু'শ ছাব্বিশ ।।

১বাহির দ্বারেত নটি মৃদঙ্গে দিল সান।
পুরে থাকি ভোলানাথের আউলাইল প্রাণ।।
সিব বোলে ভাগিনা নারদ মুনিবর।
নটিকে আনহ জাএগ আমার গচর।।
সিবের আদেসে মুনি চলিল সত্বর।
আসি উত্তরিল মুনি দ্বারের উপর।।
নারদ বোলেন নটি কর অবধান।
সিবের আদেস হইল চল বিদ্বমান।।
সিবের চরণে জাএগ দন্ডবৎ করে।
সিবের আদেশ হইল নৃর্ত্ত করিবারে।।
নৃর্ত্ত করে বিদ্বাধরি মৃদঙ্গ বাজায়।
সুন্দরি করেন নৃর্ত্ত দেবের সভায়।।
মৃদঙ্গে যাতিয়া বালি জুড়িল নাচন।
রচিল পদ্মার বরে রেবতি নন্দন।।১

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ ছাব্বিশ ।।

১ এই গানটি অন্যত্র নাই

।। দু'শ সাতাশ ।।

১ধুয়ার /চৌপদি / নৃর্ত্ত১

২ও সুন্দর বালি নৃর্ত্ত করে ভাল
ও কুলবতি নৃর্ত্ত করে ভাল
মুখে গায় বিদ্বাধরি পদে রাখে তাল
ও সুন্দর বালি নৃর্ত্ত করে ভাল ... ধু২

৩বালির পদের নপুর কাড়ে সুমধুর ধ্বনি।
খোল করতাল লঞা দেবতার সমাঝে জাঞা
নাচে বালি বেললি নাচনি।।
বালি কুকিল সবঙ্গে ছাড়ে বানি।
জতেক দেবতা দেখি ফিরে যেন ক্ষঞ্জন পাখি
গান জেন ডম্বুরের ধ্বনি।।
সুন্দর বালি বালি নাচে কুতুহলে।৩
৪অঙ্গে ভঙ্গিমা৪ করি ৫নাচে বিদ্বাধরি৫
থমকে থমকে বালি চলে।।
৬জেন মেয়র প্রেক্ষ ৬ধরে।
৭বালি সুহ্রিদয় সমুখে গিত গায়
কনকলতা জেন হানে৭।।
৮বালি নৃর্ত্ত করেন ৮বিপরিত।
সুন্যে ধরে পাক জেন কুম্ভকারের চাক
সমুখে ৯বিমুখে আলগ চিত।।৯
১০বালি মুখেত মৃদু মৃদু হাসে।
বিকচ দসন ঘটা১০ জেন বিজুরির ছটা
সঙ্করের ১১সুন্য আকাশে।।
১২হংস গমনে গমনে রূপবতি।
নৃর্ত্ত করে নির্ম্মল সুর্ন্যে চলে চঞ্চল
ক্ষঞ্জন জিনিঞা সিগ্রগতি।।
চাহে বালি কটাক্ষ্য নয়নে।
চরনে নপুর অতিসুমধুর

দেখিয়া আনন্দ দেবগনে।।
নাচে বালি আনন্দ হ্রিদয়।
ঘন ঘন তাল রাখে আচলে বয়ান ডাকে
হাসি হাসি দন্ত দেখায়।।
বালি কাঁকালিতে ভর দিয়া জায়।
গৌর কাষ্ঠের খোল বেললি রাক্ষেষ্ঠিত বোলো
তা থেইয়া তা থেইয়া ঘন বায়।।
বালির সভা করিল কর্ন্য পুর।
আগুএগ্রা পাছুএগ্রা গিয়া অঙ্গে নাচে কর দিয়া
পায়ে বাজে রত্নন নপুর।।
রবির তিমির করে দুর।
নবিন কুকিল যেন রহি রহি সুরতেন
মুখে গায় বচন মধুরে।।
কবরিতে মর্ষ্মি করি মালি।
ওরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরি বান্ধে
কেত্তকি মালতি চাপা গাথা।।
কোটি মাঝে খুএ ঘন্টা গাথা।
জিনিএগ্রা প্রভাত রবি কোপলে সেন্দুর ছবি
চৌদিগে চন্দন বিভুসিতা।।
রত্ন খচিত কাচুলি হ্রিদে সাজে।
করে সভে করোতাল বোলে ধুনি ভালে ভাল
দিৰ্ব্ব তুলা খুটি ভান সাজে।।
আসিয়া হরের কাছে বেললি নাচন নাচে
প্রাণপতি জিয়াইবার আশে।
চলে বালি নৌচন নিমেশে।।
মুখে মন্দ মৃদু ভাসে ক্ষনে উঠে ক্ষনে বৈসে
ভাল নাচে বেললি নাচনি।
বালি ক্ষনে চলে তুরঙ্গ গামিনি।।
রঙ্গে ভঙ্গে হাত নড়ে কাকালি হানিয়া পড়ে
এইরূপে গায় নিষ্ঠাবানি।১২
১৩জগত জীবন কবি মনসার মাএগ্রা
করিবে ব্রাহ্মনী মাতা নাত্র কেরে দয়া।।১৩

পাঠান্তর ঃ।। দু'শ সাতাশ ।।

১ নাই আশু তে আছে ত্রিপদী লেখা ২ নাই ৩ অন্যত্র নেই ৪ আশু অঙ্গ ভঙ্গ ৫ দেও নৃত্য করে কুতুহোলি ৬ দেও ময়ূরে পেখোম ৭ নাই ৮ কোধরে ৯ সঞ্চরে আকাশে১০ নাই ১১ আশু পড়িয়া গেল ভোলে ১২ নাই. এত বিস্তৃত বর্ণনা কোথাও নেই ১৩ ভণিতা দিয়ে গান শেষ হয়নি। আশুর ১৭৯ নং গানের শেষাংশ ব. পুথির ২২৮ নং গানের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ

।। দু'শ আঠাশ ।।

১সুর মালৌ পিয়া গায় ঘন ঘন নাইচা জায়
ঘনে ঘনে পদে দেয় টিক।
ত্রিসাল্য দেবতা কয় এমন নটি নাই হয়
আঠার জো জলে আনগচিত।।
নৃর্ত্ত গিতে মন হরে জতেক দেবতা কহে
ভাল নাচে বেললি নাচনি।
ত্রিসাল্য দেবের সভায় এমন নটি দেখি নাই
জেন নাচে ইন্দ্রের নাচনি।।
গুরু পুরের তান ভঙ্গ মনেত বাড়িল রঙ্গ
মথ্যে মৈয়র জেন ফিরে।১
২জতেক দেবতা গণ মুর্চ্ছিত সর্ব্বজন
সঙ্কর পড়িয়া গেল ভোলে।।
সভার মধ্যে সিব বেললিকে দিল দির্ব্ব
সত্যকর না করিহ ভয়।
এতেক শুনিঞা রামা নৃর্ত্তগিত কৈল ক্ষমা
দেবের সাক্ষাতে জাঞা রয়।।
কহিতে লাগিল ত্রিপুরারি ।৩
৪নৃর্ত্তগিত ক্ষমা কর ৫চাহ কন্যা দেই বর
৬আমি সকল৬ দিতে পারি।।
৭চউধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুন গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনেশ্যাম তার সুত অনুপাম
বিরচিল জগৎ জিবন।।৭

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ আঠাশ ।।

১ নাই ২ দেখিয়া ৩ নাই ৪ বালী নৃত্য ৫ মাঙ্গি তুমি নেহ ৬ সেই চাই তাই ৭ ভণিতা ভিন্ন দে. এ শেষ লাইন বিরোচিল পদ্মার মঙ্গল

।। দু'শ ঊণত্রিশ ।।

১নরিল কলিকা সুরঙ্গ ডালে
রূপেতে পাগল কৈলে কাহ্নুরে, সুন্দরি হে ... ধুয়া১

২গোসাঞি ৩বোলে সুন্দরি বচনত ৪শুন মোর।
৫ব্যাকুল হইলাঙ কন্যা রূপ৬ দেখি তোর।।
তোমার সমান রূপ ত্রিভুবনে নাঞি।
৭ধন্য ৮তোমার জনণি গর্ব্ভেত দিল ঠাঞি।।
৯অবধান কর পৃয়ে সাহের ঝিয়ারি।
অধিন হইলাঙ কন্যা ত্রিলক্যের অধিকারি।।৯
১০ছাড়িলাঙ দুই ১০পার্ব্বতি গঙ্গার সঙ্গ।
তোমা১১ লইঞা ফিরির আমি হইয়া ১১অঙ্গমঙ্গ।।
বালি বোলে ভাল ১২জিঞাইতে আইলাঙ১২ প্রাণপতি।
পড়িলাঙ ভাঙ্গরের হাতে নষ্ট হইল সতি।।
বালি বোলে প্রভু তুমি১৩ ত্রিলকের নাথ।১৩
আমাকে ১৪পরসিলে প্রভু হবে বড় পাপ।।
সিব বোলে জমে করে পাপ পুন্যের ১৫বিচার।
১৬সেহি জমের উপরে ১৭আমার অধিকার।।
অখিলের পতি য়ামি সংসারের সার।
কে করিবে আমার পাপ পুর্ণ্যের বিচার।।
বালি বোলে ১৮প্রভু তুমি সর্ব্ব অবতার।১৮
১৯রক্ষকে ভক্ষক হইলে ১৯নাহি প্রতিকার।।
২০আইলাঙ তোমার ২১স্থানে স্যামি পাবার আসে।
কি২২ পাইব প্রাণপতি ২২জাতি কুল ২৩বিনাসে।।
বালি বোলে দেবগণ কার মুখ ২৪চাও।
অভাগিনির ২৫হেতু কিছু ২৬সিবকে ২৬বুঝাও।।
উচিত কহিতে কেন২৭ তোরা কর ভয়।
ইশ্বরের ২৮কার্য্য নহে ২৮জোগ নাহি হয়।।
২৯নারদ বোলেন মামা জদি নটিকে কর বল।
কালি হইতে তোমার না খাব অন্যজল।।
সভাতে উঠিল মুনি কেহু নাহি জানে।২৯
৩০জগতজিবন গায় রেবতি নন্দনে।।৩০

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ উণত্রিশ।।

১ আশু তে ধুয়ার পুনরাবৃত্তি দেখি, দেত এর ধুয়া আবেগাত্মক — নীল এমন দল খঞ্জন নয়ানি ৩ আশু অহে কন্যা কথা ৪ ধর ৫ দেতবিকল ৬ প্রাণ হৈল ৭ সঙ্কল ৮ তোর ৯ নাই ১০ ছাড়িকে সুন্দরী ১১ সহিতে হোইবো ১২ জিঞাইলাম ১৩ আশু ত্রিজগত বাপ ১৪ আশু হরিনে ১৫ ১৬ নাই ১৭ অতিরিক্ত রামা আশু মোর ১৮ দেত শুন প্রভু স্বরণ তোমার ১৯ দেত তুমি বল কোরিলে প্রাণ ২০ আইনু ২১ ঠাই ২২ পাপ মরান মর ২৩ নাসে ২৪ আশু চাঅ ২৫ তরে ২৬ মহাদেবকে কহ ২৭ তোরা ২৮ কর্ম্ম হেন ২৯ নাই আশু দেব গন বোলে ডাকি আন মহামুনি ৩০ ভণিতা ভিন্ন

।। দু'শ ত্রিশ ।।

১চল সখি জমুনার জলে
স্যাম চান্দ বাকা হইয়ে বৈস্যাছে কদম্ব তলে ... ধুয়া১

২সভাতে উঠিল মুনি কেহো নাহি ৩জানে।
৪অমুনি চলিয়া গেল ৫পোর্ব্বতির স্থানে।।৫
৬নারদ বোলেন ৭মামি কর অবধান।
এক নটি আসিয়াছে মামা বিদ্বমান।।
৮এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাই।৮
৯তাহাকে দেখিয়া পাগল ১০হইল ১১গোসাই।।
১২তোমা দোহাক১২ ছাড়িবে ১৩পার্ব্বতি আর ১৪গঙ্গা।
নটিকে লঞা ১৫মামা করিবে করিবে অঙ্গমঙ্গা।।১৫
সুনিঞা ক্রোধিত হইল কাত্তিকের মাঁ।
সিংহ পৃষ্ঠে আসন ১৬কৈলেন মহিসে ১৭দিল পাঁ।।
কোলেত কাত্তিক ১৮লইল আগে গণপতি।
মহা ক্রোধে চলে ১৯দুর্গ্গা রাক্ষস ১৯মুরতি।।
২০ওষ্ঠ মুখ সখায় আর কাঁপে সর্ব্বগাঁ।
জোজন জোপন বহি ফেলে এক পাঁ।।২০
পার্ব্বতিকে দেখি সিবের চমৎকার মন।
নটি ২১সম্বোধিয়া ২২সিব কি বলে বচন।।
২৩তিলেক নটির মাইয়া স্থির হৈঞা ২৩থাক।
জাবত সন্তোস করি ক্রোধিত দুর্গ্গাকি।।
২৪লুকাইঞা রহিল নটি ২৫সিবের খাটের ২৫তলে।
সভাতে আসিঞা ২৬দুর্গ্গা অগ্নি হেন জলে।।
২৭দুর্গ্গা বোলে বুড়া তোর মুখে নাই লাজ।
বৃদ্ধকালে পরদার করহ মন্দো কাজ।।
২৮জতেক কোচের ঘরে চেঙ্গ বেঙ্গ খাও।
২৯আর এক নটির ঘর করিবার চাও।।২৯
নটিকে লইঞা তুমি কর ঘর বাড়ি।
আমা সভার ঘরে গেলে ৩০উপড়াব দাড়ি।।
সভার ভিতরে সিব পায় মহা লাগ।
৩১অন্তরে জানিল৩১ সিব নারদের কাজ।।
৩২মহা ক্রোধে কাপে দুর্গ্গা লোহিত লোচন।৩২
৩৩জগত জিবন গায় রেবতি নন্দন।।৩৩

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ ত্রিশ ।।

১ চলিল নারদ মুনি কোন্দলের গুরু বা, আশু ধ্রুবপদ ভিন্ন ২ সোবা হৈতে আশু. সমাজে ৩ আশু দেখে ৪ সত্তরে ৫ দেবি বির্দ্দমানে ৬মুনি ৭ অতিরিক্ত দুর্গা ৮ নাই ৯ তার রূপ ১০ নাই ১১ মহেশ্বর এর পর অতিরিক্ত লাইন তোমাকে ছাড়িয়া হইবেন দেশান্তর ১২ তোমাকে ছাড়িবেন ১৩ নাই ১৪ অতিরিক্ত চাড়িবেন ১৫ এখোনো হবে অৰ্দ্ধ অঙ্গ ১৬ করি ১৭ নাই ১৮ নিলো ১৯ দেবি নিরসান ২০ নাই ২১ অতিরিক্ত কন্যা ২২ নাই ২৩ খকেকো সুন্দরি কন্যা ধৈর্য্য হৈয়া ২৪ শুনিয়া পালঙ্কের ২৬ দেবী ২৭ দেবী ২৮ আগেতে ২৯ নটিকে নিয়া এখোন ঘরে চলিজায় ৩০ উপাড়িবো ৩১ মনে মনে কহে ৩২ নাই ৩৩ ধুয়া ভিন্ন

আশু পাঠান্তর ঃ ৪, ৫ সত্বরে উঠিয়া গেল দুর্গার সমুখে - এরপর প্রাসঙ্গিক ছ'টি লাইন আছে ১১ শূলপাণি ১২, ১৩, ১৪ তুমা সভা ছাড়ি মামা যাবে দেশান্তর ১৬, ১৭ ব্যাখ্যা পৃষ্ঠে আরোহন সিংহে ১৮ নিল পৃষ্ঠে ২১ বেননীকে ২৩ চুপ হৈয়া ২৪ কন্যা ২৬ সমাজে আসিয়া ২৭ শিব ২৮ ভাঙ্গ ধুতুর

।। দু'শ একত্রিশ ।।

১কি হইল বলিয়ারে কান্দে, লুকাঞা খটার তলে
বালি অভিমানে কান্দে ....ধুয়া১

২দুর্গ্গা বোলে দেবগণ সুন ৩আমার বাণি।
৪কহিব আপনার ৫কিছু দুঃখের কাহিনি।।
তোমরা ৬বলিবে গৌরি ৬বড়ই ৭পাসন্ড।
কার ঘরে আছে বাপু এমত ৮অভণ্ড।।
পুরস ৯নারি বাপু নাহি কার ঘরে।৯
১০এমতি মানত কৰ্ম্ম করে নিরান্তরে।।১০
১১কেবা নহে পুরস সাহে বিনি নহে কার।১১
১২নিরবধি এমনি কর যম শৃঙ্গার।।১২
১৩প্রতিকালে ১৪জান সিব হিরা কোচের ১৪ঘরে।
সন্ধাকালে আইসে ১৫রূপ অতি ১৫ভয়ঙ্করে।।
কেহ কিছু ১৬বলিলে বোনের বাঘ্য ১৬গৰ্জ্জে।
আপনে চড়াইঞা খোলা ভঙ্গে ১৭ধুত্তুর ভাজে।।
১৮ধুত্তুরা ভাঙ্গের করে সের দস ১৮গুড়া।
তাহা খাঞা ১৯পইড়্যা থাকে ২০যেন ২১দুষ্ট বুড়া।।
২২কার ঘরে আমরা মাগিঞা কিছু ২২পাই।
সন্ধ্যাকালে ২৩মুখি কচু রন্ধন চড়াই।।
২৪পাইনাতে জখন অর্ন্য ২৫টগবগ ফুটে।
অর্ন্য হৈল ২৬ভাঙ্গড়া ধুমার ছলে ২৬উঠে।।
ভাঙ্গের ২৭ঝোকেত বুড়া সকল অর্ন্যখায়।
কাৰ্ত্তিক ২৮গনাই দুই পুত্র অন্যেক ২৮লালায়।।
গঙ্গা দুর্গ্গা মরি ২৯দুই অর্ন্য বস্ত্রের ২৯দুখে।
আর ৩০ক্রিয়া করিতে বুড়া ৩১চান কুনমুখে।।৩১

৩২সভা মধ্যে মহাদেব পায় বড় লাজ।
মনে মনেবোলে বেটা নারদের কায।।৩২
সুনিএগ্রা দুর্গ্গার ৩৩মুখে ৩৪হাসে দেবগণ।
রচিল ৩৫পেদ্যার বরে ৩৫জগতজিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ একত্রিশ ।।
১ দেত ধুয়া ভিন্ন আর বিকোর সাধ নাই লো বড়াই বড়াই জাবো রাজপথে দানি বা কানাই ২ দেবি ৩ আমার ৪ কহি আমি ৫ নাই ৬ বলোহ দেবি ৭ প্রচোণ্ড ৮ আভজ ৯ আশু নহে কেবা পুরুষতা নাই কার ১০ নাই ১১ আশু কাহার পুরুষে করে এত অনাচার ১২ নাই ১৩ প্রাতঃ কালে ১৪ চলি য়ায় কুচিনি ১৫ ঘরে মহা ১৬ কহিলে মায়ের মত আশু. অরণ্যে রাখা গার্জে ১৭ আশু গুড়া ১৮ ভাঙ্গ ধুতুরা সব করিয়াতো ১৯ শুইয়া ২০ মহা ২১ আশু মহাদৈত্য অর্থবোধে 'দুষ্ট' পাঠই স্বাভাবিক ২২ আশু মাঙ্গিয়া চাহিয়া যার ঘরে সেবা ২৩ হাক ২৪ আশু পাতিলে ২৫ আশু উতলায়া ২৬ আশু কলি বুড়া পায়া ধুএগ্রা ২৭ আমোদে ২৮ গণেশ মরখুদায় আশু খিদাত্র ২৯ ভাত কাপোড়ের ৩০ সঙ্গ আশু বিভা ৩১ আশু চাহে কুনমুখে ৩২ নাই ৩৩ কথা ৩৪ কহে ৩৫ পাঁচালি কবি আশু বিরচিয়া গায় কবি

।। দু'শ বত্রিশ ।।

১ত্রিপদি ছন্দ

দেবগণ বোলে বানি ২শুন মাতা নারায়নি২
নাবোল নাবোল অনাচার ।
সিব য়গতির গতী অখিল ব্রাহ্মান্ড পতি
৩অনচিন্ত নিশ্চয়৩ নৈরাকার।।
মহাদেবের পঞ্চমুখ নাহি তার দুক্ষ্ম সুখ
৪ভক্তের অধিন ভগবান।
৫আপনে ভিক্ষা করে ৬দারিদ্রের দুক্ষ্ম হরে
৭সুখ পান সেবে জেই যন।।
৮আপনার বস্ত্র ছাল গলায়ে হাড়ের মাল
ভোজন ধুতুরা আর সিদ্ধি।
একান্ত সেবক গনে সেবা করে রাত্রি দিনে
তার দেন অমূল্য নিধি।।৮
সুনিএগ্রা দেবের বানি বোলে দেবি ত্রিনয়নি
জত ৯কহ সকলি ৯উচিত।
দেবের দেবতা হর জানি আমি ১০বিশ্বম্ভর
কর্ম্ম করে অতি বিপরিত।।
কাকুতি করিয়া হর ১১ধরিল পার্ব্বতির ১১কর
সিংহাসনে আনিএগ্রা ১২বৈসায়।
মনসার ১৩পাইএগ্রা বর পদয়তি মনুহর
জগত জিবন কবি গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ বত্রিশ ।।

১ আশু তে শুধু ত্রিপদী ২ শুন দেবী ত্রিনয়াণী ৩ অচিন্ত্য রূপো আশু অচেতন সেই ৪ ভক্তির ৫ আপনেহ আশু আপনে সে ৬ দরিদ্রের এইটিই শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত ৭ দেব পুরুষো প্রধান ৮ অংশটি দে৩ নং পুথি থেকে সংকলিত। আশুর এই অংশে করিয়া মন; রত্ননিধি ইত্যাদি ভিন্ন পাঠ আছে ৯ বলো সমস্ত ১০ বিস্তরি ১১ ধরিয়া দেবির ১২ বসায় ১৩ পায়া আশু তে মনসার স্থলে ভণিতায় পদ্মার আছে

।। দু'শ তেত্রিশ ।।

ত্রিপদি ছন্দ
শিবের চরনে মনসা গো য় রে
হরের চরনে মনসা গো য় রে ... ধুয়া

পর্ব্বত নন্দিনি হাসিঞা বোলেন বানি
কমন নটি দেখি সুল পানি।
সিব বোলে নয় নটি চান্দোর বধু বাছর বেটি
তার স্যামি বধিল ব্রহ্মানি।।
ভাসিঞা কদলির ভুরে আইল আমার পুরে
প্রাণপতি জিঞাইবার আসে।
কুচিয়া মোড়াতে বারী ঘোসাল ব্রাহ্মন বারী
পুরাণ রচিল অবসেসে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ তেত্রিশ।।

গানটি পুনরুক্তির মত। ব১ নং ছাড়া অন্য কোথাও পাইনি। পরবর্তী ২৩৪ গানের সঙ্গে এর প্রসঙ্গগত মিল থাকলেও গানটি এক অর্থে অদ্বিতীয়। বিশেষত জগজ্জীবনের ব্যক্তি পরিচয় সূচক ধ্রুবপদ এ গানকে অনবদ্য করে তুলেছে। তাই ক্ষুদ্র হলেও গানটি মূল পাঠ ব্যবহার করেছি। ধ্রুবপদটি দে৩ নং পুথির ২৩৪ নং গানের।

।। দু'শ চৌত্রিশ ।।

১বালি সোনার প্রমার সাহেব ঝিয়ারি
খটা তলে কান্দিছেন সুন্দর স্যামির লাগি সুন্দরি রে ... ধু১

২পর্ব্বত নন্দিনি ৩হাসিয়া বোলে বানি।
কেমন নটি ৪দেখি প্রভু সুন সুলপানী৪।।
সিব বোলে নটি নহে ৫চান্দের বৌহারি৫।
স্যামী তার মারি আছেন ৬পদ্মাঁ কুমারি।।
ভাসিয়া আইল জলে ৭মৃর্ত্ত লঞা কোলে।
বিবাদের মরা ৮আমাকে জিঞাইতে বোলে।।
দুর্গ্গা বোলে নটি কিবা বানিআনি ৯হও।
নিশ্চয় আসিয়া মোকে পরিচয় ১০দেও।।
সিব বোলে দুর্গ্গা ১১তুমি কর সত্য বানি।
তবে সে তোমার আগে ১২মিলে কন্যাখানি।।

দুর্গ্গা বোলে সত্য ১৩সত্য না বুলিব মন্দ১৩।
সত্য বন্ধি হই জদি নটিক ১৪করি মন্দ।।
এতেক শুনিএ্যা ১৫বাহির হইল রূপবতী১৫।
১৬সপ্ত প্রদক্ষিণ হৈএ্যা১৬ করিল প্রণতি।।
১৮দুর্গ্গার সাক্ষাতে ১৯বালি করে নৃর্ত্তগিত।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল পার্ব্বতির ২০চিত্য।।
২১পার্ব্বতি বোলেন প্রভু ২১অগতির গতি
২২জিএ্যাদেহ তুমি ২৩বেললির নিজ পতি
জগৎ জিবন কবি মনসার দাস
পদছন্দে পাচালির করিল প্রকাশ।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ চৌত্রিশ ।।

আশু ধুয়া ভিন্ন ২ আশু হেমন্ত ৩ অতিরিক্ত দুর্গ্গা দেত নং পুথিতে ভুলক্রমে আছে পর্দ্দা যার বোন অই হয় না ৪ আসিয়াছে দেখি ৫ সাধুর ঝিয়ারি আশু বানিয়ার নারী ৬ গঙ্গা মা ৭ মরা ৮ মোকে ৯ হয় ১০ দেউক ১১ আগে ১২ আইসে ১৩ কথা যদি করি দ্বন্দ্ব ১৪বলি ১৫ কন্যা দেবীর সাক্ষাতে ১৬ জোড় হাত করিয়া ১৭ প্রণিপাতে ১৮ দেবীর ১৯ কন্যা ২০ চিত ২১ তুমি দেব দেবতাকে যে ২২ জিএ্যাইয়া ২৩ কন্যার

।। দু'শ পঁয়ত্রিশ ।।

১কান্ধিয়া সিবের আগে বোলে জোড় করে রে
জিএ্যা দেহ প্রাণনাথ ভোলা মহেশ্বর ল হ ই অ ... ধু১

২কান্দে কান্দে বিদ্যাঁধরি মহাদেবের ২আগে।
কি কথা কহিব ৩প্রভু কহিতে দুকখ লাগে।।
তোমার ৪ঝি পদ্মাবতি বড় ৪নিদারুন ৫হিয়া।
বিভার রাত্রিতে ৬খাইল প্রভুক কাল সর্প্প ৬দিয়া।।
সর্গ্গেত আছিলাঙ আমি আনিউর্দ্ধ ঊষা।
সত্য করি পৃথিবিতে আনিল মোনসা।।
সত্যবন্ধি ৭হইল পাসণ্ড পদ্মাবতি।
আনিএ্যা করিল ৮আমার এতেক দুগ্গতি।।
মাস ৯পক্ষ না হইল ৯বিবাহের বাসরে।
স্ত্রি হইএ্যা মনসা পুরূস হৈত্যা করে।।
জদি ১০জিএ্যা না দেয় আমার ১০প্রাণেরশ্বর।

স্ত্রি হৈঞা আজি হৈত্যা দিব ১১পদ্মার উপর।।
১২গোসাঞি বোলে সুন্দরি ক্রোন্দনো ক্ষেমা কর।
১৩বর মান বিদ্বাধরি দেই ১৩সেই বর।।
আমি সিব সঙ্কর ত্রিলক্ষ অধিকারি।
সুক্ষ দুকখ ১৪সম্পদ সকল দিতে পারি।।
সিবের চরনে ১৫বালি জোড় করে হাত।
ভাল আজ্ঞা করিলে প্রভু ত্রিলক্ষের নাথ।।
১৬সর্য্যনে স্বহায় তুমি দুর্য্যন সংহার।
সুক্ষ্য দুক্ষ সম্পদ সকলি দিতে পারো।।
জানিঞা তোমার য়ামি ১৭লইলাঙ স্বরন।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি ১৮মোর কর ১৮নারায়ণ।।
১৯দেসের বর না চাহি দেসের নাহি কাজ।
চাপাবতি নগরে সসুর মহারাজ।।১৯
ধনের ২০কাজ নাহি না চাই ধন বর।
আমার সসুর বিবাদিয়া ধনের ইশ্বর।।
জিঞা দেহ ২১স্যামি আমার ২১চাই এহি বর।
২২সুহ্রিদয় হইঞা স্যামি দেহ মহেশ্বর২২।
জগত জিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালির করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ পঁয়ত্রিশ ।।
১ নাই আশু বা দেত এ । ২৩৪ নম্বর গানের শেষ অংশের ও তৎপরবর্তী গানের সঙ্গে মিল আছে। ২ সুন্দরি বেহুলা কান্দে শঙ্করের আশু কান্দিয়া জানায় বালি দূর্গা দেবীর ৩ আশু মাঅ ৪ কুমারী পদ্মা ৫হৈয়া ৬ স্বামী মোর মারে নাগ ৭ রোহিল ৮ মর ৯ ছয় মাস নাহী ১০ তুমি ... জিয়াইঞা মোর ১১ তোমার ১২ শিব ১৩ আশু যেই বর চাহ কন্যা দিব, দেত এখান থেকে পরবর্তী গানের শুরু ১৪ অক্ষয় আশুতে তালিকা ভিন্ন ১৫ কোন্যা ১৬সাধুকে ১৭ লইয়াম ১৮ কর দেব ত্রিলোচন ১৯ নাই ২০ অতিরিক্ত মোর ২১ আশু প্রাণনাথ দেত নাই, ভণিতা দিয়ে গান শেষ ২২ নাই

।। দু'শ ছোত্রিশ ।।

ত্রিপদি

ধনাইর মা কর্ণ্য দিয়া সুন একমনে।
১বাপুর পুরের মাঝে কিসের বাজন বাজে
২নটি নাচে ২বাপুর ভুবনে।।
৩অস্তীক মুনির মা শুনিয়া যে পুরের ঘা

নেতাইকে সোধায় জতনে৩।।
খোল করতালের ৪ধুনি ৫ঝমকে ঝমকে সুনি
কুকিল সবদে সুনি গিত।
৬কিবা ইন্দ্র বিদ্বাধরি আসিএগ্রাছে সিবের পুরি
আইজ বাপুর ৮মহা আনন্দিত।।
নেতা বোলে ৯নয় নটি চান্দোর বধু বাছুর বেটি
জার শ্যামি ১০খাইলে মেড় ঘরে।
ভাসিয়া ১১কদলির ভুরে আসিয়াছে দেব পুরে
১২সঙ্কর সাক্ষাতে নৃর্ত্ত করে।।
পদ্বা বোলে ১৩নেতা শুন বিবাদে ১৪করিলাঙ খুন
করি সক্তি ১৫দেত্র জিএগ্রাইয়া১৫।
আছে জত দেবগণ ১৬দেখি জিএগ্রা দেএ ১৬কুনজন
জাবত না পুজে বিবাদিয়া।।
জগত জিবন কবি বান্দো মা মনোসা দেবি
১৭দেবমুনি অশ্তিকের মাতা।
অষ্টনাগের অধিকারি জরৎকার মুণির নারি
নায়েকের হবে বরদাতা১৭।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ ছোত্রিশ।।
১ নির্ত্তগিত ২ আশু নৃত্য করে ৩ অংশটি দেত নং পুথির ৪ আশু ধ্বনি ৫ দেত থমকে ৬ কিবা ৭ আশুদেব ৮ মনে ৯ আশু নহে ১০ মারিলে ১১ কলার ১২ সিবের ১৩ নেতাই১৪ কোরিনু ১৫ দিবেকো জিএগ্রায়া ১৬ জিএগ্রাইবে ১৭ আশু দ্বিজবর দেত এর ভণিতা শুক্ষ মোক্ষবরের কারণ/রোচিলপদ্মার গিত/জগজন আনন্দিত/হরি হরি বল বন্ধুগন

।। সাঁইত্রিশ ।।

১কান্দিয়া মহাদেবের আগে
তোমার ঝি মনসা করে অনাচারে ল হ ই ও ... ধু১

সিব বোলে নন্দি ২দ্বারি সুনহ উত্তর২।
৩সত্যরে চলিয়া ৩জাহ ৪ময়না নগর।।
আমার নাম করিএগ্রা পদ্বাকে বোল বানি।
৫সভাতে তলপ করে ৫দেব সুল পানি।।
সিবের ৬আজ্ঞাতে নন্দি মদনাবতি জায়৬।
মনসার দ্বারে নেতার লাগ্য পায়।।
নন্দি বোলে নেতা ৭পদ্বাকে বোল বানি৭।
৮জে তোমাকে ৮তলব করে দেব সুলপানি।।

সত্যরে চলিল নেতা সুনি নন্দির ভারথি।
আসি উত্তরিল জথা আছে পদ্মাবতি।।
নেতা বোলে পদ্মা সঙ্কর পাড়ে ডাক।
৯দ্বারে আসিঞা৯ নন্দি ১০কহিল আমাক১১।।
পদ্মা বোলে যাহ নেতা ১১বাপুর গোচরে।
১২বোল গিঞা ১২বাপুকে মনসা নাই ঘরে।।
১৩সর্ত্তর গমনে বাপুক বোলগা উত্তর।
পদ্মাবতি জিঞাছেন ঝালু মালুর ১৩ঘর।।
সপ্ত দিন১৪ হৈতে পুজা করে ১৪দুই ভাই।
পুজা ১৫খাইঞা পদ্মাবতি আছে ১৫সেহি ঠাই।।
এতেক সুনিঞা নেতা করিল গমন।
আসি উত্তরিল জথা আছে পঞ্চানন।।
কহিল বৃতান্ত সব মহাদেবের স্থানে।
মুণিঞা ১৬সঙ্কর হৈল কোপে কম্পমান।।
বারে বারে মনসা ১৭আমাক দেয় ১৭মনশ্তাপ।
১৮এহিবার দুখ্খেত আমি ১৮দিব অবিস্যাপ।।
১৯মহাদেব ক্রোদ্ধ পদ্মা জানিলেন ১৯অন্তরে।
সর্ত্তরে ২০দাড়াইল আসি ২০সিবের ২১গোচরে।।
২২পিতার চরনে ২৩পদ্মা দণ্ডবৎ ২৩করে।
যগত জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ সাঁইত্রিশ ।।
১ কালা বড় রসিক শুজানু হে আশু ধুয়া ভিন্ন ২ আমার বাক্য ধর ৩ আশু বিলম্ব না কর যাও ৪ হিঙ্গুলিয়া ৫ তোমাকে ডাকএ প্রভু এই দুটি লাইন আশু তে নাই ৬ আশু বচনে নন্দী চলিল সত্বর ৭ ডাকি আন পদ্মাবতী ৮ সভাতে ৯ দুয়ারে আইলা ১০ কহো গা পর্দ্দাক ১১ বাপের ১২ বলে জায়া ১৩ নাই ১৪ পুজে জালো মালো ১৫ খাএা মনসা আছেন ১৬ আশু সিব ১৭ দিলেক ১৮ এবার মনের দুখ্খে ১৯ নাই ২০ সত্তরে চলিয়া গেল ২১ বরাবর ২২ বাপের আশু বরে ২৩ জায়া নমস্কার

।। দু'শ আটত্রিশ ।।

১ও মোনসা তুমি বড় নিদারুন
বিনি দোসে সাহের পুত্রে করিলি খুন লো ... ধু১

সিব বোলে ২পদ্মাবতি সুনহ বচন২।
৩আমার ঝি হৈঞা হৈলে অধম দুর্জ্জন।।
আমার ঝি হইঞা কর এত মন্দ কাজ।

আমি সিব সর্ব্বদেসে পাই মহালাজ৩।।
দেবের ৪দেবতি হইএগ্রা যেমত ৪কুমতি।
কি দোসে মারিলে তুমি ৫বেললির পতি।।
পদ্মা বোলে ৬সুন মোর ৬জন্মদাতা বাপ।
বিনি অপরাধে কেন ৭কর অভিসাঁপ।।
৮বানিএগ্রার টেটনিকে৮ কেবা বোলে পতীব্রতা।
সভা মধ্যে ৯বানিএগ্রানি কহে৯ মিথ্যাকথা।।
আপনি মরিল বালা মামিহরা পাপে।
মিথ্যা ১০কথা কহে ১১জে খাইল পদ্মাঁর১২ সাঁপে।।
সভার ভিতরে পদ্মাঁ করিল আসান।
জলিয়া উঠিল বালি অগ্নির সমান।।
জগত জিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালির করিল প্রকাশ।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ আটত্রিশ ।।

১ আশু ধুয়া ভিন্ন দেত এ ধ্রুবপদ নাই ২ আশু দেবগন বুঝাহ পদ্মার ৩ নাই, প্রসঙ্গ সহযোগী পাঠ আশু ও দেত এ পৃথক ৪ মোধ্যে রোহা তুমি এতেকো ৫ বেহুলার ৬ শুনু তুমি ৭ দিতে চাই ৮ বাণিয়া ঢেটীকে ৯ আসিয়া কোহিছে ১০ নাই ১১ নাই ১২ অতিরিক্ত কাল আশুতে এই গানটি দীর্ঘ মনসা ও দুর্গরে বিবাদ সম্ভলিত উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক ২৮ টি লাইন আছে এতে

।। দু'শ উণচল্লিশ ।।

ত্রিপদি

১ও জগত গৌরি তুমি বাউলের ঝি
তোমার কেন এমত গিএগ্রান লো ও ই ও ... ধু১

২জয় জয় ব্রহ্মানী মনসা দেবি তুমি
তোমার কেন এমোত গেয়ান।
মুনিস্বের সঙ্গে বাদ এই বড় প্রমাদ
মিথ্যা কহ দেব বিদ্ধমান।২
দেবের দেবতি ৩হও ৪সভা মধ্যে মিথ্যা কও৪
বিচারে ৫হইবে অপমান।
ও ৬ মিসে মারিলে স্যামি ত্রিভুবনে ৭সভেজানি
৮মিথ্যা কও দেব বিদ্বামানে।।
ঘোসাল ব্রাহ্মন রাড়ী কুচিয়ামোরাতে বাড়ি
অবসেসে রচিল পুরানে৮।।

পাঠান্তর দু'শ ঊনচল্লিশ ঃ
ত্রিপদীতে লেখা ছোট্ট গানটি ব১ এবং দেও দুটি পুথিতেই পেয়েছি। আশুতে এ গান নেই ১ দেও এ ধুয়া নেই ২ অংশটি দেও নং পুথির ও দেও হয় ৪ মিথ্যা কর্থা কেনু কয় ৫ পাইবে ৬ মিছে ৭ ভালো ৮ নাই দেও রচিলেন জগত জিবন ভণিতা দিয়ে শেষ হয়েছে

।। দু'শ চল্লিশ ।।

১রাঙা চরনে স্বরণ লৈতে মনে করিয়াছি সাধ
ভবানী গো মা ... ধুয়া১

২বালি বোলে পদ্মা তোমার এমত গিয়ান।
বিচারে পাইবে তুমি বড় অপমান।।
মারিলে আমার স্যামি জানে ত্রিভুবনে।
মিথ্যা কথা কহ কেন দেব বিদ্বমানে২।।
পদ্মা বোলে ৩বিদ্বাঁধরি চুপ ৩হৈঞা থাক।
কে তোর মারিল স্যামি চোর ধর কাক।।
বালি বোলে জদি ৪না মার লখিন্দর।
সভার ৫মধ্যেত আজি ৫পুরাপুরি ৬নুড়ি কর।।
কাচুলি চিরিয়া ৭নুড়ি ধরে৭ বানিয়ানি।
৮নুড়িতে না দিল ৯সহি হাসেন ৯ব্রহ্মানি।।
দুগ্গা বোলে ১০সুন্দরি পুছিস ১০আরকি।
তোর স্যামি মারি আছে সঙ্করের ঝি।।
জারে তারে সঙ্গে দন্ধ করে ভাতার ছাড়ি।
আপনার থাকিতে ১১পরের করে বাড়ি।।
পদ্মাঁ বোলে সতাই না ১২বোল কিছু ১২মন্দ।
আমি ১৩বোলিলে পিছেঁ হইবেক দন্ধ।।
দুর্গ্গা বোলে ১৪কিবোল বোলিলে ওটি চেট মুর দারি১৪।
তোর ১৫মত নহে কেহো ১৫ঢেমনা ভাতারী।।
পদ্মাঁ বোলে কহিলে ১৬ঢোলা জায় ১৬জার।
১৭কার মত নাহি করি অসুর ১৭ভাতার।।
১৮দুর্গ্গা বোলে অসুর ১৯মারিলাঙ বাহু বলে।
২০কার মত নাহি ধরি বাপের আচলে।।
পদ্মা বোলে সতাই ২১আমি ২২কার মত নই।
২৩এক শেওয়ায় দুই নাই সভা মধ্যে কই।।
দুর্গ্গাবোলে ২৪তুটে তুঞি ২৪জানাইস সতিপোনা।
পদ্মার গালেত ২৫জাঞা মারিল ঠোকনা।।

উঠিএগ ধরিল ২৬হর পার্ব্বতির হাতে।
মিথ্যা ২৭দন্দ কর কেন দেবতার সাক্ষাতে।।
২৮আপনে মহাদেব ধরিলেন ২৮কর।
দুইজনা স্থির হইল সভার ভিতর।।
সিবের বচনে ২৯স্থির হইলা দুইজন।
৩০গাইল পদ্মাঁর বরে জগত জিবন৩০।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ চল্লিশ ।।

১ ধ্রুবপদটি দেও নং পুথির আশুতে এই গান ২৩৮ নং এর সাথে জড়িত অবস্থায় আছে ২ নাই ৩ বেহুলা নিঃশব্দ ৪ নাহি ৫ ভিতরে দেখি ৬ নাই ৭ আশু সাক্ষী রাখে ৮ আশু প্রত্যুত্তর ৯ তবে বিবাদী ১০ বালি তুই পুছিস ১১ অতিরিক্ত নাই ১২ না বোলিহ ১৩ হো বোলিলে লৌকিক ভাবে আমিও র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ১৪ কি বলিলি আরে দুরাচারি আশু ঢেট এর (গ) পুথিতে ঠেট ১৫ ধরন নাই আমি ১৬সকল বুঝা যায় আশু উকুটা ১৭ কভু নাহি করি অসুরের সনে দায় ১৮ গৌরি ১৯ মারিনু ২০ তোর ২১ নাই ২২ কাহার ২৩ ছাড়া ২৪ আশু দুর্গা ২৬ শিব ২৭ কলহ ২৮ আশু উঠিয়া ধরিল শিব পার্বতিরহাতে ২৯ চুপ ৩০ রচিল...আশু ঘুচিল কন্দল গায়

।। দু'শ একচল্লিশ ।।

১বালি কান্ধিয়া হরের আগে জোর করে পানি
বিভার রাত্রে স্যামি মোঁর মরিল তোমার নন্দিনি লো হ ঐ ও ... ধু১
বালি বোলে ২দেবগণ সুন বিবরণ।
মনসা ৩করিল আমার জত বিড়ম্মন।।
সর্গ্গেত ৪আছিলাঙ আমী ইন্দ্র বিদ্বাধরি।
প্রিথিবিতে মনসা আনিল সত্যকরি।।
৫সত্যে প্রতিত নাই ৫মিথ্যা কথার ঘর।
হেন পাপিষ্ঠাকে জম্ম দিল মহেশ্বর।।
৭পদ্মার অঙ্গিকারে আইলাঙ৭ মহিতলে।
৮যনম লভিলাঙ গিএগ ৮মনুশ্যের ৯কুলে।।
১০বিবাহের রাত্রে স্যামি ১১মারিল দিয়া কালে১১।
স্যামী সঙ্গে ১২ভাসিলাঙ সাগরের ১২জলে।।
নানা মুর্ত্তি ১৩হইএগ ছলে ১৪সাগরের তিরে১৪।
১৫গোয়ালিনি হইএগ ১৬ডাকে ঘাটের উপরে১৬।।
আর ঘাটে মেনকা জননি হৈএগ ছাড়ে ডাক।
১৭পুন ১৮বাঘিনি মুরতি ১৯হইএগ চাহে ২০খাই বাক।।
২১ছয়মাস ২২ভাসিলাঙ আমি জলের উপরে।
২৩ভগুনা করিল পদ্মাঁ নানা মত প্রকারে২৩।।
বানিএগ টেটনি ২৪আমি না করিলাঙ ডর।
ভাসিএগ ২৫আইলাঙ আমি জলের উপর।।
সভা মধ্যে ২৬জত বলি কিছু মিথ্যা নয়২৬।

পদ্মাঁবতি মিথ্যা বোলে দেবের সভায়।।
সভামধ্যে মিথ্যা কহে করে মহাপাপ।
ভাগ্যে ২৭সে আমার স্থানে বন্ধি আছে২৭ সাঁপ।।
সাপুড়া ২৮খসাইঞা দিল মনসার আগে।
২৯ফোফাইঞা মস্তক তোলে মনসার ২৯নাগে।।
৩০সর্প্প দেখি দেব করে হায় হায়।
মিথ্যা ৩১কহিল পদ্মা দেবের সভায়।।
লজ্যা পায় পদ্মাঁবতি হাসে দেবগন।
শুনিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ একচল্লিশ ।।
১ ধুয়া না জানি পিরিতি কোরিলাম দারু কালার সোনে হে আশু ধুয়া ভিন্ন ২ বিসোন্তর আশু তে এর আগে অতিরিক্ত ছ'টি লাইন আছে ৩ কৈলাম ৪ আছিলাম, আশু আছিল ৫ আশু সত্য না কহে পদ্মা ৬ আশু নাই ৭ আশু মনসার বচনে আইল ৮জন্ম লভিলাম ধায়া ৯ ঘরে ১০ বিভা ১১ মারিলেকো বলে ১২ আশু ভাসি আমি সমুদ্রের ১৩ ধোরি মোকে ১৪ মধ্য পতে ১৫ আশু গোয়ালের নারী ১৬ আশু চাহে ছলিবাক ১৭ আশু নাই ১৮ বধিণী ১৯ ধরি ২০ খাইবার ২১ নাই ২২ ভাসিয়া আইল ২৩ নাই ২৪ হৈয়া ২৫আলি ২৬ মিছা কহে করে মহাপাপ ২৭ বোন্দি মর ঠাই আছে উহার ২৮ খুলিয়া ২৯ মনসার গায়ে গিয়ে আশু এক দণ্ড পোড়িয়া রহে মনসার ৩০ নাগ ৩১ কথা কহে

।। দু'শ বিয়াল্লিশ ।।

১কান্দে মনসা দেবি গো ... ধুয়া১

কান্দিয়া ২সিবের আগে ৩বোলে ধিরে ধিরে।
চান্দো ৪অভিমান ৫সদা করেন আমারে৫।।
৬দেবতার সমাঝে পদ্মাঁ কান্দে পিতা বিদ্যমান।
বাপু সহ্য না যায় চান্দো সদা করে অপমান৬।।
একে ৭তো বানিঞা ৭না দেয় ফুল পানি।
৮আমাকে বোলেন ৯সর্ব্বথা বেঙ্গখাকী কানি।।
১০জেইযন পুজে মোকে ১১চাপালি নগরে।
মশ্তক মুড়িয়া তাকে গ্রামের বাহির করে।।
১২সর্ব্বথা বোলেন আমাক ১২ঢেমনা ভাতারী।
১৩এতো অভিমান চান্দোর সহিতে না পারি।
এহি ১৪সে কারনে কৈলাঙ দড় ১৪অহঙ্কার।
বিবাহের রাত্রে ১৫মাইলাঙ নন্দন তাহার।।

জাবত ১৬বানিএগা না দেয় ফুল পানি।
১৭তবে ১৮নাহি জিএগাইব ১৯বেললির স্যামি।।
২০সাপুড়ার মধ্যে নাগিনি বোলে বানি।
জিএগা দেয় বানিএগার পুত্র সুনহ ব্রহ্মানি।।
সাপুড়াতে বান্ধি য়ামি সুল বিদ্দাবতি২০।
জিএগা দেয় ২১বালির স্যামি আমার ২১ঘুচাহ দুর্গতি।।
বালাকে মারিলে ২২কেন জিএগা নাহী দেও।
২৩আমার জিবন ২৩মারিয়া আপন কর্ম্ম ২৪পাও।।
২৫বানিএগা টেটনি তোমা হৈতে খেচড়।
বোলে অবশ্য জিএগাব স্যামি লোহা হৈতে দড়২৫।।
ছয়মাশ ২৬সাপুড়ায় বন্ধি নাহি অর্ন্যজল।
মুখে নাহি ২৭স্বরে বানি ২৭অঙ্গে নাহি বল।।
ছয়মাস বন্ধি আমি সাধি তোমার কাজ।
২৮কোন ২৯সুখে নিদ্রা জাও মুখে নাহি লাজ।।
সর্প্পের বচনে পদ্মা হেষ্ঠ মুণ্ড ৩০করে।
জগত জিবন গায় মনসার বরে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ বিয়াল্লিশ ।।

১ ধ্রববদটি দেত নং পুথির ২ দেবো ৩ সিব বিদ্দমানে৪ অপমানে ৫ সয়া নাহী জায় ৬নাই ৭ চান্দ আমাকে ৮ মোকে ৯ সঙ্গা ১০ জেবা ১১ ভিতরে ১২ আর মোকে বলে বাপু ১৩ চান্দর ১৪ দুখে আমি বাপু কোরি ১৫ মারিয়াছি ১৬ চান্দ মোকে ১৭ তদোবিধি ১৮ না ১৯ বেহুলার ২০ নাই ২১ দেহ বালা ২২ তুমি ২৩ মোর প্রাণ ২৪ সাদে ২৫ নাই ২৬ আমি ২৭ রা ... মো ২৮ নাই ২৯ সুখে ৩০ মাথা

।। দু'শ তেতাল্লিশ ।।

১ভজমন গঙ্গা নারায়ণ
ওরে মন জপরে গো বিন্ধচরন ... ধু১

২সিব বোলে পদ্দাঁবতি সুন ৩আমার বানি।
৪জিএগা দেহ ৫বাছা বানিএগার পুত্রখানি।।
দেবগন বোলে পদ্মা কর অঙ্গিকার।
৬বেললিকে স্যামিদান দেহ ৭একবার।।
পদ্দাঁ বোলে ৮মনের দুখ৮ কেহ নাহি বুঝে।
না জিএগাব বালাকে ৯চান্দো জাবত ১০না পুজে।।
সভা মধ্যে ১১বেললি করল ১১য়ঙ্গিকার।
সসুরের ১২হস্তে পূজা করাবে আমার।।

দেবগণ বোলে কন্যা কর অঙ্গিকারে।
আমরা বুঝাইব ১৩গিএগ্রা চান্দো ১৩সদাগরে।।
অঙ্গিকার ১৪করে বালি দেবতার ১৫সাক্ষাতে।
দেয়াইবো ১৬পুস্পজল সসুরের হাতে।।
পদ্যা বোলেন ১৭সাক্ষি হও ১৭দেবলোক।
১৮যেন ১৯চান্দো বিবাদিয়া পুযা করে মোক।।
দেবগন বোলে পদ্যা না কর ২০বিসময়।
আমরা ২১ফুলের নাগা হইলাঙ ২১নিশ্চয়।।
২২দেবতার বচনে পদ্যা আনন্দিত মন।
২৩বেললিকে প্রবধ বোলেন বচন।।
পুজেকি না পুজে চান্দো দেবি পদ্যা মই।
২৪জগত জীবন ভণে মনেতে সদাই২৪।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ তেতাল্লিশ ।।

১ দেত এ ধ্রুবপদ বাজাও নারে ২ সঙ্কর ৩ মোর ৪ জিএগ্রাইয়া ৫ নাই ৬ বেহুলাকে ৭ এইবার ৮ মোর দুখোর ৯ নাই১০ নাহি ১১ বেহুলা কোরুকো ১২ হাতে ১৩ বিবাদিয়া ১৪ কৈল্য ১৫ সোভাতে ১৬ ফুল ১৭ দেবোগন শুনু সুর ১৮ যদি ১৯ নাই ২০ রয় ২১ নিও করাকে আশু পুস্পের সাক্ষী লাইনটি মধ্যযুগীয় 'সই পাতানো' র মত 'ফুল পাতানো' গোছের সাক্ষী সূচক ২২ দেবের ২৩ অন্যত্র নাই ২৪ ভণিতা ভিন্ন বিরচিয়া গাএ কবি জগত জীবন।

।। দু'শ চুয়াল্লিশ ।।

১চল চল সুন্দরি তোমার স্যামি জিএগ্রা দেই ... ধু১

চলগো ভতিজা বধু ত্রিপিনির ঘাটে।
খণ্ডুক মনের দুখ ২বালাকে জিএগ্রাই২ ঝাটে।।
৩মুখে কহো মুখে বোল হ্রি দপট ৩নাই।
অল্প দুখে মারি নাই ৪দুহুব ৪লখাই।।
তোর সসুর বিবাদিয়া ৫নিতি পাড়ে গালি।
হেমতালের বারীত মোর ভাঙ্গিল কাকালি।।
বালাক মারিয়া মোর মনে বড় দুখ।
৬নিতি নিতি কান্দো ৬মোর ৭মনে নাহি সুখ।
ছয়মাস জলে ভাসিলা রূপবতি।
৮ফিরিয়া আসিলাঙ আমি ৮পুরি মত্রনাবতি।।
ছয়মাস ৯ভাসিলাঙ ভুরার৯ ১০চারিপাসে।

চক্ষে ১১নিদ্রা নাই আমার মরিলাঙ১১ উপবাসে।।
সর্ত্তরে ১২উঠিয়া চল১২ ত্রিপিনীর ঘাটে।
১৩দেখিয়া তোমার দুখ প্রাণ আমার ফাটে১৩।।
খণ্ডুক মনের দুধ বালাকে জিএগাই ঝাটে।
জিএগাব বালাকে মনে নাহিক কপটে।।
১৪স্যামি সঙ্গে যাহ তুমি চাম্পাই নগরে।
আমার পূজা হয় যেন বোলিবে সসুরে।।
পদ্যার আদেসে গিত পাইলাঙ সপ্পনে।
বিরচিএগা গায় কবি জগত জিবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ চুয়াল্লিশ ।।

১ কোথাও ধ্রুবপদ নাই ২ আশু বালাক জিয়াঙ ৩ শুনু বালিসুন্দরি কপোট মর আশু ভিন্ন ৪ আশু বণিক নন্দন ৫ সদা আশু নিত্য ৬ আশু নিত্য নিত্য কাঞ্চি ৭ আশু চিত্তে ৮ ছয় মাস নাহি জাই আশু নাই যাঙ ৯ ভাসিনু ভেলার ১০ আশু চতুস্পাশে ১১ নিদ্রা নাহি মর মোরি আশু হয় ১২ আশু করিয়া যাহ ১৩ অন্যত্র নাই ১৪অংশটি দে৩ নং পুথির আশুতে চম্পাবতী পুর এবং করে যেন তোমার আছে ১৫ দে৩ এ পদ্দার চরনে মর মোজুকো নিজমন আশু ভণিতা ভিন্ন

।। দু'শ পঁয়তাল্লিশ ।।

১মোর সনের কেনা বাদ ছিনরে
ও মনসা মা এমন নিদারুন কেন ... ধু১

পদ্যার বচনে বালি আনন্দিত মন।
২ত্রিপিনির জলে ২বালি করিল গমন।।
৩স্যামির অশ্তি বালি করিয়া ৩বুকনি।
আনন্দে চলিয়া ৪গেল ত্রিপিনির পাণী।।৪
পদ্মাঁ বোলে ৫বানিয়ানি অশ্তি ধুইএগা য়ান।
৬জিয়া দেহ ৬স্যামী ৭তোমার সভা বিদ্যমান।।
অশ্তি ধুইএগা সুন্দরি রাখিল স্থানে স্থানে।
রাঘবে গিলিল অশ্তি ৮বেললি না যানে।।
৯গনিয়া দেখিল বালি চাকা হৈল চুরি।
কান্দিয়া বযাকুল হৈল বেললি সুন্দরি।।৯
বালি বোলে পদ্মাঁ তুমি বড় নিদারুন।
বিনি দোসে১০ স্যমিক আমার তুমি১০ কৈলে খুন।।
ছয়মাস ১১ভাসিলাঙ আমি সাগরের জলে।
বঞ্চনা করিলে তুমি নানা বুদ্ধি ছলে।।
১৩আর না দেখিলাঙ১৩ ১৪প্রভুক জিএগাবার চিহ্ন।।
সুন্দর সরির প্রভুর অঙ্গে ১৫হইল হিন।।

স্ত্রি হত্যা দিব ১৬আজি তোমার উপরে।
যেন ১৭দেবতাগন পরস না করে।।
১৮হ্রিদয় চিন্তিয়া ১৮পদ্দাঁ ধ্যান করি চায়।
রাঘবে গিলিল অশ্তি কি করি উপায়।।
মধ্য১৯খানে মনসা ২০ফেলিল ব্রর্ম্ম জলে।
বন্ধি করি তোলে মৎস২১ রাখব ২২বোয়াইল।।
বুক চিরিয়া২৩ লইল অশ্তিখান।
বুকসিএল২৪ রাখবেক পুন দিল ২৫জিবদান।।
রাখব চলিয়া গেলা সাগরের জলে।
বালাকে জিয়ায় পদ্দাঁ মহা কুতুহলে।।
জগত জিবন কবি মনসার ২৬মায়া।
২৭করিবে ব্রহ্মানি মাতা সেবকের মায়া।২৭

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ পঁয়তাল্লিশ ।।

প্রসঙ্গ ক্রম অনুযায়ী আশু র.১৯২ সংখ্যক গানের সঙ্গে এর মিল নেই ১৯৩ নং গানের শেষাংশের সঙ্গে মিল আছে। বেহুলা মনসাকে অবিশ্বাস করে তার সঙ্গে যেতে অসম্মতি ব্যক্ত করেছে। পাঠান্তর দেত নং পুথির ১ ধুয়া ভিন্ন বিধি মরে নিধি দিলে, আনিয়া হে ২ ত্রিবিনির কুলে এইটিই সঠিক পাঠ কিন্তু ব১ এর ত্রিপিনি পাঠ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ৩ সুন্দরী স্বামীর অঙ্গ কোরিলো ৪ যায় সাগর ত্রিবিনি ৫ বিদ্যাধরি ৬ জিয়াইবো ৭ তোর ৮ বেহুলা ৯ নাই ১০ তুমি মর ১১ ভাসি ১২ ভৎসনা ১৩ এখন না দেখি আমি ১৪ নাই ১৫ নহে ১৬ আমি ১৭ দেবো গোন তোমাক ১৮ সচিন্তিত ১৯ জলে ২০ লঘ ২১ নিলো জতো ২২ বহাল ২৩ তার পাইলো ২৪ পর্দ্দা তাকে ২৫ প্রাণদান ২৬ দাস ২৭ পদছন্দে পাচালি কোরি কোরিল প্রকাশ

।। দু'শ ছেচল্লিশ ।।

১উঠ উঠ বানিএগর বালা উঠহ সকাল
উঠিয়া সুমতি দেহ বাহিএগর দুলাল লো ও ... ধু ১

অশ্তি ২ধুইএগ সুন্দরি রাখিল স্থানে২ স্থানে।
জোড়া লাগাইল অশ্তি ব্রর্ম্ম গিয়ানে।।
৩মহামন্ত্রে মনসা পড়িয়া দিল নির।
৪হাড়ে মাঙ্গেশে চর্ম্ম লোম চক্ষে হৈল নির।।৪
পুন পুন ৫জপে পদ্যা মন্ত্র অদ্ভুত।
ঘট মধ্যে জিব থুইএগ গেল জমদুত।।
ঘটের মধ্যেত জদি৬ পশিল জিবন।
৭নাকে মুখে বাহিরাইতে৮ লাগিল পবন।।৮
অশোক বাসক আর৯ যিয়া ডাল দিয়া।
১০লখাইর অঙ্গের বিস১১ নাম্ভাইল ঝাড়িয়া।।

১২এক ঝাড়ন দুই ঝাড়ন তিন ঝাড়ন দিল।
বালার হাড়ের বিস পাতালে পশিল।।১২
সিয়রে বসিয়া পদ্যাঁ মারে তিন তাল।
১৩লখাইর অঙ্গের বিস ১৪পশিল পাতাল।।
গড়ুর ১৫হুঙ্কারে জদি বিস গেল ক্ষয়।
১৬চৈতন্য পাইএ্যা১৬ উঠে ১৭সাহের তনয়।।
১৮উঠিয়া বসিল বালা বানিএ্যার নন্দন।
পদ্যাকে দেখিএ্যা বালা টলিল তক্ষন।।
আপনার বিস পদ্যা আপনে জানিয়া।
সিত্তরে বসিল পদ্যা ধনন্তরি হৈয়া।।
সুন্দর বদনে পদ্যা খাইল তিন চুম।
চৈতন্য পাইল বালা ভাঙ্গিল কাল ঘুম।।১৮
উঠিয়া বসিল বালা চক্ষে দিল জল।
যয় যয় শব্দ ১৯করে দেবতা সকল।।
২০উঠিয়া সাধুর বালা চক্ষ মেলি চায়।
সন্মুখে বাছর বেটি নচিয়া বেড়ায়।।২০
জগত যিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে ২১পাচালির করিল প্রকাস।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ ছেচল্লিশ ।।

আশু ১৯৪ সংখ্যক গানের প্রথম দশটি লাইন অন্যত্র নাই। মাঝের কিছু অংশের পাঠে মিল থাকলেও শেষে 'চষদানের বস্ত্র হয় গায়েনকে উচিত' - লাইন থেকে এটি যে গায়েনের পুথি ও তার অনুপ্রবিষ্ট লাইন তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আশ্চর্য স্পাদক এ লাইন গুলিকেও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে ছিলেন। আমাদের পাঠান্তর দে৩ পুথির ১ ধ্রুবপদ ভিন্ন চায় বিস নাই ঝাড়ে বিস নাই লখার অঙ্গের বিস ঝাড়ে পর্দ্দা মাহ ২ গুলা পর্দ্দা মাঁ থুইলো স্থানে ৩ ব্রহ্মমন্ত্রে ৪ অস্থির উপোরে চর্ম্ম জন্মিলো রুধির ৫ ব্রহ্মমন্ত্র ৬ তার আইল ৭ কর্ণ ৮ শুতাসোন ৯ জিগাসেজ ১০ বালার ১১ নাসালো ১২ নাই ১৩ বালায় ১৪ নাভাল ১৫ অহঙ্কারে পাঠটি হুঙ্কারে হওয়াই স্বাভাবিক ১৬ চেতোন হোইয়া ১৭ চান্দের ১৮ নাই১৯ দিল ২০ নাই ২১ পাঁচালি করি

।। দু'শ সাতচল্লিশ ।।

কথান্ত ছন্দ

১দেব নির্ম্মান পুনি নেতেলা দিলেন য়ানি
পটলি বালা লক্ষিন্দর
পারিজাত পুষ্পের মালা
গলায় পটলি বালা
দান করিল পুরন্দর ... ধু১

ত্রিপদি

উঠিয়া বসিল বালা ২সন্মুখে বেহুলা২
৩চতুদিগে দেবতা সমাঝ।
বেলনি ৪সুন্দরি নাচে৪ নানা ছন্দে বাদ্য বাজে
৫দেখিয়া লখাই পায় লাজ।।৫
৬বালা বোলে সুন বালি কুলে৭ লাগাইল কালি
৮তোমার কেন এমতি বেভার।৮
৯দেবতার ১০সমাজ মাঝে নৃর্ত্ত কর কুন লামে
ত্রিভুবনে রাখিলে খাঁকার।।
কাইল তোরে বিবাহ১১ করি ১২আনিলাঙ চাপবতি পুরি১২
১৩আছিলাঙ কাচের মেড় ঘরে।
১৪কি করিলে১৪ মন্ত্র জোগ নিদ্রাতে য়ানিলে মোক
দেখিঞা ১৫পরান কাপে ১৬ডুরে।।
১৭বিষম ডাকিনি তুমি এবেসে ১৮জানিলাঙ য়ামি
১৯পাইলাঙ বিসস মনশ্তাপ।
২০ছিলাঙ চাপাবতি২০ পুরি ২১আনিলা কেমত করি২১
কান্দিয়া মরিবে মাওঁ বাপ।।
বালি বোলে দেবগন শুন তোরা সর্ব্বজন
দুখের উপরে মনশ্তাপ।
২২জাহার সড়ার বাসে ২৩শ্রিকালে আইসেন২৩ পাসে
২৪আইজ পর্জ্জে অজগর সাপ।।২৪
দেবগন বোলে লখাই ২৫বেলনির দোস নাই
২৬তোমাক বিবাদেত ২৬বধিল ব্রহ্মনি।
ভাসিয়া২৭ কন্দলির ভুরে আসিয়াছে দেবপুরে
তোমাকে জিয়াইল বানিয়ানি।।
শুনিয়া দেবের বানি ২৮বানিঞার সিরোমনি২৮
কান্ধে ২৯লয়া মৃদঙ্গ বাজায়।
দেবের৩০ সমাঝ মাঝে৩০ ৩১বেলনিত্র নৃর্ত্ত করে৩১
৩২রেবতির নন্দন ৩২কবি গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ সাতচল্লিশ ।।

১ অন্যত্র ধ্রুবপদ নাই ২ খুচিলো বিসের জালা ৩ বেহুলা আনন্দ ৪ ভরিয়া চিত ৫ দেবের সমাজে পশু নাচে আশু বাণিয়া ৬ লখাই ৭ রাখিলি ৮ আশু তোর কেনে অনুচিত কাজ ৯ আশু এতেক্যে ১০ দেবের ১১ কালি তোকে বিতা ১২ আনিলাম আপন বাড়ি আশু আনিলু চম্পলা ১৩ আশু আছিলা ১৪ কিবা কৈলা ১৫ প্রাণ ১৬ আশু মোর ১৭ এমত ১৮ জানিনু ১৯ পাইনু আশু পাইল ২০ আছিলাম চাম্পাই আশু চম্পা ২১ আশু তথা কেনে বিদ্যাধরি দেত ধোরি ২২ যার সড়া পচা ২৩ মুনিস্বো না আইসে আশু সওনি শৃগালে ২৪ আশু আসিয়া গর্জ্জয়ে বনের বাঘ ২৫ বেহুলার আশু বিহুলার ২৬ বিসোম্বাদে আশু বিবাদ সাধিয়াছে ২৭ কলার ২৮ আশু চাম্পালির দেত পর্দ্দার পায়ে প্রণামী ২৯ করি ৩০ সভার আশু সমাজে ৩১ বেহুলা সুন্দরী নাচে আশু বেননী ৩২ জগত জিবন

।। দু'শ আটচল্লিশ ।।

১ওমর নারি মুখে মহোন বালী বাজেনা
ওগো রাধা মন্ত্রে দিক্ষে বালী কৃষ্ণ বেনা বাজেনা ... ধু ১

পদ্যা বোলে সুন ২বাছা বেললি সুন্দরি।
৩জিয়া দিলাঙ৩ স্যামি তোমার ৪চল নিয পুরি।।
বালি বোলে কেমতে জাইব নিযপুর।
জিঞা দেহ ৫সুলীল মগনই ৫ছয় ভাসুর।।
স্যামির সহিতে আমি বঞ্চিব ৬যখন রাশ।৬
দেখি রাড়ি ছয় জাও ছাড়িবে নিশ্বাস।।
পদ্যাঁ বোলে ৭সুন বাছা বেললি ৭সুন্দরি।
৮তোর ৯ছয় ভাসুর আছে রাক্ষসের পুরি।।
বালি বোলে ১০জাই য়ামি রাক্ষসের পুর।১০
উদ্ধার করিয়া আনি ১১ইছয় ভাসুর।।
পদ্যা বোলে কেমতে জাইবে ১২বিদ্যাধরি।
রাক্ষসে খাইবে ১৩তোমাক পরম সুন্দরি।।
বালি বোলে ১৪রাক্ষসেক ভয় নাহি করি।
১৫সঙ্কটে করিবে, রক্ষা ১৫দেবি বিসহরি।।
যেমতে রাখিল গোদা দুর্য্যনের হাতে।
ভাইয়ের কুমতি হইল রাখিল তাহাতে।।
১৬জেযন রাখিল মোকে ১৬জলের উপর।
১৭সেমন করিবে রক্ষা ১৭রাক্ষসের নগর।।
১৮সঙ্কটে ঠেকিয়া১৮ পদ্যা করে হায় হায়।
বানিঞা টেটনির হাত য়েড়ান না যায়।।
১৯রহ রহ সুন্দরি ২০রহ এহি ঠাঞি।
২১আমি জিঞা দেই ২১তোমার ভাসুর ২২ছয় ভাই।।
২৩জগত যিবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাচালির করিল প্রকাশ।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ আটচল্লিশ ।।

১ ধুয়া ভিন্ন দেও এ ধুয়া চিকোন কানাই বাঁসি বাজায় ধিরে ধিরে ২ তুমি ৩ জিঞিলা ৪ জাহ ৫ দেহো মাতা ৬ অবকাশ ৭ এত কথা না বলো ৮ তোমার ৯ নাই ১০ আজ্ঞা করো জাই লঙ্কাপুরি ১১ আপন ১২ লঙ্কাপুরি ১৩ তোরে ১৪ রাসের ১৫ তাহাতে রাখিবে মোকে ১৬ ছয়মাস রক্ষা কৈল ১৭ সে, কোনা রাখিবে মোকে ১৮ মন্দ মন্দ হাঁসে ১৯ রহো হে ২০ তুমি ২১ সব জিজ্ঞাবে গোঁসাই ২২ নাই ২৩ পদ্দার চরনে গো মোজুকো নিজ চিত/জগত জীবন গায় মধুর সঙ্গীত আশু বিবরনে মস্তকের কেশ কন্যার দুই অর্দ্ধ করি ইত্যাদি বিবরণ আছে। আশু তে ৬ নিশ্বাস ১৮ মধু হাস্যে পদ্মাবর্তী ২১, ২২ জিয়ার জিয়ার বাক্য বোলি বিষহরি ২৩ ভণিতা ভিন্ন

।। দু'শ উণপঞ্চাশ ।।

১ত্রিপদি

২বোলে দেবি বিসহরি সুন বানিঞার নারি
আমি জিঞাইব তোমার ভাসুর।২
৩আগম রাক্ষস পুরি একেশ্বরে বিদ্যাধরি
কেমতে জাইব এতোদুর।।
তোমার বচনে য়ামি ৪জিঞাইলাঙ তোমার৪ স্যামি
৫আর জিঞাইবই ৫ছয় ভাসুর।
করিহ আমার কাজ জেন ৬সংসারে না হয় লাজ
যেন পুজা করে ৭তোমার সসুর৭
৮তারকাহ করি ডাক দিল বিসহরি
রাক্ষসিনি ৯জানিতে পাইল মনে।৯
বুড়ি১০ ধাঞা চলে সিগ্রগতি জথা আছে পদ্যাঁবতি
জোড় হস্তে বন্ধিল চরণে।।
মনসাঁ বোলেন বানি শুন বুড়ি রাক্ষসিনি
আন ছয় ১১সাহের নন্দন।
মনসার আজ্ঞা ১২পায় ১৩বুড়ি সিগ্রগতি ধায়১৩
ছয় ১৪মৃর্ত্ত জোগাল তখন।।
পদ্যা বোলে ১৫বিদ্যাধরি দেখ ১৬মৃর্ত্ত হস্তে করি১৬
অগ্নি দিলে ১৭হইঞা জান ১৭ছাই।
না ধর না সুন বোল ১৮মিথ্যা কর গণ্ডুগোল
১৯ইনা মৃর্ত্ত কেমনে ১৯জিঞাই।।
২০বেললি বোলেন মাঁ না কর কপট ২১ভাও
তুমি দেবি সংসারের সার।
আমার ভাসুর গণ না জিঞাবে ছয়জন
২২মাঁনিষ দেসে না যাইব আর।
২৩বালি সঙ্কুট করিয়া পাণি বোলে সুন মাতা ঠাকুরানি
দাসি হইঞা করো পরিহার।
আমার ভাসুর গণ জিয়া দেহ ছয়জন
সর্ব্বদেসে রসুক জসভার।।২৩
বিসম টেটন ২৪বানিঞার নারি২৪ কুন ২৫রূপে বুদ্ধি ২৬হানতে নারি২৬
কুন ২৭রূপে ভাণ্ডিতে ২৭না পারি।
২৮সাধুর নন্দন গণ পাখানীয়া ছয়যণ
ভুমিতে রাখিল সারি সারি।।
মহামন্ত্র জপ করি যল দিল বিসহরি

ঘটমধ্যে ২৯পশিল যিবন।
আইলেন পঞ্চ৩০দুত ৩১উঠিল বানিএগার পুত
চক্ষুমেলি ৩২চান ছয় যন।।
উঠিয়া ছয় ভাই বসিলেন ছয় ঠাই
৩৩সঙে মুখো ৩৪নিরক্ষিয়া চায়।
৩৫দেব সভার মাঝে৩৫ বেললি নৃর্ত্ত করে
লখিন্দর মৃদঙ্গ বাজায়।।
ছয় ভাই করে মনে ৩৬এথা আনিল ৩৬কুন জনে
৩৭ রাক্ষসের পুরি এতদুর।৩৭
জননি পিতা কতি সুন্দরি রূপবতি
না দেখি ৩৮চাপাবতি পুর।।৩৮
৩৯বিস্মি ছয়জনে ৪০পদ্যা জানিল মনে৪০
৪১দিল পদ্যাঁ ৪১পরিচয় করি।
তোমার সহদর দুল্বব লখিন্দর
৪২ভাই বধু বেললি সুন্দরি।।
তোমার পিতার দোসে আমার অসন্তোসে
মরিলা তোমরা ছয়ভাই।
৪৩সনেকা সুন্দরি৪৩ ৪৪কঠুর তপস্যা ৪৪করি
পাইল দুল্বভ লখাই।।
৪৫বিভার রাত্রের ৪৫নিসি ভাগে ৪৬খাইল ৪৭আমার কাল নাগে
৪৮ মরিলেন বানিএগার পুত।
৪৯বেললি রূপবতি ৫০বান্যাকুলে মহাসতি
কর্ম্ম করিল অদভুত।।
৫১বালি ভাসিএগা কদলির ভুরে৫১ ৫২আসিয়া আছে ৫২দেবপুরে
জিএগাইল আপনার স্যামি।
৫৩বালি করিল উতপাত কৃপা কৈল ভোনানাথ৫৩
তোমা সভাকারে ৫৪জিয়াইলাঙ আমি।।
পদ্যাবতি মায়া করি ব্রাহ্মনি রূপধরি
আসিএগা কহিল সর্প্পনে।
৫৫মনসামঙ্গলগিত৫৫ ৫৬সুনি অতি সুললিত৫৬
৫৭বিরচিল জগত জিবনে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ উণপঞ্চাশ ।।

১, ২ নাই ৩ অলোক্ষ আশু অগম্য ৪জিএগলাম তবো ৫ জিএগইতে বলো ৬ মর৭ সদাগরে ৮ এমোত তুরন্ত আশু গর্ব্বার আশু (গ) পুথিতে তারকা তারকা ৯ জানিলো অন্তরে ১০ সাধুর ১২ ধোরি ১৩ আনে মরা সিড়াকরি ১৪ মরা ১৫ বানিআনি ১৬ দেখি মরা খানি ১৭ পুড়ি ২য় ১৮ কিবা ১৯ এই মরা কেমতে ২০ বেহুলা ২১ ভা ২২ নিজ ২৩ নাই ২৪ কি বলে শুন ২৫ নাই ২৬ ছোলিবো বান্যানী ২৭ আশু বুদ্ধে ছলিতে ২৮ সাহের ২৯ বোসিলো ৩০ ভুত ৩১ জিনিলো সাহের সুত ৩২ চায় ৩৩ সকল ৩৪ সবার ৩৫ দেবের বরাবরে ৩৬ আনিলেকো ৩৭ কেবা আনিলেকো দেব পুরি ৩৮ চাম্পাবোতি পুরি ৩৯ সোচিম্বোয় ৪০ আনিলেকো কুনজোন ৪১

তারতরে ৪২ ভাতৃ ৪৩ আশু চান্দোর সনকানারী ৪৪ কপোট ব্রত পাঠটি লিপিকর প্রমাদ, কারণ অর্থ বিপরীত হয়ে যায় ৪৫ বিবাহের আশু ভিবারাত্রে ৪৬ আশু খাইলেক ৪৭ নাই ৪৮ মারিলেন ৪৯ বেহুলা ৫০ কলিকালে ৫১ বেহুলা সুন্দরি আশু অতিরিক্ত ভুরে ৫২ আসিয়া ৫৩ কোহিলা বারম্বার নারিলাম সোহিবার আশু করিলে উৎপাত এড়হিতেনা পারিহাত ৫৪ জিয়াই ৫৫ পুরাণ ভাগবত গিত, আশু, ভারত পুরাণগীতি৫৬ শুনু নর শুনো নিত ৫৭ আশু রচিল

।। দু'শ পঞ্চাশ ।।

১ওরে দানির ছলে ঃ কদম্বতলে
ওরে দাড়াইল মুররি করে লো ... ধু১

মহারঙ্গে ২সুন্দরি নাচে২ উচ করি হাত।
৩জিয়াইলাঙ ভাসুর ছয় আর প্রাণনাথ।।
৪ভ্রাতাদের চরনে বালা নমস্কার করে।
কেলাকোলি গলাগলি ৫সপ্ত সহদরে।।
বেললি বন্ধিল ছয় ভাসুরের চরন।
আশীর্ব্বাদ ৬দিল ছয় ৭সাহেব নন্দন।।
৮জিও জিও ৯মাঁ তুমি পতিব্রতা সতি।
জুগে জুগে ১০হও তুমি জর্ম্ম ১১রাইহতি।।
পদ্যাঁ বোলে ১২সুন বাছা ১২বেললি সুন্দরি।
পুরিল ১৩মনের সাধ চল ১৩নিজ পুরি।।
জিয়া দিলাঙ স্যামি ১৪তোমার আর ছয় ভাসুর।
আমার পুজা করে জেন তোমার সমুর।।
১৫বালি বোলে মাঁতা ১৫দেসে জাইব কেমতে।
১৬ভাসিয়া আইলাঙ জলে জাইব১৬ কুন পথে।।
ভাসিয়া আইলাঙ ১৭আমি কদলির ভুরে।
১৮নিশ্চয় না জানি ১৮চাপাবতি কত দুরে।।
সসুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা আছে তোমার ঠাই।
আজ্ঞা কর জনোনি চড়িয়া দেসে জাই।।
পদ্মা বোলে ১৯সুন্দরি করিলা আজ্ঞাকারি।
২০বাছা এমত অদভুত কর্ম্ম করিতে না পারি।।
সাগরে ডুবিল ২১ডিঙ্গা ২৩ত্রিভুবনে জানে।
কুন স্থানে আছে ডিঙ্গা জানিব ২৩কেমনে।।
বালি বোলে মাতা ২৪তুমি সংসারের সার২৪।
সদয় হইয়া মায়া না ২৫করিহ আর।।
২৬সাগর বলিয়া পদ্মা করিল শ্বরণ।
জোড় হস্তে সাগর আইল ততক্ষণ২৬।।

পদ্মা বোলে সাগর বচন সুন ভাই।
২৭চন্দ্রপতির চৌদ্দ ডিঙ্গা আছে তোমার ২৭ঠাই।।
বুহিত ২৮দেখিয়া দেহ আর ধনজন।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারি ২৯জত গাবরিয়া গণ।।
জোড় ৩০হস্ত করিয়া সাগরে বাক্য বোলে।
দৈত্যকে ৩১আজ্ঞা কর ডিঙ্গা জাএগ্র তোলে।।
পদ্মা বোলে দৈত্য৩২রাজ স্থন মোর ৩৩বানি।
সাগরে ৩৪ডুবিয়া তোল ডিঙ্গা চৌদ্দখানী৩৪।।
পদ্যার ৩৫আজ্ঞায় দৈত্য গণ করিল গমন।।
৩৬জলেত ডুবিএগ্র তোলে ডিঙ্গা ধনজন।।
মহারঙ্গে নাচে গন্ধ বানিএগ্রর নন্দিনি।
শ্রীজগত জিবন গায় মধুরস বাণী৩৬।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ পঞ্চাশ ।।

১ অন্যত্র ধ্রুবপদ নাই২ নাচে বালি ৩ জিঞ্জিলো আশু জিয়াইল ৪ তায়ের ৫ সাত আশুতে আছে ছয় লক্ষ্মীন্দর এবং ছয় ভাই মিলে সংখ্যা টি হওয়াই স্বাভাবিক ৬ করে ৭ বান্যার জয় জয় বিদ্যাধরি আশু বেলেলি, দে, এ নাই ১০ হয় ১১ হয় আহ্যাতি দে৩ নং পুথিতে এই গানটি এখানেই শেষ পরবর্তী গান শুরু হয়েছে নূতন ধ্রুবপদ দিয়ে ১২ শুনুহো ১৩ মানস কন্যা জাহ ১৪ তোর ১৫ বেহুলা বোলেন ১৬ কুন পথে অছিলাম জাবো ১৭ নাই ১৮ জানিমাতো ১৯ বেহুলা ২০ নাই ২১ নৌকা ২২ সর্বজনে ২৩ কেমতে ২৪ পদ্দা করি নমস্কার ২৫ কোরিবা ২৬ দে৩ বা আশুতেনাই ২৭ চান্দোর বোহীতো বাপু আছে তবো ২৮ তুলিয়া ২৯ আর ৩০ হাত ৩১ আদেশ ৩২ গোন ৩৩ বোল ৩৪ জলে জায়া সাধুর ডিঙ্গা তোল ৩৫ আদেশে ৩৬ দে৩ এ নাই এক লাইনের ভণিতা দিয়ে গান শেষ, আশু তে কাঁকড়ার জলে কুম্ভলিয়া খাটুরিয়া প্রভৃতি দৈত্যের আগমনের কথা আছে।

।। দু'শ একান্ন ।।

ত্রিপদি

১দৈত্য প্রথমে ডুবিয়া ১যলে ডিঙ্গা তোলে ২বাহু বলে
মধুকর সভার প্রধান

জাহাতে ৩চৌয়ারি ঘর ৪সাধু ৫সুতে বৈসে নিরন্তর
নানা ৬রত্নে বিচিত্র৭ নির্ম্মানি।।
তুলিল ৮মহল পিরি সতে সতে ৯বিদ্বাধরি
লক্ষে লক্ষে আছে দাসিগণ
জাহাজ তুলিল পাছে জাহাতে সর্ব্বস আছে
লঙ্কার আনিল যত ধন।
তোলে ডিঙ্গা উভমুখি দেখিয়া দেবতা সুখি
গিরি জিনি জাহার ১০চৌরাঠ।
১১ঢাল তর আল হাতে সেনাগণ ১২রহে তাতে
নিরান্তর বোলে মরি কাট।।

১৩পান সহি ডিঙ্গা খানি জাতে ১৪আছে মিঠাপানি
১৫গৌরপদ্মো রক্ষিনি সিতল পাটি১৫।
কাহাতে ঘোড়ার থানা কুন ডিঙ্গা ফিলে খানা
কাহার উপর নাচে নটি।।
১৬ব্যাঘ্র মুখা ডিঙ্গা খান ১৭তাতে আছে চড়িল্ব ১৭ধান
১৮ভেড়া মুখা রন্ধনের ঠাই।
১৯তার পাছে তুলিল ১৯কোসা জাতে ২০রাজহংস পোসা২০
২১রাজভাসা লেখা জোখা নাই।।
ভ্রমরা তুলিল আর ২২তাতে আছে ২২ হাতে আর
২৩তুলিয়া বান্ধিল২৩ ঘাটে।
২৪পাল আর তুলিল তিরে জাতে চড়ি চলে ফিরে
বিকি কিনি করে হাট ঘাটে।।
২৫তোলে ডিঙ্গা মনুহরা জাতে আছে মরিচ জিরা
চৌদ্ধ ডিঙ্গা তুলি বান্ধে ঘাটে২৫।
চৌদ্ধ ডিঙ্গা ধনজন ভাণ্ডারি কাণ্ডারিগণ
২৬ দেখে পদ্মা আনিল গোচরে২৬।
২৭পদ্মার চরনে চিত রচিয়া নৌতন গিত
গাইল রেবতির কুমারে২৭।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ একান্ন ।।
১ প্রবেসে সাগরের ২ কুতুহলে ৩ চৌতরা ৪ নাই ৫ শুয়ে আশু সৈন্য ৬ রতনে৭ আশু নির্মান ৮ মহন গিরি সম্ভবতঃ সেটিই শুদ্ধ পাঠ ৯ সুন্দরি ১০ চড়াট আহ চৌরাট ১১ টাঙ্গী ১২ বোসে ১৩ পাসোই ১৪ চলে ১৫ কতো কতো দেখি পোরি পাটি আশু শোবার অনেক শীতল পাটি ১৬বাঘ মোড়া আশু ব্যাঘ্র মুহা ১৭ জাতে চলে চাল আশু চড়িশ ১৮ ভেড়ামুয়া আশুভেড়ামুহা ১৯ তার পরে তোলে ২০ চলে পোক্ষ আশু আছে রাজ ২১ রাজ হংস্বো আশু রাজবাসা ২২ জাতে জতো আশু যাতে থাকে ২৩ কোট বন্ধ গুলিবান্ধে আশু তুলি বান্ধে ২৪ আশু ধুড়িড়া, পরবর্তী চরনে দেঙ নং পুথির পাঠ তবে তোলে ভদ্রমুখি, জারতেজে কপে ওহি জিনিলো অক্ষয় তাতে আঁটে, মনে হয় আঁকে পাঠ লিপিকরপ্রমাদে আঁটে হয়েছে ২৫ নাই ২৬ পদ্দার সাক্ষাতেলয়া তোলে আশু যাএা পায় ২৭ দেঙ এ জগত জিবন গায় বন্দিয়া পদ্দার পায় পদছন্দে গিত মোনুহরে আশু তে জগত জীবন পদ রচিলেন বিদগাদ শঙ্কর নন্দিনী পদ্মার কৃপায়

।। দু'শ বাহান্ন ।।

১আজি মুরারি কাজে ঘনে ঘনে
না জানি বিনদ রায় সাজে কুন বোনে লো ... ধু১

পদ্যাবোলে ২সুন বাছা বেললি সুন্দরি২।
৩পুরিল মনের সাধ চল নিজপুরি৩।।
জে চাহিলি সেহি ৪দিলাঙ বাকি নাই আর।

৫আমার পুজা ৬করাও তবে৬ সত্য হবে পার।।
৭বিলর্ম্ব না কর আর সুন রূপবতি।
নৌকাতেচড়িয়া দেসে জাও সিগ্রগতি৭।।
৮পদ্যার বচনে বালির৮ আনন্দিত মন।
৯সকল সহিতে বন্ধে পদ্যার চরন।।
সিবের চরনে ১০জাঞা নমস্কার করে।
আজ্ঞা কর১১ ইশ্বর জাইতে চাহি ঘরে।।
সিরবোলে ১২বেলনি জাইবে নিযপুর।
পদ্যাঁর পুযা করে জেন তোমার সমুর।।
১৩সকল দেবতার পায়১৩ দণ্ডবৎ করে।
আজ্ঞা কর ১৪দেবগণ জাইতে চাই ঘরে।।
দেবগণ বোলে বালি ১৫জাও নিজঘর।
পদ্যাঁর পুযা করে যেন ১৬চন্দ্রপতি সদাগর।।
একে ১৭একে প্রণমিল সকল১৭ দেবগণ।
নৌকাতে চড়িল সবে আনন্দিত মন।।
পদ্যাঁ বোলে ১৮ডিঙ্গাতে চড়১৯ বানিঞার বৌহারি১৯।
হইব তোমার ২০আসি নৌকার ২০কাণ্ডারি।।
২১মধুকরে আসন করে সঙ্কর নন্দিনি।
মশ্তকে ধরিল ছত্র অহিরাজ ফনি।।
২২ছয় নায়ে ছয় জন বালি আর বালা।২২
মধুকরে চড়ে ২৩দুই লখাই বেহুলা।।
২৪জগত জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পাঁচালি করিল প্রকাশ২৪।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ বাহান্ন ।।
১ নন্দ নন্দন পদ ভজো হরে, অশু ধুয়া শিবাত্মক ২ বিলম্ব না কর রূপবতি আশু (গ) পুথিতে শুন বহু বেলনি যুবতি ৩ ডিঙ্গাতে চড়িয়া দেশে জায় সিগ্রগতি আশু চলযাই ৪ দিলাম আশু দিল ৫মর ৬ করিলে বাছা আশু করাইলে ৭ গানের শুরুতে লাইন দুটি আছে ৮ শুনিয়া বেহুলা প্রাণি আশু সুন্দরি কন্যান সগোষ্ঠী ১০ আশু বালী ১১ গোসাই আশু গোসাঞি ১২ বেহুলা আশু বেননী ১৩ দেবের চরণে বালি ১৪ দেবোত্য ১৫ জাহ ১৬ চান্দ ১৩-১৬ পর্যন্ত লাইনগুলি আশু তে নাই ১৭ দেত এ খাই চড়ে ছয় বানিয়ার বালা ২৩ দোহে আশু গিয়া ২৪ লাইন দুটি দেত পুথির ব১ এ ভণিতা নেই, গানটি সম্পূর্ণ কিন্তু ঠিক পূর্বই নূতন একটি কাব্যাত্মক ধ্রুবপদ আছে। আশু গান শেষ হয়নি।

।। দু'শ তিপান্ন ।।

১জাওরে কাণ্ডার নাও খানি রাহিয়া
জাওরে কান্ডা নাও খানি
নাও খানি বাহিয়া জাও

খির সরনানি খাও
জাওরে কণ্ডার নাওঁ খানি রাহিয়া ... ধু১

২ছয় নায়ে চড়িল ছয় বানিয়ার বালা২।
৩ডিঙ্গা বাহ ডিঙ্গা বাহ বোলেত৩ সাত ভাই।।
৪সিগ্র গমনে পুরি৪ চাপাবতি জাই।
মনাই কাণ্ডারি ডিঙ্গা৫ ছাড়ে সুভক্ষণে।।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ৬মেলিল জড গাবরিয়া গনে।
গাবরিয়াগন ৭ডিঙ্গা বাহে৭ সারি সারি।।
ধরিল কণ্ডার চৌদ্দ ৮ডিঙ্গার কাণ্ডারি।
আনন্দে ৯কাণ্ডারিগণ ডিঙ্গা বাহে সুখে।
১০উজানে চলিল জল যেন ভাটি মুখে।।
১১গাবরিয়া বাহে ডিঙ্গা গাইয়া জায় সারি।
উল্বাসিত মনাই ধনাই জতেক কাণ্ডারি।।
গাবরিয়া বৈঠা বায় কাণ্ডার সুজান।
ভাটি মুখে ছাড়িয়া ডিঙ্গা ধরিল উজান১১।।
কোলাহল সব্দ সুনিতে ১২বিপরিত ।
নির্ঘ্যাত সব্দ জেন ১৩হই আচর্ম্বিত।।
দুই কুলে উথথলে গঙ্গাঁ সাগরের পানি।
১৪ঘাটে থাকি১৪ দেখি চমতকার মধুসুদন দানি।।
দানি বোলে ১৫মহাসাধু জাও১৫ কুন ঠাই।
কুন দেসে ঘর তোমার পরিচয় চাই।।
১৬বালা বোলে দানি১৭ দেই পরিচয়।
দুহুব লখাই ১৮নাম চন্দ্রপতির তনয়।।
দানি বোলে সর্ব্বকাল আমি মহাদানি।
কোন পথে গেলা সাধু ১৯নিশ্চয় না যানি১৯।।
দান দিয়া জাহ সাধু রহ এহি ঠাই।
জাবত তোমার ২০বার্ত্তা রাজাকে জানাই।।
২১কন্যাকে দেখিল দানি অতি বিচক্ষন।
দেখিয়া দানির মহা আনন্দিত মন।।২১
দানি বোলে ২২সাধু তুমি রহ এহি ঠাই।
ঘাট ২৩ছাড়ি জাও জদি রাজার দোহাই।।
২৪নৌকার উপরে চিশ্তে সাহেব সন্ততি।
জগত জিবন গায় মধুর ভারথি।।২৪

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ তিপ্পান্ন ।।

১ দেত এ ধুয়া রাই কানি আর কপালে রাই কে দিল চন্দন চাঁন্দ বোহিল ২ দেত এ নাই আশু আগের গানে লাইনটি আছে ৩ বাহ বাই কোরিয়া ডাক ছাড়ে ৪ সর্ত্তরকোরিয়া চলো ৫ আশু মেলে ৬ ছাড়ে আশু মেলে ৭ বাহকে বাহান আশু বৈঠা ৮ নায়ের ৯ গাভর গোন ১০ উজানিত ১১ নাই দেত এ আশু তে চৌদ্দটি লাইন আছে যেখানে ধনাই-মনাই এবং বেহুলা লক্ষ্মীন্দরে স্নান ও পূজা অর্চ্চনার প্রসঙ্গ আছে ১২ আশু সুললিত ১৩ হৈলো ১৪নাই ১৫ কেবা তোরা জাহ ১৬ বালি ১৭ তোকে দিনু ১৮ নাই ১৯ আমরা না জানি ২০ বাত্রা ২১ নাই ২২ আশু মহাজন২৩ এড়ি ২৪ ভিন্ন পদ্মার চররে গো মোজুকো নিজো চিত্য জগোত জিবন গায় মনসার গিত। আশু ভণিতা ভিন্ন

।। দু'শ চুয়ান্ন ।।

ত্রিপদী

১ক্রোদ্ধ হইয়া মহাদানি ডাকিয়া বোলেন বানি
বন্ধি কর ২সাহেব নন্দন।
সাধু ৩নহে দুষ্ট ৪বাট ৫প্রতিবারে মারে ঘাট
রাত্রে জায় দক্ষিণ পাটন।।
৬বেটা সাধু নহে য়নাচারি হরিয়া৭ পরার নারি
লঞা জায় আপনার৮ পুরি।
জেজন৯ সর্জ্জন হয় সঙ্গে১০ কিবা নারি লয়
১১সর্ব্বথায় পরের সুন্দরি।।১১
১২ডাকিয়া সতেক ১২জন ১৩বোলে দানি তর্জ্জন বচন১৩
ঢাল১৪খাণ্ডা ১৫ধরি হইয়ো সাবধান।১৫
১৬মহসুল রহ এহি১৬ঠাহ মন করি যত্মনে রাখিয় ভাই
জাবত ১৭বার্ত্তা রাজাকে ১৮দেই জান।।
চলে দানি সিগ্রগতি জথা আছেন নরপতি
জোড়১৯ করে বোলেন ভারথি।১৯
২০শুন শুন দণ্ডরায় নিবেদি তোমার পায়২০
ঘাটে আইল২১ সঙ্গে এক রূপতি।।২১
২২রচিয়া ত্রিপদিছন্দ পাচালী করিয়া বন্ধ
দানি রাজাকে বলিল সব কথা।
পদ্যাঁকে করিয়া শ্বরন শ্রীজগত জিবন
রচিল অস্টমের পোথা।।২২

পাঠান্তরঃ ।।দু'শ চুয়ান্ন ।।

১ ক্রোধ ২ আশু সাধুর ৩ বড় ৪ ঘাট ৫ প্রিতিকরে ৬ নাই ৭ পরের ৮ আশু ভুবন ৯ সুজন ১০ নাকি ১১ আশু সুন্দরী পরের এই জন ১২ ভাড়িয়া আশু সামি দাড়ি যত ১৩ সবাই করহ ন আশু সাধু ধর সর্ব্বজন আশু খাড়া ১৫ নেহ সব ভাই ১৬ মন করি এই, সবে রহ ঠাই ১৭ নাই ১৮ জানাই ১৯ হস্থে রাজাকে জানায় আশু জাঞা গায় রাজার ভুবন দেত নং পুথিতে ভণিতা দিয়ে গান শেষ ২০ আশু দানি বোলে মহাশয় কহিতে বাসিয়ে ভয় ২১ এক সাধু জন ২২ আশু ভণিতা ভিন্ন

।। দু'শ পঞ্চান্ন ।।

১সমুখে রহিয়া দানি বোলে ধিরে ধিরে
সাজ সাজ মহারাজা ঘাটের উপরে লো ...ধু১

দানি বোলে ২মহারারাজা কর অবগতি।
ঘাটে ৩আসিয়াছেন এক ধনপতি।।
এক ৪গোটা রূপশী ৪আছে ৫তার ঠাই।
৬এমন সুন্দরি কন্যা ত্রিভুবনে নাই।।
ধনে৭ গুনে ভুলাইল পরের সুন্দরি।৭
চুরী করি লয়া জায় আপনার পুরী।।
কাড়িয়া৮ লইলে রাখে কাহার সকতী।
৯চুরি করি লয়া পলায় পরের যুবতি।।৯
১০সুনিয়া রাজার হৈল ১০আনন্দিত মন।
১১সিগ্র সিগ্র সাজ সন্য ১১রাজা বোলেন বচন।।
১২সযনেত সাজ সাজ বোলে নরপতী।
কতেক সাজিয়া লও কুঞ্জুর পদাতি।।
রাজা দসনে অধর চাপি কাঁপে থরথরে।১২
১৩নৃপতি আজ্ঞায় সন্য সাজিল ১৪সর্ত্তরে।।
১৫কোলাহল সঙ্গে চলে করে মার মার।১৫
১৬সসন্যে সাজিয়া জায় সাধু মারিবার।।১৬
দেখিয়া ত্রাসিত বালা বেললি জুবতি।
সঙ্কট সময় রক্ষা কর পদ্যাঁবতি।।
১৭কালরূপে নাম্বিলেন ১৮বিবাদের ব্রহ্মানি।
১৯সতেক ডাড়ি আর সঙ্গে ডঙ্কে মহাপানি।।১৯
ঘোড়া সালে ঘোড়া ডঙ্কে হাতি সালে হাতি।
স্থানে স্থানে ২০ডাঙ্কিল ২১রাজার জত সেনাপতী।।
কেসব কুমার আর ২২রানি পাটেশ্বরী।
সাধিল বিসম বাদ ২৩বিবাদের ইশ্বরি।।২৩
২৪বিসাদ ভারিয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
রচিল পদ্যাঁর বরে ২৫রেবতি নন্দন।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ পঞ্চান্ন ।।

১ মোথুরার বিকো জাইতে কাহন বিসাস দানি বা, আশু ধুয়া ভিন্ন ২ আশু মহারাজ ৩ আসিয়াছে রাজা ৪ বিদ্যাধরি ৫ বানিয়ার ৬ আশু এমত ৭ রূপে ভুলায়ে আনিল পরের পারী ৮ আনিলে ৯ নাই ১০ শুনিয়াত্যে মহারাজ ১১ সাজ সাজ বলি ১২ না ১৩ রাজার ১৪ মরিবারে আশু ঝাকে ঝাকে ১৫ নাই ১৬ সর্ত্তর গমনে চলে কোন্যা ধরিবারে১৭ কালোসর্প ১৮ নাই ১৯ সতো পর্দ্দ দল সর্পে দংসে মহাদানি ২০ দংশে২১ গুন্য ২২ দংশে ২৩ জয় বিসোহরি ২৪ বিস্বোয় ২৫ জগত জীবন - আশুতে ১৭ র পর তেকে এই প্রসঙ্গে কিছু অতিরিক্ত যুদ্ধ সাজ বর্ণন্য ও স্তুতি সূচক লাইন আছে।

।। দু'শ ছাপান্ন ।।

ত্রিপদি

কান্দে রাজা বিস্বাদিত মনে।
দানির বচন ধরি ১হারাইলাঙ পুত্র নারি১
২হারাইলাঙ রার্য্য ধন২ জনে।।
সাধু আর বাণিয়ানি পদ্দাঁর কে হোত্র জানি
চর্মচক্ষে চিনিতে না পারি।
কপট করিয়া ৩ভাও আশ্তিক জননিমাও
৪ছলিলেন সঙ্কর ঝিয়ারি।।
জোড় ৫হস্তে নরপতি ৬বেললিকে করে শ্তুতি
মহা দুঃখে করৌ পরিহার।
আমি ৭ছার মুরমতি ৮না চিহ্নিলে৮ মহাসতি
অপরাধ ক্ষম৯ একবার।।
১০নৃপতি মিনতি ১০সুনি ১১বাক্য বোলে১১ বানিআনি
জাহ রাজা আপনার ঘরে।
১২পাইবে প্রচুর ধন১২ পুত্র আর সেনাগণ
১৩বাহুড়িবে ব্রহ্মানির বরে।।
১৪জগত জিবন গায় বন্দিয়া পদ্যাঁর পায়
সেবকে হইবে বরদাতা।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ ছাপ্পান্ন ।।
১ শুনিলাম আপন কানে ২ হারাইনু পুত্র ৩ মাঁ ৪ শুনিলেন ৫ হাতে ৬ বেহুলাকে ৭ বড় ৮ নাহি চিনি ৯ খেমু ১০ নৃপের কোরুণা ১১ বোলিলেন ১২ পাবে রাজা ধন জন ১৩ পাবে রাজা ১৪ দে গান শেষ হয়নি। পরবর্তী গানটি এ সাথে জুড়ে গেছে। আশুর র এই গানটিতে গঙ্গা-সুরধুনী, ইন্দ্রেরযুবতী সহ চন্দ্রপতি সদাগরের উল্লেখ আসে।

।। দু'শ সাতান্ন ।।

১ও মায়া ধারি কত মায়া কর বিসহরি
গোমা সঙ্কর ঝিয়ারি ... ধু ১

রাজা বোলে জননি কেমতে জাব ঘর।
দোস ক্ষমা ২করহ মোরে ২দেহ পুত্রবর।।
পদ্যার চরণে ৩বালি মিনতি ৪জানায়।
৫সেতির শ্মরণে মাতা জানিবার পায়।।৫
বালির বচন সুনি মনসা হরিস।
অন্তরিক্ষে ৬মনসা ঝাড়িয়া নাম্বায় ৬বিস।।

ঘোরা সালে ঘোরা৭ জিয়ে হাতি সালে হাতি।
৮দানি সাহিতে উঠে৮ জত ৯সন্য সেনাপতী।।
পদ্যাঁর হুঙ্কারে জত বিস গেল ক্ষয়।
উঠিয়া বসিল ১০বানিআর কেসব তনয়।।
১১অদ্ভুত দেখিয়া রাজার ১১আনন্দিত মন।
১২সগোষ্ঠি সহিতে বন্দে কন্যার চরন।।১২
কন্যা বোলেন রাজা ১৩চল নিযাগারে।
করিহ পদ্যাঁর পুজা রার্য্যের ভিতরে।।
বিদায় হইআ রাজা নিজ ১৪ঘরে জায়।
জগত জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।।দু'শ সাতান্ন ।।

১ নাই ২ কর মোকে ৩ করে ৪ অপার ৫ নাই, আছে ভূসে প্রণমিয়া করে কোষ্ঠি নমস্কার ৬ মহামন্ত্রে ঝাড়িলেন ৭ উঠে ৮উঠিল দানির ৯ সেনা ১০ তবে ১১ দেখিয়াতো মহারাজা ১২ জোড় হাতে কৈর্ল্য রাজা চরণ বন্দন ১৩ তুমি জাহ ১৪ দেসে আশু তে এই অংশের গানে ঘট স্থাপন করে পদ্মার পুজার বিবরণ আছে।

।। দু'শ আটান্ন ।।

১ও নগরিয়া তোরা পলাও পলাও রে
লঙ্কা ঘেরিল রঘুনাথে
নগরিয়া তোরা পলাও পলাও রে১ ... ধু

২বিদায় হইয়া২ ঘরে চলে নরপতি।
ডিঙ্গা বাহ২ ডিঙ্গা বাহ বোলে৩ মহাসতি।।
গাবরিয়া বাহে ৪বৈঠা কাণ্ডারি ৫সুজান।
ভাটি৬বাক ছাড়ি৭ ডিঙ্গা ধরিল উজান।
বিক্রম কেসব রাজার মধ্যদেসে ঘর।
৮কর্ন্যধারে ডাকিয়া ৯জিজ্ঞাসে লখিন্দর।।
বালা বোলে কাণ্ডারি১০ বচন সুন১০ ভাই।
কোন রাজার ১১রায্যখান তোমাক সোধাই।।
মনাই কাণ্ডারি ১২কহে সুন লখিন্দর।
বিক্রম কেসর রাজা১৩ এহি উজানি ১৩নগর।।
বালা বোলে বাজন বাজাও বাজনিয়া।

নগরে হুউক সব্দ বাজন সুনিয়া।।
১৪জেন মাত্রে বাজনিয়া ১৪দামাতে দিল বাড়ি।
১৫হাট ঘাট নগরে পরীয়া গেল সাড়ি।।
পলায় নগরের লোক ১৬হইয়া সারি সারি।১৬
পলাও ১৭নগরের লোক ১৮আইসে হারাম খুরি।।১৮
১৯দামা কাঠী ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ কাহালে।
বাদ্য সুনি চমৎকাঁর রাজা বিক্রম কেসরে।।
সাজ সাজ বোলে রাজা চল সিগ্রগতি।
আজ্ঞা মাত্রে সাজে কত তুরঙ্গ পদাতি।।
গজপৃষ্ঠে নরপতি করে আরহন।
চতুরঙ্গ দলে চলে অসঙ্খ সেনাগণ।।
সহরে সহরে সব হইয়া গেল সোর।
জুদ্ধ করিবারে সব চলিল সত্তর।।১৯
তেউর কুলাল বাজে ২০মান্দল করতালি।২০
সাজিয়া চলিল রাজা ২১জমুনার তিরে।।২১
২২দেখিয়া ত্রাসিত বালা বেললি জুবতি।২২
সঙ্কট সময় ২৩রক্ষা কর পদ্যাবতি।।
পদ্যা বোলে বিদ্যাধরি না করিহ ভয়।
বিক্রম কেসর রাজা মোর ভক্ত হয়।।
অষ্টয়ঙ্গে ২৪অষ্ট নাগ অভরণ করি।২৪
মধ্যপথে ২৫আসন করিল২৫ বিসহরি।।
সেই পথে ২৬চলে রাজা আনন্দিত মন।
২৭সন্মুখে পদ্যার সনে হইল দরসন।।২৭
২৮ঘোড়া হইতে২৮ ভুমে নার্ম্বিল নরপতি।
২৯প্রদক্ষিন হইয়া রাজা ২৯করিল প্রণতি।।
৩০পদ্যা বোলে মহা রাজা জাবে কুন ঠাই।৩০
৩১আমার পুত্র বধু ৩১দুল্লব লখাই।।
৩২বিদায় হইয়া রাজা চলে নরপতি।
অন্ত্র ধ্যান আপনে হইল পদ্যাঁবতি।।৩২
বিক্রম কেসর রাজা ফিরিয়া জায় ঘরে।
৩৩হস্তি ঘোরা সারি সারি সর্ন্য অপারে।।
বিদায় হইয়া গেলা নিজাগারে পদ্যাঁবতি
যগত জিবন গায়া ৩৪মধুর ভারথি।।

পাঠান্তর ।। দু'শ আটান্ন ।।

১ ধুয়া ভিন্ন ওরে গাভর বলো সদাগর হরি বল বলিয়া ডিঙ্গা বাহ রে ২ বালির বচনে ৩ বলিয়া ডাকেন ৪ ডিঙ্গা ৫ সাবধান ৬ মুখ ৭ জল ৮ কাণ্ডারিকে ৯ সোধায় ১০ হুনুহো মর ১১ দেহ ১২ বলে ১৩ তাহার ১৪ বালার বচনে ১৫ নৃপোতির ১৬ ভয়ে মহাসোর ১৭ সকল ১৮ বয়ে মহাখোর মনে হয় এটি লিপিকর প্রমাদ কারণ আগের লাইনেই আছে মহাসোর ১৯ নাই ২০ আর চাকোচোল ২১ সোন্যের বোহুরোল ২২ নাই ২৩ প্রিতিকার ২৪ নাগগন বেষ্ঠিত কোরিয়া ২৫ করিলেন মায়া ২৬ জায় ২৭ নাই জোড় হস্তে ২৯ সপ্ত প্রদক্ষির করি তা নাই৩১ মোর পুত্র হয় ৩২ নাই ৩৩ নাই ৩৪ মনসার বরে

।। দু'শ ঊণষাট।।

১আরেও ডিঙ্গা বাইয়া জাওরে মনাই কাণ্ডারি
বাপুর ভাণ্ডারি ডিঙ্গা বাইয়া জাওরে ... ধু১

২বিদায় হইয়া ঘরে গেল নরপতি।
ডিঙ্গা বাহ ডিঙ্গা বাহ বোলে মহাসতি।।
গাবরিয়া বাহে বৈঠা কাণ্ডারি সুজান।
ভাটিমুখ ছাড়ি ডিঙ্গা ধরিল উজান।।
বালা বোলে সুন ভাই কাণ্ডারিয়া গন।
সিগ্র সিগ্র বাহ ডিঙ্গা না কর বিলম্ব২ ।।
৩বালা বোলে ৩কাণ্ডারি ৪বচন সুন ৪ভাই।
৫আর কতদুর গেলে ৫পুরি চাপাবতি পাই।।
কাণ্ডারিয়া বোলে সাধু কর অবধান।
মেঘবর্ন্যে ৬ধুমা উঠে ৬দেসের ৭নিরিসান।।
তাল নারিকেল গুয়া ৮মেল মেল করে।৮
সাহের বাগান৯ যাহ চাপালা ৯নগরে।।
১০কন্যা দিয়া সুন ১১সাধু হইয়া একমন।
সাহের পুরির ১২মধ্যে বাজিছে বাজন।।
বালা বোলে ১৩বাপুর দারুন বড় চিত।
সাত পুত্র ১৪মারে পদ্যা তব ১৪আনন্দিত।।
নিকটে ১৫চাপালি দেখি আনন্দিত মন।
বাহ বাহ করিয়া ১৬সাধু বোলে ১৭অনুক্ষন।।
১৮বাদা বাদি করিয়া ১৯সবে নৌকা বাহি জায়।১৯
২০চৈত্রী মাসেত জেন নহাল বহে বায়।।
বাহিয়া এমর দিছ গোঙ্গরিয়া জায়।২০
সত্তরে পাইল ২১চাপা বতীর নিশ্বয়।।২১
মধুকরে ২২থাকিয়া লখাই বোলে ঝাটে।
২৩কাথার চাপাহ ডিঙ্গা বান্ধ এহি ঘাটে।।

কাণ্ডারিয়া ২৪গনে ডিঙ্গা ২৫কাথরে চাপায়।
২৬তরা তরি চাপায় ডিঙ্গা সর্ব্বে আনন্দ হ্রিদয়।।
বাসেত বান্ধিল ডিঙ্গা লোহার সিকলে।
নাইয়া পাইট বাঙ্গালি খেলেন কুতু হলে।।
শ্রীজগত জিবন গায় মনসার মায়া।
করিবে ব্রহ্মানি মাতা সেবকের দয়া।।২৬

পাঠান্তর ঃ দু'শ উনষাট ।।

১ ধুয়া ভিন্ন বড় রোসিয়া নাগোর কালরে বড় কালাপড়ে মর মনে বা ২ নাই ৩ শুজোন ৪ ডিঙ্গা বাহ ৫ সর্ত্তর গমনে ৬ দুলা উড়ে ৭ নিসান ৮ দেখি কতো দুরে ৯ দেখি চাম্পাই ১০ কান১১ সবে ১২ মাজে ১৩ বাপের ১৪ মরিয়াছে তথাপি ১০ চাম্পাই১৬ করি ১৭ বান্যার নন্দন ১৮ দাবাদারি ১৯ বাহে গাভারিয়া গণ ২০ নাই ২১ যায়া চাম্পাই ভুবন ২২ বমিয়া ২৩ উপোরে ২৪ নায়ের ২৫ উপরে ২৬ নাই এক লাইনের ভণিতা দিয়ে গান শেষ, আশুতে ত্রিপদীতে লেখা একটি গান আছে। আশুর ২৫৯ সংখ্যক গানের সঙ্গে ২-৪ লাইনের মাত্র মিল আসে।

।। দু'শ ষাট ।।

১বাজনিয়া বাজাও ২বাইজ এহি খানে ৩রহিব আইজ
৪বাক্য বোলে সাহের নন্দনে।৪
ডিঙ্গা ৫বাহ এহি৫ ঘাটে ৬কেনা বেচা কর হাটে৬
আনন্দে ৭কর মন৮ ভোজনে।।
৯নৌকা করে টলমল নাইয়া পাইট কুতুহল
বাদ্য বাজে ব্যালিষ বাজনে৯।
১০বেলা হইল ১১অসোকাল গ্রিহে ১২জাইতে নয় ভাল
১৩প্রভাতে জাইব সুভক্ষনে।।
গাবরিয়া আজ্ঞা করি ডিঙ্গা বান্ধে সারি সারি১৩
রান্ধা বাড়া কর এহি ঠাঞি।
বিছানা করিয়া সুখে ১৪চাপালি নগর ১৪মুখে
উঠিয়া বসিল সাত ভাই।।
কেহো কেহো ১৫আনে জল কেহো কেহো১৬ করে স্থল ১৬
কেহো হাটে ১৭লএগ্রা জান ১৭কড়ি।
১৮জার জেই মনকাম১৮ সাগ মৎস গুয়া ১৯পান
কিনিয়া আনিল পাত খড়ি।।
২০বেললি রন্ধন করে অন্য বেঞ্জন থরে থরে
সাত ভাই করিল ভোজন।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারিগণ গাবরিয়া জত জন
ভোজন করিএগ্রা সভে করিল সয়ন।।২০
২১জগত জিবন পদ বিরচিল বিদগদ
পদ্মাবতির পায়া বর।।২১

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ ষাট ।।

১ বাজোন ২ বাজি ৩ থাকো ৪ বেলি হইলো অবসানে ৫,রাখো এই কিনি বেচি খায় ভাতে ৭ তাকত আনন্দিত৯ নাই ১০ গেল ১১ রসোকাল ১২ জায়া ১৩ নাই ১৪ পুরি চাম্পাবোতি ১৫ জায় ১৬ স্নান করে ১৭ লয়া জায় ১৮ জাহার জেমতো মনে ১৯ কিনে ২০ নাই ২১ ভণিতা ভিন্ন জগত জিবন পদ বিরোচিল বিদগদ পাচালি রোচিল শুদ্ধমনে/হইয়া আনন্দ মন রোহিলেন সর্বজোন হোরি হোরিবল বন্ধুগন

।। দু'শ একষট্টি ।।

১আজি মধুপুরে জারে রে হরি
আজি ভাবে বিভোর সব নারি নো ... ১ধুয়া

২বিদ্যাধরি মহাসুখে২ করিল রন্ধন।
ছয় ৩ভ্রাতা সহিতে ৩বালা করিল ভোজন।।
৪আমন করি সভে মুখ সুদ্ধি করে।
বিচিত্র সর্য্যাতে সোয় সাত সহদরে।।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারি জত গাবরিয়া গণ।
৫রন্ধন ভোজন ৬করি করিল সয়ন।।
মহাশুখে ৭বঞ্চেবালা গুঞ্জুরিয়ার ৭তিরে।
সনেকা সপনে দেখে সয়ন মন্দিরে।।৮
৯পসান সমান তনু হয় পুলকিত।
বাড়ির বাহিরে দেখে নৃর্ত্তগিত।।
সর্প্পনে দেখিল সোনা কাপেঁ বাম আখি।
নিসিতে দেখিল সোনা পাইলাম নিধি।।৯
১০যগত জিবন কবি মনঁসার মায়া।
করিবে ব্রহ্মানি মাতা নায়েকের দয়া।।১০

পাঠান্তরঃ ।। দুঁশ একষট্টি ।।

১ নাই ২ বেহুলা সুন্দরি তবে ৩ ভাই সনে ৪ আচমন ৫ নাই ৬ করিয়া সঙে ৭ রহে সব গঙ্গারির ৮ ঘরে ৯ নাই১০ ভণিতা ভিন্ন পর্দ্দার চরণে মজুক নিজ চিত/ জগোত জিবন মধুর সঙ্গীত

।। দু'শ বাষট্টি ।।

১বেললি মুরতি ধরি চলে দেবি বিসহরি
সপ্ন কহে সনেকার সিয় রে।
সুন সুন সাসুরী মাও কিবা সুখে নিদ্রা জাও
জিয়া আনিলাঙ তোমার কুমারে।।১
সপ্ন ২দেখিল ৩নিদ্রা ভাঙ্গিল৩

৪উঠিয়া বসিল সয়ণ মন্দিরে।

প্রভাত হইল নিসি　　স্যামির ৫সাক্ষাতে বসি

করুণা করায়ে উচ্চশ্বরে।।

৬চন্দ্রপতি বোলেন৬ বাণি　　সুনহে বাণিয়ানি

কি হেতু কান্দ নিরান্তর।

৭নিরবধি সোক করি　　৮মরিবেন সুন্দরি৮

আমি হইব একাশ্বর।।

৯সনেকায় বোলে সুন　　১০ওরে বানিএগ্র দুর্জ্জন

১১প্রভাতে দেখিলাঙ সর্প্যন।

১২সপ্যনের সুন সার১২　　বেললি আইল ১৩পুনর্ব্বার

১৪আমার সাত পুত্র ১৫লয়া ধন জন।।

বানিয়া বোলেন আর　　মারলিকি পুনর্ব্বার

১৬বাহুড়েসে বোলে১৬ কুন যন।

দিবসে মনে করি　　১৭থাকিবে সুন্দরি

১৮নিসিতে দেখিলে ১৮সর্প্যন।।

এমতি নিরবধি　　সনেকা ১৯কান্দিবে যদি

আমি আর না রহিব ঘরে।

২০রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ　　পাচালি করিয়া বন্ধ

গাইল রেবতির কুমারে।।২০

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ বাষট্টি ।।

১ নাই ২ ভাঙ্গীলো ৩ বড় দুঃখ লাগিল ৪ নাই ৫ কাছে ৬ চান্দ বলয়ে ৭ সদা ৮ মরিবে সুন্দরি ৯ সনা ১০ নাই ১১ আজি রাত্রে ১২ বেহুলা রূপোবোতি ১৩ পুনরোপী ১৪ নাই ১৫ আর ১৬ বাহুড়িয়া আইসে ১৭ থাকোহ১৮ রজোনিতে দেখোহ ১৯ কান্দ ২০ ভণিতা ভিন্ন জগোত জিবন কবি বিচোক্ষণ গাইলো মনসার বরে

।। দু'শ তেষট্টি ।।

১এক কুঞ্জ বেসারে থাকি
সপ্যনে লখাইক রে দেখি১

সোনা বোলে ২আজি আমার কাপেঁ২ বাম আখি।
এমত মঙ্গল আমি কভু নাহি দেখি।।
পসান সমান তনু হয় পুলকিত।
বাড়ির বাহির ৩দিগে সুন ৩নৃর্ত্তগিত।।
প্রভাতে উঠিয়া ৪আজি দেখিলাঙ মঙ্গল।
৫দির্ব্বশ্রি ভরিয়া জায় পুর্ণ্য বারিজল৫

৬ভাজা পঞ্চ সোম্বো তার অঙ্কুর হোইলো।
কদোলির গাছে তবে থোড়কে নিলো।।৬
না জানি কপালে কিবা লিখিয়াছে বিধি
৮আজীকার দিনে কিবা মিলিবেক ৮নিধি
৯লখাই বেহুলা এথা কুন কর্ম্ম করে।
জগত জিবন গায় মনসার বরে।।৯

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ তেষট্টি ।।
১ নাই ২ মর কান্দে ৩ যেন দেখি ৪ স্বপ্নে দেখিলাম ৫ কলোসি ভরিয়া যেন দেখি গঙ্গাজল আশু আজি দেখি যায় ৬ অংশটি দেত নং পুথি থেকে নির্মিত ৭ আশু লেখ্যাছেন ৮ হেন মনে নিলো জেন হাতে পাইনু আশু মোকে কি মিলায় ৯ অংশটি দেত পুথির ব১ এ কিছু পুষ্প চিহ্ন দিয়ে এখানে খানিকটা জায়গা ছাড়া আছে, কিন্তু ভণিতা নাই। আশুতে গান শেষ। বেহুলা প্রথা'র পাঠান্তর বেননী পাছে।

।। দু'শ চৌষট্টি ।।

তুমি জাইতে বলান দিয়া জাও
ওহে গুপী নাথ হে ... ধুয়া

১স্যামির স্থানে বসি সোনা কহেন উত্তরে
লখাই বেললি পাছে কুল বন্ধি করে২
প্রভাত হইল নিসি ৩কুকিলের বোল
মুখ ৪পাখানিয়া বালা কি বলে উত্তর৪
হাসিয়া ৫কহেন কথা৬ দুল্বর লখাই৬
চল চল বিদ্যাঁ ধবি৭ নিজাগারে জাই
৮হাসিয়া স্যামিকে বাক্য বোলে বিনদিনি৮
অমুল্ব বিচনি ৯প্রভু গড় ৯একখানি
১০বিচান লইয়া আমি জাই চাপাবতি পুরি১০
১১দেখিগাঁ কুনরূপে আছে দুর্জ্যন সসুর
কেমতে ১২সাসুড়ি বঞ্চে১২ রারী ছয় জাও
১৩চাপালাতে দেখি জায়া কার কেমন২৪ ভাও
১৫নাকেত অঙ্গুল১৬ দিয়া কহে দুল্বভ লখাই
হেন ১৭জুক্তি সুন্দুরি পাইল কুনঠাই
১৮বালির বচন ১৮বালা না করিল আন
১৯খাগড় কাটিয়া বালা ১৯লইল মধ্যখান
২০সেতনেত২১ বিছায়া বিচান করে পাতি২১
২২বিচান গড়য়ে বালা ২২করিয়া পরিপাটি
প্রথমে লেখেন পদ্যার মন্দির খান

২৩মধ্য স্থানে কৈল দির্ব্ব ২৩কমল নির্ম্মান
নদ নদি লিখিলেন জত ২৪চরাচর
গহন পর্ব্বত লেখে তাল তরুবর
২৫লেখেন অমরাবতি ২৫জত দেবগণ
সর্গ্গ মর্ত্য পাতাল লেখেন ত্রিভুবন
স্থানে স্থানে মহা পদ্মঁ দেখিতে সুন্দর
২৬অক্ষর রাক্ষস২৭ লেখে গন্ধর্ব্ব কিনর
অষ্টনাগ লিখিল বাসুকি আদি করি
তার২৮ মধ্যে লিখিলেন২৯ বিবাদের ইশ্বরী২৯
৩০সারি সারি চাপা৩০ পুষ্প৩১ করিল গাথনী৩১
চান্দো সদাগর ৩২লেখে সনেকা ৩৩বান্যানী
চন্দ্র সুর্য্য লিখিলেন জত দেবগণ
বেললি বোলেন আমার সফল জিবন
বিচন গড়িল বালা অতি বিচক্ষন
দেখিয়া সুন্দরি মহা আনন্দিত মন
৩৪বিচন গড়িয়া দিল ৩৫সুন্দরির হাতে
৩৬প্রনাম করি সুন্দরি তুলিয়া লইল মাথে
৩৭বালি বোলে প্রভু তোমার সফল জিবন
না দেখি কুথাও হেন অমুল্য বিচন৩৭
৩৮বিচনি লইল বালি মহা রঙ্গমন
৩৯বিরচিয়া গান করে রেবতির নন্দন।।৩৯

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ তৈষট্টি ।।

১ ধ্রুবপদটি দে৩ নং পুথির ২ নাই৩ কোকিল ছাড়ে ৪ ধুয়া বেহুলা পতিকে কহে বোল আগু চাহিসুন্দরি বোলয়ে ৫ বচন কহে ৬ আগু করিয়া প্রণাম ৭ নিজ পুরে ৮ বলি প্রাণ নাত শুনু মর বানি আগু এক কথা কহি প্রভু কর অবধান ৯মোকে দেহো ১০ ডোমনিররূপে জায়া দেখি ঠাকুরানি ১১ মরে দেখি কিবা কহে বান্যার সিরোমণি ১২ ঠাকুরাণী আর ১৩ চাম্পাইর লোক ১৪ পরানি ১৫ নাসিকায় ১৬ দিলো ১৭ বুদ্ধি ১৮ বেহুলার বাক্য ১৯ বাশ কাটিয়া লখাই ২০ জেন ২১ চামড়ে শুনিলো দির্ব্ব ছোটি ২২ কর্মকার আনিয়া ২৩ আগু প্রথমে করিল এক ২৪ তরুবর ২৫ আকাশের যত জাতি ২৬ অসুর ২৭ আর ২৮ পাটে ২৯ দেবি বিষহরি ৩০ নানা জাতি পুষ্প ৩১ লেখে গন্ধ বড় রঙ্গ ৩২ আর ৩৩ সুন্দরী ৩৪ বিউনি ৩৫বেহুলার ৩৬ প্রণমিয়া ৩৭ নাই ৩৮ বেগুনি রোচিলো পর্দ্দার বরে জগত জিবন

।। দু'শ পঁয়ষট্টি ।।

ত্রিপদি ছন্দ

১সম্পুট করিয়া পানি   বাক্য বোলে বাণিয়ানি
শুন মোর প্রাণের ইশ্বর।।
ডুমুনি মুরতি ধরি   ২হস্তে বিচনি ৩করি

৪দেইখ্যা আশী চাপালি ৪নগর।
বালা বোলে রূপবতি   চল তুমি সিগ্রগতি
অবিলম্বে ৫আসিও সর্ত্তর।।
সুনিঞা ৬নানা কথা   ৭ব্যাজ করিহ্ ৭তথা
আমরা জাইতে ৮চাই ঘর।
৯বিদ্যাঁধরি করে বেস   ১০খসাইয়া মাথার ১০কেস
১১দক্ষিণে টানিয়া বান্ধে খোপা।।
তাহাতে মহুয়ার ফুল   গন্ধে পড়ে আলিকুল
কর্ন্যে পরে পিতলের ঝাপা।
১২হস্তে সরুয়া সাখা   নয়নে কর্য্যল রেখা
মনিল বসন দিল গায়।।
কাখেত নবরঙ্গা ডালি   পরিধান পাট সারি
চাপালি নগরে বালি জায়।১২
অধর করিয়া ফিকা   কপালে সিন্দুরের টিকা
গলে ১৩দোহার পঢ়ে মালা।।
১৪বিচিত্র কাচুলি খান১৪   বুক বান্ধ্যা পরিধান
কাখে ১৫বিচান দোন ১৬ডালা।
১৬জেদিগে ডুমনি চায়   সেদিগে মুরর্চ্ছা যায়
ডোম রূপে সংসার গুলায়।।
থমকে থমকে চলে   তপশির তপহ্রে
হংস গমনে বালি জায়।১৬
১৭নয়নে কটাক্ষ করে১৭   চলিতে বিজুরি পড়ে
মুর্চ্ছিত হয় ১৮ত্রিভুবন।।
মনসার পায়া বর   পদয়তি মনহর
বিরচিল ১৯রেবতির নন্দন।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ পঁয়ষট্টি ।।
১ কপোট ২ প্রভু ৩ হাতেতে বেত্তানি ৪ দেখি জায়া চাম্পাই ৫ আসিবা ৬ বালার ৭ ব্যাজনা কোরিলো ৮ চাহ্ ৯ বেহুলা ১০ খসায়া আপন ১১ বামে ১২ নাই ১৩ সতেস্বারি ১৪ পিতোলের অভরন ১৫ বিউনি ডোম ১৬ নাই ১৭ বেহুলা সুন্দরি নড়ে ১৮ জগোজন ১৯ জগোত জিবন - আশুতে এই চররগুলি আগে পরে আছে।

।। দু'শ ছেষট্টি ।।

১রসবতি চলে রঞাঁ রঞা
কুলবতি চলে ধিরে ধিরে

চলিল সুন্দরী বালি চাপালাঙ হৈতে ... ধুয়া১

২সত্য করে ২বিচনি ৩বাম কাখে ডোম ডালি।
থমকে থমকে ৪চলে সাহেব দুলালি।।
৫নয়নে টমক দিয়া ধিরে৫ ধিরে ৬জায়।
৭দুই দিগে প্রজাগণ হিলি দিয়া চায়ে।।৭
প্রবেস করিল বালি চাপাবতি পুর।
দেখিয়া আকুল জত দেসের গাভুর।।
কত কত জন মনে ৮মন কলা খায়।৮
দেখিয়া সুন্দরির রূপ আকুল পরায়।।
৯কত কত জুবক রহিয়া রূপ চায়।৯
১০কেহ্ জেন মত্ত হশ্তি পিছে পিছে ধায়।।১০
১১কত কত জুবক লাগিয়া গেল পাছ।১১
১২রক্ষ পক্ষ গ্রাসে জেন জলমধ্যে মাছ।।১২
কেহো বোলে বিদ্যাধরি এইখানে রও।
কুন দেসে ঘর তোমার নিষ্ঠা করি কও।।
কি কারনে তোমার কায়েত ডোম ডালী ।
১৩কার কুল বধু তুমী ১৩কাহার দুলালী।।
কন্যা বোলে ডোমকুলে আমার উওপতী।
১৪চাপালি নগরে বাপু আমার বসতি।।
অনেক পুরুস হৈল বসি এইখানে।
চাপালি নগরে আমাক কেবা নাহি জানে।।
কেহো বোলে এমত কভু নাহি সুনি।
১৫নিশ্চকুলে জন্মে নাকি এমত ১৬পৰ্দ্মনি।।
এতদিন হইল আমরা ১৭রহি এই ঠাই।
১৮চাপালি নগরে তোমাক কভু দেখি নাই।।
কন্যা বোলে ঘরে থাকি ১৯ঘরে বসি খাই।১৯
ডোমনার প্রসাদে আমি ২০কথু নাহি জাই।।
তিন দিন হইল ২১আমার ২২ডোমনা প্রবাশ।২২
তিন দিন হইল অন্য নাহি ২৩মরি উপবাশ।।
বিচনি ২৪লইয়া আইলাঙ চাপাবতি পুর।২৪
বিচনি ২৫লইবে হেন ২৫না দেখি গাভুর।।
কেহো বোলে বিদ্যাধরি ২৬লহ পানফুল।২৬
এক রাত্রি বঞ্চ কন্যা ২৭দেঙ জাতিকুল।।
২৮কেহো দেয় গুয়া কড়ি কেহো দেয় ফুল।

আজ্ঞা কর ডোমের মায়্যা দেই জাতি কুল।।২৮

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ ছেষট্টি ।।

১ আরে হস্তেতে বিত্তনি কোরিয়ারে, আশু, ধুয়া ভিন্ন ২ হাতে নিল আশু; হাততেত নাই ৪ জায় ৫ থমকে থমমে... সাহের দুলালি ৬ আশু চলে ৭ নাই ৮ মনে শুনে ৯ আশু দেখিয়া যুবকগণ বিকল সকল ১০ যে জোন দেখিলো তার বিন্ধিলো মদনে ১১ আপনার ঘর ছাড়ে নগোরিয়া জনে ১২ নাই ১৩ কুন কুলে জর্ম্ম তোমার ১৪ চাম্পাই ১৫ নিচকুলে ১৬ পোদ্দীনি ১৭ থাকয়ে ১৮ চাম্পাই ১৯ শুনু বাপ ভাই ২০ কোথায় আশু কতাঙ ২১ নাই ২২ গেলো পরবাস ২৩ মর নির্ত্তী ২৪ আনিলাম বেবিচার এতদুর ২৫ নিবেকো ২৬ নেহ গুয়া ফুল ২৭ দেহো ২৮ নাই ২৯ ভণিতা দেত নং পুথির

।। দু'শ সাতষট্টি ।।

১ও ডোমের কন্যা জাবি কতদুর
সাথে তোমার দোলডালা কপোলে সিন্দুর
ডোমের মায়্যা জাবি কত দুর .... ১ধুয়া

২কন্যা বোলে ছি ছি না বলো হেন ছার।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর৩ আমার ডোমনা ভাতার।।
নফরের জুগ্য নহ পরসিতে ৪চাও।
৫তোমাকে কাটিয়া পুজোঁ ৫ডোমনার পাও।।
কেহো বোলে বিদ্যাধরি ৬আমার পানে চাও।
জদি মোকে কৃপা কর ছাড়ি বাপ মাও।।
ঘরের জুবতি ছাড়ি আর ধন জন।
আলিঙ্গন দিয়া কন্যা রাখহো জিবন।।
৭বেললিয়ে বোলে তোরা দারুন বরর্ব্বর।
জাতিকুল করিআ ৮তোমার নাহি ডর।।
কুন ধর্ম্ম নাহি ৯ তোমার ধিক পৌরস।
জারুয়া জাতক তোরা নিচের ঔরস।।
একে পরনারি য়্যামি ১০আর নিচ১১ জাতী।
জাতি মজাইতে চাহ১২ কেমন সুমতি।।১২
১৩মদনে আবেস হইয়া জাতি দিতে চাও।
এমন রসিক লও জে বিচনি সুলাও।।১৩
কেহো বোলে বিদ্যাধরি ১৪নিন্দা কেন কর।১৪
১৫কত মুল্য ১৫তোমার বিচনির কত মুল্য ধর।।
বালি বোলে তোমরা ১৬সুনিলে পাবে ডর।
বিচনির মুল্য ১৭সাত সোনার মুহর।।
কেহো বোলে সুন্দরি ইহার নাহি কাম।
১৮সোনার মুহর তার নাহি শুনি নাম।।১৮

লখাই ১৯রহিত জদি সাহের নন্দন।
সেই ২০সে লইত তোমার অমুল্য বিচন।।২০
বালি বোলে ২১মরদ আছিল ২১লখিন্দর।
তোমরা ২২সকল বট ২২তাহার নফর।।
২৩মর মর গাভুর সব গলায় দিয়া দড়া।
করে লাঠি করিও চড়াও ছাড়ি ভেড়া।।
এতেক সুন্দরি জদি করিল উত্তর।
মুনিঞা গাভুরগণ হৈল নিরব।।২৩
এহিবলি বিদ্যাধরি কত দুরে জায়।
২৪চাপাবতি নগরে২৪ ২৫চান্দর পুরি পায়।।
চন্দ্রপতির ২৬দ্বারে জাঞা ২৭ডুমুনি উপস্থিত।
২৮বিরচিয়া গায় কবি মধুর শংগ্রিত।।২৮

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ সাতষট্টি ।।

১ নাই ২ বালি ৩ মোর ৪ চায় ৫ তোক কাটি পুজা করি ৬ মর ৭ বেহুলা ৮ তোদের ৯ তোরা ধিক ধিক ১০ তাতে ১১ জোন ১২ বিপল জিবন ১৩ নাই ১৪ লয়া কোলে কর ১৫ কতেকো ১৬ লইতে ১৭ সতো আশু হয় (গ) পুথির পাঠ সাত ১৮ আশু সোনার মোহর আমরা কভু দেখি নাই ১৯ থাকিতো ২০ বেত্তানি নিতো করিয়া জতন ২১ ইহাতে আছয়ে ২২ সব দেখি জেনু ২৩ নাই ২৪ নাই ২৫ অতিরিক্ত সদাগরের ২৬ দুয়ারে ২৭ হৈলো ২৮ জগত জিবন কবি বিরচিল গিত।

।। দু'শ আটষট্টি ।।

১বাপু ছাইড়া দে মোক সাহের দুয়ারি নারি
জাইতে চাও মুই বান্যার অন্ত সত্বর
অমুল্য বিচন ধরি ফিরোঁ মুই গলি গলি রে
কেহো না ধরে পাখার মুল
বাপু ছাড়্যা দে মোক সাহের দুয়ার নারে ... ১ধুয়া

২দ্বার ঘুচাহ বাপু সাহের দুয়ারি।
বিচনি লইয়া জাব বানিয়াঁর ৩অন্তশ পুরি।।
৪দ্বারি বোলে বিদ্বাধরি রহ এহি ঠাঞি।
কোন দেসে ঘর তোমার পরিচয় চাই।।
বালি বোলে দ্বারি সুনহ সত্য ভাশি।
অনেক পুরুস হৈতে চাপালিতে বসি।।৪
দ্বারি বোলে তবে আমি ঘুচহিব দ্বার।
মোরে সুরতি শ্রিঙ্গার ৫জেদি কর য়ঙ্গিকার।।
কন্যা বোলে দ্বারি ৬নহ অধম দুর্জ্জন।
নিচজন দেখি তোমার ৭হেন লয় মন।।

নিরান্তর সাধুকে জোগাও ৮ফুল পানি।
বিচার না কর ৯কেন ডোম চণ্ডালিনি।।
দ্বার ছাড় ১০দ্বার ছাড় সাহের দ্বায়ারি।
বিচান লইয়া ১১আমী জাব ১১অন্তসপুরি।।
দ্বার ছাড়িয়া দিল সাহের দুয়ারি।
বিচন লইয়া কন্যা গেল নিযপুরি।।
১২ধিরে ধিরে জায় বালি সাহেব বৌহারি।১২
প্রবেসিলি ১৩ডুমুনি সাহের ১৪অন্তসপুরি।।
পুত্রসোকে সনেকা অছেন বসিয়া ১৫মনদুঃখে।
সুন্দর ডোমের কন্যা দেখিল সম্মুখে।।
ডুমুনি দেখিয়া সোনা হইল ১৬চমতকাঁর।
১৭সাক্ষাতে দেখিল জেন ১৮বধুর আকার।।
সোনা বোলে দেখি ১৯তোকে জেন সাহের দুলালী।
ডুমুনি মুরতি ২০কেন কাখে দোল ডালী।।
২১শুন শুন ডোমের কন্যা কুথা ২১তোমার ঘর।
২২কেন আইলে বিদ্যাঁ ধরি আমার ২২নগর।।
২৩ডুমুনি বোলেন২৪ মাঁ আমরা নিচজন।
২৫বিক্রয় করিয়া বেড়াই অমুল্য২৬ বিচন।।
সোনা বোলে ডুমুনি তোর বিচন লবে কেঁ।
আমার বচনে২৭ পাখাঁ জলে ২৮ভাইস্যা দে।।
বিচনি বিক্রয় কর কত বড় ভাও।
যলে ভাস্যা না দেও ফিরিয়া ঘরে জাও।।
নাত্রিঃ পুত্র ২৯রঙ্গিয়া লখাই ৩০আমার ধন৩০।
কে লবে সুন্দরি তোমার অমুল্য বিচন।।
বিবাদে ৩১দংসিল পুত্রেক বিবাহের ৩১বাসরে।
বধুসনে ৩২ভাইস্যা দেলাঙ ৩২দুর্য্যন সাগরে।।
আজি কালি করিয়া হইল ছয় মাস।
ভালমন্দ কিছু ৩৩বার্ত্তা না ৩৪পাইলাঙ তলাস।।
তোমার সমান বধু তোমার আকার।
পুত্রসোকে অভাগিনি ৩৫না পারি ৩৫চিহ্নিবার।।
ভাসিল সুন্দর বধু নিদারুন হইয়া।
৩৬পুত্রখানি হইতে ৩৬বধুকে বড় দয়া।।
ডুমুনি বোলেন ৩৭মা বসি ৩৭এহি খানে।
৩৮চাপাবতি পুরে আমাক ৩৮কেবা নাহি যানে।।
ভাসাইলে ৩৯পুত্রবধু সাগরের পানি।

ফিরিয়া ৪০না পারে ৪০আর সুন ঠাকুরানি।।
৪১যগত জিবন গায় মনসার মায়া।
করিবে ব্রহ্মানি মাতা নায়েকের দয়া।।৪১

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ আটষট্টি ।।

১ নাই, ভিন্ন কুনখানে গেলো মোর দুল্বভ লখাই, আগু ধুয়া ভিন্ন ২ দুয়ার ৩ নাই, শুধু পুরি ৪ নাই ৫ আগে ৬ হনু ৭ নাই ৮ পান ৯ তুমি ১০ দিল ১১ কন্যা গেলো ১২ হস্তেতে বেউনি কোরি চলিলো সুন্দরি ১৩ সুন্দরি ১৪ নিজ পুরি ১৫ দুকে ১৬ চমৎকার ১৭ সোন মুখে ১৮ বেহুলা ১৯ নাই ২০ নাই ২১ সেনা বলে ডোমনি কোথায় ২২ কি কারনে আসিয়াছ চাম্পাই ২৩ কন্যা ২৪ নাই ২৫ রেচিয়া ২৬ বিত্তানি ২৭ নাই ২৮ ভাসাইয়া ২৯ রঙ্গে ৩০ কিবা মোন ৩১ মারিল পুত্র বিত্তার ৩২ ভাঁসাইনু ৩৩ তার ৩৪ পাই ৩৫ নারি ৩৬ পুত্রকে চাহিয়া ৩৭ মুই থাকি ৩৮ চাম্পাই নগরে মোকে ৩৯ পুত্র খানি ৪০ আগু পাবে ৪১ ভণিতা ভিন্ন পর্দ্দার চররে গো মোজুকো নিজ চিত/জগত জিবন গায় মনসার গিত

।। দু'শ ঊণসত্তর ।।

কান্দে সোনা ডুমুনি দেখিয়া।
১হায়রে দারুন বিধি সাগরে ভাসাইলাও নিধি
গেল পুত্রবধু সাগরে ভাসিয়া।।
পুত্রবধু অপুপাম জেন রূপ জিনি কাম
খাইল পুত্রেক মৎস মগরে।
কিবা দুর্জ্যনে পাইলো জলে বধুকে হরিল বলে
পুত্রেক ফেলিয়া দিল জলে।।
কান্দে সোনা সুন্দরি নিরান্তরে সোক করি১
দুই হস্তে ধাকড়ে হিয়া।
গেল জিনি ধিয়ার না পারি পুনর্ব্বার
পুত্রবধু ২নাসিবে ফিরিয়া।।
সর্ব্বথা সোক করে ৩নয়নের জল ঝরে৩
মরা পুত্র আর নাকি আইসে।
মৎস ঘড়ীয়াল জলে থাকে পালে পাল
দেখি৪ বধু মরিল ৫তরাসে।।
কি ৫কারনে এত ধন৫ প্রান বরো অকারণ
বৃদ্ধ কালে এত ৬পাও দুখ।
জম বড় নিদারুন পুত্রকে করিল খুন
বাছা৭ কেন বা ছাড়িয়া গেলা মোক।।৭
ডুমুনি বোলেন মাও কান্দ্যা কেন দুখ্খ পাও
মিথ্যা সোক কর৮ অকারণ।
জগত জিবন গায় বন্দিয়া পদ্যাঁর পায়
আগে পিছে ৯সকলের মরণ।।৯

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ উণসত্তর ।।

১ নাই ২ না আইসে ৩ কোরিয়া উভয় পানি ৪ কোন্যা মোরিবে ৫ কোরিবো ধন জন ৬ পাইনু দুখ্যো ৭ গেল... মোরি মন দুখ্যে ৮ কি কারএর ৯ সবার মরণে – আশু তে এই গানটিতে চণ্ডীমঙ্গলের কণ্ঠস্বরে শুনি 'হৃদে বিস মুখে সনকায়ে বলে বধু', 'পিতল সব কর দূর পহু স্বর্ণ কর্ণফুল' ইত্যাদি দে৩ ও ব১ এ পাঠের সামঞ্জস্য আছে। বিশেষর আগে 'পিছে সবার মরণ' এই তত্ত্ব কথাটি আশু তে নেই

।। দু'শ সত্তর ।।

১ও জমুনার তিরে তিরে
গোধেনু চরাইয়া ফিরে
সে হরি কাহার বসে ... ১ধুয়া

সোনা বোলে ছয় বধু কর য়বধান।
ডুমুনিকে বিদায় কর দিয়া গুয়াপান।।
ডুমুনি বোলে ২মাতা পান নাহি খাই।
খুদায় অন্তর ৩জলে কিছু অর্ন্য চাই।।
সনেকা বোলেন ৪বাছা সুন রূপবতি।
৫কে খাইবে ৫অন্য ৬আর রন্ধন ৬পাবে কতি।।
জেদিন হৈতে ৭মইল সাহের নন্দন।
দস পাচেএকে ৮কল্য চড়াই রন্ধন।।
ডুমুনি ৯কহেন কথা ৯জোড় করি হাত।
মেড়ের মা ১০ঝারে আছে বেঞ্জন আর ভাত।।
১১এতেক সুনিয়া সোনা চমৎকার মন।
মোড় ঘরে আছে অন্য জানিল কেমন।।
জলে ১২ভাসাইলাঙ পুত্র দুল্বও লখাই।
জাইত দিল ১৩বেললি কুন ১৪ডোমের ঠাই।।
ডুমনিয়ে বোলে ১৫মাগো বধু তোমার নই।
১৬রন্ধনের বৃত্তান্ত ১৬কথা তোমার ১৭স্থানে কই।।
বালার বিভার ১৮রাত্রে আইলাঙ দেখিতে।
১৯দোলডালা লএগা আইলাঙ ২০ডোমনা সহিতে।।২০
কৌতুক দেখিতে রাত্রি হৈয়া গেল ২১শেসে।
সুইয়া রহিলাঙ ২২দোহে মেড়ের সম্পাসে।।২২
বালার কারনে বালি করিল রন্ধন।
নিদ্রাতে পড়িল ২৩গন্ধ বানিয়ার ২৩নন্দন।।
২৪সেহির্ণ্যা বেঞ্জন রাখিল ২৫বানিয়ানি।
এহিমতে ২৬রন্ধনের বৃত্তান্ত কথা জানি।।

সুনিল সনেকা জদি ২৭এতেক উত্তর।২৭
২৮মেড় ঘর দেখিতে সোনা চলিল সর্ত্তর।।২৮
২৯ডুমুনি সহিতে সোনা করিল গমন।
মেড়ের দ্বারেত জাঞা দিল দরসন।।২৯
মেড়ের দুয়ারে সোনা কপাট ঘুচায়।
কপাট না ঘুচে সোনা করে হায় হায়।।
৩০ঘুচাইতে না পারে কপাট হায় হায় করি।
ভুমিতে পড়িয়া সোনা কান্দে উচ্চস্বরে।।৩০
ডুমুনি বোলেন মাগো ৩১দুরে রহ ঠাই।৩১
তুমি ৩২থাক এথা৩২ আমি কপাট ঘুচাই।।
শুনিঞা সনেকা ৩৩নারি হৈল এক পাস্যে।
কপাট ঘুচাল বালি ৩৪মনের হাবিলাসে।।৩৪
সতির পরসে মাত্র ঘুচিল দুয়রি।
প্রবেস করিল সোনা মেড়ের মাঝারি।।
সুবর্ণ্য পালঙ্ক বালার না হয় মলিন।
রত্নের প্রদিপ ৩৫জ্বালিছে রাত্রিদিন।।
বাটাতে তাম্বুল আছে ভৃঙ্গারেত পানি।
একমাত্র নাই ৩৬আমার সুন্দর পুত্রখানি।
৩৭অর্ন্য বেঞ্জন বলিয়া ৩৭হাড়িতে দিল হাত।।
হাড়ি মধ্যে পাইল ৩৮উত্তম বেঞ্জন ভাত।
৩৯হেম থালে ৪০অর্ন্য সাজাইঞা ৪০বানিয়ানি।।
সেহি অর্ন্য ৪১বেঞ্জন ডুমুনিকে দিল য়ানি।
ডুমুনি বোলেন মাগো আমরা নিচ জন।।
তোমার সাক্ষাতে অর্ন্য খাইব কেমন।
সেহিয়ণ্য ৪২লঞা চলে ৪৩সাহের দুলালি।।৪৩
কুকুর দেখিয়া ৪৪সকল অর্ন্য দিলেন ঢালি।
ফিরিয়া ৪৫পুরির মাঝে করিল গমন।৪৫
৪৬রচিল পদ্যার বরে রেবতির নন্দন।।৪৬

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ সত্তর ।।

১ দেখিতে দেখিতে হারাইনু শুন নিদিবা আশু ধুয়া ভিন্ন ২ আমি ৩ পুড়ে ৪ বাক্য৫ কোথায় আমার ৬ অন্য ৭ মরিল ৮ দিনে ৯ নারী বলে ১০ ভিতরে ১১ হইল১২ ভাসাইনু, ১৩ বালি ১৪ ডোমনার ১৫ আমি ১৬ মেড়ের অন্নের ১৭ আমি ১৮ দিন ১৯ ডোম ২০ ডোমনার সাঁথে ২১ পাছে ২২ আমরা মেড় ঘরের পাশে২৩ পাশে সাহের ২৪ নাই ২৫ অতিরিক্ত বেহুলা ২৬ আমি হো ২৭ কন্যার বচন ২৮ সিগ্রগোতি কলার মেড়ে দিল দরসন ২৯ নাই ৩০ নাই ৩১ পিছে হয় চাই ৩২ পাছে হয় ৩৩ রানি ৩৪ মনে মনে হাসে ৩৫ সব জ্বলে ৩৬ দেখি ৩৭ জেই মাত্র সনেকা ৩৮ পঞ্চাশ ৩৯ সোনার ৪০ ভাত বাড়ে ৪১ সোনা ৪২ দিয়া ৪৩ গন্ধবানিয়ার বালী ৪৪ কন্যা ৪৫ প্রবেশিল মেড়ের ভিতর ৪৬ জগত জিবন গায় মনসার বরে

।। দু'শ একাত্তর ।।

ত্রিপদি করুণা

কান্দে সোনা মেড়েত বসিয়া।
১হায় পুত্র লখাই মেড় আছে ২বাছা নাই
গেল পুত্র ৩সাগরে ভাসিয়া।।
হর গৌরি আরাধিয়া তোমাকে পাইনু ৪বাছা
তুমি বিনে ৫আর কেহ নাই।
জত ৬কিছু ধনজন সব দেখো আকারন
আইস বাছা পণ্ডিত লখাই।।
কাহার সহিতে দন্দ ৭কে তোমাকে ৭বলিল মন্দ
বাপ মায় নাহি পাড়ে গালি।
৮নাহিক আমার দোস ৮বাছা কেন বা করিল ৯রোস
পুষ্প সয্যা হইয়া আছে খালি।।
তোমার জতেক সখি তোমা১০ বিনু নাই১০ দেখি
১১কে হোত১১ না আইসে আমার বাড়ি।
তোমার ১২প্রেমের সোকে১২ ১৩নাঞি কারু১৩ রঙ্গ রসে
স্যামী বিনে নারি জেন রাড়ি।।
ডুমুনি সংহতি করি ১৪সনেকা সুন্দরি১৪
১৫করুনা করয়ে উচ্চস্বরে।১৫
সভাতে থাকিয়া বিসম বিসম বিবাদিয়া
সুনিঞা অগ্নি হেন জলে।।
বোলে বিবাদিয়া সুনরে১৬ দ্বারি ভাইয়া১৬
১৭কি হেতু১৭ কান্দে বানি আনি।
কেবা১৮ করিল জোর১৮ ১৯কিসের অভাব মোর১৯
বার্ত্তা সর্ত্তরে আইস গা জানি।।
২০সুনি সাদুর ২০উত্তর দ্বারি চলিল সর্ত্তর
পুরির ২১মধ্যে দ্বারি২১ জায়।
দেখিয়া ডুমুনি কান্দে বানিয়ানি
সর্ত্তরে সাধুকে জানায়।।
হস্তে ২২করিয়া নড়ি গোপ ফরফর করি
ক্রোধিত হৈয়া ২৩সাধু জায়।২৩
ক্রোধিত বানিয়া ডুমুনি জানিয়া
অন্তরে ২৪মহা ডর ২৫পায়।।
২৬ক্রোধ হইয়া সদাগর বলিছেন ধর ধর
সুন্দরি অন্তরে পান ডর।২৬

পাছে বাড়ি দিয়া ২৭গেলেন পলাইয়া
জথা আছেন লখিন্দর।
২৮বন্দিয়া পদ্যার পায় রেবতির নন্দনে গায়
বিরচিয়া মধুর ভারথি।।২৮

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ একাত্তর ।।
১ হাকা ২ পুত্র তজলেতে ৪ সিয়া ৫ মোর ৬ আছে ৭ কেবা বা ৮ নহেত ৯ কি কারনে করো ১০ বিনা নাহি ১১ কেহ আর ১২ মরনে সব ১৩ তেজিলাম ১৪ কান্দয়ে বান্যানী ১৫ বসিয়া মেড়ের তলে ১৬ দ্বয়ারিয়া ১৭ কেনবা ১৮কেবা মৈল্য ১৯ কি দুখ্যো কপালে ২০ শুনিয়া২১ ভিতরে ২২ হেমতাল ২৩ সর্ত্তর ২৪ বড় ২৫ পাইশ ২৬ নাই ২৭ গেল ২৮ জগত জিবন কবি বিচক্ষণ গাইলো মনাসার বরে। আশুতে একই বিষয়বস্তুর গান পয়ারে আছে

।। দু'শ বাহাত্তর ।।

ত্রিপদি

শুন্দরিহে না ১চড়িয় আমার মধু করে ... ধুয়া

কেমত সাহস করি ২তুমি কুল বতি নারি২
পুরি চাপাবতি৩ ভ্রমিলে ৪একেশ্বরে।
প্রভাতে করিয়া গতি ৫সন্ধ্যা আইলা রূপবতি
আজি তোমার মতি দেখি ভিন্ন।।
সুনিয়া ৬চাপালির লোক কি বলো বলির মোক
হৈল বালা৭ শ্রিয়ার অধিন।
৮চাপালিয়া দুষ্ট লোক ৯একলা পাইল৯ তোক
কেহো ১০তোরে কিছু নাহি কয়।।১০
কুলের সুন্দরি নারি পথে চলে একেশ্বরি
কেমতে মহত তার রয়।
বালি করে জোড় হাত সুন প্রভু প্রানের নাথ
জলমধ্যে ১১ভাসিলাঙ জখন।।
পদ্যাঁর ১২মহা অনুনাট ১৩জলমধ্যে দুষ্টঘাট
তক্ষনে রাখিল ১৪কুনজন।
সুনিয়া ১৫সুন্দরির বানি বানিয়ার সিরমুনি
লখ্যায় রহিল ১৬হেষ্ট মুখে।।
বোলে বাইন্যা লখিন্দর চড় কন্যা মধুকরে
১৭চাপাবতির বার্ত্তা১৭সুনি ১৮মুখে।
গিএগ্রাছিলাঙ চাপালাদেস১৯ তার সুন সবিসেষ
২০কাহাক না ২১দেখিলাঙ ভাল।।

তোমা বিনে পুরিখান জেন জামালয় স্থান
২২চন্দ্রবিন রাত্রি জেন কাল।
দেখিলাঙ সাসুড়ি মাঁ আর রারী ছয় জা
অস্থি ২৩জেন হৈঞাছেন সার।।
তোমার আমার সোকে নাহি তার ত্রিষ্ণা ২৪ভোকে
ভাগ্যে ২৫পুন্যে পাইলাঙ ২৫দেখিবার।
সসুর ২৬বড় বিবাদিয়া বড় নিদারুন হিয়া
নাহি ছাড়ে কুচ্ছিত ২৭দুর্ম্মতি।।
দেখিয়া আমার ২৮ভাও কান্দেন সাসুরী২৯ মাও
৩০বানিঞা মারিতে আইল সিগ্রগতি।
শুনিঞা সতির বানি ৩১বানিঞার সির মুনি৩১
৩২মহাদুখে হেষ্টমুণ্ড করে।।
৩৩শ্বরস্বতির পরসনে জগত জিবন ভনে
পদ্যাঁবতির পায়া বরে।।৩৩

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ বাহাত্তর ।।

১ চড়ো, আশু ধুয়া নাই ২ এতোক্ষণ সুন্দরি ৩ ফিরিল্যা ৪ নাই ৫ সাঝে ৬ আশু চাম্পালা ৭ আশু স্ত্রীর ৮ চাম্পাইর আশু চম্পলার ৯ আশু না দেখিয়া ১০ আশু কিছু বলিল উত্তর ১১ ভাসিনু ১২ বিসম নাটে ১৩ মধ্যপথে ১৪ কেবাপথে ১৫ কন্যার ১৬ হেটো সাথে ১৭ চাম্পহির কথা ১৮ কহ ১৯ গেলাম চাম্পাই সুরি ২০ আশু কাজে আমি ২১ আশু দেখিল ২২ আশু চন্দ্র ২৩ চর্মমাত্র হৈয়া ২৪ আশু ভোক ২৫ আশু সে পাইল ২৬ মোর ২৭ মতি ২৮ ভা ২৯ মাত্র পাই ৩১ আশু পখিন্দর পায় ব্যথা ৩২ ছয় ভাই ৩৩ ভণিতা ভিন্ন

।। দু'শ তিয়াত্তর ।।

১আমি একা কুঞ্জে বৈস্যা থাকি
সপনে স্যামি কাহ্ন দেখি।১ ... ধুয়া
মন্দ মন্দ বহে দিব্ব মনয়া পবন।
ঘাটের উঠিয়া ২বৈসে ভাই সাত জন।।২
চান্দোর ঘরের চেড়িগণ ঘাটে ভরে পানি।
দেখিয়া বালার রূপ করে কানাকানি।।
এক ৪সখি বোলে ৫সুন আমার সই।
সাক্ষাতে দেখিবে যেন ৬দুল্বভ লখাই।।৬
৭আর সখি বোলে সুন আমার বচন।
অঙ্গুলি দেখাই অহি সাহের নন্দন।।৭
আর দাসি বো লে এমত নাহি হয়।
মরা নাকি জিয়ে আর ৮কে করে পর্ত্তয়।।৮
আর ৯সখি বোলে বেললি হয় সতি ।

কি জানি আনিল১০ জিয়া ১১আপনার পতী।।১১
সর্ত্তরে জানায় চেড়ি সনেকার ঠাঞি।
ঘাটেত ১২দেখিয়া আইলাঙ ১২দুল্বব লখাই।।
সোনা বোলে দেখিলে কিবা ১৩সুন্যাহ শ্রবনে।১৩
দাসিগণ বোলে ১৪দেখ্যা আইল্যাঙ ১৪আপন নয়নে।।
সোনা বোলে সর্পনে দেখিলাম সুমঙ্গল।
কি জানি ১৫আসিয়া থাকে১৫ মোর ১৬কর্ম্মফল।।
দাসির বচনে সোনা সিগ্রগতি চলে।
গোঙ্গড়িয়ার ঘাটে১৭ জান স্নান করিবার ছলে।।
বেললিয়ে বোলে প্রভু সুন গুনমনী।
উঠিয়া প্রনাম কর আপন জননি।।
মায়ের ১৮চরনে বালা ১৮নমস্কার করে।।
১৯অঝোরে সোনার চক্ষে বহিয়া পড়ে ধারে।
ভাণ্ডারি কাণ্ডারি জত গাবরিয়া গণ।।
সকলে বন্দিল জায়া সনেকার চরণ।
সনেকা বোলেন বাপু তোরা সব কে ।।
চিহ্নিতে না পারি ২০আমাকে পরিচয় দে।
কাণ্ডারি বোলেন এই দুল্বব লখাই।।
আর এহি সব তোমার পুত্র ছয় ভাই।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন জন ভাণ্ডারি ২১কাণ্ডারি।।
পতিব্রতা বেললি আনিল উদ্ধার করি।
শুনিঞা সোনার হৈল আনন্দিত মন।।
রচিল পদ্দার বরে জগত জিবন।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ তিয়াত্তর ।।

১ ধুয়া ভিন্ন কালা বড় রোসিকো ও জানু হে ২ বালা বানিয়ার নন্দন ৩ দাসী ৪ দাসী ৫ দিদি ৬ সাহেব নন্দন ৭ নাই ৮ কুন জনে বয় ৯ দাসী ১০ জিয়এয়া ১১ প্রাণপতি ১২ আসিয়াছে ১৩ শুনিয়াছ কানে ১৪ দেখিলাম ১৫ মিলিল আজি ১৬ সপনের ফল ১৭ চলে ১৮ পায়ে১৯ আনন্দে ২০ মোকে ২১ গাভর ২২ মহা আগুতে ২৭৩-২৭৪ সংখ্যক গান নেই বদলে বেহুলা প্রায়শ্চিত্ত করার কথা আছে।

।। দু'শ চুয়াত্তর ।।

১বড় রোসিয়া নাগর কালা রে
বড় কালা পড়ে মর মনে বা ... ধুয়া১

ধরিয়া বধুর মুখের করিল চুর্ম্বন।
সনেকা বোলেন২ বাছা তুমি বড় ২সতি।।

তোমার প্রসাদে আমি ৩হৈলাঙ পুত্রবতি।
মহারঙ্গে নাচে সোনা আনন্দিত মন।।
৪লক্ষ লক্ষ বধুর মুখে করিল চুর্ম্বন।
চল চল৫ পুত্রবধু৬ চল জাই বাড়ি।।
দেখু ৭তোমার মুখ বধু ছয় বাড়ি।
বেললি বোলেন মাঁ তবে জাই ঘর।।
সত্য করুন আগে সসুর সদাগর।
৮ব্রহ্মানি দেবিকে জদি ৯দেহ পুষ্পপানি।।
তবে সে জাইব১০ ঘরে ১১সুন নিষ্ঠাবানি।
১২ঘরে জাএগ১২ সনেকা সাধুকে১৩ বার্ত্তা দিল জান।।
হাতে হাতে বানিএগ পাইল সর্প্নখান।
১৪উর্দ্ধবাহু নাচে ১৪সাধু মহারঙ্গমন।।
১৫রচিল পদ্যাঁর বরে১৬ রেবতি নন্দন।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ চুয়াত্তর ।।

১ ধ্রুবপদটি দে৩ নং পুথির ২ মাঁও তুমি মহা ৩ হৈলাম ৪ ধরিয়া ৫ সকল পুত্র ৬ নাই ৭ স্বামী ৮মনসা ৯ দেয় ১০ গৃহে ১১ কহিলাম ১২ সিগ্রগতি ১৩ নাই ১৪ শুনিয়া চলিল ১৫ গহির ১৬ জগোত জিবন - আশুতে গানটি ভিন্ন

।। দু'শ পঁচাত্তর ।।

১ও সজনি স্যাম চান্দকে মানা করনা
রাধা রাধা বৈল্যা জেন বাসি বাজায় না১ ... ধুয়া

২চৌদল উপরে চান্দো করিল গমন।
সঙ্গেত চলিল জত ভাট আর ব্রাহ্মন।।২
সাজিয়া চলিল সাধু মহারঙ্গ মনে।
ভাঙ্গিয়া চলিল জত ৩চাপালা ভুবনে।
সাধুর ৪সঙ্গেত চলে লক্ষ লক্ষ ঠাট্।
উত্তরিল ৫জাএগ সাধু গোঙ্গড়িয়ার ঘাট।।
৬বাপের চরণে বালা নমস্কার করে।
আসির্ব্বাদ দিল সাধু পরম সাদরে।।৬
ছয় ভাই আসিএগ বাপের চরণবন্দে।
আলিঙ্গন দিল সাধু পরম সানন্দে।।
৭ভাণ্ডারি কাণ্ডারি জত গাবরিয়া গন।।৭
৮বেললি বন্দিল গিএগ৮ সসুরের চরণ।।

সাধু বোলে ৯বধু সকল তোমার প্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি সতি তোমার সমান।।
চল চল ১০পুত্রবধূ চলজাই রাড়ি।
দেখুন স্যামির মুখ বধু ছয় বাড়ি।।
১১বালি বোলে সসুর বাপ তবে জাই ঘর।
মনসা দেবিকে জদি দেহ পুষ্প পানি।।
তবে সে জাইব ঘরে বোলিলাম নিষ্ঠাবানি।১১
আর বালা বোলে বাপু ১২জদি পুজ বিসহরি।।
১৩তবে সে জাইব আমি চাপাঁবতি পুরি।
চন্দ্রপতি বোলে বাছা চল১৪ নিজালয় জাই।
মিথ্যা মায়া না করিহ ১৫দুহুব লখাই ।।১৫
পুত্রবধু লইয়া সাধু চলে মহারঙ্গে।
বুহিত ১৬পুজিল সোনা রাই রহিহ গন সঙ্গে।।
ধন পুত্র লইয়া গ্রিহে করিল গমন।
আপন মন্দিরে জাইয়া দিল দরসন।।
জগত জিবন কবি মনসার মায়া।
করিবে ব্রহ্মানি মাতা নায়েকের দয়া।।১৬

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ পঁচাত্তর ।।

১ ধুয়া ভিন্ন বিধি মরে নিধি দিলো আনিয়া যে ২ নাই ৩ চাম্পাই ৪ বচনে ৫ গিএগ ৬ নাই ৭ কাণ্ডারি প্রণাম করে কান্ডর সবাই ৮ বেহুলা প্রণাম করে ৯ বেহুলা ১০ পুত্রগণ ১১ নাই ১২ আগে ১৩ এই অংশ দেত এ নাই। এই গানের অর্ধাংশের সঙ্গে ২৭৭ নং গানের পাঠের মিল আছে। ১৪ আশু ঘরে ১৫ পণ্ডিত লখিন্দর ১৬ করিতে চলে লৈএগ বধুগন

।। দু'শ ছিয়াত্তর ।।

ত্রিপদি

১আনন্দে সুন্দরি সোনা মঙ্গল উৎসব করে১ ... ধুয়া

ধনের মধ্যে ধন তুলিল রত্নন
বাহুড়িয়া আইল ঘরে।
সনেকা সুন্দরি রাখে বেঞ্জন সারি সারি
২বন্ধন করে মহারঙ্গে।।২
বানিএগ রঙ্গমন বসিল করিতে ভোজন
সাত জন পুত্র লএগ সঙ্গে।
সনেকা বানিয়ানি পুত্রকে বোলে বানি
বাছা সুনহ পুত্র সাতজন।।

তোমার সভার পেটে অন্য সহোক না সহে
অল্প করি করিহ ভোজন।
জতেক পরমান খণ্ড মধু পান
অনিয়া দিল বানিয়ানী।।
করে য়ানন্দ ভোজন বানিএঞার নন্দনগন
খাইল সুভাসিত পানি।
ভোজন করিয়া উঠিল বানিএঞা
কপ্পুর তাম্বুলে মুখ সুদ্ধি করে।।
বসিল চন্দ্রপতি লএঞা ইষ্ট মিত্র জ্ঞাতি
সঙ্গেত সাত কুমারে
দরবারে বসিয়া তাম্বুলি খাইয়া
বাণিয়া গদ গদ ভাসে।।
ঘোসাল ব্রাহ্মণ রারী কুচিয়া বোড়াতে বাড়ি
পদ্যাঁর পুরাণ করিল অবসেসে।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ ছিয়াত্তর ।।

আশুর ২২১ সংখ্যক গানের সঙ্গে এর বিষয় বস্তুর মিল আছে। কিন্তু গানটি পয়ারে লেখা ১ ধুয়া ভিন্ন আজু শুভক্ষণে গোপাল আলয় ঘরে / জয় জয় শব্দ হৈল গোকুল নগরে

।দু'শ সাতাত্তর ।।

১তোরা জলে ঢেউ দেওনা সখি
আমী কৃষ্ণ রূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিয়োনা সখি
তোরা জলে ঢেউ দিলে হবে ব্রহ্ম হত্যা পাত কী
জল মধ্যে কালাচান্দ হাসে মুচুকি১ ... ধুয়া

২সাত পুত্র লএঞা চান্দো বসিল দেত্তান।
হেনকালে বেললি আইলা বিদ্যামান।।২
বালি বোলে সুন সসুর ৩সদাগর।
৪পদ্যাবতিকে তুমি দেহ পুষ্প জল।।৪
তোমার পুজার আগে ৫হৈল দেবগণ।
তবে জিয়া ইল পদ্যাঁ তোমার নন্দন।
অখন পদ্যাঁকে জদি না দেয় ৬ফুলজল।।
ফিরিয়া ৭তোমার বাপু না হব দসন।৭
চান্দো বোলে ৮বধু না বোল হেন বানি।।৮

সঙ্কর ৯পুজিয়া আমি পুন ৯পুজিব ব্রহ্মানি।
বালি বোলে জেবা জন গঙ্গা জল খায়।।
অন্য জল ১০পালেকি তাহার পূর্ন্য জায়।
ক্রোধ করে বানিঞা আকাস পানে চায়।।
আকাসের চন্দ্র সুর্য্য চান্দোকে বুঝায়।
হেন্ঠ মুণ্ডে রহে ১১চান্দো অন্তরে অসুকি।।
পাতালে থাকিয়া ১২কহে অনন্ত বাসুকি।
অর্ন্তদিগে বুঝায় অষ্ট দিগ পালগণ।।
আকাসে থাকিয়া ফেলে জত দেবগণ।
১৩আপন মনে বানিয়া চিন্তেন অনুক্ষণ।।১৩
দেবতাগণ বোলে না জায় লঙ্ঘন।
চতুদিগে দেবগণ বোলে না জায় খণ্ডন।।
পুজিব পুজিব বলে চান্দো বুলিল বচন।
১৪সাধু বোলে লেখ্যা মন্ত্রি কর অবধান।।
পুজীব ব্রহ্মানি করগা মণ্ডপ নির্ম্মাণ।
চল চল লেখ্যা মন্ত্রি চলপা সর্ত্তর।।
মধ্যগ্রামে বান্ধগা পদ্যার পুজার ঘর।
চাপানী নগরে বার্ত্তা দেত্ত প্রতি ঘরে ঘর।।
প্রভাতে পদ্দাঁর পুজা করিব চন্দ্রপতি সদাগর।
জগত জিবন কবি মনসার দাস।।
পদদিয়া ছন্দের করিল প্রকাস।।

পাঠান্তরঃ ।। দু'শ সাতাত্তর ।।

১ ধুয়া ভিন্ন ২ নাই ৩ অধিকারী, দে৩ বিবাদিয়া ৪ আপনার হস্তে ভুমি পুজহ বিষহরি ৫ কৈল ৬ পুষ্পজল ৭ জাইছে তোমার নন্দন সকল ৮ বাক্য ভাল বোলিলা বধুখানি ৯ পুজি এই হাতে আশু. না পুজিব না পুজিব বেঙ্গখকি কাণী ১০ খালি কি ১১ সাধু ১২ বলে ১৩ চতুর্দিগে বোলে সবে ভাবে সোদাগর ১৪ আশু তে এর পরবর্তী অংশ পরবর্তী গানটিতে আসে। দে৩ এ পদ্দার চরণে মজুকো নিজ চিত ভণিতা দিয়ে গান শেষ।

।। দু'শ আটাত্তর ।।

১আহারে যেরূপ দেখিব নখন ভরিয়ে
বেস বানাঞা রূপ দেখিব নয়ন হেরিয়ে
চুরায় উপর মউরের পাখা তাতে রাধার নাম লেখা
আহারে যে রূপ দেখিব নয়ন হেরিয়ে১ ...ধুয়া

২জয় জয় জননি জগত জননি বিসহরি।
তোমার মহিমা মাগোঁ কেবা দিতে পারি।।২

৩সাধুর য়াদেসে ৩লেঙ্খা চলিল সর্ত্তর।
মধ্যগ্রামে বান্ধেন পদ্যার পুজার ঘর।।
পসানে ৪নির্ম্মাইল ঘর ৫মোঝিয়া কাচাএগল।৫
হেঙ্গুল হরিতালে ৬বর্ণ্য করে চামরে ছায় চাল।।৬
ফটিঙ্গের শ্বেত াম্ভে করে চিত্র নির্ম্মান।
তাহাতে করিল মনসাঁ অধিষ্ঠান।।
বিচিত্র চান্দোয়া ৭তোলে ঘরের ভিতর।৭
মন্ডপ নির্ম্মাণ কৈল য়তি মনুহর।।
নগরে জানায় লেঙ্খা প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রভাতে ৮পুথির পদ্দাঁ সাহ ৮সদাগরে।।
৯মণ্ডপ নির্ম্মাইয়া লেঙ্খা আইল সিগ্রতি।
সর্ত্তরে জানাইল বার্ত্তা জথা চন্দ্রপতি।।৯
নিসি প্রভাত হইল সুভক্ষণ বেলী।
নানা উপহার আনে সতে সতে ছেলি।।
১০লক্ষে লক্ষে মহিস আনে মেস কুরী কুরী।
বাদক আনিয়া লেঙ্খা রাখে সারি সারি।।
খোপের কৈতর আনে আর বাঙ্গাটুনী।
কুসাণ্ড আনিল আর নিশ্চয় না জানি।।১০
ব্রাহ্মন আনিয়া ঘট করিল স্থাপন।
১১বেদধ্বনি করিয়া ঘট করিল আপর্ন।।
ঘটের উপরে পদ্দাঁ দেবিকে কৈল আবাহন।
তাহাতে করিল দির্ব্ব কমল আসন।।১১
১২শ্রি বিষ্ণু বলিয়া সাধু কৈল ১২আচমন।
পুজি কিনা পুজি পদ্দাঁকে করে দুইমন।।
অষ্ট লোক পালে বোলে সত্য সত্য বানি।
অখন পুজহ চান্দো বিবাদ ব্রহ্মানি।
১৩চান্দো বোলে সর্ব্ব করে পুজি দেব সুল পানি।।
বাম হশ্তে আজি য়ামি পুজিব ব্রহ্মানি।
মুর্ত্তিমান পদ্দাঁ দেবি ঘটের উপর।।
মুখো পুজা হয় জদি পুজে সদাগর।
সনেকা বোলে প্রভু পুজ পুজ বানিএগ আকুল।।
বাম হশ্ত বলিয়া দক্ষিনে ধরে ফুল।
পুজ পুজ সব্দ চারিদিগে বোলে।।
সকলের বচনে বান্যা হশ্তে ফুল তোলে।
নম নম বুলিয়া পুষ্প দিল তিলাঞ্জলী ।।

উঠিল সমস্ত লোক জয় জয় বুলি।
নম নম বলি পুষ্প দিল তিনবার।।
সকলে করিল পুজা জ্ঞাতি কুটুম্ব পরিবার।
পুজা করি বানিয়া করিল বলিদান।।
এতো দিনে হইল বিবাদ সমাধান।১৩
পুজা পাইয়া নাচে পদ্দাঁ প্রফুল্য হ্রিদয়।।১৪
মধুর ১৫ভারথি জগত জিবন গায়।।

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ আটাত্তর ।।

১ আশু ধুয়া ভিন্ন মানাই মানাই মানাই এথা নিন্দান কালে ২ এই লাইন দুটি আশুতে নাই দে৩ এ মাগো কেবা দিতে হয়েছে — মোহিমা নরে ৩ আশু. চান্দোর বচনে ৪ নির্ম্মাণ ৫ করে কাঁচ চাল ৬ চামরে ছাড়িনি দিল ৭ দিল ভাল ৮ পুতজবে চান্দ ৯ নাই ১০ পুথি ভেদে বর্ণনা ভিন্ন। আশু বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। দে৩ নং পুথির এই অংশ আশু. তে পরবর্তী গান। পূজার পর্যায়গুলি বর্ণিত হয়েছে পূজাতে নৃত্য গীতের বর্ণনা আছে - নৃত্য করে নাটুয়া গায়েনে গায় গীত। ১৪ নাই ১৫ সঙ্গীত।

।। দু'শ উণআশি ।।

১আমার মনের আনল দুরে গেল
পুত্র বধু ঘরে আইল আর কিবা এ সনেকা রামাঁ
আমার মনের দুখ্খরে ১ ...ধুয়া

২ত্রান কর ব্রহ্মানি মাগো এইবার এইবার।
বিপদ সময় আশী হবে কন্যধার।।২
৩পুজা করি বিবাদিয়া আনন্দিত মন।
পুত্র জ্ঞাতি কুটম্ব লইয়া গ্রিহেতে গমন।।
নানা কুতুহলে সাধু চলে নিজপুরি।
সেইকালে আসিয়া কহিল বিসহরি।।
পথে ব্রাহ্মনি সহে হৈল দরসন।
দেখি চান্দো বানিয়া বড়ু উর্শ্বশীত মন।।
পদ্দাঁ বোলে দাদা না করিহ রোস।।
বিবাদ ৪করিলাঙ দাদা৪ ক্ষমা কর দোস।
পুজি খাইয়া সন্তুষ্ট হৈলাম (দাদা) ৫তোমাকে দিলাম ৫বর।।
৬বানিএগ কুলেত সর্প্পের নাহি ডর।
৭ধনে বংসে বাধীবেন আনন্দ বারীঘর।।
পুত্র পৌত্রে বারীবেন জাবত চন্দ্র দিবাকর।
তোমার পুজাতে য়ামী হৈলাম পুজীত।।
আজি হৈতে পুজা মোর হৈল পৃথিবিত।
সিবের শেবক তুমী পুর্ণ্য বান য়তী।।

নিজস্থানে জাইদাদাদেহ অনুমতী।
বিপদ সময় তোমার হইব কর্ন্যধার।।
কিছু দুঃখ মনে দাদা না করিবে আর।
ইহলোকে সুখ ভোগ কর আনন্দ আপারে।
পুষ্পের বিমানে অন্তে জাবে সিব পুরে।।৭
ইহাবলি রথে৮ ভরে চলে বিসহরি।৮
বেললি ৯ছাড়াইল আগে৯ ১০হস্ত জোরা করি।।
বালি বোলে মাতা তুমি জাবে ভালে ভাল।
মর্ত্ত্য পুরে আমরা ১১রহিব কতকাল।।
১২মনসা বোলেন বাছা না বোল আমারে ।।
আশীবে ইন্দ্রের রথ ১৩লইয়া জাবে তোরে।।১৩
১৪ইহা বলী পদ্মবতী করিল গমন।১৪
১৫রচিল পদ্মার বরে জগত জীবন।।১৫

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ উণআশি ।।

১ নাই ২ নাই দে৩ নং পুথিতে মনসাস্তুতি ভিন্নতর। পরিশিষ্টে দিয়েছি ৩ আশু নাই সেখানে দেবী কালনাগিনীকে প্রত্যর্পণ করতে বলেছেন এবং খই-দুধ খাইয়ে তাকে সমর্পণ করা হয়েছে। ৪ আশু করিনু দ্বন্দ্ব ৫ মাঙ্গিনেহ ৬ বণিকের ৭ নাই ৮ পদ্মা কৈল আরোহন ৯ বোলে বাক্য ১০ কর ১১ থাকিব ১২ পদ্মা ১৩ লঞিতে তুমাক ১৪ নাই প্রাসঙ্গিক দুটি লাইন আছে ১৫ ভণিতা ভিন্ন পদ্মার চরণে মজুক নিজ চিত/ জগতজীবন গায় মধুর সঙ্গীত

।। দু'শ আশি ।।

১কার ঘরে কালিয়া নাগোর মুরারি বাজায় ... ১ধুয়া

হাসিয়া স্যামিকে বাক্য বোলে ২সশিমুখি।
চলহ প্রাণনাথ মেড় ঘর দেখি।।
বালির বচন বালা ৩না করিল আন।৩
৪ক্যপাট ঘুচাইয়া গেল৪ মেড় ৫সার্ব্বধান।।
৬কড়া টেকের তৈলে প্রদিপ জলে রাত্রিদিন।
পুষ্পের পালঙ্ক আছে না হয় মলিন।।৬
অন্য বেঞ্জন আছে নাহী হয় বাশী।
দেখিয়া সুন্দর বালামনেমনে হাশী।।
৭বালি বোলে প্রাণনাথ আমি সতি নহি হীন।
৮আমি জেমতসতি তার৮ এহি সব চিহ্ন।।
৯পুষ্পের পালঙ্কে দোহে করিল সয়ন।
প্রেমরস আলাপে আনন্দ দুইজন।।৯

১০পুষ্পের পালঙ্কে দোহে আনন্দিত মন।১০
সেই কালে ইন্দ্রের পড়িয়া গেল মন।।
ইন্দ্র বোলে১১ মাতুলী চলাহ১১ রথ খান।
অনিউর্দ্ধ উসাকে সর্ত্তরে ১২জাইয়া আন।।
১৩রথ লঞা মাতুলী চলিল সত্তরে।
রথ চাপাইল আনি মেড়ের দুয়ারে।
মাতুলী রথে থাকি ডাকিয়া বোলেন উচ্যস্বরে।।
সুন সুন বেললি বালা লখিন্দরে।।
মাতুলি বোলেন বালা সুন সর্ন্যধানে।
আইল ইন্দ্রের রথ চল ইন্দ্র বিদ্যমানে।।১৩
বালা বোলে ১৪মাতুলীহে রহ এই ঠাই।
১৫মাতা পিতার স্থানে জাবত বিদায় না হই।।১৫
১৬মাতুলীর সাক্ষাতে বালা করিল গমন।
পিতা বিদ্যমানে জাইয়া দিল দরসন।।
বালা বোলে পিতা করহ অবধান।
আইল ইন্দ্রের রথ জাব ইন্দ্র স্থান।।
মাতা পিতার স্থানে কহে জত বিবরন।১৬
১৭রচিল পদ্মার বরে জগত জিবন।।১৭

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ আশি ।।

১ আগু ধুয়া ভিন্ন ২ চন্দ্রমুখী ৩ চলিল সত্বরে ৪ প্রবেশ করিল গিয়া ৫ ভিতরে ৬ নাই ৭ বেননীয়ে ৮ মোর সতীপর্ণা প্রভু ৯ নাই ১০ আনন্দ করিয়া ঘরে চলে দুই জনে ১১ মাতলি চালাহ আগুতে এর আগের চারটি লাইন আছে ১২ করি ১৩ নাই, বদলে সংক্ষিপ্ত চারটি লাইন আছে ১৪ তুমি ১৫ যাবত মেলানি করি বাপ মায়ের ঠাই ১৬ নাই ১৭ ভণিতা ভিন্ন দে৩ নং পুথিতে মাতা-পিতার সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ বিস্তৃত আকারে পাই, যা পরিশিষ্টে দিলাম।

।। দু'শ একাশি ।।

ত্রিপদি

১বিদ্যাধর বিদ্যাধরি জাইব ইন্দ্রে পুরি
মাতুলি আইল রথ লয়া।
২সুনি পুত্র বধুর উত্তরে২ কান্ধে সাধু৩ উচ্যস্বরে
৪সোনা কান্ধে ভুমিতে লোটাইয়া।।
সুনি পুত্র বধুর বানি কান্ধে সাধু বানিয়ানি৪
কান্ধে৫ জত দাস দাসি গন।
বালা বোলে বাপ মাও কান্ধিয়া কেন দুঃখ পাও
পুত্র তোমার আছে ছয়জন।।
পিতা মাতা সহদরে সকলকে প্রণাম করে

চড়ে জাঞা রথের উপর।

৬সেহি কালে বিসহরি　　দির্ব্ব রথে ভরো করি

আইলা বালার গোচর।।

বালা করিয়া প্রনীপাত　　করিল জোড়হাত

সুন মাতা সঙ্কর নন্দিনি।

হরিনাম মহামন্ত্র　　কলি যুগের সারতন্ত্র

আমারে দিক্ষা করাও তুমি।।

পদ্যাঁ বোলে লক্ষিন্দর　　বোল বাছা সর্ত্তর

সোল নাম বর্ত্তিস অক্ষরে

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ　　কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

বালি আর লখিন্দর　　সোল নাম বত্রিশ অক্ষর

শিক্ষা করি আনন্দিত মন।

পুস্পের বিমান দেখি　　হৈলেন মোহা সুখি

ইস্ট বলি বন্ধেন চরন।।৬

পিতা মাতা সহদরে　　সবকে প্রণাম করে

চড়ে যাইয়া রথের উপর।

৭পবনেত ভর করি　　চলেরথ তরাতরি

জাইয়া পাইল ইন্দ্রের নগর।।৭

৮জগত জিবন পদ　　বিরচিল বিদ্গাদ

সঙ্কর নন্দিনীর পায়া বর।৮

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ একাশি ।।

১ আগে অতিরিক্ত দুটি লাইন আছে ২ শুনিয়া সতীর বাণী ৩সাধুয়ানী ৪ নাই ৫ সর্ব ৬ নাই - অংশটির অতিরঞ্জিত বর্ণনা চৈতন্য প্রভাবিত মহামন্ত্রের ফল ৭ তেজিল মহী-অভিলাষ মনে হৈল উল্লাস-যাইব ইন্দ্রের সন্নিধানে ৮ ভণিতা ভিন্ন।

।। দু'শ বিরাশি ।।

দিসান্ত

১মন বল রাধা কৃষ্ণ এবারে

ভবে জেন যন্ত্রনা নাহয় আরো বারে ... ধুয়া১

২বালি বোলে প্রাণনাথ২ কর অবধান।

নরতনু ৩লয়া জাবেত দেব ৪বিদ্বমান।।

৫ইতনু ছাড়িয়া প্রভু আর ৫তনু ধর।

তবে সে জাইতে পারো ইন্দ্রের ৬গোচর।।

৭বিদ্যাধর বিদ্যাধরি৭ কুন ৮কথা করে।
কাষ্ঠ আনিয়া অগ্নি ১০জালিল সর্ত্তরে।।
১১জলেত নামিঞা বালা পঞ্চ ডুব দিল।১১
অগ্নিতে ১২পশীয়া দোহে পরান ছাড়ীল।।১২
১৩নরতনু ছাড়িয়া দেব তনু ধরে।
উত্তম বসন দোহে পরিধান করে।।
পুষ্পের বিমানে পুন চাপিয়া সর্ত্তরে।১৩
১৪আনন্দ হ্রিদয়১৪ গেল ইন্দ্রের ১৫গোচরে।।
ইন্দ্রের চরনে ১৬জাঞা করে নমস্কার।
ইন্দ্র বোলেন ১৭বাছা কহ ১৮সমাচার।।
বালা বোলে ১৯প্রভু করি যে পরিহার।১৯
নিজ২০স্থানে কুসলে আইলাঙ ২০পুনর্ব্বার।।
২১ইন্দ্রের নির্ত্তকি ইন্দ্রের স্থানে দিয়া।
ময়না নগরে পদ্যা উত্তরিল জায়া।।
আপন মন্দিরে পদ্যা দিল দরসন।
জেবা জেই ভাবে যুনে মোনসার পুরাণ।।
রাম রাম বোলো ভাই বোল হরি হরি।
মোনসা পুরান যুনিলে জাবে তরি।।
লায়েকের তরে মাতা তুমি দিবে বর।
জাহার কল্যানে মুখেতে গায় মঙ্গল।।
জগত জিবন কবি মনসার মায়া।
করিবে ব্রহ্মানি মাতা লায়েকের দয়া ।।২১

পাঠান্তর ঃ ।। দু'শ বিরাশি ।।

১ নাই , পরিবর্তে মনসার স্তুতি সূচক চারটি লাইন দিয়ে গান শুরু হয়েছে২ মাতুলি বোলেন বালা এর আগে চারটি লাইন আছে ৩ কেমতে যাইবে ৪ স্থান ৫ ছাড়িঞা মনুষ্যতনু দেব ৬ নগর ৭ মাতুলির বাক্যে বালা ৮ কর্ম্ম ৯ জড়াইঞা ১০ করিলা ১১ নাই ১২ প্রবেশিঞা তনু ছাড়িলা সত্বরে ১৩ নাই ১৪ সত্বরে চলিয়া ১৫ বরাবরে ১৬ গিঞা ১৭ বালা ১৮ সকল মঙ্গল ১৯ পালন করিয়া আজ্ঞা সকল ২০ পুরী ফিরিয়া আইনু ২১ নাই ভণিতা ভিন্ন সমস্ত হৈল গীত দ্বিজ কবি কহে ।

পরিশিষ্ট

৮২ নং গানের ধ্রুবপদের আগে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পদ —

ওহে বান্যা বোলিবে সোরূপ
কোন্যা বোরিয়া আনে তার মস্তকের কেমন রূপ —
ওহে বান্যা শুনাল সোরূপ
কুল নারিকেল জেন মোস্তিকের রূপ
কেসের হাঁড়ীয়া চামর
কপালে দিতিয়ার চাঁন্দ
নাসিকার গোরুর জিনিয়া
কন্যের গিধীনির সৌমান
উস্টের পারনির জোতি
দন্দের ভ্রমরা গুঞ্জুরে
বদনের পুন্নিমার চন্দ্র
গলার কেন্দুরার মালা
বুকের আগিয়া চিয়াতি
উদোরের অলোক্ষ ভান্ডার
পৃষ্ঠের গাম্ভারির পীড়া
হস্তের পর্দ্দের মৃনাল
অঙ্গুলের চাম্পার পাথড়ি
ধামরের ঝারিকের মালা
পায়ের রাস রম্ভা জিনি
সর্বাঙ্গের চন্দ্র জিনিয়া আরে জেন

বানিয়াখড ৮৫ নং গানের ধ্রুবপদের আগে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পদ —

সোন্যারা কেসো ওরে কারিগোর
বৈসো নগরিয়া চান্দে
এমোন করিয়া সন্যের মোতি
বালা ওরে বেহুলাক সোভে
নাকের কোর, চাকি, কোড়ী, হাঁসনি
জিঞ্জির কন্ঠমালা, হাড় ওড় গজরা
বাজু বন্ধ, কঙ্কন, পোলুচি
অঙ্গুরি আনিবাক
পাড়া আটবোকি আনট

বানিয়াখন্ড ৮৮ নং গানের আগে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ধ্রুবপদ—

কায়েস্থ রোর্দ্দ বোম্বে উচ্চ মানি তিনি।

গোপ কুমার কামার নাপিত বান্যা তাঁতি বারোই।।
গন্ধ দোয়াবো গন্ধ ছোয়াবো গন্ধ ছোয়াবো কেসে।
বাড়ির কাছে ব্রাহ্মন আছে সিগ্র করিয়া জেস আইসে।।
মালি পুস্পো নাপীত আসী বোলিল কো গন্ধ বারোই
পান কুঞুরা কলা হালোই মিঠাই আরে য়

বানিয়াখন্ড ৯০ নং গানের আগে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ধ্রুবপদ—

আরে ই জন সাধীবো কুন লোকের বাড়ী।
আরে ই জন সাধীকো ব্রাহ্মন কায়েস্থের বাড়ী।।
কি কারে ই জন সাধীবো কি রামা রে।
আরে ই জন সাধীতে এতো রাত্রি হৈলো।।
সিসের সেন্দুর বালির নি হোরে ভিজিল।
কি আরে ই জল সাধীকে রামা রে।
বঙ্গবো স্বোর বাড়ী
নয়ানের কজ্বল বালির
কুমার কামারের বাড়ী
পরনের সাড়ী
মানি তেনর বাড়ী
সিসের সেন্দুর
গোপ নাপীতের বাড়ী
নয়ানের কজ্বল
তাঁতি বারোইর বাড়ী
পরনের শাড়ী
উচ্য বানিয়ার বাড়ী
সিসের সেন্দুর
ধবানি ধবানি বোলি পোড়ি গে গোবা
ভাল নাচনি ধবার মাঁয়া পরিয়া গায়
বেটী ধবানিরে আসো ধবানি বালার
খার ছড়াইতে না রে ... ধু

এ কে তো ধবার মাঁয়া রঙ্গ করে ভাল
উভো কোরিয়া শেষে খোপা কামরিয়া ছান্দে
বেটি ধবানি রে
ও বেসে সাহের ঘরে খার ছাড়াইতে জাব ভাল
সাধ্যানির পরনের শাড়ী পোরিবারে পাবো
বেটি ধবানিরে
কড়া টেকের খর খায়া উটো কুড় কুড় করে
অলোঙ্কার কাকোন দোলা ধবানি লয়া নড়ে

বানিয়াখন্ড ১০০ নং গানের আগে প্রাপ্ত অতিরিক্ত (দ্বিতীয়) ধ্রুবপদ এটি —

মুখ তোল রে বাহ্য বদন কমল... ২
দিয়া আসি সোহাজর হরিভা না রে ২
সেন্দুর ৩
চন্দন ৩
কজ্জল ৩
ধান্য ৩
দুর্বা ৩
হরিদ্রার বাটীতে তুলে দিতে হাত ২
ডঙ্কা পাড়া উঠিলো হোরিধর নাগ
হোরিধর সাপ
হে দেলো রাহো শুনু শুন এই না ছিল মর বেহুলার কপাল
সেন্দুরের খুরিতে সেন্দুরিয়া সাপ
চন্দনের বাটিতে চন্দনিয়া নাগ
কজ্বলের খুরিতে কজ্বনিয়া সাপ
ধান্যের বাটীতে ধান্যেস্বর নাগ
দুর্ব্বার খুরিতে দুর্ব্বাধর সাপ
আগো হোরিদ্রা না দিহো আগো সাশুড়ি মা
হোরিধর নাগে আমার আরাক ভাইকে খায়াছে
হোরিদ্রা দেখিয়া লাগে ডর
চান্দনিয়া সাপে আমার আরাক ভাইকে খায়াছে
চন্দন দেখিয়া লাগে ডর
চান্দনিয়া সাপে আমার আরাক ভাইকে খায়াছে
চন্দন দেখিয়া লাগে ডর
কজ্বল কজ্বনিয়া সাপে,
ধান্য ধান্যেস্বর নাগে
দুর্ব্বা দুর্ব্বাধর সাপে
কন্যা বড় রোসিকো সুজানু হে ... ধু

(লক্ষ্য করার মত - কতগুলো শব্দের পাশে বহুত্ব বাচক বেজোড় সংখ্যার ইঙ্গিত আছে। বাংলার মাঙ্গলিক স্ত্রী আচারে বহুত্ব বাচক বেড়োড় সংখ্যার একটা তাৎপর্য্য পূর্ণ ব্যবহার আছে। এর সঙ্গে প্রজনন শক্তিরও কিছু যোগ আছে।)

বানিয়াখন্ড ১০৯ নং গানের সঙ্গে সংযোজিত দ্বিতীয় (অতিরিক্ত) ধ্রুবপদ এটি—

আরে বাজে সঙ্খ ধোনি
আরে বাজে চূড়ামণি
লখাই বেহুলার বিভা হোদ্দে পুষ্পের ছায়ানি
ভাল রঙ্গের কাজ বাজরে
আরে চাপার তলে রোহা রোহা
চাপার ফুলকে নিয়া মারে বালার বদন গয়া
ভাল রঙ্গের বাজ বাজেরে

বানিয়া খণ্ড

বাল্লিসো বাজন বাজে বানিয়ার বাড়ী বাড়ী
জুহির, কুন্দের, রোঙ্গনের গুলাচীর
কাঞ্চন সেফালির মালতির
মোল্লিকার গুলাবের, কেয়ার, কেশোবের
রঙ্গনের টগোরের নন্দ নন্দন পদ ভজ হু রে ... ধুয়া

বানিয়াখন্ড ১১৪ নং গানের সঙ্গে সংযুক্ত অতিরিক্ত ধ্রুবপদ এটি —

আমি সে দেখিয়া নিবো সোশুরের নারীকে বাড়ী
রে প্রভু না বলো না বলো কন্যা এ সব বচন
রে প্রভু নারিকেল দেখিতে আকুল পাড়ীবারে
তথাতে খাইলা হে পর্দ্দার কালো লাগে
হাতের সঙ্খ ভাঙ্গীয়া কলোস কাটী কৈর্ল্য
নয়ানের কজ্বলেতে পত্র লেখাইলো
তবাক বাড়ী গুলো পানি
কাটাল বাড়ী ইলধর
কলাবাড়ী নিল কলট
বাঁস বাড়ী শুর্য্য বর
জখন জাবেন কোন্যা দেবের ভুবোন
পত্র দেখি জিজ্ঞাইবে ভাসুর সোগোন
সে পত্র মুইলা কোন্যা খোপার ভিতর
জাগোত জিবন গায় সমানুসা কিঙ্কর
বড় রোসীয়া নাগর কালা রে বড় কালা পড়ে মর মনে বা ... ধু

বানিয়াখন্ড ১২৩ নং গানের প্রথম পাঠ দে৩ নং পুথিতে আলাদা আছে যা পরিশিষ্টে দেওয়া হল —

তোর রূপো দেখিয়া ধোরিতেনারি চিত্ত।
রোতি দান দেহো প্রিয়া না করো বোধিতত।।
বিরহো আলে মর স্থির নহে হিয়া।
প্রাণ রাখো বিদ্যাধরি আলিঙ্গন দিয়া।।
তোমাহেন নিষ্ঠুর নারি না দেখি যে আর।
বিরহ সাগরে মরে করহ নিস্তার।।
জাম্পার কোলিকা জেন তার হাত পায়।
নহিনি জৌবন প্রিয়া তিলেকো দেখায়।।
পর্দ্দসম মুখো তোর নাভি সরবর।
সোধু দল দিয়া প্রিয়ে প্রাণ রক্ষা কর।।
তো হেন সুন্দরি সুকো বোঞ্চিলেন বিধি।
হাত হৈে কাড়িয়া নিলেন জেন নিধি।।
লোখিন্দর বালিকো জতেকো কথা বলে।
শুনিয়া শুন্দরি রামা ভরে প্রাণ হানে।।
বেহুলা বলেন শুনু বান্যার নহন।
আজি নছে তোমার সঙ্গে আমার কথন।।
কাঁচা দাড়ির ... ইত্যাদি

বাকি অংশের পাঠ ১২৩ এর পাঠান্তরে সংযোজিত হল।

দে৩ নং পুথির ১২৯ নং গানে মেড় ঘরে বেহুলার রন্ধন বিবৃরি অতিরিক্ত অংশ-

রান্ধিন রোহিত মৎসো বোড়ি দিয়া ঝোল।।
অভো আর বরে হইলো অন্য বেঞ্জন।
নিদ্রাতে কাতোর বালা সাধুর নন্দন।।

দে৩ নং পুথিতে ১৩১ক নং গানের কিছু পরিশিষ্ট অংশ ঃ দে৩ নং পুথিতে পরপর দুটি গান (১৩১ ক এবং ১৩১ খ ব১ নং পুথির গানের সমার্থক)

... এ তিন ভুবোনে জানে ছড় অঙ্গীকার।
বিভা রাত্রে বানিয়ার বোধিবো কুমার।।
বাক্য ব্যার্থে হৈলো মর দর্পো হৈলো নাস।
পুত্র বিভা দিয়া চান্দ বড়ই উল্যাস।।
তিন প্রহোর রাত্রি গেলো একো প্রহোর আছে।
কহো বোহিন জুগোতি ইহার কিবা আছে।।
মনের ভিতরে নেতাই রোহীলো বড় সোক।
দেবোতাকে জিনিলো অধম নরলোক।।
নেতাই বলে মনসা আমার বাক্য ধর।
নিদ্রালিকে পাঠায়ে দেহো মেড়ের ভিতর।।
নিদ্রায় সমস্ত পুরি হোক অচেতোন।
ডাকিয়া আনোহ্ পাছে জতো সর্পোগোন।।
একো সর্পো পাঠাহো জাহাকো তোমার মোন।
বোধিবে বালার পুত্র ভাবো কি কারণ।।
নেতাইর বচনে পর্দ্দা পাইলো উপায়।
জগত জিবন কবি বিরচিয়া গায়।।

পুথির পাঠে অবিকল এই বানানটি আছে। প্রচলিত শুদ্ধ বানান 'ব্যর্থ'।

দে৩ নং পুথিতে ১৩২ নং গানের পরিপূরক সর্প বিকৃতি ঃ

ধরনি ধরে ভার মনিস্বো আকার
চোলিলেন বাসকি রাজ।
পদ্মার পদবন্ধে পরম আনন্দে
কোরিয়া সর্পো সমাজ।
পূর্বের মহাভাগ উদায় গিরিলাগ
কুলিসো কর্কোটো চলে।
জাহার বিসের তাপে দেবোতা ভরে কাঁপে
সুমেরু পর্ব্বতে চলে।।
উত্তরে জার ঘর বিসোম বিসোধর
তোক্ষকো চলে মহারঙ্গে।
হিঙ্গলা পিঙ্গলা পদোকো জঙ্গলা

কোলিঙ্গ চলে একোসঙ্গে।।
সর্পের ইস্বোর কানি বিসোধর
পদ্যা দরসোনে চলে।
অদ্ভুতো কানি সঙ্গে চোলিলো পরম রঙ্গে
সর্পোতি কালিন্দ্রির জলে।।
দোক্ষিন দেশে ঘর সর্পো অজাগর
সঙ্ক মহাসঙ্ক নড়ে।
জাহার বিসের ভরে দেবোতা ডরে কাঁপে
আকাসের তারা খোসী পড়ে।।
হিঙ্গলা হোরিতাল চোলিলা বিসোজান
পাভুর চলে সিগ্রগতি।
তরল মদন আসি দুই জোন
দেখিয়া সুখি পর্দ্দাবোতি।।
ধর্ম্ম ধর্ম্মাক্ষ চোলিলো বিরপাক্ষ
কাল মহাকাল ফোনি।
চোলিলো নিসাচর পদ্দার বরাবর
পর্ব্বতো বাহন জতো।
পদ্দার চরনে কোরিলো রঙ্গ মোনে
আসীয়া কোরিলো দন্ডবতো।।
পদ্দার স্বরনে চোলিলো নাগ গোনে
প্রথোমেতো চোড়ীয়া সর্প্পো।
ধোনয়া তোনয়া চোলিলো বিগোতিয়া
জাহার ঘন ঘন নাকো।।
চোলিলো কুন্তনিয়া আইলো সপ্তনিয়া
বঙ্ক নিজো বরাজায়।
জাহাকো করে রোস পিছাইয়া চারি ক্রোস
অবস্বো কাঁমড় খায়।
আনন্দ তিন জাতি চোলিলো সিগ্রগতি
মাছুয়া বঙ্করিয়া কাল।
জাহা কো করে খাঁ নাহী চলে একো পা
টৌলিয়া মুখে পড়ে নাল।।
ডারাইকো সিগ্র চলে ধামালা কুতুহলে
জাহার সাল গাছে বাস।
কাঁচুয়া চেঙ্গতিয়া চোলিলো শুলোচিয়া
বিসের নাহী ছাড়ে কাস।।
বড় বড় সির ধরে জেমতো গিরিবরে
আপন মনেতে বির হাঁটে।
অঙ্গের ভরে জার অবর্ণ্য চুরমার
ধরনি খানে খানে ফাটে।।
সাত কাহন নিয়া চোলিলো গোয়ানিয়া
সোরির সেন্দুরের বর্ণ্য।

দোমোহা চলে আর সোরিরেতে নাহী হাড়
কেবল চর্ম্ম সংস্বো অঙ্গ।।
বাগুয়া আর চিত্তী চোলিলেন সিগ্রগোতি
খোরিসো গহ্মা গোখুর।
চোলিলো জল মোহী আর চলে ঘাট্যগুহি
পদ্দারি আগে চলেন সর্ত্তর।।
প্রতেকো সাজিলো সর্প্পো আইলো লোক্ষ লোক্ষ
কতেকো লেখা করা জায়।
পদ্দার দরসোনে চোলিলো সপ্পোগোনে
জগত জিবন কোবি গায়।।

দেত নং পুথিতে ১৩৩ নং গানের অতিরিক্ত অংশ —

প্রথোমে কোরাছী আমী তাহার প্রকার।
বিসাই রাখিলো পথো শুতার সঞ্চার।।
শুনিয়া চিন্তিতো হইল যতো সর্পোগোন।
রচিল পদ্দার বরে জগত জিবন

দেত এ গান এখানেই শেষ। এই প্রসঙ্গের জন্য নূতন একটি গান শুরু হয়েছে যার ধুয়া —

বাঁসী বাজাওনা নারে বাজাওনা
গোকুলে রাধার প্রাণ কান্দও না —

হেট মুন্ডে রহে জতো সর্পের সমাজ।
মাথায়ে পোড়ীলো জেন আকসের রাজ।।
...এই মতে সর্পোগোন হইল বিপক্ষ।
শুনিয়া পদ্দার মনে হোইলো বড় দুঃখ।।
আক্ষেপো ভাবিয়া পদ্মা কোরিছে ক্রন্দন।
রোচিলো পদ্দার বরে জগত জীবন।।

দেত নং পুথির ১৩৫ নং পুথির দ্বিতীয় ধ্রুব পদটি বেশ আবেগাত্মক

ও দেরি জগোত গৌরি হরের ঝিয়ারি
জয় জয় জগোত জননী বিসোহরি

দেত নং পুথির ১৪১ নং গানের আগের দীর্ঘ ধ্রুবপদটি —

ও গিন জাগোহে সাহের বান্যার ঝি
মুই মোনু কালো নাগের বিসে
সেত চামড়ে ঘরের ছায়নি
ও গিন জানিবে কিসে
রূপার বালিতে ঘরের সারোক

সোনার কড়াতে মর বান্ধিয়াছে
সোহার গুলায়ে ঘরের বান্ধন
হিঙ্গল হোরিত্যাল নেউল সাজ্যাছে
কাঁচ চাল দিয়া সারিয়ার চ্যাছে
আকুল প্রাণ ব্যাকুল কৈল্য মর কাল নাগের বিসে হে ... ধুয়া

মন্তব্য ঃ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে লক্ষ্মীন্দরের ব্যাকুলতা সূচক এই ধ্রুবপদটি আবেগাতুকে।

ব১ নং পুথিতে বণিক খন্ডের ১৪৪ নং গান শুরুর আগে একটি অতিরিক্ত লাইন আছে —

জিব লইতে দুতে আজ্ঞা দিলেন সমন

দে৩ নং পুথির ১৪৬ নং গানের পরিশিষ্ট পাঠ —

বজ্রদন্ত বজ্র পানি দামামা দাঁকার শুনি
সব্দ শুনি কাঁপোয় মোদিনি।
দেখি দন্ত সারি সারি বুকো আৎসা দিয়া ছাড়ী
নিরোসান সবাকার ধোনি।।
বিকোনি সর্ত্তরে নড়ে চোলিতে বিজলি পড়ে
অঙ্গ রাঙ্গা জলোধর সোমান।
সমানে সমানে ভুক্তা বেড়া সিংহা রণজুতা
আগু দলে দোহার পয়ান।।
আন্ধিরিয়া গুড়া মুড়া ভুয়া চঙ্গবিজিমহা
বিরালাক্ষ বিরাল বদন।
নহা জঙ্গ তাল জঙ্গ পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ
ইকট বিকট দুই জোন।।
সাজুয়া সাজুতি খাড়ু মেঘের গর্জোন বোড়ু
চারিজোন জমের নকর।
একো গোটা সন্ধান লেখা জোয়া নাহী তার
অনেকো সাজিলো ছোট বড়।।
একো একো জোন সঙ্গে লোক্ষ লোক্ষ সাজে রঙ্গে
ঘোর রূপে সোরির অদ্ভুতে।
মোহীসো উপোরে জম সাজে মহা বিক্রম
সাজিয়া চোলিলো ক্রোধ মতে।।
সঙ্কর নন্দিনি ঘরে আপন সাজন করে
হাহাকার করে দেবোগোন।
পদ্দা বলে অষ্টনাগ সাজো বাছা তৎকাল
সাজিয়া জিনহো জমগোল।।
আইসে জতো নাগ গোন সাজে সবে জনে জোন
বিসে জার উর্থোল মেদিনি।
ব্যার্থে নাম ধোরি আসী বিবাদিয়া ব্রর্ম্মানি

আজি জমের বোধীবো পরানি।।
এতেকো বচন বোলি পদ্মাবোতি কুতুহোলি
চমৎকার হৈলো দেবোগোন।
পদ্মার আদেশ পান সাজে সবে জনে জন
রোচিলো জগোত জিবন।।

দে৩ নং পুথিতে ১৫৩ নং গানের অতিরিক্ত অংশ

চোক্ষ আছে মুখ আছে প্রভু আমার মৈল্য।
সুবর্ণ পীঞ্জর আছে শুয়া উড়ে গ্যালা।।
এখনি খাইলাম প্রভু একো বাটার গুয়া।
কে মরহোরিয়া নিল অঞ্চলের শুয়া।।...
শুমেরু উপোরে জেন চোক্ষে পড়ে পানি।

দে৩ নং পুথির ১৫৪ নং গানের অতিরিক্ত অংশ

সংসারে শুনিলে প্রভু কি বোলিবে মরে।
আজি বিভা কোরিয়া ছাড়ীয়া গেলা মরে।।
ননির পুতোলি তোনু বিসে হৈলো কালো।
টৌলিয়াপোড়িল প্রভু মুখে বহে লাল।।
শুনু হো প্রাণের পোতি অনাথের বানি।
জগোত জিবন রচে বলো হোরি ধোনি।।

দে৩ নং পুথির ১৫৫ নং গানের অতিরিক্ত শেষাংশ

নিবেদন কোরি তোরে কিবা গতি হবে মরে
কেমনে রোহীবো একেশ্বর।
জগোত জিবন কবি বন্দিয়ামনসা দেবি
রোচিল পদ্মার পায়া বর।।

দে৩ নং পুথির ১৬০ নং গানের অতিরিক্ত কিছু অংশ যার সাথে আশু. র লাইনগত সাদৃশ্য চোখে পড়ে

অহংকারে না শুনিলে গুরু জোনার ডাক।
হাতে হাতে ফোলিলো গুরু জোনার বোল।।
খোসিয়া পোড়ীলো মোর অঞ্চলের সোনা।
কে বাতো আনিয়া দিবে আছে কুন জোনা।।
মাঁয়ের দুলালে বাছা উত্তর নাদ্যায় কেনে।
মর প্রাণ ফাটে বাছা তোমার বিহোনে।।
সোনা বলে প্রাণ বাছানা পাইবো আর।
অন্ধকার দেখি বাছা সকল সংসার।।
মর পদ্মাবোতি তোর হোউকো নৈরাস।
অন্তরালে তোমার নরকে হোউক বাস।।

দে৩ নং পুথির ১৬৬ গানের কিছু অংশ যাতে পাঠ ভেদ দেখানো যায়নি —

সাজিলেন বাসকি নাগ তোক্ষকো কমলা।
ত্রিভুবোন কম্পমান জার বিসের জালা।
পদ্দ মহাপদ্দ সঙ্ক কাল মহাসাঁপ।

সাজিলেন অষ্টনাগ অখণ্ডপ্রতাপ।।
সাজীলো ছাপুর্ণ্য কোটি সর্গের পয়দল।
মোহীধর সনে মোহী করে টলমল।।
রঝার সোনমুকে জায়া হৈলো উপোস্থীত।
দেখি রঝা ধনন্তোরি হৈলো চমকিত।।
ধনন্তোরি বলে বাক্য শুনু পদ্দাবোতি।
এতো সর্প্পো সঙ্গে লয়া কোরিলা জুকোতি।।
পদ্দা বলে রঝা জেদী জিঞায় লখাই।
মর সর্পে তোমাকে খাইবে এথাই।।
জে বিসে টৌলিলো সিব সাগোরের কুলে।
সেই বিসে টৌলিলো সিব সাগোরের কুলে।
সেই বিসে ধনে প্রানে কোরিবো নির্মূলে।।
রঝা বলে সর্পো লয়া এতো গর্ভ্য কোরিস।
তোমার সাক্ষাতে খাই সের দস বিস।।...
রঝা বলে সর্পো লয়া করো অহঙ্কার।
দেখি মর আগে সর্পো রোহুকো তোমার।।

দে৩ নং পুথির ১৮১ নং গানের শেষ দিকে পাওয়া কয়টি অতিরিক্ত লাইন —

তথা বালির ভেলা জায় খরে শুতো এড়ায়
কোকিল্যার বাঁকে মোঞ্জসা চলে।
জগোত জিবন গায় বোন্দিয়া মনসার পায়
ভাঁসে বালি জলের উপোরে।।

বানিয়াখণ্ড ১৯৭ নং গানের দে৩ নং পুথির অবশিষ্টাংশ ঃ

তথা শুয়া শঙ্ক পোতি পালোঙ্ক উপোরে।
সপোন দেখান মাতা বোসিয়া সিত্তরে।।
পিতা সোর্গো মাতা তোমার উনুমৃতা গেলো।
রাজা বন কোরি ঘর বাড়ী নষ্ট বৈল্য।।
রজনির সেপে সপ্ন দেখি সদাগর।
মোন উচাটন হৈলো জাইতে সত্তর।।
মোনে মোনে হাঁসে পদ্দা রথের উপোর।
ভোগিন ভায়ে দেয়া হবে জলের উপোর।।
জগোত জিবন কোবি মনসার দাস।
পদ ছন্দে পাচালি কোরি কোরিলো প্রকাশ।।

দে৩ নং পুথিতে দুইশ আট নং গানের আগে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ধ্রুবপদ

কোন্যা অহোল্যা গৌত্যেমের নারি সেহ ছিল সোতি
হোরি হোরি সেহ ছিলো স্বোতি
তার বাদ উঠিলো সিম্বো পুত্রের সংহোতি
দ্রুপোদের নন্দিনি কোন্যা সেহো ছিল স্বোতি

হোরি হোরি সেও ছিল স্বোতি
তার বাদ উঠিলো উঠিলো পঞ্চ পাণ্ডব সংহোতি
মন্দহোরি রাবোনের স্ত্রী সেহো বড় সোতি
হোরি হোরি সেহো বড় স্বোতি
তার বাদ উঠিলো বিভিসোন পোতি
বালির রমনি তারা সেহ বড় স্বোতি
হোরি হোরি সেহ বড় স্বোতি
তাহার উঠীলো বাদ সেত্তর সংহোতি
লোক্ষী ঠাকুরানি দেখো সেহো ছিলো সোতি
তাহার উঠিলো বাদ রাক্ষস সংহৃতি
ত্রিভুবোনে পুজো দুর্গ্গা সেহ ছিল সোতি
তার অপোবাদ হৈলো উত্তর সংহোতি
মোক্ষ দায়ি নিবাদী সেহ বড় সোতি
তাহার উঠিলো বাদ গাভর সংহৃতি
এ তিন ভুবোন মোধ্যে তুমি বড় সোতি
তোমার উঠিবে বাদ গোয়াঁর সংহোতি
রে সুরোতি কেস্যা রে ... ধু

দে৩ নং পুথির বানিয়া ২১৪ নং গানের শেষের ক'টি লাইন

ব্রাহ্মন ডাকিয়া সাধু প্রায়শ্চিত্তো কৈর্ল্য।
তে রাত্রি কোরিয়া সাধু বালি ভোক্ষান কৈল্য।।
জতেকো কোরিলো সাধু শাস্ত্রের বিচারে।
জগোত জীবন গায় মোনসার বরে।।

বানিয়া ২১৬ নং গানে দে৩ নং পুথিতে মেনকা বিলাপের কিছু অংশ —

সিসু হৈতে বালিকে পুসিলাম মোনুরথে।
মর কর্ম্ম দোসে তার স্বামী খাইলো সাপে।।
জানিয়া শুনিয়া দিনু বিবাদ্যার ঘরে।
কেমর আনিয়া দিবে বেহুলা লোখিন্দরে।।
নুনির পুতোলি বাছা সোহাগে আগুলি।
কে মর হোরিয়া নিল বেহুলা সুন্দরি।।
মৎসো মগর আদী গুপ্ত ঘোড়ীয়াল।
কেমতে ভাসিবে বাছা দুঙ্খের ছয়াল।।
আর কি আসিবে বালি খঞ্জন নয়ানি।
ধন প্রান করো সব তোমার নিছোনি।।
হায় হায় কোরি যেন কাপড়ে ভূমি তলে। ...

বাণিয়া ২৭৮ সংখ্যক গানে দে৩ নং পুথিতে প্রাপ্ত বিবৃতি —

... বেহুলার বাক্যে আমি পুজিবো ব্রহ্মানী।
লঙ্ঘন না জায় আর দেবোতার বানি।।
কারিকোর লেঙ্খা তবে আন ডাক দিয়া।

দেবির মোণ্ডব দিলো পাসানে রোচিয়া।।
বহুবিধ কারিগোরে কোরিলো নির্ম্মান।
সর্গের অধিকো স্থান কোরিলো গঠন।।
স্থান খান কোরিয়া গোময় দিলো ঘাটী।
আগোর চন্দনে তবে দিলো ছড়ো ঝাটী।।
- -
ডাকিআচো আনাইলো বাদ্য বাজন।
ইন্দ্র বিদ্যাধোরি আনি কোরিলো নাচন।।
ডণ্ডব দগোর বাজে কংস্বো করো ভাল।
ভেরি সিংঙ্গা বাজে তথাফুকোরে কাহান।।
সঙ্ক ফাটা বাদ্য বাজে রাক্ষসি বাজনা।
চাম্পাই নগোরে লোক আইসে কতো জনা।।
আনন্দিত হোইলেন চান্দ সদাগর।
নাটগিত দেবির দ্বারে হোইলো বিস্তর।
নাটগিত দেবির দ্বারে হোইলো বিস্তর।।
পুজার ঘোসনা হৈলো নগর ভিতরে।
- -

পূজা উপচার বিষয়ে দে৩ নং পুথিতে প্রাপ্ত বিবৃতি —

হেথা সোনা অন্তপুরে আনন্দ বিধান করে
গ্গাতি বোন্ধু ডাকিয়া সর্ত্তর।
ডাকি জতো নারি গোন চোলিলো আনন্দ মন
দেবো কার্জ্যে হোইয়া তৎপর।।
নানা উপহার চম্পকো কহোনি আর
আর আনে সতেকো ছাগল।
সিংহো পায়রাবত আনিলেন বিধিমত
মোহিসো আনিলো গোটা দস।।
আলো চাল চিনি দুগ্ধ আনিলেন তোণ্ডব
কুসাণ্ড আনিলো কর্পূর।
পদ্দাবোতির চরণে গায় জগত জিবনে
মনসা দেবির পায়া বর।।

পূজন কর্ম বিষয়ে দে৩ নং পুথির বিবৃতি এটি একটি পূর্ণ গানের আকারে পাই —

মরে দয়া করো নারায়ানি গো ... ধু

ডাকিয়া আনিলো কন্যা কুলো পুরোহিত।
দেখিয়া আনন্দ হোইলো বেহুলার চিত।।
চন্দন কুস্তরি পুষ্পো আর ধুপ দিব (দীপ)।
পুজাতে বোসিলো চান্দ হোইয়া আনন্দিত।।
পর্বত দেব পুাজ কোরি কৈলয আবাহনে।
পুতজলেন আটনাগ আনন্দিতো মনে।।
গোটা চারিসতো দল চন্দনে মাখিয়া।

গোটা চারিসতো দল চন্দনে মাখিয়া।
বাম হস্তে দিল পর্দ্দাক জয় জয় দিয়া।।
জতো পুষ্পো চ্যায় চান্দ ততো পুষ্পো বাড়ে।
দুই হস্তে দ্যায় পুষ্পো তবু নাহী পারে।।
আপনার মুর্ত্তী তবে ধোরিলো ব্রহ্মানি।
সনেকা বেহুলা দিল জয় জয় ধোনি।।
সনেকা বেহুলা আর সপ্ত কুমার।
প্রণাম কোরিলো সবে জয় জয় কার।।
আনন্দ হোইলো তবে চান্দ অধিকারি।
কুলের দেবোতা হোইলো জয় বিসোহরি।।

২৭৯ নং গানে দে৩ নং পুথিতে প্রাপ্ত অংশ

দুই হস্তো জোড় কোরি বলে চান্দ অধিকারি
কৃপা করি নেহ পুষ্পোজল।
আমি বড় দুরাচারি তবো পুজায় মন্দ করি
অপোরাধ খেমোহ সকল।।
সঙ্করের নন্দিনি জগোত বন্দিনি
সদৃষ্টে চাহ গো একোবার।
বিদ্যাসেতে পাটনে ডুবাইলে ধন জোনে
আর সপ্ত বোধিলে কুমার।।
তবো পদ সেবা কোরি বেহুলা বিদ্যাধরি
কোরিলেন আমার উদ্ধার।
খোসিহো সকল দোস হৈয়া মোরে অভিরোস
কোরুনা করহ পুনর্ব্বার।।
দিলেন সমাধান কোরিলো বলিদান
ছাগোল মোহীসো আদী জতো।
কুটোম্ব আদী জতো সবাকো কোরিলো তুষ্ট
দিলো বস্ত্র চন্দন আগোর।
নির্ত্তকিকো দান দিয়া সাধু বিদায় কোরিয়া
আনন্দে নাচেন সদাগর।
জগোত জিবন গায় বোন্দিয়া পর্দ্দার পায়
নরোলোক শুনুহো জতনে।
রোগ সোক দুখ্খো জতো সকল হোইবে হতো
সর্প্পো হৈবে নাহীকো মরণে।।

দে৩ নং পুথিতে বেহুলার পিতা-মাতা সাক্ষাতের বিবরণ অংশ —

বেহুলা শুনু প্রভু প্রাণনাথ।
পিতা-মাতা বন্ধু তুমি কোরিলে সাক্ষাত।।
আমি পিতা-মাতার সঙ্গে করি দরোসোন।
আদেশ দিলেন বালা সাহের নন্দন।।
চোলিলো বেহুলা বালি পিতা মাতার বাড়ী।
জুগিনির বেস তবে ধোরিলো সুন্দরি।।

পিতোলের আঙরোন সর্বাঙ্গে পোরিলো।
গিরিয়াবসন অঙ্গে ভুসোন সাজিলো।।
তিল মাত্র গেল কোন্যা উজানি নগর।
জেই দেশে আছে বাছর বাড়ী ঘর।।
ধান্য শুখায় মাকাইর তা চোতুদিকে চায়।
বেহুলা নন্দের মতো এক জুগোনি জায়।।
বোসিয়া আছেন মেনকা সোকাকুল মনে।
মাকাইর ঘরনি আসি বলে সেইখনে।।
আমার বচন একো শুনু ধাকুরানি।
বেহুলা নন্দের মতো গেলো এক জুগোনি।।
মেনকা বলেন মর মর দেখিলে নয়ানে।
দেখিয়া নাচোনি বেহুলা না আনিলো কেনে।।
বোধু সনে রম্ভাবোতি বলা বোলি করে।
সেই ক্ষনে জুগোনি দুয়ারেডাক ছাড়ে।।
তোরা তোরা মেনকা দারের পরে জায়।
জুগোনি লইয়া রম্ভা পুরেতে সেন্ধায়।।
ছলে মায়ের পায়ে বালি কৈল্য নমস্কার।
কান্দিতে লাগিলে রাম্ভা দেখিয়া সর্ত্তর।।
মোনুসার চরনে মোজুকো নিজ চিত।
জগোত জিবন গায় মোধুর সংগীত।।

দেও নং পুথিতে বেহুলার মাতৃ পরিচয় প্রসঙ্গ নিম্নরূপ—

নাচনিরে মর সুন্দর বেহুলা নাচ নাচ ... ধুয়া

রাম লক্ষন সংগে বাছা জেন সাজে নটী।
তাহা ছাড়ী পর কেনু পীতোলের বাছুটী।।
তোমাকে সাজিতো ভালা হিরাধন মাকড়ি।
তাহা ছাড়ী পরো কেনু পিতোলের কোড়ি।।
অগ্নি পট্ট সাড়ী বাছা তোমাকে সাজয়ে।
তাহা ছাড়ী দেখিয়ে গিরিয়া বস্ত্র গায়ে।।
অষ্ট অলোঙ্কার বাছা তোমাকে সাজে ভালো।
সোনার সোরির ছিলো হৈয়া গেলো কালো।।
মায়ের স্থানেতে বালি পোরিচয় দিলো।
জতেকো বৃত্তান্ত কথা ককল কোহিলো।।
মাত্রি স্থানে কথা কোহিতে রাত্রি হৈয়া গেলো।
হেনকালে সর্গ হৈতে বিমান নাম্ভিলো।।
পিতা মাতার স্থানে বালি বিদায় হোইয়া।
তোরা তোরি পুনর্ব্বার চাম্পাবোতি আইলো।
লখাই বেহুলা তবে একত্র হোইলো।।
রথে চোড়ি পদ্দা তবে নাম্ভিলো সেখানে।
লখাই বেহুলা জায় সর্গো ভুবোনে।।

— ঃঃ —

অধ্যায় - ৭
শব্দসূচী

॥অ॥

অঝোর	-	অজস্র
অঙ্ক	-	আঁক
অনুবন্ধ	-	আরম্ভ, উপক্রম
অলক	-	কেশ
অমূল	-	অমূল্য
অসিয়ান	-	অচতুর
অক্ষহিনি	-	হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতি - একত্রিত সেনা বাহিনী
অগুয়ান, আগুয়ান	-	অগ্রসর
অজ	-	অনাদিকাল থেকে আছে
অতিত	-	অতিথি
অন্তধ্যান	-	অন্তর্ধান
অর্ম্ন	-	অন্ন
অপনা	-	নিজ
অপসর	-	অবসর
অস্ছরী, অস্ছরা	-	অপ্সরা
অভরনে	-	আভরণে
অরুন	-	অরুণ
অরন্না	-	অরণ্য
অসংক্ষ	-	অসংখ্য
অস্ব	-	অশ্ব
অহে	-	ওহে
অহর্নিস, অহোনিসি	-	অহর্নিশ
অরিষ্ট	-	অকল্যানকারী
অকুমারী	-	অবিবাহিতা

॥আ॥

আই	-	এয়োতি
আগলি	-	আগুয়ান, অগ্রগণ্যা
আগুলি-পাছালি	-	আগু-পিছু
আমান্ন	-	অন্ন
আশ	-	এলো
আলি	-	জাঙ্গাল
আল্যায়, অভিলায়	-	এলোমেলো
আসোয়ার	-	অশ্বারোহী, আরোহী
আবাল	-	আবাল্য
আউটিলে	-	জ্বাল দিলে, ঘাঁটলে
আগর	-	অগরু
আগি	-	অগ্নি
আনট	-	পদাঙ্গুরীয়
আরতি	-	কামনা
আপু	-	আত্ম
আগুসার	-	অগ্রসর হওয়া
আন	-	অন্যথা
আনল	-	অনল
আপ্ত	-	আত্মীয়
আমান্ন	-	আতপচাল
আল্যায়	-	এলো, আলুলায়িত
আসর	-	সভা
আটকুড়া	-	পুত্রকন্যা নেই যার
আচম্বিতে	-	অকস্মাৎ
আগল	-	বন্ধন
আখন্ড	-	অখন্ড
আকুপাকু	-	উৎকন্ঠিত
আউল	-	এলোমেলো

॥ই॥

ইঙ্গলা	-	এখানে সর্পবিশেষ, যোগ শাস্ত্র মতে ইড়ানাড়ী
ইনাম	-	পুরস্কার
ইটাল	-	ইটের টুকরা
ইজার	-	অন্তর্বাস

॥উ॥

উড়	-	ওড়, জবাফুল
উর	-	উড়েএস, উপস্থিত
উথল	-	উথলে ওঠা, তরঙ্গ
উজ্জোগ	-	উদ্যোগ
উভরায়	-	উর্দ্ধদৃষ্টি
উচ্চরায়	-	উচ্চস্বরে
উঝটি	-	হোঁচট
উজাগর	-	জাগরণ

উধ্বা - উর্দ্ধগতি
উপসন - উপসন্ন, উপস্থিত
উলিমিলি - এলোমেলো
উলাবে - নামাবে
উণ - কম
উকটিল - অনুসন্ধান করল
উগারিঞা - উদ্‌গীরন করে
উহাচুহা - ওয়া ওয়া, শিশুর ক্রন্দন
উচ্চরাত্র - উচ্চস্বরে
উৎপতি - উৎপত্তি
উপাখান - উপাখ্যান
উপড়িব, উপাড়িব - উৎপাটন করব
উষ্ট - ওষ্ঠ
উদত্র - উদিত হয়
উশাস - নিঃশ্বাস
উতরোলি - উৎকন্ঠিত
উতারে - খোলে
উপেখি - উপেক্ষা করে
উলুপ - পেঁচা

॥ঊ॥

ঊণ - ন্যূন
ঊরিল - উদিত হল

॥ও॥

ওড় - জবাফুল
ওথা - ওদিকে
ওদর - উদর
ওঝা - সর্পবিদ্যক
ওর - শেষ

॥ক॥

কাঁখ - কোমর
কান্ডার - মাঝি
কামিল্যা - মজুর, শ্রমিক
করন্ডি - ফুলের সাজি
কড়্যারাঁড়ী - কমবয়সী বিধবা
কড়মড়ি - দাঁতের কড়কড়ি শব্দ
কপিলার - কামধেনুর
কাঁকালি - কোমর
কাঁচলি - নারীর বক্ষ আবরনী
কাতি - কাটারি
কাসর - কাঁসী
কুচি - খন্ড
কুড়া - কুড়ে ঘর
কুরল - পাখি
কুলঙ্গি - দেওয়ালের ছিদ্র
কুলুপ - তালা
কৈল - করিল
কৌঅর, কোঙর - কুমার
কোর - কোল
কড়্যাল - চালাক
কাতি - খড়গ
কুথুরা - মুরগি
কেত, কেতকা - মনসা
কৈছন - কিরূপ
কোঁড় - কুঁড়ি
কৌয়ালি - উচ্চরব
কটক - সৈন্য
কটি - কোটি
কতি - কোথায়
কতুক - কৌতুক
কথ - কত
কপিন - কৌপীন
করপুট - করজোড়
কলাকলি - কোলাকুলি
কাড়িঞা - কাড়িয়া
কানাঞী - কানাই
কিপা - কৃপা
ক্রিড়ন্তি - খেলা করে
কিহ - কেহ
কুটুম - কুটুম্ব
কুন্ডল - কানের দুল
কুমুদ - শালুক
কেলী, কেলি - বিহার
কসরী - সিংহী
কালকুট - বিষ
কুচ - স্তন
কুরঙ্গ - হরিণ
কুলিশ - বজ্র
কেচ্ছা - কাহিনী
কোরক - কুঁড়ি

॥খ॥

খন্ডাইব - ঘোঁচাবো
খাপর - মাথার খুলি

খেউর কর্ম - ক্ষৌর কার্য
ক্ষেম - ক্ষমা কর
খেয়াতি, খেয়াতি - খ্যাতি
খাঁখার, খাঁকার - কলঙ্ক
খন্ডি - সমাধা করে
খুঙ্গি - লেখার সামগ্রী
খুদিয়া - ক্ষুদ্র
খড়ি - খুসকি
খর - তীক্ষ্ণ
খরতর - অতি প্রচন্ড
খাঁড়া - খড়গ্
খেদাইয়া, খেদাড়িয়া - দূর করে
খেলাড়ু - খেলার সঙ্গী
খাপর - থালা
খিরদ - ক্ষীরোদ, সাগরের নাম
খিন - ক্ষীণ

॥ গ ॥

গারুড়ী - ওঝা
গণে - দলে
গমন - আগমন
গহীন - গভীর
গাবর, গাবরিয়া - মাঝি, মাল্লা
গায়েন - প্রধান গায়ক
গেআনে, গিয়ানে - জ্ঞানে
গিধিনি, গৃধিনী - শকুনী
গোঁসাই - গোস্বামী
গোহারি - মিনতি
গজমুখ - গণেশ
গড়্যা - মালা
গোছ - গুচ্ছ
গোটা - একটা
গটা - গোটা
গতাআত - যাতায়াত
গর্বভ - গর্ভ
গ্রীহিনি - গৃহিনী
গোঙার - গোঁয়ার
গোচরি - জানাই
গোবাক, গুবাক - সুপারি
গোহারী - কাতর অনুনয়
গিরিসুতা - পার্বতী
গীম - গ্রীবা
গুঞ্জা - কুঁচফল
গুলাল - আবীর
গুয়া - সুপারী
গাড়ুয়া পোকা - ঘুন পোকা

॥ ঘ ॥

ঘাও - ক্ষত
ঘড়িয়াল - কুমীর
ঘাট্যাল - ঘাটিয়াল, পাড়ানী
ঘুচায়্যা - খুলে, উন্মোচন করে
ঘুমালি - নিদালী

॥ চ ॥

চিয়ায় - ডেকে তোলে, চেতন করে
চির - ছিন্ন, খন্ড
চুপড়ি - ঝাঁকা
চুর - চূর্ণ
চেরাগ, চিরাগ - প্রদীপ
চেঙ্গড়া - চপলমতি
চাক - চাকা, চক্র
চান - চন্দ্র
চাপড় - থাপ্পর
চিকুর - বিদ্যুৎ
চিন - চিহ্ন
চিয়-চিয় - জিও জিও
চিরল - দ্বিখন্ডিত করল
চেড়ী - দাসী
চক্রবেড় - চক্রাকারে বেষ্টিত
চতুরঙ্গ - অশ্ব, হস্তী, রথ, পদাতিক সেনা
চাঞা - চেয়ে
চিহ্ন - চিহ্ন
চৌয়ারী - বৈঠকখান
চুমন - চুম্বন

॥ ছ ॥

ছার - ভস্ম
ছাপাঞি - লুকিয়ে
ছাওয়াল - ছেলে
ছড় - ছড়ে যাওয়া
ছড়ি - (বাঘ) ছাল
ছয়ানি - ছাদনা তলার কাজ (বিবাহ)

ছায়নি, ছাওনি	- চালায় দেওয়া আচ্ছাদন	টলরল	- টলমল
ছাদনা	- বিবাহ মঞ্চ	টেঙ্গর	- ইট্‌ফটে

॥জ॥

জাগ	- যজ্ঞ
জয়নেত	- জয় চিহ্নযুক্ত কাপড়, পতাকা
জুতি	- জ্যোতি, আলো
জাঙ্গাল	- মাটির বাঁধ, আল
জাড়ি	- তুলাদন্ড
জাঁতি	- সুপারি কাটার যন্ত্র
জীলে	- বাঁচিলে
জনু	- যেন
জরতী	- জরা গ্রস্থ
জাতিবে	- চাপ দেবে
জাঁতিঞা	- হলচালনা
জুতি	- জ্যোতি
জগ্য	- যোগ্য
জখন	- যখন
জটাউ	- জটায়ু
জথ	- যত
জম	- যম
জাতনা	- যাতনা
জাত্রা	- যাত্রা
জিঅঅ	- জীবিত
জিনে	- জয় করে
জোজন	- যোজন
জম্বুক	- শৃগাল

॥ঝ॥

ঝাট	- শীঘ্র
ঝাটত	- দ্রুত
ঝামর	- শুস্ক
ঝমক	- নূপুর
ঝুরিয়া	- কেঁদে
ঝিমিঞা	- ঝিমিয়ে
ঝাপান	- সাপখেলান
ঝিয়ারী	- কন্যা
ঝুর	- নষ্ট
ঝুটা	- এঁটো

॥ট॥

টেনা	- তেনা, নেকড়া

॥ঠ॥

ঠান, ঠাম	- ভঙ্গীমা
ঠাঞি, ঠাঞী	- স্থান
ঠেকী	- ঠেকিয়া
ঠমক	- বাদ্য যন্ত্র
ঠাট	- দল, সৈন্য
ঠেক	- প্রবঞ্চনা
ঠাঁই	- সংস্থান

॥ড॥

ডাকমন্ত্র	- পিশাচমন্ত্র
ডাগর	- যৌবন প্রাপ্ত
ডঙ্ক	- দংশন
ডেলা, ঢেলা	- ঢিল
ডোমনী	- ডোমের স্ত্রী
ডাবর	- পাত্র

॥ঢ়॥

ঢ্যামনা ভাতারি	- অক্ষম পৌরুষের স্বামী যার, গালাগাল অর্থে ব্যবহৃত

॥ত॥

তামাম	- সমস্থ
তিয়ড়ি, তিহড়ি	- উনুন, যার তিনটি ঝিক্
ত্বরিতে, ত্বরা, তুরিতে	- তাড়াতাড়ি
তন	- দেই
তাম্বুল	- পান
তিতিল	- ভিজিল
তুরঙ্গ	- অশ্ব
তেকারণে	- সেইজন্য
তত্য	- তত্ত্ব
তপসি	- তপস্বী
তুমার	- তোমার
তুসিয়া	- তুষ্ট করে
তৃতিঅ	- তৃতীয়
তেঞি	- তার জন্য
ত্রৈলক্ষ	- ত্রিলোক্য

ত্রিদষ - ত্রিদশ
ত্রিসাত্র - তৃষ্ণায়
তথি - তথায়
তরাজু - তুলাদন্ড
তলাস, তল্লাস - অনুসন্ধান
তাড় - অলঙ্কার
তোলা - রতি পরিমান
ত্রিকূট - তিন শৃঙ্গ বিশিষ্ট
তেন - তেমন
তেয়াগন - ত্যাগ
তন্ডুল - চাল

॥ থ ॥

থালা - আস্তানা
থুল্য - থুইল

॥ দ ॥

দড় - দৃঢ়
দগড় - ঢাক
দাড়িমা - দাড়িম রং
দিব - দিব্য
দুরাক্ষর - কটুবাক্য
দেহারা, দেউল - মন্দির
দোয়জ - দ্বিতীয়
দন্ডপাট - রাজাধিকার
দীয়টি - প্রদীপ
দেয়ান - দেওয়ান
দোহাড়ি - ফাঁদ
দুহিত - দুই
দশদিশা - দশদিক
দানী - মাশুল আদায় কারী
দামামা - বাদ্য যন্ত্র
দইত্য - দৈত্য
দড়া - দৈত্য
দিগান্তর - দিগন্তর
দিবাত্র - দিনের বেলা
দুরিত - দুর্বৃত্ত
দুল্লভ - দুর্লভ
দুষিব - দোষদিব
দৈব্য - দৈব
দোঅজ - দোজ

॥ ধ ॥

ধাবায় - ধাবিত হয়
ধূপ - রৌদ্র
ধিক - অধিক
ধড়ফর - ছট্ ফট্
ধাঞা - ধেয়ে
ধাতৃ - ধাত্রী
ধাউড়ি - দ্রুতপদে
ধিয়হিয়া - ধ্যান করে
ধুমা - ধোঁয়া
ধাকড়ে - চাপড়ায়

॥ ন ॥

নড় - নাড়িল
নস্কর, লস্কর - সৈন্য
নাগচালা - সর্পবিদ্যা
নিরক্ষণ, নিরিক্ষণ - পর্যবেক্ষণ, দেখা
নির্ঘাত - অব্যর্থ কামড়
নির্বাস - নিবাস
নেহালো - তাকালো
নহিল - হলনা
নাগসূই - নাগসূয়
নাগান্তক - গরুড়
নায়রি - অতিথি
নিমক - লবন
নেহ - নাও
নঞানে - চোখে
নড়িল - গেল
নিস্তাইঞা - নিবিয়ে
নৌতন - নূতন
নিছনি - বালাই
নিদান - অন্তিমকাল
নিন্দ - নিদ্রা
নিবাসিত - বসবাসকারী
নেত - পট্টবস্ত্র
নট - নর্ত্তক
নৃত্যকি, নটি - নর্ত্তকী
নফর - ভৃত্য
নাঞি - নাই
নাএক, নায়ক - মনসাগানের পৃষ্ঠপোষক
নিঃসরে - নির্গত হয়
নিদানে - আবশেষে

নন্দনি - মেয়ে
নপুর - নূপুর
নাম্বে, নাম্ভে - নামে
নিবারি - নিবারন করিয়া
নিগড় - শৃঙ্খল

॥ প ॥

পট্ট - রেশমী
পদ্মাঁ, পদ্মাঁবতী - পদ্ম, পদ্মাবতী
পরমাউ - পরমায়ু
পাও - পা
পাঙ - পায়
পাছু - পশ্চাৎ
পাটশালা - পাঠশালা
পারলি - পারুল, গাছ
পিঅলি, পিয়ালি - পিয়াল
পুত্তলি - পুতুল
পুর্ন্ন - পূর্ণ
পৃত - প্রীত
পেলাঞা - ফেলাঞা
পেলাব - ফেলাব
পেলামু - ফেলব
প্রসর্ন্য - প্রসন্ন
প্রিথিবি - পৃথিবী
পাগে - পাগড়ীতে
পাট - সিংহাসন
পাঞ্জর - পিঞ্জর
পুরন্দর - ইন্দ্র
পেটারি - প্যাঁটরা, বাক্স
পোথা - পুথি
পৌর্নমাসী - পূর্ণিমা
পত্যান, পরতেক - প্রত্যয়
পরমাদ - প্রমাদ
পয়দল - পদাতিক
পয়ান - যাত্রা
পাখড়িয়া, পাকাড়িয়া - পাকড়ে
পাখাল, পাখালিল - ধোয়া
পাটেয়ার - গোষ্ঠী
পাষন্ডি - বিধর্মী, অধর্মী
পরমাণ - প্রমাণ
পসরা - পসার
পাইক - পদাতিক
প্রমাই - পরমায়ু
পাছাড়ে - পিছনে
পাটন - পওন, বানিজ্য স্থান
পাটা - ফলক
পাসরি - ভুলে গিয়ে
প্রবন্ধ - ছাঁদ
পরিহার - ক্ষমা প্রার্থনা
পাতিল - পাত্র
পাসরিল - বিস্তৃত হল

॥ ফ ॥

ফাটে - ক্রদ্ধ হয়
ফরমানি - আজ্ঞাপত্র
ফান্দ - ফাঁদ
ফাঁফর - বেসামাল, বিপদ গ্রস্থ
ফাল - ফলা

॥ ব ॥

বুহিত, বহিত্র - নৌকা
বহির - বধির, কালা
বাট - পথ
বাসব - ইন্দ্র
বিচারিয়া - বিচার করে
বাউলি - ব্যাকুল
বাঢ় - বৃদ্ধি
বাখারি - বাঁশের বাতা
বাহড়িয়া - প্রত্যাবর্তন করে
বিকশে - বিকশিত হয়
বিজত্র - বিজয়ে
বিত্তান্ত - বৃত্তান্ত
ব্রহ্মানী - মনসা
বুলিতে - বলতে
বুইল - বলল
বাপু - পিতা
বাদ্দি - বাদ্য যন্ত্র
বাহুটি - অলঙ্কার
বিসরিলা - ভুলে গেলা
বিরাগ - রাগ
বিরটন - প্রচার
বিষম - কঠিন
বৈরী - শত্রু
বই - ব্যতীত
বঞ্চে - যাপন করে

বড়াই, বড়াঞি	-	অহঙ্কার, গর্ব
বারা	-	কলস
বাসহর	-	বাসর
বিধগদ	-	বিদগ্ধ
বিভা	-	বিবাহ
বিরোচিত	-	বিরচিত
বিসম	-	ভীষণ
বিহানে	-	উষাকালে
বের্থ	-	ব্যর্থ
বৃত্যান্ত	-	বৃত্তান্ত
বেভার	-	ব্যবহার
বিকলি, বেয়াকুল	-	ব্যাকুল
বচ্ছ	-	বৎস
বয়্যা	-	বহন করে
বাথান	-	বাসস্থান
বায়	-	বাতাসে
বাহালি, বোদালি	-	বোয়াল মাছ

॥য॥

যাত	-	যাত্রা
যাউক	-	যাক
যোঝাযুঝি	-	যুদ্ধাযুদ্ধি
যাচাক	-	প্রার্থী
যুঝার	-	যোদ্ধা
যোগপাটা	-	যোগপট্ট
যুগতি	-	যুক্তি
যুতি, যুথি	-	বৃক্ষ
জ্যুতি	-	জ্যোতি

॥র॥

রান্ডি	-	বিধবা
রসাল	-	আম
রভস	-	মিলন সুখ
রোজ	-	ভিক্ষা
রাহুত	-	অশ্বারোহী
রাউ কাঢ়ে	-	কথা বলে
রুষিলা	-	রাগ করলা
রঘু বোদালি	-	রাঘব বোয়াল
রাউত	-	রাজপুত্র
রসুল	-	ঈশ্বরের দূত

॥ল॥

লাগ, নোগ্য	-	নাগাল
লাগি	-	জন্য
লেহ	-	নাও
লাসে	-	কামভাবে
লহু	-	রক্ত
লঞা	-	নিয়ে
লড়ি	-	নড়ি
লাগ	-	নাগাল
লোলা	-	লোলুপ
লেখিঞা	-	লিখিয়া

॥শ॥

শীষ	-	শীর্ষ
শ্রীফল	-	বেল
শৃকালি	-	শৃগালী
শ্রীজিল, শৃজিল	-	সৃজিল
শরা	-	ঢাকনা
শিয়ান	-	চতুর
শড়িত	-	পচা, গলিত
শেষপতি	-	যম

॥ষ॥

ষুনিঞা	-	শুনিয়া

॥স॥

সতাই	-	সৎমা
সন্ধি	-	রহস্য
সরলা, সহেলা	-	বন্ধুত্ব
সরুয়া	-	পাতলা
সিজ	-	মনসা গাছ
ত্রিজান	-	সিদ্ধ করা
এাড়াসি	-	রান্নাঘরে ব্যবহৃত চিমটার মত যন্ত্র
সাভাক	-	সকলকে
সোহাগ	-	আদর
সন্ধ্যা	-	জপ

সপ্প	-	সর্প
পুত	-	পুত্র
সঙরি	-	স্মরন করে
সিজুয়া	-	একটি পর্বতের নাম, যখানে মনসার বাস
সন্ধে	-	সন্দেহে
সাপুড়া	-	সাপ রাখার কৌটা
সায়বানি	-	সভ্রান্ত ঘরের যোগ্য
সুরঙ্গ	-	উজজ্বল বর্ণ
সিঙ্গার	-	সাজ সজ্জা
সুরপতি	-	ইন্দ্র
সভ	-	সব
সোভাগ্গ	-	সৌভাগ্য
শ্রীষ্টি	-	সৃষ্টি

॥হ॥

হাকন্দ	-	উচ্চ
হিতায়	-	হৃদয়ে
হেতাল, হেমতাল	-	বেতের মত শক্ত গাছ
হৈলাঙ	-	হলাম
হুঙ্কার	-	বিশেষ মন্ত্র পাঠ
হাঁকারিয়া	-	হাঁক দিয়ে
হিঙ্গুল	-	আলতা
হেট	-	নীচু করা
হাঁকর	-	হাঙ্গর
হালিয়া	-	হেলে
হাপুতী	-	পুত্রহীনা
হড়পী	-	সাপের ঝুড়ি
হান্ডি	-	হাঁড়ি
হুলাহুলি	-	উলুধ্বনি

অধ্যায় - ৮
গ্রন্থপঞ্জী

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা -

ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, (৮ম সংস্করণ), এ. মুখার্জী এন্ড কোং, ১৯৯৮
ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকশ্রুতি, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫
চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, ভারতসংস্কৃতি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৪০৯
Maity Pradyot Kumar, Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, Punthi Pustak, Kolkata 1996
সেন সুকুমার, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী, ১৯০৭
সেন সুকুমার, An Etymological Dictionary of Bengal, Vol. I & II, Eastern Publishers, 1971
সেন সুকুমার, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-৪ খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১
সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮
সেন সুকুমার, (সম্পাদিত) কবি কঙ্কণ বিরচিত চন্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩
Sen Sukumar (Edi) Pal's Visnu Manasa mangal, the Asiatic Society, Kolkata 1968
Sen Sukumar (Edi) Vipradasa's Manasabijoy, The Asiatic Society, Kolkata 1953
সেন সুকুমার, বিদ্যাপতি গোষ্ঠী ও গীতি ত্রিংশতিকা, সাহিত্যসভা বর্ধমান, ১৩৫৪
সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, ১ম, ২য় খন্ড, দেজ, পাবলিশিং ১৯৯৯
সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৮ম সংস্করণ)
শরীফ আহমেদ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা ঢাকা, ১৯৭৭
মুখোপাধ্যায় সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৭
মুখোপাধ্যায় সুখময়, বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর, ভারতী, ১৯৯৮
মুখোপাধ্যায় অণিমা, আঠারো শতকের বাংলা পুথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, সাহিত্যলোক, ১৯৮৭
মুখোপাধ্যায় অণিমা, পুঁথি পাঠ ও সম্পাদনা রীতি, পুনশ্চ, ২০০১
গোস্বামী জয়ন্ত, প্রাচীন পুঁথি গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ, পুস্তক বিপণি ১৯৯০
মিয়া, মুহম্মদ শাহজাহান, বাংলা পান্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৪
ভৌমিক কল্পনা, পান্ডুলিপি পঠন সহায়িকা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯২
দাস সরকার স্বাতী, বাংলার পুঁথি বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্যলোক, ১৪০৪
বসু ত্রিপুরা, বাংলা পান্ডুলিপি পাঠ পরিক্রমা, পুস্তক বিপণি ২০০৩
চৌধুরী ভূদের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ১-৪ পর্যায় দেজ, কলকাতা, ২০০৫
ন্যায়রত্ন রামগতি, বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (অসিত কু. বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটর ১৯৯১
বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১-৮ খন্ড পর্যন্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৯৬ সংস্করণ পর্যন্ত
গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, পুস্তক বিপণি কলকাতা ১৯৮৮
গঙ্গোপাধ্যায় শম্ভুনাথ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ২০০০
চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার ও মজুমদার দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত) বাংলার লোক সংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্টিবিউটার, ১৯৯৬
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১ম খন্ড ১৯৯৯
ভট্টাচার্য বিনয়তোষ, বৌদ্ধদের দেবদেবী, প্রথম পরিবর্ধিত চিরায়ত সংস্করণ, ২০০৫
Bhattachariya, Binoytosh, The Indian Buddhist Ioconography, 1958
প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী, রাগ ও রূপ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬১
নস্কর সনৎ কুমার (সম্পাদিত) অক্ষয় সঞ্চয়, অক্ষয় কুমার কয়াল, অক্ষয় পুথিচর্চা কেন্দ্র, ১৪১৩

নস্কর সনৎ কুমার, মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, রত্নাবলী, ১৯৯৫
মিত্র সনৎ কুমার (সম্পাদিত), যমের বিচার - লোক সংস্কৃতির দরবারে, পুস্তক বিপনি ২০০৬
মিত্র সনৎ কুমার (সম্পাদিত), উর্বরতার দেবী সরস্বতী, লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০৬
বসু শঙ্করী প্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ২০০৫
রায় নীহার, রঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, দেজ, পাবলিশিং কলকাতা ১৪০২
আহমদ ওয়াকিল, মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
বন্দ্যোপাধ্যায় অনিলচন্দ্র, মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, কে. পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৯
গুপ্ত ক্ষেত্র, কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থ নিলয়, ১৪০৪
মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, মনসামঙ্গলের ইতিবৃত্ত, সাহিত্য লোক, ১৪০৭
দত্ত বিজিত কুমার (সম্পাদিত), শতবর্ষ পরিক্রমা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
দাস ক্ষুদিরাম (সম্পাদিত), কবি কঙ্কণ চন্ডী, দেজ, ১৯৯৯
ওঝা সুনীলকুমার (সম্পাদিত), মানিকদত্তের চন্ডীমঙ্গল, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪
দাশ নির্মল, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ
সান্যাল হিতেশ রঞ্জন, বাংলা কীর্ত্তনের ইতিহাস, কে. পি. বাগচী, ১৯৮৯
ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন, বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৮
ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন (সম্পাদিত), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, ১ম খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯
Ojha Sunil Kumar, A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I-V, Dept. of Bengali, North Bengal University, 1990, 1991
বসু মনীন্দ্র মোহন ও পাল প্রফুল্ল, প্রাচীন পুথির পরিচয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪
সরকার সম্পা, পুথির কথা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
আলী মেহ্‌রাব, দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র - ৪, দিনাজপুর ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প, বাংলাদেশ, ২০০২
কয়াল অক্ষয়কুমার ও দেব চিত্রা (সম্পাদিত) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, রচিত মনসামঙ্গল, লেখাপড়া, ১৩৮৪
ভট্টাচার্য বিজনবিহারী (সম্পাদিত) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৫
শর্মা নবীন কুমার (সম্পাদিত) পদ্মাপুরাণ, গুয়াহাটি, ১৯৯৩
ঘোষ কবিতা, সপ্তদশ শতকের বাঙ্গালীর সমাজ ও সাহিত্য, সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৪
মন্ডল, ড. ইন্দুভূষণ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের লৌকিক উপাদান, সাহিত্য লোক, ১৯৮৭
রানা, ড. সুমঙ্গল, যোড়শ শতকের বাংলা সমাজ ও সাহিত্য পুথির তথ্যে আলোচনা, পুস্তক বিপনি, ১৯৮৮
মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত), বাঙালির সাংস্কৃতিক দিগন্ত, সোনারতরী, আগষ্ট ২০০১
মুখোপাধ্যায় তরুণ, কবিকঙ্কণ-চন্ডী, চন্ডীমঙ্গল বোধিনী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০
দত্ত জয়িতা, সমকালের প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২০০২
ঘোষ কবিতা, সপ্তদশ শতকের বাঙ্গালীর সমাজ ও সাহিত্য; পুস্তক বিপণি ১৯৯৪
মল্লিক দীপঙ্কর, মধ্যযুগ ফিরে দেখা, পুস্তক বিপণি ২০০৪
রায় অনিরুদ্ধ, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৯৯
চট্টোপাধ্যায় তুষার, লোক সংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, দে'জ, ২০০১
দে, আশিস কুমার, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাষাপট ও ভাবকথা
বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ, ১৯৯৮
রায় গৌতম (সম্পাদিত) উত্তরবঙ্গের জনজাতি ও লুপ্তপ্রায় লোক সংস্কৃতি, বৈতানিক ২০০৪
দাশগুপ্ত শশিভূষণ (মর্মানুবাদ সিংহ রায় গোপীমোহন), বাংলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, ভারতি, ১৯৯৬
ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস চর্চা, সারস্বতি লাইব্রেরী, ১৩৭৯
বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, মধ্যযুগে বাঙ্গলা, দে'জ, ২০০২
সরকার দীনেশচন্দ্র, পালপূর্ব যুগের বংশানুচারিত, সাহিত্যলোক, ১৯৮৫
ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ ১৪০১

দাশ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ ২০০৫
মল্লিক দীপঙ্কর, মধ্যযুগ ফিরে দেল, পুস্তক বিপনি, ২০০৪
কাশিম মুসা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০৫
গঙ্গোপাধ্যায় শম্ভুনাথ মধ্যযুগের ধর্ম ভাবল ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপনি ১৯৯৮
মৈনান, কিশোরী মোহন, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত প্রাকৃত প্রকীণ - কবিত্যর অনুসরণ, অসীমা প্রকাশনী, হাওড়া, ১৯৯১
চট্টোপাধ্যায় রবিরঞ্জন, কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮২
মুখোপাধ্যায় রারাপদ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৫
চক্রবর্ত্তী অনিমা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলায় লোক ঐতিহ্য, পুস্তক বিপনি ২০০০
দাশ সত্যনারায়ন, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পুনর্বিচার, পুস্তক বিপনি ১৯৯৯
ভট্টাচার্য অমিত্র সূদন (সম্পাদিত) বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সমগ্র দে'জ ২০০৪
জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদিত) কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২
বসাক শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, পুস্তক বিপনি ২০০০
সেনগুপ্ত পল্লব সম্পাদিত পূজা পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি ২০০১
কামিল্যা মিহির চৌধুরী, রাঢ়ের গ্রাম দেবতা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশেষ প্রকল্প প্রকাশনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯
গনী ওসমান, ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুথি, রত্নাবলী ২০০০
ভট্টাচার্য অমিত্র সূদণ ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রত্নাবলী, ২০০৩
বিশ্বাস অচিন্ত্য, বাংলা পুথির কথা রত্নাবলী ২০০৩
বিশ্বাস অচিন্ত্য সম্পাদিত বিপ্রদাস পিপিলাই এর মনসামঙ্গল রত্নাবলী ২০০২
বিশ্বাস অচিন্ত্য বাংলা পুথির নানা কথা, জিজ্ঞাসা এজেন্সিক লিমিটেড ১৯৯৬
রায় অশোক শালগ্রাম শিলার সন্ধানে, আনন্দ পাবলিশার্স ২০০০
দাস আশুতোষ ও সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল ১ম ও ২য় সংস্করণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০ ও ১৯৮৪
দাস আশুতোষ সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতি বিরাচিত মনসাপুরাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০
শরীফ আহমেদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ১ম ও ২য় খন্ড নিউ এজ পাবলিকেশন্স ঢাকা, (পুনর্মুদ্রণ) ২০০৭ ও ২০০৫

গবেষণা পত্র-

১. চক্রবর্ত্তী পুর্নেন্দু নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ও সুকন্নী, তুলনামূলক পর্যালোচনা, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬
২. লালা আদিত্যকুমার, মনসামঙ্গল কাব্যের ত্রিধারা; তুলনামূলক আলোচনা, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২
৩. সেন সুবোধচন্দ্র, লোক নাটক ও উত্তরবঙ্গের জনজীবন, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০
৪. পাল ফনীগোপাল, উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১
৫. দে সরকার দ্বিগ্বিজয়, বৈষ্ণবেতর বাংলা কাব্যে বৈষ্ণবীয় ধ্যান ধারনা ও কাব্যরূপের প্রভাব, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়
৬. ধর দাস মায়া, মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যান কাব্যের ভিত্তিতে মধ্যযুগের বাঙ্গালী নারী সমাজ, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়

LIBRARY · NBU DARJEELING